১ম ভলিউম
বেহেশ্তী জেওর
www.almodina.com

من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين

আল্লাহ্ যাহার মঙ্গল কামনা করেন তাহাকে ফকীহ্ বানাইয়া দেন।

বঙ্গানুবাদ

বেহেশ্‌তী জেওর

১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড

[প্রথম ভলিউম]

লেখক
কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী চিশ্‌তী (রঃ)

অনুবাদক
হযরত মাওলানা শামছুল হক (রঃ) ফরিদপুরী
প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, জামেয়া কোরআনিয়া, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার ঃ ঢাকা

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

আরয

হাম্‌দ ও ছালাতের পর বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট অধীনের বিনীত আরয এই যে, মুজাদ্দেদে যমান, কুত্‌বে দাওরান, পাক-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী (রহ্‌মতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় সম্পূর্ণ জীবনটি ইসলাম এবং মুসলিম সমাজের খেদমতে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রায় এক হাজার কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কোন কোন কিতাব ১০/১২ জিল্‌দেরও আছে। কিন্তু এইসব কিতাবের কপি রাইট তিনি রাখেন নাই বা কোন একখানি কিতাব হইতে বিনিময় স্বরূপ একটি পয়সাও তিনি উপার্জন করেন নাই। শুধু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দ্বীন ইসলামের খেদমতে ও মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য লিখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার লিখিত কিতাবের মধ্যে ১১ জিল্‌দে সমাপ্ত বেহেশ্‌তী জেওর একখানা বিশেষ যরূরী কিতাব। সমগ্র পাক-ভারতের কোন ঘর বোধ হয় বেহেশ্‌তী জেওর হইতে খালি নাই এবং এমন মুসলমান হয়ত খুব বিরল, যে বেহেশ্‌তী জেওরের নাম শুনে নাই। বেহেশ্‌তী জেওর আসলে লেখা হইয়াছিল শুধু স্ত্রীলোকদের জন্য; কিন্তু কিতাবখানা এত সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও এত ব্যাপক হইয়াছে যে, পুরুষেরা এমন কি আলেমগণও এই কিতাবখানা হইতে অনেক কিছু শিক্ষা পাইতেছেন।

বহুদিন যাবৎ এই আহ্‌কারের ইচ্ছা ছিল যে, কিতাবখানার মর্ম বাংলা ভাষায় লিখিয়া বঙ্গীয় মুসলিম ভাই-ভগ্নীদিগের ইহ-পরকালের উপকারের পথ করিয়া দেই এবং নিজের জন্যও আখেরাতের নাজাতের কিছু উছীলা করি; কিন্তু কিতাব অনেক বড়, নিজের স্বাস্থ্য ও শরীর অতি খারাপ, শক্তিহীন; তাই এত বড় বিরাট কাজ অতি শীঘ্র ভাগ্যে জুটিয়া উঠে নাই। এখন আল্লাহ্‌ পাকের মেহেরবানীতে মুসলিম সমাজের খেদমতে ইহা পেশ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। মক্কা শরীফের হাতীমে বসিয়া এবং মদীনা শরীফের রওযায়ে-আক্বদাসে বসিয়াও কিছু লিখিয়াছি। 'আল্লাহ্‌ পাক এই কিতাবখানা কবূল করুন এই আমার দো'আ এবং আশা করি, প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণও দো'আ করিতে ভুলিবেন না। এই পুস্তকে আমার বা আমার ওয়ারিশানের কোন স্বত্ব নাই ও থাকিবে না।

মূল কিতাবে প্রত্যেক মাসআলার সঙ্গেই উহার দলীল এবং হাওয়ালা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উর্দু বেহেশ্‌তী জেওর কিতাব সব জায়গায়ই পাওয়া যায় এবং উর্দু ভাষাও প্রায় লোকেই বুঝে, এই কারণে আমি দলীল বা হাওয়ালার উল্লেখ করি নাই। যদি আবশ্যক বোধ হয়, পরবর্তী সংস্করণে দলীল ও হাওয়ালা দেওয়া হইবে। আমি একেবারে শব্দে শব্দে অনুবাদ করি নাই, খোলাছা মতলব লইয়া মূল কথাটি বাংলা ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছি। দুই একটি মাসআলা আমাদের দেশে গায়ের যরূরী মনে করিয়া ক্ষেত্র বিশেষে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি এবং কিছু মাসআলা যরূরত মনে করিয়া অন্য কিতাব হইতে সংযোজিত করিয়াছি। তা'ছাড়া বেহেশ্‌তী গওহরের সমস্ত মাসআলা বেহেশ্‌তী জেওরের মধ্যেই বিভিন্ন খণ্ডে ঢুকাইয়া দিয়াছি। কাহারও সন্দেহ হইতে পারে বিধায় বিষয়টি জানাইয়া দিলাম।

আরযগুযার
শামসুল হক
৩১/৭/৮৬ হিজরী

সূচী-পত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

তৃতীয় খণ্ড

বিষয় **পৃষ্ঠা**

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী (রঃ)

বংশ পরিচয়ঃ

আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশের মুজাফ্‌ফর নগর জিলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ শহর থানাভবনে ফারূকী বংশের চারিটি গোত্রের লোক বসবাস করিতেন। তন্মধ্যে খতীব গোত্রই ছিল অন্যতম। থানাভবনে সুলতান শিহাবুদ্দীন ফর্‌রূখ-শাহ্ কাবুলী ছিলেন হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভীর ঊর্ধ্বতন পুরুষ। থানাভবনে এই বংশে বিশিষ্ট বুযুর্গ ও ওলীয়ে কামেলগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং হযরত থানভীর পিতৃকুল হইল ফারূকী। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী, শায়খ জালালুদ্দীন থানেশ্বরী, শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর প্রমুখ খ্যাতনামা বুযুর্গগণ এই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হযরত মাওলানা থানভী (রঃ)-এর পিতা জনাব মুন্সি আবদুল হক ছাহেব ছিলেন একজন প্রভাবশালী বিত্তবান লোক। তিনি খ্যাতনামা দানশীল ব্যক্তি এবং ফার্সী ভাষায় একজন উচ্চস্তরের পণ্ডিতও ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি একজন বিচক্ষণ, দূরদর্শী এবং উচ্চ শ্রেণীর সাধক ছিলেন।

তাঁহার মাতৃকুল ছিল 'আলাভী' অর্থাৎ, হযরত আলীর বংশধর। হযরত মাওলানা থানভীর জননী ছিলেন একজন দ্বীনদার এবং আল্লাহ্‌র ওলী। উচ্চস্তরের বুযুর্গ ও ওলীয়ে কামেল পীরজী ইমদাদ আলী ছাহেব ছিলেন তাঁহার মাতুল। তাঁহার মাতামহ (নানা) মীর নজাবত আলী ছাহেব ছিলেন ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবন্ধকার। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল তাঁহার একটি বিশেষ গুণ। তিনি মাওলানা শাহ্ নেয়ায আহ্‌মদ বেরলভীর জনৈক বিশিষ্ট খলীফার মুরীদ ছিলেন। খ্যাতনামা বুযুর্গ হাফেয মোর্তজা ছাহেবের সহিতও তাঁহার আধ্যাত্মিক যোগ-সম্পর্ক ছিল বলিয়া তিনি বেলায়তের দরজায় পৌঁছেন। এমন উচ্চ মর্যাদাশীল পার্থিব ঐশ্বর্যে ধনবান, সাথে সাথে ধর্মপরায়ণতার সহিত নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল, এমন একটি সম্ভ্রান্ত ও প্রখ্যাত বংশে হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত, জামেয়ে শরীঅত, বেদ্‌আত ও রসুমাৎ এর মূল উৎপাটনকারী শাহ্ ছুফী হাজী হাফেয হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থান্‌ভী চিশ্‌তী হানাফী জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মাওলানা ছিলেন দূরদর্শী, দৃঢ়চেতা, সূক্ষ্মদর্শী, স্বাবলম্বী, সত্যপ্রিয়, খোদাভীরু, ন্যায়পরায়ণ প্রভৃতি মানবীয় গুণে গুণান্বিত। এই মহৎ গুণাবলী তিনি হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) হইতে পৈতৃকসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। আর মা'রেফাত বা আধ্যাত্মিকরূপ অমূল্য রত্ন লাভ করেন মাতৃকুল অর্থাৎ, হযরত আলী (রাঃ) হইতে।

জন্ম বৃত্তান্তঃ

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানভীর জন্ম বৃত্তান্ত অলৌকিক ঘটনার সহিত জড়িত। তাঁহার পিতার কোন পুত্র সন্তানই জীবিত থাকিত না। তদুপরি তিনি এক দূরারোগ্য চর্মরোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসকদের পরামর্শে এমন এক ঔষধ সেবন করেন যাহাতে তাঁহার প্রজনন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়া যায়। ইহাতে হাকীমুল উম্মতের মাতামহী নেহায়েত বিচলিত

হইয়া পড়েন। একদা তিনি হাফেয গোলাম মোর্তজা ছাহেব প্যানিপতীর খেদমতে এ বিষয়টি আরয করেন। হাফেয ছাহেব ছিলেন মজ্যূব। তিনি বলিলেনঃ "ওমর ও আলীর টানাটানিতেই পুত্র-সন্তানগুলি মারা যায়। এবার পুত্র-সন্তান জন্মিলে হযরত আলীর সোপর্দ করিয়া দিও। ইন্‌শাআল্লাহ্ জীবিত থাকিবে।" তাঁহার এই হেঁয়ালী কেহই বুঝিতে পারিলেন না। পূর্ণ কথার সারমর্ম একমাত্র মাওলানার বুদ্ধিমতী জননীই বুঝিলেন আর তিনি বলিলেন, হাফেয ছাহেবের কথার অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, ছেলেদের পিতৃকুল ফারূকী, আর আমি হযরত আলী (রাঃ)-এর বংশধর। এযাবৎ পুত্র-সন্তানদের নাম রাখা হইতেছিল পিতার নামানুকরণে, অর্থাৎ হক্ শব্দ যোগে রাখা হইয়াছিল। যেমন আবদুল হক, ফজলে হক ইত্যাদি। এবার পুত্র-সন্তান জন্মিলে মাতৃকুল অনুযায়ী নাম রাখিতে—অর্থাৎ আমার ঊর্ধ্বতন আদিপুরুষ হযরত আলী (রাঃ)-এর নামের সহিত মিল রাখিয়া নামানুকরণ এর কথা বলিতেছেন। ইহা শুনিয়া হাফেয সাহেব সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, বাহ্‌বা! মেয়েটি বড়ই বুদ্ধিমতী বলিয়া মনে হয়। আমার উদ্দেশ্য ইহাই ছিল। ইহার গর্ভে দুইটি ছেলে হইবে। ইন্‌শাআল্লাহ্ উভয়ই বাঁচিয়া থাকিবে এবং ভাগ্যবান হইবে। একজনের নাম রাখিবে আশ্‌রাফ আলী, অপরজনের নাম রাখিবে আকবর আলী। একজন হইবে আমার অনুসারী, সে হইবে আলেম ও হাফেয। অপরজন হইবে দুনিয়াদার। বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছিল। আল্লাহ্ পাক এক বুযুর্গের দ্বারা হযরত থানভী মাতৃ-গর্ভে আসার পূর্বে অর্থাৎ আলমে আরওয়াহে থাকাকালীন তাঁহার নাম রাখাইয়া দিলেন। আল্লাহ্ পাকের কত বড় মেহেরবানী! কত বড় সৌভাগ্যের কথা!

জন্ম ঃ

হিজরী ১২৮০ সনের ৫ই রবিউস্‌সানী বুধবার ছোব্‌হে ছাদেকের সময় হাকীমুল উম্মত জন্মগ্রহণ করেন। হাফেয গোলাম মোর্তজা সাহেবের নির্দেশক্রমে নবজাতের নাম রাখা হইল "আশ্‌রাফ আলী।" তাঁহার জন্মের ১৪ মাস পরে তাঁহার ছোট ভাই আকবর আলীর জন্ম হয়। থানাভবনের অধিবাসী বলিয়া তাঁহাকে থানভী বলিয়া অবিহিত করা হয়।

বাল্যকাল ঃ

মাওলানার পাঁচ বৎসর বয়সকালে তাঁহার পুণ্যশীলা স্নেহময়ী জননী পরলোক গমন করেন; সুতরাং শিশুকালেই দুই ভাই মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলেন। কিন্তু পিতা জননীর ন্যায় স্নেহমমতায় উভয় শিশুর লালন-পালন ও তা'লীম তরবীয়তের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তিনি উভয়কেই খুব স্নেহ করিতেন। স্বহস্তে গোসল করাইতেন, স্বহস্তে খাওয়াইতেন। পিতার অত্যধিক আদর যত্নের কারণে শিশুরা মায়ের বিচ্ছেদ-বেদনার কথা কখনও অনুভব করিতেই পারে নাই।

শৈশব হইতেই হযরত হাকীমুল উম্মতের চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার ছিল পাক-পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তিনি কখনও বাহিরের ছেলেদের সহিত খেলাধুলা করিতেন না। ছোট ভাই আকবর আলীকে নিয়া নিজ বাড়ীর সীমার মধ্যে খেলাধুলা করিতেন। খেলাধুলার সময় ধুলাবালি গায়ে বা কাপড়ে লাগিতে দিতেন না। সময়ে বৃষ্টিতে ভিজিয়া উভয় ভ্রাতা আনন্দ উপভোগ করিতেন। হযরত মাওলানা বাল্যকালে নেহায়েত শান্ত ও সুশীল ছিলেন। তাঁহার সু-মধুর ব্যবহারে বিধর্মীরাও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিত।

সাধারণতঃ ছেলেরা মসজিদে বা উৎসব উপলক্ষে শিরনী-মিঠাই ইত্যাদি পাইবার সুযোগ গ্রহণ করে। হযরত মাওলানার বিচক্ষণ ও দূরদর্শী পিতা ইহা আদৌ পছন্দ করিতেন না। তিনি বরং

বাজার হইতে মিঠাই আনিয়া দুই পুত্রের হাতে দিয়া বলিতেন, মিঠাইয়ের জন্য মসজিদে যাওয়া বড়ই লজ্জার কথা। হযরত হাকীমুল উম্মতের মেধাশক্তিও ছিল অসাধারণ। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিনের পাঠ সহজেই কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন। কাজেই পিতা বা ওস্তাদগণ কেহই তাঁহাকে তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করার সুযোগ পাইতেন না ; বরং ওস্তাদগণ তাঁহাকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন।

তিনি ধর্মকর্মে অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। এজন্য জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই তাঁহাকে স্নেহ করিত। কেহই তাঁহার কাজের প্রতিবাদ করিত না। এমনকি অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করিত না।

দেওয়ালী পূজার সময় মীরাটের ছাউনী বাজারের রাস্তার দুই ধারে সারি বাঁধিয়া অসংখ্য প্রদীপ জ্বালান হইত। তাঁহারা দুই ভাই রূমালের সাহায্যে বাতাস দিয়া একাধারে সকল প্রদীপ নিভাইয়া দিতেন। এজন্য কেহই তাঁহাদের কিছু বলিত না; এমনকি হিন্দুরাও কিছু বলিত না।

তিনি খেলার মধ্যে নামাযের অভিনয় করিতেন। সমপাঠীদের জুতাগুলিকে কেব্‌লা মুখে সারি করিয়া সাজাইতেন এবং একটি জুতা সারির সম্মুখে স্থাপন করিয়া সঙ্গীদেরকে বলিতেন, দেখ দেখ, জুতাও জামাতে নামায পড়ে। এই বলিয়া বেশ আনন্দ উপভোগ করিতেন। ইহাতে বুঝা যায়, জামাতে নামায পড়ার প্রতি তাঁহার অন্তরে কত আকর্ষণ ও ভালবাসা ছিল। তিনি খেলাধুলায় অযথা সময় নষ্ট করিতেন না, বরং দো'আ দুরূদ পড়িতে থাকিতেন।

তাঁহার বয়স যখন ১২/১৩ বৎসর, তখন তিনি শেষ রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতেন। গভীর রাত্রে একাকী নামায পড়িতে দেখিয়া তাঁহার চাচীআম্মা বলিতেন, তাহাজ্জুদের নামায পড়ার সময় তোমার এখনও হয় নাই, বড় হইলে পড়িবে। ইহাতে কোন ফল হইল না ; বরং তিনি রীতিমত তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে রহিলেন। চাচীআম্মা নিরুপায় হইয়া তাহাজ্জুদ নামাযে মশগুল থাকাকালীন তাঁহাকে পাহারা দিতেন। কারণ, ছেলে মানুষ গভীর রাত্রে একাকি ভঁয় পাইতে পারে।

ছোটবেলা হইতেই তিনি ওয়ায বা বক্তৃতা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। সময় সময় সওদা আনিবার জন্য তাঁহাকে বাজারে যাইতে হইত। পথিমধ্যে কোন মসজিদ দেখিতে পাইলে উহাতে ঢুকিয়া পড়িতেন এবং মিম্বরে দাঁড়াইয়া খোৎবার ন্যায় কিছু পড়িতেন, অথবা কিছু ওয়ায নছীহত করিতেন। এরূপে তিনি ছোট বেলায়ই ওয়াযের ক্ষমতা অর্জন করিতে সক্ষম হন। ফলে তিনি উত্তরকালে বিখ্যাত ওয়ায়েয বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

হযরত হাকীমুল উম্মত যখন সবেমাত্র মক্তবের ছাত্র তখন কুত্‌বুল আকতাব হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ ছাহেবের খাছ খলীফা হযরত শায়খ মুহাম্মদ মুহাদ্দেস (ইনি হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কীর পীর-ভাই) বলিতেন, এই বালক উত্তরকালে আমার স্থলাভিষিক্ত হইবে। হযরত হাকীমুল উম্মত বাল্যকালে যখন গৃহের বাহিরে যাইতেন, তখন আকাশের মেঘমালা তাঁহাকে ছায়া দিত। আল্লাহ্‌র ওলী এবং যথার্থ অর্থে "নায়েবে রসূল" হওয়ার ইহাই একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

একটি স্বপ্ন ঃ

হযরত হাকীমুল উম্মত বাল্যকালে একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্ন দেখেন। তিনি বলেন, স্বপ্নে আমি দেখিলাম, আমি মীরাটের যে বাড়ীতে থাকিতাম উহাতে উঠিবার দুইটি সিঁড়ি ছিল, একটি বড় ও একটি ছোট। "আমি দেখিলাম, বড় সিঁড়িটির একটি পিঞ্জিরায় দুইটি সুন্দর কবুতর। অতঃপর যেন চারি দিক সন্ধ্যার অন্ধকারে ছাইয়া গেল। তখন কবুতর দুইটি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল ঃ আমাদের পিঞ্জিরাটিকে আলোকিত করিয়া দিন। উত্তরে আমি বলিলাম, তোমরা নিজেরাই

আলোকিত করিয়া লও। তখন কবুতরদ্বয় নিজেদের ঠোঁট পিঞ্জিরার সহিত ঘর্ষণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে খাঁচাটি এক উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইয়া গেল।"

কিছুদিন পর এই স্বপ্নের কথা তিনি তাঁহার মামা ওয়াজেদ আলী সাহেবের নিকট ব্যক্ত করিলে তিনি ইহার তা'বীর এই করিলেন যে, কবুতর দুইটির একটি হইল 'রূহ' অপরটি 'নফ্স'। মোজাহাদা বা সাধ্য-সাধনার মাধ্যমে তাহাদিগকে নূরানী করিতে আবেদন করিয়াছিল। কিন্তু তোমার কথায় তাহারা নিজেরাই নিজেদেরকে নূরানী করিয়া লইল। ইহাতে বুঝা যায়—রিয়াযত ও মোজাহাদা ব্যতিরেকেই আল্লাহ্ পাক তোমার রূহ্ ও নফ্সকে উজ্জ্বল করিয়া দিবেন। কালে এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল।

শৈশব হইতেই তিনি ছিলেন নাযুক তবিয়তের। তিনি কাহারো নগ্ন পেট দেখিতে পারিতেন না। অনাবৃত পেট দেখামাত্র তাঁহার বমি হইয়া যাইত। যে গৃহে কোন প্রকার তীব্র সুগন্ধ থাকিত তথায় তিনি ঘুমাইতে পারিতেন না আর দুর্গন্ধের তো কোন কথাই নাই। কোন জিনিস এলোমেলো দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাঁহার মাথা ব্যাথা আরম্ভ হইয়া যাইত।

শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

হযরত মাওলানা থানভী (রঃ) কোরআন মজীদ ও প্রাথমিক উর্দু, ফার্সী কিতাব মীরাটে শিক্ষা লাভ করেন। পরে থানাভবন আসিয়া তদীয় মাতুল ওয়াজেদ আলী সাহেবের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর আরবীতে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ১২৯৫ হিজরীতে বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান "দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাসায়" গমন করেন। মাত্র পাঁচ বৎসরেই দেওবন্দের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ১৯ বৎসর। এই সময়ের মধ্যে এল্‌মে হাদীস, এল্‌মে তফ্‌সীর, আরবী সাহিত্য, অলংকার শাস্ত্র, সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র, সৌরবিজ্ঞান, দর্শন শাস্ত্র, ইসলামী আইন শাস্ত্র, নৈতিকচরিত্রবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান, মূলনীতি শাস্ত্র, প্রকৃতিবিজ্ঞান উদ্ভিদ ও প্রাণীবিজ্ঞান, ইতিহাস ও যুক্তিবিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক ও চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি বাইশটি বিষয়ের জটিল কিতাবসমূহ অতি কৃতিত্বের সহিত অধ্যয়ন করেন। এ সময় তিনি "জের ও বম" নামে একটি মূল্যবান ফার্সী কাব্য রচনা করেন।

দেওবন্দে দুইটি স্বপ্ন ঃ

১। একবার তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, 'একটি কূপ হইতে রৌপ্য স্রোত প্রবাহিত হইয়া তাঁহার পিছনে পিছনে ধাবিত হইতেছে'।

২। আর একবার তিনি দেখেন জনৈক বুযুর্গ ও কোন এক দেশের গভর্ণর, এই দুই ব্যক্তি তাঁহাকে দুইখানা পত্র লেখেন। উভয় পত্রেই লেখা ছিল যে, আমরা আপনাকে মর্যাদা প্রদান করিলাম।" ঐ পত্রের একটিতে হযরত নবী করীম (দঃ)-এর নামের মোহর অঙ্কিত ছিল। উহার লেখাগুলি বেশ স্পষ্ট ও সুন্দর ছিল। অপর পত্রের মোহরের ছাপ অস্পষ্ট থাকায় পড়া যাইতেছিল না। হযরত মাওলানা এই উভয় স্বপ্ন দেওবন্দের প্রধান অধ্যক্ষ ও পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হযরত মাওলানা ইয়াকুব ছাহেবের নিকট ব্যক্ত করেন। প্রথম স্বপ্নের তা'বীরে মাওলানা বলিলেন, দুনিয়ার ধন-দৌলত তোমার পায়ে লুটাইয়া পড়িবে, অথচ তুমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিবে না। দ্বিতীয় স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলিলেনঃ ইন্‌শাআল্লাহ্ দ্বীন ও দুনিয়ায় তোমার যথেষ্ট মান-সম্মান হইবে। এ সময় উক্ত ওস্তাদ ছাহেব তাঁহার দ্বারা ফত্ওয়া লিখাইতেন। ওস্তাদের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি ওস্তাদের যথেষ্ট খেদমত করিতেন। ফলে তিনি ছাত্র

জীবনে "আশ্‌রাফুত্তালাবা" এবং কর্ম-জীবনে "আশ্‌রাফুল ওলামা" নামে খ্যাতি লাভ করেন। যেমনটি নাম তেমনি কাম।

দারুল উলুমের অধ্যয়ন শেষে কৃতী ছাত্রদের যথারীতি পাগড়ী পুরস্কার দেওয়া হয়। এ বৎসর কুত্‌বে আ'লম হযরত মাওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গোহী ছাহেব (রঃ) স্বীয় পবিত্র হস্তে হযরত মাওলানা থানভীর মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া দিলেন। এ সময় মাদ্রাসার ওস্তাদদের নিকট তাঁহার প্রতিভার প্রশংসা শুনিয়া হযরত গঙ্গোহী ছাহেব তাঁহাকে কতিপয় কঠিন কঠিন প্রশ্ন করেন। হযরত মাওলানা ঐ সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। এই প্রকার দুর্বোধ্য প্রশ্নের সঠিক উত্তর শুনিয়া হযরত গঙ্গোহী ছাহেব মুগ্ধ হন এবং তাঁহার জন্য দো'আ করেন। ফলে তিনি শিক্ষা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন জগৎবরেণ্য আলেম হিসাবে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়েন।

অধ্যাপনা ঃ

পাঠ্য জীবন শেষে ১৩০১ হিজরীতে কানপুর ফয়েযে 'আম মাদ্রাসায় মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ করেন। হাদীস, তফ্‌সীর ও উচ্চস্তরের কিতাবসমূহ কৃতিত্বের সহিত পড়াইতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে ওয়ায নছীহতের মাধ্যমেও জনগণকে মুগ্ধ করিয়া ফেলেন। এদিকে মধুর কণ্ঠস্বর গুরুগম্ভীর সম্বোধন, মার্জিত ভাষা ও অপূর্ব বর্ণনাভঙ্গী, অপর দিকে কোরআন হাদীসের সরল ব্যাখ্যা, মা'রেফাত ও তাছাউফের সূক্ষ্ম বিষয়ের সহজ সমাধান; মোটকথা, ওয়াযের মাহ্‌ফিলে অফুরন্ত ভান্ডার হইতে অভাবনীয় মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য বিকশিত হইতে থাকিত। ফলে শ্রোতৃবৃন্দের অন্তরে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইত। তাঁহার ভাষণ সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইত।

জনসমাজে হযরত মাওলানার জনপ্রিয়তা দেখিয়া মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের মধ্যে আর্থিক স্বার্থ লাভের বাসনা জাগরিত হয়। তাঁহারা তাঁহার ওয়ায মাহ্‌ফিলে মাদ্রাসার জন্য চাঁদা আদায় করার কথা হযরত মাওলানার নিকট ব্যক্ত করিলেন। হযরত মাওলানা এই উপায়ে চাঁদা সংগ্রহ করা এল্‌মী মর্যাদার খেলাফ ও না-জায়েয মনে করিতেন। তাই তিনি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের আবেদন রক্ষায় অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে কর্তৃপক্ষের মধ্যে পরস্পর নানাপ্রকার কানাঘুষা আরম্ভ হইল। এ কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি মাদ্রাসার কার্যে ইস্তিফা দেন এবং সরাসরি বাড়ী চলিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। এল্‌মে দ্বীন ও দর্শন শাস্ত্রে এমন বিজ্ঞ ব্যক্তি দুর্লভ ভাবিয়া জনাব আবদুর রহ্‌মান খান ও জনাব কেফায়াত উল্লাহ্ সাহেবদ্বয় মাসিক ২৫টাকা বেতনে টপকাপুরে অপর একটি মাদ্রাসায় অধ্যাপনার কাজের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। এল্‌মে দ্বীনের খাতিরে হযরত মাওলানা তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষায় সম্মত হন। টপকাপুর জামে মসজিদের নামানুসারে মাদ্রাসার নাম রাখিলেন জামেউল উলুম। আজও কানপুরে এই মাদ্রাসা বিদ্যমান আছে এবং তাঁহার স্মৃতি ঘোষণা করিতেছে।

তিনি একাধারে চৌদ্দ বৎসর জামেউল উলুমে এল্‌মে দ্বীন শিক্ষাদানে মশ্‌গূল থাকেন। অতঃপর ১৩১৫ হিজরীর ছফর মাসে স্বীয় মুর্শিদ শায়লুল আরব ও আ'জম কুত্‌বে আ'লম হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মোহাজেরে মক্কী ছাহেবের অনুমতিক্রমে কানপুরের সংস্রব ত্যাগ করিয়া থানাভবনে আসিয়া উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সংস্কার সাধনে আত্মনিয়োগ করেন।

বুযুর্গগণের খেদমতে মাওলানা থানভী ঃ

আল্লাহ্‌র ওলীগণের প্রতি হযরত হাকীমুল উম্মতের ভক্তি ও মহব্বত ছিল অত্যন্ত গভীর। তিনি বলিতেন, আল্লাহ্‌র ওলীদের নামের বরকতে রূহ্ সজীব এবং অন্তরে নূর পয়দা হয়। তিনি প্রায়ই বলিতেন, তরীকতের পথে আমি রিয়াযত ও মোজাহাদা করি নাই। আল্লাহ্ পাক যাহাকিছু দান করিয়াছেন সমস্তই শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ ও বুযুর্গানে দ্বীনের আন্তরিক দো'আ ও তাওয়াজ্জুর বরকতে পাইয়াছি।

যে মজযুব হাফেয গোলাম মোর্‌তাজার দো'আয় হযরত মাওলানার ইহজগতে আবির্ভাব হয় এবং তাঁহার নামকরণ, "আশ্‌রাফ আলী" করেন, তিনি হযরত মাওলানাকে অত্যধিক স্নেহ করি-তেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার অন্তরে খোদাপ্রেম বদ্ধমূল হওয়ার ইহাও অন্যতম কারণ বটে।

যখন দেওবন্দে হযরত মাওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গোহী কুদ্দিসা সির্‌রুহু ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহার পবিত্র নূরানী চেহারা দর্শনমাত্র তাঁহার হাতে বায়'আত হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হযরত মাওলানা থানভীর অন্তরে জাগরিত হয়; কিন্তু ছাত্র জীবনে মুরীদ হওয়া সমীচীন নহে বলিয়া তাঁহার বাসনা পূর্ণ হয় নাই। ১২৯৯ হিজরীতে হজরত মাওলানা গঙ্গোহী ছাহেব (রঃ) হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমনকালে মাওলানা থানভী কুত্‌বুল আক্‌তাব হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মোহাজেরে মক্কী ছাহেবের খেদমতে পত্রযোগে আবেদন করিলেন, তাঁহাকে বায়'আত করিবার জন্য যেন গঙ্গোহী ছাহেবকে বলিয়া দেন। যথাসময় পত্রের উত্তর আসিল। পত্রে লিখা ছিল—হযরত হাজী ছাহেব (রঃ) স্বয়ং তাঁহাকে মুরীদ করিয়াছেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৯ বৎসর।

হযরত হাজী ছাহেব যখন মক্কায় হিজরত করেন, তখন হযরত থানভী (রঃ) ভূমিষ্ঠই হন নাই। অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া গেলে স্থানকালের যাবতীয় পর্দা অপসারিত হইয়া যায়। আ'রেফ বিল্লাহ্ হযরত হাজী ছাহেব পবিত্র মক্কায় থাকিয়াই থানাভবনের এই মহামণিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি হযরত মাওলানার পাঠ্যজীবনে তাঁহার পিতাকে লিখিয়াছিলেন, যখন তুমি হজ্জ করিতে আসিবে, তখন তোমার বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়া আসিও।

১৩০১ হিজরী শাওয়াল মাস। হাকীমুল উম্মত কানপুর জামেউল উলুম মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করিতেছেন। তাঁহার পিতা পবিত্র হজ্জ ক্রিয়া পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। স্নেহের পুত্র হাকীমুল উম্মতও তাঁহার সঙ্গী হইলেন। যথাসময়ে পিতা-পুত্র পবিত্র মক্কাভূমিতে হযরত হাজী ছাহেবের খেদমতে উপনীত হইলেন; ইহাই হইল তাঁহার সহিত হযরত মাওলানার প্রথম সাক্ষাৎকার। হাজী সাহেব হযরত মাওলানার দর্শন লাভ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং হাতে হাতে তাঁহার বায়'আত করিলেন। তখন তাঁহার পিতাকেও বায়'আত করিলেন। পিতা-পুত্র উভয়ে এক মুর্শিদের হাতে বায়'আত হইলেন। হজ্জের পর হযরত হাজী ছাহেব, হাকীমুল উম্মতকে ছয় মাস তাঁহার খেদমতে অবস্থান করিতে বলিলেন; কিন্তু পিতার মন স্নেহের পুত্রকে একা দূরদেশে রাখিয়া যাইতে চাহিল না। অগত্যা হযরত হাজী ছাহেব বলিলেন, পিতার তাবেদারী অগ্রগণ্য, এখন যাও, আগামীতে দেখা যাইবে।

হজ্জ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কানপুরে অধ্যাপনা, গ্রন্থ রচনা, তবলীগ, ফত্‌ওয়া প্রদান ইত্যাদি কার্যে পুনরায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এদিকে মুর্শিদের সহিত পত্র বিনিময় হইতে লাগিল। তিনি প্রায় সহস্রাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।

॥ সাত ॥

১৩০৭ হিজরী হইতে হযরত মাওলানার নূতন জীবন আরম্ভ হইল। পার্থিব সংস্রব অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে তাঁহার মন ধাবিত হইল। হযরত হাজী ছাহেবের খেদমতে মাদ্রাসার সম্পর্ক ছিন্ন করার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। উত্তর আসিল, আল্লাহ্‌র বন্দাদেরকে দ্বীনের ফয়েয পৌঁছান আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায়। শ্রদ্ধেয় মুর্শিদের পরামর্শ শিরোধার্য। তাই এল্‌মে দ্বীন শিক্ষা প্রদানের কাজ চালু রাখিলেন। এইভাবে তিনটি বৎসর অতীত হওয়ার পর হিজরী ১৩১০ সালে হযরত মাওলানার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। অনেক চেষ্টা করিয়াও মনকে আর প্রবোধ দিতে পারিলেন না। আর মুর্শিদ বলিয়াছিলেন, "মিয়া আশ্‌রাফ আলী, ছয় মাস আমার নিকট থাক"। মুর্শিদের সেই আহ্বান তৎক্ষণাৎ হযরত মাওলানার অন্তরে দাগ কাটিয়া গিয়াছিল। ঐ একই কথা বার বার তাঁহার অন্তরে তোলপাড় করিতে লাগিল। কি অদৈম্য আকর্ষণ! অবশেষে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পর মক্কা শরীফে গমনের অনুমতিপত্র আসিল। স্নেহের মুরীদ প্রাণপ্রিয় মুর্শিদের খেদমতে পৌঁছিয়া স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলিলেন এবং মুর্শিদের পদতলে নিজের সত্ত্বা বিলীন করিয়া দিলেন। মুর্শিদও আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই পীর ও মুরীদ একই রং ধারণ করিলেন। হযরত হাজী ছাহেব নিঃসংকোচে ফরমাইতেন, মিয়া আশরাফ! তুমি তো সম্পূর্ণ আমার তরীকার উপর। হযরত মাওলানার কোন লিখা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলে বলিতেন, আরে তুমি তো আমারই মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছ।

হযরত হাজী ছাহেবের খেদমতে মা'রেফত সম্বন্ধে কেহ কোন কথা জানিতে চহিলে তিনি হযরত মাওলানার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেন, একে জিজ্ঞাসা কর, সে ইহা ভালরূপে বুঝিয়াছে। ইহার কারণ, মুর্শিদ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মুরীদের আধ্যাত্মিক উন্নতি পূর্ণতার স্তরে পৌঁছিয়াছে। ছয় মাসের মাত্র এক সপ্তাহ বাকী থাকিতে হযরত মাওলানা হাজী সাহেবের খেদমত হইতে বিদায়ের অনুমতি চাহিলেন তখন হযরত হাজী ছাহেব তাঁহাকে খাছ করিয়া দুইটি অছিয়ত করিলেন ১। মিয়া আশ্‌রাফ আলী! হিন্দুস্তানে গিয়া তুমি একটি বিশেষ অবস্থার সম্মুখীন হইবে, তখন ত্বরা করিও না। ২। কানপুর হইতে মন উঠিয়া গেলে অন্য কোথাও সম্পর্ক স্থাপন করিও না; আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিয়া থানাভবনেই অবস্থান করিও। হিজরী ১৩১১ সনে প্রিয় জন্মভূমি থানাভবনের আহ্বান হযরত মাওলানাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। অবশেষে শ্রদ্ধেয় মুর্শিদের ওছিয়ত ও আধ্যাত্মিক সম্পদসহ থানাভবনে আসিয়া হাযির হইলেন।

হযরত হাজী ছাহেব কেব্‌লা হযরত মাওলানাকে এত অধিক স্নেহ করিতেন যে, কেহ মাওলানার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে নাতি বলিয়া পরিচয় দিতেন। অত্যধিক স্নেহবশতঃ তিনি তাঁহাকে 'মিয়া আশ্‌রাফ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। একবার মুর্শিদে আ'লা প্রিয়তম শিষ্যকে স্বীয় খাছ কুতুবখানা দিতে চাহিয়াছিলেন। হযরত মাওলানা আরয করিলেন, এই সব কিতাব তো আধ্যাত্মিকতার খোলস মাত্র, অনুগ্রহ করিয়া ইহার পরিবর্তে আমার সীনায় কিছু দান করুন। প্রিয়তম শিষ্যের এমন গভীর তত্ত্বপূর্ণ আব্‌দার শুনিয়া মুর্শিদ বলিলেন, হাঁ, সত্য বটে, কিতাবে আর কী আছে? সবই তো সীনায় রহিয়াছে। মুর্শিদের আন্তরিক দো'আয় মাওলানার অন্তঃকরণ এল্‌মে মা'রেফাতে ভরপুর হইয়া গেল। বিদায় গ্রহণকালে হযরত হাজী ছাহেব মুরাক্বাবা করিয়া বলিলেন, আশ্চর্য! ইহার সম্মান কাসেম ও রশীদকে অতিক্রম করিয়া গেল। বস্তুতঃ এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

॥ আট ॥

মুর্শিদের খেদমত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া হযরত মাওলানা দেশে ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলিতে লাগিল। হযরত হাজী ছাহেব হাজীদের মারফৎ বলিতেন, "আমার মিহিন মৌলভীকে সালাম বলিও।" এই মিহিন শব্দে হযরত মাওলানার বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতারূপ গুণাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। পীর ও মুরীদের কী অপূর্ব সম্পর্ক, কী মায়া, কী ভক্তি!

হযরত মাওলানা দেশে ফিরিবার সময় কানপুরে বখ্শী নযীর হাসান ছাহেব স্বপ্নে দেখিলেন, হযরত মাওলানা জাহাজ হইতে অবতরণ করিতেছেন, আর সারা হিন্দুস্তান তাঁহার দেহের নূরে নূরানী হইয়া উঠিয়াছে। কালে এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছিল।

দেশে আসিয়া পুনরায় তিনি জামেউল উলূমে অধ্যাপনার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে মা'রেফাতের আলো বিচ্ছুরিত হইল। এক কথায় মাদ্রাসা যিক্‌র-আয্‌কারের খানকায় পরিণত হইল। বহু অমুসলিমও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইল। চৌদ্দ বৎসর অধ্যাপনার পর হিজরী ১৩১৫ সালে কানপুর হইতে থানাভবনে আসিয়া খানকায়ে এমদাদিয়ার আবাদে মশ্‌গূল হইলেন। হযরত মাওলানার থানাভবনে আগমনের সংবাদে হযরত হাজী ছাহেব নেহায়ত খুশী হইয়া লিখিলেনঃ 'আপনার থানাভবন যাওয়া অতি উত্তম হইয়াছে। আশা করি, আপনার দ্বারা বহু লোকের যাহেরী-বাতেনী উপকার হইবে এবং আপনি আমাদের মাদ্রাসা ও মসজিদ পুনঃ আবাদ করিবেন। আপনার জন্য দো'আ করিতেছি।' —মকতুবাত

তিনি পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় থানাভবনে আসিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁহার দ্বারা উম্মতে মোহাম্মদিয়ার বিরাট কর্ম সম্পাদন করাইলেন। পাক-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দলে দলে বহু আলেম-ওলামা, অর্ধ শিক্ষিত; সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহার দরবার হইতে ফয়েয হাসেল করিবার জন্য সমবেত হইত এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী তাহা লাভ করিত। হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভীর ফয়েয ও বরকত ছিল বিভিন্নমুখী ও সুদূরপ্রসারী। সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় তাহা প্রকাশ করা সুদুরপরাহত। তাঁহার মধ্যে যে সব গুণাবলী বিদ্যমান ছিল, তাহা কয়েকজনে মিলিতভাবে অর্জন করাও সম্ভব নহে। তিনি একাধারে ছিলেন কোরআন পাকের অনুবাদক ও কোরআনের ব্যাখ্যাকার, মুহাদ্দিস, ফকীহ্, এবং একজন লেখক। তিনি প্রায় এক সহস্র কিতাব রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেক কিতাব বহু ভলিউমবিশিষ্ট তাঁহার রচিত প্রায় কিতাবই তাছাওউফে ভরপুর। তফসীরকার হিসাবে তিনি জগৎবিখ্যাত। তাঁহার কৃত তফসীর "তফ্‌সীরে বয়ানুল কোরআন" অদ্বিতীয়। ওয়ায়েয হিসাবেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তাঁহার তথ্যপূর্ণ বিভিন্নমুখী ওয়াযসমূহ ওয়াযের সময় সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হইত এবং পত্র-পত্রিকায়ও মুদ্রিত হইত। পরে এইগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। তাঁহার রচিত পুস্তকাবলী ও ওয়াযসমূহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত কোন কিতাবের স্বত্ব সংরক্ষিত নহে। যে কেহ ছাপিতে পারে। কী অপূর্ব স্বার্থ ত্যাগ! বাংলা ভাষায়ও তাঁহার রচিত অসংখ্য কিতাব মুদ্রিত হইয়াছে ও হইতেছে। এল্‌মে দ্বীনের ওস্তাদ হিসাবে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। অসংখ্য আলেমে হক্কানী তাঁহার হাতে গড়া। এতদ্ভিন্ন তিনি ছিলেন হক্কানী পীর ও মুর্শিদে কামেল।

তাছাওউফের দিক দিয়া তিনি ছিলেন মুজাদ্দিদে মিল্লাত বা যুগপ্রবর্তক। এক কথায় তিনি ছিলেন মুজতাহিদ—যুগসংস্কারক। অনেক ছুফী, পীর এল্‌মে তাছাওউফকে বিকৃত করিয়া

তুলিয়াছিল। তিনি এই বিকৃত তাছাওউফকে ত্রুটিযুক্ত বশতঃ জগৎবাসীর সামনে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁহারই সূক্ষ্ম ব্যবস্থা ও চিকিৎসা দ্বারা তাছাওউফের ভ্রান্ত পদ্ধতির সংস্কার সাধিত হইয়াছে। বহু যোগ্য মুরীদকে খেরক্কায়ে খেলাফত দান করিয়াছেন। তাঁহার খলীফাগণের লক্ষ লক্ষ মুরীদ শুধু পাক-ভারতেই নহে, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। (হায়াতে আশ্‌রাফ, সীরাতে আশ্‌রাফ দ্রঃ)

চির বিদায়ঃ

১৯শে জুলাই ১৯৪৩ ইং সোমবার দিবাগত রাত্রে এশার নামাযের পর তিনি ইহ্‌ধাম ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল বিরাশী বৎসর তিন মাস এগার দিন। এন্তেকালের দুই দিন পূর্বে পাঞ্জাবের এক মসজিদের ঈমাম (সৈয়দ আনোয়ার শাহ্ কাশমীরীর শাগরিদ) স্বপ্নে দেখেন, আকাশপ্রান্তে ধীরে ধীরে লিখা হইতেছে ○ قد كسر جناح الاسلام (ইসলামের বাহু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।)

কারামতঃ

১। এক ব্যক্তি হাকীমুল উম্মতের জন্য আখের গুড় হাদিয়া স্বরূপ আনিল, কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিলেন না। পরে জানা গেল যে, ঐ গুড় ছিল যাকাতের।

২। কেহ হযরত হাকীমুল উম্মতের খেদমতে এছলাহের জন্য আসিলে তিনি তাহার গোপন রোগ ধরিতে পারিতেন এবং ঐ হিসাবে তাহার এছলাহ্ করিতেন। তাঁহার নিকট কোন রোগ গোপন রাখার উপায় ছিল না।

৩। তাঁহার কোন ভক্ত রোগারোগ্যের জন্য দো'আ চাহিয়া পত্র লিখিলে লেখার সঙ্গে সঙ্গে নিরাময় হইয়া যাইত।

৪। তাঁহার জনৈক খলীফা বলেন, একদা আলীগড়ের শিল্প-প্রদর্শনীতে দোকান খুলিয়াছিলাম। মাগরিবের পর প্রদর্শনীর কোন এক ষ্টলে আগুন লাগে। আমি একাকী আমার মালপত্র সরাইতে সক্ষম হইতেছিলাম না। আকস্মাৎ দেখিলাম, হযরত হাকীমুল উম্মত আমার কাজে সাহায্য করিতেছেন। তাই আমার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। পরে জানিলাম, হযরত তখন থানাভবনেই অবস্থান করিতেছিলেন।

৫। একবার তিনি লায়ালপুর ষ্টেশনে গাড়ীর অপেক্ষায় ছিলেন। ষ্টেশন মাষ্টার চাকরকে ষ্টেশনের বাতি জ্বালাইয়া হযরতের কামরায় দিতে আদেশ করিলেন। হযরত আল্লাহ্ পাকের দরবারে পরের হক নষ্ট করা হইতে বাঁচিবার দো'আ করিলেন। মাষ্টারের মন মুহূর্তে পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি চাকরকে তাহার নিজস্ব বাতি জ্বালাইয়া দিতে আদেশ করিলেন।

৬। কানপুরে কলিমুল্লাহ্ নামে এক ব্যক্তির হামেশা অসুখ লাগিয়া থাকিত। আরবী 'কিল্‌ম' (অর্থ জখম) হইতে এই কলিমুল্লাহ্ নামের উৎপত্তি বলিয়া হযরত তাঁহার নাম রাখিয়া দিলেন ছলিমুল্লাহ্। অতঃপর ঐব্যক্তির কোন অসুখ হইত না।

৭। একবার হযরত থানভী (রঃ) কানপুরে বাশমণ্ডীতে ওয়ায করিতেছিলেন। হঠাৎ ঝড় আসিল। হযরত তাঁহার শাহাদাত অঙ্গুলীতে ফুক দিয়া ঘুরাইলেন। তৎক্ষণাৎ ঝড়ের মোড় ঘুরিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল। ওয়াযের কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল।

৮। মাওলানা হাকীম আবদুল হক বলেন, যে-ব্যক্তি হযরতের দরবারে খাঁটি নিয়তে বসিত তাহার দিল আপনা হইতে পরিষ্কার হইয়া যাইত এবং দ্রুত আখেরাতের দিকে মন আকৃষ্ট হইয়া পড়িত।

একটি স্বপ্ন ঃ

৯। একবার হযরত মাওলানা যাফর আহ্‌মদ ওসমানী সাহেব স্বপ্নে দেখিলেন, মদীনা শরীফের এক বুযুর্গ তফ্‌সীরে বয়ানুল কোরআনের তা'রীফ করিতে করিতে বলিলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার বলিতেছেন, অমুক আয়াতের তফ্‌সীর বয়ানুল কোরআনে এইভাবে লিখা আছে। হযরত ওসমানী সাহেব বলেন, আমার স্পষ্ট মনে পড়ে আমি হযরত (দঃ)-এর এই উক্তি নিজ কানে শুনিয়াছি। স্বপ্নে আমার ইহাও অনুভূত হইল যে, নবী করীমের দরবারে "বয়ানুল কোরআন" এরূপ মকবুল হওয়ার কারণ, হযরত মাওলানার পরিপূর্ণ এখলাছ।

বেহেশ্‌তী জেওর

প্রথম খণ্ড

কতিপয় সত্য ঘটনা

১ দানের সুফল

হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 'একদা এক ব্যক্তি কোন এক গভীর জঙ্গলে ভ্রমণ করিতেছিল। হঠাৎ সে এক মেঘখণ্ড হইতে এক গায়েবী আওয়াজ শুনিতে পাইল, অমুকের বাগিচায় পানি দাও। এই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে একখণ্ড মেঘ বাগিচার উপর আসিয়া পৌঁছিল। প্রবল বৃষ্টিপাতে বাগান প্লাবিত হইয়া গেল। পানির স্রোত একটি নালা দিয়া বহিয়া চলিল। ঐ লোকটি পানির স্রোত অনুসরণ করিয়া চলিল। কিছুদূর গিয়া দেখিল, একটি লোক কোদাল দ্বারা ক্ষেতের আইল বাঁধিয়া ঐ পানি তাহার বাগিচায় আটকাইতেছে। লোকটি বাগিচাওয়ালাকৈ জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই আপনার নাম কি? বাগিচাওয়ালা সেই নামই বলিল—যাহা সে মেঘের মধ্য হইতে শুনিয়াছিল। অতঃপর বাগিচাওয়ালা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই! আপনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন কেন?' লোকটি বলিল, যে মেঘের এই পানি উহার মধ্য হইতে একটি আওয়াজ শুনিয়াছি, আপনার নাম লইয়া বলিয়াছেঃ 'অমুকের বাগিচায় পানি দাও।' আচ্ছা, আপনি বলুন তো, আপনি কি আমল করেন? আপনি কি করিয়া আল্লাহ্‌র এত পেয়ারা হইলেন? বাগিচাওয়ালা বলিল, 'ইহা তো বলার কথা নয়। কারণ, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তের কাজ বলা ভাল নহে। শুধু আপনার অনুরোধ রক্ষার্থে বলিতেছি—এই বাগিচায় যাহাকিছু ফসল উৎপন্ন হয়, তাহা তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করি, এক ভাগ নিজের বাল-বাচ্চাসহ ভোগ করি, আর এক ভাগ বাগিচার উন্নতিকল্পে ব্যয় করি।

উপদেশঃ আল্লাহ্ পাকের কী রহ্মত! যে খাঁটীভাবে আল্লাহ্‌র ফরমাঁবরদারী করে, তাহার যাবতীয় কার্য আল্লাহ্ গায়েব হইতে সাহায্য করিয়া এমন সুন্দররূপে সমাধা করিয়া দেন যে, সে জানিতেও পারে না। উপরোক্ত ঘটনাটি ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। সত্যই বলা হইয়াছে যে, যে আল্লাহ্‌র হয় আল্লাহ্ও তাহার হইয়া যান।

২ না-শোক্‌রীর পরিণাম

বোখারী শরীফের হাদীসে আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বনী ইস্‌রায়ীল গোত্রে তিনজন লোক ছিল বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। তন্মধ্যে একজন ছিল কুষ্ঠ

রোগাক্রান্ত, দ্বিতীয় জন মাথায় টাক পড়া, তৃতীয় জন অন্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা এই তিনজনকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি একজন ফেরেশ্‌তা পাঠাইলেন। ফেরেশ্‌তা প্রথমে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত লোকটির নিকট গিয়া বলিলেন, তুমি কি চাও? লোকটি উত্তর করিলঃ আমি আল্লাহ্র কাছে এই চাই যে, আমার এই কুৎসিত ব্যাধি নিরাময় হউক, আমার দেহের চর্ম নূতন রূপ ধারণ করিয়া সুন্দর হউক—যেন আমি লোক সমাজে যাইতে পারি, লোকে আমাকে ঘৃণা না করে। আমি যেন এই বালা হইতে মুক্তি পাই। ফেরেশ্‌তা তাহার শরীরে হাত বুলাইয়া দো'আ করিলেন। মুহূর্তের মধ্যে তাহার রোগ নিরাময় হইয়া গেল। সর্বশরীর নূতন রূপ ধারণ করিল। তারপর আল্লাহ্র ফেরেশ্‌তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি পাইতে চাও? লোকটি বলিল, আমি উট পাইলে সন্তুষ্ট হই। ফেরেশ্‌তা তাহাকে একটি গর্ভবতী উট্নী আনিয়া দিলেন এবং আল্লাহ্র দরবারে বরকতের জন্য দো'আ করিলেন।

অতঃপর ফেরেশ্‌তা টাকপড়া লোকটির নিকট গিয়া বলিলেন, তুমি কোন্ জিনিস পছন্দ কর? লোকটি বলিল, আমার মাথার ব্যাধি নিরাময় হউক, যে কারণে লোক আমাকে ঘৃণা করে। আল্লাহ্র ফেরেশ্‌তা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ভাল হইয়া গেল। নূতন চুল গজাইয়া নূতন রূপ ধারণ করিল। এখন ফেরেশ্‌তা জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ প্রকারের মাল তুমি পাইতে চাও? সে বলিল, আল্লাহ্ যদি আমাকে একটি গরু দান করেন, তবে আমি খুব সন্তুষ্ট হই। ফেরেশ্‌তা একটি গর্ভবতী গাভী আনিয়া দিলেন এবং বরকতের জন্য দো'আ করিলেন।

অনন্তর ফেরেশ্‌তা অন্ধ লোকটির নিকট গমন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি চাও? লোকটি বলিলঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার চোখ দুইটির দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিন, যেন আমি আল্লাহ্র দুনিয়া দেখিতে পাই। ইহাই আমার আরজু। আল্লাহ্ তা'আলার ফেরেশ্‌তা তাহার চোখের উপর হাত বুলাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখ ভাল হইয়া গেল। সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল। অতঃপর ফেরেশ্‌তা জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা বল তো, কোন্ চিজ তুমি পছন্দ কর? অন্ধ বলিল, আল্লাহ্ যদি আমাকে একটি বকরী দান করেন, আমি খুব খুশী হইব। ফেরেশ্‌তা তৎক্ষণাৎ একটি গাভীন বকরী আনিয়া তাহাকে দিলেন এবং বরকতের দো'আ করিয়া চলিয়া গেলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই এই তিন জনের উট, গরু এবং বকরীতে মাঠ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তাহারা প্রত্যেকে এক একজন বিরাট ধনী। অনতিকাল পরে সেই ফেরেশ্‌তা প্রথম ছুরতে পুনরায় সেই উটওয়ালার (কুষ্ঠ রোগীর) নিকট আসিয়া বলিলেন, আমি বিদেশে (ছফরে) অসিয়া বড়ই অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার বাহক জন্তুটিও মারা গিয়াছে। আমার পথ-খরচও ফুরাইয়া গিয়াছে। আপনি যদি মেহেরবানী করিয়া কিছু সাহায্য না করেন, তবে আমার কষ্টের সীমা থাকিবে না। এক আল্লাহ্ ছাড়া আমি সম্পূর্ণ নিরুপায়। যে আল্লাহ্ আপনাকে সুন্দর স্বাস্থ্য ও সুশ্রী চেহারা দান করিয়াছেন তাঁহার নামে আমি আপনার নিকট একটি উট প্রার্থনা করিতেছি। আমাকে একটি উট দান করুন। আমি উহাতে আরোহণ করিয়া কোন প্রকারে বাড়ী যাইতে পারিব। লোকটি বলিল, হতভাগা কোথাকার! এখান হইতে দূর হও, আমার নিজেরই কত প্রয়োজন রহিয়াছে? তোমাকে দিবার মত কিছুই নাই। ফেরেশ্‌তা বলিলেন, আমি তোমাকে চিনি বলিয়া মনে হইতেছে। তুমি কি কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ছিলে না? লোকে কি এই রোগের কারণে তোমাকে তুচ্ছ ও ঘৃণা করিত না? তুমি কি গরীব ও নিঃস্ব ছিলে না? তৎপর আল্লাহ্ পাক কি তোমাকে এই

ধন-সম্পদ দান করেন নাই? লোকটি বলিল, বাঃ বাঃ! কি মজার কথা বলিতেছ? আমরা বাপ-দাদার কাল হইতেই বড় লোক। এই সম্পত্তি পুরুষানুক্রমে আমরা ভোগদখল করিয়া আসিতেছি। ফেরেশ্‌তা বলিলেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সেইরূপ করিয়া দিন যেরূপ তুমি পূর্বে ছিলে। কিছুকালের মধ্যে লোকটি সর্বস্বান্ত হইয়া পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। অনন্তর ফেরেশ্‌তা দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ, টাকপড়া লোকটির নিকট গমন করিলেন। লোকটির এমন সুন্দর ও সুঠাম চেহারা! মাথায় কুচকুচে কাল চুল, যেন তাহার কোন রোগই ছিল না। ফেরেশ্‌তা তাহার নিকট একটি গাভী চাহিলেন। কিন্তু সেও উটওয়ালার ন্যায়ই "না" সূচক শব্দে জবাব দিল। ফেরেশ্‌তাও তাহাকে বদদো'আ দিয়া বলিলেন, যদি তুমি মিথ্যুক হও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমার সেই পূর্বাবস্থা ফিরাইয়া দেন। ফেরেশ্‌তার দো'আ ব্যর্থ হইবার নহে। তাহার মাথায় টাক পড়া শুরু হইল, সমস্ত ধন-সম্পদ লয় পাইল।

তারপর ফেরেশ্‌তা পূর্বাকৃতিতে সেই অন্ধ ব্যক্তির নিকট গমন করিয়া বলিলেন, বাবা আমি মুসাফির! বড়ই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার টাকা-পয়সা কিছুই নাই। আপনি সহানুভূতি ও সাহায্য না করিলে আমার কোন উপায় দেখিতেছি না। যে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এক বিরাট সম্পত্তির মালিক করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার নামে আমাকে একটি বকরী দান করুন—যেন কোন প্রকারে অভাব পূরণ করিয়া বাড়ী যাইতে পারি। লোকটি বলিল, নিশ্চয়ই। আমি অন্ধ, দরিদ্র ও নিঃস্ব ছিলাম। আমি আমার অতীতের কথা মোটেই ভুলি নাই। আল্লাহ্ তা'আলা শুধু নিজ রহ্‌মতে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিয়াছেন। এই সব ধন-সম্পদ যাহাকিছু দেখিতেছেন সবই আল্লাহ্ তা'আলার, আমার কিছুই নহে। তিনিই অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দান করিয়াছেন। আপনার যে কয়টির প্রয়োজন আপনার ইচ্ছামত আপনি লইয়া যান। যদি ইচ্ছা হয় আমার পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততির জন্য কিছু রাখিয়াও যাইতে পারেন। আল্লাহ্‌র কছম, আপনি সবগুলি লইয়া গেলেও আমি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হইব না। কারণ, এসব আল্লাহ্‌র দান।

ফেরেশ্‌তা বলিলেন, বাবা, এসব তোমার থাকুক। আমার কিছুর প্রয়োজন নাই, তোমাদের তিন জনের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য ছিল; তাহা হইয়া গিয়াছে, তাহারা দুইজন পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে। তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট ও নারায হইয়াছেন। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

উপদেশঃ হে মানুষ! চিন্তা কর! প্রথমোক্ত দুইজন আল্লাহ্‌র নেয়ামতের শোক্‌র করে নাই বলিয়া দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই তাহাদের বিনষ্ট হইয়াছে। তাহাদের অবস্থা কতই না শোচনীয় হইয়াছে! কারণ, আল্লাহ্ তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তৃতীয় ব্যক্তি আল্লাহ্‌র শোক্‌র করিয়াছে বলিয়া দুনিয়া ও আখেরাত সবই বহাল রহিয়াছে, ধন-সম্পদ কিছুই নষ্ট হয় নাই।

আল্লাহ্ তা'আলা 'দিয়া ধন বুঝে মন, কেড়ে নিতে কতক্ষণ।' সাধারণতঃ মানুষ বড় হইলে অতীতের কথা ভুলিয়া যায়। এ ধরনের লোককে প্রকৃত মানুষ বলা যায় না। প্রকৃত মানুষ তাহারা—যাহারা অতীতের দুঃখ-কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া আল্লাহ্‌র শোক্‌র গোযারী করে।

৩ বখিলীর পরিণাম

একবার উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সাল্‌মার গৃহে কিছু হাদিয়ার গোশ্‌ত আসিয়াছিল। আমাদের হযরত (দঃ) গোশ্‌ত খাইতে ভালবাসিতেন। তাই পতিভক্তা উম্মে সাল্‌মা গোশ্‌তটুকু

হযরতের জন্য তুলিয়া রাখিলেন। ইতিমধ্যে এক ভিক্ষুক গৃহদ্বারে আসিয়া হাঁক ছাড়িল—"আল্লাহ্‌র নামে খয়রাত দিন, আল্লাহ্ বরকত দিবেন।" গৃহমধ্যে হইতে জবাব আসিল, "বাবা, মাফ কর, আল্লাহ্ তোমাকেও বরকত দান করুক।" ইহার অর্থ হইল—তোমাকে দিবার মত বাড়ীতে কিছুই নাই। এই জবাব শুনিয়া ভিক্ষুক চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর হযরত (দঃ) গৃহে ফিরিয়া বিবি উম্মে সালামাকে বলিলেন, 'খাবার কিছু আছে কি?' হযরত উম্মে সালামা "জি-হাঁ" বলিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ গোশ্‌ত আনিতে গেলেন। কিন্তু পাত্রের দিকে তাকাইয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কারণ, উহাতে গোশ্‌তের নাম গন্ধও নাই। আছে মাত্র এক টুক্‌রা পাথর। তিনি সব কথা আঁ-হযরতের নিকট খুলিয়া বলিলেন। জবাবে আঁ-হযরত বলিলেন, বেশ হইয়াছে। তোমার পাষাণ হৃদয় ভিক্ষুককে বঞ্চিত করিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলাও গোশ্‌তকে পাথরে পরিণত করিয়া তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

উপদেশঃ যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুককে দান না করিয়া শুধু নিজের উদর পূর্ণ করে, সে যেন পাথর উদরে পুরিল। এইরূপ করিতে করিতে শেষে তাহার হৃদয়ও পাষাণের মত হইয়া যায়। কিন্তু দুনিয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা এইরূপ পরিণাম সকলকে চর্মচক্ষে দেখান না।

৪ মিথ্যা, সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপের শাস্তি

হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, প্রত্যহ ফজরের নামায শেষে ছাহাবীদের দিকে মুখ করিয়া বসিতেন এবং কেহ কোন খাব (স্বপ্ন) দেখিয়াছে কি না, বা কাহারও কোন কথা বলিবার আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেন। কোন কথা জানিতে চাহিলে হুযূর (দঃ) তাহাকে যথাযথ উপদেশ প্রদান করিতেন।

অভ্যাস মত এক দিন হযরত (দঃ) বলিলেন, কাহারও কিছু বলিবার আছে কি না? কেহ কিছু না বলায় তিনি নিজেই বলিলেন, আজ রাত্রে আমি অতি সুন্দর ও বিস্ময়কর একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। (নবীদের খাব এবং ওহী সম্পূর্ণ সত্য হইয়া থাকে। ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।) দেখিলাম, দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া আমাকে হাতে ধরিয়া এক পবিত্র স্থানের দিকে লইয়া চলিল। কিয়দ্দূর গমনের পর দেখিলাম, (১) একজন লোক বসিয়া আছে, আর একজন লোক তাহার নিকট দন্ডায়মান রহিয়াছে। দন্ডায়মান লোকটির হাতে একটি জম্বুরা রহিয়াছে। সে ঐ জম্বুরা দ্বারা উপবিষ্ট লোকটির মস্তক চিরিতেছে। একবার মুখের এক দিক দিয়া ঐ জম্বুরা ঢুকাইয়া দিয়া মাথার পিছন পর্যন্ত কাটিয়া ফেলে। আবার অন্য দিক দিয়াও এইরূপ করে। এক দিক কাটিয়া যখন অন্য দিক কাটিতে যায়, তখন প্রথম দিক পুনরায় জোড়া লাগিয়া ভাল হইয়া যায়। আবার ঐরূপভাবে কাটে আবার জোড়া লাগে। আমি এই অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, বন্ধুগণ! ব্যাপার কি? সঙ্গীদ্বয় বলিলেন, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখের দিকে চলিলাম। কিছুদূর গিয়া দেখিলাম, (২) এক জন লোক শুইয়া আছে, আর একজন লোক একখানা ভারী পাথর হাতে করিয়া তাহার নিকট দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দাঁড়ান লোকটি ঐ পাথরের আঘাতে শোয়া লোকটির মাথা চুরচুর করিয়া দিতেছে। পাথরটি এত জোরে নিক্ষেপ করে যে, মস্তকটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া বহুদূরে গিয়া নিক্ষিপ্ত হয়। লোকটি নিক্ষিপ্ত পাথরটি কুড়াইয়া আনিবার পূর্বেই বহুধা বিভক্ত মস্তক জোড়া লাগিয়া পূর্বের ন্যায় হইয়া যায়। সে ঐ পাথর কুড়াইয়া আনিয়া আবার মাথায় আঘাত করে এবং মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। এইভাবে সে পুনঃ পুনঃ করিতে থাকে।

এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া আমি ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলাম। সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কি ব্যাপার খুলিয়া বলুন। তাঁহারা কোন জবাব না দিয়া শুধু বলিলেন, আগে চলুন। আমরা আগে চলিলাম, কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি প্রকাণ্ড গর্ত দেখিতে পাইলাম। গর্তটির মুখ সরু, কিন্তু অভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত গভীর এবং প্রশস্ত—যেন একটি তন্দুর, উহার ভিতরে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে আর বহু সংখ্যক নর-নারী উহাতে দগ্ধীভূত হইতেছে। আগুনের তেজ এত অধিক যে, যেন আগুনের ঢেউ খেলিতেছে। ঢেউয়ের সঙ্গে যখন আগুন উচ্চ হইয়া উঠে, তখন লোকগুলি উথলিয়া গর্তের দ্বারেদেশে পৌঁছিয়া গর্ত হইতে বাহির হইবার উপক্রম হইয়া যায়। আবার যখন আগুন নীচে নামিয়া যায়, তখন লোকগুলিও সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া যায়। আমি ভীত হইয়া সঙ্গীগণকে বলিলাম, বন্ধুগণ! এবার বলুন এই ব্যাপার কি? কোন জবাব না দিয়াই তাঁহারা বলিলেন, আগে চলুন। আমরা সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমরা একটি রক্তের নদী দেখিতে পাইলাম। তীরে একটি লোক দাঁড়ান আছে, ইহার নিকট স্তূপীকৃত কতকগুলি প্রস্তর রহিয়াছে। নদীর মধ্যে একটি লোক হাবুডুবু খাইয়া অতি কষ্টে কূলের দিকে আসিতে চেষ্টা করিতেছে। তীরের নিকটবর্তী হইতেই তীরস্থ লোকটি তাহার মুখে এত জোরে পাথর নিক্ষেপ করে যে, সে আবার নদীর মাঝখানে চলিয়া যায়। এভাবে যখনই সে তীরের দিকে আসিতে চেষ্টা করে, তখনই তীরস্থ লোকটি পাথর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দেয়। এমন নির্মম ব্যবহার দর্শনে ভয়ে আমি স্তম্ভিত হইয়া সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, বন্ধুগণ! বলুন একি ব্যাপার? তাঁহারা কোন জবাব দিলেন না; বলিলেন, আগে চলুন। আমরা আগে চলিলাম, কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি সুন্দর শ্যামল উদ্যান দেখিতে পাইলাম। উদ্যানের মধ্যভাগে একটি অতি উচ্চ বৃক্ষ। উহার নিম্নে একজন বৃদ্ধলোক বসা আছে। বৃদ্ধের পার্শ্বদেশে অনেক বালক-বালিকা। বৃক্ষটির অপর পার্শ্বে আরও একজন লোক বসা অছে। তাহার সম্মুখে আগুন জ্বলিতেছে। ঐ লোকটি আগুনের মাত্রা আরও প্রবলভাবে বৃদ্ধি করিতেছে। সঙ্গীদ্বয় আমাকে বৃক্ষে আরোহণ করাইতে লাগিলেন। বৃক্ষটির মাঝামাঝি গিয়া দেখিলাম, এক সুদৃশ্য অট্টালিকা। এমন সুন্দর ও মনোরম অট্টালিকা ইহার পূর্বে কখনও আমি দেখি নাই। অট্টালিকার ভিতরে পুরুষ-স্ত্রী, বালক-বালিকা সকল শ্রেণীর লোক রহিয়াছে। অট্টালিকা হইতে বাহিরে আসিয়া সঙ্গীদ্বয় আমাকে আরও উপরে লইয়া গেলেন। তথায় অপর একটি উত্তম অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম, উহার ভিতরে দেখিলাম শুধু বৃদ্ধ ও যুবক।

আমি সঙ্গীদ্বয়কে বলিলাম, আপনারা আমাকে নানাস্থান ভ্রমণ করাইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আনিলেন। এখন বলুন দেখি, ঐসব কি ব্যাপার দেখিলাম?

সঙ্গীদ্বয় বলিলেন—

১। প্রথম যে লোকটির মস্তক ছেদন করা হইতেছে দেখিয়াছেন, সে লোকটির মিথ্যা বলার অভ্যাস ছিল। সে যে মিথ্যা বলিত তাহা দুনিয়াময় মশহুর হইয়া যাইত।

২। দ্বিতীয় নম্বর যে লোকটির মস্তক প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইতেছিল, সে দুনিয়ায় আলেম ছিল। কোরআন হাদীস শিক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু তদনুযায়ী নিজেও আমল করে নাই, অন্যকেও শিক্ষা দেয় নাই, যাহাতে এল্‌মে দ্বীন প্রচার হইতে পারিত। রাত্রে শুইয়া আরামে কাটাইত। আ'লমে বরযখে হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশ না হওয়া পর্যন্ত তাহার এইরূপ আযাব হইতে থাকিবে।

৩। তৃতীয় নম্বরে আপনি যাহাদের আগুনের তন্দুরের ভিতরে দেখিয়াছেন, তাহারা দুনিয়ায় ছিল ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারী। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের এইরূপ আযাব হইতে থাকিবে।

৪। চতুর্থ নম্বরে আপনি যে লোকটিকে রক্তের নদীতে হাবুডুবু খাইতে দেখিয়াছেন, সে ঘুষ, সুদ খাইয়া, চুরি করিয়া, এতীমের ও বিধবার মাল আত্মসাৎ করিয়া লোকের রক্ত শোষণ করিয়াছিল। কিয়ামত পর্যন্ত তাহার এইরূপ আযাব হইতে থাকিবে।

৫। (১) তৎপর বৃক্ষের নীচে যে বৃদ্ধ লোকটিকে দেখিয়াছেন, তিনি হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)। ছেলেপেলেগুলি মুসলমান নাবালেক ছেলেমেয়ে। আর (২) যিনি অগ্নি প্রজ্বলিত করিতেছিলেন তিনি দোযখের দারোগা মালেক ফিরিশ্‌তা। বৃক্ষের উপর (৩) প্রথম যে অট্টালিকাটি দেখিয়াছেন উহা সাধারণ ঈমানদারদের বেহেশ্‌তের বাড়ীঘর। তৎপর (৪) দ্বিতীয় যে অট্টালিকাটি দেখিয়াছেন, উহা ঐ শহীদানের অট্টালিকা, যাহারা দুনিয়াতে দ্বীন ইসলামের জন্য শহীদ হইয়াছেন। আমি জিব্‌রায়ীল ফেরেশ্‌তা এবং আমার সঙ্গের লোকটি মীকাঈল ফিরিশ্‌তা। [ইহার পর জিব্‌রায়ীল (আঃ) হযরত (দঃ)-কে বলিলেন] আপনি এখন উপরের দিকে দৃকপাত করুন। আমি উপরের দিকে তাকাইয়া এক খণ্ড সাদা মেঘের মত দেখিলাম। জিব্‌রায়ীল (আঃ) বলিলেন, উহা আপনার অট্টালিকা। বলিলাম, আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আমার অট্টালিকায় চলিয়া যাই। জিব্‌রায়ীল (আঃ) বলিলেনঃ এখনও সময় হয় নাই, এখনও দুনিয়ায় আপনার হায়াত বাকী আছে। দুনিয়ার জীবন শেষ হইলে পর তথায় যাইবেন।

উপদেশঃ এই হাদীস হইতে কয়েকটি বিষয়ের অবস্থা বুঝাইতেছে। প্রথমতঃ মিথ্যার কি ভয়াবহ সাজা। দ্বিতীয়তঃ বে-আমল আলেমের পরিণতি। তৃতীয়তঃ, যিনার প্রতিফল ও চতুর্থতঃ, সুদখোরের ভীষণ আযাব। আল্লাহ্ সকল মুসলমানকে এই সকল কাজ হইতে বাঁচাইয়া রাখুন। আমীন!

নিম্নে ছয়টি আদর্শ ঘটনা

১ ঈমানের মজবুতী

হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌সালামকে দুরাচার পাপী নমরূদ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। তবুও তিনি আল্লাহ্‌র দ্বীন, তাঁহার তরীকা ত্যাগ করেন নাই। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার জন্য অগ্নিকুণ্ডকে ফুলের বাগিচায় পরিণত করিয়া দিলেন।

হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম সম্রাট ফেরআউন এবং কাফিরদের নির্মম অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া নিজকে নিজে লোহিত সাগরে নিক্ষেপ করিলেন তবুও তিনি আল্লাহ্‌র দ্বীন, তাঁহার তরীকা পরিত্যাগ করেন নাই। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা গভীর সমুদ্রে শুষ্ক রাস্তা সৃষ্টি করিয়া দিলেন।

হযরত আইয়ুব (আঃ) অত্যন্ত কুৎসিৎ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া সুদীর্ঘ আঠার বৎসরকাল রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। দেশবাসীর নিকট ঘৃণিত ও অবহেলিত হইয়া রহিলেন। ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি সর্বস্ব হারাইয়া নিঃস্ব হইলেন। তথাপি তিনি আল্লাহ্‌র দ্বীন, তাঁহার তরীকা হইতে বিমুখ হন নাই। তাঁহার সঙ্গে শুধু তদীয় সতী-সাধ্বী পত্নী বিবি রহীমা স্বামী সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া রহিলেন। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন দেশবাসী সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তিনি ছবর করিয়া রহিলেন। ধৈর্যশীলতার দরুন আল্লাহ্ পাক তাঁহার ধন-সম্পদ ও স্বাস্থ্য সমস্তই ফিরাইয়া দিলেন।

হযরত সোলায়মান আলাইহিস্‌সালাম অগাধ ধনরাশি এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াও আল্লাহ্‌র দ্বীন ও তাঁহার তরীকা বিস্মৃত হন নাই। আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যসনে গা ঢালিয়া দেন নাই। সময়কে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া ন্যায়-নীতির সহিত সুচারুরূপে রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন এবং যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র এবাদৎ-বন্দেগী করিতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করেন নাই।

২ প্রতিজ্ঞা পালন

নুবুওত প্রাপ্তির পূর্বে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসা করিতেন। একদা কোন এক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়া বলিয়া গেল, আপনি এখানে দাঁড়ান, আমি টাকা আনিয়া দিতেছি। এই বলিয়া লোকটি চলিয়া গেল, তিন দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিল না। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সহিত ওয়াদায় আবদ্ধ হওয়ার কারণে ঐ স্থানে তিন দিন লোকটির অপেক্ষায় রহিলেন। চতুর্থ দিবসে লোকটি ফিরিয়া আসিল। কিন্তু হুযূর (দঃ) তাহার প্রতি বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন না। শুধু এতটুকু বলিলেন, ওয়াদায় আবদ্ধ, তাই তিন দিন যাবৎ আপনার অপেক্ষায় বসিয়া আছি।

৩ নাচ গান ও রং তামাশায় মন না দেওয়া

বাল্যকালে আমাদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য বালকদের সঙ্গে বকরী চরাইতেন। রাখালেরা পালাক্রমে নাচ, বাদ্য ও রং তামাশা দেখার জন্য

শহরে গমন করিত। যে দিন আমাদের হযরতের পালা ছিল সে দিন তিনি (শহরে আসিয়া) মনে মনে ভাবিলেন, নাচ-বাদ্য ও রং তামাশা দেখিয়া নিদ্রা, স্বাস্থ্য ও সময় নষ্ট করা কি লাভ? তিনি আরামে নিদ্রা গেলেন। নাচ-বাদ্য ও রং তামাশায় যোগদান করিলেন না।

৪ সমাজ সেবা

নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে হযরত (দঃ) যখন যুবক ছিলেন, তখন তিনি একটি যুবক সমিতি গঠন করেন। সমিতির কর্মসূচী ছিল এই—

(ক) অসহায়, অনাথ, এতীম ও বিধবার সাহায্য করা।

(খ) বিদেশী মেহ্‌মানের সেবা করা।

(গ) বিদেশী পথচারী ও দুর্বলের উপর অত্যাচার অবিচার হইতে না দেওয়া।

(ঘ) কর্মহীনদের কর্মের সংস্থান করিয়া জীবিকার উপায় করিয়া দেওয়া।

(ঙ) আসমানী বালা-মুছীবতে মনুষ্য সমাজ বিপদগ্রস্ত হইলে চাঁদা ইত্যাদির দ্বারা সমাজকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে চেষ্টা করা।

৫ আমানতে খেয়ানত করা

কাফিরগণ যখন আমাদের নূর নবীর উপর অকথ্য অত্যাচার উৎপীড়নে তৎপর, এমন কি শত্রুগণ যখন তাঁহাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তখন সতরজন বিশিষ্ট পাহ্‌লোয়ান তরবারি হস্তে তাঁহার গৃহ পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আল্লাহ্‌র অপার মহিমা! ঐ রাত্রেই আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম হইল—মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করিতে। তিনি আল্লাহ্‌র হুকুম পালনে বিলম্ব করিলেন না, করিতেও পারেন না। কাফিরদের অনেক টাকা-পয়সা তাঁহার নিকট আমানত ছিল। তিনি বালক আলীকে বলিলেন, প্রিয় বৎস! এই রাত্রে আমার বিছানায় শুইয়া থাকিবে। প্রাতে যাহার যে আমানত আছে, তাহা তাহাকে দিয়া দিবে। পারিবে তো? হযরত আলী নির্ভীক চিত্তে বলিলেন, আল্লাহ্ চাহেন ত পারিব।

হযরত আলী আঁ-হযরতের বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। এদিকে হযরত (দঃ) শত্রুর বেড়াজাল ভেদ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাহারা বিন্দুমাত্রও টের পাইল না। প্রত্যুষে কাফির দল গৃহে প্রবেশ করিল। তাহারা চাদরাবৃত আলীকে হযরত (দঃ) মনে করিয়া কেহ বলিল, এক কোপেই শেষ করিয়া ফেল। কেহ বাধা দিয়া বলিল, না না, নিদ্রাবস্থায় হত্যা করা কাপুরুষতার পরিচায়ক। এরূপ বলাবলি করিতে করিতে একজন চাদর টান দিয়া দেখিল, এ তো তাহাদের শিকার (হযরত) মুহাম্মদ (দঃ) নয়, এ যে আলী শুইয়া আছে! তাহারা বিস্মিত হইল। হযরত আলী দেখাইলেন, গচ্ছিত দ্রব্যসমূহ ফেরত দিবার জন্য, আমানতের হেফাযতের জন্য তিনি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। ইহাকেই বলে আমানতদারী, ইহারই নাম বিশ্বস্ততা।

৬ রিপু দমন ও সংযম অভ্যাস

হযরত ইউসুফ (আঃ) তখনও নবী হন নাই। যৌবনের উদ্দাম সময়। তিনি অবস্থান করেন মিসরের প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে। যদিও যালেমেরা তাঁহাকে গোলাম বলিয়া বিক্রয় করিয়াছিল, তথাপি মন্ত্রী এবং তাহার বেগম ছাহেবা তাঁহাকে অত্যধিক স্নেহ ও আদর করেন। বেগম ছাহেবার

নাম যোলায়খা। তিনি ছিলেন অনুপমা সুন্দরী। হযরত ইউসুফের অতুলনীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া যোলায়খা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। একদিন গৃহের দরজা জানালা তালাবদ্ধ করিয়া যোলায়খা ইউসুফকে তাঁহার খাছ্ কামরায় আহ্বান করিলেন। ভীষণ অগ্নি পরীক্ষা! যোলায়খা ইউসুফকে তাঁহার সহিত প্রেম করিবার জন্য ফুসলাইতে লাগিলেন। ইউসুফ (আঃ) মহা সংকটে পড়িলেন। দরজা তালাবদ্ধ, পালাবার কোন উপায় নাই। তিনি প্রমাদ গণিলেন। এই অসহায় অবস্থায় পড়িয়া তিনি খোদার দরবারে বিপদ মুক্তির প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি খাঁটি দেলে আল্লাহ্র আশ্রয় চায়, আল্লাহ্ তাহাকে আশ্রয় দেন। যদিও গৃহদ্বার তালাবদ্ধ, তথাপি ভাবিলেন, আমার ক্ষমতায় যতদূর সম্ভব ততদূর চেষ্টা আমাকে করিতেই হইবে। তিনি হঠাৎ দরজার দিকে দৌঁড়াইয়া গেলেন। দরজার নিকট উপস্থিত হইলে আল্লাহ্র অসীম কৃপা ও কুদরতে একে একে সাতটি দরজার তালা আপনাআপনি খুলিয়া গেল। যোলায়খাও তাঁহার পিছনে পিছনে দৌঁড়াইয়া পিছন দিক হইতে ইউসুফ (আঃ)-এর জামার আঁচল ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিলেন, ফলে জামার আঁচল ছিঁড়িয়া গেল এবং যোলায়খার অপচেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইউসুফ (আঃ) নিস্তার পাইলেন এবং চরিত্রকে পবিত্র রাখিতে সক্ষম হইলেন। যোলায়খার ষড়যন্ত্রে প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ (আঃ)-কে সাত বৎসরের জন্য কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। ইউসুফ (আঃ) হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি আল্লাহ্র শোক্র করিয়া বলিতে লাগিলেন, করুণাময় খোদা! চরিত্র অপবিত্র করার চেয়ে কারাগারে আবদ্ধ থাকা শত গুণে শ্রেয়ঃ।

যোলায়খার মনোবাসনা পূর্ণ করিলে ইউসুফ (আঃ) কতই না আরামে থাকিতে পারিতেন, কিন্তু ইউসুফ (আঃ) যৌন-লালসার ফাঁদে পড়িলেন না, কারাগারের কষ্টকে অকাতরে গ্রহণ করিলেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র ভয়ে আপন নির্মল চরিত্রকে কলুষিত করেন নাই। তিনি বিশ্বে যে সংযমের আদর্শ রাখিঁয়া গিয়াছেন তাহা অনুধাবন ও অনুসরণযোগ্য। এই ঘটনার বিবরণ কোরআনে পাকেও উল্লেখ রহিয়াছে। ইতিহাসেও তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে এবং থাকিবে।

—অনুবাদক

আক্বীদার[১] কথা

১। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য দৃশ্য-অদৃশ্য যাহাকিছুর অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে, প্রথমে তাহা কিছুই ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা পরে এসকল সৃষ্টি করিয়াছেন।

২। আল্লাহ্ এক, তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী বা মোহ্তাজ[২] নহেন, তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই, তাঁহাকেও কেহ জন্ম দেয় নাই, তাঁহার স্ত্রী নাই, তাঁহার মোকাবেল[৩] কেহ নাই।

৩। তিনি অনাদি এবং অনন্ত, সকলের পূর্ব হইতে আছেন, তাঁহার শেষ নাই।

৪। কোন কিছুই তাঁহার অনুরূপ হইতে পারে না। তিনি সর্বাপেক্ষা বড় এবং সকল হইতে পৃথক!

৫। তিনি জীবিত আছেন। সর্ববিষয়ের উপর তাঁহার ক্ষমতা রহিয়াছে। সৃষ্টজগতে তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। তিনি সবকিছুই দেখেন, সবকিছুই শুনেন। তিনি কথা বলেন; কিন্তু তাঁহার কথা আমাদের কথার ন্যায় নহে। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই তিনি করেন, কেহই তাহাতে কোনরূপ বাধা দিতে পারে না।

একমাত্র তিনিই এবাদতের যোগ্য; অর্থাৎ, অন্য কাহারও বন্দেগী করা যাইতে পারে না। তাঁহার কোনই শরীক নাই। তিনি মানুষের উপর বড়ই মেহেরবান। তিনি বাদশাহ্। তাঁহার মধ্যে কোনই আয়েব বা দোষ-ত্রুটি নাই। তিনি সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি ও আয়েব-শেকায়েৎ হইতে একেবারে পবিত্র। তিনি মানুষঁকে সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনিই প্রকৃত সম্মানী। তিনিই প্রকৃত বড়। তিনি সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে কেহই সৃষ্টি করে নাই। তিনিই মানুষের গুনাহ্ মা'ফ করেন। তিনি জবরদস্ত ও পরাক্রমশালী, বড়ই দাতা। তিনিই সকলকে রুজি দেন এবং আহার দান করেন। তিনিই যাহার জন্য ইচ্ছা করেন রুজি কম করিয়া দেন, আবার যাহার জন্য ইচ্ছা করেন রুজি বৃদ্ধি করিয়া দেন, তিনি আপন ইচ্ছানুযায়ী কাহাকেও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন, আবার কাহারও মান-মর্যাদা হ্রাস করিয়া দেন। মান-সম্মান হ্রাস-বৃদ্ধির অধিকারী তিনিই; অবমাননা, অসম্মান করার মালিকও তিনিই। তিনি বড়ই ন্যায় বিচারক। তিনি বড়ই ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু। যে তাঁহার সামান্য এবাদতও করে, তিনি তাহার বড়ই ক্বদর করেন অর্থাৎ সওয়াব দেন। তিনি দো'আ কবূল করেন। তাঁহার ভাণ্ডার অফুরন্ত।

তাঁহার আধিপত্য সকলের উপর; তাঁহার উপর কাহারও আধিপত্য নাই। তাঁহার হুকুম সকলেই মানিতে বাধ্য; তাঁহার উপর কাহারও হুকুম চলে না। তিনি যাহাকিছু করেন সকল কাজেই হিক্মত

টিকা

১ কোন বিষয় মনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাকে আক্বীদা বলে। শরীঅত যে বিষয়কে যেমন বাতাইয়াছে তাহা ঠিক তেমনই, এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। বিন্দুমাত্রও শক-শোবাহ (সন্দেহ) করা যাইতে পারে না, ইহারই নাম আক্বীদা।

২ অর্থাৎ, তাঁহার কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রয়োজন হয় না।

৩ অর্থাৎ, তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই যে তাঁহার মোকাবেলা করিতে পারে।

থাকে, (তাঁহার কোন কাজই হিক্‌মত ছাড়া হয় না। তাঁহার সব কাজই ভাল। তাঁহার কোন কাজে দোষের লেশমাত্রও থাকে না।) তিনি সকলের চেষ্টাকে ফলবতী করেন। তাঁহার সাহায্যেই সকলকে পয়দা করিবেন। তিনিই জীবনদাতা এবং তিনিই মৃত্যুদাতা। ছিফৎ (গুণাবলী) এবং নিদর্শন দ্বারা সকলেই তাঁহাকে জানে; কিন্তু তাঁহার যাতের বারিকী বা সূক্ষ্মতত্ত্ব কেহই বুঝিতে পারে না। তিনি গুণাহ্‌গারের তওবা[১] কবূল করিয়া থাকেন। যাহারা শাস্তির যোগ্য তাহাদিগকে শাস্তি দেন। তিনিই হেদায়ত করেন, অর্থাৎ যাহারা সৎপথে আছে তাহাদিগকে তিনিই সৎপথে রাখেন। দুনিয়াতে যাহাকিছু ঘটে, সমস্ত তাঁহারই হুকুমে এবং তাঁহারই কুদরতে ঘটিয়া থাকে। তাঁহার কুদরত এবং হুকুম ব্যতীত একটি বিন্দুও নড়িতে পারে না। তাঁহার নিদ্রাও নাই, তন্দ্রাও নাই। নিখিল বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহার একটুও কষ্ট বা ক্লান্তি বোধ হয় না। (তিনিই সমস্ত কিছু রক্ষা করিতেছেন।) ফলকথা, তাঁহার মধ্যে যাবতীয় সৎ ও মহৎ গুণ আছে এবং দোষ-ত্রুটির নামগন্ধও তাঁহার মধ্যে নাই। তিনি সমস্ত দোষ-ত্রুটি হইতে অতি পবিত্র।

৬। তাঁহার যাবতীয় গুণ অনাদিকাল হইতে আছে এবং চিরকালই থাকিবে। তাঁহার কোন গুণই বিলোপ বা কম হইতে পারে না।

৭। জ্বিন ও মানব ইত্যাদি সৃষ্টবস্তুর গুণাবলী হইতে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র[২] কিন্তু কোরআন ও হাদীসের কোন কোন স্থানে—যাহা আমাদের মধ্যে আছে তাহা আল্লাহ্‌রও আছে বলিয়া উল্লেখ আছে (যেমন, বলা হইয়াছে—আল্লাহ্‌র হাত) তথায় এই রকম ঈমান রাখা দরকার যে, ইহার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ই জানেন। আমরা বেশী বাড়াবাড়ি না করিয়া এই ঈমান এবং এক্কীন রাখিব যে, ইহার অর্থ আল্লাহ্‌র নিকট যাহাই হউক না কেন, তাহাই ঠিক এবং সত্য, তাহা আমাদের জ্ঞানের বাহিরে। এইরূপ ধারণা রাখাই ভাল। তবে কোন বড় মুহাক্কেক্ আলেম এরূপ শব্দের কোন সুষ্ঙ্গত অর্থ বলিলে তাহাও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ বলা সকলের কাজ নহে। যাহারা আল্লাহ্‌র খাছ বান্দা তাঁহারাই বলিতে পারেন; তাহাও শুধু তাঁহারই বুদ্ধি মত; নতুবা আসল এক্কীনী অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এইরূপ শব্দ বা কথা যাহা বুঝে আসে না, সেইগুলিকে 'মুতাশাবেহাত' বলা হয়।

৮। সমগ্র দুনিয়ার ভালমন্দ যাহাকিছু হউক না কেন, সমস্তই আল্লাহ্ তা'আলা উহা হওয়ার পূর্বেই আদিকাল হইতে অবগত আছেন। তিনি যাহা যে-রূপ জানেন তাহা সেইরূপই পয়দা করেন

টিকা

১ ঘটনাক্রমে কোন গুনাহ্ হইয়া গেলে আল্লাহ্‌র সামনে নেহায়ত লজ্জিত ও শরমিন্দা হইয়া মা'ফ চাওয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা যে, আর কখনও আমি এরূপ কাজ করিব না, ইহাকেই 'তওবা' বলে।

২ আল্লাহ্ স্রষ্টা। আল্লাহ্ ব্যতীত দৃশ্য-অদৃশ্য যতকিছু আছে, যথা আসমান, জমীন ফিরিশ্‌তা জ্বিন, মানব, চন্দ্র, সূর্য, 'আর্‌শ, কুরসী, লওহ্ ও কলম ইত্যদি সমস্তই আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পদার্থ। সমস্তই সাকার, সীমাবদ্ধ, ধ্বংসশীল এবং আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাহারও তুলনা হইতে পারে না বা আল্লাহ্‌র অনুরূপ কিছুই নাই। কোরআন ও হাদীসের কোন কোন স্থানে অনুরূপ শব্দ যাহা ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা কেহ আল্লাহ্‌কে অনুরূপ মনে করিবে না। আল্লাহ্ ইহা হইতে বহু বহু উর্ধ্বে। মানবের বুদ্ধি বিবেকও আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পদার্থ। সুতরাং মানবের বুদ্ধি-বিবেকের সীমা দ্বারা আল্লাহ্ সীমাবদ্ধ নহেন। আল্লাহ্ অসীম, নিরাকার, নিরঞ্জন, অনাদি, অনন্ত ও তাঁহার দেখা, শুনা, কথাবলা, হাসা, তাঁহার হাত, পা, মুখ, চোখ ইত্যাদি তিনি যেমন মহান এবং পবিত্র তাঁহার এই সমস্ত গুণও তদ্রূপ মহান এবং পবিত্র।

ইহাকেই 'তক্‌দীর' বলে। আর মন্দ জিনিস পয়দা করার মধ্যে অনেক হিক্‌মত নিহিত আছে। ইহা সকলে বুঝিতে পারে না।

৯। মানবকে আল্লাহ্ তা'আলা বুদ্ধি অর্থাৎ ভালমন্দ বিবেচনা শক্তি এবং (ভালমন্দ বিবেচনা করিয়া নিজ) ইচ্ছা (ও ক্ষমতায় কাজ করিবার শক্তি) দান করিয়াছেন। এই শক্তি দ্বারাই মানুষ সৎ, বা অসৎ, সওয়াব বা গুনাহ্ নিজ ক্ষমতায় করে; (কিন্তু কোনকিছু পয়দা করিবার ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হয় নাই।) গুনাহ্‌র কাজে আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন এবং নেক কাজে সন্তুষ্ট হন।

১০। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাহাদের শক্তির বাহিরে কোন কাজ করিবার আদেশ করেন নাই।

১১। আল্লাহ্ তা'আলার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব নহে। তিনি যাহাকিছু মেহেরবানী করিয়া করেন, সমস্তই শুধু তাঁহার কৃপা এবং অনুগ্রহ মাত্র। (কিছু বান্দাদের নেক্ কাজে যে সমস্ত সওয়াব নিজেই মেহেরবানী করিয়া দিতে চাহেন তাহা নিশ্চয়ই দিবেন, যেন তাহা ওয়াজিবেরই মত।)

১২। বহুসংখ্যক পয়গম্বর মানব এবং জ্বিন জাতিকে সৎপথ দেখাইবার জন্য আসিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই নিষ্পাপ ছিলেন। তাঁহাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন; (আমাদিগকে তাহা বলা হয় নাই।) তাঁহাদের সত্যতার প্রমাণ (জনসাধারণকে) দেখাইবার জন্য তাঁহাদের দ্বারা এমন কতিপয় আশ্চর্য ও বিস্ময়কর কঠিন কঠিন কাজ প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তাহা অন্য লোক করিতে পারে না। এই ধরনের কাজকে মো'জেযা বলে।

পয়গম্বরদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন হযরত আদম (আঃ) এবং সর্বশেষ ছিলেন আমাদের হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম)। অন্যান্য সব পয়গম্বর এই দুইজনের মধ্যবর্তী সময়ে অতীত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন পয়গম্বরের নাম অনেক মশ্‌হূর; যেমন— হযরত নূহ্ (আঃ), হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ), হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত ইয়াকূব (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সুলায়মান (আঃ), হযরত আইয়ুব (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত হারূন (আঃ), হযরত যাকারিয়া (আঃ), হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত ইল্‌ইয়াস (আঃ), হযরত আল ইয়াছা'আ (আঃ), হযরত ইউনুস (আঃ), হযরত লুৎ (আঃ), হযরত ইদ্রীস (আঃ), হযরত যুলকিফ্‌ল (আঃ), হযরত ছালেহ্ (আঃ), হযরত হূদ (আঃ), হযরত শো'আইব (আঃ)।

১৩। পয়গম্বরদের মোট সংখ্যা কত তাহা আল্লাহ্ তা'আলা কাহাকেও বলিয়া দেন নাই। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা যত পয়গম্বর পাঠাইয়াছেন, তাহা আমাদের জানা থাকুক বা না থাকুক সকলের উপরেই আমাদের ঈমান রাখিতে হইবে। অর্থাৎ, সকলকেই সত্য ও খাঁটি বলিয়া মান্য করিতে হইবে। যাঁহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বর করিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই পয়গম্বর, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

১৪। পয়গম্বরদের মধ্যে কাহারও মর্তবা কাহারও চেয়ে অধিক। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মর্তবা আমাদের হুযূর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর। তাঁহার পর আর কোন নূতন পয়গম্বর কিয়ামত পর্যন্ত আসিবে না, আসিতে পারে না। কেন না কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এবং জ্বিন সৃষ্ট হইবে, সকলের জন্যই তিনি পয়গম্বর।

১৫। আমাদের পয়গম্বর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় এক রাত্রে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা শরীফ হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এবং তথা হইতে সাত আসমানের উপর এবং তথা হইতে যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার মর্যী হইয়াছিল সে পর্যন্ত উঠাইয়া আবার মক্কা শরীফে পৌঁছাইয়া দিয়ছিলেন; ইহাকে 'মে'রাজ' শরীফ বলে।

১৬। আল্লাহ্ তা'আলা কিছুসংখ্যক জীব নূর দ্বারা পয়দা করিয়া তাহাদিগকে আমাদের চর্ম চক্ষুর আড়ালে রাখিয়াছেন। তাহাদিগকে 'ফিরিশ্তা' বলে। অনেক কাজ তাঁহাদের উপর ন্যস্ত আছে। তাঁহারা কখনও আল্লাহ্র হুকুমের খেলাফ কোন কাজ করেন না। যে কাজে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন সে কাজেই লিপ্ত আছেন। এই সমস্ত ফিরিশ্তার মধ্যে চারিজন ফিরিশ্তা অনেক মশ্হূরঃ (১) হযরত জিব্রায়ীল (আঃ), (২) হযরত মীকায়ীল (আঃ), (৩) হযরত ইসরাফীল (আঃ), (৪) হযরত ইযরায়ীল (আঃ)। আল্লাহ্ তা'আলা আরও কিছুসংখ্যক জীব অগ্নি দ্বারা পয়দা করিয়াছেন, তাহাদিগকেও আমরা দেখিতে পাই না। ইহাদিগকে 'জ্বিন' বলা হয়। ইহাদের মধ্যে ভাল-মন্দ, নেক্কার, বদ্কার সব রকমই আছে। ইহাদের ছেলেমেয়েও জন্মে। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মশ্হূর দুষ্ট বদমাআ'শ হইল—ইবলীস।

১৭। মুসলমান যখন অনেক এবাদত বন্দেগী করে, গুনাহ্র কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকে, অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত রাখে না এবং পয়গম্বর ছাহেবের পূর্ণ তাবে'দারী করে, তখন সে আল্লাহ্র দোস্ত এবং খাছ পিয়ারা বান্দায় পরিণত হয়। এইরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ্র "ওলী" বলে। আল্লাহ্র ওলীদের দ্বারা সময় সময় এ রকম কাজ হইয়া থাকে, যাহা সাধারণ লোক দ্বারা হইতে পারে না, এই রকম কাজকে 'কারামত' বলে।

১৮। ওলী যত বড়ই হউক না কেন, কিন্তু নবীর সমান হইতে পারে না।

১৯। যত বড় ওলীই হউক না কেন, কিন্তু যে পর্যন্ত জ্ঞান বুদ্ধি ঠিক থাকে সে পর্যন্ত শরীঅতের পাবন্দী করা তাঁহার উপর ফরয। নামায, রোযা ইত্যাদি কোন এবাদতই তাহার জন্য মা'ফ হইতে পারে না। যে সকল কাজ শরীঅতে হারাম বলিয়া নির্ধারিত আছে তাহাও তাঁহার জন্য কখনও হালাল হইতে পারে না।

২০। শরীঅতের খেলাফ করিয়া কিছুতেই খোদার দোস্ত (ওলী) হওয়া যায় না।[১] এইরূপ 'খেলাফে শরআ' (শরীঅত বিরোধী) লোক দ্বারা যদি কোন অদ্ভুদ ও অলৌকিক কাজ সম্পন্ন হইতে থাকে, তবে তাহা হয় যাদু, না হয় শয়তানের ধোঁকাবাজী। অতএব, এইরূপ লোককে কিছুতেই বুযুর্গ মনে করা উচিত নহে।

২১। আল্লাহ্র ওলীগণ কোন কোন ভেদের কথা স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় জানিতে পারেন, ইহাকে 'কাশ্ফ, বা এলহাম' বলে। যদি তাহা শরীঅত সম্মত হয়, তবে তাহা গ্রহণযোগ্য অন্যথায় গ্রহণযোগ্য নহে।

২২। আল্লাহ্ এবং রসূল কোরআন, হাদীসে দ্বীন (ধর্ম) সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই বলিয়া দিয়াছেন। এখন দ্বীন সম্পর্কে কোন নূতন কথা আবিষ্কার করা বৈধ নহে। এইরূপ (দ্বীন সম্বন্ধীয়) নূতন কথা আবিষ্কারকে 'বেদ্আত' বলে; ইহা বড়ই গুনাহ্।

টিকা

১ অনেক সময় জিন তাবে' করিয়া বা নফ্সের তাছার্রোফের দ্বারা অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ করা হয়, ইহাতে বুযুর্গী কিছুই নাই।

২৩। পয়গম্বরগণ যাহাতে নিজ নিজ উম্মতদিগকে ধর্মের কথা শিক্ষা দিতে পারেন, সেই জন্য তাঁহাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা ছোট বড় অনেকগুলি আসমানী কিতাব জিব্‌রায়ীল (আঃ) মা'রেফত নাযিল করিয়াছেন। তন্মধ্যে চারিখানা কিতাব অতি মশ্‌হূর— (১) তৌরাত— হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর (২) যাবূর— হযরত দাঊদ (আঃ)-এর উপর, (৩) ইঞ্জীল— হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর এবং (৪) কোরআন শরীফ—আমাদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হইয়াছে। কোরআন শরীফই শেষ আসমানী কিতাব। কোরআনের পর আর কোন কিতাব আল্লাহ্‌র তরফ হইতে নাযিল হইবে না। কিয়ামত পর্যন্ত কোরআন শরীফের হুকুমই চলিতে থাকিবে। অন্যান্য কিতাবগুলি গোমরাহ্ লোকেরা অনেক কিছু পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু কোরআন শরীফের হিফাযতের ভার স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই লইয়াছেন। অতএব, ইহাকে কেহই পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

২৪। আমাদের পয়গম্বর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে সমস্ত মুসলমান দেখিয়াছেন তাঁহাদিগকে 'ছাহাবী' বলা হয়। ছাহাবীদের অনেক বুযুর্গীর কথা কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের সকলের সঙ্গেই মহব্বত এবং ভক্তি রাখা আবশ্যক। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর কলহ-বিবাদ যদি কিছু শোনা যায় তাহা ভুল-ত্রুটিবশতঃ হইয়াছে মনে করিতে হইবে; (কারণ, মানব মাত্রেরই ভুল-ত্রুটি হইয়া থাকে।) সুতরাং তাঁহাদের কাহাকেও নিন্দা করা যায় না। ছাহাবীদের মধ্যে চরিজন ছাহাবী সবচেয় বড়। হযরত আবুবক্‌র ছিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু পয়গম্বর ছাহেবের পর তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে দ্বীন ইসলাম রক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন, তাই তাঁহাকে প্রথম খলীফা বলা হয়। সমস্ত উম্মতে-মুহাম্মদীর তিনিই শীর্ষস্থানীয়। তারপর হযরত 'ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু দ্বিতীয় খলীফা হন। তারপর হযরত 'ওস্‌মান রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু তৃতীয় খলীফা হন, পরে হযরত 'আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু চতুর্থ খলীফা হইয়াছিলেন।

২৫। ছাহাবীদের মর্তবা এত উচ্চস্থানীয় যে, বড় হইতে বড় ওলীও ছোট হইতে ছোট ছাহাবীর সমতুল্য হইতে পারে না।

২৬। পয়গম্বর ছাহেবের সকল পুত্র-কন্যা এবং বিবি ছাহেবাগণের প্রতিও সম্মান ও ভক্তি করা আমাদের কর্তব্য। সন্তানের মধ্যে হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হার মর্তবা সর্বাপেক্ষা অধিক এবং বিবি ছাহেবানদের মধ্যে হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা ও হযরত 'আয়েশা রাযিয়াল্লাহু 'আন্‌হার মর্তবা সবচেয়ে বেশী।

২৭। আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূল যাহাকিছু বলিয়াছেন, সকল বিষয়কেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা এবং মানিয়া লওয়া ব্যতীত ঈমান ঠিক হইতে পারে না। কোন একটি কথায়ও সন্দেহ পোষণ করিলে বা মিথ্যা বলিয়া মনে করিলে বা কিছু দোষ-ত্রুটি ধরিলে বা কোন একটি কথা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিলে মানুষ বে-ঈমান হইয়া যায়।

২৮। কোরআন হাদীসের স্পষ্ট অর্থ অমান্য করিয়া নিজের মত পোষণের জন্য ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অন্য অর্থ গ্রহণ বদ্-দ্বীনির কথা।

২৯। গুনাহ্‌কে হালাল জানিলে ঈমান থাকে না।

৩০। গুনাহ্ যত বড়ই হউক না কেন, যে পর্যন্ত উহা গুনাহ্ এবং অন্যায় বলিয়া স্বীকার করিতে থাকিবে, সে পর্যন্ত ঈমান একেবারে নষ্ট হইবে না, অবশ্য ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া পড়িবে।

৩১। যাহাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার (আযাবের) ভয় কিংবা (রহ্‌মতের) আশা নাই—সে কাফির।

৩২। যে কাহারো কাছে গায়েবের কথা জিজ্ঞাসা করে এবং তাহাতে বিশ্বাস করে, সে কাফির।

৩৩। গায়েবের কথা এক আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অপর কেহই অবগত নহে। হাঁ, পয়গম্বর ছাহেবান ওহী মারফত, ওলীআল্লাহ্‌গণ কাশ্‌ফ্ ও এল্‌হাম মারফত এবং সাধারণ লোক লক্ষণ দ্বারা যে, কোন কোন কথা জানিতে পারেন তাহা গয়েব নহে।

৩৪। কাহাকেও নির্দিষ্ট করিয়া "কাফির" কিংবা এইরূপ বলা যে, নির্দিষ্টভাবে 'অমুকের উপর খোদার লা'নত হউক' তাহা অতি বড় গুণাহ্। তবে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, অত্যাচারীদের উপর খোদার লা'নত হউক। কিন্তু যাহাকে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূল কাফির বলিয়াছেন, তাহাকে (নির্দিষ্টভাবে) কাফির বলা যাইতে পারে। (যথা—ফির'আউন, বা অন্য যাহাকে তাঁহারা লা'নত করিয়াছেন তাহার উপর লা'নত করা।)

৩৫। মানবের মৃত্যুর পর (যদি কবর দেওয়া হয়, তবে কবর দেওয়ার পর আর যদি কবর দেওয়া না হয়, তবে যে অবস্থায়ই থাকুক সে অবস্থাতেই তখন) তাহার নিকট মুন্‌কার এবং নকীর নামক দুইজন ফিরিশ্‌তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করেনঃ 'তোমার মা'বুদ কে? তোমার দ্বীন (ধর্ম) কি? এবং হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইনি কে? যদি মুর্‌দা ঈমানদার হয়, তবে তো ঠিক ঠিক জওয়াব দেয় অতঃপর খোদার পক্ষ হইতে তাহার জন্য সকল প্রকার আরামের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। বেহেশ্‌তের দিকে ছিদ্রপথ করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে সুশীতল বায়ু এবং নির্মল সুগন্ধ প্রবেশ করিতে থাকে, আর সে পরম সুখের নিদ্রায় ঘুমাইতে থাকে। আর মৃত ব্যক্তি ঈমানদার না হইলে, সে সকল প্রশ্নের জওয়াবেই বলেঃ আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই জানি না।' অনন্তর তাহাকে কঠিন আযাব দেওয়া হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে এই কঠিন আযাব ভোগ করিতে থাকিবে। আর কোন বন্দাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে এইরূপ পরীক্ষা হইতে অব্যাহতি দিয়া থাকেন; কিন্তু এই সকল ব্যাপার মৃত ব্যক্তিই জানিতে পারে, আমরা কিছুই অনুভব করিতে পারি না। যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নে অনেক কিছু দেখিতে পায়, আমরা জাগ্রত অবস্থায় তাহার নিকটে থাকিয়াও তাহা দেখিতে পাই না।

৩৬। মৃত ব্যক্তিকে প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় তাহার আসল ও স্থায়ী বাসস্থান দেখান হয়। যে বেহেশ্‌তী হইবে তাহাকে বেহেশ্‌ত দেখাইয়া তাহার আনন্দ বর্ধন করা হয়, দোযখীকে দোযখ দেখাইয়া তাহার কষ্ট এবং অনুতাপ আরও বাড়াইয়া দেওয়া হয়।

৩৭। মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ বা কিছু দান খয়রাত করিয়া উহার সওয়াব তাহাকে বখ্‌শিয়া দিলে তাহা সে পায় এবং উহাতে তাহার বড়ই উপকার হয়।

৩৮। আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূল কিয়ামতের যে সমস্ত 'আলামত বর্ণনা করিয়াছেন উহার সবগুলি নিশ্চয় ঘটিবে। ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আগমন করিবেন এবং অতি ন্যায়পরায়ণতার সহিত রাজত্ব করিবেন। কানা দাজ্জালের আবির্ভাব হইবে এবং দুনিয়ার মধ্যে বড় ফেৎনা ফাসাদ করিবে। হযরত ঈসা (আঃ) আসমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে হত্যা করিবেন। ইয়াজুজ মা'জুজ (এক জাতি) সমস্ত দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িবে এবং সব তছ্‌নছ করিয়া ফেলিবে; অবশেষে খোদার গযবে ধ্বংস হইবে। এক অদ্ভুত জীব মাটি ভেদ করিয়া বাহির হইবে এবং মানুষের সহিত কথা বলিবে। সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদয় হইবে, (এবং পশ্চিম দিকেই অস্ত যাইবে।) কোরআন

মজীদ উঠিয়া যাইবে এবং অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত মুসলমান প্রাণ ত্যাগ করিবে। শুধু কাফিরই কাফির থাকিয়া যাইবে। (তাহাদের উপর কিয়ামত কায়েম হইবে।) এই রকম আরও অনেক 'আলামত আছে।

৩৯। যখন সমস্ত 'আলামত প্রকাশ হইয়া যাইবে, তখন হইতে কিয়ামতের আয়োজন শুরু হইবে। হযরত ইস্‌রাফীল (আঃ) সিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। (এই সিঙ্গা শিং-এর আকারের প্রকাণ্ড' এক রকম জিনিস) সিঙ্গায় ফুঁক দিলে আসমান জমিন সমস্ত ফাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যাইবে, যাবতীয় সৃষ্ট জীন মরিয়া যাইবে। আর যাহারা পূর্বে মারা গিয়াছিল তাহাদের রূহ্‌ বেহুশ হইয়া যাইবে; কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা যাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিবেন সে নিজের অবস্থায়ই থাকিবে। এই অবস্থায়ই দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হইবে।

৪০। আবার যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা সে সমস্ত আলম পুনর্বার সৃষ্টির ইচ্ছা করিবেন, তখন দ্বিতীয়বার সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে এবং সমস্ত আলম জীবিত হইয়া উঠিবে। সমস্ত মৃত লোক জীবিত হইয়া কিয়ামতের ময়দানে একত্র হইবে এবং তথাকার অসহনীয় কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া সুপারিশ করাইবার জন্য পয়গম্বরদের কাছে যাইবে, কিন্তু সকলেই অক্ষমতা প্রকাশ করিবেন। পরিশেষে আমাদের পয়গম্বর ছাহেব আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুমতি লইয়া সুপারিশ করিবেন। নেকী-বদি পরিমাপের পাল্লা (মীযান) স্থাপন করা হইবে। ভাল-মন্দ সমস্ত কর্মের পরিমাণ ঠিক করা হইবে এবং তাহার হিসাব হইবে। কেহ কেহ বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে যাইবে। নেক্‌কারদের আ'মলনামা তাঁহাদের ডান হাতে এবং গুনাহ্‌গারদের আ'মলনামা তাহাদের বাম হাতে দেওয়া হইবে। আমাদের পয়গম্বর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার (নেক) উম্মতকে হাওযে কাওছারের পানি পান করাইবেন। সেই পানি দুধ হইতেও সমধিক সাদা এবং মধু অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু। সকলকে পুলছিরাত পার হইতে হইবে। নেক্‌কারগণ সহজে উহা পার হইয়া বেহেশ্‌তে পৌঁছিবেন, আর পাপীরা উহার উপর হইতে দোযখের মধ্যে পড়িয়া যাইবে।

৪১। দোযখ এখনও বর্তমান আছে। তাহাতে সাপ, বিচ্ছু এবং আরও অনেক কঠিন কঠিন আযাবের ব্যবস্থা আছে। যাহাদের মধ্যে একটুকুও ঈমান থাকিবে, যতই গুনাহ্‌গার হউক না কেন, তাহারা নিজ নিজ গুনাহ্‌র পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর নবীগণের এবং বুযুর্গদের সুপারিশে নাজাত পাইয়া বেহেশ্‌তে যাইবে। আর যাহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও ঈমান নাই অর্থাৎ, যাহারা কাফির ও মুশ্‌রিক, তাহারা চিরকাল দোযখের আযাবে নিমজ্জিত থাকিবে, তাহাদের মৃত্যুও হইবে না।

৪২। বেহেশ্‌তও এখন বিদ্যামান আছে। সেখানে অসংখ্য প্রকারের সুখ-শান্তি এবং আমোদ-প্রমোদের উপকরণ মৌজুদ রহিয়াছে। যাঁহারা বেহেশ্‌তী হইবেন কোন প্রকার ভয়-ভীতি বা কোন রকম চিন্তা-ভাবনা তাঁহাদের থাকিবে না। সেখানে তাঁহারা চিরকাল অবস্থান করিবেন। তাঁহাদিগকে কখনও তথা হইতে বহিষ্কার করা হইবে না; আর তাহাদের মৃত্যুও হইবে না।

৪৩। ছোট হইতে ছোট গুনাহ্‌র কারণেও আল্লাহ্‌ তা'আলা ইচ্ছা করিলে শাস্তি দিতে পারেন, আবার বড় হইতে বড় গুনাহ্‌ও তিনি মাত্রও শাস্তি না দিয়া মেহেরবানী করিয়া নিজ রহ্‌মতে মা'ফ করিয়া দিতে পারেন। আল্লাহ্‌ তা'আলার সব কিছুরই ক্ষমতা আছে।

৪৪। শির্‌ক এবং কুফরির গুনাহ্‌ আল্লাহ্‌ তা'আলা কাহাকেও মা'ফ করিবেন না; তদ্ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ্‌ আল্লাহ্‌ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা মা'ফ করিয়া দিবেন। তাঁহার কোন কাজে কেহ বাধা দিতে পারে না।

৪৫। আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রসূল যাহাদের নাম উল্লেখ করিয়া বেহেশ্তী বলিয়াছেন তাঁহারা ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমরা সুনিশ্চিতভাবে বেহেশ্তী হওয়া সাব্যস্ত করিতে পারি না। তবে নেক আলামত দেখিয়া (অর্থাৎ, আমল আখ্লাক ভাল হইলে) ভাল ধারণা এবং আল্লাহ্র রহ্মতের আশা করা কর্তব্য।

৪৬। বেহেশ্তে আরামের জন্য অসংখ্য নেয়ামত এবং অপার আনন্দের অগণিত সামগ্রী মওজুদ আছে। সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে অধিক আনন্দদায়ক নেয়ামত হইবে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার (দর্শন) লাভ। বেহেশ্তীদের ভাগ্যে এই নেয়ামত জুটিবে। এই নেয়ামতের তুলনায় অন্যান্য নেয়ামত কিছুই নয় বলিয়া মনে হইবে।

৪৭। জাগ্রত অবস্থায় চর্ম-চক্ষে এই দুনিয়ায় কেহই আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখে নাই, দেখিতে পারেও না। (অবশ্য বেহেশ্তীরা বেহেশ্তে দেখিতে পাইবে)।

৪৮। সারা জীবন যে যে-রূপই হউক না কেন, কিন্তু খাতেমা (অন্তিমকাল) হিসাবেই ভালমন্দের বিচার হইবে। যাহার খাতেমা ভাল হইবে সে-ই ভাল এবং সে পুরস্কারও পাইবে ভাল, আর যাহার খাতেমা মন্দ হইবে (অর্থাৎ, বে-ঈমান হইয়া মরিবে) সে-ই মন্দ এবং তাহাকে ফলও ভোগ করিতে হইবে মন্দ।

৪৯। সারা জীবনের মধ্যে মানুষ যখনই তওবা[১] করুক বা ঈমান আনুক না কেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহা কবূল করেন, কিন্তু মৃত্যুকালে যখন প্রাণ বাহির হইতে থাকে এবং আযাবের ফেরেশ্তাকে নজরে দেখিতে পায়, তখন অবশ্য তওবাও কবূল হয় না এবং ঈমানও কবূল হয় না।

ঈমান এবং আক্বায়েদের পর কিছু খারাব আক্বীদা ও খারাব প্রথা এবং কিছুসংখ্যক বড় বড় গুনাহ্ যাহা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে এবং যাহার কারণে ঈমানে নোক্ছান আসিয়া পড়ে তাহা বর্ণনা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি, যেন জনগণ সে-সব হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ইহার মধ্যে কোনটি ত একেবারেই কুফর ও শিরক্মূলক, কোনটি প্রায়ই কুফর ও শিরক্মূলক, কোনটি বেদ্আত এবং গোমরাহী, আর কোনটি শুধু গুনাহ্। মোটকথা, ইহার সবগুলি হইতেই বাঁচিয়া থাকা একান্ত আবশ্যক। আবার যখন এইগুলির বর্ণনা শেষ হইবে, তখন গুনাহ্ করিলে দুনিয়াতেই যে-সব ক্ষতি হয় এবং নেক কাজ করিলে দুনিয়াতেই যে-সব লাভ হয় তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে। কারণ, মানুষ সাধারণতঃ দুনিয়ার লাভ-লোকসানের দিকেই বেশী লক্ষ্য করিয়া থাকে, তাই হয়ত কেহ এই ধারণায়ও কোন নেক কাজ করিতে পারে বা কোন গুনাহ্ হইতে দূরে থাকিতে পারে।

শির্ক ও কুফ্র

কুফ্র পছন্দ করা, কুফরী কোন কাজ বা কথাকে ভাল মনে করা[২] অন্য কাহারও দ্বারা কুফ্রমূলক কোন কাজ করান বা কুফ্রমূলক কোন কথা বলান, কোন কারণবশতঃ নিজের

টিকা

১ গুনাহ্ পরিত্যাগ করত অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়াকে তওবা বলে এবং কুফ্র ও শির্ক পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র ইস্লাম ধর্মের এবং আল্লাহ্র পয়গম্বরকে মানিবার অঙ্গীকার করাকে 'ঈমান' বলে।

২ আজকাল কোন কোন ধর্মজ্ঞানহীন স্বেচ্ছাচারী যুবক হিন্দু ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্মের প্রশংসা করিয়া ইসলামের নিন্দা করিয়া থাকে। ইহাতে ঈমান থাকে না।

মুসলমান হওয়ার উপর আক্ষেপ করা যে, হায়! যদি মুসলমান না হইতাম, তবে এই রকম উন্নতি লাভ করিতে পারিতাম বা এই রকম সম্মান পাইতাম ইত্যাদি (নাঊযু বিল্লাহে মিন যালিক)। সন্তান বা অন্য কোন প্রিয়জনের মৃত্যুশোকে এই রকম কথা বলাঃ 'খোদা তা'আলা মারিবার জন্য সংসারে আর কাহাকেও পায় নাই; বাছ, ইহাকেই পাইয়াছিল, ইহার জীবনটা লওয়াই খোদা তা'আলার মকছুদ ছিল, আল্লাহ্ তা'আলার এই রকম করা ভাল হয় নাই, বা উচিত ছিল না, এই রকম যুল্‌ম কেহ করে না ইত্যাদি; (আরও অনেক বেহুদা কথা যাহা সাধারণতঃ মূর্খেরা শোকে বিহ্বল হইয়া বলিয়া থাকে।)

খোদা বা রসূলের কোন হুকুমকে মন্দ জানা বা তাহাতে কোন প্রকার দোষ বাহির করা। কোন নবী বা ফিরিশ্‌তার উপর কোনরূপ দোষারোপ করা। কোন নবী বা ফিরিশ্‌তাকে ঘৃণা বা তুচ্ছ মনে করা। কোন পীর বা বুযুর্গ সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখা যে, নিশ্চয় তিনি সব সময় আমাদের সকল অবস্থা জানেন। গণক কিংবা যাহার উপর জ্বিনের আছর হইয়াছে, তাহার নিকট গায়েবের কথা জিজ্ঞাসা করা বা হাত ইত্যাদি দেখাইয়া ভাগ্য নির্ণয় করান এবং তাহাতে বিশ্বাস করা। কোন বুযুর্গের কালাম হইতে ফাল বাহির করিয়া উহাকে দৃঢ় সত্য মনে করা। কোন পীর বা অন্য কাহাকেও দূর হইতে ডাকিয়া মনে করা যে, তিনি আমার ডাক শুনিয়াছেন। কোন পীর-বুযুর্গ বা অন্য কাহাকেও লাভ-লোকসানের অধিকারী মনে করা। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট নিজের মকছুদ, টাকা-পয়সা, ধন-সম্পত্তি, রুযি-রোযগার, সন্তান ইত্যাদি চাওয়া। (কোন পীর-বুযুর্গ বা অন্য) কাহাকেও সেজ্‌দা করা, কাহারও নামে রোযা রাখা বা কাহারও নামে গরু ইত্যাদি কোন জানোয়ার ছাড়িয়া দেওয়া বা দরগাহে মান্নত মানা। কোন কবর বা দরগাহ্ বা পীর-বুযুর্গের ঘরের তওয়াফ করা (অর্থাৎ, চতুর্দিকে ঘোরা।) খোদা রসূলের হুকুমের উপর অন্য কাহারও হুকুমকে বা কোন দেশ-রেওয়াজ বা সামাজিক প্রথাকে (বা নিজের কোন পুরাতন অভ্যাসকে বা বাপ-দাদার কালের কোন দস্তুরকে) পছন্দ বা অবলম্বন করা। কাহারও সামনে সম্মানের জন্য (সালাম ইত্যাদি করিবার সময়) মাথা নোয়ান বা কাহারও সামনে মূর্তির মত খাড়া থাকা। কাহারও নামে কোন জানোয়ার যবাহ্ করা। উপরি দৃষ্টি বা জ্বিনের আছর ছাড়াইবার জন্য তাহাদের ভেট (নযরানা) দেওয়া, ছাগল বা কোন জানোয়ার যবাহ্ করা, কাহারও দোহাই দেওয়া। কা'বা শরীফের মত অন্য কোন জায়গার আদর তা'যীম করা। কাহারও নামে ছেলে-মেয়েদের নাক-কান ছিদ্র করা ও বালি, বোলাক ইত্যাদি পরান। কাহারও নামে বাজুতে পয়সা বা গলায় সূতা বাঁধা। নব বরের মাথায় সহরা অর্থাৎ ফুলের মালা বাঁধা, ইহা হিন্দুদের রস্‌ম। টিকি রাখা (কাহারও নামে চুল রাখা), কাহারও নামে ফকীর বানান। আলী বখ্‌শ, হোসাইন বখ্‌শ, আবদুন্নবী ইত্যাদি নাম রাখা। (এরূপ এক কড়ি, বদন, পবন, গমন ইত্যাদি নাম রাখা) কোন প্রাণীর নাম কোন বুযুর্গের নাম অনুযায়ী রাখিয়া তাহার তা'যীম করা। পৃথিবীতে যাহাকিছু হয়, নক্ষত্রের তাছীরে হয় বলিয়া মনে করা। ভাল বা মন্দ দিন তারিখ জিজ্ঞাসা করা। লক্ষণ ধরা জিজ্ঞাসা করা। লক্ষণ ধরা[১] কোন মাস বা তারিখকে মন্‌হুছ (খারাব) মনে করা। কোন বুযুর্গের নাম ওযীফার মত জপা। এইরূপ বলা, যদি খোদা রসূল চায়, তবে এই কাজ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ, খোদার সঙ্গে রসূলকেও শামেল

টিকা

১ যেমন প্রথা আছে যে, হাত খুজলাইলে হাতে টাকা আসিবে। হাঁচি দিলে কার্য সিদ্ধি হইবে না। ডান চোখ লাফাইলে ভাল হইবে, বাম চোখ লাফাইলে বলে, বিপদ আসিবে।

করা। কাহারও নামের বা মাথার কসম খাওয়া। ছবি রাখা বিশেষতঃ বুযুর্গের ছবি বরকতের জন্য রাখা এবং উহার তা'যীম করা।

বেদ্আৎ—কুপ্রথা

(কোন বুযুর্গের) দরগায় ধুমধামের সহিত মেলা বা ওরস করা, বাতি জ্বালান, মেয়েলোকের তথায় যাওয়া, চাদর দেওয়া, কবর পাকা করা, কোন বুযুর্গকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁহার কবরকে অতিরিক্ত তা'যীম করা, কবর বা তা'যিয়া চুম্বন করা, কবরের মাটি শরীরে মাখা, তা'যীমের জন্য কবরের চারিদিকে তওয়াফ (ঘোরা) করা, কবর সেজ্দা করা, কবরের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়া, মিঠাই ইত্যাদি দরগাহে মানা বা দেওয়া, তা'যিয়া নিশান ইত্যাদি রাখা, উহার উপর হালুয়া বাতাশা প্রভৃতি রাখা, উহাকে সালাম করা। কোন জিনিসকে অচ্ছুৎ মনে করা। মোহাররম মাসে পান না খাওয়া, মেহেন্দি, মিসি না লাগান, (নিরামিষ খাওয়া) স্বামীর কাছে না যাওয়া, লাল কাপড় না পরা ইত্যাদি। বিবি ফাতেমার নামে ফাতেহার উদ্দেশ্যে মাটির বরতনে খানা রাখাকে ছেহ্নক বলে, উহা হইতে পুরুষদিগকে খাইতে না দেওয়া। প্রকাশ থাকে যে, ইহা মেয়েদের জন্যও জায়েয নাই।

কেহ মারা গেলে তিজা, চল্লিশা জরুরী মনে করিয়া করা (অর্থাৎ, ৩ দিনের দিন বা ৪০ দিনের দিন মোল্লা মুন্সী বা যাহারা দাফন করিতে আসে, জরুরী মনে করিয়া তাহাদিগকে খাওয়ান বা বদনামীর ভয়ে ধুমধামের সহিত যেয়াফত করা।) প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বিধবা বিবাহকে দূষণীয় মনে করা। বিবাহের সময়, খাৎনার সময়, বিস্মিল্লাহ্র সবক দেওয়ার সময়, কেহ মারা গেলে অসাধ্য সত্ত্বেও খান্দানী রসূমসমূহ বজায় রাখা (সামজিক প্রথাগুলি ঠিক রাখা)। বিশেষতঃ টাকা করয করিয়া নাচ, রং-তামাশা প্রভৃতি করান। হিন্দুদের কোন পূজা বা তেহার হুলি, দেওয়ালী—ইত্যাদিতে যোগদান করা। "আস্সালামু আলাইকুম" না বলিয়া তাহার পরিবর্তে আদাব (নমস্কার, প্রণিপাত ইত্যাদি) বলা বা কেবল হাত উঠাইয়া মাথা ঝুঁকান।[১] দেওর, ভাশুর, মামাত ভাই, ফুফাত ভাই, চাচাত ভাই, ননদের স্বামী বা ধর্ম-ভাই, ধর্ম-বাপ প্রভৃতির বা অন্য কোন না-মহরম[২] আত্মীয়ের সহিত দেখা দেওয়া। গান বাদ্য শোনা, নাচ দেখা বা তাহাদের গান-বাদ্যে বা নাচে সন্তুষ্ট হইয়া বখ্শিশ দেওয়া। নিজের বংশের গৌরব করা বা কোন বুযুর্গের খান্দানের হওয়া বা বুযুর্গের কাছে শুধু মুরীদ হওয়াকেই নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করা। কাহারও বংশের মধ্যে দোষ থাকিলে তাহা বাহির করিয়া নিন্দা করা। কোন জায়েয পেশাকে অপমানজনক মনে করা (যেমন, মাছ বিক্রি করা, মজুরী করা, জুতা সেলাই করা ইত্যাদি।) কাহারও অতিরিক্ত প্রশংসা করা। বিবাহ-শাদীতে বেহুদা খরচ করা এবং অন্যান্য যে-সব বেহুদা কাজ আছে তাহা করা। (যেমন পণ লওয়া, খরচ বাবদ লওয়া, ঘাট-সেলামী, আগবাড়ানী, আন্দর সেলামী, হাত

টিকা

১ যে সমস্ত কুসংস্কার হিন্দুদের অনুকরণে মুসলমানদের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে এরকম আরও অনেক কুসংস্কার মূর্খতাবশতঃ সমাজে ঢুকিয়াছে—যে দিন ধান বুনে সে দিন খৈ ভাজে না, যে হাঁড়িতে করিয়া তিল বুনে সে হাঁড়ি বাড়ীতে আনিলে মাটিতে রাখে না, কলাগাছ লাগাইবার সময় উপরের দিকে দেখে না, নারিকেল, সুপারী, পানগাছ লাগায় না ইত্যাদি।

২ শরীঅত মত যাহাদের সঙ্গে বিবাহ জায়েয তাহাদিগকে 'না-মহরম' বলে।

ধোয়ানী, চিনি-মুখী প্রভৃতি বেহুদা আদায় করা;) সুন্নত তরীকা ছাড়িয়া এতদ্দেশে যে-সব প্রথা প্রচলিত আছে তাহা পালন করা। নওশাকে শরীঅতের খেলাফ পোশাক পরান। বরের হাতে কাঙ্গন বাঁধা, মাথায় ছহ্‌রা বাঁধা।

বরের মেহেন্দী লাগান, আতশবাজী ফুটান ইত্যাদি কাজে অনর্থক টাকা অপব্যয় করা। বরকে বাড়ীর ভিতর আনিয়া তাহার সামনে না-মহরম মেয়েলোকের আসা, এইরূপ পরপুরুষের সামনে মুখ দেখান বা অন্যান্য খেশ আত্মীয়দের আনিয়া বৌ দেখান আরও গর্হিত কর্ম। বেড়ার ফাঁক দিয়া উঁকি দিয়া দুল্‌হাকে দেখা। বয়স্কা শালীদের সামনে আসা এবং হাসি-ঠাট্টা করা, চৌথী খোলান, যে ঘরে বর ও কনে শয়ন করে সেই ঘরের আশেপাশে থাকিয়া তাহাদের কথাবার্তা শোনা বা উঁকি দিয়া দেখা এবং যদি কোন কথা জানিতে পারে, তবে অন্যকে জানাইয়া দেওয়া। লজ্জায় নামায পর্যন্ত ছাড়িয়া দেওয়া। বড় মানুষী দেখাইবার জন্য মহর বেশী নির্ধারণ করা। শোকে-দুঃখে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করা বা বুক চাপড়াইয়া বিলাপ করা। মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলা। যে-সব কাপড় মৃতের গায়ে লাগিয়াছে সে-সব নাপাক না হইলেও ধোয়া জরুরী মনে করা। যে-গৃহে লোক মারা গিয়াছে সে-গৃহে বৎসর খানেক বা কিছু কম-বেশী দিন না যাওয়া বা কোন খুশীর কাজ (যেমন, বিবাহ ইত্যাদি) না করা। নির্দিষ্ট তারিখে আবার শোককে তাজা করা। অতিরিক্ত সাজ-সজ্জা করা।

সাদাসিদা লেবাস-পোশাককে ঘৃণা করা। ঘরে জীব-জন্তুর ছবি লাগান, সোনা রূপার পানদান, সুরমাদান, বাসন, পেয়ালা ব্যবহার করা। শরীর দেখা যায় এইরূপ পাতলা কাপড় পরিধান করা। বাজনাদার জেওর পরিধান করা। পুরুষদের সভায় মেয়েদের যাওয়া বিশেষতঃ তাযিয়া, ওরস বা মেলা দেখিতে যাওয়া। স্ত্রীলোকদের এরূপ পোশাক পরা যাহাতে পুরুষের মত দেখা যায় এবং পুরুষদেরও এমন পোশাক পরা যাহাতে স্ত্রীলোকের মত দেখায়। শরীরে গুদানী দেওয়া[১] বিদেশে যাইবার সময় বা বিদেশ হইতে আসিয়া কোন না-মহরমের সঙ্গে মো'আনাকা করা। সন্তান জীবিত থাকার জন্য তাহার নাক কান ছিদ্র করা। পুত্র সন্তানকে বালা, ঘুগরা ইত্যাদি জেওর পরান বা রেশমী কাপড় পরান। ছেলেপেলেকে ঘুম পাড়ানোর জন্য আফিং বা নিশাদার জিনিস খাওয়ান। রোগের জন্য বাঘের বা হারাম জন্তুর গোশ্‌ত খাওয়ান। এই রকম আরও অনেক বিষয় আছে, কোনটি শির্‌ক ও কুফ্‌রমূলক, আর কোনটি বেদ্‌আত ও হারাম। চিন্তা করিলে বা কোন দ্বীনদার আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করিলে বেশী জানা যাইবে। নমুনা স্বরূপ এতটুকু বর্ণনা করিলাম।

কতিপয় বড় বড় গুনাহ্‌

খোদার সঙ্গে অপর কাহাকেও শরীক করা। অনর্থক খুন করা (মন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা বা বান মারিয়া যে কাহাকেও মারা হয় তাহাতেও খুন করার গুনাহ্‌ হইবে। বন্ধ্যা রমণীর এমন টোট্‌কা করা যে, অমুকের সন্তান মরিয়া যাইবে এবং তাহার সন্তান পয়দা হইবে। ইহাও খুনের শামিল। মা-বাপকে কষ্ট দেওয়া। যিনা (ব্যভিচার) করা। এতীমের মাল খাওয়া; যেমন অনেক স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া বসে এবং নাবালেগ ছেলেমেয়েদের অংশে যথেচ্ছা হস্তক্ষেপ করে। মেয়েদের অংশ (হক) না দেওয়া, সামান্য কারণেই কোন স্ত্রীলোকের উপর যিনার

টিকা

১ শরীরে কোন জীবের ছবি বা নাম অঙ্কন করা।

তোহ্‌মত (দোষারোপ) দেওয়া। কাহারও উপর যুল্‌ম করা। অসাক্ষাতে কাহারও শেকায়েত করা। আল্লাহ্‌র রহ্‌মত হইতে নিরাশ হইয়া যাওয়া। ওয়াদা করিয়া তাহা পুরা না করা, আমানতে খেয়া-নত করা। খোদা তা'আলার কোন ফরয, যেমন—নামায, রোযা, যাকাৎ, হজ্জ ইত্যাদি ছাড়িয়া দেওয়া। কোরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়া, মিথ্যা কথা বলা, বিশেষতঃ মিথ্যা কসম খাওয়া। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও কসম খাওয়া বা এই রকম কসম খাওয়া যে, মরণকালে যেন কলেমা নছীব না হয়, বা ঈমানের সাথে মউত না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহারও সেজ্‌দা করা। বিনা ওযরে নামায ক্বাযা করা। কোন মুসলমানকে বেঈমান কাফের বা খোদার দুশমন বলা বা এই রকম বলা যে, তাহার উপর খোদার লা'নত হউক, খোদার গযব পড়ুক। কাহারও নিন্দাবাদ, গীবৎ শেকায়েত শোনা, চুরি করা, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, ধান-চাউলের দর বাড়িলে মনে মনে খুশী হওয়া, দাম ঠিক করিয়া আবার পরে কম নেওয়া (যেমন সাধারণতঃ নামের জন্য বড় লোকেরা গরীব লোকদের সঙ্গে করিয়া থাকে।) না-মহরমের কাছে নির্জনে একাকী বসা। জুয়া খেলা। কাফেরদের মধ্যে প্রচলিত রেওয়াজ পছন্দ করা। খাবার কোন জিনিসকে মন্দ বলা। নাচ দেখা। গান-বাদ্য শোনা। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নছীহত না করা। হাসি-তামশা করিয়া কাহাকেও লজ্জা এবং অপমানিত করা। পরের দোষ দেখা ইত্যাদি কবীরা (বড়) গুনাহ্।

গুনাহ্‌র কারণে পার্থিব ক্ষতি

গুনাহ্‌র কারণে এল্‌ম হইতে মাহ্‌রূম থাকিতে হয়। রুজিতে বরকত হয় না, এবাদতে মন বসে না, নেক লোকের সংসর্গ ভালবাসে না। অনেক সময় কাজে নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন আসিয়া দাঁড়ায়, অন্তর পরিষ্কার থাকে না ময়লা পড়িয়া যায়, মনের সাহস কমিয়া যায়, এমন কি, অনেক সময় মনের দুর্বলতা হেতু শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে। (মনে স্ফুর্তি থাকে না)। নেককাজ ও এবাদত বন্দেগী হইতে মাহ্‌রূম থাকে। আয়ু কমিয়া যায়। তওবা করার তওফীক হয় না। গুনাহ্ করিতে করিতে শেষে গুনাহ্‌র কাজের প্রতি ঘৃণার ভাব থাকে না, (বরং ভাল বলিয়া বোধ হইতে থাকে। এরূপ হওয়া বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা); আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হয়। একজনের গুনাহ্‌র দরুন অন্যান্য লোক, এমন কি, অন্যান্য জীব-জন্তুরও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয়। পরে তাহাদের বদদো'আ ও লা'নতে (অভিশাপে) পড়িতে হয়। জ্ঞান বুদ্ধি ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরফ হইতে তাহার প্রতি লা'নত হইতে থাকে। ফিরিশ্‌তাগণের দো'আ হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। দেশে শস্য-ফসলাদির উৎপন্ন কম হয়। লজ্জা-শরম কম হইয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা যে কত বড় এবং ক্ষমতাশালী সে খেয়াল তাহার অন্তরে থাকে না। আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। নানারূপ বিপদ-আপদ বালামুছীবতে জড়াইয়া পড়ে। শয়তান তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বসে। দেল পেরেশান থাকে। মৃত্যুকালে মুখ দিয়া কলেমা বাহির হয় না। খোদার রহ্‌মত হইতে নিরাশ হইয়া যায়। পরিশেষে বিনা তওবায় মারা যায়।

নেক কাজে পার্থিব লাভ

সর্বদা নেক কাজে মশগুল থাকিলে রিযিক বৃদ্ধি হয়, সকল কাজে বর্‌কত হইয়া থাকে। মনের অশান্তি ও কষ্ট দূর হয়, মনের আশা সহজে পুরা হয়, জীবনে শান্তি লাভ হয়, রীতিমত বৃষ্টিপাত

হয়, সকল প্রকার বালা-মুছীবত, বিপদ-আপদ দূর হয়, আল্লাহ্ তা'আলা মেহেরবান এবং সহায় হন। তাহার হৃদয় মজবুত রাখার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তাকে আদেশ করেন। মান মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, সকলে তাহাকে ভালবাসে। কোরআন শরীফ তাহার রোগ আরোগ্যের উছীলা হয়, টাকা-পয়সার দিক দিয়া কোনরূপ ক্ষতি হইলে তাহা অপেক্ষা আরও ভাল জিনিস পাওয়া যায়। দিন দিন আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত তাহার জন্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ধন-দৌলত বৃদ্ধি পায়, মনে শান্তি বজায় থাকে, তাহার উছীলায় পরবর্তী বংশধরদের অনেক উপকার হয়। জীবিত অবস্থায়, স্বপ্নে বা অন্য কোন অবস্থায় গায়েবী বশারত (খোশ্‌খবরী) পায়। মৃত্যুর সময় ফেরেশ্‌তা খোশ্‌খবরী শোনায় এবং ধন্যবাদ দেয়। আয়ু বৃদ্ধি হয়, দরিদ্রতা এবং অনাহারজনিত দুঃখ-কষ্ট দূর হয়, অল্প জিনিসে বেশী বরকত হয়, আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ দূর হয়।

হে খোদা! নিজ রহমতে আমাদের যাবতীয় গোনাহ্‌র কাজ হইতে বাঁচাইয়া রাখুন এবং আপনার সন্তুষ্টির পথে সকলকে চলিবার তওফীক দান করুন।

ওযূর মাসায়েল

ওযূর তরতীবঃ

(ওযূ আরম্ভকালে প্রথমে মনকে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করিবে। চিন্তা করিয়া স্থির করিবে যে, কেন ওযূ করিতেছ যেমন হয়ত নামায পড়িবার জন্য ওযূ করিবে, তখন চিন্তা করিবে, নামায পড়া হইল আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হওয়া। আল্লাহ্‌র দরবার পাক, সে দরবারে বিনা ওযূতে যাওয়া যায় না। তাই আমি নামায পড়িবার জন্য অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হইবার নিমিত্ত ওযূ করিতেছি। এইরূপে যদি কোরআন শরীফ পড়িবার জন্য ওযূ কর, তখন একাগ্র মনে চিন্তা করিবে যে, আমি আল্লাহ্‌র পাক কালাম কোরআন শরীফ পড়িবার জন্য ওযূ করিতেছি।)

১। **মাসআলাঃ** ক্বেব্‌লার দিকে মুখ করিয়া অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় বসিবে—যেন ওযূর পানির ছিঁটা নিজের উপর আসিতে না পারে। —মুনিয়া

২। **মাসআলাঃ** বিস্‌মিল্লাহ্ বলিয়া ওযূ শুরু করিবে। —ফাতাওয়ায় হিন্দিয়া

৩। **মাসআলাঃ** সর্বপ্রথমে উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুইবে। —ফাতাওয়ায় হিন্দিয়া

৪, ৫, ৬। **মাসআলাঃ** তারপর তিনবার কুল্লি করিবে এবং মিসওয়াক করিবে, যদি মিস্‌ওয়াক না থাকে, তবে মোটা কাপড় বা হাতের আঙ্গুল বা অন্য কিছু দ্বারা দাঁতগুলিকে বেশ পরিষ্কার করিবে। যদি রোযা না হয়, তবে গরগরা করিয়া ভালরূপে সমস্ত মুখগহ্বরে পানি পৌঁছাইবে। রোযা অবস্থায় গরগরা করিবে না। কেননা, হয়ত কিছু পানি হল্‌কূমের মধ্যে চলিয়া যাইতে পারে। —আলমগীরী

৭। **মাসআলাঃ** তারপর তিনবার নাকে পানি দিবে। বাম হাত দিয়া নাক ছাফ করিবে। রোযা অবস্থায় নাকের ভিতরে নরম অংশের উপর পানি পৌঁছাইবে না[১]। —মুঃ, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া

৮। **মাসআলাঃ** তারপর তিনবার মাথার চুলের গোড়া হইতে থুত্‌নি পর্যন্ত এবং এক কানের লতি হইতে অন্য কানের লতি পর্যন্ত সমস্ত মুখ ভাল করিয়া উভয় হাত দিয়া ডলিয়া মলিয়া

টিকা

১ বাম হাতের কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা নাকের ভিতর পরিষ্কার করিবে।

ধুইবে—যেন সব জায়গায় পানি পৌঁছে। উভয় ভ্রূর নীচেও খেয়াল করিয়া পানি পৌঁছাইবে যেন কোন স্থান শুক্‌না না থাকে। —মারাকিউল ফালাহ

৯। মাসআলাঃ অতঃপর ডান হাতের কনুইসহ ভাল করিয়া তিন বার ধুইবে। তারপর বাম হাতও ঐরূপে কনুইসহ ধুইবে। এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া খেলাল করিবে। হাতের আংটি, চুড়ি ইত্যাদি নাড়িয়া চাড়িয়া ভালমতে পানি পৌঁছাইবে যেন একটি পশমও শুষ্ক না থাকে। —কবীরী

১০। মাসআলাঃ তারপর সমস্ত মাথা একবার মছহে করিবে। শাহাদাত আঙ্গুল দিয়া কানের ভিতর দিক এবং বৃদ্ধা আঙ্গুল দিয়া বাহিরের দিক মছহে করিবে এবং হাতের আঙ্গুলের পিঠের দিক দিয়া ঘাড় মছহে করিবে, কিন্তু গলা মছহে করিবে না। কেননা গলা মছহে করা ভাল নহে; বরং নিষেধ আছে। কান মছহে করিবার জন্য নূতন পানি লইবার প্রয়োজন নাই, মাথা মছহে করার জন্য ভিজান হাত দ্বারাই মছহে করিবে। —কবীরী, মুনিয়া

১১। মাসআলাঃ তারপর তিনবার টাখ্‌না (ছোট গিরা) সহ উভয় পা ধুইবে। প্রথমে ডান পা এবং পরে বাম পা ভাল করিয়া ডলিয়া মলিয়া ধুইবে। পায়ের তলা এবং গোড়ালির দিকে খুব খেয়াল রাখিবে, যেন কোন অংশ শুক্‌না থাকিয়া না যায়। বাম হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী নীচের দিক হইতে প্রবেশ করাইয়া পায়ের অঙ্গুলীগুলি খেলাল করিবে। ডান পায়ের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী হইতে শুরু করিয়া বাম পায়ের কনিষ্ঠা অঙ্গুলীতে গিয়া শেষ করিবে। এই হইল ওযূ করিবার নিয়ম।

১২। মাসআলাঃ কিন্তু এই সমস্ত কাজের মধ্যে কতিপয় কাজ এমন আছে, যাহা ছুটিয়া গেলে বা তাহার কিছু বাকী থাকিলে ওযূ আদৌ হয় না; পূর্বে যেমন বে-ওযূ ছিল এখনও সেই রকম বে-ওযূই রহিল। এই রকম কাজগুলিকে "ফরয" বলে। আর কতিপয় কাজ এমন আছে, যাহা ছুটিয়া গেলে ওযূ হইয়া যায় বটে, কিন্তু করিলে সওয়াব মিলে, তাহা করার জন্য তাকীদও আছে। এমন কি, যদি কেহ অধিকাংশ সময়ে ছাড়িয়া দেয়, তবে সে গোনাহ্‌গার হয়। এই সব কাজকে "সুন্নত" বলে। আর যে-সব কাজ করিলে সওয়াব মিলে, অন্যথায় গোনাহ্ হয় না এবং তৎপ্রতি শরীঅতের কোনও তাকীদ নাই, এইরূপ কাজগুলিকে "মোস্তাহাব" বলে।

—কবীরী, রদ্দুল মোহ্‌তার

১৩। মাসআলাঃ ওযূর ফরযঃ ওযূর ফরয শুধু চারিটি কাজ—১। সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ধোয়া ২। কনুইসহ এক একবার উভয় হাত ধোয়া ৩। মাথার চারি ভাগের এক ভাগ একবার মছ্‌হে করা ৪। টাখ্‌নাসহ উভয় পা একবার ধোয়া। ইহার মধ্যে যদি একটি কাজও ছুটিয়া যায় বা চুল পরিমাণ জায়গাও শুক্‌না থাকে, তবে ওযূ হইবে না। —মাজমাউল আনহার

১৪। মাসআলাঃ ওযূর সুন্নতঃ ওযূর সুন্নত দশটি। ১। বিসমিল্লাহ্ বলিয়া আরম্ভ করা। ২। কব্জীসহ দুই হাত তিন তিনবার ধোয়া ৩। কুল্লি করা ৪। নাকে পানি দেওয়া ৫। মেসওয়াক করা ৬। সমস্ত মাথা একবার মছ্‌হে করা ৭। প্রত্যেক অঙ্গকে তিন তিনবার করিয়া ধোয়া ৮। কান মছ্‌হে করা। ৯-১০। হাত ও পায়ের আঙ্গুল খেলাল করা। এই সুন্নত এবং ফরযগুলি ব্যতীত অন্য যে কাজগুলি আছে তাহা মোস্তাহাব। —মারাকিউল ফালাহ্

১৫। মাসআলাঃ যে চারিটি অঙ্গ ধোয়া ফরয সেইগুলি ধোয়া হইয়া গেলে ওযূ হইয়া যাইবে। ইচ্ছা করিয়া ধুইয়া থাকুক বা অনিচ্ছায় ধুইয়া থাকুক, নিয়ত করিয়া থাকুক বা না করিয়া থাকুক। যেমন, গোছলের সময় ওযূ না করিয়া সমস্ত শরীরে পানি ঢালিয়া দিল বা পুকুরের মধ্যে

পড়িয়া গেল বা বৃষ্টিতে ভিজিল, ইহাতে যদি এই চারিটি অঙ্গ পূর্ণরূপে ধোয়া হইয়া যায়, তবে ওযূ হইয়া যাইবে, কিন্তু নিয়ত না থাকার দরুন ওযূর সওয়াব পাইবে না। —মুন্‌ইয়াহ

১৬। মাসআলাঃ উপরে লিখিত তর্‌তীব অনুযায়ী ওযূ করাই সুন্নত। কিন্তু যদি কেহ উহার ব্যতিক্রম করে, যেমন, প্রথমে পা ধুইল, তারপর মাথা মছহে করিল তারপর হাত বা অন্য কোন অঙ্গ আগে পরে ধুইল, তবুও ওযূ শুদ্ধ হইবে, কিন্তু সুন্নতের খেলাফ হইবে। ইহাতে গোনাহ্‌ হওয়ারও আশঙ্কা আছে; অর্থাৎ, যদি এই রকম উল্টা ওযূ করার অভ্যাস করে, তবে গোনাহ্‌ হইবে। —ফাতাওয়ায় হিন্দিয়া

১৭। মাসআলাঃ এইরূপ যদি বাম পা বা বাম হাত আগে ধোয়, তবুও ওযূ হইয়া যাইবে, কিন্তু মোস্তাহাবের খেলাফ হইবে। —মারাকী

১৮। মাসআলাঃ এক অঙ্গ ধুইয়া অন্য অঙ্গ ধুইতে এত দেরী করিবে না যে, প্রথম অঙ্গ শুকাইয়া যায়। এরূপ দেরী করিলে অবশ্য ওযূ হইয়া যাইবে, কিন্তু সুন্নতের খেলাফ হইবে। —আলমগীরী

১৯। মাসআলাঃ প্রত্যেক অঙ্গ ধুইবার সময় হাত দিয়া ঘষিয়া মাজিয়া ধোয়াও সুন্নত, যেন কোন জায়গা শুক্‌না না থাকে (শীতকালে মলিয়া ধোয়ার বেশী আবশ্যক; কেননা, তখন শুকনা থাকিয়া যাইবার বেশী আশঙ্কা।) —মারাকী

২০। মাসআলাঃ নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই ওযূ করিয়া নামাযের আয়োজন করা এবং নামাযের জন্য প্রস্তুত হওয়া ভাল এবং মোস্তাহাব। —মারাকী

২১। মাসআলাঃ একান্ত ওযর না হইলে নিজের হাতেই ওযূ করিবে, অন্যের দ্বারা পানি ঢালাইবে না। ওযূর সময় অনাবশ্যক দুন্‌ইয়াবী কথা বলিবে না; বরং প্রত্যেক অঙ্গ ধুইবার সময় বিসমিল্লাহ্‌ এবং কলেমা পড়িবে। পানি যতই বেশী থাকুক না কেন, এমন কি নদীতে ওযূ করিলেও জরুরতের বেশী পানি খরচ করিবে না; অবশ্য এত কমও খরচ করিবে না যে, অঙ্গগুলি ভালমত ধুইতে কষ্ট হয়। কোন অঙ্গ তিনবারের বেশীও ধুইবে না। মুখ ধুইবার সময় পানি বেশী জোরে মুখে মারিবে না, ফুঁক মারিয়া পানি উড়াইবে না, মুখ এবং চোখ অতি জোরের সহিত বন্ধ করিবে না। কেননা, এইসব কাজ মাকরূহ্‌ এবং নিষেধ। যদি মুখ এবং চোখ এরকম জোরে বন্ধ করিয়া রাখা হয় যাহাতে চোখের পলক বা ঠোঁটের কিছু অংশ ধোয়া হইল না, বা চোখের কোণায় পানি পৌঁছাইল না, তবে ওযূই হইবে না। —কবীরী

২২। মাসআলাঃ আংটি, চুড়ি, বালা যদি এরকম ঢিলা হয় যে, সহজেই উহার নীচে পানি পৌঁছিতে পারে, তবুও সেগুলি নাড়াইয়া ভালরূপে খেয়াল করিয়া উহার নীচে পানি পৌঁছান মোস্তাহাব। আর যদি ঢিলা না হয় এবং পানি না পৌঁছিবার আশঙ্কা থাকে, তবে সেগুলিকে ভালরূপে নাড়িয়া চাড়িয়া নীচে পানি পৌঁছান ওয়াজিব। নাকের নথ চুঙ্গিরও এই হুকুম যে, যদি ছিদ্র ঢিলা হয়, তবে নাড়িয়া পানি পৌঁছান মোস্তাহাব; আর যদি ছিদ্র আঁটা হয়, তবে মুখ ধুইবার সময় নথ, বালি ভালরূপে ঘুরাইয়া পানি পৌঁছান ওয়াজিব। —কবীরী

২৩। মাসআলাঃ নখের ভিতরে আটা জমিয়া (অথবা কোন স্থানে চুন ইত্যাদি) শুকাইয়া থাকিলে ওযূর সময় যদি তাহার নীচে পানি না যায়, তবে ওযূ হইবে না, যখন মনে আসে এবং আটা দেখে, তখন আটা (ও চুন ইত্যাদি) ছাড়াইয়া তথায় পানি ঢালিয়া দিবে (সম্পূর্ণ ওযূ

দোহ্‌রাইবে না)। পানি ঢালার পূর্বে নামায পড়িয়া থাকিলে সেই নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে। —গুন্‌ইয়া পৃঃ ৪৬

২৪। মাসআলা ঃ কপালে ও মাথায় আফ্‌শান (এবং নখে নখ-পালিশ) ব্যবহার করিলে তাহার আটা উঠাইয়া ধুইতে হইবে, নতুবা ওযূ বা গোসল কিছুই হইবে না।

২৫। মাসআলা ঃ ওযূ শেষে একবার সূরা-ক্বদর এবং এই দো'আ পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

অর্থ—আয় আল্লাহ্! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর, পবিত্র লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর, তোমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত কর, রোজ হাশরে যাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা চিন্তিতও হইবে না। —কবীরী

২৬। মাসআলা ঃ ওযূ করার পর দুই রাকা'আত 'তাহিয়্যাতুল ওযূ' নামায পড়া ভাল। হাদীস শরীফে ইহার অনেক ফযীলত বর্ণিত আছে। —কবীরী

২৭। মাসআলা ঃ এক ওয়াক্তের নামাযের জন্য ওযূ করিয়াছে, সে ওযূ এখনও টুটে নাই, ইতিমধ্যে অন্য নামাযের ওয়াক্ত হইল, এখন সেই ওযূ দিয়াই এই নামায পড়িতে পারে। কিন্তু নূতন ওযূ করিলে সওয়াব অনেক বেশী পাইবে।

২৮। মাসআলা ঃএকবার ওযূ করিয়াছে এখনও সেই ওযূ টুটে নাই, অন্য এবাদতও সেই ওযূর দ্বারা করে নাই, এখন পুনঃ ওযূ করা মাকরূহ্ এবং নিষেধ। সুতরাং গোসলের সময় ওযূ করিয়া থাকিলে সেই ওযূর দ্বারাই নামায পড়িবে; সে ওযূ না টুটা পর্যন্ত পুনঃ ওযূ করিবে না। যদি দুই রাকা'আত নামাযও ঐ ওযূর দ্বারা পড়িয়া থাকে, তবে আবার ওযূ করিলে কোন ক্ষতি নাই; বরং ওযূ করিলে বেশী সওয়াব পাইবে। —মারাকী

২৯। মাসআলা ঃ হাত পা কাটিয়া গিয়াছে এবং সেখানে ঔষধ লাগাইয়াছে ঔষধ ছাড়াইয়া ওযূ করিলে ক্ষতি হয়। এখন যদি সেই ঔষধ না ছাড়াইয়া শুধু উপর দিয়া পানি ঢালিয়া লয়, তবুও ওযূ হইয়া যাইবে। —ছগীরী

৩০। মাসআলা ঃ ওযূ করিবার সময় হয়ত পায়ের গোড়ালি বা অন্য কোন জায়গায় পানি পৌঁছে নাই, ওযূ করিবার পর নযর পড়িয়াছে; এখন সেই জায়গা শুধু হাতে ডলিয়া দিলে ওযূ হইবে না, পানি ঢালিয়া দিতে হইবে।

৩১। মাসআলা ঃ শরীরে ফোঁড়া বা অন্য কোন রোগ এই রকম আছে যে, পানি লাগিলে ক্ষতি হয়, তবে যেখানে পানি লাগিলে ক্ষতি হয়, সেখানে পানি না লাগাইয়া শুধু ভিজা হাত দিয়া মুছিয়া লইতে পারে (এইরূপ মুছিয়া লওয়াকে 'মছ্‌হে' বলে)। আর যদি শুধু মুছিয়া লইলেও ক্ষতি হয়, তবে সে জায়গাটুকু একেবারে ছাড়িয়াও দিতে পারে। —মারাকী

৩২। মাসআলা ঃ যখমের পট্টি খুলিয়া যখমের উপরও মছ্‌হে করিলে যদি ক্ষতি হয়, বা পট্টি খুলিতে খুব কষ্ট হয়, তবে পট্টির উপরও মছ্‌হে করা চলে। এমন অবস্থা না হইলে পট্টির উপর মছ্‌হে করা দুরুস্ত হইবে না। (যদিও ধোয়া না হয়।) —শরহে বেকায়া-১

৩৩। মাসআলা ঃ সম্পূর্ণ পট্টির নীচে যদি যখম না থাকে, তবে যদি পট্টি খুলিয়া যখমের জায়গা ছাড়িয়া অন্য জায়গা ধুইতে পারে, তবে ধুইতে হইবে। আর যদি পট্টি খুলিতে না

পারা যায়, তবে যখমের জায়গায় এবং যে জায়গায় যখম নাই সে জায়গাও মছ্‌হে করিয়া লইবে। —কবীরী

৩৪। মাসআলা ঃ হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে বাঁশের চটা দিয়া যে তেকাঠিয়া বাঁধে তাহার হুকুমও পট্টিরই মত যতদিন তেকাঠি খুলিতে না পারে, তেকাঠির উপরই মছ্‌হে করিয়া লইবে এবং সিঙ্গার উপর পট্টিরও এই হুকুম, যদি যখমের উপর মছ্‌হে করিতে না পারে, তবে পট্টি খুলিয়া কাপড়ের ব্যাণ্ডিজের উপর মছ্‌হে করিবে। আর যদি খুলিবার ও বাঁধিবার লোক না পাওয়া যায়, তবে পট্টির উপরই মছ্‌হে করিবে। —কবীরী

৩৫। মাসআলা ঃ মছ্‌হে করিতে হইলে সমস্ত পট্টির উপর মছ্‌হে করা ভাল, কিন্তু অর্ধেকের বেশীর ভাগ মছ্‌হে করিলেও ওযূ হইয়া যাইবে। আর যদি সমান অর্ধেক বা কম অর্ধেক করে, তবে ওযূ আদৌ হইবে না। —গুনইয়া

৩৬। মাসআলা ঃ হঠাৎ পট্টি পড়িয়া গেল, এখনও যখম ভাল হয় নাই, তবে পট্টিই বাঁধিয়া লইবে, আর পূর্বের মছ্‌হে বাকী থাকিবে। আবার মছ্‌হে করিতে হইবে না। যদি যখম ভাল হইয়া থাকে আর পট্টি বাঁধার দরকার না থাকে, তবে মছ্‌হে টুটিয়া যাইবে, নূতন ওযূ না করিয়া শুধু ঐ স্থানটুকু ধুইয়াও নামায পড়িতে পারে। —ফাতাওয়ায় হিন্দিয়া

১-১১ নং (বেহেশ্‌তী গওহর হইতে)

১। মাসআলা ঃ পুরুষগণ ওযূর সময় তিনবার মুখমণ্ডল ধোয়ার পর দাড়ি খেলাল করিবে। অর্থাৎ, ভিজা হাতের আঙ্গুল দাড়ির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাড়ি ভিজাইবে। তিনবারের বেশী খেলাল করিবে না। —দোর্‌রে মুখতার

২। মাসআলা ঃ ওযূর সময় দাড়ি এবং কানের মধ্যবর্তী স্থানটুকু ধোয়া ফরয, সেখানে দাড়ি থাকুক বা না থাকুক । —শরহে তানবীরুল আবছার

৩। মাসআলা ঃ ওযূর মধ্যে থুতনী ধৌত করা ফরয, যদিও তাহার উপর দাড়ি না থাকুক বা দাড়ি থাকুক। —শরহে তানবীরুল আবছার

৪। মাসআলা ঃ মুখ বন্ধ করিলে ঠোঁটের যে অংশ স্বভাবিকভাবে বাহিরে দেখা যায়, তাহাও ওযূর মধ্যে ধোয়া ফরয। —শামী

৫। মাসআলা ঃ দাড়ি, মোচ বা ভ্রূ ঘন হওয়ার দরুন ভিতরকার চামড়া দেখা না গেলে, উহার নীচের চামড়া ধোয়া ফরয নহে; বরং ঐ দাড়িকেই চামড়ার পরিবর্তে ধরিতে হইবে এবং দাড়ির উপর দিয়া পানি বহাইয়া দিলেই ফরয আদায় হইয়া যাইবে।

৬। মাসআলা ঃ দাড়ি, মোচ ও ভ্রূ যদি এত হালকা হয় যে, নীচের চামড়া দেখা যায়, তবে মুখমণ্ডলের সীমার মধ্যে দাড়ি ধোয়াই ফরয্ উহার বাহিরের দাড়ি ধোয়া ফরয নহে।

৭। মাসআলা ঃ যদি কাহারও মলদ্বারের ভিতরের অংশ দ্বার হইতে বাহির হইয়া আসে (ইহা এক প্রকার রোগ বিশেষ), তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে। —শামী। চাই সে অংশ পুনরায় নিজে নিজেই ভিতরে প্রবেশ করুক কিংবা হাত বা কাপড়ের সাহায্যে ভিতরে প্রবেশ করান হউক।

৮। মাসআলা ঃ যদি বিনা উত্তেজনায় (যেমন ভারী কোন বোঝা উঠাইলে বা উপর হইতে নীচে পড়িয়া গেলে তাহাতে) মনি বাহির হয়, এমতাবস্থায় গোসল ফরয হইবে না বটে, কিন্তু ওযূ টুটিয়া যাইবে। —কাযীখান

৯। **মাসআলা ঃ** (বেহুশ বা পাগল হইলে ওযূ টুটিয়া যাইবে, কিন্তু) যদি মস্তিষ্ক সামান্য পরিমাণে বিকৃত হয় এবং তাহাতে বেহুশ বা পাগল না হয়, তবে ওযূ টুটিবে না।

১০। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে তন্দ্রা অবস্থায় উচ্চ হাসিলে ওযূ যাইবে না।

১১। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামায ও তেলাওয়াতের সজ্‌দার সময় উচ্চ হাস্য করিলে বালেগ ব্যক্তিরও ওযূ নষ্ট হইবে না, না-বালেগ ব্যক্তিরও না।—মুনিয়া

ওযূ নষ্ট হইবার কারণ

১। **মাসআলা ঃ** মলমূত্র বাহির হইলে এবং পায়খানার রাস্তা দিয়া বাতাস বাহির হইলে ওযূ টুটিয়া যায়, আর যদি পেশাবের রাস্তা দিয়া কখনও বাতাস বাহির হয়, যেমন কোন কোন রোগের কারণে বাহির হইয়া থাকে, তাহাতে ওযূ টুটে না। আর যদি কোন পোকা বা পাথর বাহির হয় (তা চাই পায়খানার রাস্তা দিয়া বাহির হউক বা পেশাবের রাস্তা দিয়া) তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে। —কবীরী

২। **মাসআলা ঃ** যখম বা কান হইতে পোকা বাহির হইলে ওযূ টুটে না। যখম হইতে কিছু গোশ্‌ত কাটিয়া পড়িয়া গেলে রক্ত বাহির না হইলে, তাহাতে ওযূ টুটে না।

৩। **মাসআলা ঃ**সিঙ্গা লাগাইয়া রক্ত বাহির করিলে, বা নাক দিয়া রক্ত আসিলে, কিংবা শরীরের অন্য কোন স্থান বা কোন ফোঁড়া-বাঘি হইতে রক্ত পুঁজ বাহির হইলে ওযূ টুটিয়া যাইবে, কিন্তু রক্ত যদি যখমের মধ্যেই থাকে, নির্গত স্থান হইতে বহিয়া না যায়,তবে ওযূ টুটিবে না। সুতরাং যদি হাতে সূচ বিদ্ধ হইয়া রক্ত বাহির হয় এবং এদিক ওদিক বহিয়া না যায়, তবে ওযূ যাইবে না। কিন্তু যদি এক বিন্দুও এদিক ওদিক গড়াইয়া যায়, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে। —গুনইয়া

৪। **মাসআলা ঃ** নাক ছাফ করিবার সময় যদি জমাট বাঁধা রক্ত বাহির হয় তবে তাহাতে ওযূ যাইবে না। কেননা, পাতলা তরল রক্ত বাহির হইয়া বহিয়া গেলে ওযূ টুটিয়া যায়। সুতরাং যদি নাকে আঙ্গুল দিলে তাহাতে রক্তের দাগ দেখা যায়, কিন্তু সে রক্ত বাহিয়া না আসে, তবে তাহাতে ওযূ নষ্ট হইবে না। —গুনইয়া

৫। **মাসআলা ঃ** চোখে কোন দানা ছিল, তাহা ভাংগিয়া গিয়া পানি বাহিয়া গিয়াছে, কিন্তু চোখের ভিতরেই রহিয়াছে, বাহিরে আসে নাই, তাহাতে ওযূ যাইবে না; কিন্তু বাহিরে আসিয়া থাকিলে ওযূ টুটিয়া যাইবে। এরূপ যদি কানের মধ্যে কোন দানা থাকে আর পুঁজ বা রক্ত বাহির হয়, তবে দেখিতে হইবে যে, রক্ত বা পুঁজ যদি গোসলের সময় যে-পর্যন্ত ধোয়া ফরয সে পর্যন্ত না আসিয়া থাকে, তবে ওযূ যায় নাই, আর যদি সে পর্যন্ত আসিয়া থাকে, তবে ওযূ টুটিয়া গিয়াছে। —গুনইয়া

৬। **মাসআলা** ফোঁড়া বা ফোস্কার উপরের চামড়া উঠাইয়া ফেলিলে যদি ভিতরে রক্ত বা পুঁজ দেখা যায় কিন্তু বাহিয়া বাহিরে না আসে, তবে ওযূ যায় না, বাহিরে বাহিয়া আসিলে ওযূ টুটিয়া যাইবে। —গুনইয়া

৭। **মাসআলা ঃ** ফোঁড়া ইত্যাদির যখম খুব গভীর হইলেও যে-পর্যন্ত রক্ত বা পুঁজ মুখের বাহিরে না আসে সে পর্যন্ত ওযূ যায় না।

৮। **মাসআলা ঃ** ফোঁড়া বা বাঘির রক্ত নিজে বাহির হয় নাই, যদি টিপিয়া বাহির করা হইয়া থাকে এবং যখমের বাহিরে বাহিয়া যায়, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে।

৯। মাসআলাঃ কাহারও যখম হইতে একটু একটু করিয়া রক্ত বাহির হইতেছে আর সে তাহার উপর মাটি ছড়াইয়া দিতেছে বা কাপড় দিয়া মুছিয়া ফেলিতেছে যাহাতে রক্ত বাহিয়া এদিকে ওদিকে না যাইতে পারে, তবে এখন তাহার চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, যদি সে না মুছিত, তবে রক্ত বাহিয়া যখমের মুখ হইতে ছড়াইয়া পড়িত কি না যদি ছড়াইয়া পড়িত বলিয়া বোধ হয়, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে, যদি এরকম বিশ্বাস হয় যে, না মুছিলেও রক্ত এত কম ছিল যে, এদিকে ওদিকে ছড়াইত না, তবে ওযূ যাইবে না। —কবীরী

১০। মাসআলাঃ থুথুর সঙ্গে রক্ত দেখা গেলে যদি উহা নেহায়েত কম হয় বর্ণ সাদা বা হলদে রঙ্গের মত হয়, তবে ওযূ যাইবে না; আর যদি রক্ত বেশী হয় এবং লাল রঙ্গের মতন হয়, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে। —কবীরী

১১। মাসআলাঃ দাঁত দ্বারা কোন জিনিস চিবাইতে সেই জিনিসের উপর রক্তের দাগ দেখা গেল, কিন্তু থুথুর সঙ্গে আদৌ রক্তের রং দেখা গেল না ইহাতে ওযূ যাইবে না।

১২। মাসআলাঃ জোঁক লাগাইলে যদি উহা এত পরিমাণ রক্ত পান করিয়া থাকে যে, জোঁকটাকে কাটিয়া ফেলিলে রক্ত বাহিয়া পড়িবে, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে। যদি সামান্য মাত্রায় পান করিয়া থাকে, তবে ওযূ যাইবে না। মশা, মাছি বা ছারপোকায় যে রক্ত পান করিয়া থাকে, তাহাতে ওযূ যায় না। —গুনইয়া

১৩। মাসআলাঃ যদি কানের মধ্যে বেদনা অনুভব হয় এবং পানি বাহির হয়, যদিও কোন ফোঁড়া ফুঁসি অনুভব না হয়, তবুও এরকম পানি নাপাক, উহা কানের ছিদ্রের বাহিরে এমন জায়গা পর্যন্ত আসিলে ওযূ নষ্ট হইবে যাহা ওযূর মধ্যে ধোয়া ফরয। যদি নাভিস্থান হইতে পানি বাহির হয় এবং বেদনাও অনুভব হয়, তবে তাহাতে ওযূ নষ্ট হইবে কিংবা যদি চক্ষু হইতে পানি বাহির হয় এবং বেদনাও হয়, তবে তাহাতে ওযূ নষ্ট হইবে, অন্যথায় শুধু চোখ দিয়া পানি বাহির হইলে ওযূ যাইবে না। —শরহে তানবীর-১

১৪। মাসআলাঃ স্তন হইতে পানি বাহির হইলে যদি বেদনা অনুভব হয়, তবে পানি নাপাক এবং ওযূ যাইবে, আর যদি বেদনা অনুভব না হয়, তবে সে পানি নাপাক নয় এবং ওযূও যাইবে না। —গুইনয়া

১৫। মাসআলাঃ বমিতে ভাত পানি বা পিত্ত বাহির হইলে যদি মুখ ভরিয়া আসিয়া থাকে, তবে ওযূ যাইবে। মুখ ভরিয়া না আসিলে ওযূ টুটিবে না, (মুখ ভরিয়া আসার অর্থ, মুখের মধ্যে সামলাইয়া রাখা কষ্টকর হইয়া পড়ে এই পরিমাণ) মুখ ভরিয়া কফ বমি করিলে ওযূ যাইবে না। বমিতে প্রবহমান তরল রক্ত বাহির হইলে ওযূ টুটিয়া যাইবে, তাহা মুখ ভরিয়া আসুক বা কম আসুক জমাট রক্ত মুখ ভরিয়া বাহির হইলে ওযূ নষ্ট হইবে, অন্যথায় ওযূ যাইবে না।

—কবীরী

১৬। মাসআলাঃ অল্প অল্প করিয়া বমি হইলে যদি সমস্ত বমি একত্র করিলে এত পরিমাণ হয় যে, সেই সব একবারে হইলে মুখ ভরিয়া যাইত, তবে যদি একবারের উদ্বেগে সেই সব বমি হইয়া থাকে, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে। আর যদি প্রথমবারের উদ্বেগ সম্পূর্ণ চলিয়া গিয়া বমন ভাব দূর হইয়া আবার উদ্বেগের সহিত সামান্য বমি হয় এবং দ্বিতীয় বারের উদ্বেগ থামিয়া গেলে তৃতীয় বার আবার নূতন উদ্বেগ হইয়া সামান্য বমি হইয়া থাকে, তবে এই সব যোগ করা হইবে না এবং ওযূও যাইবে না।

১৭। মাসআলা ঃ শুইয়া শুইয়া সামান্য কিছু ঘুমাইলেও ওযূ টুটিয়া যাইবে, আর যদি কোন বেড়া বা দেওয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়া বসিয়া বসিয়া ঘুমাইয়া থাকে, তবে যদি নিদ্রা এত গাঢ় হইয়া থাকে যে, ঐ বেড়া বা দেওয়াল সেখানে না থাকিলে ঘুমের ঝোঁকে পড়িয়া যাইত, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে। নামাযে দাঁড়ান অবস্থায় ঘুমাইলে ওযূ যায় না, (কিন্তু কোন রোকন নিদ্রিতাবস্থায় আদায় করিলে তাহা দোহ্রাইতে হইবে) সজ্‌দা অবস্থায় (বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদের) ঘুম আসিলে ওযূ টুটিয়া যাইবে। —রদ্দুল মোহ্তার

১৮। মাসআলা ঃ নামাযের বাহিরে কোন বেড়া বা দেওয়ালে হেলান না দিয়া চুতড় দৃঢ়ভাবে চাপিয়া বসিয়া ঘুমাইলে তাহাতে ওযূ যাইবে না। —কবীরী

১৯। মাসআলা ঃ বসিয়া বসিয়া ঘুমের এমন তন্দ্রা আসিয়াছে যে, পড়িয়া গিয়াছে, তবে যদি পড়িবা মাত্রই সজাগ হইয়া থাকে, তবে ওযূ যাইবে না। আর যদি কিছুমাত্রও বিলম্বে জাগিয়া থাকে, তবে ওযূ যাইবে। আর যদি শুধু বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে থাকে, না পড়ে তবে ওযূ যাইবে না। —শামী

২০। মাসআলা ঃ সামান্য সময়ের জন্যও বেহুশ বা পাগল হইয়া গেলে ওযূ যাইবে। যদি তামাক ইত্যাদি কোন নেশার জিনিস খাইয়া এরকম অবস্থা হইয়া থাকে যে, ভালমতে হাঁটিতে পারে না, পা এদিক ওদিক চলিয়া যায়, তবে তাহাতেও ওযূ যাইবে। —দুর্‌রুল মোখ্‌তার

২১। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে এরকমভাবে হাসিলে, যাহাতে নিজেও শব্দ শুনিতে পায় এবং পার্শ্বস্থ লোকেও শব্দ শুনিতে পায় অর্থাৎ, হা হা (খল খল) করিয়া হাসিলে ওযূও যাইবে এবং নামাযও টুটিয়া যাইবে। আর যদি এরকমভাবে হাসে যাহাতে নিজেও আওয়ায শুনিয়া থাকে এবং অতি নিকটে যদি কেহ থাকে সেও শুনিতে পায় কিন্তু পার্শ্বস্থ লোকেরা সাধারণতঃ শুনিতে না পায়, তবে তাহাতে শুধু নামায টুটিবে ওযূ টুটিবে না। আর যদি হাসিতে আওয়ায মাত্রও না হইয়া থাকে, শুধু ঠোঁট ফাঁক হইয়া দাঁত বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহাতে ওযূও যাইবে না, নামাযও যাইবে না। নাবালেগ ছেলে বা মেয়ে খল খল করিয়া হাসিলেও তাহার ওযূ যাইবে না। ঐরূপ তেলাওয়াতের সজ্‌দার মধ্যে কোন বালেগ ছেলে বা মেয়ে খল খল করিয়া হাসিলেও তাহার ওযূ যাইবে না ; তবে ঐ সজ্‌দা ও নামায আদায় হইবে না, পুনরায় আদায় করিতে হইবে। —মুনিয়া

২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ নম্বর মাসআলা ৫৯, পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৬। মাসআলা ঃ ওযূর পর নখ কাটাইলে বা যখমের উপরের মরা চামড়া খুটিয়া ফেলিলে তাহাতে ওযূর কোন ব্যাঘাত হয় না—ওযূ দোহ্রাইতে হইবে না বা শুধু সেই জায়গাটুকু ধোয়ারও কোন হুকুম নাই। —শরহে তান্‌বীর

২৭। মাসআলা ঃ ওযূ করিয়া অন্য কাহারও ছতরে নযর পড়িলে বা নিজের ছতর খুলিয়া গেলে তাহাতে ওযূ যায় না। হাঁ, ঠেকা না হইলে অন্যের ছতর দেখা বা নিজের ছতর খোলা গোনাহ্র কাজ। ঐরূপে (অবরুদ্ধ গোসলখানায়) কাপড় খুলিয়া গোসল করিয়া ঐ কাপড় খোলা অবস্থায়ই যদি ওযূ করিয়া থাকে, তবে তাহাতেই ওযূ হইয়া যাইবে; পুনরায় ওযূ করিতে হইবে না। —কবীরী

২৮। মাসআলা ঃ যে জিনিস শরীর হইতে বাহির হইলে ওযূ টুটিয়া যায়, সে জিনিস নাপাক, আর যে জিনিস বাহির হইলে ওযূ যায় না, সে জিনিস নাপাক নহে। অতএব, যদি সামান্য এক

বিন্দু রক্ত বাহির হইয়া থাকে আর যখমের মুখ হইতে ছড়াইয়া না যায়, বা সামান্য কিছু বমি হইয়া থাকে আর তাহাতে ভাত, পানি, পিত্ত বা জমাট রক্ত বাহির হইয়া থাকে, তবে ঐ রক্ত এবং বমি নাপাক নহে। সুতরাং উহা কাপড়ে বা শরীরে লাগিলে তাহা ধোয়া ওয়াজিব নহে। আর যদি মুখ ভরিয়া বমি হইয়া থাকে বা রক্ত যখমের মুখ হইতে ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে, তবে তাহা নাপাক এবং উহা ধোয়া ওয়াজিব। যদি এই পরিমাণে বমি করিয়া গ্লাস, পেয়ালা বা বদনায় মুখ লাগাইয়া কুল্লি করিবার জন্য পানি লইয়া থাকে, তবে ঐ পাত্রগুলিও নাপাক হইয়া যাইবে। অতএব, সতর্ক হওয়া চাই। হাতে করিয়া পানি লইয়া কুল্লি করাই নিরাপদ।—শামী

২৯। মাসআলা ঃ শিশু ছেলে যে দুধ উদ্‌গীরণ করে তাহারও এই হুকুম, যদি মুখ ভরিয়া না আসিয়া থাকে, তবে নাপাক নহে। কিন্তু মুখ ভরিয়া আসিয়া থাকিলে উহা নাপাক।

—দুররে মুখতার

৩০। মাসআলা ঃ ওযূর কথা বেশ স্মরণ আছে, কিন্তু তারপর ওযূ টুটিয়াছে কি না তাহা স্মরণ নাই; তবে শুধু এতটুকু সন্দেহে ওযূ যাইবে না। পূর্বের ওযূই আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। ঐ ওযূ দিয়া নামায পড়িলে নামায হইয়া যাইবে, তবে সন্দেহ স্থলে পুনরায় ওযূ করাই ভাল।

—দুররে মুখতার

৩১। মাসআলা ঃ ওযূর সময় সন্দেহ হইল যে, অমুক জায়গা ধোয়া হইল কি না এমতাবস্থায় ঐ জায়গা ধুইয়া লইবে। ওযূর শেষে এইরূপ সন্দেহ হইলে কোন পরওয়া করিতে নাই। কিন্তু অমুক জায়গা ধোয়া হয় নাই বলিয়া নিশ্চিত বিশ্বাস হইলে সেই জায়গা ধুইয়া লইবে। —শামী

৩২। মাসআলা ঃ বে-ওযূতে কোরআন শরীফ ছোঁয়া জায়েয নহে। অবশ্য যদি পৃথক কোন কাপড় দিয়া ধরে তবে জায়েয আছে। কিন্তু নিজের পরিহিত কাপড় বা কোর্তার আঁচল দিয়া ধরা জায়েয নহে। যদি মুখস্থ পড়ে, তবে বে-ওযূতেও জায়েয আছে, আর যদি কোরআন শরীফ সামনে খোলা থাকে, উহাতে হাত না লাগায়, তবে দেখিয়া পড়াও জায়েয আছে। এইরূপে যে সব তা'বীযে বা তশ্‌তরিতে কোরআন শরীফের আয়াত লেখা থাকে তাহাও বে-ওযূতে ছোঁয়া জায়েয নহে। এই মাসআলা খুব ভালভাবে মনে রাখিবে। —দুররে মুখতার

মা'যূরের মাসায়েল

১। মাসআলা ঃ যাহার নাক বা অন্য কোন যখম হইতে অনবরত রক্ত বহিতে থাকে বা অনর্গল পেশাবের ফোঁটা আসিতে থাকে, এমন কি নামাযের সম্পূর্ণ ওয়াক্তের মধ্যে এতটুকু সময়ও বিরাম হয় না যাহাতে শুধু ফরয অঙ্গগুলি ধুইয়া ওযূর সহিত সংক্ষেপে ফরয নামায আদায় করিয়া লইতে পারে, এইরূপ ব্যক্তিকে মা'যূর বলে। মা'যূরের হুকুম এই যে, প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে তাজা ওযূ করিয়া নামায পড়িতে হইবে। যে পর্যন্ত ঐ ওয়াক্ত থাকিবে সে পর্যন্ত তাহার ওযূ থাকিবে; (ওযরজনিত রক্ত বা পেশাব বাহির হওয়ার কারণে তাহার ওযূ যাইবে না।) কিন্তু যে রোগের কারণে মা'যূর হইয়াছে, তাহা ছাড়া ওযূ টুটার অন্য কোন কারণ পাওয়া গেলে অবশ্য ওযূ টুটিয়া যাইবে এবং আবার ওযূ করিতে হইবে। যেমন, কাহারও নাক দিয়া অনবরত রক্ত বাহির হইতে থাকে, একেবারেই বন্ধ হয় না, সে যোহরের সময় ওযূ করিল তবে যে পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকিবে সে পর্যন্ত ঐ নাকের রক্তের কারণে তাহার ওযূ টুটিবে না; কিন্তু যদি পেশাব-পায়খানা করিয়া থাকে, বা সূঁচ বিদ্ধ হইয়া রক্ত বাহির হইয়া থাকে, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে

এবং পুনরায় ওযূ করিতে হইবে। যখন যোহরের ওয়াক্ত অতীত হইয়া আছরের ওয়াক্ত আসিবে, তখন আবার ওযূ করিতে হইবে। এইরূপে প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে তাজা ওযূ করিতে হইবে এবং এই ওযূর দ্বারা ফরয, নফল সব নামায পড়িতে পারিবে। —শরহে তান্‌বীর

২। **মাসআলা ঃ** মা'যূর ব্যক্তি ফজরের সময় ওযূ করিয়াছে সূর্যোদয় হইলে সেই ওযূ দিয়া আর নামায পড়িতে পারিবে না, আবার ওযূ করিতে হইবে। যদি সূর্যোদয়ের পর ওযূ করিয়া থাকে, তবে সে ওযূ দিয়া যোহরের নামায পাড়িতে পারে, নূতন ওযূ করিতে হইবে না। কিন্তু আছরের ওয়াক্ত আসিলে নূতন ওযূ করিতে হইবে। যদি অন্য কোন কারণে ওযূ টুটিয়া থাকে, তবে পৃথক কথা। —শরহে বেদায়া

৩। **মাসআলা ঃ** কাহারও একটি যখম ছিল তাহা হইতে সব সময় রক্ত বাহির হইত; কিন্তু ওযূ করিবার পর আর একটা যখম হইয়া আরও রক্ত বাহির হইতে লাগিল, তখন তাহার ওযূ টুটিয়া গিয়াছে, আবার ওযূ করিতে হইবে। —শরহে তান্‌বীর

৪। **মাসআলা ঃ** মা'যূরের হুকুম পাইবার জন্য শর্ত এই যে, একটা ওয়াক্ত সম্পূর্ণ এমনভাবে গুযারিয়া যাইবে, যেন অবিরাম রক্ত বাহির হইতে থাকে, এতটুকু সময়ের জন্যও বন্ধ হয় না যে, শুধু ঐ ওয়াক্তের ফরয নামাযটা ওযূর সহিত পড়িয়া লইতে পারে। যদি সম্পূর্ণ ওয়াক্তের মধ্যে এতটুকু সময় মিলে যে ওযূর সহিত ঐ ওয়াক্তের ফরয নামায পড়িয়া লইতে পারে, তবে আর তাহাকে মা'যূর বলা যাইবে না। মা'যূরের জন্য যে হুকুম আর যে মা'ফ আছে, তাহাও সে পাইবে না; কিন্তু এক ওয়াক্ত সম্পূর্ণ এরূপভাবে গুযারিয়া গেল যে, পবিত্রতার সহিত নামায পড়ার সুযোগ পায় নাই, তখন সে মা'যূর হইল! এখন তাহাকে প্রত্যেক ওয়াক্তে নূতন ওযূ করিতে হইবে। তারপর যখন দ্বিতীয় ওয়াক্ত আসিবে, তখন সম্পূর্ণ ওয়াক্তের রক্ত বাহির হওয়া শর্ত নয়; বরং যদি পূর্ণ ওয়াক্তের মধ্যে একবারও রক্ত আসে আর সব সময় ভাল থাকে, তবুও সে মা'যূরেরই হুকুম পাইবে। যদি এক ওয়াক্ত সম্পূর্ণ এরকম গুযারিয়া যায় যে, রক্ত একবারও বাহির হয় নাই, তখন আর সে মা'যূর থাকিবে না। যতবার রক্ত বাহির হইবে, ততবারই ওযূ টুটিয়া যাইবে। (মাসআলাটা কিছু কঠিন, ভালমতে বুঝিয়া রাখিবে!)

—শরহে তান্‌বীর

৫। **মাসআলা ঃ** যোহরের ওয়াক্ত আরম্ভ হইলে পর যদি কাহারও রক্ত বাহির হইতে শুরু হয়, তবে তাহার যোহরের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত (অর্থাৎ, যখন এতটুকু সময় থাকে যে, ফরয ওযূর অঙ্গগুলি ধুইয়া শুধু ফরয চারি রাকা'আত নামায আদায় করিতে পারে, তখন পর্যন্ত) অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি রক্ত বন্ধ হইয়া যায়, তবে ত ভালই, নতুবা ওযূ করিয়া নামায পড়িয়া লইবে, (কিন্তু মা'যুরের হুকুম পাইবে না।) তারপর আবার আছরের সময়ও যদি সম্পূর্ণ ওয়াক্ত এই রকমভাবেই রক্ত বাহির হইতে থাকে যে, নামায পড়িবার জন্য বিরাম পাওয়া যায় না, তবে এখন আছরের ওয়াক্ত গুযারিয়া যাওয়ার পর তাহার উপর মা'যূরের হুকুম লাগান হইবে। যদি আছরের ওয়াক্ত কিছু থাকিতে রক্ত বন্ধ হইয়া থাকে, তবে আর সে মা'যূর হইবে না। যে সব নামায এই ওয়াক্তের মধ্যে পড়িয়াছে তাহা দুরুস্ত হয় নাই; সুতরাং দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে। (আছরের ওয়াক্তেও মাক্‌রূহ ওয়াক্তের পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি রক্ত বন্ধ হইয়া যায়, তবে ত ভালই, নতুবা ওযূ করিয়া নামায মাক্‌রূহ্ ওয়াক্তের আগেই পড়িয়া লইবে; কিন্তু (মাক্‌রূহ) ওয়াক্ত থাকিতে থাকিতে রক্ত বন্ধ হইয়া গেলে ঐ নামায আবার পড়িতে হইবে।) —রঃ মোহ্‌তার

৬। মাসআলা ঃ উপরোক্ত নিয়মানুসারে যাহার উপর মা'যূরের হুকুম লাগান হইয়াছে এরকম একজন লোক পেশাব-পায়খানা ইত্যাদির কারণে ওযূ করিয়াছিল, ওযূ করিবার সময় রক্ত (অর্থাৎ, যে কারণে সে মা'যূরের হুকুম পাইয়াছে তাহা) বন্ধ ছিল, ওযূ শেষ করার পর রক্ত বাহির হইতে শুরু হইয়াছে, এখন এই রক্ত বাহির হওয়ার কারণে তাহার ওযূ টুটিয়া যাইবে; কিন্তু বিশেষ করিয়া ঐ রক্ত বাহির হওয়ার কারণে যে ওযূ করিবে, সে ওযূ অবশ্য আবার রক্ত বাহির হওয়ার কারণে টুটিবে না। —আলমগীরী

৭। মাসআলা ঃ যদি এই রক্ত ইত্যাদি (অর্থাৎ, যাহার কারণে মা'যূরের হুকুম লাগান হইয়াছে তাহা) কাপড়ে লাগে এবং এরূপ মনে হয় যে, নামায শেষ করিবার পূর্বে আবার লাগিয়া যাইবে, তবে ঐ রক্ত ধোয়া ওয়াজিব নয়। আর যদি মনে হয় যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে রক্ত লাগিবে না; পাক কাপড়েই নামায শেষ করিতে পারিবে, তবে ধুইয়া লওয়া ওয়াজিব, রক্ত এক দেরহাম[১] পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হইলে উহা না ধুইলে নামায হইবে না। —শরহে তান্‌বীর

গোছলের বয়ান

১। মাসআলা ঃ (গোছল করিবার পূর্বে প্রথম মনে মনে নিয়ত করিবে অর্থাৎ, চিন্তা করিবে যে, "আমি পাক হইবার উদ্দেশ্যে গোছল করিতেছি!") তারপর প্রথমে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুইবে, তারপর এস্তেঞ্জার জায়গা ধুইবে। হাতে এবং এস্তেঞ্জার জায়গায় নাজাছাত থাকুক বা না থাকুক, এই জায়গা প্রথমে ধুইবে। তারপর শরীরের কোথাও নাজাছাত লাগিয়া থাকিলে তাহা ধুইবে, তারপর ওযূ করিবে। যদি কোন চৌকি বা পাথরের উপর গোছল করে (যাহাতে পরে আর পা ধোয়ার দরকার হইবে না,) তবে ওযূ করার সঙ্গে সঙ্গেই পাও ধুইয়া লইবে, আর যদি এমন জায়গায় গোছল করে যে, পায়ে কাদা লাগিয়া যাইবে এবং পরে আবার ধুইতে হইবে, তবে পূর্ণ অযূ করিবে কিন্তু পা ধুইবে না। তৎপর তিনবার মাথায় পানি ঢালিবে, তারপর তিনবার ডান কাঁধে পানি ঢালিবে, তারপর তিনবার বাম কাঁধে পানি ঢালিবে। পানি এমনভাবে ঢালিবে যাহাতে সমস্ত শরীর ধুইয়া যায়। তারপর পাক জায়গায় সরিয়া গিয়া পা ধুইয়া লইবে, আর যদি ওযূর সঙ্গে পা ধুইয়া থাকে, তবে আবার ধোয়ার দরকার নাই। —শরহে তান্‌বীর

২। মাসআলা ঃ পানি ঢালিবার পূর্বে সমস্ত শরীর ভালমতে ভিজা হাত দ্বারা মুছিয়া দিবে, তারপর পানি ঢালিবে। এইরূপ করিলে সহজে সমস্ত জায়গায় পানি পৌঁছিয়া যাইবে, কোথাও শুকনা থাকবি না। —মুনইয়া

৩। মাসআলা ঃ উপরে গোছলের যে নিয়ম বলা হইয়াছে ইহাই সুন্নত মোতাবেক গোছল। কিন্তু ইহার মধ্যে কয়েকটি কাজ এমন আছে যাহা না হইলে গোছলই হয় না; যেমন নাপাক তেমন নাপাকই থাকিবে, সেগুলিকে 'ফরয' বলে। আর কতকগুলি কাজ এমন আছে যাহা করিলে সওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু না করিলে গোছল হইয়া যায়, এইগুলিকে 'সুন্নত' বলে। গোছলের মধ্যে ফরয মাত্র তিনটি; যথা—(১) এমনভাবে কুল্লি করা যাহাতে সমস্ত মুখে পানি পৌঁছিয়া যায়। (২) নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছান; (৩) সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছান। —হেদায়া

টিকা

১ হাতের তালুকে সম্পূর্ণ খুলিয়া পানি রাখিলে যে পরিমাণ স্থানে পানি থাকে উহাকে এক 'দেরহাম'-এর পরিমাণ বলে।

৪। **মাসআলা ঃ** গোছলের সময় কেব্‌লার দিকে মুখ করিবে না। পানি বেহুদা খরচ করিবে না, আবার এত কমও খরচ করিবে না যে, গোছলও ভালমতে হয় না। গোছল এমন জায়গায় করিবে যেন অন্য কেহ দেখিতে না পায়। গোছল করিবার সময় কথা বলিবে না। গোছল শেষ হইলে কাপড় দ্বারা শরীর মুছিয়া ফেলিয়া (মেয়েলোক) অতি সত্বর শরীর ঢাকিয়া লইবে। এমন কি, যদি গোছলের ওযূ করিবার সময় পা না ধুইয়া থাকে, তবে গোছলের জায়গা হইতে সরিয়া আগে শরীর ঢাকিয়া লইবে পরে উভয় পা ধুইবে। —মারাকী

৫। **মাসআলা ঃ** কাহারও দেখিবার সম্ভাবনা নাই এ-রকম জায়গায় উলঙ্গ হইয়া গোছল করাও জায়েয আছে বসিয়া হোক অথবা দাঁড়াইয়া, গোছলখানার ছাদ থাকুক বা না থাকুক; কিন্তু (এরকম দরকার পড়িলে) বসিয়া গোছল করাই বেহ্‌তর (উত্তম)। কেননা, বসিয়া গোছল করাতে পর্দা বেশী হয়; নাভি হইতে হাঁটু পর্যন্ত স্ত্রীলোকের জন্যও অপর স্ত্রীলোকের সামনে খোলা জায়েয নহে। সাধারণতঃ মেয়েলোকেরা এদিকে লক্ষ্য রাখে না। তাহারা ভাবে যে, আওরতের সামনে আওরতের আর কি পর্দা, কিন্তু ইহা মস্ত বড় ভুল এবং নির্লজ্জতার কথা। —মারাকী

৬। **মাসআলা ঃ** গোছল করিবার নিয়ত করুক বা না করুক, সমস্ত শরীরে পানি বহিয়া গেলে এবং কুল্লি করিয়া লইলে, আর নাকে পানি দিলে গোছল হইয়া যাইবে। এরূপ শরীর ঠাণ্ডা করিবার উদ্দেশ্যে বৃষ্টিতে যদি দাঁড়ায় বা হঠাৎ পুকুর ইত্যাদিতে পড়িয়া যায় আর সমস্ত শরীর ভিজিয়া যায়, কুল্লিও করিয়া লয় এবং নাকেও পানি দিয়া লয়, তবে গোছল হইয়া যাইবে। গোছল করিবার সময় কলেমা পড়া বা কলেমা পড়িয়া পানিতে ফুঁক দিয়া লওয়ারও কোন দরকার নাই; কলেমা পড়ুক বা না পড়ুক গোছল হইয়া যাইবে, বরং গোছল করিবার সময় কলেমা বা অন্য কোন দো'আ না পড়াই ভাল। —মুন্‌ইয়া

৭। **মাসআলা ঃ** সমস্ত শরীরের একটা পশম পরিমাণ শুক্‌না থাকিলেও গোছল হইবে না। এইরূপে যদি কুল্লি করিতে বা নাকে পানি দিতে ভুলিয়া গিয়া থাকে, তবেও গোছল হইবে না। (যেমন নাপাক ছিল তেমনই থাকিবে, নামায ইত্যাদি কিছুই হইবে না। —মুন্‌ইয়া

৮। **মাসআলা ঃ** গোছল শেষে মনে পড়িল যে, অমুক জায়গাটা শুকনা রহিয়া গিয়াছে, এমতাবস্থায় আবার সম্পূর্ণ গোছল দোহ্‌রাইবার দরকার নাই, শুধু সেই জায়গাটুকু ধুইয়া লইলেই হইবে; কিন্তু শুধু ভিজা হাত ফিরাইয়া দিলে হইবে না, কিছু পানি লইয়া ধুইয়া ফেলিবে। আর যদি কুল্লি করিতে ভুলিয়া গিয়া থাকে, তবে এখন শুধু কুল্লি করিবে; আর যদি নাকে পানি দেওয়া ভুলিয়া থাকে, এখন শুধু নাকে পানি দিবে। ফলকথা, যেটুকু বাকী রহিয়াছে শুধু সেইটুকু ধুইলেই চলিবে; সম্পূর্ণ গোছল দোহ্‌রাইতে হইবে না। —মুন্‌ইয়া

৯। **মাসআলা ঃ** রোগের দরুন মাথায় পানি দিলে যদি ক্ষতি হয়, তবে মাথা ব্যতীত সমস্ত শরীর ধুইয়া লইলেও গোছল হইয়া যাইবে। সুস্থ হওয়ার পর মাথা ধুইলে চলিবে। সম্পূর্ণ গোছল দোহ্‌রাইতে হইবে না। —শরহে তান্‌বীর

১০। **মাসআলা ঃ** গোছলের মাসায়েল দ্রষ্টব্য।

১১। **মাসআলা ঃ** যদি মেয়েলোকের মাথার চুল বেণী পাকান না হয়, তবে সমস্ত চুল এবং চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছান ফরয। যদি একটি চুল বা একটি চুলের গোড়াও শুকনা থাকে, তবে গোছল হইবে না। যদি চুল বেণী পাকান হয়, তবে সমস্ত চুল না ভিজাইলেও চলিবে। অবশ্য চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছান ফরয। একটি চুলের গোড়াও শুক্‌না থাকিলে চলিবে না।

যদি বেণী না খুলিয়া সমস্ত চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছান সম্ভব না হয়, তবে বেণী খুলিয়া ফেলিতে হইবে এবং সমস্ত চুলও ভিজাইতে হইবে। (পুরুষের বেণী থাকিলে তাহার বেণী খুলিয়া সমস্ত চুল ভিজাইতে হইবে।)[১] —মুন্‌ইয়া

১২। মাসআলাঃ নথ, আংটি বালি, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি ভালমতে নাড়িয়া ছিদ্রের ভিতরে পানি প্রবেশ করাইয়া দিবে, আর যদি বালি ইত্যাদি না-ও থাকে, তবুও সতর্কতার সহিত ছিদ্রগুলির মধ্যে পানি পৌঁছাইয়া দিবে। কেননা, অসর্কতাহেতু কোনও স্থান শুক্‌না থাকিলে গোছল হইবে না। যদি আংটি ইত্যাদি খুব ঢিলা হয় যাহাতে অনায়াসে পানি পৌঁছিতে পারে, তবে নাড়িয়া চাড়িয়া পানি দেওয়া ওয়াজেব নহে; বরং মোস্তাহাব। —মুন্‌ইয়া

১৩। মাসআলাঃ নখের মধ্যে (বা অন্য কোথাও) কিছু আটা, চুন ইত্যাদি লাগিয়া শুকাইয়া থাকার কারণে উহাতে পানি না পৌঁছিলে গোছল হইবে না। স্মরণ হইলে এবং দেখা মাত্র উহা বাহির করিয়া কিছু পানি দ্বারা ঐ জায়গাটুকু ভিজাইয়া দিবে। আর এই ভিজাইবার পূর্বে যদি কোন নামায পড়িয়া থাকে, তবে তাহা দোহ্‌রাইতে হইবে। —শামী

১৪। মাসআলাঃ হাত বা পা ফাটিয়া যাওয়ায় যেখানে (আমের আঠা,) মোম, তৈল, বা অন্য কোন ঔষধ ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে সেখানে ঔষধের উপর দিয়া পানি বহাইয়া দিলেই গোছল দুরুস্ত হইবে। —মুন্‌ইয়া

১৫। মাসআলাঃ কান এবং নাভিতেও খুব খেয়াল করিয়া পানি পৌঁছাইবে, কারণ উহাতে পানি না পৌঁছিলে গোছল হইবে না। —শরহে তান্‌বীর

১৬। মাসআলাঃ গোছল করিবার সময় কেহ কুল্লি করে নাই, কিন্তু মুখ ভরিয়া পানি খাইয়াছে এবং সমস্ত মুখে পানি লাগিয়াছে, তবে তাহার গোছল হইয়া যাইবে। কেননা, সমস্ত মুখের মধ্যে পানি পৌঁছান মকছুদ, চাই কুল্লি করুক বা না করুক। কিন্তু যদি এমনভাবে পানি পান করে যে, সমস্ত মুখে পানি লাগে নাই, তবে অবশ্য কুল্লি করিতে হইবে, এরূপ পানি পানে কুল্লির কাজ হইবে না। —মুন্‌ইয়া

১৭। মাসআলাঃ চুলে বা হাতে-পায়ে এমনভাবে তৈল লাগান আছে যে, শরীরে পানি ভালরূপে দাঁড়াইতে পারে না, তবে তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। শরীরের সব জায়গায় ও মাথায় পানি ঢালিয়া দিলে গোছল হইয়া যাইবে।

১৮। মাসআলাঃ সুপারি বা অন্য কিছু দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়া থাকিলে খেলাল দিয়া তাহা বাহির করিয়া ফেলিবে, কেননা, উহার কারণে যদি দাঁতের গোড়ায় পানি না পৌঁছে, তবে গোছল হইবে না। —মুন্‌ইয়া

১৯। মাসআলাঃ মাথায় যদি আফ্‌শান লাগাইয়া থাকে, বা চুলে এমন আঠা লাগিয়াছে যে চুল ভালরূপে ভিজে না, তবে তাহা ছাড়াইয়া ফেলিয়া, চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছাইবে; শুধু উপরে পানি বহাইলে গোছল হইবে না। —মুন্‌ইয়া

২০। মাসআলাঃ দাঁতে যদি মিসি জমাইয়া থাকে তাহা ছাড়াইয়া ফেলিয়া কুল্লি করিবে, নতুবা গোছল হইবে না। —মুন্‌ইয়া

টিকা

১ এখানে বেণী বলিতে আটা, গাম ইত্যাদি দ্বারা 'চুল বাঁধানোই' বুঝানো হইয়াছে। এইরূপ বাঁধানো চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছাইলে আর অগ্রভাগ ভিজাইতে হয় না।

২১। মাসআলা ঃ চোখের পিচুটি যদি এমনভাবে জমিয়া গিয়া থাকে যে, তাহা উঠাইয়া না ফেলিলে নীচে পানি পৌঁছিবে না, তবে উহা উঠাইয়া ফেলিয়া নীচ পর্যন্ত পানি পৌঁছাইতে হইবে। নচেৎ ওযূ-গোছল কিছুই শুদ্ধ হইবে না। —মুন্‌ইয়া

গোছল ফরয হইবার কারণসমূহ পরে লিখা হইয়াছে।

ওযূ ও গোছলের পানি

১। মাসআলা ঃ বৃষ্টির পানি, নদীর পানি, খাল-বিলের পানি, ঝর্ণার পানি, সমুদ্রের পানি, পাতকূয়া বা পাকা কূয়ার পানি, পুকুরের পানি এই সমস্ত পানির দ্বারাই ওযূ গোছল দুরুস্ত আছে, তাহা মিঠা পানি হউক বা লোনা পানি হউক। —দুররুল মুখতার

২। মাসআলা ঃ কোন ফল, গাছ বা পাতা নিংড়াইয়া রস বাহির করিলে তাহা দ্বারা ওযূ করা দুরুস্ত নহে। এইরূপে তরমুজের পানি বা আখের (বা খেজুরের) রস ইত্যাদি দ্বারাও ওযূ গোছল দুরুস্ত নহে। —শরহে তান্‌বীর

৩। মাসআলা ঃ যে পানির সঙ্গে কোন জিনিস মিশ্রিত হওয়ায় বা কোন জিনিস পাক করায় এমন হইয়াছে, এখন আর লোকে তাহাকে পানি বলে না উহার অন্য নাম হইয়া গিয়াছে, এইরূপ পানি দ্বারা ওযূ-গোছল দুরুস্ত নহে। যেমন, শরবত, শিরা, শোরবা (শুরাজোশ), সির্‌কা, গোলাপ-জল, আরকে গাওজবান ইত্যাদি দ্বারা ওযূ দুরুস্ত নহে। —শরহে তান্‌বীর

৪। মাসআলা ঃ যে পানির মধ্যে কোন পাক জিনিস পড়ায় তাহার রং, মজা বা গন্ধ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ঐ জিনিস ঐ পানিতে পাকান হয় নাই, আর পানির তরলতা দূর হইয়া গাঢ়ও হইয়া যায় নাই, যেমন—বর্ষাকালে নদীর পানির সঙ্গে বালু মিশ্রিত থাকে, বা পানির মধ্যে জাফ্‌রান পড়িয়া সামান্য কিছু রং হইয়া গিয়াছে, বা সাবান বা এইরূপ অন্য কোন জিনিস পড়িয়াছে, তবে এসব পানি দ্বারা ওযূ-গোছল দুরুস্ত হইবে। —দুর্‌রে মোখ্‌তার

৫। মাসআলা ঃ যদি কোন জিনিস পানিতে দিয়া সিদ্ধ করায় পানির রং বা মজা বা গন্ধ পরিবর্তন হইয়া থাকে, তবে সে পানির দ্বারা ওযূ-গোছল দুরুস্ত হইবে না। যদি এরকম কোন জিনিস সিদ্ধ করিয়া থাকে যে, তাহার দ্বারা ময়লা পরিষ্কার হয় আর সে জিনিস সিদ্ধ করার কারণে পানি গাঢ়ও হয় নাই, তবে সে পানির দ্বারা ওযূ-গোছল দুরুস্ত আছে। যেমন, মুর্দাকে গোছল দিবার জন্য পানিতে কুল পাতা সিদ্ধ করা হইয়া থাকে, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু যদি পাতা এত বেশী দেয় যে, পানি গাঢ় হইয়া যায়, তবে ওযূ-গোছল দুরুস্ত হইবে না। —মুন্‌ইয়া

৬। মাসআলা ঃ কাপড় রঙ্গাইবার জন্য জাফ্‌রান বা অন্য কোন রং গোলা হইলে তাহার দ্বারা ওযূ জায়েয হইবে না। —মুন্‌ইয়া

৭। মাসআলা ঃ পানিতে দুধ পড়িলে যদি দুধের রং পরিষ্কার দেখা যায়, তবে তাহার দ্বারা ওযূ দুরুস্ত হইবে না; আর যদি এত অল্প পড়িয়া থাকে যে, দুধের রং দেখা যায় না, তবে দুরুস্ত হইবে। —মুন্‌ইয়া

৮। মাসআলা ঃ মাঠের মধ্যে সামান্য কিছু পানি পাওয়া গেল, তবে যে পর্যন্ত একীন না হয় যে, এই পানি নাপাক, সেই পর্যন্ত ঐ পানির দ্বারাই ওযূ করিতে হইবে। "হয়ত নাপাক হইতে পারে" শুধু এই সন্দেহের উপর যদি তাইয়াম্মুম করিয়া নামায পড়ে তবে নামায হইবে না। —শরহে তান্‌বীর

৯। **মাসআলা** ঃ কূপ ইত্যাদিতে গাছের পাতা পড়িয়া পানিতে বদ-বু হইয়া গিয়াছে বা রং ও মজা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, তবুও যে পর্যন্ত পানির তরলতা বাকী থাকিবে উহা দ্বারা ওযূ-গোছল দুরুস্ত হইবে। —শরহে তান্‌বীর

১০। **মাসআলা** ঃ যে পানির মধ্যে নাজাছাত পড়িয়াছে সেই নাজাছাত বেশী হউক বা কম হউক ঐ পানির দ্বারা ওযূ-গোছল দুরুস্ত হইবে না। কিন্তু যদি স্রোতের পানি হয়, তবে যে পর্যন্ত নাজাছাতের কারণে পানির রং, মজা বা গন্ধ পরিবর্তন না হইবে সে পর্যন্ত ওযূ-গোছল দুরুস্ত হইবে। আর যদি নাজাছাতের কারণে রং মজা বা গন্ধ পরিবর্তন হইয়া যায়, তবে স্রোতের পানিও নাপাক হইয়া যাইবে; সে পানির দ্বারা ওযূ-গোছল দুরুস্ত হইবে না। ঘাস, লতা পাতা যে পানিতে ভাসাইয়া লইয়া যায় সে পানিকে স্রোতের পানি বলে, স্রোতের বেগ যতই কম হউক না কেন। —শরহে বেদায়া

১১। **মাসআলা** ঃ বড় হাউয বা অন্ততঃ পক্ষে ১০ হাত চওড়া ১০ হাত লম্বা এবং গভীর এত যে, চুল্লু (কোষ) ভরিয়া পানি উঠাইতে মাটি দেখা যায় না। (পুষ্করিণীর পানি স্রোতের পানির ন্যায়।) এইরকম হাউযকে 'দাহ্‌দরদাহ্‌' বলে। এমন হাউযে যদি এ-রকম নাজাছাত পড়ে, যাহা পড়ার পরে আর দেখা যায় না, যেমন প্রস্রাব, রক্ত, শরাব ইত্যাদি, তবে উহার সব দিকেই ওযূ করিতে পারিবে। আর যদি এ রকম নাজাছাত পড়ে যাহা দেখা যায়, যেমন মৃত কুকুর, তবে যে দিকে ঐ নাজাছাত আছে সে দিক ছাড়া আর সব দিকে ওযূ করিতে পারিবে। হাঁ, যদি এই রকম হাউযেও এত বেশী পরিমাণে নাজাছাত পড়ে যে, পানির রং, মজা বা গন্ধ পরিবর্তন হইয়া যায়, তবে দাহ্‌দরদাহ্‌ হাউযও নাপাক হইয়া যাইবে। —মুন্‌ইয়া

১২। **মাসআলা** ঃ যদি হাউয ২০ হাত লম্বা এবং ৫ হাত চওড়া বা ২৫ হাত লম্বা এবং ৪ হাত চওড়া হয়, তবে এ রকম হাউযও দাহ্‌দরদাহ্‌ হাউযেরই মত। —শরহে তান্‌বীর (অর্থাৎ ১০০ বর্গ হাত)

১৩। **মাসআলা** ঃ ছাদের উপর নাজাছাত ছিল, বৃষ্টি হইয়া পরনালা (চুঙ্গী) দিয়া পানি আসিতেছে, যদি অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশী ছাদ নাপাক থাকে, তবে ঐ পানি নাপাক হইবে; আর যদি অর্ধেকের কম ছাদ নাপাক থাকে, তবে পানি পাক থাকিবে। কিন্তু যদি নাজাছাত পরনালার কাছেই হয় আর এত বেশী নাজাছাত যে, সব পানিই নাজাছাত মিলিয়া আছে, তবে সে পানি নাপাক হইবে। (ইহাতে বুঝা যায় যে, ছনের বা টিনের চাল হইতে যে পানি আসে তাহা সাধারণতঃ পাক হয়।) —মুন্‌ইয়া

১৪। **মাসআলা** ঃ ধীরে প্রবাহিত স্রোতের পানিতে তাড়াতাড়ি ওযূ করিবে না তাহাতে ধোয়া পানি আবার আসিতে পারে। —মুন্‌ইয়া।

১৫। **মালআলা** ঃ দাহ্‌দরদাহ্‌ হাউযে (বা পুষ্করিণীতে) যে জায়গায় ধোয়া পানি পড়িয়াছে তথা হইতেই পুনরায় পানি লইলে ওযূ দুরুস্ত হইবে। —মুন্‌ইয়া

১৬। **মাসআলা** ঃ কোন কাফের বা কোন শিশু পানিতে হাত দিলে পানি নাপাক হয় না। কিন্তু যদি জানা যায় যে, হাতে নাজাছাত ছিল, তবে অবশ্য পানি নাপাক হইয়া যাইবে। কিন্তু ছোট শিশুর কোন কাজে বিশ্বাস নাই। অতএব, অন্য পানি পাইলে তাহার হাত দেওয়া পানি দিয়া ওযূ না করা ভাল। —মুন্‌ইয়া

১৭। মাসআলাঃ মশা, মাছি, বোল্‌তা, ভীমরুল, বিচ্ছু ইত্যাদি যে-সব প্রাণীর মধ্যে প্রবহমান রক্ত নাই সে-সব প্রাণী পানিতে মরিয়া থাকিলে বা বাহির হইতে মরিয়া পানিতে পড়িলে তাহাতে পানি নাপাক হয় না। —হেদায়া

১৮। মাসআলাঃ যে-সব প্রাণী পানিতেই পয়দা হয় এবং পানিতেই থাকে সে-সব প্রাণী পানিতে মরিলে তাহাতে পানি নাপাক হয় না; যেমন—মাছ, ব্যাঙ, কচ্ছপ, কাঁকড়া ইত্যাদি। এইরূপ পানি ছাড়া অন্য কোন তরল পদার্থের মধ্যে উহারা মরিলে তাহাও নাপাক হয় না; যেমন, সিরকা, শিরা, দুধ ইত্যাদি। ব্যাঙ শুক্‌নার হউক বা পানির হউক উভয়েরই একই হুকুম, অর্থাৎ—যেমন পানির ব্যাঙ মরিলে পানি নাপাক হয় না, সেইরূপ শুক্‌নার ব্যাঙ মরিলেও পানি নাপাক হয় না। কিন্তু যদি শুকনার কোন প্রকার ব্যাঙের মধ্যে প্রবহমান রক্ত আছে বলিয়া জানা যায়, তবে তাহা মরিলে পানি নাপাক হইয়া যাইবে। শুক্‌নার ব্যাঙ এবং পানির ব্যাঙ চিনিবার উপায় এই যে, পানির ব্যাঙের পায়ের অঙ্গুলিগুলি জোড়া (হাঁসের পায়ের মত) আর শুক্‌নার ব্যাঙের অঙ্গুলিগুলি পৃথক পৃথক হয়। —শরহে তান্‌বীর

১৯। মাসআলাঃ যে সব জন্তু পানিতে পয়দা হয় না, কিন্তু পানিতে বাস করে, সে সব জন্তু পানিতে মরিলে বা বাহিরে মরিয়া পানিতে পড়িলে পানি নাপাক হইয়া যায়; যেমন, হাঁস, পানিকড়ি ইত্যাদি। —শরহে তান্‌বীর

২০। মাসআলাঃ ব্যাঙ কচ্ছপ পানিতে মরিয়া যদি পঁচিয়া গলিয়াও যায়, তবুও পানি পাক থাকিবে। তবে এরকম পানি পান করা, বা উহা দ্বারা ভাত তরকারী পাকান দুরুস্ত নহে, কিন্তু ওযূ-গোছল করা দুরুস্ত আছে। —শরহে তান্‌বীর

২১। মাসআলাঃ রৌদ্রে থাকিয়া যে পানি গরম হইয়া যায়, তাহার ব্যবহারে শরীরে সাদা সাদা দাগ (শ্বেতকুষ্ঠ) হইয়া যাওয়ার আশংকা আছে। অতএব, উহা দ্বারা ওযূ-গোছল করা উচিত নহে। —শামী

২২। মাসআলাঃ মৃত গরু, ছাগল ইত্যাদি জানোয়ারের চামড়া লবণ দিয়া রৌদ্রে শুকাইলে বা কোন দাওয়া-দারুর দ্বারা এমনভাবে পানি শুকাইয়া ফেলিলে যাহাতে ঘরে থাকিলে খারাপ না হয়, (দেবাগত বা ট্যানারীর পর) উহা পাক হইয়া যায়, উহার উপর নামায পড়া যাইতে পারে। মশক ইত্যাদি বানাইয়া তাহাতে পানি রাখা যাইতে পারে। শূকরের চামড়া কিছুতেই পাক হয় না। এতদ্ব্যতীত অন্য সব জন্তুর চামড়াই পাক হয়, কিন্তু মানুষের চামড়া দ্বারা কোন কাজ করা ভারী গুনাহ্‌। —হেদায়া

২৩। মাসআলাঃ কুকুর, বিড়াল, বানর, বাঘ ইত্যাদি যে সকল জন্তুর চামড়া দেবাগত করিলে পাক হয় সেই সব জন্তু যদি বিসমিল্লাহ্‌ পড়িয়া যবাহ্‌ করা হয়, তবে তাহার চামড়া দেবাগত ছাড়াও পাক হইবে; কিন্তু গোশ্‌ত পাক হইবে না। উহা খাওয়াও দুরুস্ত হইবে না। —হেদায়া

২৪। মাসআলাঃ শূকর ব্যতীত অন্যান্য মৃত জন্তুর পশম, শিং, হাড় এবং দাঁত পাক। ইহারা পানিতে পড়িলে পানি নষ্ট হয় না; কিন্তু যদি হাড় বা দাঁতে কিছু চর্বি বা গোশ্‌ত লাগা থাকে তাহা নাপাক, তাহা পানিতে পড়িলে পানি নাপাক হইবে। —হেদায়া

২৫। মাসআলাঃ মানুষের হাড় এবং চুল পাক; কিন্তু এসব দ্বারা কোন কাজ করা জায়েয নহে। উহা তা'যীমের সহিত দাফন করিয়া দেওয়া উচিত।

কূপের মাসআলা

১। **মাসআলা ঃ** (১০০ বর্গ হাতের চেয়ে ছোট) কূপে কোন নাপাক জিনিস পড়িলে কূপ নাপাক হইয়া যায়, বেশী পড়ুক আর কমই পড়ুক উহার পানি সম্পূর্ণ বাহির করিয়া ফেলিলে উহা পাক হইয়া যায়। যখন সমস্ত পানি বাহির হইয়া যাইবে, তখন কূপের ভিতরের চারি দেওয়াল ইত্যাদি আর ধোয়ার দরকার করে না, শুধু পানি বাহির করিয়া ফেলিলে সব পাক হইয়া যাইবে। যে বাল্‌তি, ডুল্‌চি বা দড়ির দ্বারা পানি বাহির করা হয় তাহাও ধোয়ার দরকার নাই। পানি বাহির হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সব পাক হইয়া যায়। সমস্ত পানি বাহির করার অর্থ এই যে, এত পরিমাণ পানি উঠাইবে যে, কূপের পানি কম হইয়া যায় এবং এখন আর বাল্‌তি অর্ধেকও ভরে না তখনই বুঝিবে সব পানি উঠান হইয়াছে। —হেদায়া

২। **মাসআলা ঃ** কবুতর বা চড়ুইর মল কূপে পড়িলে পানি নাপাক হইবে না। মুরগীর বা হাঁসের মল পড়িলে নাপাক হইবে। তখন সমস্ত পানি বাহির করা ওয়াজিব হইবে। —মুন্‌ইয়া

৩। **মাসআলা ঃ** কূপে কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল প্রস্রাব করিলে বা অন্য কোন নাজাছাত পড়িলে সমস্ত পানি বাহির করিতে হইবে। —মুন্‌ইয়া

৪। **মাসআলা ঃ** কূপে মানুষ, কুকুর, বকরী বা এই শ্রেণীর অন্য কোন জন্তু পড়িয়া মরিয়া গেলে সমস্ত পানি বাহির করিতে হইবে; আর যদি বাহিরে মরিয়া ভিতরে পড়ে তাহাতেও এই একই হুকুম। —হেদায়া

৫। **মাসআলা ঃ** কোন জন্তু ছোট হউক বা বড় হউক কূপে পড়িয়া মরিয়া ফুলিয়া পচিয়া গেলে সমস্ত পানি বাহির করিতে হইবে। অতএব, যদি ইঁদুর বা চড়ুই পাখীও পড়িয়া মরিয়া ফাটিয়া বা ফুলিয়া যায়, তবে সমস্ত পানি বাহির করিতে হইবে। —হেদায়া

৬। **মাসআলা ঃ** ইঁদুর, চড়ুই পাখী বা এই শ্রেণীর অন্য কোন প্রাণী যদি কূপে পড়িয়া শুধু মরিয়া যায়, কিন্তু ফাটেও নাই, ফুলেও নাই, তবে প্রথমে মৃত প্রাণীটি বাহির করিয়া ফেলিবে, তৎপর ২০ বাল্‌তি পানি বাহির করা ওয়াজিব। এবং ৩০ বালতি বাহির করা বেশী ভাল। মৃত প্রাণীকে বাহির না করিয়া পানি বাহির করার কোনই সার্থকতা নাই। যদি মৃত প্রাণীকে বাহির করার পূর্বে পানি বাহির করিতে শুরু করিয়া থাকে, তবে তাহার হিসাব ঐ মৃত প্রাণী বাহির করার পর হইতে ধরিতে হইবে; উহা বাহির করার পূর্বে যত বাল্‌তি বাহির করা হইয়াছে তাহা হিসাবে ধরা হইবে না। —হেদায়া

৭। **মাসআলা ঃ** বড় গিরগিট (কাক্‌লাস) যাহার মধ্যে প্রবহমান রক্ত থাকে, তাহা কূপে পড়িয়া মরিয়া গেলে যদি ফুলিয়া ফাটিয়া না থাকে, তবে ২০ বাল্‌তি পানি বাহির করিতে হইবে, কিন্তু ৩০ বাল্‌তি বাহির করা বেশী ভাল। আর যে সব গিরগিটের (টিকটিকির) মধ্যে প্রবহমান রক্ত নাই তাহা মরিলে পানি নাপাক হয় না। —হেদায়া

৮। **মাসআলা ঃ** কবুতর, মুরগী, বিড়াল বা এই ধরনের অন্য কোন জন্তু কূপে পড়িয়া মরিয়া যদি ফুলিয়া না থাকে, তবে ৪০ বাল্‌তি পানি বাহির করা ওয়াজিব, ৬০ বাল্‌তি বাহির করা বেশী ভাল। —হেদায়া

৯। মাসআলাঃ যে কূপে যে বাল্‌তি বা ডুলচি ব্যবহার করা হয় সেই কূপের জন্য সেই বালতিরই হিসাব ধরা হইবে! আর যদি অনেক বড় বাল্‌তির দ্বারা পানি বাহির করা হয়, তবে নিত্যকার ব্যবহৃত বাল্‌তির পরিমাণে হিসাব করিয়া লইবে। যেমন, হয়ত ৩০ বাল্‌তি পানি বাহির করিতে হইবে; আর যে বাল্‌তি দ্বারা বাহির করিতেছে তাহাতে এই কূপের বাল্‌তির ২ বাল্‌তি পানি ধরে, তবে ঐ বড় বাল্‌তির ১৫ বাল্‌তি বাহির করিলেই চলিবে। আর যদি ৪ বাল্‌তি পানি ধরে, তবে ৪ বাল্‌তি ধরিতে হইবে। মোটকথা, যত বাল্‌তি পানি ধরিবে তত বাল্‌তি হিসাব করিতে হইবে এবং সেই পরিমাণ পানি বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। (কূপ বলিতে কাঁচা এবং পাকা উভয়ই বুঝায়।) —হেদায়া

১০। মাসআলাঃ যদি কূপ এমন হয় যে, সব সময়ই নিম্ন হইতে বেগে পানি উঠিতে থাকে, কিছুতেই পানি শেষ করা যায় না, তবে অনুমান করিয়া যে পরিমাণ পানি প্রথমে ছিল সে পরিমাণ বাহির করিতে হইবে।

● পানি অনুমান করিবার কয়েকটি ছুরত আছে; একটি এই যে, যেমন, পাঁচ হাত পানি আছে, তবে একদমে ১০০ বাল্‌তি পানি বাহির করিয়া দেখিবে যে, কত কম হইয়াছে। যদি এক হাত কম হইয়া থাকে, তবে এই হিসাবে পাঁচ হাত পানি বাহির করিতে ৫০০ বাল্‌তি পানি বাহির করিতে হইবে। দ্বিতীয় ছুরত এই যে, যাহারা পানির সঠিক অনুমান করিতে পারে সেই রকম দুইজন পরহেযগার মুসলমানের দ্বারা অনুমান করাইবে। তাহারা যত বাল্‌তি বলে তত বাল্‌তি বাহির করিয়া ফেলিবে। এই উভয় ছুরতের কোনটিই পারা না গেলে ৩০০ বাল্‌তি বাহির করাইয়া দিবে। —হেদায়া

১১। মাসআলাঃ কূপে মৃত ইঁদুর বা অন্য কিছু মৃত দেখা গেল, উহা পতিত হওয়ার সময় জানা নাই; কিন্তু ফুলেও নাই, ফাটেও নাই। এমতাবস্থায় যাহারা ঐ কূপের পানির দ্বারা ওযূ করিয়া নামায পড়িয়াছে তাহাদের দেখার সময় হইতে এক দিন এক রাতের নামায দোহ্‌রাইতে হইবে। আর এক দিন এক রাতের মধ্যে যে সব কাপড় চোপড় ধোয়া হইয়াছে সে সব পুনরায় ধুইতে হইবে। —হেদায়া

আর যদি মরিয়া বা ফুলিয়া ফাটিয়া থাকে, তবে তিন দিন তিন রাতের নামায দোহ্‌রাইতে হইবে। কিন্তু যাহারা ঐ পানির দ্বারা ওযূ করে নাই তাহাদের অবশ্য দোহ্‌রাইতে হইবে না। এই ব্যবস্থাই বেশী উত্তম! (ইহা ইমাম আযম ছাহেবের মত।) কিন্তু কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, নাপাকী দেখার সময় হইতেই কূপ নাপাক ধরিতে হইবে, তাহার পূর্বের নামায ও ওযূ সব দুরুস্ত হইয়া গিয়াছে। যদি কেহ এই শেষোক্ত মাসআলা অনুযায়ী আমল করে, তবে তাহাও দুরুস্ত হইবে। —হেদায়া, মুনইয়া, দুররুল মুখতার

১২। মাসআলাঃ কাহারও গোছলের হাজত হইয়াছে। সে বাল্‌তি উঠাইবার জন্য কূপের ভিতর নামিয়াছে, কিন্তু তাহার শরীরে বা কাপড়ে কোন নাপাকী লাগে নাই; তবে তাহাতে কূপ নাপাক হইবে না। এমন কি যদি কোন কাফের কূপে নামে আর তাহার শরীরে বা কাপড়ে কোন নাপাকী না থাকে, তবে কূপ নাপাক হইবে না। আর যদি শরীরে বা কাপড়ে কোন নাপাকী লাগিয়া থাকে, তবে কূপ নাপাক হইয়া যাইবে, সমস্ত পানি বাহির করিতে হইবে। আর নাপাকী সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে, শুধু সন্দেহের কারণে কূপ নাপাক হইবে না, এই সন্দেহ অবস্থায় ২০/৩০ বাল্‌তি পানি বাহির করিয়া ফেলা ভাল। —রদ্দুল মোহ্‌তার

১৩। মাসআলা ঃ বকরী বা ইঁদুর কূপের মধ্যে পড়িয়া জীবিতই বাহির হইয়া আসিয়াছে, তবে পানি পাক আছে, পানি বাহির করিতে হইবে না। —দুর্‌রে মুখতার

১৪। মাসআলা ঃ বিড়াল ইঁদুর ধরিয়া যখম করায় রক্ত বাহির হইতেছে এবং বিড়ালের দাঁত হইতে ছুটিয়া গিয়া রক্তসহ কূপে পড়িয়া গিয়াছে, এমতাবস্থায় সমস্ত পানি বাহির করিতে হইবে। —শামী

১৫। মাসআলা ঃ ইঁদুর নাপাক ড্রেন হইতে বাহির হইয়া শরীরের নাপাকীসহ কূপে পড়িয়া গিয়াছে, তবে মরুক বা না মরুক ঐ পানি বাহির করিতে হইবে। —শামী

১৬। মাসআলা ঃ ইঁদুরের লেজ কাটিয়া কূপে পড়িলে সমস্ত পানি বাহির করিতে হইবে। রক্তবিশিষ্ট গিরগিটের লেজ পড়িলেও এই হুকুম। —রদ্দুল মোহ্‌তার

১৭। মাসআলা ঃ যে জিনিস পড়ায় কূপ নাপাক হইয়াছে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা বাহির করা যায় না, তবে উহা যদি এরকম জিনিস হয় যে, নিজে তো পাক কিন্তু অন্য নাপাক জিনিস লাগিয়া গিয়াছিল, যেমন, নাপাক কাপড়, নাপাক বল, নাপাক জুতা, এমতাবস্থায় শুধু সমস্ত পানি বাহির করিয়া ফেলিলেই কূপ পাক হইয়া যাইবে। আর যদি সে জিনিস নিজেই নাপাক হয় যেমন—কোন মৃত জন্তু ইঁদুর ইত্যাদি, তবে যে পর্যন্ত এই এক্বীন না হইবে যে, ঐ জিনিস পচিয়া গলিয়া সম্পূর্ণ মাটি হইয়া গিয়াছে, সে পর্যন্ত ঐ কূপ পাক হইতে পারে না। যখন এই এক্বীন হইবে, তখন সমস্ত পানি বাহির করিয়া ফেলিলে অবশ্য কূপ পাক হইয়া যাইবে। —ফাতাওয়ায় হিন্দিয়া

১৮। মাসআলা ঃ যে পরিমাণ পানি বাহির করিবার হুকুম তাহা এক বারে বাহির করুক, বা অল্প অল্প করিয়া কয়েক বারে বাহির করুক সব অবস্থাই (হুকুমের পরিমাণ পানি বাহির করা হইলে) কূপ পাক হইয়া যাইবে। —রদ্দুল মোহ্‌তার

ঝুটার মাসায়েল

[খাদ্য বা পানীয় বস্তু মুখে লাগাইয়া ত্যাগ করিলে তাহাকে ঝুটা বলে]

১। মাসআলা ঃ বেদ্বীনই হউক, ঋতুমতীই হউক, আর নাপাকই হউক, নেফাছওয়ালীই হউক—সব রকমের মানুষের ঝুটা পাক। এইরূপে ইহাদের ঘামও পাক। কিন্তু হাতে বা মুখে কোন নাপাকী থাকিলে অবশ্য ঝুটা নাপাক হইয়া যাইবে। —হেদায়া, আলমগীরী

২। মাসআলা ঃ কুকুরের ঝুটা নাপাক। কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তাহা নাপাক হইয়া যায়। তাহা মাটির পাত্র হউক, কিংবা তামা কাঁসার পাত্র হউক সবই তিনবার ধুইলে পাক হইয়া যায় কিন্তু সাতবার ধোয়া ভাল। আর একবার মাটির দ্বারা মাজিয়া ফেলিলে আরও বেশী ভাল, যেন খুব পরিষ্কার হইয়া যায়। —হেদায়া

৩। মাসআলা ঃ শূকরের ঝুটাও নাপাক। এইরূপে বাঘ, চিতাবাঘ, বানর, শৃগাল ইত্যাদি হিংস্র জন্তুর ঝুটাও নাপাক। —হেদায়া

৪। মাসআলা ঃ বিড়ালের ঝুটা পাক বটে, কিন্তু মাক্‌রূহ্‌। তবে অন্য পানি থাকিতে বিড়ালের ঝুটা পানির দ্বারা ওযূ করিবে না। অবশ্য যদি পানি না পাওয়া যায়, তবে ঐ পানির দ্বারাই ওযূ করিবে। —বেদায়া

৫। **মাসআলাঃ** যে দুধ বা তরকারী ইত্যাদির মধ্যে বিড়াল মুখ দিয়াছে, যদি উহার মালিক অবস্থাপন্ন হয়, তবে তাহা খাইবে না। যদি গরীব হয়, তবে খাওয়াতে কোন গুনাহ্ নাই। এরকম লোকের জন্য তা মাকরূহ্ নহে। —হেদায়া

৬। **মাসআলাঃ** বিড়াল ইঁদুর ধরিয়া তৎক্ষণাৎ আসিয়া কোন হাড়িতে মুখ দিলে তাহা নাপাক হইয়া যাইবে; আর যদি কিছুক্ষণ দেরী করিয়া নিজের মুখ চাটিয়া চুষিয়া মুখ দিয়া থাকে, তবে নাপাক হইবে না; তবে তখন উপরের মাসআলার মত মাক্রূহ হইবে। —শঃ বেকায়া

৭। **মাসআলাঃ** যে মুরগী খোলা থাকে, এদিকে, ওদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া নাপাক জিনিস খায়, উহার ঝুটা মাকরূহ্, যে মুরগীকে বন্ধ করিয়া রাখা হয় তাহার ঝুটা পাক, মাকরূহ্ নহে। —হেদায়া

৮। **মাসআলাঃ** যে সকল পাখী শিকার করিয়া খায়, যেমন—শিক্‌রা বাজ ইত্যাদি, তাহাদের ঝুটা মাকরূহ্, কিন্তু যদি ঘরের পোষা হয় এবং মরা না খায়, ঠোঁটেও কোন রকম নাপাকী থাকার সন্দেহ না থাকে, তবে তাহার ঝুটা পাক। —হেদায়া

৯। **মাসআলাঃ** হালাল পশু যেমন— ভেড়া, বকরী, ভেড়ী, গরু, মহিষ, হরিণ ইত্যাদি এবং হালাল পাখী, যেমন—ময়না, তোতা, ঘুঘু, চড়ুই ইত্যাদির ঝুটা পাক; এইরূপ ঘোড়ার ঝুটাও পাক। —আলমগীরী

১০। **মাসআলাঃ** যে সব প্রাণী ঘরে থাকে, যেমন— সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর টিক্‌টিকি, এসবের ঝুটা মাকরূহ্। —হেদায়া

১১। **মাসআলাঃ** ইঁদুর যদি রুটির কিছু অংশ খাইয়া থাকে, সেই দিক দিয়া কিছু ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অবশিষ্ট অংশ খাইবে। —রদ্দুল মোহ্‌তার

১২। **মাসআলাঃ** গাধা এবং খচ্চরের ঝুটা পাক বটে, কিন্তু ওযূ হওয়া না হওয়ার মধ্যে সন্দেহ আছে। অতএব, যদি কোথাও গাধা বা খচ্চরের ঝুটা-পানি ব্যতীত অন্য পানি না মিলে, তবে ঐ পানির দ্বারা ওযূ করিতে হইবে এবং তায়াম্মুমও করিবে। প্রথমে ওযূ করুক কিংবা প্রথমে তায়াম্মুম করুক উভয় দিক সমান। —হেদায়া

১৩। **মাসআলাঃ** যে সব জানোয়ারের ঝুটা নাপাক তাহার ঘামও নাপাক। যাহাদের ঝুটা পাক তাহাদের ঘামও পাক। আর যাহাদের ঝুটা মাকরূহ্ তাহাদের ঘামও মাকরূহ্। গাধা এবং খচ্চরের ঘাম পাক, যদি উহা কাপড়ে লাগে, তবে ধোয়া ওয়াজিব নহে, কিন্তু ধুইয়া ফেলা ভাল। —দুঃ মুঃ

১৪। **মাসআলাঃ** কেহ হয়ত বিড়াল পোষে, এখন বিড়াল কাছে আসিয়া বসে এবং ঐ ব্যক্তির হাত পা চাটে, তবে যেখানে যেখানে চাটিয়াছে বা তাহার লোয়াব লাগিয়াছে সে সব জায়গা ধুইয়া ফেলিবে, যদি না ধোয়, তবে মাকরূহ্ এবং অন্যায় হইবে। —মুন্ইয়া, আলমগীরী

১৫। **মাসআলাঃ** (নিজের স্বামী ছাড়া) অপর পুরুষের ঝুটা-খাদ্য ও পানি আওরতের জন্য খাওয়া মাকরূহ, যদি জানে যে, অমুকের ঝুটা। আর যদি না জানিয়া খায়, তবে মাকরূহ্ নহে। (এইরূপে নিজের স্ত্রী ছাড়া বেগানা আওরতের ঝুটা পুরুষের জন্যও মাকরূহ্।)

তায়াম্মুমের মাসায়েল

১। **মাসআলাঃ** কেহ হয়ত এমন ময়দানের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে যে, কোথাও পানি আছে বলিয়া সে মাত্রও জানে না এবং কোন লোকও পায় না যে, জিজ্ঞাসা করে, তবে এমন সময় তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িবে। আর যদি কোন লোক পায় আর সে বলিয়া দেয় যে, শরয়ী এক

মাইলের মধ্যে পানি আছে এবং মনেও বলে যে, সে সত্য বলিয়াছে, অথবা কোন লোক তো পাওয়া যায় নাই, কিন্তু কোন লক্ষণে সে নিজেই বুঝিতে পারিল যে, শর্‌য়ী এক মাইলের মধ্যেই কোথায়ও নিশ্চয়ই পানি আছে, তবে এমত অবস্থায় সে পানি এতদূর তালাশ করিতে যাইবে, যাহাতে তাহার নিজের ও সাথীদের কোনরূপ কষ্ট না হয়। তালাশ না করিয়া তায়াম্মুম করা দুরুস্ত হইবে না। (আর যদি সাথীদের কোন রকম কষ্ট হয়, তবে তালাশ করা ওয়াজিব নহে।) আর যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, শর্‌য়ী এক মাইলের মধ্যেই পানি আছে, তবে (সাথীদের কষ্ট হইলেও) সেখানে যাইয়া পানি আনা ওয়াজিব। ইংরেজী এক মাইল এবং এক মাইলের এক অষ্টমাংশ মিলিয়া শর্‌য়ী এক মাইল হয়। —মুন্‌ইয়া

২। **মাসআলা ঃ** পানির খবর (-ও) পাওয়া গেল, কিন্তু শর্‌য়ী মাইল হইতে দূরে, তবে সেখান হইতে পানি আনিয়া ওযূ করা ওয়াজিব নহে; বরং তায়াম্মুম করা জায়েয।

৩। **মাসআলা ঃ** কেহ বসতি হইতে এক মাইল দূরে আছে। এক মাইলের কমে কোথাও পানি পায় না, তাহার জন্যও তায়াম্মুম করা দুরুস্ত হইবে, সে মোসাফির হউক বা না হউক। কারণ, সামান্য কত দূর যাইবার জন্য বসতি হইতে বাহির হইয়াছে মাত্র।

৪। **মাসআলা ঃ** রাস্তায় কূপ আছে, কিন্তু কূপ হইতে পানি তুলিবার জন্য সঙ্গে কিছু নাই, কোথাও চাহিয়াও পাওয়া গেল না; এমতাবস্থায় তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** পানি আছে, কিন্তু এত অল্প যে, একবার হাত, মুখ ও উভয় পা ধোয়া যায়, তবে তায়াম্মুম করা দুরুস্ত হইবে না; এক এক বার ঐ সব অঙ্গ ধুইবে এবং মাথা মছ্‌হে করিবে। কুল্লি ইত্যাদি ওযূর সুন্নতগুলি ছাড়িয়া দিবে; আর যদি এত পরিমাণও না হয়, তবে অবশ্য তায়াম্মুম করিবে।

৬। **মাসআলা ঃ** রোগের কারণে পানি ক্ষতি করিলে, অর্থাৎ, পানি দ্বারা ওযূ বা গোছল করিলে হয় রোগ বৃদ্ধি পাইবে, না হয় আরোগ্য লাভে বিলম্ব হইবে, এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করা দুরুস্ত হইবে। তবে যদি ঠাণ্ডা পানি ক্ষতি করে কিন্তু গরম পানি ক্ষতি না করে, তবে গরম পানি দিয়া ওযূ-গোসল ওয়াজিব। গরম পানি পাওয়া সম্ভব না হইলে তায়াম্মুম করা দুরুস্ত হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** যদি পানি নিকটে থাকে অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে জানা থাকে যে, শর্‌য়ী এক মাইলের ভিতর পানি আছে, তবে তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না। তথা হইতে পানি আনিয়া ওযূ করা ওয়াজিব। লোক-লজ্জার খাতিরে বা পর্দা করার জন্য পানি আনিতে না গিয়া তায়াম্মুম করিয়া লওয়া দুরুস্ত নহে, শরীঅতের হুকুম ছুটিয়া যায়, এমন পর্দা না-জায়েয এবং হারাম; বরং বোরকা পরিয়া বা চাদর দ্বারা সমস্ত শরীর ঢাকিয়া পানি আনিয়া ওযূ করা ওয়াজিব। কিন্তু লোকের সামনে বসিয়া ওযূ করিবে না, মুখ হাতও খোলা জায়েয হইবে না।

৮। **মাসআলা ঃ** যে-পর্যন্ত পানি দ্বারা ওযূ করা না যায় সে পর্যন্ত তায়াম্মুমই করিতে থাকিবে, যত দিনই অতীত হউক না কেন, কোনরূপ ওয়াছওয়াছা বা সন্দেহ করিবে না। ওযূ এবং গোসল দ্বারা যেরূপ পাক হওয়া যায়, তদ্রূপ তায়াম্মুম দ্বারাও পাক হওয়া যায়। এরূপ মনে করিবে না যে, তায়াম্মুমে ভালমত পাক হয় না।

৯। **মাসআলা ঃ** যদি পানি বিক্রি হয় এবং ক্রয় করার মূল্য না থাকে, তবে তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে। যদি মূল্য থাকে, আর পথের আবশ্যক খরচেরও অভাব না পড়ে, তবে পানি কিনিয়া ওযূ করা ওয়াজিব হইবে, তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না। অবশ্য যদি এত বেশী মূল্য চায় যে, এত

মূল্যে কেহই খরিদ করে না, তবে তায়াম্মুম করা জায়েয আছে, পানি খরিদ করা ওয়াজিব নহে। যদি কেরায়া ইত্যাদি পথ-খরচের অতিরিক্ত অর্থ না থাকে, তবুও কেনা ওয়াজিব নহে, তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে।

১০। মাসআলাঃ শীতের দরুন যদি বরফ জমে এবং গোসল করিলে প্রাণ নাশ বা রোগ বৃদ্ধির পূর্ণ আশংকা থাকে এবং শরীর গরম করিবার জন্য লেপ ইত্যাদি কোন প্রকার গরম বস্ত্র না থাকে, তবে এরূপ কঠিন ওযরের সময় তায়াম্মুম করা দুরুস্ত হইবে।

১১। মাসআলাঃ যদি কাহারও অর্ধেকের চেয়ে বেশী শরীরে যখম থাকে বা বসন্ত বাহির হয়, তবে তাহার জন্য গোসল ওয়াজিব নহে, তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে।

১২। মাসআলাঃ কেহ ময়দানে তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িয়াছে অথচ পানি নিকটেই ছিল, কিন্তু সে আদৌ জানিতে পারে নাই, তবে তাহার তায়াম্মুম এবং নামায উভয় দুরুস্ত হইয়াছে, এখন আর নামায দোহ্রাইতে হইবে না।

১৩। মাসআলাঃ সফরে যদি অন্য কাহারও কাছে পানি থাকে, তবে নিজে চিন্তা করিয়া দেখিবে, যদি বিশ্বাস হয় যে, চাহিলে দিতে পারে, তবে না চাহিয়া তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না। আর যদি চাহিলে দিবে না বলিয়া মনে হয় তবে না চাহিয়াও তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়া দুরুস্ত; কিন্তু এই ছুরতে নামাযের পর চাহিলে যদি পানি দেয়, তবে নামায দোহ্রাইয়া পড়িতে হইবে।

১৪। মাসআলাঃ কৌটায় (বা টিনে) বন্ধ যমযমের পানি সঙ্গে থাকিলে তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না, কৌটা বা টিন খুলিয়া ঐ পানি দ্বারা ওযূ এবং গোছল করা ওয়াজিব।

১৫। মাসআলাঃ সঙ্গে পানি আছে, কিন্তু রাস্তা এমন ধরনের যে, কোথায়ও পানির আশা নাই, পানির অভাবে (নিজের বা সঙ্গের বাহন জন্তুর) প্রাণ নাশের বা কষ্ট পাওয়ার আশংকা আছে, এমন অবস্থায় ওযূ করিবে না, তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে।

১৬। মাসআলাঃ গোছলে ক্ষতি করে কিন্তু ওযূতে ক্ষতি করে না, তবে গোছলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করিবে। কিন্তু গোছলের তায়াম্মুমের পরে যখন ওযূ টুটিবে, তখন ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম জায়েয হইবে না, ওযূই করিবে। যদি গোছলের তায়াম্মুমের আগে ওযূ টুটিবারও কোন কারণ হইয়া থাকে, তারপর গোছলের তায়াম্মুম করিয়া থাকে, তবে এই তায়াম্মুমই গোছল এবং ওযূর পরিবর্তে যথেষ্ট হইবে।

১৭। মাসআলাঃ তায়াম্মুম করিবার নিয়মঃ (প্রথমে দেলে ঠিক করিবে অর্থাৎ নিয়ত করিবে যে, আমি পাক হইবার জন্য বা নামায পড়িবার জন্য তায়াম্মুম করিতেছি। এইরূপ নিয়ত করিয়া তারপর) উভয় হাত পাক মাটিতে মাড়িয়া সমস্ত মুখে হাত ফিরাইয়া দিবে। তারপর আবার উভয় হাত মাটিতে মাড়িয়া উভয় হাতের কনুই সমেত ফিরাইয়া দিবে। চুড়ি ও বালার ভিতর খুব ভাল করিয়া হাত ফিরাইবে। সাবধান, এক বিন্দু জায়গাও যেন বাকী না থাকে; তাহা হইলে তায়াম্মুম হইবে না। আংটি খুলিয়া রাখিয়া তায়াম্মুম করিবে, যেন কোন জায়গা বাকী না থাকে। হাতের আঙ্গুলের মধ্যে খেলাল করিবে, এই দুইটি কাজ করিলেই তায়াম্মুম হইয়া গেল।

১৮। মাসআলাঃ মাটির উপর হাত মাড়িয়া হাত ঝাড়িয়া লইবে যেন চোখে মুখে মাটি লাগিয়া কুৎসিৎ না হয়।

১৯। মাসআলাঃ (জমিন ছাড়া) মাটি জাতীয় অন্যান্য জিনিসের উপরও তায়াম্মুম করা দুরুস্ত আছে; যেমন, মাটি, বালু, পাথর, বিলাতী মাটি, পাথরে চুন, হরিতাল, সুরমা, গেরুমাটি ইত্যাদি।

মাটি জাতীয় জিনিস না হইলে উহার উপর তায়াম্মুম জায়েয নহে; যেমন—সোনা, রূপা, রাং, গেহু, কাঠ, কাপড় এবং অন্যান্য শস্য ইত্যাদি। কিন্তু যদি এই সব জিনিসের উপর মাটি জমিয়া থাকে, তবে অবশ্য মাটির কারণে ইহার উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে।

২০। মাসআলা ঃ যে জিনিস আগুনে দিলে জ্বলেও না, গলেও না তাহা মাটি জাতীয়। তাহার উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত আছে। যে জিনিস জ্বলিয়া ছাই হইয়া যায় বা গলিয়া যায় তাহার উপর দুরুস্ত নহে। ছাইয়ের উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত নহে।

২১। মাসআলা ঃ তামার পাত্র, বালিশ বা গদী ইত্যাদির উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত নহে। যদি এই সব জিনিসের উপর এত ধুলা জমে যে, হাত মারিলে বেশ ধুলা উড়ে এবং হাতে কিছু ধুলা ভালভাবে লাগিয়া যায়, তবে অবশ্য তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে। আর যদি হাত মারিলে সামান্য কিছু ধুলা উড়ে, তবে তাহার উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত নহে। পানিপূর্ণ থাকুক বা খালি থাকুক, মাটির কলস বা লোটা বদনার উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত আছে, কিন্তু যদি মাটির পাত্রের উপর রং বা বার্নিস করা হইয়া থাকে, তবে তাহার উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না।

২২। মাসআলা ঃ পাথরের উপর যদি ধুলা মাত্রও না থাকে, তবুও উহার উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত আছে; বরং যদি পানি দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া উহার উপর তায়াম্মুম করে, ধুলা থাকুক বা না থাকুক তবুও তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে। হাতে ধুলা লাগা জরুরী নহে। ধুলা থাকুক বা না থাকুক, পাকা ইটের উপরও তায়াম্মুম দুরুস্ত আছে।

২৩। মাসআলা ঃ কাদা দ্বারা তায়াম্মুম করা দুরুস্ত আছে বটে; কিন্তু ভাল নহে। যদি কোন স্থানে কাদা ব্যতীত অন্য কোন জিনিস না পাওয়া যায়, তবে কাপড়ে কাদা মাখাইয়া দিবে, যখন শুকাইয়া যাইবে, তখন উহা দ্বারা তায়াম্মুম করিবে। কিন্তু যদি নামাযের ওয়াক্ত চলিয়া যাইতে থাকে, তবে কাদা হইলেও উহা দ্বারা সেই সময় তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িবে; নামায কিছুতেই ক্বাযা হইতে দিবে না।

২৪। মাসআলা ঃ মাটিতে পেশাব জাতীয় কোন নাজাছত পড়িয়াছিল, কিন্তু রৌদ্রে শুকাইয়া গিয়াছে এবং দুর্গন্ধও চলিয়া গিয়াছে, সে মাটি পাক হইয়া গিয়াছে। উহার উপর নামায দুরুস্ত হইবে; কিন্তু সেই মাটি দিয়া তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না। এই হুকুম হইল যদি জানা থাকে যে, পেশাব পড়িয়াছিল অন্যথায় সন্দেহ করিবে না।

২৫। মাসআলা ঃ ওযূর পরিবর্তে যেমন তায়াম্মুম জায়েয সেইরূপ গোছলের পরিবর্তে ওযর বশতঃ তায়াম্মুম জায়েয হয়। যে স্ত্রীলোক হায়েয বা নেফাছ হইতে পাক হয় আর ওযরবশতঃ গোছল করিতে না পারে, তাহার জন্যও তায়াম্মুম দুরুস্ত আছে। ওযূর তায়াম্মুম এবং গোছলের তায়াম্মুম একই রকম; ইহাতে কোন পার্থক্য নাই।

২৬। মাসআলা ঃ কেহ কাহাকেও শিক্ষা দিবার জন্য তায়াম্মুম করিল, কিন্তু নিজের তায়াম্মুমের এরাদা নাই, শুধু তাহাকে শিক্ষা দেওয়াই মকছুদ, ইহাতে তায়াম্মুম হইবে না। কেননা, তায়াম্মুম দুরুস্ত হওয়ার জন্য মনে মনে তায়াম্মুমের নিয়ত করা আবশ্যক। নিয়ত না করিলে তায়াম্মুম হয় না। যেহেতু নিজের তায়াম্মুমের নিয়ত করা হয় নাই, উদ্দেশ্য ছিল অন্যকে শিখান, কাজেই তাহার তায়াম্মুম হয় নাই।

২৭। **মাসআলাঃ** আমি পাক হইবার জন্য বা নামায পড়িবার জন্য তায়াম্মুম করিতেছি শুধু এতটুকু অন্তরে রাখিলেই তায়াম্মুম হইয়া যাইবে; 'গোছলের তায়াম্মুম করিতেছি' বা 'ওযূর তায়াম্মুম করিতেছি' এত বলার দরকার নাই।

২৮। **মাসআলাঃ** যদি কোরআন শরীফ ধরিবার জন্য কেহ তায়াম্মুম করিয়া থাকে, তবে সে তায়াম্মুমে নামায পড়া দুরুস্ত হইবে না। এক ওয়াক্ত নামাযের তায়াম্মুম দ্বারা অন্য ওয়াক্তের নামাযও পড়া জায়েয এবং কোরআন শরীফ ধরাও জায়েয।

২৯। **মাসআলাঃ** একই তায়াম্মুমে ফরয গোছল ও ওযূ উভয়ের কাজ হয়; পৃথক পৃথক তায়াম্মুম করিতে হয় না।

৩০। **মাসআলাঃ** কেহ (পূর্বোক্ত) নিয়মানুসারে তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িবার পর পানি পাইয়াছে এবং নামাযের ওয়াক্ত তখনও বাকী আছে, তবুও ঐ নামায আর দোহ্‌রাইতে হইবে না। ঐ তায়াম্মুমেই নামায দুরুস্ত হইয়াছে।

৩১। **মাসআলাঃ** পানি শরয়ী এক মাইল হইতে দূরে নয়; কিন্তু নামাযের সময় অল্প, পানি আনিতে গেলে সময় চলিয়া যাইবে, তবুও তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না, পানি আনিয়া ওযূ করিয়া কাযা পড়িবে।

৩২। **মাসআলাঃ** পানি থাকিতে কোরআন শরীফ ধরিবার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয নহে।

৩৩। **মাসআলাঃ** সামনে যাইয়া পানি পাওয়ার আশা আছে, তবে আউয়াল ওয়াক্তে নামায না পড়িয়া মোস্তাহাব ওয়াক্ত পর্যন্ত পানির এন্তেজার করা ভাল; কিন্তু এন্তেজার করিতে করিতে মাকরূহ ওয়াক্ত যেন না আসিয়া পড়ে; আর যদি আউয়াল ওয়াক্তেও পড়িয়া নেয়, তবুও দুরুস্ত আছে।

৩৪। **মাসআলাঃ** পানি নিকটেই আছে, পানি আনিতে নামিলে যদি গাড়ী ছাড়িয়া দিবার আশংকা হয়, তবে তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে; তদ্রূপ পানির নিকট সাপ, বাঘ ইত্যাদি হিংস্র জন্তুর ভয়ে পানি না আনা গেলে তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে।

৩৫। **মাসআলাঃ** মাল-পত্রের সঙ্গে পানি ছিল কিন্তু মনে নাই; তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়ার পর পানির কথা মনে হইল, এখন নামায দোহরাইয়া পড়া ওয়াজিব নহে।

৩৬। **মাসআলাঃ** যে সব কারণে ওযূ টুটে তাহাতে তায়াম্মুমও টুটে, তাছাড়া পানি পাওয়া গেলেও তায়াম্মুম টুটিয়া যায়। এইরূপে হয়ত তায়াম্মুম করিয়া সামনে চলিল, চলিতে চলিতে যখন শরয়ী এক মাইল হইতে কম দূরে পানি পাওয়া গেল, তখন তায়াম্মুম টুটিয়া যাইবে।

৩৭। **মাসআলাঃ** তায়াম্মুম যদি ওযূর পরিবর্তে করিয়া থাকে, তবে ওযূর পরিমাণ পানি হইলে (অর্থাৎ, এতটুকু পানি পাইলে যাহাতে শুধু ওযূর ফরযগুলি আদায় হইতে পারে) ঐ তায়াম্মুম টুটিয়া যাইবে; আর যদি গোছলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করিয়া থাকে, তবে গোছলের পরিমাণ পানি পাইলে (অর্থাৎ, এতটুকু পানি পাইলে যাহাতে শুধু গোছলের ফরযগুলি আদায় হইতে পারে) এই তায়াম্মুম টুটিয়া যাইবে। যদি এই পরিমাণ অপেক্ষা কম পানি পাওয়া যায়, তবে তাহাতে তায়াম্মুম টুটিবে না।

৩৮। **মাসআলাঃ** রাস্তায় পানি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু সে আদৌ জানিতে পারে নাই যে, এখানে পানি আছে, তবে তাহার তায়াম্মুম টুটিবে না। এইরূপে পথে পানি পাওয়া যায়, দেখাও যায়, জানাও যায় কিন্তু রেলগাড়ী হইতে নামা যায় না; তাহাতে তায়াম্মুম টুটিবে না।

৩৯। মাসআলা ঃ যে রোগের কারণে তায়াম্মুম করিয়াছিল যখন সে রোগ আরোগ্য হইবে অর্থাৎ, ওযূ-গোছলে ক্ষতি করিবে না; তখন তায়াম্মুম টুটিয়া যাইবে এবং ওযূ-গোছল করা ওয়াজিব হইবে।

৪০। মাসআলা ঃ পানি না পাইয়া তায়াম্মুম করিয়াছিল, পরে এমন বিমার হইয়া পড়িয়াছে যে, পানি ব্যবহার করিতে পারে না, এখন পানি পাওয়া গেলে পূর্বের তায়াম্মুম টুটিয়া যাইবে, নূতন তায়াম্মুম করিতে হইবে।

৪১। মাসআলা ঃ গোছলের হাজত হওয়ায় গোছল করিয়াছে, সামান্য একটু জায়গা শুক্‌না রহিয়া গিয়াছে, এমন সময় পানি শেষ হইয়া গিয়াছে; পানি আর পাওয়া যায় না, তবে সে পাক হয় নাই, এখন গোছলের তায়াম্মুম করিতে হইবে, পরে যখন পানি পাইবে, তখন ঐ শুক্‌না জায়গাটুকু ধুইয়া লইলেই চলিবে, সমস্ত শরীর ধুইতে হইবে না।

৪২। মাসআলা ঃ যদি এমন সময় পানি পায় যে, ওযূও টুটিয়া গিয়াছে, তবে আগে ঐ শুক্‌না জায়গা ধুইবে, আর ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম করিবে, যদি পানি এত অল্প হয় যে, ওযূ করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ শুক্‌না জায়গা সম্পূর্ণরূপে ঐ পানিতে ধোয়া যাইবে না, তবে সে পানির দ্বারা ওযূ করিবে এবং ঐ শুক্‌না জায়গার জন্য তায়াম্মুম করিবে। হাঁ, যদি এই গোছলের তায়াম্মুম পূর্বেই করিয়া থাকে, তবে অবশ্য নূতন তায়াম্মুম করার দরকার নাই; পূর্বের তায়াম্মুমই বাকী আছে।

৪৩। মাসআলা ঃ কাহারও হয়ত কাপড় বা শরীর নাপাক আছে, আর ওযূও নাই, কিন্তু পানি আছে অল্প, তবে ঐ পানির দ্বারা কাপড় এবং শরীর পাক করিবে, আর ওযূর জন্য তায়াম্মুম করিবে।

৪৪। মাসআলা ঃ অন্য কোথাও পানি নাই, একটি কূপে পানি আছে কিন্তু পানি বাহির করিবার কোন উপায় নাই; এমনকি, এমন কোন কাপড়ও নাই যে, তাহা ভিজাইয়া নিংড়াইয়া তদ্দ্বারা কাজ চালাইতে পারে, এরূপ অবস্থায় তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে।

৪৫। মাসআলা ঃ যে ওযরে তায়াম্মুম করিয়াছে তাহা যদি মানুষের পক্ষ হইতে হয়, যেমন, যদি জেলখানায় পানি না দেয় বা বলে যে, 'যদি তুই ওযূ করিস্ তবে তোকে হত্যা করিব' এই অবস্থায় তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িবে, কিন্তু পরে যখন ঐ ওযর চলিয়া যাইবে, তখন ঐ সমস্ত নামায পুনরায় পড়িতে হইবে; আর যদি ওযর খোদার তরফ হইতে হয়, তবে নামায দোহ্‌রাইতে হইবে না।

৪৬। মাসআলা ঃ একই স্থানের মাটিতে বা একই ঢিলায় যদি কয়েকজন তায়াম্মুম করে, তাহা দুরুস্ত আছে।

৪৭। মাসআলা ঃ ওযূর জন্য পানি কিংবা তায়াম্মুমের জন্য মাটিও না পায় যেমন, কেহ রেলগাড়ীতে বা জেলখানায় পানিও পায় না, পাক মাটিও পায় না, সে বিনা ওযূতে এবং বিনা তায়াম্মুমেই নামায পড়িবে, তবুও ওয়াক্তের নামায ছাড়িবে না; কিন্তু পরে যখন পানি পাইবে, তখন ওযূ করিয়া ঐ নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িবে।

৪৮। মাসআলা ঃ মোস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত পানি পাওয়ার আশা থাকিলে পানির জন্য শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম; যেমন, মোস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত কূপের পানি বাহির করার জন্য ডোল রশি পাওয়ার আশা থাকিলে অথবা রেলগাড়ী মোস্তাহাব ওয়াক্তের মধ্যে এমন

ষ্টেশনে পৌঁছিবে যেখানে পানি পাওয়ার আশা আছে, এইরূপ অবস্থায় মোস্তাহাব ওয়াক্ত পর্যন্ত দেরী করিয়া নামায পড়া উত্তম।

৪৯। মাসআলাঃ রেলগাড়ীতে পানি না পাওয়ার দরুন তায়াম্মুম করিল, পরে গাড়ী চলিবার সময় পানি দেখিল তাহাতে তায়াম্মুম টুটিবে না, কারণ সেই পানি পাওয়ার শক্তি তাহার নাই, যেহেতু চল্‌তি গাড়ী হইতে নামা সম্ভব নহে।

মোজার উপর মছ্‌হে

১। মাসআলাঃ ওযূ করিয়া যদি চামড়ার মোজা পরার পরে ওযূ টুটিয়া যায়, তবে আবার ওযূ করিবার সময় মোজার উপর মছ্‌হে করিয়া লওয়া দুরুস্ত। যদি মোজা খুলিয়া ফেলিয়া পা ধুইয়া নেয়, তবে সবচেয়ে ভাল।

২। মাসআলাঃ চামড়ার মোজা যদি এত ছোট হয় যে, টাখ্‌না (ছোট গিরা) ঢাকা যায় না, তবে সে মোজার উপর মছ্‌হে করা দুরুস্ত হইবে না। এইরূপ যদি বিনা ওযূতে চামড়ার মোজাই পরিয়া থাকে, তবে তাহার উপর মছ্‌হে করা দুরুস্ত হইবে না ; মোজা খুলিয়া পা ধুইতে হইবে।

৩। মাসআলাঃ শরয়ী সফর হালাতে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মছ্‌হে করিতে পারিবে ; আর সফর ব্যতীত (যেমন, বাড়ী থাকিয়া) এক দিন এক রাত পর্যন্ত মছ্‌হে করিতে পারিবে। আর যেই ওযূ করিয়া মোজা পরিয়াছে সেই ওযূর পর প্রথমে যখন ওযূ টুটিবে সেই সময় হইতে এক দিন এক রাত বা তিন দিন তিন রাতের হিসাব ধরা হইবে। যে সময় মোজা পরিয়াছে সে সময় হইতে হিসাব ধরা হইবে না। যেমন, হয়ত কেহ যোহরের সময় ওযূ করিয়া মোজা পরিল, তারপর সূর্যাস্তের সময় ওযূ টুটিল, তবে পরের দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত মছ্‌হে করিতে পারে, আর সফরের অবস্থায় তৃতীয় দিনের সূর্যাস্তের সময় পর্যন্ত মছ্‌হে করিতে পারিবে ; যখন সূর্য ডুবিয়া যাইবে, তখন আর মছ্‌হে করিতে পারিবে না।

৪। মাসআলাঃ গোছলের হাজত হইলে মোজা খুলিয়া ফেলিতে হইবে ; গোছলের সঙ্গে মোজার উপর মছ্‌হে করা চলিবে না।

৫। মাসআলাঃ পায়ের পিঠে মোজার উপর মছ্‌হে করিবে, পায়ের তলায় মছ্‌হে করিবে না।

৬। মাসআলাঃ মোজার উপর মছ্‌হে করিবার সময় হাতের আঙ্গুলগুলি পানিতে ভিজাইয়া পায়ের পাতার অগ্রভাগে রাখিবে যেন সম্পূর্ণ মোজার উপর আঙ্গুলগুলির চাপ পড়ে। অতঃপর হাতের পাতা শূন্য রাখিয়া ক্রমশঃ আঙ্গুলগুলি টানিয়া পায়ের টাখ্‌নার দিকে আনিবে। আর যদি হাতের পাতাসহ মোজার উপরে রাখিয়া টানিয়া আনে, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে।

৭। মাসআলাঃ যদি কেহ উল্টা মছ্‌হে করে অর্থাৎ, টাখ্‌নার দিক হইতে টানিয়া পায়ের আঙ্গুলের দিকে আনে তবুও মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে, কিন্তু এরূপ করা মোস্তাহাবের খেলাফ। যদি লম্বাভাবে মছ্‌হে না করিয়া মোজার চওড়া দিকে মছ্‌হে করে, তবুও মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে ; কিন্তু মোস্তাহাবের খেলাফ হইবে।

৮। মাসআলাঃ যদি শুধু মোজার তলার দিকে বা গোড়ালীর দিকে মছ্‌হে করে, তবে দুরুস্ত হইবে না।

৯। মাসআলাঃ আঙ্গুলগুলি সম্পূর্ণ না লাগাইয়া যদি কেবল আঙ্গুলের মাথা লাগাইয়া উপরের দিকে টানিয়া আনে, মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে না। কিন্তু যদি আঙ্গুল হইতে অনবরত পানি

ঝরিতে থাকে এমন কি, ঐ পানি বহিয়া তিন আঙ্গুল পরিমাণ মোজায় লাগিয়া যায়, তবে অবশ্য মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে।

১০। মাসআলা ঃ মছ্‌হের মোস্তাহাব হইল হাতের আঙ্গুলের ভিতর দিক দিয়া মছ্‌হে করিবে। আঙ্গুলের পিঠ দিয়া মছহে করাও দুরুস্ত আছে।

১১। মাসআলা ঃ কেহ হয়ত মোজার উপর মছ্‌হে করিল না, কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে বা শিশিরের মধ্যে হাটায় মোজা ভিজিয়া গেল, তবে ইহাতেই মছ্‌হে হইয়া যাইবে।

১২। মাসআলা ঃ হাতের তিন আঙ্গুল পরিমাণ স্থান প্রত্যেক মোজার উপর মছ্‌হে করা ফরয; ইহার কম মছ্‌হে করিলে দুরুস্ত হইবে না।

১৩। মাসআলা ঃ যে যে কারণে ওযূ টুটিয়া যায়, তাহাতে মছ্‌হেও টুটিয়া যায়। অতএব, উপরোক্ত মুদ্দতের মধ্যে ওযূর সঙ্গে সঙ্গে মছ্‌হে করিবে। মোজা খুলিলেও মছ্‌হে টুটিয়া যায়; সুতরাং যদি কাহারও ওযূ টুটিয়া না থাকে, কেবল মোজা খুলিয়া গিয়া থাকে, তবে তাহার মছ্‌হে টুটিয়া যাইবে, তখন শুধু উভয় পা ধুইয়া লইবে, আবার পুরা ওযূ করিতে হইবে না।

১৪। মাসআলা ঃ যদি একটি মোজা খুলিয়া থাকে, তবুও মছ্‌হে টুটিয়া যাইবে; এখন অপরটিও খুলিয়া উভয় পা ধোয়া ওয়াজিব হইবে।

১৫। মাসআলা ঃ মছ্‌হের মুদ্দত পুরা হইয়া গেলেও মছ্‌হে টুটিয়া যায়। সুতরাং যদি ওযূ না টুটিয়া থাকে, আর মছ্‌হের মুদ্দত শেষ হইয়া যায়, তবে মোজা খুলিয়া শুধু পা দুইখানি ধুইয়া লইবে; পুরা ওযূ করিতে হইবে না। আর যদি ওযূ টুটিয়া যাইয়া থাকে, তবে মোজা খুলিয়া সম্পূর্ণ ওযূ করিবে।

১৬। মাসআলা ঃ মোজার উপর মছ্‌হে করার পর কোথাও পানির মধ্যে পা পড়িয়া গিয়াছে, ঢিলা থাকার কারণে মোজার ভিতরে পানি ঢুকিয়া সম্পূর্ণ পা বা পায়ের অর্ধেকের বেশী ভিজিয়া গিয়াছে, এ রকম অবস্থা হইলেও মছ্‌হে টুটিয়া যাইবে, উভয় পায়ের মোজা খুলিয়া ভালরূপে পা ধুইতে হইবে।

১৭। মাসআলা ঃ মোজা এত ছিঁড়িয়া গিয়াছে যে, হাঁটিবার সময় পায়ের ছোট আঙ্গুলের তিন আঙ্গুল পরিমাণ খুলিয়া যায়, এমতাবস্থায় মোজার উপর মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে না। আর যদি উহা অপেক্ষা কম খোলে তবে মছ্‌হে দুরুস্ত আছে।

১৮। মাসআলা ঃ মোজার সেলাই খুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু পা দেখা যায় না, মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে। যদি হাঁটিবার সময় তিন আঙ্গুল পরিমাণ পা দেখা যায়, কিন্তু দাঁড়ান থাকিলে পা দেখা যায় না, তবে মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে না।

১৯। মাসআলা ঃ একটা মোজা এতটুকু ছেঁড়া যে, ইহাতে দুই আঙ্গুল পরিমাণ পা দেখা যায়, আর অপরটির এক আঙ্গুল পরিমাণ দেখা যায়, তবে মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে। একটা মোজারই কয়েক জায়গা ছেঁড়া, কিন্তু সব মিলাইয়া তিন আঙ্গুল পরিমাণ হয়, তবে মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে না। যদি সব ছেঁড়া মিলাইয়াও তিন আঙ্গুল পরিমাণ না হয়, তবে মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে।

২০। মাসআলা ঃ কেহ বাড়ীতে মছ্‌হে করা শুরু করিয়াছে, কিন্তু এক দিন এক রাত পুরা হওয়ার পূর্বেই সফরে গিয়াছে; তবে এখন সে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মছ্‌হে করিতে পারিবে। আর যদি সফর শুরু করার পূর্বেই এক দিন এক রাত গুযারিয়া থাকে, তবে মুদ্দত পুরা হইয়া গিয়াছে, এখন আর মছ্‌হে করিতে পারিবে না। পা ধুইয়া আবার মোজা পরিতে হইবে।

২১। মাসআলাঃ কেহ সফরে থাকাকালে মছ্‌হে করা শুরু করিয়াছিল, এখন বাড়ী আসিয়া যদি এক দিন একরাত হইয়া যায়, তবে মোজা খুলিয়া ফেলিবে, আর মছ্‌হে করিতে পারিবে না। যদি এক দিন এক রাতও না হইয়া থাকে, তবে এক দিন এক রাত পর্যন্ত মছ্‌হে করিতে পারিবে, ইহার বেশী পারিবে না।

২২। মাসআলাঃ কাপড়ের মোজার উপর যদি চামড়ার মোজা পরিয়া থাকে, তবুও মছ্‌হে জায়েয হইবে।

২৩। মাসআলাঃ কাপড়ের মোজার উপর মছ্‌হে করা জায়েয নহে, কিন্তু যদি কাপড়ের মোজার উপর চামড়া লাগাইয়া লয় বা অন্ততঃ পুরুষের জুতার পরিমাণ চামড়া লাগাইয়া লয়, অথবা যদি কাপড়ের মোজা এমন শক্ত ও মোটা হয় যে, বাঁধা ছাড়াই পায়ে দাঁড়াইয়া থাকে এবং পায়ে দিয়া তিন চারি মাইল পথ হাঁটা যাইতে পারে এই সব ছুরতে কাপড়ের মোজার উপর মছ্‌হে করা দুরুস্ত হইবে।

২৪। মাসআলাঃ বোরকা এবং হাত-মোজার উপর মছ্‌হে করা জায়েয নহে।

২৫। মাসআলাঃ বুটজুতা যদি পাক হয় এবং ফিতা দ্বারা খুব আঁটিয়া বাঁধা হয় যাহাতে টাখ্‌না পর্যন্ত পা ঢাকা থাকে তবে যেমন চামড়ার মোজার উপর মছ্‌হে করা জায়েয আছে তদ্রূপ বুটজুতার উপরও মছ্‌হে করা জায়েয আছে।

২৬। মাসআলাঃ যাহার উপর গোছল ফরয হইয়াছে, তাহার পক্ষে চামড়ার মোজার উপর মছ্‌হে করা জায়েয নহে।

২৭। মাসআলাঃ মা'যূর যদি মছ্‌হে করে, তবে ওয়াক্ত গুযারিয়া গেলে যেমন তাহার ওযূ টুটিয়া যাইবে তদ্রূপ তাহার মছ্‌হে টুটিয়া যাইবে। ওযূ করিবার সময় তাহার মোজা খুলিয়া পাও ধুইতে হইবে। কিন্তু যদি ওযূ করিবার সময় এবং মোজা পরিবার সময় কোন ওযর না থাকে, তবে অন্যান্য সুস্থ লোকের ন্যায় সেও মছ্‌হে করিতে পারিবে।

২৮। মাসআলাঃ যদি কোন প্রকারে চামড়ার মোজার মধ্যে পানি প্রবেশ করিয়া পায়ের অধিকাংশ স্থান ধোয়া হইয়া থাকে, তবে তাহার মছ্‌হে করা চলিবে না, মোজা খুলিয়া পা ধুইতে হইবে।

শরমের মাসায়েল

যে সব কারণে ওযূ টুটিয়া যায়ঃ

২২। মাসআলাঃ স্বামীর হাত লাগার দরুন বা স্বামীর চিন্তা করায় যদি সামনের রাস্তা দিয়া এক প্রকার পানির মত বাহির হয়—যাহাকে মযী বলে—তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে।

২৩। মাসআলাঃ রোগের (প্রদর বা প্রমেহ রোগের) কারণে সামনের রাস্তা দিয়া এক প্রকার বিজলা পানির মত বাহির হয়, ইহাতে ওযূ টুটিয়া যায়।

২৪। মাসআলাঃ পেশাব বা মযীর ফোঁটা ছিদ্র হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখনও যে চামড়া উপরে থাকে তাহার ভিতরে আছে, তবু ওযূ টুটিয়া যাইবে; কেননা, ওযূ টুটিবার জন্য উপরের চামড়া হইতে বাহিরে আসা যরূরী নহে।

২৫। মাসআলাঃ স্বামীর পেশাবের জায়গা স্ত্রীর পেশাবের জায়গার সঙ্গে মিলিত হইলেই (কিছু বাহির হউক বা না হউক) ওযূ টুটিয়া যায় (যদি উভয়ের মধ্যে কাপড় চোপড় কিছু আড়

না থাকে)। এমনিভাবে যদি দু'জন স্ত্রীলোক স্ব স্ব যোনিদার একত্রিত করে, তবুও ওযূ টুটিয়া যাইবে, কিছু নির্গত হউক বা না হউক। কিন্তু উহা অতিশয় গুনাহ্ এবং অন্যায় কাজ।

গোছলের মাসায়েল

১০। মাসআলা ঃ গোছলের সময় পেশাবের জায়গার উপরের চামড়ার ভিতর পানি পৌঁছান ফরয। যদি পানি না পৌঁছে, তবে গোছল হইবে না।

যে সব কারণে গোছল ওয়াজিব হয় ঃ

১। মাসআলা ঃ নিদ্রিত অবস্থায় হউক বা জাগ্রত অবস্থায় হউক যৌবনের জোশের সঙ্গে যদি মনী বাহির হয়, তবে গোছল ওয়াজিব হয়। স্বামীর হাত লাগার কারণে বাহির হউক বা শুধু চিন্তা করার কারণে বা অন্য কোন কারণেই হউক না কেন, জোশের সঙ্গে মনী বাহির হইলেই গোছল ওয়াজিব হইবে।

২। মাসআলা ঃ ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিল, কাপড়ে ও শরীরে লাসা ও মনী লাগিয়া রহিয়াছে, তবে কোন বদখাব দেখিয়া থাকুক বা না থাকুক গোছল করিতে হইবে।

জওয়ানির জোশের সময় প্রথমে যে পানি বাহির হয় এবং যাহা বাহির হইলে জোশ কমে না বরং আরও বাড়ে তাহাকে 'মযী' বলে। আর খুব স্ফুর্তি এবং মযা লাগিয়া অতঃপর যে পানি বাহির হয় তাহাকে 'মনী' বলে। মযী ও মনীর পার্থক্য বুঝার ইহাই উপায় যে, মনী বাহির হইয়া গেলে আগ্রহ কমিয়া যায় এবং জোশ ঠাণ্ডা হইয়া যায়। আর মযী বাহির হইলে তাহাতে জোশ কমে না বরং বাড়ে। আর ইহাও এক পার্থক্য যে, মযী পাতলা হয় এবং মনী অপেক্ষাকৃত গাঢ় হয়। তবে শুধু মযী বাহির হইলে তাহাতে গোছল ওয়াজিব হয় না, ওযূ টুটিয়া যায়।

৩। মাসআলা ঃ স্বামীর পেশাবের জায়গার শুধু অগ্রভাগ অর্থাৎ, খতনার জায়গাটুকু মাত্র ভিতরে ঢুকিলেই গোছল ওয়াজিব হইয়া যায়, যদিও কিছুই বাহির না হয়। যেমন সামনের রাস্তার এই হুকুম, সেই রকম যদি কোন পাপিষ্ঠ পিছনের রাস্তায় (মহাহারাম হওয়া সত্ত্বেও) ঢুকায়, তবুও মনি বাহির হউক বা নাই হউক শুধু খতনার জায়গাটুকু ঢুকিবামাত্রই গোছল ওয়াজিব হইবে। স্মরণ থাকে যে, কোন পাপাচারী স্বামী যদি পিছের রাস্তায় ঢুকাইতে চায়, তবে কিছুতেই ঢুকাইতে দিবে না; কেননা, এরকম করাতে উভয়ই মহাপাপী হয়।

৪। মাসআলা ঃ সামনের রাস্তা দিয়া মাসে মাসে যে রক্ত আসে উহাকে হায়েয বলে। যখন এই রক্ত বন্ধ হইয়া যায়, তখন গোছল ওয়াজিব হয়। সন্তান প্রসবের পরে যে রক্ত পড়ে তাহাকে নেফাস বলে। এই রক্ত বন্ধ হওয়ার সময়ও নেফাসের গোছল ওয়াজিব হয়। সারকথা এই যে, চারি কারণে গোছল ওয়াজিব হয়। (১) জোশের সঙ্গে মনী বহির হইলে। (২) স্বামীর বিশেষ স্থানের অগ্রভাগ ভিতরে ঢুকিলে। (৩) হায়েয এবং (৪) নেফাসের রক্ত বন্ধ হইলে।

৫। মাসআলা ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের সঙ্গে যদি ছোহ্বত করা হইয়া থাকে, তবে তাহার উপর গোছল ফরয নহে বটে, কিন্তু অভ্যাস করানোর জন্য গোছল করান উচিত।

৬। মাসআলা ঃ স্বপ্নে দেখিল যে, স্বামীর সঙ্গে ছোহ্বত করিতেছে এবং মযাও পাইয়াছে, কিন্তু সজাগ হইয়া দেখে যে মনী বাহির হয় নাই, তবে গোছল ওয়াজিব হইবে না; কিন্তু যদি মনী বাহির হইয়া থাকে, তবে অবশ্য গোছল ওয়াজিব হইবে। আর যদি কাপড় বা শরীর কিছু ভিজা ভিজা বোঁধ হয়, কিন্তু মনে হয় যে, ইহা মযী-মনী নহে; তবুও গোছল ওয়াজিব হইবে।

৭। মাসআলাঃ সামান্য কিছু মনী বাহির হইয়াছে, আর গোছল করিয়া ফেলিয়াছে, গোছল করার পর আবার মনী বাহির হইয়াছে, তবে আবার গোছল করিতে হইবে। কিন্তু যদি গোছল করার পর স্বামীর যে মনী রেহেমের ভিতর চলিয়া গিয়াছিল সেই মনী বাহির হয়, (আর সঠিক চিনিতে পারে যে, তাহার স্বামীর মনী) তবে আবার গোসল ওয়াজিব হইবে না, পূর্বের গোছল দুরুস্ত হইয়াছে।

৮। মাসআলাঃ কোন কারণে হয়ত মনী বাহির হয়, কিন্তু জোশ এবং খাহেশ মাত্রও থাকে না, তবে গোছল ওয়াজিব হইবে না ; কিন্তু ওযূ টুটিয়া যাইবে।

৯। মাসআলাঃ স্বামী-স্ত্রী একত্রে শুইয়াছিল, সজাগ হইয়া কাপড়ে মনী দেখিতে পাইল ; অথচ কাহারও মনে নাই যে, স্বপ্নে কিছু দেখিয়াছে কি না, তবে উভয়ের গোছল করিতে হইবে। কেননা, তাহাদের জানা নাই যে, ইহা কাহার মনী।

১০। মাসআলাঃ বিধর্মী মুসলমান হইলে তাহার গোছল করা মোস্তাহাব।

১১। মাসআলাঃ মোর্দাকে গোছল করাইয়া গোছল করা মোস্তাহাব।

১২। মাসআলাঃ গোছলের হাজত হওয়ার পর গোছলের পূর্বেই যদি কিছু খাইতে চায়, তবে হাত মুখ ধুইয়া এবং কুল্লি করিয়া পরে খাইবে। আর যদি কেহ এ রকম না করিয়াও খায়, তবে গোনাহ্গার হইবে না।

১৩। মাসআলাঃ যাহার গোছলের হাজত হইয়াছে তাহার জন্য কোরআন শরীফ ছোঁয়া বা পড়া এবং মসজিদে ঢোকা নিষিদ্ধ ; কিন্তু আল্লাহ্র নাম লওয়া, কলেমা পড়া, দুরূদ শরীফ পড়া জায়েয।

১৪। মাসআলাঃ বে-ওযূ এবং বে-গোছলে কোরআনের তফ্সীর ছোঁয়া মক্রূহ ; আর তর্জমাওয়ালা কোরআন শরীফ ছোঁয়া বিলকুল হারাম।

১৫। মাসআলাঃ বে-ওযূ অবস্থাকে "হদছে আছগার" অর্থাৎ ছোট নাপাকী বলে এবং গোছল ফরয হওয়ার অবস্থাকে "হদছে আকবর" অর্থাৎ বড় নাপাকী বলে।

১৬। মাসআলাঃ হদছে আছগার দূর করিবার জন্য ওযূ করিতে হয় এবং হদছে আকবর দূর করিবার জন্য গোছল করিতে হয়।

চারি কারণে গোছল ফরয হয়ঃ

প্রথম কারণঃ মনী অর্থাৎ, বীর্য শরীর হইতে উত্তেজনার সহিত বাহির হইলে গোছল ফরয হয়—মনী স্বাভাবিক উপায়ে বাহির হউক বা অস্বাভাবিক উপায়ে বাহির হউক জাগ্রত অবস্থায় বাহির হউক বা নিদ্রিত অবস্থায়, স্বপ্নদোষ হইয়া বাহির হউক বা স্ত্রী সহবাসে, হালালভাবে বাহির হউক অথবা অন্য কোন হারাম ও নাজায়েয ও অসদুপায়ে বা কুকল্পনা, কুকর্ম, কিম্বা হস্তমৈথুন ইত্যাদি দ্বারা বাহির হউক। ফলকথা, মনী মানুষের শরীরের রাজা, এই রাজাই মানুষ জন্মাইবার বীজ, এই বীজের যদি সদ্ব্যবহার করিয়া স্ত্রী-গর্ভে বপন করে তবুও গোছল ফরয হইবে, আর যদি কেহ মহাপাপী হইয়া স্বীয় স্বাস্থ্য, শরীর এবং ঈমান নষ্ট করিয়া হস্তমৈথুন, কুকল্পনা, পুংমৈথুন, গুহ্যদ্বারে প্রবেশ, ব্যভিচার ইত্যাদি দ্বারা এই বীজের অপব্যবহার করে, তবুও গোছল ফরয হইবে। যদি স্বপ্নেও এই বীজ নষ্ট হয়, তবুও গোছল ফরয হইবে।

দ্বিতীয় কারণঃ স্ত্রী-সহবাস করিলে তো স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপর গোছল ফরয হয়ই, এমন কি, যদি কেহ স্ত্রী-সহবাস করিতে উদ্যত হয় এবং পূর্ণ সহবাস না-ও করে, কিন্তু উভয়ের

লিঙ্গদ্বয়ের খতনার স্থান মিলিত হয়, তখন মনী বাহির না হওয়া সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপর গোছল ফরয হইবে।

তৃতীয় কারণঃ স্ত্রীলোকের হায়েয (মাসিক ঋতুস্রাব) হইলে যখন রক্ত বন্ধ হইবে, তখন পাক হওয়ার জন্য এবং নামায পড়ার জন্য গোছল ফরয হইবে। ইহার বিস্তৃত মাসায়েল হায়েযের বয়ানে বর্ণিত হইয়াছে, তথায় দেখিয়া লইবেন।

চতুর্থ কারণঃ স্ত্রীলোকের নেফাছ হইলে অর্থাৎ, সন্তান হওয়ার পর যে রক্তস্রাব হয় সেই রক্তস্রাব বন্ধ হইলে পাক হওয়ার জন্য এবং নামায পড়ার জন্য গোছল ফরয হইবে। ইহারও বিস্তারিত মাসায়েল নেফাছের বয়ানে বর্ণিত হইয়াছে, তথায় দেখিয়া লইবেন।

১৭। মাসআলাঃ শরীরে উত্তেজনা আসিয়া মনী বাহির হইতে থাকিলে যদি চাপিয়া রাখে এবং পরে উত্তেজনা চলিয়া গেলে মনী বাহির হয়, তবুও যখন মনী বাহির হইবে, তখন গোছল ফরয হইবে।

১৮। মাসআলাঃ ঘুম হইতে উঠিয়া কেহ কাপড়ে ভিজা বা শুক্‌না দাগ দেখিলে স্বপ্ন দেখা স্মরণ থাকুক বা না থাকুক, তাহার উপর গোছল ফরয হইবে। এমন কি ঐ দাগ বা ভিজা, মনী কি মযী, এ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, তবুও গোছল করিতে হইবে।

১৯। মাসআলাঃ যদি কাহারও খতনার সুন্নত আদায় না হইয়া থাকে এবং মনী বাহির হইয়া ঐ চামড়ার মধ্যে আটকিয়া থাকে, তবুও গোছল ফরয হইবে।

২০। মাসআলাঃ পাপিষ্ঠ পুরুষ যেমন অসদুপায়ে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া শরীরের রাজা নষ্ট করিলে পাপীও হইবে গোছলও ফরয হইবে, তদ্রূপ কোন পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোকও যদি অসদুপায়ে অঙ্গুলি ইত্যাদি শরমগাহের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া কৃত্রিম উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তবে মনী বাহির হউক বা না হউক সেও পাপিষ্ঠা হইবে এবং তাহার উপর গোছল ফরয হইবে।

গোছল ফরয হয় নাঃ

১। মাসআলাঃ যদি কোন রোগের কারণে ধাতু পাতলা হইয়া বা কোন আঘাত লাগিয়া বিনা উত্তেজনায় ধাতু নির্গত হয়, তবে তাহাতে গোছল ফরয হয় না।

২। মাসআলাঃ স্বামী-স্ত্রী শুধু লিঙ্গ স্পর্শ করিয়া যদি ছাড়িয়া দেয়, কিছুমাত্র ভিতরে প্রবেশ না করায় এবং মনীও বাহির না হয়, তবে তাহাতে গোছল ফরয হয় না।

৩। মাসআলাঃ শুধু মযী বাহির হইলে তাহাতে কেবল ওযূ টুটিবে, গোছল ফরয হয় না।

৪। মাসআলাঃ ঘুম হইতে উঠার পর যদি স্বপ্ন ইয়াদ থাকে, কাপড়ে কোনকিছু না দেখা যায়, তবে তাহাতে গোছল ফরয হয় না।

৫। মাসআলাঃ পায়খানার রাস্তায় ঢুস-যন্ত্র লাগাইয়া যে পায়খানা করান হয়, তাহাতে গোছল ফরয হয় না।

৬। মাসআলাঃ মেয়েলোকের যে খুন জারী হয়, তাহা তিন প্রকারঃ হায়েয, নেফাস এবং এস্তেহাযা। হায়েয ও নেফাসের খুন রেহেম অর্থাৎ জরায়ু হইতে আসে, তাহাতে গোছল ফরয হয়; কিন্তু এস্তেহাযার খুন রেহেম হইতে আসে না, রোগ বশতঃ অন্য কোন রগ হইতে আসে, তাহাতে গোছল ফরয হয় না। এস্তেহাযার খুন চিনিবার উপায় এস্তেহাযার মাসায়েল দেখিয়া লইবেন।

ওয়াজিব গোছল ঃ

১। মাসআলা ঃ যদি কেহ নূতন মুসলমান হয় এবং কাফির হালাতে গোছল ফরয হইয়া থাকে, অথচ গোছল করে নাই, অথবা শরীঅত মত গোছল না করিয়া থাকে, তবে তাহার উপর গোছল ওয়াজিব হইবে।

২। মাসআলা ঃ যদি কেহ পনর বৎসর বয়সের পূর্বে বালেগ হয় অর্থাৎ, এহ্‌তেলাম বা স্বপ্নদোষ হয়, তাহার প্রথম এহ্‌তেলামের জন্য গোছল করা ওয়াজিব; কিন্তু তাহার পরে যে এহ্‌তেলাম হয় তাহাতে গোছল ফরয হইবে।

৩। মাসআলা ঃ মৃত মুসলমানকে গোছল দেওয়া জীবিত মুসলমানদের উপর 'ফরযে কেফায়া'।

সুন্নত গোছল ঃ

১। মাসআলা ঃ (১) জুমু'আর নামাযের জন্য। (২) ঈদের নামাযের জন্য। (৩) হজ্জ অথবা ওমরার এহ্‌রাম বাঁধার জন্য (৪) আর্‌ফার ময়দানে হজ্জ করিবার জন্য গোছল করা সুন্নত।

মোস্তাহাব গোছল ঃ

১। মাসআলা ঃ ইসলাম গ্রহণ করিবার জন্য গোছল করা মোস্তাহাব (যদিও সম্পূর্ণ পাক অবস্থায় থাকে)।

২। মাসআলা ঃ ছেলে বা মেয়ে যদি বালেগ হওয়ার কোন আলামত যাহের না হয়, অথচ পনর বৎসর পূর্ণ হইয়া যায়, তবে পনর বৎসর পূর্ণ হওয়া মাত্রই বালেগ ধরা হইবে; তখন তাহার গোছল করা মোস্তাহাব হইবে।[১]

৩। মাসআলা ঃ মোর্‌দাকে যাহারা গোছল দেওয়াইবে, গোছল দেওয়াইয়া পরে নিজেদের গোছল করা মোস্তাহাব।

৪। মাসআলা ঃ শবে বরাতে এবং ৫। শবে ক্বদরের (রাত্রে) গোছল করা।

৬-৭। মাসআলা ঃ মদীনা শরীফ এবং মক্কা শরীফের শহরে প্রবেশ করিবার সময় গোছল করা মোস্তাহাব।

৮। মাসআলা ঃ মোয্‌দালিফাতে ওকূফ করিবার সময় ১০ই যিল্‌-হজ্জ ছোব্‌হে ছাদেকের পর গোছল করা। ৯। হজ্জের তওয়াফের জন্য এবং ১০। হজ্জের সময় মিনায় রমী করিবার জন্য, ১১। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ এবং বৃষ্টির নামায পড়িবার জন্য গোছল করা মোস্তাহাব।

১২। মাসআলা ঃ বিপদকালে নামায পড়িবার জন্য, ১৩। তওবার নামায পড়িবার জন্য এবং ১৪। সফর হইতে বাড়ী আসিয়া গোছল করা মোস্তাহাব।

১৫। মাসআলা ঃ কোন ভাল মাহ্‌ফিলে যাইবার সময় এবং নূতন কাপড় পরিবার সময় গোছল করা মোস্তাহাব।

১৬। মাসআলা ঃ যদি কাহারও প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়, তবে তাহার পক্ষে গোছল করিয়া দুই রাকা'আত নামায পড়া মোস্তাহাব।

টিকা

১ ছেলে বালেগ হওয়ার আলামত এহ্‌তেলাম এবং মেয়ে বালেগ হওয়ার আলামত হায়েয। বালেগ হওয়ার পরই শরীঅতের সমস্ত হুকুম বর্তিবে। আর যেখানে এই আলামত না পাওয়া যাইবে সেখানে পনর বৎসর পূর্ণ হইলে আর অলামতের অপেক্ষা করা যাইবে না। পনর বৎসর পূর্ণ হওয়া মাত্রই বালেগ ধরা হইবে। কিন্তু পনর বৎসর সৌর মাস হিসাবে ৩৬৫ দিনের বৎসর নয়, চন্দ্র মাস হিসাবে ৩৫৫ দিনের বৎসর হিসাব করিবে। —অনুবাদক

বে-গোছল অবস্থার হুকুম

১। **মাসআলা ঃ** যাহার উপর গোছল ফরয হইয়াছে, বে-গোছল অবস্থায় তাহার কোরআন শরীফ স্পর্শ করা, কোরআন শরীফ পাঠ করা, মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। অর্থাৎ, জানাবাতের অবস্থায় এবং হায়েয-নেফাসের অবস্থায় কোরআন শরীফ পাঠ করা, স্পর্শ করা, মসজিদে প্রবেশ করা হারাম; অবশ্য যদি কাহারও মসজিদে পা রাখিবার একান্ত প্রয়োজন হয়, যেমন হয়ত মসজিদের হুজরা হইতে বাহির হইবার পথই মসজিদের ভিতর দিয়া, তাছাড়া অন্য কোন পথ নাই, অথবা কেহ হয়ত অন্য কোথাও জায়গা না পাইয়া ঠেকাবশতঃ মসজিদে নিজের বিছানায় শুইয়াছিল, রাত্রে এহ্‌তেলাম হইয়া গিয়াছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তায়াম্মুম করিয়া বাহিরে গিয়া গোছল করিবে।

২। **মাসআলা ঃ** ঈদ্‌গাহ, খান্‌কাহ্‌, মাদ্রাসাহ্‌, কবরস্তান ইত্যাদিতে বিনা গোছলে প্রবেশ করা অথবা কোন মুসলমানের সহিত মোলাকাত বা মোছাফাহা করা হারাম নহে।

৩। **মাসআলা ঃ** হায়েয এবং নেফাছ অবস্থায় সহবাস করা হারাম এবং স্বামীর জন্যও নিজ স্ত্রীর নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত দেখা বা স্পর্শ করা হারাম।

৪। **মাসআলা ঃ** হায়েয-নেফাছের অবস্থায় স্ত্রীর হাতের পানি পাক; একত্রে খাওয়া বা এক গ্লাসের পানি পান করা বা এক সঙ্গে ভাত খাওয়া বা চুম্বন করা বা কাপড়ের উপর দিয়া আলিঙ্গন করা বা নাভীর উপরের শরীর বা হাঁটুর নীচের শরীর স্পর্শ করা বা কাপড় আঁটিয়া পরিয়া এক বিছানায় শয়ন করা নাজায়েয নহে; বরং নাজায়েয মনে করা গুনাহ্‌। এই অবস্থায় আল্লাহ্‌র কালাম পড়া নাজায়েয; কিন্তু কলেমা শরীফ বা দুরূদ শরীফ পড়া, আল্লাহ্‌র যিকির করা নাজায়েয নহে।

৫। **মাসআলা ঃ** ঘুম হইতে উঠিয়া যদি পুরুষাঙ্গকে উত্তেজিত অবস্থায় পায় এবং স্বপ্নদোষ না হইয়া থাকে শুধু পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে কিছু মযী পাওয়া যায়, কাপড়ে বা শরীরে কোন দাগ বা ভিজা না পাওয়া যায়, তবে গোছল ফরয হইবে না। আর যদি কাপড়ে বা শরীরে দাগ বা ভিজা পায় তবে গোছল ফরয হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এক পরিষ্কার বিছানায় শুইয়াছিল। ঘুম হইতে উঠিয়া বিছানায় দাগ দেখিতে পাইল, কিন্তু কাহারও স্বপ্নদোষের কথা মনে নাই বা কাহার মনী তাহাও ঠিক করিতে পারে না, এমতাবস্থায় উভয়ের গোছল করিতে হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** ফরয গোছল আদায়কালে যদি বেপর্দা না হইয়া কোন উপায় না থাকে তবে পুরুষ সমাজে পুরুষ এবং স্ত্রী সমাজে স্ত্রী বেপর্দা হইয়া গোছল করিবে। কিন্তু পুরুষ সমাজে স্ত্রী বা স্ত্রী সমাজে পুরুষ উলঙ্গ হইবে না, তখন তায়াম্মুম করিবে।

বে-ওযূ অবস্থার মাসায়েল

১। **মাসআলা ঃ** বিনা ওযূতে কোরআন শরীফ অথবা ছিপারা স্পর্শ করা মক্‌রূহ তাহ্‌রীমী। এরূপে কোরআন অথবা ছিপারার কোন পাতা এবং জিল্‌দ স্পর্শ করাও মক্‌রূহ তাহ্‌রীমী। পাতার যে যে স্থানে লেখা না থাকে সে সে স্থানে স্পর্শ করাও মাকরূহ তাহ্‌রীমী। কিন্তু অন্য কোন

কিতাবের কোন পাতায় যদি কোরআনের কোন আয়াত অথবা আয়াতের অংশ লেখা থাকে, তবে কোরআনের আয়াতটুকু স্পর্শ করা জায়েয নহে; সেইটুকু বাদ দিয়া অন্য জায়গা স্পর্শ করা জায়েয আছে।

২। **মাসআলা**ঃ বিনা ওযূতে কোরআনের আয়াত স্পর্শ করা যেমন মাক্রূহ্ তদ্রূপ হাতের দ্বারা লেখাও মাকরূহ্।

৩। **মাসআলা**ঃ না-বালেগ ছেলে-মেয়েরা যদিও মোকাল্লাফ নহে, কিন্তু তাহাদিগকেও ওযূ করিয়া ছিপারা কোরআন শরীফ ধরিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত এবং ওযূ টুটিয়া গেলে পুনরায় ওযূ করার তালীম দেওয়া উচিত।

৪। **মাসআলা**ঃ হাদীস, তফসীর, ফেকাহ্ ও তাসাওওফের কিতাব ওযূ করিয়া ধরাই উত্তম। কিন্তু এই সব কিতাবে কোরআনের আয়াত লেখা থাকিলে তাহাও বিনা ওযূতে স্পর্শ করিলে গোনাহ্ হইবে, তাছাড়া অন্য জায়গা স্পর্শ করিলে গোনাহ্ হইবে না, আদবের খেলাফ হইবে।

৫। **মাসআলা**ঃ ইঞ্জীল, তৌরাত ইত্যাদি মনছুখ আসমানী কিতাবগুলিও বিনা ওযূতে স্পর্শ করা দুরুস্ত নহে।

৬। **মাসআলা**ঃ ওযূ করার পর যদি সন্দেহ হয় যে, কোন একটি অঙ্গ যেন ধোয়া হয় নাই, তবে সন্দেহ দূর করিবার জন্য সেই অঙ্গটি ধুইয়া লইলেই চলিবে। কিন্তু যদি কাহারও প্রায়ই অনর্থক এইরূপ অছঅছা হয়, তবে সে অছঅছার কোন এ'তেবার করা উচিত নহে। ওযূ ঠিক হইয়াছে মনে করা উচিত।

৭। **মাসআলা**ঃ মসজিদের ভিতর ওযূ-গোছলের পানি অথবা কুল্লির পানি ফেলা দুরুস্ত নহে।

৮। **মাসআলা**ঃ পেশাব-পায়খানার পর অথবা বায়ু নির্গত হইলে অথবা ঘুম হইতে উঠিয়া তৎক্ষণাৎ ওযূ করিয়া লওয়া ভাল; কিন্তু না করিলে গোনাহ্গার হইবে না।

আহকামে শরা'র শ্রেণীবিভাগ

শরীঅতে যতগুলি হুকুম আছে, তাহা মোট ৮ ভাগে বিভক্ত। যথাঃ—১। ফরয, ২। ওয়াজিব, ৩। সুন্নত, ৪। মোস্তাহাব, ৫। হারাম, ৬। মাক্রূহ্ তাহ্রীমী, ৭। মাকরূহ্ তান্যিহী, ৮। মোবাহ বা জায়েয।

১। যে কাজে খোদার তরফ হইতে সুনিশ্চিতরূপে করিবার আদেশ করা হইয়াছে তাহাকে 'ফরয' বলে। ফরয কাজ যে না করিবে দুন্ইয়াতে তাহাকে ফাছেক বলা হইবে এবং আখেরাতে সে শাস্তির উপযুক্ত হইবে। ফরয অস্বীকারকারী কাফের।

ফরয কাজ যথাঃ কলেমা, নামায, রোযা, যাকাৎ, হজ্জ, অঙ্গীকার (ওয়াদা) পালন করা, আমানতের হেফাযত করা, সত্য কথা বলা, রুযী হালাল খাওয়া, এল্মে-দ্বীন শিক্ষা করা, তবলীগ করা, জেহাদ করা ইত্যাদি।

ফরয দুই প্রকার, যথাঃ—ফরযে-আয়েন ও ফরযে-কেফায়া।

ফরযে-আয়েন উহাকে বলে—যে কাজ প্রত্যেক বালেগ বুদ্ধিমান নর-নারীর উপর সমভাবে ফরয। যেমন, পাঞ্জেগানা নামায পড়া, আবশ্যক পরিমাণ এল্মে-দ্বীন শিক্ষা করা, জুমু'আর নামায পড়া ইত্যাদি।

ফরযে কেফায়া উহাকে বলে, যাহা কতক লোক পালন করিলে সকলেই গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া যাইবে; কিন্তু যদি কেহই পালন না করে, তবে সকলেই ফরয তরকের জন্য গোনাহ্গার হইবে, আর যাহারা পালন করিবে তাহারা ফরযেরই ছওয়াব পাইবে যেমন, জানাযার নামায পড়া, মৃত ব্যক্তিকে কাফন-দাফন করা, আবশ্যক পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত এল্মে-দ্বীন শিক্ষা করা, ইসলাম প্রচার করা, ইস্লামী খেলাফত স্থাপন করা, ইস্লামী নেযাম রক্ষার্থে ইমাম বা আমীরুল মু'মিনীন নিযুক্ত করা ইত্যাদি।

২। ওয়াজিব কাজ ফরযের মত অবশ্য কর্তব্য। ফরয তরক করিলে যেমন ফাছেক ও গোনাহ্গার হইতে হইবে এবং শাস্তির উপযুক্ত হইবে, ওয়াজিব তরক করিলেও তদ্রূপ ফাছেক ও গোনাহ্গার হইতে হইবে এবং শাস্তির উপযুক্ত হইবে। শুধু পার্থক্য এতটুকু যে, ফরয অস্বীকার করিলে কাফের হইবে, কিন্তু ওয়াজিব অস্বীকার করিলে কাফের হইবে না, ফাছেক হইবে। যেমন, বেতরের নামায পড়া,' কোরবানী করা, ফেৎরা দেওয়া ইত্যাদি।

৩। যে কাজ হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁহার আছ্হাবগণ করিয়াছেন, তাহাকে "সুন্নত" বলে। সুন্নত দুই প্রকারঃ সুন্নতে মোয়াক্কাদা এবং সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদা। যে কাজ রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা তাঁহার আছ্হাবগণ সব সময় করিয়াছেন, বিনা ওযরে কোন সময় ছাড়েন নাই, উহাকে সুন্নতে মোয়াক্কাদা বলে; যেমন আযান, এক্কামত, খতনা, নেকাহ ইত্যাদি। সুন্নতে মোয়াক্কাদা আমলের দিক দিয়া ওয়াজিবেরই মত; অর্থাৎ, যদি কেহ বিনা ওযরে সুন্নতে মোয়াক্কাদা ত্যাগ করে অথবা তরক করার অভ্যাস করে, তবে সে ফাসেক ও গোনাহ্গার হইবে এবং হযরতের খাছ শাফাআত হইতে বঞ্চিত থাকিবে; কিন্তু ওয়াজিব তরকের গোনাহ্ অপেক্ষা কম গোনাহ্ হইবে এবং কখনও ওযরবশতঃ ছুটিয়া গেলে তাহা ক্বাযা করিতে হইবে না। ওয়াজিব ওযরবশতঃ ছুটিলে ক্বাযা করিতে হইবে। যে কাজ হযরত রসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা তাঁহার আছ্হাবগণ করিয়াছেন, কিন্তু ওযর ছাড়াও কোন কোন সময় তরক করিয়াছেন, তাহাকে সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদা বলে। (সুন্নতে যায়েদা, সুন্নতে আদীয়াও বলে) ইহা করিলে ছওয়াব আছে, কিন্তু না করিলে আযাব নাই।

৪। যে কাজ হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁহার আছ্হাবগণ করিয়াছেন, কিন্তু হামেশা বা অধিকাংশ সময় করেন নাই কোন কোন সময় করিয়াছেন তাহাকে 'মোস্তাহাব, বলে। ইহা করিলে ছওয়াব আছে না করিলে গোনাহ্ বা আযাব নাই। মোস্তাহাবকে নফল বা মন্দুবও বলা হয়।

৫। হারাম ফরযের বিপরীত। যদি কেহ হারাম কাজ অস্বীকার করে অর্থাৎ যদি কেহ হারাম কাজকে হালাল এবং জায়েয মনে করে, তবে সে কাফের হইবে। আর যদি বিনা ওযরে হারাম কাজ করে কিন্তু অস্বীকার না করে অর্থাৎ হারামকে হালাল মনে না করে, তবে সে কাফের হইবে না, ফাসেক হইবে, শাস্তির উপযুক্ত হইবে। হারাম কাজ; যথাঃ শূকর, শরাব, ঘুষ, যিনা, চুরি, ডাকাতি, আমানতে খেয়ানত, মিথ্যা বলা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, অন্যায় অত্যাচার করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, স্বামীর অবাধ্য হওয়া, স্ত্রী-পুত্রের বা মা-বাপের, ভাই-বোনের হক্ আদায় না করা, এল্মে-দ্বীন শিক্ষা না করা, নামায না পড়া, যাকাত না দেওয়া, হজ্জ না করা ইতাদি।

৬। মাকরূহ্ তাহ্‌রীমী ওয়াজিবের বিপরীত। মাকরূহ্ তাহ্‌রীমী অস্বীকার করিলে কাফের হইবে না, ফাসেক হইবে। যদি কেহ বিনা ওযরে মাকরূহ্ তাহ্‌রীমী কাজ করে, তবে সে ফাসেক হইবে এবং আযাবের উপযুক্ত হইবে।

৭। মাক্‌রূহ্ তান্‌যিহী না করিলে ছওয়াব আছে করিলে আযাব নাই।

৮। মোবাহ্ কাজে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে স্বাধীনতা এবং এখতিয়ার দান করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহা ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করিলে করিতে পারে, ইচ্ছা না করিলে না করিতে পারে, করিলেও ছওয়াব নাই, না করিলেও আযাব নাই। মোবাহ কাজ যথাঃ মাছ মাংস খাওয়া, পানাহার করা, শাদী বিবাহ করা, কৃষি কর্ম করা, ব্যবসায় বাণিজ্য করা, দেশ ভ্রমণ করা, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি দর্শন করা ইত্যাদি। মোবাহ্ কাজের সঙ্গে যদি ভাল নিয়ত ও ভাল ফল সংযুক্ত হয়, তবে তাহা ছওয়াবের কাজ হইয়া যায় আর যদি মন্দ ফল সংযুক্ত হয়, তবে তাহা গোনাহ্‌র কাজ হইয়া যায়। যথা—যদি কেহ এল্‌ম হাছেল করিবার জন্য, ইসলামের খেদমত করিবার জন্য, জেহাদ ও তব্‌লীগ করিবার জন্য, পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া ব্যায়াম করিয়া শরীর মোটাতাজা ও স্বাস্থ্য ভাল করে, তবে সে ছওয়াব পাইবে। আর যদি কেহ পরস্ত্রী দর্শন করিবার জন্য ভ্রমণ করে বা নাজায়েয খেলায় যোগদান করে, তবে তাহাতে গোনাহ্ হইবে।

শরীঅত ও তরীকতের যত হুকুম আহ্‌কাম আছে, সব চারিটি দলীলের দ্বারা প্রাণিত হইয়াছে; যথাঃ—কোরআন, হাদীস, এজমা, কিয়াস। এই চারিটি দলীলের বাহিরে কোন দলীল নাই। সুন্নতের দুই অর্থ। এক অর্থ উপরে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অর্থ হযরতের যে কোন তরীকা (নীতি) তাহা ফরয হউক বা ওয়াজিব বা সুন্নত হউক। এই অর্থেই বলা হইয়াছে। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ শাদী-বিবাহ (দ্বারা সংসারের যাবতীয় বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া ধর্ম-জীবন যাপন) করা আমার একটি সুন্নত। এই সুন্নত যে অমান্য করিবে সে আমার উম্মতভুক্ত নহে।

পানি ব্যবহারের হুকুম

১। মাসআলাঃ পানির সঙ্গে কোন নাপাক জিনিস মিশ্রিত হইয়া যদি পানির রং গন্ধ, স্বাদ এই তিনিটি গুণই (ছিফাতই) বদলাইয়া ফেলে, তবে সেই পানি কোনরূপেই ব্যবহার করা দুরুস্ত নহে। গরু,গাধাকে পান করানও দুরুস্ত নহে, এবং মাটিতে বা চুন-সুরকিতে মিশাইয়া কাজ করাও দুরুস্ত নহে। আর যদি তিনটি গুণ না বদলাইয়া থাকে, দুইটি বা একটি বদলিয়া থাকে, তবে সেই পানি গরু ঘোড়াকে পান করান বা মাটিতে মিশাইয়া কাজ করা জায়েয আছে, কিন্তু এইরূপ পানি মিশ্রিত মাটি বা কাদার দ্বারা মসজিদ লেপা দুরুস্ত নহে।

২। **মাসআলাঃ** নদী, খাল, বিল, হ্রদ, সমুদ্র এবং যে ঝর্ণা বা পুষ্করিণীর কোন মালিক নাই, অথবা কেহ পুষ্করিণী বা কূপ খনন করিয়া আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ওয়াক্‌ফ্ করিয়া দিয়াছে, এই সমস্ত পানিই জাতি ধর্ম, দেশ-কাল নির্বিশেষে সর্বসাধারণ ব্যবহার করিতে পারিবে। কাহারও নিষেধ করিবার কোনই অধিকার নাই। অবশ্য যদি কেহ এমনভাবে পানি ব্যবহার করিতে চায়, যাহাতে সর্বসাধারণের ক্ষতির আশঙ্কা আছে; যেমন, যদি কেহ পুষ্করিণী হইতে খাল কাটিয়া গ্রাম ডুবাইয়া ফেলিতে চাহে, তবে তাহার জন্য জায়েয হইবে না। এইরূপ নাজায়েয কাজে তাহাকে বাধা প্রদান করিতে হইবে এবং বাধা প্রদান করিবার অধিকার সর্বসাধারণের আছে। —শামী

৩। মাসআলা ঃ কাহারও নিজস্ব জমিতে যদি ঝর্ণা, পুষ্করিণী, কূপ, হাউয বা কাটা খাল থাকে তবে সেই পানি হইতে পান করিবার, কাপড় ধুইবার, ওযূ-গোছল করিবার, থালা বাসন ধুইবার, পাক করিবার, গরু বাছুরকে খাওয়াইবার বা কলস ভরিয়া নিয়া বাড়ীর গাছের গোড়ায় ঢালিবার পানি নিতে কাহাকেও বাধা দিতে পারিবে না। কেননা, পানির মধ্যে সকলেরই হক আছে। অবশ্য যদি গরু মহিষ এত অধিক পরিমাণে কেহ আনে যে, তাহাতে পানি ফুড়াইয়া যাইবার বা পুষ্করিণী বা কূপের ক্ষতি হইবার আশংকা হয়, তবে বাধা দিতে পারিবে আর যদি সে পানি নিতে বাধা দেয় না বটে, কিন্তু সে তাহার জমিতে আসিতে বাধা দেয়, তবে দেখিতে হইবে যে, নিকটবর্তী কোথাও পানি পাওয়া যায় কিনা, এবং তদ্দ্বারা সহজে লোকের প্রয়োজন মিটিতে পারে কি না। যদি অন্যত্র লোকের প্রয়োজন মিটিবার বন্দোবস্ত সহজে হয়, তবে ত ভালই, নতুবা এই পানিওয়ালাকে বলা হইবে যে, হয় তোমার কোন ক্ষতি কেহ করিবে না এই শর্তে লোকদের পানি নিয়া তাহাদের যরূরত পুরা করিতে দাও, নতুবা তাহাদের যরূরত মোয়াফেক পানি তুমি নিজে বাহির করিয়া লোকদিগকে পৌঁছাইয়া দাও। অবশ্য এই শ্রেণীর পানি মালিকের বিনা অনুমতিতে কেহ বাগিচা বা ক্ষেতে দিতে পারি না। এরূপ করিলে মালিক তাহাতে বাধা দিতে পারিবে ; পানির যে হুকুম, যে সব ঘাস আপনা হইতে উৎপন্ন হয়, (চাষ বা বীজ বপন বা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয় না) তাহারও সেই হুকুম। কিন্তু যে সব গাছপালা কাহারও জমিতে তাহার রোপণ ছাড়াই জন্মিবে তাহার মালিক জমিনওয়ালা হইবে। আর যে সব ঘাস সে চাষ, বপন বা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, তাহার মালিকও জমিনওয়ালাই হইবে।

৪। মাসআলা ঃ কাহারও কূপের পানির দ্বারা কেহ তাহার ক্ষেতে বা বাগিচায় পানি দিতে চাহিলে সেই পানির মূল্য লওয়া কূয়াওয়ালার জন্য জায়েয কিনা সে সম্বন্ধে ইমামগণের মতভেদ আছে। বলখ দেশের ইমামগণ জায়েযেরই ফৎওয়া দিয়াছেন।

৫। মাসআলা ঃ নদী হইতে বা কূপ হইতে পানি তুলিয়া কেহ তাহার বাল্‌তি, মোশক লোটা বা কলসে রাখিল, তখন সেই তাহার মালিক হইয়া গেল। তাহার বিনা অনুমতিতে সে পানি খরচ করা অন্য কাহারও জন্য জায়েয হইবে না। অবশ্য যদি কাহারও পানির পিপাসায় প্রাণনাশের উপক্রম হয় এবং পানিওয়ালা তার প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী পানি থাকা সত্ত্বেও পানি না দেয়, তবে বল পূর্বক হইলেও তাহার নিকট হইতে পানি ছিনাইয়া লইয়া যান বাঁচাইতেই হইবে। কিন্তু পরে এই পানির পরিবর্তে পানি অথবা তাহার মূল্য তাহাকে দিয়া দিতে হইবে। (খাবারও এই হুকুম, কাহারও খানা তাহার বিনা অনুমতিতে দেওয়া ত জায়েয নাই, কিন্তু যদি তাহার নিকট তাহার প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী থাকে অথচ আপন একজন লোক ক্ষুধায় মরিতেছে তাহা সত্ত্বেও সে খুশীতে দেয় না, তখন বলপূর্বক তাহার নিকট হইতে খানা ছিনাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে হইবে ; অবশ্য পরে মূল্য দিয়া দিতে হইবে।)

৬। মাসআলা ঃ যে পানি পিপাসা নিবারণের জন্য খাছ করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা দ্বারা ওযূ বা গোছল করা জায়েয নহে। (অবশ্য যদি বেশী পানি থাকে, তবে জায়েয হইতে পারে। কিন্তু যে পানি ওযূ বা গোছলের জন্য রাখা হয়, তাহা দ্বারা পিপাসা নিবারণ করা জায়েয আছে।)

৭। মাসআলা ঃ কূপে যদি দুই একটি ছাগলের লেদী পড়িয়া যায় এবং তাহা আলাদাই বাহির করিয়া ফেলা হয়, তবে তাহাতে কূপ নাপাক হইবে না। (এই হুকুম শুধু ছাগলের লেদীর জন্য, গরুর গোবরের জন্য নহে।)

পাক-নাপাকের আরও কতিপয় মাসায়েল

১। **মাসআলা ঃ** ধান মাড়াইবার সময় গরু চনাইলে বা লেদাইলে তাহাতে ধান নাপাক হইবে না। যরূরতের কারণে শরীঅতে মা'ফ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু অন্য কোন সময় ধানের মধ্যে গরুর চনা বা লেদা মিশিলে ধান নিশ্চয়ই নাপাক হইয়া যাইবে। —শরহে তন্‌বীর

২। **মাসআলা ঃ** না ধুইয়া কাফিরদের (হিন্দু বা ইংরেজের) কাপড়ে বা বিছানায় নামায পড়া মাকরূহ্, তাহাদের হাঁড়ি পাতিলে পাক করিয়া খাওয়া বা তাহাদের পাত্রে পানাহার করা বা তাহাদের হাতের তৈয়ারী জিনিস খাওয়া মাকরূহ্ কিন্তু যে পর্যন্ত বিশেষ কোন প্রমাণ বা নিদর্শন না পাওয়া যাইবে, সে পর্যন্ত শুধু সন্দেহের বশীভূত হইয়া হারাম বা নাপাক বলা যাইবে না।

৩। **মাসআলা ঃ** কেহ কেহ বাঘের চর্বি ব্যবহার করে এবং উহাকে পাক মনে করে, উহা দুরুস্ত নহে। অবশ্য যদি কোন দ্বীনদার পারদর্শী চিকিৎসক বলেন যে, এই চর্বি ছাড়া অমুক রোগের অন্য কোন ঔষধ নাই, তবে, চর্বি ব্যবহার করিতে পারিবে বটে, কিন্তু নামাযের সময় ধুইয়া ফেলিবে। কোন হারাম জিনিসের দ্বারা ঔষধ করা জায়েয নহে। কিন্তু যদি কোন অভিজ্ঞ ঈমানদার চিকিৎসক বলেন যে, অমুক হারাম জিনিস ব্যতীত এই রোগের অন্য কোন ঔষধ নাই, তবে তাহার জন্য রোখ্‌ছত (মা'ফ) শরীঅতের পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছে। যেমন, পিপাসায় জীবন যায় এমন ব্যক্তির জন্য অন্য কোন বস্তু না পাইলে শরাবের দ্বারা পিপাসা নিবারণ করিয়া জীবন বাঁচাইবার এজাযত দেওয়া হইয়াছে।)

৪। **মাসআলা ঃ** রাস্তা ঘাটে বা বাজারে চলিবার সময় যে পানি বা কাদার ছিটা কাপড়ে বা শরীরে লাগে তাহাকে নাপাক বলা যাইবে না, (যরূরতের কারণে শরীঅতের পক্ষ হইতে মা'ফ।) অবশ্য যদি ঐ কাদার মধ্যে নাপাক কোন জিনিস দেখা যায়, তবে তাহা নাপাক বটে, ফৎওয়া ত ইহাই। কিন্তু মোত্তাকী লোকদের জন্য যাহাদের হাটে বাজারে যাওয়ার অভ্যাস কম যাঁহারা সাধারণতঃ খুব পাক ছাফ থাকেন, তাঁহাদের গায়ে বা কাপড়ে যদি এই কাদা বা পানির ছিটা লাগে, তবে তাহাতে নাপাক কোন জিনিস দেখা না গেলেও তাহা ধুইয়া লওয়াই উচিত। —দুঃ মুখতার

৫। **মাসআলা ঃ** নাপাক কোন জিনিস (যেমন গোবর ইত্যাদি) জ্বালাইলে উহার ধূঁয়া, বাষ্প, ছাই পাক। অতএব, ঐ ধূঁয়া এক জায়গায় জমাইয়া তাহা দ্বারা যদি কোন জিনিস তৈয়ার করা হয়, তাহাও পাক। যেমন, নওশাদর সম্পর্কে বলা হয় যে, নাপাক বস্তুর ধূঁয়া হইতে প্রস্তুত হয়। —শামী

৬। **মাসআলা ঃ** নাজাছাতের উপর পতিত ধুলা বালি পাক, যদি উহার আর্দ্রতায় উহা ভিজিয়া না যায়। —রদ্দুল মোহ্‌তার

মাসআলা ঃ সব নাপাকই হারাম, কিন্তু সব পাক হালাল নহে বা সব হারামও পাক নহে; যেমন বিছ্‌মিল্লাহ্ বলিয়া ঊদ যবাহ করিলে উহার চামড়া এবং গোশপত পাক বটে কিন্তু হালাল নহে। তদ্রূপ কবুতরের বিট নাপাক নহে, কিন্তু হালাল নহে।

৭। **মাসআলা ঃ** নাজাছাত হইতে যে বাষ্প উঠে উহা পাক। —দুর্‌রে মুখতার; ফলের মধ্যে (আম, ইক্ষু ইত্যাদিতে) যে-সব পোকা জন্মে তাহা নাপাক নহে। কিন্তু ঐ সব পোকা খাওয়া জায়েয নহে। —রদ্দুল মোহ্‌তার

৮। মাসআলা ঃ খাওয়ার পাক জিনিস (যেমন পোলাও কোরমা ইত্যাদি) গান্দা হইয়া বদ্‌বুদার হইয়া গেলে তাহা নাপাক হয় না, কিন্তু স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার আশংকায় খাওয়া জায়েয নহে।

৯। মাসআলা ঃ ঘুমের সময় মানুষের মুখ দিয়া যে লালা বাহির হয় তাহা নাপাক নহে।

১০। মাসআলা ঃ মৃগনাভী (মেশ্‌ক্‌) নাপাক নহে, পাক।

১১। মাসআলা ঃ হালাল জীবের আণ্ডার ভিতরের ভাগ খারাব হইলেও আণ্ডা না ভাঙ্গা পর্যন্ত উহাকে নাপাক ধরা হইবে না। —হেদায়া

১২। মাসআলা ঃ সাপের খোলস পাক। —আলমগীরী

১৩। মাসআলা ঃ যে পানি দ্বারা কোন নাপাক জিনিস ধৌত করা হয়, সে পানি নাপাক হইয়া যায়, তাহা প্রথমবার ধৌত করা হউক, বা দ্বিতীয়বার ধৌত করা হউক বা তৃতীয়বার ধৌত করা হউক; কিন্তু পার্থক্য এতটুকু যে, যদি প্রথমবারের ধৌত করা পানি কোন কাপড়ে লাগে, তবে সেই কাপড় পাক করিতে তিনবার ধুইতে হইবে, আর যদি দ্বিতীয়বারের ধৌত করা পানি লাগিয়া থাকে, তবে দুইবার ধুইলে পাক হইবে এবং যদি তৃতীয়বারের ধৌত করা পানি লাগিয়া থাকে, তবে একবার ধুইলেই পাক হইয়া যাইবে।

১৪। মাসআলা ঃ মৃতকে যে পানির দ্বারা গোছল দেওয়া হইয়াছে তাহা নাপাক।

১৫। মাসআলা ঃ সর্পের দেহের সঙ্গে যুক্ত চামড়া নাপাক। —আলমগীরী

১৬। মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির মুখের লালা নাপাক। —আলমগীরী

১৭। মাসআলা ঃ এক পল্লা কাপড়ে যদি নাপাকী লাগে এবং তাহার দুই দিকে দেখা যায় এবং কোন দিকেরই পরিমাণ মা'ফের পরিমাণের চেয়ে বেশী না হয়, কিন্তু দুই দিকের দুইটি পরিমাণ যোগ করিলে মা'ফের পরিমাণের চেয়ে বেশী হইয়া যায়, তবে তাহা মা'ফই থাকিবে; দুই দিকের পরিমাণ যোগ করা হইবে না; কিন্তু যদি দোপল্লা কাপড় হয় বা একই কাপড়ের দুই জায়গায় নাপাকী লাগে এবং দুই দিকের নাপাকী যোগ করিলে মা'ফের পরিমাণের চেয়ে বেশী হইয়া যায়, তবে তাহা মা'ফ করা হইবে না। —শামী

১৮। মাসআলা ঃ বকরী দোহাইবার সময় যদি দুই একটি লেদী দুধের মধ্যে পড়িয়া যায় এবং পড়া মাত্রই বাহির করিয়া ফেলা হয়, তবে তাহা মা'ফ। এরূপ গাভী দোহনের সময় যদি সামান্য কিছু শক্ত গোবর পড়িয়া যায় এবং পড়ামাত্র বাহির করিয়া ফেলা যায়, তবে তাহাও মা'ফ। কিন্তু যদি লেদী বা গোবর দুধের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যায়, তবে সম্পূর্ণ দুধ নাপাক হইয়া যাইবে, তাহা খাওয়া জায়েয হইবে না।

১৯। মাসআলা ঃ ৪/৫ বৎসরের বালক ওযূ সম্বন্ধে কিছু জানে না, তাহাদের ওযূর পানি এবং পাগলের ওযূর পানি ব্যবহৃত পানি বলিয়া ধর্তব্য হইবে না।

২০। মাসআলা ঃ পাক-ছাফ কোন জিনিস ধুইলে সেই ধোয়া পানি দ্বারা ওযূ বা গোছল জায়েয। অবশ্য যদি পানি গাঢ় না হইয়া থাকে এবং প্রচলিত কথায় ইহাকে "মায়ে মতলক" অর্থাৎ শুধু পানি বলা হয়। বাসন-কোষণে যদি খাদ্যবস্তু লাগিয়া থাকে উহার ধোয়া পানি দ্বারা ওযূ গোছল জায়েয হওয়ার শর্ত হইল পানির তিনটি গুণের দুইটি গুণ থাকা চাই যদিও একটি বদলিয়া যায়। যদি দুইটি বদলিয়া যায়, তবে জায়েয নহে।

২১। মাসআলা ঃ যে পানি ওযূতে ব্যবহার করা হইয়াছে সেই পানি পান করা এবং খাদ্য-দ্রব্যে ব্যবহার করা মাক্রূহ্। ইহা দ্বারা ওযূ গোছল করা দুরুস্ত নাই। কিন্তু নাপাক কোন জিনিস ধোয়া দুরুস্ত আছে।

২২। মাসআলা ঃ যমযমের পানি দ্বারা বে-ওযূ লোকের ওযূ করা বা যাহার গোছলের হাজত হইয়াছে, তাহার গোছল করা উচিত নহে। এইরূপে উহার দ্বারা নাপাক কোন জিনিস ধৌত করা ও এস্তেঞ্জা করা মাকরূহ; কিন্তু যদি একান্ত ঠেকা পড়ে এবং যমযমের পানি ব্যতীত অন্য পানি এক মাইলের মধ্যে পাওয়া না যায়; তবে ঐ পানি দ্বারাই যরূরত পুরা করিতে হইবে।

২৩। মাসআলা ঃ মেয়েলোকের ওযূ বা গোছলের অবশিষ্ট পানির দ্বারা পুরুষ লোকের ওযূ বা গোছল করিতে নাই। যদিও এইরূপ করিলে আমাদের মযহাব অনুসারে তাহার ওযূ-গোছল হইয়া যাইবে, কিন্তু হাম্বলী মাযহাবে হইবে না। কাজেই অন্য ইমামের এখ্তেলাফ হইতেও বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে ভাল।

২৪। মাসআলা ঃ যে-স্থানে কোন সম্প্রদায়ের উপর খোদার গযব ও আযাব নাযিল হইয়াছে। যেমন, আদ-ছামূদ জাতি তথাকার পানি দ্বারাও ওযূ না করা ভাল। কিন্তু অন্য পানির অভাবে ওযূ করিতে না পারায় যদি নামাযই ছুটিয়া যাইবার উপক্রম হয়, তবে ঐ পানির দ্বারাই ওযূ করিয়া নামায পড়িতে হইবে। যেমন, যমযমের পানির হুকুম।

২৫। মাসআলা ঃ তন্দুর (চুলা) নাপাক হইলে আগুন জ্বালাইলে পাক হইয়া যায় বটে; কিন্তু যে পর্যন্ত নাপাকের চিহ্ন দেখা যাইবে, সে পর্যন্ত পাক হইবে না।

২৬। মাসআলা ঃ নাপাক স্থানে অন্য মাটি ফেলিলে যদি নাপাকী নীচে চাপা পড়ে এবং নাপাকীর গন্ধ না আসে, তবে ঐ মাটির উপরিভাগকে পাকই ধরা যাইবে।

২৭। মাসআলা ঃ নাপাক তেল বা চর্বি দ্বারা প্রস্তুত সাবান পাক।

২৮। মাসআলা ঃ ফোঁড়া বা যখমে পানি লাগিলে যদি ক্ষতি করে, তবে ঐ স্থানটুকু শুধু ভিজা কাপড় দ্বারা মুছিয়া দিলেই চলিবে, ভাল হওয়ার পরও ধোয়া যরূরী হইবে না।

২৯। মাসআলা ঃ শরীরে, কাপড়ে, চুলে বা দাড়িতে যদি নাপাক রং লাগে, তবে উহা ধুইতে হইবে। যখন রংহীন সাদা পানি বাহির হইবে, তখন রংয়ের চিহ্ন থাকিলেও শরীর, কাপড়, দাড়ি পাক হইয়া যাইবে।

৩০। মাসআলা ঃ যে দাঁত পড়িয়া গিয়াছে সেই দাঁত যদি আবার কোন ঔষধ দ্বারা জমাইয়া দেওয়া যায়, তবে পাকই ধরিতে হইবে। যে ঔষধ দ্বারা জমাইয়াছে তাহা যদি কিছু নাপাকও হয়, তবুও তাহা পাক হইয়া যাইবে। তদ্রূপ যদি হাড় ভাঙ্গিয়া যায় এবং অন্য কোন নাপাক জানোয়ারের হাড় দ্বারা জোড়া দেওয়া হয় বা কোন যখম, কোন নাপাক জিনিসের দ্বারা ভরিয়া দেওয়া হয়, এমতাবস্থায় যখন ভাল হইবে তখন উহা আর বাহির করার দরকার নাই, শরীরের সঙ্গে মিশিয়া আপনা-আপনি পাক হইয়া যাইবে।

৩১। মাসআলা ঃ নাপাক তেল চর্বি বা ঘি যদি কোন জিনিসে লাগে এবং এত পরিমাণ ধোয়া হয় যে, ছাফ পানি বাহির হইতে থাকে, তবে কিছু তেলতেলা বাকী থাকিলেও সে জিনিস পাক হইয়া যাইবে।

৩২। মাসআলা ঃ পানিতে নাপাকী পড়ার কারণে যদি পানি ছিটাইয়া যায় এবং সেই ছিটা গায়ে বা কাপড়ে লাগে, কিন্তু তাহাতে নাপাকীর কোন আছর না দেখা যায়, তবে তাহাতে শরীর বা কাপড় নাপাক হইবে না।

৩৩। মাসআলা ঃ দোপাল্লা কাপড়ের বা তূলাভরা কাপড়ের এক দিক যদি নাপাক হইয়া যায় এবং উভয় পাল্লা সেলাই করা হয়, তবে পাক পাল্লার উপরও নামায হইবে না। কিন্তু যদি সেলাই করা না হয়, তবে এক পাল্লা নাপাক হওয়ার কারণে অন্য পাল্লা নাপাক হইবে না; কাজেই যদি পাক পাল্লায় নামায পড়ে, তবে নামায হইবে, কিন্তু তাহার জন্য শর্ত এই যে, উপরের পাক পাল্লা এত মোটা হওয়া চাই যাহাতে নাপাকীর রং দেখা না যায় এবং গন্ধ টের না পাওয়া যায়।

৩৪। মাসআলা ঃ মুরগী বা কোন হালাল জীব যবাহ্‌ করিয়া পেট ছাফ করার আগে যদি গরম পানিতে সিদ্ধ করা হয়, তবে তাহা নাপাক ও হারাম হইয়া যাইবে, তাহা পাক করার আর কোন উপায় নাই। যেমন, ইংরেজ ও তাহাদের সমস্বভাবী লোকেরা করিয়া থাকে।

৩৫। মাসআলা ঃ ক্বেব্‌লা তরফ মুখ বা পিঠ করিয়া পেশাব-পায়খানা করা মকরূহ্‌। চন্দ্র বা সূর্যের দিকে মুখ বা পিঠ করিয়া পেশাব-পায়খানা করাও মকরূহ্‌। পুকুর বা খালের নিকট যদিও মলমূত্র পানিতে না যায় এবং যে গাছের ছায়ায় গরমের সময় লোকেরা আশ্রয় লয়, যে গাছের ফল-ফুল লোকের উপকারে আসে, যে জায়গায় বসিয়া শীতের সময় রোদ পোহায়, গরু মহিষের পালের মধ্যে, মসজিদ বা ঈদগাহের এত নিকটে যেখান হইতে দুর্গন্ধ মসজিদে বা ঈদগাহে আসিতে পারে, কবরস্থানে, যে স্থানে ওযূ বা গোছল করে, রাস্তার মধ্যে, বাতাসের রোখের দিকে, গর্তের মধ্যে, রাস্তার নিকটে এবং লোকসমাগমের নিকটে প্রভৃতি স্থানে পেশাব-পায়খানা করা মকরূহ্‌ তাহ্‌রীমী। মোটকথা, যাহা লোক যাতায়াতের স্থান বা যেখানে পেশাব-পায়খানা করিলে জনসাধারণের বা নিজের তক্‌লীফ হইতে পারে, অথবা পেশাব-পায়খানা করিলে নাপাকী বহিয়া নিজের দিকে আসে, এমন জায়গায় পেশাব-পায়খানা করা মকরূহ।

পেশাব-পায়খানার সময় নিষিদ্ধ কাজ ঃ

১। মাসআলা ঃ পেশাব-পায়খানার সময় কথা বলিতে নাই। অকারণে কাশিবে না। কোরআনের আয়াত বা হাদীসের টুক্‌রা বা অন্য কোন তা'যীমের উপযুক্ত কালাম পাঠ করিতে নাই। আল্লাহ্‌র নাম, রসূলের নাম বা অন্য কোন পয়গম্বরের নাম; ফেরেশ্‌তার নাম বা কোরআনের আয়াত বা হাদীসের টুকরা বা অন্য দো'আ কালাম লিখিত কোন জিনিস পেশাব-পায়খানার সময় সঙ্গে রাখিবে না; অবশ্য যদি কাপড়ে মোড়ান, তাবীযে ঢাকা, জেবের মধ্যে থাকে, তবে মক্‌রূহ্‌ হইবে না। অকারণে শুইয়া বা দাঁড়াইয়া পেশাব-পায়খানা করা মক্‌রূহ্‌। যরূরত অপেক্ষা অধিক উলঙ্গ হইয়া বা একেবারে উলঙ্গ হইয়া পেশাব-পায়খনা করা মকরূহ্‌। ডান হাত দ্বারা এস্তেঞ্জা অর্থাৎ পাক করা মকরূহ্‌।

এস্তেঞ্জা ও কুলূখের বস্তু ঃ

১। মাসআলা ঃ পেশাবের পর কুলূখ ব্যবহার করা এ জমানায় পুরুষদের জন্য প্রায় ওয়াজিবের সমতুল্য। কেননা, কুলূখ না লইলে পেশাবের (ফোঁটা আসা বন্ধ না করিলে পরে) ফোঁটা আসিয়া কাপড় নাপাক করিয়া ফেলিতে পারে, ওযূ নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। কাজেই ফোঁটা আসা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত কুলূখ লওয়া যরূরী। কিন্তু সাবধান! কুলূখ লইবার সময় নির্লজ্জ হইবে না। কারণ লজ্জা ঈমানের একটি প্রধান অঙ্গ। মেয়েলোকদের জন্য পেশাবের কুলূখের

দরকার নাই। পায়খানার কুলূখ ব্যবহার করা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্য সুন্নত। (কুলূখ দ্বারা নাপাকী মুছিয়া ফেলিয়া পরে পানি দ্বারা শৌচ করিবে।)

২। মাসআলা ঃ হাড়, খাদ্যদ্রব্য, ছাগলের লেদী, গরুর গোবর বা অন্য কোন নাপাক জিনিস, একবার যে ঢিলা বা পাথর কুলূখের কাজে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা, পাকা ইট, ঠিকরি (চাঁড়া) পাকা, কাঁচ, কয়লা, চুনা, লোহা, সোনা, রূপা, যে জিনিসে ছাফ করে না সেইরূপ জিনিস যেমন, সিরকা, তৈল, চর্বি ইত্যাদি; গরু মহিষের খাদ্য যেমন, খড়, ঘাস,ভূষি ইত্যাদি; মূল্যবান জিনিস দাম অল্পই হউক বা বেশী হউক যেমন, নূতন কাপড়, গোলাপ পানি ইত্যাদি; মানুষের কোন অঙ্গ যেমন, চুল, হাড্ডী, গোশ্ত, ইত্যাদি; মসজিদের চাটাই, খড়কুটা, ঝাটা ইত্যাদি; গাছের পাতা, কাগজ, তাহা লেখা হউক বা অলেখা হউক; যমযমের পানি, অন্যের কোন জিনিস যেমন, কাপড়, পানি ইত্যাদি দ্বারা তাহার সন্তুষ্টি ও অনুমতি ছাড়া কুলূখ লওয়া মক্রূহ্ এবং নাজায়েয। তূলা এবং অন্যান্য এমন জিনিস যাহা দ্বারা মানুষ এবং তাহার পশুর উপকারে আসে ইত্যাদি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা মকরূহ্।

৩। মাসআলা ঃ পানি, মাটি, পাথর, মূল্যহীন কাপড় (নেক্ড়া) এবং অন্য যে কোন জিনিস যাহার কোন মূল বা সম্মান নাই এবং যাহার দ্বারা নাপাকী ছাফ হইতে পারে উহাদের দ্বারা এস্তেঞ্জা ও কুলূখ লওয়া জায়েয।

যমীমা—পরিশিষ্ট

এল্ম শিক্ষার ফযীলত

এল্ম অর্থ আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ, হুকুম-আহ্কাম যাহা কোরআন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে বা ইমামগণ যে-সব বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অবগত হওয়া।

১। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ○
অর্থ—যাহারা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূলকে বিশ্বাস করিবে এবং যাহারা (ধর্ম) জ্ঞান অর্জন করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের দরজা অনেক বাড়াইয়া দিবেন।

২। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ ○

অর্থ—বল, যাহারা (ধর্ম) জ্ঞান অর্জন করিয়াছে এবং যাহারা (ধর্ম) জ্ঞান অর্জন করে নাই তাহারা কি সমান হইতে পারে? (কখনও নয়।)

১। হাদীস ঃ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ - (جامع صغير)

অর্থ—এল্ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয, (সে পুরুষ হউক আর নারীই হউক। ফরয তরক করা কবীরা গোনাহ্, ফরয তরক্কারী ফাসেক)।

২। **হাদীস ঃ** مَنْ يُّرِدِ اللهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَّاللهُ يُعْطِىْ -

অর্থ—হযরত (দঃ) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ যাহার মঙ্গল চান তাহাকে ধর্মজ্ঞান দান করেন। (ফয়েয দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কেহ নাই।) তবে আমি শুধু এসব বন্টনকারী মাত্র, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা দানকারী। —বোখারী, মোসলেম

৩। হাদীস ঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন ঃ মানবের মৃত্যুর পর তাহার সব আমল খতম হইয়া যায়। (অর্থাৎ, আমল করিবার শক্তি থাকে না; কাজেই ছওয়াব হাছিল করিবার এবং মর্তবা

বাড়াইবারও আর কোন ক্ষমতা থাকে না) কেবল মাত্র তিনটি আমলের ছওয়াব মৃত্যুর পরও জারী থাকে (এবং তৎকারণে তাহার মর্তবাও বাড়িতে থাকে।) ১ম ছদক্কায়ে জারিয়া; যেমন নেক কাজের জন্য কোন সম্পত্তি আল্লাহ্‌র নামে ওয়াক্‌ফ করিয়া যাওয়া। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে মসজিদ, মোসাফিরখানা, মাদ্রাসা ইত্যাদি তৈরী করিয়া দেওয়া। ২য়, এল্‌ম; যদ্দ্বারা লোকের উপকার হয়; যেমন, ধর্ম-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, ধর্ম বিষয়ক কিতাব লিখিয়া প্রচার করা ইত্যাদি। ৩য়, নেক সন্তান, যে পিতামাতার জন্য দো'আ করিতে থাকে। —মোসলেম শরীফ

৪। **হাদীস:** রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এল্‌মে দ্বীন হাছিল করার নিয়তে কোন ব্যক্তি যেপথ অতিক্রম করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জন্য উহা বেহেশ্‌তের পথ অতিক্রমের মধ্যে গণ্য করিবেন। অর্থাৎ, এল্‌মের উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণে বা মাদ্রাসা মসজিদ বা খানক্কায় গমনে যেপথ চলা হয় তাহা যেন বেহেশ্‌তেরই পথ চলা হইতেছে এবং বেহেশ্‌তের পথই তৈয়ার হইয়াছে'। ফেরেশ্‌তাগণ (খাঁটি) তালেবে এল্‌মগণকে (এল্‌ম অন্বেষণকারীগণকে) এত ভক্তি করেন এবং ভালবাসেন যে, তাহাদের জন্য নিজেদের বাজু বিছাইয়া দেন। খাঁটি আলেমদের এতবড় মর্তবা যে, তাহাদের জন্য জমীন ও আসমানের বাসিন্দা সকলেই দো'আ করে। এমন কি, পানির মাছও তাঁহাদের জন্য দো'আ করে। (কারণ দুনিয়াতে সকলের ভালাই আলেমদের উছিলায়।) আলেম আর আবেদের তুলনা এইরূপ: আলেম যেন পূর্ণিমার চন্দ্র, আর আবেদ যেন একটি নক্ষত্র। পূর্ণিমার চন্দ্রের আলো এবং অন্য একটি নক্ষত্রের আলোতে যে তফাত, আলেম ও আবেদের মধ্যেও সেই তফাত। (এখানে আবেদ অর্থ—যিনি শুধু নামায রোযা প্রভৃতি এবাদতের মাসআলাসমূহের নিয়ম-পদ্ধতি জানেন, এল্‌ম চর্চায় মশ্‌গুল থাকেন না; আর আলেম অর্থ—যিনি তদুপরি অনেক বেশী এল্‌ম জানেন এবং এল্‌ম চর্চায় জীবনযাপন করেন।) আলেমগণ পয়গম্বরগণের ওয়ারিশ (নায়েবে রসূল)। পয়গম্বরগণ মীরাস সূত্রে কোন টাকা, পয়সা, সোনা-রূপা, জমিজমা রাখিয়া যান নাই, তাঁহারা শুধু এল্‌ম রাখিয়া গিয়াছেন। কাজেই যে ব্যক্তি এল্‌ম হাছিল করিয়াছে, সে অনেক বড় দৌলত হাছিল করিয়াছে।

৫। **হাদীস:** আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে-আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন: 'রাত্রে ঘন্টা খানেক এল্‌ম চর্চা করা সারা রাতের এবাদত অপেক্ষা উত্তম।' এই হাদীসের অর্থ এ নয় যে, নফল এবাদত একেবারে ছাড়িয়া দিয়া কেবল কিতাব পড়ার মধ্যেই লিপ্ত থাকিবে। ইহার অর্থ—নফল এবাদতও সঙ্গে সঙ্গে কিছু করা চাই, নতুবা এল্‌মের মধ্যে নূর পৌঁছিবে না; কিন্তু আলেম ও তালেবে এল্‌মগণের এল্‌মের চর্চায়ই অনেক সময় খরচ করা চাই। কারণ, এল্‌মের মর্তবা অনেক বড় এবং ইহাতে পরিশ্রম অনেক বেশী।

৬। **হাদীস:** 'ওয়ায়েল তাহার জন্য, যে এল্‌ম হাছিল করে নাই।' ওয়ায়েলের দুই অর্থ: ১। দোযখের এক নাম। ২। খারাবী, অতএব, হাদীসের অর্থ এই হইল যে, ওয়ায়েল নামক দোযখ তাহাদের জন্য যাহারা এল্‌মে দ্বীন হাছিল করে নাই, অথবা যাহারা এল্‌মে দ্বীন হাছিল করে না, তাহাদের জন্য শুধু খারাবীই রহিয়াছে। এই মর্মেই শেখ, সা'দী (রঃ) বলিয়াছেন:

سر انجام جاهل جهنم بود   كه جاهل نكو عاقبت كم بود

'জাহেলের পরিণাম দোযখ। কেননা, যাহারা এল্‌ম হাছিল করে নাই জাহেল হইয়া গিয়াছে, তাহাদের ভাগ্যে হোছনে খাতেমা (অর্থাৎ, ঈমানের সঙ্গে জীবনযাপন এবং ঈমানের সঙ্গে-মৃত্যুবরণ) খুব কমই জুটে।'

৭। **হাদীস**ঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ 'আমি আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আল্লাহ্ তাঁহার প্রিয়পাত্রকে কিছুতেই দোযখে ফেলিবেন না। —(জামে ছগীর) এই মর্মেই জনৈক আরবী শায়ের বলিয়াছেনঃ

حَسْبُ الْمُحِبِّيْنَ فِى الدُّنْيَا عَذَابُهُمْ

تَاللهِ لاَعَذَّبَتْهُمْ بَعْدُ سَقَرُ

অর্থাৎ, খোদার কসম! আল্লাহ্র প্রিয়গণকে দোযখ আযাব করিতে পারিবে না! কেননা, আল্লাহ্র প্রিয়গণ দুনিয়াতে যে সমস্ত কষ্ট (বিপদ-আপদ) সহ্য করে তাহা তাহাদের কোন পাপ থাকিলে তাহা মা'ফ করিবার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আল্লাহ্র প্রিয় হইতে হইলে প্রথমতঃ এল্‌মে-দ্বীন শিক্ষা করা দরকার। তারপর চিরজীবন আল্লাহ্র আশেক হইয়া, আল্লাহ্র হুকুমগুলি রীতিমত পালন করিয়া, আল্লাহ্কে রাযী রাখিবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করা আবশ্যক। দৈবাৎ যদি কখনও কোন গুনাহ্র কাজ হইয়া পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ তওবা করা দরকার।

৮। **হাদীস**ঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ হে আমার উম্মতগণ! তোমরা লোকদিগকে আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র বানাইতে থাক অর্থাৎ, লোকদিগকে ধর্ম শিক্ষা দান করিয়া আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের পথে ধাবিত করিতে থাক, তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে স্বীয় প্রিয়পাত্র (ওলী) করিয়া লইবেন। —কানযোল ওম্মাল

৯। **হাদীস**ঃ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে-ব্যক্তি এল্‌ম শিক্ষা করিয়া সেই এল্‌ম অনুযায়ী আ'মল করিবে, আল্লাহ্ পাক তাহাকে এমন এল্‌ম দান করিবেন, যাহা সে জানিত না। অর্থাৎ, এল্‌মের উপর খাঁটিভাবে আ'মল করিলে আল্লাহ্র তরফ হইতে এল্‌মে-লাদুন্নি এবং এল্‌মে-আসরার দান করা হইবে।

১০। **হাদীস**ঃ আলেমের চেহ্‌রা দর্শন করাও এক এবাদত। —দাইলামী।

১১। **হাদীস**ঃ আলেম যদি তাহার এল্‌মের দ্বারা শুধু একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত করে, তবে সেই আলেমকে এমন হায়বত দান করা হয় যে, তাহাকে সকলেই ভয় এবং ভক্তি করে।

১২। **হাদীস**ঃ খাঁটি আলেমগণ যদি আউলিয়া না হন, তবে অন্য কেহই আল্লাহ্র ওলী হইতে পারে না। অর্থাৎ, যে-সমস্ত আলেম এল্‌ম পড়িয়া আমল করেন তাঁহারা নিশ্চয়ই আল্লাহর ওলী। —বোখারী

১৩। **হাদীস**ঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ আল্লাহ্ চির উজ্জ্বল করিয়া রাখুন, ঐ ব্যক্তির চেহ্‌রা, যে আমার বাণী শ্রবণ করিবে এবং অবিকল যেমন শুনিয়াছে তেমনই অন্যকে পৌঁছাইয়া দিবে। অর্থাৎ, কোনরূপ কম-বেশী না করিয়া অবিকল হাদীস অন্যকে যিনি শিক্ষা দিবেন তিনি হযরতের এই দো'আ পাইবেন। সোব্‌হানাল্লাহ্! কত বড় কিস্‌মত। কত বড় দৌলত! যাহারা এল্‌মে-দ্বীন শিক্ষা দিবে তাহারাই এই দো'আর পাত্র হইবে। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানেরই হযরতের দো'আর প্রতি আগ্রহান্বিত হইয়া এল্‌মে-দ্বীন শিক্ষা করা দরকার।

১৪। **হাদীস**ঃ যে ব্যক্তির হাতে একজনও মুসলমান হইবে, সে নিশ্চয়ই বেহেশ্‌তী হইবে। অর্থাৎ, কাহারও চেষ্টার দ্বারা একটি মাত্র লোক মুসলমান হইলেও সে বেহেশ্‌তে যাইবে। —তাঃ

১৫। হাদীস ঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি ৪০টি হাদীস শিক্ষা করিয়া আমার উম্মতকে পৌঁছাইবে অর্থাৎ, শিক্ষা দিবে, তাহার জন্য ক্বিয়ামতের মাঠে আমি খাছভাবে শাফা'আত করিব।

১৬। হাদীস ঃ اِنَّ اللهَ يَكْرَهُ الْحِبْرَ السَّمِيْنَ ○

'আল্লাহ্ তা'আলা (অলস ও আরাম প্রিয়, দ্বীনের খেদমতে তৎপর নহে এরূপ) মোটা আলেমকে ভালবাসেন না। (যদি কেহ সৃষ্টিগতভাবে মোটা হয়, অথচ দ্বীনের খেদমতের কাজ স্ফূর্তির সহিত করে; তবে তাহার উপর এই 'ওঈদ' [ধমক] প্রয়োগ হইবে না।)

১৭। হাদীস ঃ সর্বাপেক্ষা বেশী আযাব সেই আলেমের হইবে, যে নিজের এল্‌ম দ্বারা কাজ লয় নাই অর্থাৎ, দ্বীনের কাজ করে নাই। —জামে ছগীর

১৮। হাদীস ঃ দোযখের মধ্যে একটি ভীষণ গর্ত আছে, যাহা হইতে স্বয়ং দোযখও দৈনিক চারি শতবার খোদার নিকট পানাহ্ চায়, সেই গর্তের মধ্যে রিয়াকারী আলেমগণকে নিক্ষেপ করা হইবে অর্থাৎ, যাহারা নামের জন্য, ইয্‌যতের জন্য, অর্থ সঞ্চয়ের জন্য এল্‌মে-দ্বীন শিক্ষা করিবে তাহাদিগকে দোযখের উক্ত গর্তে নিক্ষেপ করা হইবে।

১৯। হাদীস ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে-মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) বলেন, আলেমগণ যদি এল্‌মের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন, তবে নিশ্চয় আলেমগণই জমানার সরদার হইতেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়! আলেমগণ পার্থিব লোভের বশীভূত হইয়া দুনিয়াদারের কাছে গিয়া বে-ইয্‌যত হন। নির্লোভ আলেমদের প্রতি আপনা হইতেই ভক্তির উদ্রেক হয়। পক্ষান্তরে লোভী স্বার্থপর আলেমের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই অভক্তির সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে অন্যান্য বাজে চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ধর্মের উন্নতির এবং এক আখেরাতের চিন্তা করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার যাবতীয় কাজ সুসমাধা করিয়া দিবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার নানা চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার কোনই পরওয়া করিবেন না, অবশেষে সে ঐ সব চিন্তার সাগরে ডুবিয়া বিনাশ হইবে।

আজকাল সাধারণতঃ লোকে চিন্তা করে যে, এল্‌মে-দ্বীন পড়িলে ইয্‌যতেরও অভাব হইবে এবং রুযি রোযগারেরও অভাব হইবে। উপরের হাদীসটিতে এইরূপ সংসারীদের সন্দেহ রোগের ঔষধ বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব, হে মুসলেম ভ্রাতা-ভগ্নিগণ! ভীত হইবেন না, নির্ভীকচিত্তে আগ্রহের সহিত নিজেদের ছেলেমেয়েদের এল্‌মে-দ্বীন শিক্ষা দিবেন। নিশ্চয় জানিবেন, এল্‌মে দ্বীন হাছিল হইলে রিয্‌ক বা ইয্‌যতের অভাব হইবে না। রিয্‌কের মালিক একমাত্র আল্লাহ্। দুনিয়ার জীবন চিরস্থায়ী নহে।

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے   یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے

আখেরাতের বাড়ীই চিরস্থায়ী বাড়ী। সুতরাং সেই আসল বাড়ীর যাহাতে উন্নতি হয় তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা প্রত্যেক বুদ্ধিমানেরই একান্ত কর্তব্য।

২০। হাদীস ঃ সোমবারে এল্‌ম্ তলব কর। এরূপ কথাই বৃহস্পতিবারের সম্বন্ধেও আসিয়াছে। অর্থাৎ, সোমবার অথবা বৃহস্পতিবার এল্‌মের সবক বা এল্‌মের কোন কাজ শুরু করা ভাল। —কানযোল ওম্মাল

২১। হাদীস ঃ যে কেহ অন্যকে একটি আয়াত শিক্ষা দিল, সে যেন তাহার প্রভু হইয়া গেল। অর্থাৎ, ওস্তাদের হক্ অনেক বেশী। শাগ্‌রিদের উচিত ওস্তাদকে প্রভুর মত ভক্তি করা। বাস্তবিক

পক্ষে মানব দুনিয়াতেও দোযখের আগুনে দগ্ধ হইবার উপযুক্ত থাকে, ওস্তাদই তাহাকে ধর্ম-বিদ্যা শিক্ষা দিয়া বেহেশ্‌তের পথ প্রদর্শন করেন।

২২। হাদীস ঃ যে-ব্যক্তি কোন মাসআলা অবগত আছে, তাহার কাছে সেই মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলে যদি সে না বলে, তবে কিয়ামতের দিন তাহাকে আগুনের লাগাম পরাইয়া দেওয়া হইবে।

২৩। হাদীস ঃ যে ছেলে কোরআনের হাফেয হইবে, কোরআন শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী চলিবে, তাহার মা-বাপকে কিয়ামতের দিন এত এত সম্মান দান করা হইবে যে, তাহাদের টুপীর উজ্জ্বলতা সূর্যের আলোকের ন্যায় সারা পৃথিবী আলোকিত করিবে।

২৪। হাদীস ঃ যে বংশের একটি ছেলে হাফেয হইবে, তাহার সুপারিশে তাহার বংশের এমন দশজন বেহেশ্‌তে যাইবে, যাহাদের জন্য দোযখ নির্ধারিত হইয়াছিল।

ওযূ-গোসলের ফযীলত

১। হাদীস ঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে-ব্যক্তি ওযূ শুরু করিবার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়িবে। (بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ 'বিস্‌মিল্লাহ্ ওয়াল হাম্‌দুলিল্লাহ্ পড়া আরও ভাল,) এবং প্রত্যেক অঙ্গ ধুইবার সময় আশ্‌হাদু-আল্‌-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু ওয়া-আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া-রাসূলুহু পড়িবে এবং ওযূ শেষ করিয়া পড়িবে ঃ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○

অর্থাৎ, হে খোদা! আমাকে তওবাকারী এবং পাক-পবিত্র লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তাহার জন্য বেহেশ্‌তের আটটি দরওয়াজাই খুলিয়া দেওয়া হইবে। সে মনের আনন্দে যে দরওয়াজা দিয়া ইচ্ছা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। আর যদি এইরূপ ওযূ করার পর দুই রাকা'আত তাহিয়্যাতুল ওযূ নামায হুযূরীয়ে ক্বলব (একাগ্রতার) সহিত বুঝিয়া পড়িয়া যখন এই নামায হইতে ফারেগ হয়, তখন তাহার সমস্ত (ছগীরা) গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দেওয়া হয় এবং সে নবজাত শিশুর ন্যায় বে-গোনাহ্ হইয়া যায়।

২। হাদীস ঃ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ ○

হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, পাক-ছাফ থাকা ঈমানের (এবং ইসলাম ধর্মের) অর্ধেক অংশ।

৩। হাদীস ঃ যে ব্যক্তি ওযূকালে দুরূদ শরীফ পাঠ না করিবে, তাহার ওযূ কামেল হইবে না।

৪। হাদীস ঃ যে ঈমানদার খাঁটি দেলে ওযূ করিবে—সে যখন মুখ ধুইবে, তখন পানির শেষ ফোটার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর দ্বারা যত ছগীরা গুনাহ্ হইয়াছে, সব মা'ফ হইয়া যাইবে। তৎপর যখন দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধুইবে, তখন পানির শেষ ফোটার সঙ্গে সঙ্গে হাতের দ্বারা যত ছগীরা গোনাহ্ হইয়াছে, সব মা'ফ হইয়া যাইবে। তারপর যখন পা দুইখানি ধুইবে তখন পায়ের দ্বারা যত ছগীরা গোনাহ্ হইয়াছে, পানির শেষ ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সে সব গোনাহ্ মা'ফ হইয়া যাইবে। এইরূপ ওযূ শেষ করিয়া সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ বে-গোনাহ্ নিষ্পাপ হইয়া যাইবে। —মোসলেম শরীফ

৫। হাদীস ঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় খাদেম হযরত আনাস (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ 'হে আনাস! তুমি ফরয গোসল করিবার সময় খুব ভাল করিয়া গোসল করিবে, (শরীরে একটি পশমের স্থানও যেন শুক্‌না না থাকে। কারণ, একটি পশমের স্থানও শুক্‌না থাকিলে দোযখের আযাব ভোগ করিতে হইবে।) যদি তুমি (এইভাবে) উত্তমরূপে গোসল কর, তবে গোসলের স্থান হইতে এইরূপে বাহির হইবে যে, তোমার

সমস্ত ছগীরা গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হযরত আনাস (রাঃ) আরয করিলেন, হুযূর উত্তমরূপে গোসল করার অর্থ কি? হুযূর (দঃ) বলিলেন, চুল এবং পশমের গোড়াগুলিকে খুব ভাল করিয়া ভিজাইবে এবং সমস্ত শরীর খুব ভাল করিয়া (ডলিয়া মলিয়া ময়লা) ছাফ করিয়া গোসল করিবে। অতঃপর হযরত (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলিলেন, প্রিয় বৎস, সব সময় ওযূর সঙ্গে থাকিবার চেষ্টা করিও। যদি ইহা পার, তবে বড়ই ফযীলতের জিনিস। কেননা, যাহার মৃত্যু ওযূর হালাতে হইবে, তাহাকে শহীদের মর্তবা দান করা হইবে।

—আবু ইয়ালা

৬। **হাদীস** ঃ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوْءُ ○

অর্থ—মো'মিন বন্দার হাত পায়ে যাহার যে পর্যন্ত ওযূর পানি পৌঁছিবে ক্বিয়ামতের দিন তাহাকে সে পর্যন্ত নূরের অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত করিয়া দেওয়া হইবে।

● ওযূর সময় পড়িবার দো'আ

[নিম্নের দো'আগুলি মূল কিতাবে নাই, তবে শিখিয়া লইয়া আমল করা ভাল।]

ওযূর শুরুতে—আঊযুবিল্লাহ্, বিস্‌মিল্লাহ্ পড়িয়া এই দো'আ পড়িবেঃ —অনুবাদক

بِسْمِ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ اَلْاِسْلَامُ نُوْرٌ وَّالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَّالْكُفْرُ بَاطِلٌ ○

'মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি। সকল প্রশংসাই তাঁহার জন্য যিনি (আমাকে) ইসলামের উপর রাখিয়াছেন। ইসলাম আলো, কুফ্‌র অন্ধকার; ইসলামই সত্য ধর্ম, কুফ্‌র মিথ্যা।

মাঝে মাঝে—কলেমা শাহাদত; দুরূদ শরীফ ও এই দো'আ পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ ○

'আয় আল্লাহ্! আমার গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দাও, আমার বাসস্থান কোশাদা ও শান্তিময় করিয়া দাও এবং আমার রূযিতে বরকত দাও।'

কব্জি পর্যন্ত হাত ধুইবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْيُمْنَ وَالْبَرَكَةَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشُّوْمِ وَالْهَلَكَةِ ○

'আয় আল্লাহ্! আমাকে বরকত ও মঙ্গল দান কর এবং বে-বরকতী ও অমঙ্গল হইতে রক্ষা কর। কুল্লি করিবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَكَثْرَةِ تِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَكَثْرَةِ الصَّلٰوةِ عَلٰى حَبِيْبِكَ ○

'আয় আল্লাহ্! এই মুখ দিয়া অনেক বেশী করিয়া তোমার যিক্‌র ও তোমার শোক্‌র করিবার তৌফিক দাও এবং বেশী করিয়া ক্বোরআন শরীফ তেলাওয়াৎ ও তোমার পিয়ারা হাবীবের প্রতি অধিক পরিমাণে দুরূদ পড়িবার তৌফীক দাও।'

নাকে পানি দিবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِيْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاَنْتَ عَنِّيْ رَاضٍ وَّلَا تُرِحْنِيْ رَائِحَةَ النَّارِ ○

'আয় আল্লাহ্। এই নাকের দ্বারা যেন বেহেশ্‌তের খোশ্‌বু লইতে পারি, আর তুমি যেন আমার উপর রাযী থাক, আর দোযখের বদবু ও ঘ্রাণ যেন লইতে না হয়।'

মুখমণ্ডল ধুইবার সময় পড়িবেঃ ○ اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ

'আয় আল্লাহ্! সেই দিন আমার চেহ্‌রাকে উজ্জ্বল রাখিও যেদিন অনেক লোকের (ধার্মিকদের) চেহ্‌রা উজ্জ্বল এবং অনেক লোকের (অধার্মিকদের) চেহ্‌রা মলিন হইবে।'

ডান হাতের কনুইর উপর পর্যন্ত ধুইবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اٰتِنِىْ كِتَابِىْ بِيَمِيْنِىْ وَحَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا ○

'আয় আল্লাহ্। আমার আমলনামা আমার ডান হাতে দিও এবং আমার হিসাব সহজ করিয়া দিও।'

বাম হাত কনুইর উপর পর্যন্ত ধুইবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِشِمَالِىْ اَوْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ ○

'আয় আল্লাহ্। আমার আমলনামা আমার বাম হাতেও দিও না বা পিছনের দিকেও দিও না।'

মাথা মছ্‌হে করিবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ غَشِّنِىْ بِرَحْمَتِكَ وَاَنْزِلْ عَلَىَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَاَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ ○

'আয় আল্লাহ্! তোমার রহ্‌মত দ্বারা আমাকে ঢাকিয়া লও এবং তোমার বরকত আমার উপর নাযিল কর এবং যে দিন তোমার ছায়া ও আশ্রয় ব্যতীত অন্য কোন ছায়া ও আশ্রয় পাওয়া যাইবে না, সে দিন দয়া করিয়া তোমার আশ্রয়ে, তোমার আরশের নীচে আমাকে একটু স্থান দান করিও।'

কান মছ্‌হে করিবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ○

'আয় আল্লাহ্! যাহারা ভাল কথা শুনে ও তদনুযায়ী আমল করে, আমাকে তাহাদের দলভুক্ত করিয়া রাখিও, (যেন আমিও ঐ কাজ করিতে পারি।)'

গর্দান মছ্‌হে করিবার সময় পড়িবেঃ ○ اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِىْ مِنَ النَّارِ

'আয় আল্লাহ্! দোযখের আগুন হইতে আমার গর্দানকে ছুটাইয়া লও। (আমাকে দোযখের আগুন হইতে বাঁচাও।)'

ডান পা ধুইবার সময় পড়িবেঃ ○ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَىَّ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ

'আয় আল্লাহ্! ছেরাতে মোস্তাক্বীমের (ইসলামের সরল রাস্তার) উপর আমাকে দৃঢ়পদ রাখিও।' বাম পা ধুইবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِىْ مَغْفُوْرًا وَّسَعْيِىْ مَشْكُوْرًا وَّتِجَارَتِىْ لَنْ تَبُوْرَ ○

'আয় আল্লাহ্! আমার গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দাও। আমার আমল কবূল কর। আমার (জীবনরূপ) ব্যবসায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করিও না। (লাভবান করিয়া দাও।)'

ওযূ শেষ করিয়া দাঁড়াইয়া সূরা-ইন্না আন্‌যালনা ও এই দো'আ পরিবেঃ

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

অর্থাৎ, 'আয় আল্লাহ্! তুমি পবিত্র, তোমারই প্রশংসা, (তোমারই স্তুতি, আমি তোমারই দাস,) তোমার নিকট ক্ষমা চাই, (তোমারই দিকে লক্ষ্য আমার,) তোমারই দিকে আমি ফিরি; আমি

সাক্ষ্য দিতেছি যে, এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই এবং আমি ইহার সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র বন্দা ও রসূল। আয় আল্লাহ্! আমাকে সর্বদা তওবাকারী ও পাক-পবিত্রদের শ্রেণীভুক্ত রাখিও এবং তোমার ভক্ত বন্দাদের (ছালেহীন) শ্রেণীভুক্ত রাখিও এবং ক্বিয়ামতের দিন যে সব নেক বন্দার আদৌ কোন ভয় বা চিন্তা থাকিবে না আমাকেও সেই দলভুক্ত রাখিও।'

হাদীস শরীফে আছে ঃ اَلْوُضُوْءُ سَلَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ 'ওযূ মোমিনের হাতিয়ার;' কাজেই দুনিয়ার ও আখেরাতের কামিয়াবীর উছীলা হইল পাক-ছাফ ও ওযূ-গোসল। সুতরাং পাক-ছাফ ও ওযূ-গোসলের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

বেহেশ্‌তী জেওর

দ্বিতীয় খণ্ড

নাজাছাত হইতে পাক হইবার মাসায়েল

[নাজাছাত অর্থ নাপাকী, অপবিত্রতা]

১। **মাসআলা ঃ** নাজাছাত দুই প্রকার—গলীযা এবং খফীফা। নাজাছাতে গলীযা অর্থ—খুব বেশী নাপাক, সামান্য লাগিলেই ধৌত করার হুকুম রহিয়াছে। নাজাছাতে খফীফা অর্থ—কিছু কম এবং হাল্‌কা নাপাক।

২। **মাসআলা ঃ** রক্ত, মানুষের মল-মূত্র মনী (বীর্য, শুক্র), কুকুর-বিড়ালের পেশাব ও পায়খানা, শূকরের মাংস, পশম ও হাড় ইত্যাদি; ঘোড়া, গাধা, মহিষ, বকরী ইত্যাদি সকল প্রকার পশুর মল; হাঁস, মুরগী এবং পানিকড়ির মল, গাধা, খচ্চর ইত্যাদি হারাম পশুর পেশাব নাজাছাতে গলীযা।

৩। **মাসআলা ঃ** দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাব-পায়খানও নাজাছাতে গলীযা।

৪। **মাসআলা ঃ** হারাম পক্ষীর পায়খানা এবং গরু, মহিষ, বকরী ইত্যদি হালাল পশুর পেশাব এবং ঘোড়ার পেশাব নাজাছাতে খফীফা।

৫। **মাসআলা ঃ** মুরগী, হাঁস, পানিকড়ি ব্যতীত অন্যান্য হালাল পক্ষীর পায়খানা পাক। যথা—কবুতর, চড়ুই, শালিক ইত্যাদি। চামচিকার পেশাব এবং পায়খানা উভয়ই পাক।

৬। **মাসআলা ঃ** পাতলা প্রবহমান নাজাছাতে গলীযা এক দের্‌হাম পর্যন্ত শরীরে বা কাপড়ে লাগিলে মা'ফ আছে। ভুলে বা অন্য কোন ওযরে যদি এক দের্‌হাম পরিমাণ নাজাছাতসহ নামায পড়ে, তবে নামায হইয়া যাইবে। কিন্তু স্বেচ্ছায় এইরূপ নাজাছাতসহ নামায পড়া মকরূহ্‌। ভুলে এক দের্‌হামের বেশী নাজাছাতসহ নামায হইবে না, দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে।

নাজাছাতে গলীযা যদি গাঢ় হয় যেমন, পায়খানা, মুরগী ইত্যাদির লেদ যদি ওজনে সাড়ে চার মাষা বা তদপেক্ষা কম হয়, তবে না ধুইয়া নামায জায়েয হইবে। ইহার বেশী হইলে না ধুইয়া নামায দুরুস্ত হইবে না।

৭। **মাসআলা ঃ** নাজাছাতে খফীফা যদি শরীরে বা কাপড়ে লাগে, তবে যে অঙ্গে লাগিয়াছে সেই অঙ্গের চারি ভাগের এক ভাগের কম হইলে মা'ফ আছে, পূর্ণ চারি ভাগের এক ভাগ হইলে বা তাহার চেয়ে বেশী হইলে মা'ফ নাই। মা'ফের অর্থ পূর্বে বলা হইয়াছে। কাপড়ের অঙ্গ যথা—আস্তিন, কল্লি, দামন ইত্যাদি। শরীরের অঙ্গ যথা—হাত, পা ইত্যাদি। এই সমস্তের চারি ভাগের এক ভাগ অপেক্ষা কম হইলে তাহা মা'ফ আছে। কিন্তু পূর্ণ চারি ভাগের এক বা তাহার বেশী হইলে তাহা মা'ফ নাই, না ধুইয়া নামায হইবে না।

৮। মাসআলা ঃ নাজাছাত কম হউক বা বেশী হউক পানিতে অল্প নাজাছাতে গলীযা পড়িলে, ঐ পানিও নাজাছাতে গলীযা হইবে এবং নাজাছাতে খফীফা পড়িলে নাজাছাতে খফীফা হইবে।

৯। মাসআলা ঃ কাপড়ে নাপাক তৈল লাগিলে যদি ইহার পরিমাণ এক দের্‌হাম অপেক্ষা কম হয়, তবে উহা মা'ফ হইবে। কিন্তু যদি দুই এক দিন পর বিস্তৃত হইয়া এক দের্‌হাম পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হয়, তবে উহা ধোয়া ওয়াজিব হইবে ; না ধুইয়া নামায পড়িলে নামায হইবে না।

১০। মাসআলা ঃ মাছের রক্ত নাপাক নহে। ইহা কাপড়ে বা শরীরে লাগিলে কোন ক্ষতি নাই। মশা এবং ছারপোকার রক্তও নাপাক নহে।

১১। মাসআলা ঃ চোখে ভাসে না এমন সূচের আগার মত বিন্দু বিন্দু পেশাবের ছিটা কাপড়ে বা শরীরে লাগার সন্দেহ হইলে তাহাতে কোন দোষ নাই। ইহাতে কাপড় বা শরীর ধোয়া ওয়াজিব নহে।

১২। মাসআলা ঃ নাজাছাত দুই প্রকার—গাঢ় এবং তরল। গাঢ় নাজাছাত (যেমন পায়খানা, রক্ত) কাপড়ে বা শরীরে লাগিলে তাহা পাক করিবার নিয়ম এই যে, নাজাছাতের স্থান এমনভাবে ধুইবে যেন দাগ না থাকে। যদি মাত্র একবার ধোয়াতেই দাগ চলিয়া যায়, তবুও পাক হইয়া যাইবে, তিনবার ধোয়া ওয়াজিব হইবে না ; কিন্তু একবারে দাগ চলিয়া গেলে আরও দুইবার ধোয়া এবং দুইবারে দাগ চলিয়া গেলে তৃতীয়বার ধোয়া মোস্তাহাব। মোটকথা, একবার বা দুইবারে দাগ চলিয়া গেলে পাক হইয়া যাইবে, তবে তিনবার পূর্ণ করা মোস্তাহাব।

১৩। মাসআলা ঃ যদি এমন কোন নাজাছাত লাগিয়া থাকে যে, তিন চারি বার ধোয়া সত্বেও এবং নাজাছাত চলিয়া গিয়া পরিষ্কার হইয়া যাওয়া সত্বেও কিছু দাগ বা কিছু দুর্গন্ধ থাকিয়া যায়, তাহাতে কোন দোষ নাই। সাবান প্রভৃতি লাগাইয়া দাগ বা দুর্গন্ধ দূর করা ওয়াজিব নহে।

১৪। মাসআলা ঃ পানির মত তরল নাজাছাত লাগিলে, তাহা পাক করিবার নিয়ম এই যে, অন্ততঃ তিনবার ধুইবে ও প্রত্যেকবার ভাল করিয়া নিংড়াইবে। তৃতীয় বার খুব জোরে নিংড়াইবে। ভালমত না নিংড়াইলে কাপড় পাক হইবে না।

১৫। মাসআলা ঃ এমন জিনিসে যদি নাজাছাত লাগে যাহা নিংড়ান যায় না ; (যথা—খাট, মাদুর, পাটি, চাটি, মাটির পাত্র, কলস, বাসন, চিনা মাটির বাসন, পেয়ালা, বোতল, জুতা ইত্যাদি) তবে তাহা পাক করিবার নিয়ম এই যে, একবার ধুইয়া এমনভাবে রাখিয়া দিবে যেন সমস্ত পানি ঝরিয়া যায়। পানি ঝরা বন্ধ হইলে আবার ধুইবে। এইরূপে তিনবার ধুইলে ঐ জিনিস পাক হইবে।

১৬। মাসআলা ঃ পানির দ্বারা ধুইয়া যেরূপ পাক করা যায়, তদ্রূপ যে সব জিনিস পানির ন্যায় তরল এবং পাক তাহা দ্বারাও ধুইয়া পাক করা যায়। যেমন, গোলাপ জল, আরকে গাওজবান, খেজুরের রস, আখের রস, তালের রস, ছিরকা ইত্যাদি। কিন্তু যেসব জিনিস তৈলাক্ত তাহা দ্বারা ধুইলে পাক হইবে না, নাপাকই থাকিয়া যাইবে ; যথা—দুধ, ঘি, তেল ইত্যাদি।

১৭। মাসআলা ঃ এই নম্বর মাসআলা পরে পাইবেন।

১৮, ১৯। মাসআলা ঃ জুতা বা চামড়ার মোজায় রক্ত, পায়খানা, গোবর, গাঢ় মনী ইত্যাদি গাঢ় নাজাছাত লাগিলে, তাহা যদি মাটিতে খুব ভালমত ঘষিয়া বা শুক্‌না হইলে নখ দিয়া খুটিয়া সম্পূর্ণ পরিষ্কার করিয়া ফেলা যায় এবং বিন্দুমাত্র নাজাছাত লাগা না থাকে, তবে তাহাতেই পাক হইয়া যাইবে, না ধুইলেও চলিবে। কিন্তু পেশাবের মত তরল নাজাছাত লাগিলে তাহা ধোয়া ব্যতীত পাক হইবে না।

২০। **মাসআলা** ঃ কাপড় এবং শরীরে গাঢ় কিংবা তরল নাজাছাত লাগিলে ধোয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পাক হইতে পারে না।

২১। **মাসআলা** ঃ কাঁচের আয়না, ছুরি, চাকু সোনারূপার জেওর, কাঁসা, পিতল, তামা, লোহা, গিলটি ইত্যাদি নির্মিত কোন থাল, বাসন, বদনা, কলস ইত্যাদি নাপাক হইলে উহা ভালমত মুছিয়া, ঘষিয়া বা মাটির দ্বারা মাজিয়া ফেলিলেই পাক হইবে; কিন্তু এই জাতীয় নক্শিদার জিনিস উপরোক্ত নিয়মে পানি দ্বারা ধৌত করা ব্যতীত পাক হইবে না।

২২। **মাসআলা** ঃ জমিনের উপর কোন নাজাছাত পড়িয়া যদি এমনভাবে শুকাইয়া যায় যে, নাজাছাতের কোন চিহ্নও না থাকে, তবে তাহা পাক হইয়া যাইবে, তথায় নামায পড়া দুরুস্ত হইবে; কিন্তু ঐ মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয হইবে না, যে ইট বা পাথর সুরকি চুনা দ্বারা জমিনের সঙ্গে জমাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাও ঐরূপ শুধু শুকাইলে পাক হইয়া যাইবে। উহাতে নামায পড়া দুরুস্ত হইবে, (কিন্তু তাহা দ্বারা তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না।)

২৩। **মাসআলা** ঃ যে ইটকে সুরকি, চুনা ব্যতীত শুধু বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে নাজাছাত লাগিয়া শুকাইয়া গেলে তাহা পাক হইবে না, পূর্বোক্ত নিয়মে ধুইতে হইবে।

২৪। **মাসআলা** ঃ যে ঘাস জমিনের সঙ্গে লাগা আছে তাহাও জমিনেরই মত। শুধু শুকাইলে এবং নাজাছাতের চিহ্ন চলিয়া গেলে পাক হইয়া যাইবে, কিন্তু কাটা ঘাস ধোয়া ব্যতীত পাক হইবে না।

২৫। **মাসআলা** ঃ নাপাক ছুরি, চাকু বা হাড়ি-পাতিল জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলিয়া পোড়াইলেও পাক হইয়া যাইবে।

২৬। **মাসআলা** ঃ হাতে যদি কোন নাপক জিনিস লাগে এবং কেহ জিহ্বা দ্বারা তিনবার চাটিয়া লয়, তবে হাত পাক হইয়া যাইবে, কিন্তু এরূপ করা নিষেধ। শিশু মাতৃস্তন হইতে দুগ্ধ পান করিবার সময় বমি করিলে উক্ত স্থান নাপাক হইয়া যাইবে, কিন্তু যদি শিশু বমি করিয়া আবার সেই স্থান তিনবার চাটিয়া চুষিয়া লইয়া থাকে, তবে মায়ের শরীর পাক হইবে, অবশ্য শিশুকে এইরূপ করিতে দেওয়া উচিত নহে।

২৭। **মাসআলা** ঃ মাটির কোন নূতন হাড়ি, কলস বা বদ্না যদি নাজাছাত চুষিয়া লইয়া থাকে, তবে তাহা শুধু ধুইলে পাক হইবে না। তাহা পাক করিবার নিয়ম এই যে, পানি ভরিয়া রাখিয়া দিবে। যখন নাজাছাতের তাছীর পানিতে আসে, তখন ঐ পানি ফেলিয়া আবার নূতন পানি ভরিয়া রাখিয়া দিবে। এইরূপ বারবার ভরিয়া রাখিতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে, পানির মধ্যে নাজাছাতের (রং বা গন্ধ) কোন তাছীরই দেখা যায় না, তখন পাক হইবে।

২৮। **মাসআলা** ঃ নাপাক মাটির দ্বারা যদি হাড়ি, কলস তৈয়ার করা হয়, তবে তাহা কাঁচা থাকা পর্যন্ত নাপাক থাকিবে; আগুন দ্বারা পোড়ান হইলে পাক হইয়া যাইবে।

২৯। **মাসআলা** ঃ মধু, চিনি, মিছরির শিরা, তৈল বা ঘৃত ইত্যাদি নাপাক হইলে উহা পাক করিবার এক উপায়—যে পরিমাণ তৈল বা শিরা, সেই পরিমাণ পানি উহাতে মিশ্রিত করিয়া উত্তাপে পানিটা উড়াইয়া দিবে, যখন সমস্ত পানি উড়িয়া যাইবে, তখন আবার ঐ পরিমাণ পানি মিশ্রিত করিয়া জাল দিবে। এইরূপ তিনবার করিলে ঐ তৈল বা শিরা পাক হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় উপায়—তৈল ঘৃত ইত্যাদির সঙ্গে সমপরিমাণ পানি মিশ্রিত করিয়া তাহাতে নাড়াচাড়া দিলে তৈলটা উপরে ভাসিয়া উঠিবে, তারপর আস্তে আস্তে কোন উপায়ে উপর হইতে তৈলটা উঠাইয়া

আবার সমপরিমাণ পানি মিশ্রিত করিয়া আবার ঐরূপে তৈলটা উঠাইয়া লইবে। এইরূপ তিনবার করিলে ঐ তৈল বা ঘৃত পাক হইয়া যাইবে। যদি জমাট ঘৃত হয়, তবে পানি মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে বা আগুনের আঁচের উপর রাখিবে, ঘৃত গলিয়া উপরে ভাসিয়া উঠিলে তারপর উপরোক্তরূপে তিনবার উঠাইয়া লইলে পাক হইবে।

৩০। **মাসআলা**ঃ নাপাক রংয়ের দ্বারা কাপড় রঙ্গাইলে তাহা পাক করিবার উপায় এই যে, কাপড়খানা বার বার (অন্ততঃ তিনবার) ধুইতে থাকিবে। যতক্ষণ রঙ্গিন পানি বাহির হইতে থাকিবে ততক্ষণ ধুইতে থাকিবে। যখন রং শূন্য পানি বাহির হইবে, তখন ঐ কাপড় পাক হইয়া যাইবে—কাপড় হইতে রং যাউক বা না যাউক।

৩১। **মাসআলা**ঃ গরু, মহিষ ইত্যাদির গোবর শুকাইলে তাহা যদিও নাপাক থাকে কিন্তু তাহা পাকের কাজে ব্যবহার করা জায়েয আছে এবং পোড়াইবার সময় যে ধুঁয়া বাহির হয় তাহা নাপাক নহে। অতএব, হাতে বা কাপড়ে ধুঁয়া লাগিলে তাহা নাপাক হইবে না এবং ঐ গোবর পুড়িয়া যে ছাই হয়, তাহাও নাপাক নহে। অতএব, ঐ ছাই যদি রুটিতে (কাপড় বা শরীরে) লাগে, তবে তাহাতে কোন দোষ নাই।

৩২। **মাসআলা**ঃ বিছানার এক কোণ নাপাক এবং বাকী অংশ পাক হইলে, পাক অংশে নাযাম পড়া দুরুস্ত আছে।

৩৩। **মাসআলা**ঃ যে জমিন (ঘর বা উঠান) গোবর দ্বারা লেপা হইয়াছে, তাহা নাপাক। অতএব, উহার উপর অন্য কোন পাক বিছানা না বিছাইয়া নামায পড়া দুরুস্ত নহে।

৩৪। **মাসআলা**ঃ যে জমিন গোবর দ্বারা লেপা হইয়াছে তাহা শুকাইয়া গেলে, উহার উপর ভিজা কাপড়, বিছাইয়াও নামায পড়া দুরুস্ত আছে; যদি এরূপ ভিজা হয় যে, গোবর কাপড়ে লাগিয়া যাইতে পারে, তবে উহাতে নামায পড়া জায়েয হইবে না।

৩৫। **মাসআলা**ঃ পা ধুইয়া ভালমতে মুছিয়া যদি নাপাক জমিনের উপর দিয়া যায় এবং পায়ের চিহ্ন মাটিতে পড়ে, তবে তাহাতে পা নাপাক হইবে না; কিন্তু যদি পায়ের সঙ্গে এত পরিমাণ পানি লাগা থাকে যে, তাহার সঙ্গে ঐ নাপাক মাটি কিছু কিছু লাগিয়া যায়, তবে পা নাপাক হইয়া যাইবে। পা না ধুইয়া নামায পড়া জায়েয হইবে না।

৩৬। **মাসআলা**ঃ নাপাক বিছানায় শুইলে তাহাতে শরীর বা কাপড় নাপাক হইবে না; কিন্তু যদি শরীর হইতে এত পরিমাণ ঘাম বাহির হয়, যাহাতে শরীর এবং কাপড় ভিজিয়া বিছানার নাজাছাতের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যায়, তবে ঐ ঘাম নাপাক হইয়া যাইবে এবং ঐ ঘাম যে অঙ্গে বা কাপড়ে লাগিবে, তাহাও নাপাক হইয়া যাইবে।

৩৭। **মাসআলা**ঃ যদি কেহ নাপাক মেহেন্দি হাতে বা পায়ে লাগায়, তাহা পাক করিবার উপায় এই যে, হাত পা, খুব ভালমতে (অন্ততঃ তিনবার) ধুইবে; যখন ধোয়া পানির সঙ্গে রং বাহির না হয়, তখন হাত পা পাক হইয়া যাইবে; হাতে পায়ে শুধু রংয়ের দাগ থাকিলে (কোন ক্ষতি হইবে না) উহা উঠাইয়া ফেলা ওয়জিব নহে।

৩৮। **মাসআলা**ঃ নাপাক সুরমা চোখের ভিতর লাগাইলে তাহা ধুইয়া পাক করা ওয়াজিব নহে। অবশ্য ভিতর হইতে কিছু অংশ চোখের বাহিরে আসিলে উহা ধোয়া ওয়াজিব হইবে।

৩৯। **মাসআলা**ঃ নাপক তৈল মাথায় বা শরীরে লাগাইলে উহা তিনবার ধুইলে পাক হইয়া যাইবে। সাবান বা অন্য কিছু দ্বারা তৈল ছাড়ান ওয়াজিব নহে।

৪০। **মাসআলাঃ** ভাত, আটা, ময়দা ইত্যাদি কোন শুক্না খাদ্য-দ্রব্য যদি কুকুর বা বানরে মুখ দিয়া ঝুটা করিয়া থাকে, তবে তাতে সমস্ত ভাত নাপাক হয় নাই, যে পরিমাণ স্থানে মুখ বা মুখের লোয়াব লাগিয়াছে, উহা নাপাক হইয়াছে। ঐ পরিমাণ খাদ্য-দ্রব্য ফেলিয়া দিলে অবশিষ্ট খাদ্য পাক থাকিবে এবং তাহা খাওয়া দুরুস্ত হইবে।

৪১। **মাসআলাঃ** কুকুরের লোয়াব (লালা) এবং মাংস নাপাক; অতএব, পানিতে মুখ দিলে বা কাহারও গা চাটিলে সেই পানির পাত্র এবং শরীর সব নাপাক হইয়া যাইবে। কিন্তু জীবিত কুকুরের শরীরের উপরিভাগ শুক্না হউক কিংবা ভিজা হউক, নাপাক নহে। অতএব, কুকুরের শরীরে যদি কাহারও কাপড় লাগিয়া যায়, তবে সে কাপড় নাপাক হইবে না। কিন্তু (কুকুর প্রায়ই নাজাছাত খায় এবং নাজাছাতের মধ্যে যায় তাই) যদি কোন নাজাছাত উহার শরীরে লাগিয়া থাকে, তবে উহার শরীর নাপাক হইবে এবং তাহা কাপড়ে লাগিলে কাপড় নাপাক হইবে।

(মাসআলাঃ গোবর দিয়া উঠান লেপিবার সময় বা গোবরে হাত লাগাইয়া হাত তিনবার পরিষ্কার করিয়া ধুইবার পূর্বে যদি কোন মাটির লোটা বা কলসীতে হাত দেয় তবে ঐ লোটা, কলসী এবং তাহার পানি সব নাপাক হইয়া যাইবে। পানি ফেলিয়া দিতে হইবে এবং লোটা, কলসী পাক করিবার যে নিয়ম পূর্বে লেখা হইয়াছে সেই নিয়মে পাক করিতে হইবে।)

৪২। **মাসআলাঃ** ভিজা কাপড় পরা অবস্থায় বায়ু (মলদ্বার দিয়া) নির্গত হইলে তাহাতে কাপড় নাপাক হইবে না।

৪৩। **মাসআলাঃ** নাপাক পানিতে ভিজা কাপড়ের সাথে পাক কাপড় জড়াইয়া রাখিলে যদি পাক কাপড়খানা এত পরিমাণ ভিজিয়া যায় যে, (তাহাতে নাজাছাতের কিছু গন্ধ বা রং আসিয়া পড়িয়াছে বা) চিপিলে দুই এক কাত্রা পানি বাহির হয় বা হাত ভিজিয়া যায়, তবে ঐ পাক কাপড়ও নাপাক হইয়া যাইবে। শুধু একটু একটু ভিজা ভিজা দেখাইলে তাহাতে কাপড়খানা নাপাক হইবে না। অবশ্য যদি ঐ নাপাক কাপড়খানা পেশাব ইত্যাদি কোন নাজাছাত দ্বারা ভিজা হয়, তবে পাক কাপড়খানাতে বিন্দুমাত্র দাগ কিংবা ভিজা ভিজা লাগিলেই তাহা নাপাক হইয়া যাইবে।

৪৪। **মাসআলাঃ** যদি কোন একখানা কাঠের এক পিঠ পাক এবং অপর পিঠ নাপাক হয় এবং তাহা এতটুকু পুরু হয় যে, চিরিয়া দুইখানা তক্তা করা যায় তবে উহার পাক পিঠে নামায পড়া দুরুস্ত হইবে। যদি ঐ পরিমাণ পুরু না হয়, তবে পাক পিঠেও নামায পড়া দুরুস্ত হইবে না।

৪৫। **মাসআলাঃ** দুই পাল্লা বিশিষ্ট কাপড়ের এক পাল্লা যদি নাপাক এবং অন্য পাল্লা পাক হয় এবং উভয় পাল্লা একত্রে সেলাই করা হয়, তবে পাক পাল্লার উপর নামায পড়া জায়েয হইবে না, কিন্তু সেলাই করা না হইলে নাপাক পাল্লা নীচে রাখিয়া পাক পাল্লার উপর নামায পড়া দুরুস্ত হইবে।

এস্তেঞ্জার মাসায়েল

(এস্তেঞ্জা অর্থ—পবিত্রতা হাছিল করা। এস্তেঞ্জা দুই প্রকার—পেশাবের পর যে পবিত্রতা হাছিল করা হয়, তাহাকে 'ছোট এস্তেঞ্জা' এবং পায়খানা ফিরিয়া যে পবিত্রতা হাছিল করা হয়, তাহাকে 'বড় এস্তেঞ্জা' বলা হয়।)

১। মাসআলা ঃ ঘুম হইতে উঠিয়া উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত না ধুইয়া পাক হউক কি নাপাক হউক পাত্রের পানিতে হাত দিবে না। পানি যদি লোটা, বদনা ইত্যাদি ছোট পাত্রে থাকে, তবে বাম হাত দ্বারা ঐ পাত্রকে কাত্ করিয়া পানি ঢালিয়া আগে ডান হাত তিনবার ধুইবে। তারপর লোটা ডান হাতে লইয়া কাত্ করিয়া পানি ঢালিয়া বাম হাত তিনবার ধুইবে। পানি যদি মট্‌কা ইত্যাদি এমন বড় পাত্রে থাকে যাহা কাত্ করা যায় না, তবে কোন ছোট পাক পাত্রের দ্বারা পানি উঠাইয়া উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে উভয় হাত ধৌত করিবে; কিন্তু মট্‌কা হইতে পানি উঠাইবার সময় লক্ষ্য রাখিবে যেন আঙ্গুল পানিতে না ভিজে। যদি তথায় কোন ছোট পাত্র পাওয়া না যায় এবং এক্বীন থাকে যে, হাত পাক আছে—রাত্রে নাপাক হয় নাই, তবে বাম হাতের আঙ্গুলগুলি খুব চিপিয়া চুল্লু বানাইবে এবং যথাসম্ভব কম অংশ পানিতে ডুবাইয়া, কিছু কিছু পানি উঠাইয়া ডান হাত তিনবার ধুইবে, তারপর ডান হাত পাক হইয়া গেলে উহা যত ইচ্ছা পানিতে ডুবাইয়া পানি উঠাইয়া বাম হাত ধুইবে। আর যদি হাত নাপাক হয়, তবে কিছুতেই মট্‌কার পানিতে হাত বা অঙ্গুল প্রবেশ করাইবে না। অন্য কোন উপায়ে পানি উঠাইয়া, আগে হাত পাক করিবে, তারপর পাক হাতের দ্বারা পানি উঠাইয়া অন্য যে কাজ হয় করিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি পাক রুমাল, গামছা বা কাপড় কাছে থাকে, তবে উহার শুক্‌না অংশ ধরিয়া অন্য অংশ পানির মধ্যে ভিজাইয়া মট্‌কার বাহিরে আনিবে এবং উহা হইতে পানির যে ধারা বাহির হইবে তদ্দ্বারা ডান হাত তিনবার ধুইবে; কিন্তু কোনক্রমেই ভিজা অংশে যেন ডান হাত বা বাম হাত স্পর্শ না করে, এইরূপে ডান হাত পাক করিয়া পরে তদ্দ্বারা পানি উঠাইয়া বাম হাত তিনবার ধুইবে। কিন্তু এইরূপে ডান ও বাম হাত ধুইবার সময় দুই হাত যেন একত্রিত না হয়।

২। মাসআলা ঃ পেশাব বা পায়খানার রাস্তা দিয়া যে নাজাছাত বাহির হয়, তাহা হইতে পাক হওয়া সুন্নত। অর্থাৎ, পায়খানা করিলে যদি মলদ্বার অতিক্রম করিয়া ছড়াইয়া না থাকে, তবে শুধু ঢিলার দ্বারা এস্তেঞ্জা করা সুন্নত। এমতাবস্থায় শুধু পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা যায়। ঢিলার দ্বারা কুলূখ লইয়া তারপর পানির দ্বারা ধোয়া মোস্তাহাব।

৩। মাসআলা ঃ মল যদি মলদ্বারের এদিক ওদিক না লাগে এবং এ কারণে যদি পানি দ্বারা ধৌত না করে বরং পাক পাথর অথবা ঢিলার দ্বারা এস্তেঞ্জা করিয়া লয়, যাহাতে ময়লা দূর হইয়া যায় এবং শরীর পরিষ্কার হইয়া যায়, তবে ইহাও জায়েয আছে; কিন্তু ইহা পরিচ্ছন্নতার খেলাফ। অবশ্য যদি পানি না থাকে কিংবা কম থাকে, তবে তাহা মজবুরী অবস্থা।

(**মাসআলা ঃ** পেশাবের হুকুমও পায়খানারই মত, অর্থাৎ পেশাব যদি পেশাবের রাস্তা হইতে অতিক্রম না করিয়া থাকে তবে পানির দ্বারা ধৌত করা ওয়াজিব নহে, আর যদি অতিক্রম করে এবং তাহা এক দের্‌হাম হইতে বেশী না হয়, তবে পানির দ্বারা ধৌত করা ওয়াজিব এবং এক দের্‌হাম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী অতিক্রম করিয়া থাকিলে, পানির দ্বারা ধৌত করা ফরয এবং ঢিলার দ্বারা কুলূখ লওয়া প্রত্যেক অবস্থায়ই সুন্নত। তবে এতটুকু ব্যবধান যে, স্ত্রীলোকে পেশাবের পর কুলূখ লওয়ার আবশ্যক নাই, পেশাব করিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পানির দ্বারা ধৌত করাই যথেষ্ট। কিন্তু পুরুষের জন্য যতক্ষণ না পেশাবের কাত্‌রা বন্ধ হইয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত ঢিলা ইত্যাদির দ্বারা কুলূখ লইয়া মনের সম্পূর্ণ এত্‌মিনান হাছিল করা ওয়াজিব। এইরূপ না করা অর্থাৎ, পেশাব হইতে উত্তমরূপে পবিত্রতা লাভ না করা গোনাহে কবীরা এবং ইহার জন্য কবর-আযাব হয়। পেশারের কাত্‌রা বন্ধ হওয়ার পূর্বে ওযূ করিলে ওযূও হইবে না এবং নামাযও হইবে না।)

৪। **মাসআলা ঃ** পায়খানার ঢিলা ব্যবহার করিবার বিশেষ কোন নিয়ম নির্ধারিত নাই। অবশ্য এতটুকু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পায়খানা এদিক-ওদিক না ছড়ায় বা হাতে না লাগে এবং মলদ্বার উত্তমরূপে পরিষ্কার হইয়া যায়। তবে তিনটি বা পাঁচটি অর্থাৎ, বে-জোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করা সুন্নত এবং স্ত্রীলোকদের জন্য ঢিলা সম্মুখ হইতে পিছন দিকে লইয়া যাওয়া উত্তম। পুরুষের জন্য প্রথমটি সম্মুখ হইতে পিছন দিকে লইয়া যাওয়া এবং দ্বিতীয়টি পিছন হইতে সম্মুখ দিকে আনয়ন করা উত্তম। প্রশ্রাবের ঢিলা ব্যবহার করিবারও বিশেষ কোন নিয়ম নির্ধারিত নাই, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত মন নিঃসন্দেহ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ঢিলা লইয়া হাঁটা-হাঁটি করা উত্তম। (কিন্তু হাঁটা-হাঁটি করিবার সময় বা পেশাব বা পেশাব করিতে বসিবার সময় লক্ষ্য রাখিবে, যেন নির্লজ্জতা প্রকাশ না পায় অর্থাৎ, হাঁটু যেন খুলিয়া না যায় বা প্রকাশ্য স্থানে লোক সম্মুখে নির্লজ্জভাবে যেন হাঁটা-হাঁটি না করা হয় এবং পেশাবের ছিটা কাপড়ে বা শরীরে যেন না লাগে।)

৫। **মাসআলা ঃ** ঢিলা দ্বারা এস্তেঞ্জা করার পর পানির দ্বারা শৌচ করা সুন্নত।

৬। **মাসআলা ঃ** অতঃপর নির্জনে গিয়া শরীর ঢিলা করিয়া বসিবে। পানির দ্বারা শৌচ করিবার পূর্বে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুইয়া লইবে। পানির দ্বারা কয়বার ধুইতে হইবে তাহার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারিত নাই। তবে এই পরিমাণ ধুইবে, যেন অঙ্গ সম্পূর্ণ পাক হইয়া গিয়াছে মন সাক্ষ্য দেয়। অবশ্য কোন কোন লোকের মনের সন্দেহ বিশবার ধুইলেও দূর হয় না, আবার কোন কোন লোকের পাক-নাপাকের খেয়ালই থাকে না, তাহাদের জন্য কমপক্ষে তিনবার এবং ঊর্ধ্ব সংখ্যায় সাতবার নির্ধারিত, ইহার বেশী করিবে না।

৭। **মাসআলা ঃ** পানির দ্বারা এস্তেঞ্জা করিবার জন্য স্ত্রীলোক বা পুরুষ কাহারও সামনে সতর খোলা জায়েয নহে। অতএব, নির্জন বা আড়াল জায়গা পাওয়া না গেলে পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা না করিয়া (শুধু ঢিলা দ্বারা উত্তমরূপে এস্তেঞ্জা করিয়া ওযূ করিয়া নামায পড়িবে,) তবুও সতর খুলিবে না। কেননা, সতর খোলা বড় গোনাহ্।

৮। **মাসআলা ঃ** হাড়, নাপাক জিনিস গোবর, লেদী, কয়লা, চাড়া (ঠিকরা), কাঁচ, পাকা ইট, খাদ্যদ্রব্য, কাগজ ইত্যাদি দ্বারা এবং ডান হাত দ্বারা এস্তেঞ্জা করা অন্যায় এবং নিষেধ। অবশ্য যদি কেহ করিয়া ফেলে তবে শরীর পাক হইয়া যাইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** দাঁড়াইয়া পেশাব করা নিষেধ।

১০। **মাসআলা ঃ** পেশাব বা পায়খানা করিবার সময় ক্বেব্‌লার দিকে (পশ্চিম দিকে) মুখ বা পিঠ করিয়া বসা নিষেধ।

১১। **মাসআলা ঃ** ছোট শিশুকেও এইরূপে পেশাব-পায়খানা করান মকরূহ্।

১২। **মাসআলা ঃ** এস্তেঞ্জার পর লোটার অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযূ করা জায়েয আছে। এইরূপে ওযূর অবশিষ্ট পানি দ্বারাও এস্তেঞ্জা করা জায়েয আছে, তবে না করা ভাল।

১৩। **মাসআলা ঃ** (ক) পেশাব-পায়খানার পূর্বে (পেশাবখানা বা পায়খানার ভিতর ঢুকিবার পূর্বে) এই দো'আ পড়িবে ঃ بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ ○

অর্থ—আয় আল্লাহ্! আমাকে শয়তান হইতে এবং মন্দ খেয়াল ও মন্দ কাজ হইতে বাঁচাও। (খ) খোলা মাথায় পায়খানায় যাইবে না। (গ) আংটি বা অন্য কিছুতে যদি খোদা বা রসূলের নাম অঙ্কিত বা লিখিত থাকে, তাহা খুলিয়া রাখিবে। (ঘ) পায়খানায় যাইবার সময় প্রথমে বাম পা ভিতরে রাখিবে। (ঙ) পায়খানার ভিতর গিয়া মুখে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিবে না। যদি

হাঁচি আসে, মনে মনে আলহাম্‌দুলিল্লাহ্‌ বলিবে, মুখে বলিবে না। (চ) পায়খানার ভিতরে গিয়া কথাবার্তা বলিবে না। (ছ) পায়খানা হইতে বাহির হইবার সময় প্রথমে ডান পা বাহির করিবে। (জ) দরজার বাহিরে আসিয়া এই দো'আ পড়িবেঃ

غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ ○

অর্থ—আয় আল্লাহ্‌! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও শোক্‌র করি, যিনি আমার ভিতর হইতে কষ্টদায়ক অপবিত্র জিনিস বাহির করিয়া দিয়া আমাকে সুখ ও শান্তি দান করিয়াছেন। (ঝ) পানির দ্বারা এস্তেঞ্জা করিবার পর বাম হাত ভাল করিয়া মাটিতে ঘষিয়া ধুইবে। (ঞ) ঢিলার এস্তেঞ্জাও বাম হাত দ্বারা করিবে, পানির এস্তেঞ্জাও বাম হাত দ্বারা করিবে, পানির এস্তেঞ্জায় কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা এই তিন অঙ্গুলির বেশী লাগাইবে না এবং আঙ্গুলের মাথাও লাগাইবে না।

নামায

আল্লাহ্‌র নিকট নামায অতি মর্তবার এবাদত। আল্লাহ্‌র নিকট নামায অপেক্ষা অধিক প্রিয় এবাদত আর নাই। আল্লাহ্‌ পাক স্বীয় বন্দাগণের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছেন। যাহারা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায রীতিমত পড়িবে, তাহারা (বেহেশ্‌তের মধ্যে অতি বড় পুরস্কার এবং) অনেক বেশী ছওয়াব পাইবে (আল্লাহ্‌র নিকট অতি প্রিয় হইবে)। যাহারা নামায পড়ে না তাহারা মহাপাপী।

হাদীস শরীফে আছেঃ 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করিয়া ভয় ও ভক্তি সহকারে মনোযোগের সহিত রীতিমত নামায আদায় করিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার ছগীরা গোনাহ্‌সমূহ মা'ফ করিয়া দিবেন এবং বেহেশ্‌তে স্থান দিবেন।'

অন্য হাদীসে আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ 'নামায দ্বীনের (ইসলাম ধর্মের) খুঁটি স্বরূপ। যে উত্তমরূপে নামায কায়েম রাখিল, সে দ্বীনকে (দ্বীনের এমারতটি) কায়েম রাখিল এবং যে খুঁটি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, (অর্থাৎ, নামায পড়িল না) সে দ্বীনকে (দ্বীনের এমারতটি) বরবাদ করিয়া ফেলিল।'

অন্য হাদীসে আছে, 'কিয়ামতে সর্বাগ্রে নামাযেরই হিসাব লওয়া হইবে। নামাযীর হাত, পা এবং মুখ কিয়ামতে সূর্যের মত উজ্জ্বল হইবে; বেনামাযীর ভাগ্যে তাহা জুটিবে না।'

অন্য হাদীসে আছে, কিয়ামতের মাঠে নামাযীরা নবী, শহীদ এবং ওলীগণের সঙ্গে থাকিবে এবং বেনামাযীরা ফেরআউন, হামান এবং কারূণ প্রভৃতি বড় বড় কাফিরদের সঙ্গে থাকিবে।

(নামায আল্লাহ্‌র ফরয) অতএব, প্রত্যেকেরই নামায পড়া একান্ত আবশ্যক। নামায না পড়িলে আখেরাতের অর্থাৎ, পরজীবনের ক্ষতি তো আছেই, ইহজীবনেরও ক্ষতি আছে। অধিকন্তু যাহারা নামায না পড়িবে, কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে কাফিরদের সমতুল্য গণ্য করা হইবে। আল্লাহ্‌ বাঁচাউক। নামায না পড়া কত বড় অন্যায়। (অতএব, হে ভাই-ভগ্নিগণ! আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া অত্যন্ত যত্নসহকারে নামায পড়ি এবং আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র গযব ও দোযখের আযাব হইতে বাঁচিয়া বেহেশ্‌তের অফুরন্ত নেয়ামতভোগী হইয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হই।)

পাঁচ ওয়াক্ত নামায সকলের উপর ফরয। পাগল এবং নাবালেগের উপর ফরয নহে। ছেলে-মেয়ে সাত বৎসর বয়স্ক হইলে তাহাদের দ্বারা নামায পড়ান পিতামাতার উপর ওয়াজিব। দশ বৎসর বয়সে যদি ছেলে-মেয়ে নামায না পড়ে, তবে তাহাদিগকে মারিয়া পিটিয়া নামায পড়াইতে হইবে; ইহা হাদীসের হুকুম।

নামায কাহারও জন্য মা'ফ নাই। কোন অবস্থায়ই নামায তরক করা জায়েয নহে। রুগ্ন, অন্ধ, খোঁড়া, আতুর, বোবা, বধির যে যে অবস্থায় আছে, তাহার সেই অবস্থাতেই নামায পড়িতে হইবে। অবশ্য যদি কেহ ভুলিয়া যায় বা ঘুমাইয়া পড়ে, ওয়াক্তের মধ্যে স্মরণ না আসে বা ঘুম না ভাঙ্গে, তবে তাহার গোনাহ্ হইবে না বটে; কিন্তু স্মরণ হওয়া এবং ঘুম ভাঙ্গা মাত্রই ক্বাযা পড়িয়া লওয়া ফরয (এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইতে হইবে।) অবশ্য তখন মকরূহ ওয়াক্ত হইলে, (যেমন সূর্যের উদয় বা অস্তের সময় যদি স্মরণ আসে বা ঘুম ভাঙ্গে,) তবে একটু দেরী করিয়া পড়িবে, যেন মকরূহ্ ওয়াক্ত চলিয়া যায়। এইরূপে বেহুশীর অবস্থায় যদি নামায ছুটিয়া যায়, তবে তজ্জন্য গোনাহ্ হইবে না। অবশ্য হুশ আসা মাত্রই তাহার ক্বাযা পড়িতে হইবে।

নামাযের ওয়াক্ত

(দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। অতএব, সেই ওয়াক্তগুলি চিনিয়া লওয়া আবশ্যক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নাম। ১। ফজর, ২। যোহর, ৩। আছর, ৪। মাগরিব, ৫। এশা। ফজরে দুই রাকা'আত, যোহরে চারি রাকা'আত, আছরে চারি রাকা'আত, মাগরিবে তিন রাকা'আত এবং এশায় চারি রাকা'আত; মোট এই ১৭ রাকা'আত নামায দৈনিক ফরয।)

ছোব্‌হে ছাদেক ঃ

১। **মাসআলা ঃ** যখন রাত্র শেষ হইয়া আসে তখন পূর্বাকাশে দৈর্ঘ্যে অর্থাৎ, উপর-নীচে একটি লম্বমান সাদা রেখা দেখা যায়। এই রেখা প্রকাশের সময়কে 'ছোব্‌হে কাযেব' বলে। ঐ সময় ফজরের নামাযের ওয়াক্ত হয় না। কিছুক্ষণ পরে ঐ সাদা রেখা বিলীন হইয়া আবার অন্ধকার দেখা যায়। ইহার অল্পক্ষণ পর আকাশের প্রস্থে অর্থাৎ, উত্তর-দক্ষিণে বিস্তারিত সাদা রং দেখা দেয়। এই সাদা রং প্রকাশের সময় হইতে 'ছোবহে ছাদেক' আরম্ভ হয়। ছোব্‌হে ছাদেক হইলে ফজরের নামাযের ওয়াক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে এবং সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত ফজরের ওয়াক্ত থাকিবে। যখন পূর্বাকাশে সূর্যের সামান্য কিনারা দেখাদেয়, তখন ফজরের ওয়াক্ত শেষ হইয়া যায়। কিন্তু (মেয়ে লোকের জন্য) আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া ভাল।

(সবচেয়ে ছোট রাত্রে সূর্যোদয়ের ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট এবং সবচেয়ে বড় রাত্রে ১ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট পূর্বে ছোব্‌হে ছাদেক হয়। ইহা শরীঅতের কথা নহে, ব্যক্তিগত হিসাব।)

২। **মাসআলা ঃ** ঠিক দ্বিপ্রহরের পর যখন সূর্য কিঞ্চিৎমাত্র ঢলিয়া পড়ে তখন যোহরের ওয়াক্ত হয় এবং প্রত্যেক জিনিসের ছায়া উহার দ্বিগুণ না হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকে। কিন্তু ছায়া সমপরিমাণ হইবার পূর্বে নামায পড়িয়া লওয়া মোস্তাহাব। সকল বস্তুর ছায়াই সকাল বেলায় পশ্চিম দিকে থাকে এবং অনেক বড় থাকে। ক্রমান্বয়ে ছায়া ছোট হইতে থাকে। এমনকি, ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় সবচেয়ে ছোট হইয়া কিছুক্ষণ পরে আবার পূর্বদিকে বাড়িতে আরম্ভ করে। যখন ছায়া সবচেয়ে ছোট হয়, তখন ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়। এই সময় সবচেয়ে ছোট যে ছায়াটুকু থাকে তাহাকে 'ছায়া আছ্‌লী' বলে। ছায়া আছ্‌লী যখন বাড়িতে আরম্ভ করে, তখন যোহরের

ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। ছায়া আছ্‌লী বাদে ছায়া যখন ঐ বস্তুর সমপরিমাণ হয় তখন পর্যন্ত যোহরের নামায পড়া মোস্তাহাব। ছায়া আছ্‌লী বাদে ছায়া দ্বিগুণ হইবার পূর্ব পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকে। যখন দ্বিগুণ হইয়া যায়, তখন আর যোহরের ওয়াক্ত থাকে না, আছরের ওয়াক্ত আসিয়া যায়। ছায়া আছ্‌লী বাদে ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আছরের ওয়াক্ত। কিন্তু সূর্যের রং হলদে হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মোস্তাহাব ওয়াক্ত; তাহার পর মকরূহ্‌ ওয়াক্ত। মকরূহ্‌ ওয়াক্তে অর্থাৎ, যখন সূর্যের রং পরিবর্তন হইয়া যায়, তখন নামায পড়া মকরূহ। অবশ্য যদি কোন কারণবশতঃ ঐ দিনের আছরের নামায পড়া না হইয়া থাকে, তবে ঐ সময়ই পড়িয়া লইবে, নামায ক্বাযা হইতে দিবে না। কিন্তু আগামীর জন্য সতর্ক হইবে, যাহাতে পুনঃ ঐরূপ দেরী না হয়। অবশ্য এই সময়ে ঐ দিনের আছর ব্যতীত ক্বাযা, নফল বা অন্য কোন নামায পড়িলে তাহা জায়েয হইবে না।

৩। **মাসআলা ঃ** সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়া মাত্রই মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত হয় এবং যতক্ষণ পশ্চিম আকাশে লালবর্ণ দেখা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে; কিন্তু মাগরিবের নামায দেরী করিয়া পড়া মকরূহ্‌। সূর্য অস্ত যাওয়া মাত্রই নামায পড়িয়া লওয়া উচিত। পশ্চিম আকাশে ঘন্টাখানেক লালবর্ণ থাকে; (পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, সূর্যাস্তের পর ১ ঘন্টা ১২ মিনিট পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে।) তারপর লালবর্ণ চলিয়া গিয়া কিছুক্ষণ পর্যন্ত সাদাবর্ণ দেখা যায়। লালবর্ণ চলিয়া গেলেই ফৎওয়া হিসাবে এশার ওয়াক্ত হইয়া যায় বটে; কিন্তু আমাদের ইমাম আ'যম ছাহেব বলেন যে, সাদাবর্ণ থাকা পর্যন্ত এশার ওয়াক্ত হয় না। কাজেই সাদাবর্ণ দূর হইয়া কালবর্ণ দেখা না দেওয়া পর্যন্ত এশার নামায পড়া উচিত নহে। ঐ লালবর্ণ দূর হওয়ার পর হইতে ছোব্‌হে ছাদেক না হওয়া পর্যন্ত এশার ওয়াক্ত। কিন্তু রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত মোস্তাহাব ওয়াক্ত। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত মোবাহ্‌ ওয়াক্ত এবং রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হইতে ছোব্‌হে ছাদেক পর্যন্ত এশার জন্য মকরূহ্‌ ওয়াক্ত; কাজেই রাত্রের এক তৃতীয়াংশ অতীত না হইতেই এশার নামায পড়িয়া লওয়া উচিত। কোন কারণ থাকিলে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত দেরী করার এজাযত আছে, তবে বিনা ওযরে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে এশার নামায পড়া মকরূহ্‌। (বেৎর নামাযের ওয়াক্ত এশার পর হইতেই শুরু হয় এবং ছোব্‌হে ছাদেকের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। কিন্তু রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরও বেৎর নামাযের ওয়াক্ত মকরূহ্‌ হয় না।)

৪। **মাসআলা ঃ** গ্রীষ্মকালে (ছায়া সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত) দেরী করিয়া যোহরের নামায পড়া উত্তম। শীতকালে যোহরের নামায আউয়াল ওয়াক্তে পড়া মোস্তাহাব।

৫। **মাসআলা ঃ** শীত, গ্রীষ্ম উভয় কালেই আছরের নামায ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পরই পড়া ভাল ঃ কিন্তু যেহেতু আছরের পর অন্য কোন নফল নামায পড়া জায়েয নহে, কাজেই সামান্য দেরী করিয়াই পড়া উচিত, যাহাতে কিছু নফল পড়া যাইতে পারে। কিন্তু সূর্যের রং হলদে হওয়ার পূর্বেই এবং রৌদ্রের রং পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে আছরের নামায পড়িবে। (রং পরি-বর্তন হইয়া গেলে ওয়াক্ত মকরূহ্‌ হইবে।) মাগরিবের নামায সূর্য সম্পূর্ণ ডুবিয়া যাওয়া মাত্রই পড়া মোস্তাহাব।

৬। **মাসআলা ঃ** যাহার তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস আছে, যদি শেষ রাত্রে উঠার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তবে তাহার বেৎর নামায শেষ রাত্রে পড়াই উত্তম। যদি শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙ্গার বিশ্বাস না থাকে, তবে এশার পর ঘুমাইবার পূর্বে বেৎর পড়িয়া লওয়া উচিত।

৭। **মাসআলা ঃ** মেঘের দিনে সঠিক সময় জানিতে না পারিলে ফজর, যোহর এবং মাগরিবের নামায একটু দেরী করিয়া পড়া ভাল (যেন ওয়াক্ত হইবার পূর্বে পড়ার সন্দেহ না হয়।) এবং আছর কিছু জল্‌দি পড়া ভাল (যাহাতে মকরূহ্ ওয়াক্তে পড়ার সন্দেহ না হয়)।

৮। **মাসআলা ঃ** সূর্য উদয়, সূর্য অস্ত এবং ঠিক দ্বিপ্রহর এই তিন সময়ে কোন নামাযই দুরুস্ত নহে, তাহা নফল হউক, ক্বাযা হউক, তেলাওয়াতের সজ্‌দা বা জানাযার নামায হউক। কিন্তু সেই দিনের আছরের নামায না পড়িয়া থাকিলে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়েও পড়িয়া লইবে। অনুরূপ সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় জানাযা হাযির হইলে, কিংবা আয়াতে সজ্‌দা তেলাওয়াত করিলে জানাযার নামায এবং তেলাওয়াতের সজ্‌দা আদায় করিয়া দিবে। —মারাক্বী

(**মাসআলা ঃ** যে কয়টি সময়ে নামায পড়া মকরূহ্ বলা হইয়াছে, সে সব সময়ে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা, দুরূদ, এস্তেগ্‌ফার পড়া বা যিক্‌র করা মকরূহ নহে।)

৯। **মাসআলা ঃ** ফজরের নামায পড়ার পর হইতে সূর্য উদয় পর্যন্ত নফল পড়া দুরুস্ত নাই; কিন্তু ক্বাযা নামায, তেলাওয়াতের সজ্‌দা বা জানাযার নামায দুরুস্ত আছে এবং উদয়স্থান হইতে সূর্য এক নেযা পরিমাণ (আমাদের দৃষ্টিতে ৩/৪ হাত) উপরে না উঠা পর্যন্ত নফল, ক্বাযা ইত্যাদি কোন নামাযই দুরুস্ত নহে।

এইরূপে আছরের নামায পড়ার পর নফল নামায পড়া দুরুস্ত নহে; কিন্তু ক্বাযা, তেলাওয়াতে সজ্‌দা বা জানাযার নামায পড়া দুরুস্ত আছে। যখন সূর্যের রং পরিবর্তন হইয়া যায়, তখন হইতে অস্ত পর্যন্ত নফল, ক্বাযা ইত্যাদি কোন নামায পড়া দুরুস্ত নহে।

(এক নেযার আলামত—প্রথম উদয়কালে সূর্যের দিকে তাকাইলে চক্ষু ঝল্‌সাইবে না। তারপর যখনই চক্ষু ঝল্‌সাইতে থাকিবে তখনই নামায পড়া জায়েয হইবে, এই সময়কেই এক নেযা পরিমাণ বলে। (ঘড়ির হিসাবে ২৩ মিনিট কাল মকরূহ সময়।)

১০। **মাসআলা ঃ** কোন কারণবশতঃ ফজরের ফরযের পূর্বে সুন্নত পড়িতে না পারিলে, যেমন—সময় অভাবে ফরয ফউত হইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি শুধু ফরয পড়িল আর সময় রহিল না, তাহা হইলে সূর্যোদয়ের পর সূর্য এক নেযা উপরে উঠিলে সুন্নত পড়িবে, তাহার পূর্বে পড়িবে না। (কিন্তু সাধারণ লোক যাহারা কাজ-কর্মে লিপ্ত হইয়া যায়, পরে আর পড়িবার সময় পায় না, তাহারা যদি ফরযের পরে পড়ে, তাহাদিগকে নিষেধ করা উচিত নহে।)

১১। **মাসআলা ঃ** ছোব্‌হে ছাদেক হওয়ার পর কোন নফল নামায পড়া দুরুস্ত নহে। শুধু ফজরের দুই রাকা'আত সুন্নত এবং দুই রাকা'আত ফরয ব্যতীত অন্য কোন নফল নামায পড়া মকরূহ্। অবশ্য ক্বাযা নামায ও তেলাওয়াতের সজ্‌দা জায়েয আছে।

১২। **মাসআলা ঃ** ফজরের নামাযের মধ্যেই যদি সূর্য উদয় হয়, তবে ঐ নামায হয় না। সূর্য এক নেযা উপরে উঠার পর পুনঃ ক্বাযা পড়িতে হইবে। কিন্তু আছরের নামাযের মধ্যে যদি সূর্য অস্ত যায়, তবে নামায হইয়া যাইবে, ক্বাযা পড়িতে হইবে না।

১৩। **মাসআলা ঃ** এশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া (এবং পরে দুনিয়ার কথাবার্তা) মকরূহ্। তাই নামায পড়িয়াই শোওয়া উচিত। একান্ত ওযরবশতঃ এশার পূর্বে ঘুমাইতে হইলে নামাযের জমা'আতের সময় উঠাইয়া দিবার জন্য কাহাকেও বলিয়া রাখিবে। যদি সে ওয়াদা করে, তবে নিদ্রা যাওয়া দুরুস্ত আছে। (নাবালেগ ছেলে-মেয়েরা নামায রোযা করিলে তাহারা তাহার ছওয়াব পাইবে এবং যে মুরব্বিগণ শিক্ষা দিবেন ও তাম্বীহ্ করিবেন তাঁহারাও ছওয়াব পাইবেন।)

বেহেশ্‌তী গওহার হইতেঃ

ইমামের সঙ্গে যে-ব্যক্তি নামায পড়ে তাহাকে 'মোক্তাদী' বলে। মোক্তাদী তিন প্রকার; যথা—মোদ্‌রেক, মাছ্‌বুক এবং লাহেক্ব।

যে আউয়াল হইতে আখের পর্যন্ত ইমামের সঙ্গে নামায পড়ে, তাহাকে 'মোদ্‌রেক' বলে। যে প্রথমে এক বা একাধিক রাকা'আত পায় না, মাঝখানে জমা'আতে শরীক হয়, তাহাকে 'মছ্‌বুক' বলে। যে প্রথম হইতে ইমামের সঙ্গে শরীক থাকে, পরে কোন কারণে মাঝখানে বা শেষভাগে শরীক থাকিতে পারে না, তাহাকে 'লাহেক্ব' বলে।

১। মাসআলাঃ ফজরের নামায পুরুষগণ সব সময় ছোব্‌হে ছাদেকের পর পূর্ব আকাশ উত্তমরূপে ফর্সা হইয়া গেলে পড়িবে। এমন সময় নামায শুরু করিবে যাহাতে দুই রাকা'আতে ফাতেহা বাদে চল্লিশ আয়াত রীতিমত তরতীলের সঙ্গে পড়িয়া নামায শেষ করা যায় এবং যদি ঘটনাক্রমে নামায ফাছেদ হইয়া যায়, তবে যেন সূর্যোদয়ের পূর্বেই এরূপ তরতীলের সঙ্গে আবার চল্লিশ পঞ্চাশ আয়াত পড়িয়া নামায পড়া যায়। সূর্যোদয়ের এতখানি পূর্বে নামায শুরু করাই পুরুষগণের জন্য সর্বদা মোস্তাহাব ওয়াক্ত।

(আজকালকার ঘড়ির হিসাবে সূর্যোদয়ের পৌণে এক ঘন্টা কিংবা আধ ঘন্টা পূর্বে মোস্তাহাব ওয়াক্ত হয়;) কিন্তু হজ্জের পরদিন মোয্‌দালেফার তারিখে ফজর নামায পুরুষগণের জন্যও ছোব্‌হে ছাদেক হওয়া মাত্রই অন্ধকার থাকিতে পড়া মোস্তাহাব এবং স্ত্রীলোকের জন্য সর্বদাই অন্ধকার থাকিতে পড়া মোস্তাহাব।

২। মাসআলাঃ জুমু'আর নামাযের ওয়াক্ত এবং যোহরের নামাযের ওয়াক্ত একই। শুধু এতটুকু ব্যবধান যে, যোহরের নামায গ্রীষ্মকালে কিছু দেরী করিয়া পড়া মোস্তাহাব; কিন্তু জুমু'আর নামায শীত গ্রীষ্ম সব সময়েই আউয়াল ওয়াক্তে পড়া মোস্তাহাব।

৩। মাসআলাঃ ঈদের নামাযের ওয়াক্ত সূর্যোদয়ের পর সূর্যের কিরণ যখন এমন হয় যে, উহার দিকে চাওয়া যায় না, অর্থাৎ সূর্য আমাদের দেখা দৃষ্টে তিন চারিহাত উপরে উঠে, তখন হইতে ঈদের নামাযের ওয়াক্ত হয় এবং ঠিক দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত ওয়াক্ত থাকে। ঈদুল ফেৎর, ঈদুল আয্‌হা উভয় নামাযই যথাসম্ভব জল্‌দি পড়া মুস্তাহাব, কিন্তু ঈদুল ফেৎর নামায ঈদুল আয্‌হা হইতে কিছু বিলম্বে পড়া উচিত।

৪। মাসআলাঃ জুমু'আ, ঈদ, কুছুফ, এস্তেস্কা বা হজ্জের খোৎবার জন্য যখন ইমাম দাঁড়ায়, তখন নফল নামায পড়া মকরূহ্‌। এইরূপে বিবাহের খোৎবা এবং কোরআন খতমের খোৎবা শুরু করার পরও নামায পড়া মকরূহ্‌।

৫। মাসআলাঃ যখন ফরয নামাযের তকবীর বলা হয়, তখন আর সুন্নত বা নফল নামায পড়া যাইবে না। তবে ফজরের সময় যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, সুন্নত পড়িয়া অন্ততঃ ফরযের এক রাকা'আত ধরা যাইবে, কোন কোন আলেমের মতে তাশাহ্‌হুদে শরীক হওয়ার ভরসা থাকিলে (বারেন্দায় বা এক পার্শ্বে) সুন্নত পড়িলে মকরূহ্‌ হইবে না। অথবা যে সুন্নতে মুয়াক্কাদা শুরু করিয়াছে উহা পুরা করিয়া লইবে। (যোহরের চারি রাকা'আত সুন্নতে মোয়াক্কাদা আগেই শুরু করিয়া থাকিলে, যদি তিন রাকা'আত পড়া হইয়া থাকে, তবে আর এক রাকা'আত পড়িয়া পূর্ণ করিবে। যদি দুই রাকা'আতের সময় জমা'আত শুরু হয়, তবুও চারি রাকা'আত পূর্ণ করা ভাল। দুই রাকা'আত পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া জমা'আতে শরীক হইলে পর সুন্নতের ক্বাযা পড়িতে

হইবে। যদি নফল বা সুন্নতে যায়েদা (গায়ের মোয়াক্কাদা) শুরু করিয়া থাকে, তবে দুই রাকা'আতের পর সালাম ফিরাইয়া জমাতে দাখিল হইবে। (আর যদি ঐ ফরযই একা একা শুরু করিয়া থাকে, তবে তাহা ছাড়িয়া দিয়া জমা'আতে শামিল হইবে।)

৬। মাসআলা ঃ ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে নফল পড়া মকরূহ্, (তাহা ঈদ্‌গাহে হউক বা বাড়ীতে হউক বা মসজিদে হউক।) ঈদের নামাযের পরও ঈদগাহে নফল নামায পড়া মকরূহ্; বাড়ীতে বা মসজিদে মকরূহ্ নহে।

আযান

নামাযের সময় হইলে একজন লোক উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহ্‌র এবাদতের সময় হইয়াছে বলিয়া, মুছল্লীগণকে আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হইবার জন্য আহ্বান করে; এই আহ্বানকে 'আযান' বলে। যে আযান দেয়, তাহাকে 'মোয়ায্‌যিন' বলে। বিনা বেতনে আযান দেওয়ার ফযীলত অনেক বেশী।

এক হাদীসে আছে, যে আযান দিবে ও এক্বামত বলিবে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে তাহার গোনাহ্ মাফ করিয়া তাহাকে বেহেশ্‌তে দাখিল করা হইবে। অন্য হাদীসে আছে, যে সাত বৎসর কাল বিনা বেতনে আযান দিবে, সে বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে যাইবে। আর এক হাদীসে আছে, হাশরের ময়দানে মোয়ায্‌যিনের মর্তবা এত বড় হইবে যে, সে যত লোকের ভিড়ের মধ্যেই হউক না কেন সকলের মাথার উপর দিয়া তাহার মাথা দেখা যাইবে।

যে কাজের যত বড় মর্তবা, তাহার দায়িত্বও তত বেশী হয়। তাই এক হাদীসে আছে—মোয়ায্‌যিন আমানতদার এবং ইমাম যিম্মাদার; অর্থাৎ, ওয়াক্ত না চিনিয়া আযান দিলে বা মিনারার উপর চড়িয়া লোকের বাড়ী-ঘরের দিকে নযর করিলে মোয়ায্‌যিন শক্ত গোনাহ্‌গার হইবে। আর নামাযের মধ্যে কোন ক্ষতি করিলে বা যাহেরী বাতেনী তাক্‌ওয়া ও পরহেযগারীর সঙ্গে নামায না পড়িলে তাহার জন্য ইমাম দায়ী।

অন্য এক হাদীসে আছে, মোয়ায্‌যিনের আওয়ায যত দূর যাইবে তত দূরে জ্বিন, ইন্‌সান, আসমান, জমিন, বৃক্ষ, পশুপাখী সকলেই তাহার জন্য সাক্ষ্য দিবে। অতএব, যথাসম্ভব উচ্চৈঃস্বরে আযান দেওয়া উচিত।

(প্রিয় মুসলমান! এখন জানিতে পারিলেন যে, মোয়ায্‌যিনের কত বড় মর্তবা। তাহা হইবে না কেন? সে যে খোদার সরকারী চাপরাশী, সে দৈনিক পাঁচবার করিয়া আপনাদিগকে খোদার এবাদত করিবার জন্য সজাগ করে এবং খোদার দরবারে হাযির হইবার জন্য আহ্বান করে। সুতরাং বুঝিয়া লউন, আজকাল কোন কোন লোক যে মোয়ায্‌যিনকে দু'মুঠা ভাত দিয়া ঘৃণার চোখে দেখে এবং তাহাকে তাচ্ছিল্য করে বা কটু কথা বলে, তাহার কি ভীষণ পরিণাম হইবে। সে বদ-দো'আ করুক বা না করুক কিন্তু সে যখন সরকারী চাকর, স্বয়ং সরকারই তাহার পক্ষ হইতে বাদী হইয়া তাহার সহিত কেহ অন্যায় বা অপব্যবহার করিলে তাহার প্রতিশোধ লইবেন। এসব কাজ করিয়া আমার ভাই-বোনেরা যেন জানে-মালে ক্ষতিগ্রস্ত ও বালা-মুছীবতে গেরেফ্‌তার না হন, তাই সতর্ক বাণীটি লিখিয়া দিলাম।) —অনুবাদক

১। মাসআলা ঃ ওয়াক্ত হইবার পূর্বে আযান দিলে সে আযান ছহীহ্ নহে, পুনরায় আযান দিতে হইবে, তাহা ফজরের আযান হউক বা জুমু'আর আযান হউক (লোক জমা থাকুক বা না থাকুক।)

২। মাসআলা ঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হইতে শ্রুত এবং বর্ণিত অবিকল আরবী শব্দগুলি ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার বা অন্য কোন ভাষায় আযান দিলে তাহা ছহীহ্ হইবে না—যদিও তদ্দ্বারা আযানের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।

৩। মাসআলা ঃ স্ত্রীজাতির জন্য আযান নাই। পুরুষেরাই আযান দিবে। স্ত্রীলোকের আযান দেওয়া নাজায়েয। (কেননা স্ত্রীলোকের উচ্চ শব্দ করা এবং পর-পুরুষকে শব্দ শুনান নিষেধ।) সুতরাং স্ত্রীলোক আযান দিলে পুরুষকে পুনরায় আযান দিতে হইবে। পুনরায় আযান না দিলে যেন বিনা আযানেই নামায পড়া হইল।

৪। মাসআলা ঃ পাগল বা অবুঝ বালক আযান দিলে সে আযান ছহীহ্ হইবে না, পুনঃ আযান দিতে হইবে ।

৫। মাসআলা ঃ আযান দেওয়ার সুন্নত তরীকা এই যে, মোয়ায্যিনের গোসলের দরকার থাকিলে গোসল করিয়া লইবে এবং ওযূ না থাকিলে ওযূ করিয়া লইবে, তারপর মসজিদের বাহিরে কিছু উঁচু জায়গায় ক্বেব্লার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতের শাহাদত অঙ্গুলি দুই কানের ছিদ্রের মধ্যে রাখিয়া যথাসম্ভব উচ্চ শব্দে খোশ এল্হানের সহিত اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর—'আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ্ সমস্ত মহান হইতে মহান') বলিয়া শ্বাস ছাড়িবে এবং এতটুকু অপেক্ষা করিবে যাহাতে শ্রোতাগণ জওয়াব দিতে পারে তারপর আবার বলিবে اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর) তারপর শ্বাস ছাড়িয়া দিবে। পরে বলিবে, اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আশ্হাদু আল্-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্—'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই।' শ্বাস ছাড়িয়া আবার বলিবে, اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ তারপর শ্বাস ছাড়িয়া দিবে। তারপর বলিবে, اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (আশ্হাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্—'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্‌র বিধান জারি করিবার জন্য আল্লাহ্ মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন।') তারপর শ্বাস ছাড়িয়া আবার বলিবে, اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ তারপর শ্বাস ছাড়িয়া ডান দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিবে, حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (হাইয়্যা আলাছ্ছালাহ্—'আস, সকলে নামায পড়িতে আস।') তারপর শ্বাস ছাড়িয়া আবার ডান দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিবে, حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ তারপর শ্বাস ছাড়িয়া বাম দিকে মুখ করিয়া বলিবে, حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হাইয়্যা আলাল ফালাহ—'আস, যে কাজ করিলে তোমরা সফলকাম হইতে পারিবে, যে কাজ করিলে তোমাদের জীবন সার্থক হইবে সেই কাজের দিকে ছুটিয়া আস।') তারপর শ্বাস ছাড়িয়া আবার বাম দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিবে, حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ তারপর শ্বাস ছাড়িয়া বলিবে, اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ তারপর শ্বাস ছাড়িয়া لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলিবে। ফজরের আযানে দ্বিতীয়বার হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বলার পর শ্বাস ছাড়িয়া পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া একবার বলিবে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (আছ্ছালাতু খায়রুম্মিনান্নাওম—নিদ্রা হইতে নামায উত্তম।) তারপর শ্বাস ছাড়িয়া আবার বলিবে, اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ তারপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ এবং لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলিয়া আযান শেষ করিবে। আযানের মধ্যে মোট ১৫টি বাক্য হইল এবং ফজরের আযানে মোট ১৭টি বাক্য হইল। গানের মত গাহিয়া বা উঁচু নীচু আওয়াযে আযান দিবে না। (যথাসম্ভব আওয়ায উচ্চ করিয়া

টানিয়া লম্বা করিয়া আযান দিবে; কিন্তু যেখানে আলিফ বা খাড়া যবর নাই, সেখানে টানিবে না; যেখানে আলিফ, খাড়া যবর বা মদ আছে সেখানে টানিবে। এসম্বন্ধে ওস্তাদের কাছে শিখিয়া লইবে। আওয়ায এত উচ্চ করিবে না বা এত লম্বা টানিবে না যে, নিজের জানে কষ্ট হয়। জুমু'আর ছানী আযান অপেক্ষাকৃত কম আওয়াযে হওয়া বাঞ্ছনীয়; কারণ, ঐ আযান দ্বারা শুধু উপস্থিত লোকদিগকে সতর্ক করা হয়।)

৬। **মাসআলাঃ** এক্বামত এবং আযান একইরূপ। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। যথাঃ—(ক) আযান, নামায শুরু হওয়ার এতটুকু পূর্বে হওয়া আবশ্যক, যেন পার্শ্ববর্তী মুছল্লীগণ অনায়াসে স্বাভাবিকভাবে এস্তেঞ্জা, ওযূ শেষ করিয়া জমা'আতে আসিয়া যোগদান করিতে পারে। কিন্তু এক্বামত শুনা মাত্রই তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া কাতার সোজা করিতে হইবে। (খ) আযান মসজিদের বাহিরে দিতে হইবে, কিন্তু এক্বামত মসজিদের ভিতরে দিতে হইবে। তবে শুধু জুমু'আর ছানী আযান মসজিদের ভিতর হইবে। (গ) আযান যথাসম্ভব উচ্চৈঃস্বরে বলিতে হইবে, কিন্তু এক্বামত তত উচ্চৈঃস্বরে নহে, শুধু উপস্থিত ও নিকটবর্তী সকলে শুনিতে পায় এতটুকু উচ্চৈঃস্বরে বলাই যথেষ্ট। (ঘ) ফজরের আযানের মধ্যে দ্বিতীয়বার 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' বলার পর দুইবার 'আছ্ছালাতু খাইরুম মিনান্নাওম' বলা হয় ; কিন্তু এক্বামতের মধ্যে উহা বলিতে হইবে না; বরং উহার পরিবর্তে পাঁচ ওয়াক্তের এক্বামতেই দ্বিতীয়বার 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার পর দুইবার 'ক্বাদ ক্বামাতিছ্ছালাহ' বলিতে হইবে। (ঙ) আযানের সময় আঙ্গুল দ্বারা কানের ছিদ্র বন্ধ করিতে হয়; কিন্তু এক্বামতে ইহার আবশ্যক নাই এবং 'হাইয়্যা আলাছ্ছালাহ্' ও 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার সময় ডানে বামে মুখ ফিরাইবারও আবশ্যক নাই। তবে কোন কোন কিতাবে যে মুখ ফিরাইবার কথা লিখিয়াছে তাহা (অতি প্রকাণ্ড মসজিদ হইলে আবশ্যকবোধে করা যাইতে পারে) যরূরী নহে।

আযান ও এক্বামত

১। **মাসআলাঃ** মুসাফির হউক বা মুক্বীম হউক, জমা'আত হউক বা একাই হউক, ওয়াক্তী নামাযই হউক বা ক্বাযা নামাযই হউক, সমস্ত 'ফরযে-আয়েন' নামাযের জন্য পুরুষদের একবার আযান দেওয়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা (প্রায় ওয়াজিব তুল্য) কিন্তু জুমু'আর জন্য দুইবার আযান দেওয়া সুন্নত। —শামী ১ম জিল্দ ৩৫৭ পৃষ্ঠা

২। **মাসআলাঃ** জেহাদ ইত্যাদি ধর্মীয় কোন কাজে লিপ্ত থাকাবশতঃ অথবা গায়ের এখ্তিয়ারী কোন কারণবশতঃ যদি সর্ব-সাধারণের নামায ক্বাযা হয়, তবে সেই ক্বাযা নামাযের জন্যও উচ্চৈঃস্বরেই আযান এক্বামত বলিতে হইবে। কিন্তু যদি নিজের আলস্য বা বে-খেয়ালি বশতঃ নামায ক্বাযা হইয়া থাকে, তবে (সেই ক্বাযা নামায চুপে চুপে পড়া উচিত। কাজেই) তাহার জন্য আযান এক্বামত কানে আঙ্গুল না দিয়া চুপে চুপেই বলিতে হইবে, যাহাতে অন্য লোকে না জানিতে পারে। কারণ, দ্বীনের কাজে অলসতা করা বা খেয়াল না রাখা গোনাহ্র কাজ এবং গোনাহ্র কাজ বা গোনাহ্র কথা লোকের নিকট প্রকাশ করা নিষেধ। যদি কয়েক ওয়াক্তের ক্বাযা নামায এক সঙ্গে পড়ে, তবে শুধু প্রথম ওয়াক্তের জন্য আযান দেওয়া সুন্নত, বাকী যে কয় ওয়াক্ত ঐ সময় এক সঙ্গে পড়িবে তাহার জন্য পৃথক পৃথক আযান দেওয়া সুন্নত নহে—মোস্তাহাব; তবে এক্বামত সব ওয়াক্তের জন্যই পৃথক পৃথক সুন্নত। —নূরুল ঈযাহ্

৩। মাসআলা ঃ (কতকগুলি লোক একত্রে দলবদ্ধ হইয়া সফর করিলে ইহাকে কাফেলা বলে।) যদি কাফেলার সমস্ত লোক উপস্থিত থাকে, তবে তাহাদের জন্য আযান মোস্তাহাব, সুন্নতে মোয়াক্কাদা নহে। কিন্তু এক্বামত সব অবস্থাতেই সুন্নত। —দুর্‌রে মোখতার

৪। মাসআলা ঃ কারণবশতঃ বাড়ীতে একা বা জমা'আতে নামায পড়িলে আযান দেওয়া মোস্তাহাব। যদি মহল্লা বা গ্রামের মসজিদে আযান হইয়া থাকে, তবে তথায় নামায পড়া উচিত। কারণ, মহল্লার মসজিদ মহল্লাবাসীদের জন্য যথেষ্ট। যে পল্লীতে বা পাড়ায় মসজিদ আছে, সেখানে মসজিদে আযান এক্বামত ও জমা'আতের বন্দোবস্ত করা পাড়াবাসীর সকলের জন্য সুন্নতে মোআক্কাদা (প্রায় ওয়াজিব।) তাসত্বেও যদি আযানের বন্দোবস্ত কেহ না করে, তবে সকলেই গোনাহ্‌গার হইবে। মাঠের মধ্যে বা বিলের মধ্যে মহল্লার মসজিদের আযানের আওয়ায শুনা গেলে মসজিদে আসিয়াই নামায পড়া উচিত, কিন্তু মসজিদে না আসিয়া যদি সেইখানে পড়ে, তবে আযান দেওয়া সুন্নত নহে, মোস্তাহাব, যদি আযানের আওয়ায শুনা না যায়, তবে আযান দিয়াই নামায পড়িতে হইবে; কিন্তু এক্বামত সব অবস্থায়ই সুন্নত।

৫। মাসআলা ঃ মহল্লার মসজিদে আযান এক্বামতের সহিত জমা'আত হইয়া থাকিলে পুনঃ তথায় আযান এক্বামত বলিয়া জমা'আত করা মকরূহ্। কিন্তু (পথের বা বাজারের মসজিদ হইলে বা) যে মসজিদে ইমাম, মোয়ায্‌যিন বা মুছল্লী নির্দিষ্ট নাই তথায় মকরূহ্ নহে; বরং উত্তম। (মহল্লার মসজিদেও যদি বিনা আযানে জমা'আত হইয়া থাকে, তবে পুনঃ জমা'আত হইলে আযান সহকারে পড়িবে এবং আযানদাতার জমা'আত ফওত হইয়া গেলে একা ঘরে আসিয়া আযান ব্যতীত শুধু এক্বামত আস্তে আস্তে অনুচ্চ শব্দে বলিয়া নামায পড়িবে।) —শামী

৬। মাসআলা ঃ যে স্থানে জুমু'আর শর্তাবলী পাওয়া যায় এবং জুমু'আর নামায পড়া হয়, সেখানে কোন ওযরবশতঃ বা বিনা ওযরে জুমু'আর আগে বা পরে যদি কেহ যোহরের নামায পড়ে, তবে আযান এক্বামত বলা মকরূহ্। —শামী

৭। মাসআলা ঃ একাই পড়ুক বা জমা'আতে পড়ুক—স্ত্রীলোকের আযান এক্বামত বলা মকরূহ্। —দুর্‌রে মোখতার

৮। মাসআলা ঃ ফরযে-আয়েন ব্যতীত অন্য কোন নামাযের জন্য আযান বা এক্বামত নাই—ফরযে কেফায়াই হউক, যেমন জানাযার নামায, বা ওয়াজিব নামাযই হউক, যেমন, বেৎর এবং ঈদের নামায বা নফল হউক, যেমন, কুছুফ, খুছুফ, এশ্‌রাক, এস্তেস্কা এবং তাহাজ্জুদ ইত্যাদি নামায। —আলমগীরী

৯। মাসআলা ঃ পুরুষ হউক, স্ত্রী হউক, পাক হউক, নাপাক হউক, যে কেহ আযানের আওয়ায শুনিবে তাহার জন্য আযানের জওয়াব দেওয়া মোস্তাহাব, কেহ কেহ ওয়াজিবও বলিয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ মোস্তাহাব কওলকেই প্রাধান্য (তরজীহ্) দিয়াছেন! (কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, আযানের জওয়াব দুই প্রকার; [১ম] মৌখিক জওয়াব দেওয়া এবং [২য়] ডাকে সাড়া দিয়া মসজিদের জমা'আতে হাযির হইয়া কার্যতঃ জওয়াব দেওয়া। মৌখিক জওয়াব মোস্তাহাব, কিন্তু কার্যতঃ জওয়াব দেওয়া অর্থাৎ, ডাকে সাড়া দিয়া মসজিদে জমা'আতে হাযির হওয়া ওয়াজিব।) এখানে মৌখিক জওয়াবের কথাই বলা হইতেছে। মৌখিক জওয়াবের নিয়ম এই যে, মোয়ায্‌যিন যে শব্দটি বলিবে শ্রোতাগণ সেই শব্দটি বলিবে। কিন্তু মোয়ায্‌যিন যখন 'হাইয়্যা আলাছ্‌ছালাহ্' এবং 'হাইয়্যা আলাল্‌ফালাহ্' বলিবে, তখন শ্রোতাগণ বলিবে,

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ এবং ফজরের আযানে মোয়াযযিন যখন لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ বলিবে, তখন শ্রোতা বলিবে, صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ আযান শেষ হইলে সকলে একবার দুরূদ শরীফ এবং নিম্নের দো'আটি পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْـوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○

১০। মাসআলাঃ জুমু'আর প্রথম আযান হওয়ামাত্রই সমস্ত কাজকর্ম পরিত্যাগ করিয়া মসজিদের দিকে ধাবিত হওয়া ওয়াজিব। ঐ সময় বেচা-কেনা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদিতে লিপ্ত হওয়া হারাম।

১১। মাসআলাঃ এক্বামতের জওয়াব দেওয়াও মোস্তাহাব, ওয়াজিব নহে। এক্বামতের জওয়াবও আযানের জওয়াবের মত; তবে 'ক্বাদ ক্বামাতিছ্ছালাহ' শুনিয়া শ্রোতা বলিবে, اقامها الله وادامها 'আক্বামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা'।

১২। মাসআলাঃ আট অবস্থায় আযানের জওয়াব দেওয়া উচিত নহে। ১। নামাযের অবস্থায়। ২। খোৎবা শুনার অবস্থায়—তাহা যে কোন খোৎবা হউক। ৩-৪। হায়েয নেফাসের অবস্থায়। ৫। দ্বীনি-এল্‌ম বা শরীঅতের মাসআলা-মাসায়েল শিখিবার বা শিক্ষা দিবার সময়। ৬। স্ত্রী-সহবাস কালে। ৭। পেশাব-পায়খানার সময়। ৮। খানা খাইবার সময়। যদি আযান শেষ হইয়া বেশীক্ষণ না হইয়া থাকে, তবে খাওয়ার কাজ সারিয়া তারপর জওয়াব দিবে, কিন্তু বেশীক্ষণ হইয়া গেলে আর জওয়াব দিবে না।

আযান ও এক্বামতের সুন্নত ও মোস্তাহাব

আযান ও এক্বামতের সুন্নত দুই প্রকার। কোন কোন সুন্নত মোয়াযযিনের সহিত সংশ্লিষ্ট, আর কোনটা আযান ও এক্বামতের সহিত সংশ্লিষ্ট। অতএব, প্রথমে ৫ নং পর্যন্ত মোয়াযযিনের সুন্নত বর্ণনা করিব, তারপর আযানের সুন্নত বর্ণনা করিব।

১। মাসআলাঃ মোয়াযযিন পুরুষ হওয়া চাই, স্ত্রীলোকের আযান মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। মেয়েলোক আযান দিলে তাহা দোহ্‌রাইতে হইবে, কিন্তু এক্বামত দোহ্‌রাইবে না, কারণ শরীঅতে এক্বামত দোহ্‌রাইবার হুকুম নাই। তবে আযান দোহ্‌রাইবার হুকুম আছে।

২। মাসআলাঃ মোয়াযযিন সজ্ঞান পুরুষ হইতে হইবে। পাগল, মাথা খারাপ বা অবুঝ ছেলের আযান মকরূহ্। তাহাদের আযান দোহ্‌রাইতে হইবে, এক্বামত দোহ্‌রাইবে না।

৩। মাসআলাঃ মোয়াযযিনের জরুরী মাসআলা-মাসায়েল এবং নামাযের ওয়াক্তগুলি জানা থাকা চাই। অন্যথায় সে আযানের পূর্ণ ছওয়াব পাইবে না।

৪। মাসআলাঃ মোয়াযযিনকে দ্বীনদার পরহেযগার হইতে হইবে এবং কে জামা'আতে আসিল কে না আসিল, সে বিষয়ে তাহার তদন্ত ও তাম্বীহ্ রাখা চাই—যদি ফেৎনার আশংকা না থাকে।

৫। মাসআলাঃ যাহার আওয়ায বড় তাহাকেই মোয়াযযিন নিযুক্ত করা উচিত।

৬। মাসআলাঃ মসজিদের বাহিরে উঁচু জায়গায় দাঁড়াইয়া আযান দিবে, এক্বামত মসজিদের ভিতরে দিবে। মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া মকরূহ্ তান্‌যিহী। কিন্তু জুমু'আর ছানী আযান

মসজিদের ভিতরে মিম্বরের সামনে দেওয়া মকরূহ্ নহে। ছাহাবা ও তাবেয়ীনদের যমানা হইতে বরাবর সমস্ত ইসলামী শহরে মসজিদের ভিতর মিম্বরের সামনে দাঁড়াইয়া জুমু'আর ছানী আযান হইয়া আসিতেছে। (অধুনা এল্‌মে-দীন কমিয়া যাওয়ায় কোন কোন লোক না বুঝিয়া বলিতেছে যে, জুমু'আর ছানী আযান মসজিদের ভিতরে দেওয়া বেদ'আত। তাহাদের কথার দিকে ভ্রুক্ষেপও করার প্রয়োজন নাই।)

৭। **মাসআলা ঃ** আযান দাঁড়াইয়া দিতে হইবে। বসিয়া আযান দেওয়া মকরূহ্। বসিয়া আযান দেওয়া হইলে পুনরায় আযান দিতে হইবে। (তবে যদি কোন মাযূর, বিমার লোক শুধু নিজের নামাযের জন্য বসিয়া বসিয়া আযান দেয়, তাহাতে দোষ নাই।) অবশ্য যদি কোন মোসাফির, আরোহী কিম্বা মুকীম ব্যক্তি শুধু নিজের নামাযের জন্য বসিয়া আযান দেয়, তবে পুনরায় আযান দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

৮। **মাসআলা ঃ** আযান যথাসম্ভব উচ্চৈঃস্বরে দেওয়া দরকার। যদি কেহ শুধু নিজের নামাযের জন্য আযান দেয়, তবে সে আস্তে আস্তে আযান দিতে পারে, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে আযান দিলে বেশী ছওয়াব হইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** আযান দেওয়ার সময় দুই শাহাদত আঙ্গুলের দ্বারা দুই কানের ছিদ্র বন্ধ করা মোস্তাহাব। (যেহেতু কানের ছিদ্র বন্ধ করিলে আওয়ায বড় করা সহজ হয়।)

১০। **মাসআলা ঃ** আযানের শব্দগুলি টানিয়া ও থামিয়া থামিয়া বলা এবং এক্বামতের শব্দগুলি জল্‌দী জল্‌দী বলা সুন্নত অর্থাৎ আযানের তকবীরের মধ্যে প্রত্যেক দুই তকবীরের পর এতটুকু সময় চুপ করিয়া থাকিবে যেন শ্রোতা তাহার জওয়াব দিতে পারে। তকবীর ব্যতীত অন্যান্য শব্দের প্রত্যেক শব্দের পর এই পরিমাণ চুপ থাকিয়া পরে অপর শব্দ বলিবে, যদি কোন কারণ বশতঃ আযানের শব্দগুলি থামিয়া থামিয়া না বলে, তবে পুনরায় আযান দেওয়া মোস্তাহাব, আর যদি এক্বামতের শব্দগুলি জল্‌দী না বলিয়া থামিয়া থামিয়া বলে, তবে পুনরায় এক্বামত বলা মোস্তাহাব নহে।

১১। **মাসআলা ঃ** আযানের মধ্যে 'হাইয়্যা আলাছ্ছালাহ্' বলিবার সময় ডান দিকে এবং 'হাইয়্যাআলাল ফালাহ্' বলিবার সময় বাম দিকে মুখ ফিরান সুন্নত তাহা নামাযের আযান হউক বা অন্য আযান হউক, কিন্তু বুক এবং পা ঘুরাইবে না।

১২। **মাসআলা ঃ** (যদি আরোহী না হয়, তবে) আযান এবং এক্বামত বলিবার সময় ক্বেবলার দিকে মুখ রাখা সুন্নত; অন্য দিকে মুখ করা মকরূহ্ তান্‌যিহী।

১৩। **মাসআলা ঃ** আযান দিবার সময় হদসে আক্‌বর হইতে পাক হওয়া সুন্নত। উভয় হদস হইতে পাক হওয়া মোস্তাহাব, বে-গোসল অবস্থায় আযান দেওয়া মক্রূহ্ তাহ্‌রীমী। যদি কেহ বে-গোসল অবস্থায় আযান দেয়, তবে আযান দোহ্‌রাইয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু বে-ওযূ অবস্থায় আযান দিলে তাহা দোহ্‌রাইতে হইবে না। বে-গোসল ও বে-ওযূ অবস্থায় এক্বামত বলা মকরূহ তাহ্‌রীমী।

১৪। **মাসআলা ঃ** আযান বা এক্বামতের শব্দগুলির মধ্যে যে তরতীব লেখা হইয়াছে, সেই তরতীব ঠিক রাখা সুন্নত। যদি কেহ পরের শব্দ আগে বলিয়া ফেলে, তবে সম্পূর্ণ আযান দোহ্‌রাইতে হইবে না শুধু যে শব্দটি ছাড়িয়া দিয়াছে সেইটি বলিয়া তারপর তরতীব অনুসারে আযান দিবে। যেমন, যদি কেহ اشهد ان لا اله الا الله ছাড়িয়া اشهد ان محمدا رسول الله

বলিয়া ফেলে, তবে স্মরণ আসা মাত্র اشهد ان لا اله الا الله বলিবে এবং তারপর আবার حى على الفلاح না বলিয়া حى على الصلوة বলিবে, বা যদি কেহ اشهد ان محمدا رسول الله বলিয়া ফেলে, স্মরণ আসা মাত্র حى على الصلوة বলিবে এবং পরে حى على الفلاح আবার বলিবে, বা যদি কেহ الصلوة خير من النوم না বলিয়া الله اكبر বলিয়া ফেলে, তবে স্মরণ আসা মাত্র الصلوة خير من النوم বলিয়া আবার الله اكبر বলিবে। কিন্তু যদি আযান শেষ হওয়ার অনেকক্ষণ পরে ভুল মনে আসে বা কেহ স্মরণ করাইয়া দেয়, তবে আর আযান দোহ্‌রাইবার দরকার নাই।

১৫। মাসআলা ঃ আযান বা এক্বামত বলিবার সময় মোয়ায্‌যিন ত কথা বলিবেই না, (যাহারা আযান এক্বামত শুনে তাহাদেরও সব কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আযান এক্বামত শ্রবণ এবং আযান ও এক্বামতের জওয়াব দেওয়া উচিত,) এমন কি ছালাম দেওয়া লওয়াও অনুচিত।

যদি মুয়ায্‌যিন আযান ও এক্বামতের মাঝখানে অধিক কথা বলে, তবে পুনরায় আযান দিবে, পুনরায় এক্বামত বলিবে না।

বিভিন্ন মাসআলা

১। মাসআলা ঃ যদি কেহ আযানের জওয়াব ভুলবশতঃ কিংবা স্বেচ্ছায় সঙ্গে সঙ্গে না দিয়া থাকে, তবে স্মরণ হইলে কিংবা ইচ্ছা করিলে আযান শেষ হইয়া যাওয়ার পর অনেক সময় চলিয়া না গিয়া থাকিলে জওয়াব দিতে পারে, নতুবা নহে।

২। মাসআলা ঃ এক্বামত বলার পর যদি অনেক সময় চলিয়া যায় অথচ জমা'আত শুরু না হয়, তবে পুনরায় এক্বামত বলিতে হইবে; কিন্তু অল্প সময় দেরী করিলে কোন ক্ষতি নাই; যদি ফজরের এক্বামত হইয়া যায় এবং ইমাম সুন্নত পড়া শুরু করে, তবে এই ব্যবধান ধরা হইবে না এবং এক্বামত দোহ্‌রাইতে হইবে না; কিন্তু যদি নামায ব্যতীত খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি অন্য কোন কাজ করে, তবে তাহাকে বেশী ব্যবধান ধরা হইবে এবং এক্বামত দোহ্‌রাইতে হইবে।

৩। মাসআলা ঃ আযান দিবার সময় আযান পূর্ণ হইবার পূর্বে যদি মোয়ায্‌যিন মরিয়া যায়, বা বেহুশ হইয়া যায়, বা আওয়ায বন্ধ হইয়া যায়, বা এমনভাবে ভুলিয়া যায় যে, নিজেরও মনে না আসে এবং অন্য কেহও বলিয়া না দেয়, বা পেশাব-পায়খানার চাপে বা গোসলের হাজতে আযান মাঝখানে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়, তবে এইসব অবস্থায় পুনঃ আযান দেওয়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা।

৪। মাসআলা ঃ আযান বা এক্বামত বলিবার সময় ঘটনাক্রমে যদি ওযূ টুটিয়া যায়, তবে আযান এক্বামত পূর্ণ করিয়াই ওযূ করিতে যাওয়া উত্তম।

৫। মাসআলা ঃ এক মোয়ায্‌যিনের দুই মসজিদে আযান দেওয়া মক্‌রূহ্, যে মসজিদে ফরয নামায পড়িবে সেই মসজিদেই আযান দিবে।

৬। মাসআলা ঃ যে আযান দিবে এক্বামত বলার (ছওয়াব হাছিল করা)-ও তাহারই হক (প্রাপ্য)। অবশ্য সে যদি উপস্থিত না থাকে বা অন্য কাহাকেও এক্বামত বলার এজাযত দিয়া দেয়, তবে অন্য লোকেও বলিতে পারে।

৭। মাসআলা ঃ এক মসজিদে এক সময়ে কয়েক জনে মিলিয়া আযান দেওয়াও জায়েয আছে।

৮। মাসআলা ঃ এক্বামত যে জাগায় দাঁড়াইয়া শুরু করিবে সেইখানেই শেষ করিবে।

৯। **মাসআলা**ঃ আযান বা এক্বামত ছহীহ্ হওয়ার জন্য নিয়্যত শর্ত নহে বটে, কিন্তু নিয়্যত ব্যতিরেকে ছওয়াব পাইবে না। নিয়্যত এইঃ—দেলে দেলে চিন্তা করিবে যে, আমি এই আযান বা এক্বামত শুধু ছওয়াবের নিয়্যতে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বলিতেছি, এতদ্ব্যতীত আমার অন্য কোন মকছুদ নাই। —গওহার

(**মাসআলা**ঃ ইমাম এবং মোয়ায্যিন যদি বেতন বা পারিশ্রমিক না লয়, তবে ইহা অতি উত্তম। কিন্তু যদি বিনা বেতনে না পাওয়া যায়, তবে বেতন দিয়া ভরণ-পোষণ দিয়া ইমাম মোয়ায্যিন মোকার্‌রার করা মহল্লাবাসী সকলের কর্তব্য।) —অনুবাদক

নামাযের আহ্‌কাম বা শর্ত

(নামায ছহীহ্ হইবার জন্য সাতটি শর্ত। যথাঃ ১। শরীর পাক হওয়া, ২। কাপড় পাক হওয়া, ৩। নামাযের জায়গা পাক হওয়া, ৪। সতর ঢাকা, ৫। ক্বেবলামুখী হওয়া, ৬। ওয়াক্ত অনুসারে নামায পড়া, ৭। নামাযের নিয়্যত করা।) —অনুবাদক

১। **মাসআলা**ঃ নামায শুরু করিবার পূর্বে কতকগুলি কাজ ওয়াজিব ১। ওযূ না থাকিলে ওযূ করিয়া লইবে, গোছলের হাজত থাকিলে গোছল করিয়া লইবে, ২। শরীরে বা কাপড়ে যদি কোন নাজাছাত থাকে, তবে তাহা পাক করিয়া লইবে, ৩। যে জায়গায় (বিছানায়, মাটিতে বা কাপড়ের উপর) নামায পড়িবে তাহাও পাক হওয়া চাই, ৪। সতর ঢাকা, (পুরুষের ফরয সতর নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত; কিন্তু কাপড় থাকিলে পায়জামা, লুঙ্গী, কোর্তা ইত্যাদি পরিয়া নামায পড়া সুন্নত। স্ত্রীলোকের সতর হাতের কব্জি এবং পায়ের পাতা ব্যতিরেকে মাথা হইতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর,) ৫। যে নামায পড়িবে, সে মনে মনে চিন্তা করিয়া খেয়াল করিয়া লইবে যে, অমুক নামায, যেমন, 'ফজরের দুই রাকা'আত নামায আল্লাহ্র হুকুম পালনের জন্য, আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পড়িতেছি'। ৬। ওয়াক্ত হইলে নামায পড়িবে। (ওয়াক্ত হইবার পূর্বে নামায পড়িলে নামায হইবে না।) এই ছয়টি বিষয় নামাযের জন্য শর্ত নির্ধারিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্য হইতে যদি একটিও ছুটিয়া যায়, তবে নামায হইবে না। —নূরুল ঈযাহ্

২। **মাসআলা**ঃ যে পাতলা কাপড়ে শরীর দেখা যায়, সেইরূপ পাতলা কাপড় পরিয়া নামায পড়িলে নামায হইবে না। যেমন, ফিনফিনে পাতলা এবং জালিদার কাপড়ের তৈরী উড়না পরিয়া নামায পড়া (দুরুস্ত নহে)। —বাহ্‌রুর রায়েক

৩। **মাসআলা**ঃ নামায শুরু করিবার সময় যদি সতরের মধ্যে যতগুলি অঙ্গ আছে, তাহার কোন এক অঙ্গে এক চতুর্থাংশ খোলা থাকে, তবে নামাযের শুরুই দুরুস্ত হইবে না। ঐ জায়গা ঢাকিয়া পুনরায় শুরু করিতে হইবে। যদি শুরু করিবার সময় ঢাকা থাকে, কিন্তু পরে নামাযের মধ্যে খুলিয়া গিয়া এতটুকু সময় খোলা থাকে যে, তাহাতে তিনবার 'ছোব্‌হানাল্লাহ্' বলা যায়, তবে নামায নষ্ট হইয়া যাইবে; পুনঃ নামায পড়িতে হইবে; কিন্তু যদি খোলামাত্রই তৎক্ষণাৎ ঢাকিয়া লওয়া হয়, তবে নামায হইয়া যাইবে। এই হইল নিয়ম। এই নিয়মানুসারে স্ত্রীলোকের পায়ের নলার এক চতুর্থাংশ, হাতের বাজুর এক চতুর্থাংশ, এক কানের চারি ভাগের এক ভাগ, মাথার চারি ভাগের এক ভাগ, চুলের এক চতুর্থাংশ, পেট, পিঠ, ঘাড়, বুক বা স্তনের এক চতুর্থাংশ খোলা থাকিলে নামায হইবে না। (আর গুপ্ত অঙ্গসমূহের কোন একটির যেমন রানের এক চতুর্থাংশ খোলা থাকিলে স্ত্রী বা পুরুষ কাহারও নামায আদায় হইবে না।) —বাহ্‌রুর রায়েক

৪। **মাসআলা ঃ** নাবালেগা মেয়ে নামায পড়িবার সময় যদি তাহার মাথার ঘোমটা সরিয়া মাথা খুলিয়া যায়, তবে ইহাতে তাহার নামায নষ্ট হইবে না।
(কিন্তু বালেগা মেয়ে হইলে নামায নষ্ট হইবে।) —বাহ্‌র

৫। **মাসআলা ঃ** যদি শরীরের বা কাপড়ের কিছু অংশ নাপাক থাকে এবং ঘটনাক্রমে তাহা ধুইবার জন্য পানি কোথাও পাওয়া না যায়, তবে ঐ নাপাক শরীর বা নাপাক কাপড় লইয়াই নামায পড়িবে, তবুও নামায ছাড়িবে না। —কানযুদ্দাকায়েক

৬। **মাসআলা ঃ** কাহারও যদি সমস্ত কাপড় নাপাক থাকে বা চারি ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম পাক থাকে (এবং ধুইবার জন্য পানি কোথাও পাওয়া না যায়,) তবে তাহার জন্য ঐ নাপাক কাপড় লইয়া নামায পড়া দুরুস্ত আছে। যদিও ঐ কাপড় খুলিয়া রাখিয়া তখন উলঙ্গ অবস্থায় নামায পড়া দুরুস্ত আছে কিন্তু নাপাক কাপড় পরিয়াই নামায পড়া উত্তম; (কেননা, তাহাতে ওযরবশতঃ সতর ঢাকার ফরয আদায় হইল।) যদি এক চতুর্থাংশ বা বেশী পাক থাকে, তবে কাপড় খুলিয়া রাখা জায়েয হইবে না, ঐ কাপড়েই নামায পড়া ওয়াজিব।

৭। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও নিকট মোটেই কাপড় না থাকে, তবে বিবস্ত্র অবস্থায়ই নামায পড়িবে, কিন্তু এমন স্থানে নামায পড়িবে যেন কেহ দেখিতে না পায় এবং দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে না, বসিয়া পড়িবে এবং ইশারায় রুকূ সজ্‌দা করিবে, আর যদি দাঁড়াইয়া নামায পড়ে এবং রুকূ সজ্‌দা করে, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। নামায হইয়া যাইবে, তবে বসিয়া পড়া ভাল।

৮। **মাসআলা ঃ** অন্য কোথাও পানি পাওয়া যায় না, সামান্য কতটুকু পানি কাছে আছে যে, ওযূ করিলে নাপাকী ধোয়া যায় না, আর নাপাকী ধুইলে ওযূ করা যায় না। এমতাবস্থায় ঐ পানি দ্বারা নাপাকী ধুইবে এবং পরে ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম করিবে।

(**মাসআলা ঃ** নাপাক কাপড় ধুইয়া পাক করিলে যখন তখন সেই ভিজা কাপড়ে নামায দুরুস্ত আছে।)

বেহেশ্‌তী গওহর হইতে

১। **মাসআলা ঃ** যদি একখানা কাপড়ের এক কোণ নাপাক হয় এবং অন্য কোণ পরিয়া নামায পড়িতে চায়, তবে দেখিতে হইবে যে, নামায পড়িবার সময় নাপাক কোণ টান লাগিয়া নড়েচড়ে কি না? যদি নাপাক কোণ নড়েচড়ে, তবে নামায হইবে না, না নড়িলে আদায় হইয়া যাইবে। নামায পড়িবার কালে নামাযীর হাতে, জেবে বা কাঁধে কোন নাপাক জিনিস থাকিলে তাহার নামায হইবে না। কিন্তু যদি কোন নাপাক জীব নিজে আসিয়া তাহার শরীরে লাগে বা বসে অথচ তাহার শরীরে বা কাপড়ে কোন নাপাকী না লাগে, তবে তাহাতে তাহার নামায নষ্ট হইবে না। অবশ্য নাপাকী লাগিলে নামায বিষ্ট হইয়া যাইবে। যেমন, কেহ নামায পড়িতেছে হঠাৎ একটি কুকুর তাহার গায়ে লাগিয়া গেল, অথবা তাহার শিশু-সন্তান কোলে বা কাঁধে চড়িয়া বসিল। এমতাবস্থায় যদি কুকুর বা শিশুর গায়ে শুষ্ক নাপাকী (প্রস্রাবাদি) থাকে, তবে তাহাতে নামায নষ্ট হইবে না, কিন্তু যদি ভিজা নাপাকী থাকে এবং তাহা নামাযীর গায়ে বা কাপড়ে লাগে, তবে নামায নষ্ট হইবে। যদি শিশুর গায়ে প্রস্রাব লাগিয়া বা বমি লাগিয়া তাহা ধুইবার পূর্বে শুকাইয়া যায়, সেই শিশুকে কোলে বা কাঁধে লইয়া নামায পড়িলে নামায হইবে না। এইরূপ যদি কোন নাপাক বস্তু শিশিতে বা তা'বিযে মুখ বন্ধ করিয়া সঙ্গে লইয়া নামায পড়ে, তবুও নামায হইবে না; কিন্তু

নাপাক বস্তু স্বীয় জন্মস্থানে থাকিলে তাহা (যেমন, একটি অভগ্ন পচা ডিম) সঙ্গে লইয়া নামায পড়িলে নামায হইয়া যাইবে; কেননা, এই নাপাকী ঐরূপ যেমন মানুষের পেটেও নাপাকী থাকে।

২। **মাসআলা ঃ** নামায পড়িবার জায়গাও নাজাছাত হইতে পাক হইতে হইবে (তাহা মাটিই হউক, বা বিছানাই হউক)। কিন্তু নামাযের জায়গার অর্থ দুই পা সজ্‌দার সময় দুই হাঁটু, দুই হাতের তালু, কপাল এবং নাক রাখিবার জায়গা।

৩। **মাসআলা ঃ** যদি শুধু এক পা রাখিবার জায়গা পাক থাকে, নামাযের সময় অপর পা উঠাইয়া রাখে, তবুও নামায হইয়া যাইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** কোন কাপড় বা বিছানার উপর নামায পড়িলে যদি ঐ কাপড় বা বিছানার সব জায়গা নাপাক থাকে শুধু উপরোক্ত পরিমাণ পাক থাকে, তবুও নামায হইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** কোন নাপাক মাটি বা বিছানার উপর পাক কাপড় বিছাইয়া তাহার উপর নামায পড়িতে হইলে ঐ কাপড় পাক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও শর্ত আছে যে, উহা (মোটা হওয়া চাই) এত চিকন না হয়, যাহাতে নীচের জিনিস দেখা যায়।

৬। **মাসআলা ঃ** যদি নামায পড়ার সময় নামাযীর কাপড় কোন নাপাক স্থানে গিয়া পড়ে, তবে কোন ক্ষতি নাই (যদি নাপাকী না লাগে।)

৭। **মাসআলা ঃ** নামায পড়িবার সময় যদি কোন অন্য লোকের কারণে ওযরবশতঃ সতর ঢাকিতে না পারে, তবে না ঢাকা অবস্থাতেই নামায পড়িবে। (যেমন, জেলের ভিতর পুলিশ সতর ঢাকা পরিমাণ কাপড় না দেয় কিংবা কোন যালেম কাপড় পরিলে হত্যার ভয় দেখায়, তবে ঐ অবস্থাতেও নামায ছাড়া যাইবে না; নামায পড়িতেই হইবে; কিন্তু এই কারণ চলিয়া গেলে পরে ঐ নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে। আর যদি সতর ঢাকিতে না পারার কারণের উৎপত্তি কোন লোকের পক্ষ হইতে না হয় যেমন; তাহার কাছে কাপড় মাত্রও নাই, তবুও উলঙ্গ অবস্থাতেই নামায পড়িতে হইবে, পরে কাপড় পাইলে ঐ নামায পুনরায় পড়ার আবশ্যক নাই। —বাহর

৮। **মাসআলা ঃ** কাহারও নিকট শুধু এতটুকু কাপড় আছে যে, তাহার দ্বারা সতর ঢাকিতে পারে, অথবা সম্পূর্ণ নাপাক জায়গার উপর বিছাইয়া তাহার উপর নামায পড়িতে পারে, এমতাবস্থায় তাহার কাপড়-টুক্‌রা দ্বারা সতর ঢাকিতে হইবে এবং একান্ত যদি পাক জায়গা না পায়, তবে সেই নাপাক জায়গায়ই পড়িবে। নামায ছাড়িতে পারিবে না বা সতর খুলিতে পারিবে না।

৯, ১০। **মাসআলা ঃ** কেহ হয়ত যোহরের নামায পড়িয়া পরে জানিতে পাড়িল, যে সময় নামায পড়িয়াছে সে সময় যোহরের ওয়াক্ত ছিল না, আছরের ওয়াক্ত হইয়া গিয়াছিল, তবে তাহার আর দ্বিতীয়বার ক্বাযা পড়িতে হইবে না। যে নামায পড়িয়াছে উহাই ক্বাযার মধ্যে গণ্য হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি কেহ নামায পড়িয়া পরে জানিতে পারে যে, ওয়াক্ত হইবার পূর্বেই নামায পড়িয়াছে, তবে সেই নামায আদৌ হইবে না, পুনরায় পড়িতে হইবে। আর যদি কেহ জ্ঞাতসারে ওয়াক্ত হইবার পূর্বেই নামায পড়িয়া থাকে, তাহাতে তো নামায হইবেই না।

১১। **মাসআলা ঃ** নামাযের নিয়্যত ফরয এবং শর্ত বটে, কিন্তু মৌখিক বলার আবশ্যক নাই। মনে মনে এতটুকু খেয়াল রাখিবে যে, আমি আজিকার যোহরের ফরয নামায পড়িতেছি। সুন্নত হইলে খেয়াল করিবে যে, যোহরের সুন্নত পড়িতেছি। এতটুকু খেয়াল করিয়া আল্লাহু আকবর বলিয়া হাত বাঁধিবে। ইহাতেই নামায হইয়া যাইবে। সাধারণের মধ্যে যে লম্বা চওড়া নিয়্যত মশহুর আছে, উহা বলার কোন প্রয়োজন নাই। (তবে বুযুর্গানে দ্বীন আরবী নিয়্যত পছন্দ

করিয়াছেন ; তাই আরবীতে নিয়্যত করিতে পারিলে ভাল। নিম্নে আরবী নিয়্যত লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। মূল কিতাবে নিয়্যত লিখা নাই। মুখে বলিলে মন ঠিক রাখা যায়, তাই আরবী ও বাংলা উভয় নিয়্যত লিখা হইল। ইচ্ছামত শিখিয়া লইবে।) —অনুবাদক

ফজরের সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ফজরের দুই রাকা'আত সুন্নত নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

ফজরের ফরয নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ফজরের দুই রাকা'আত ফরয নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

যোহরের চারি রাকা'আত সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি আল্লাহ্‌র জন্য যোহরের চারি রাকা'আত সুন্নত নামায পড়িবার নিয়্যত করিলাম।"

যোহরের ফরযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি যোহরের চারি রাকা'আত ফরয নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

কছর নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضِ الْمُسَافِرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি যোহরের দুই রাকা'আত ফরয কছর নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

যোহরের পর দুই রাকা'আত সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি যোহরের দুই রাকা'আত সুন্নত নামায পড়িবার নিয়্যত করিলাম।"

টিকা

১ 'আল্লাহু আকবর' নিয়্যতের অংশ নহে ইহা নামাযের অংশ।

তাহিয়্যাতুল ওযূ, তাহিয়্যাতুল মসজিদ এবং অন্যান্য যাবতীয় নফল (অতিরিক্ত) নামাযের নিয়্যত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَحِيَّـةِ الْوُضُوْءِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুই রাকা'আত নামায পড়িতেছি।"

জুমু'আর প্রথম চারি রাকা'আত সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি কাবলাল জুমু'আর চারি রাকা'আত সুন্নত নামাযের নিয়্যত করিতেছি।"

জুমু'আর ফরযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُسْقِـطَ عَنْ ذِمَّتِىْ فَرْضَ الظُّهْرِ بِاَدَاءِ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

যখন ইমামের সঙ্গে জমা'আতের নামায পড়িবে তখন সব জায়গায় اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ 'এই ইমামের পিছনে এক্‌তেদা করিলাম' শব্দটি বাড়াইয়া বলিবে ; যেমন 'আমি এই ইমামের পিছে জুমু'আর দুই রাকা'আত ফরয নামাযের নিয়্যত করিলাম।

জুমু'আর পরে চারি রাকা'আত সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি বা'দাল জুমু'আর চারি রাকা'আত সুন্নতের নিয়্যত করিলাম।"

জুমু'আর পরে দুই রাকা'আত সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْوَقْتِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি জুমু'আর দুই রাকা'আত সুন্নত নামায পড়িতেছি।"

আছরের সুন্নতের নিয়্যত নফলেরই মত।

আছরের ফরযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি আছরের চারি রাকা'আত ফরয নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

মাগরিবের ফরযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি মাগরিবের তিন রাকা'আত ফরয নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

মাগরিবের সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"মাগরিবের দুই রাকা'আত সুন্নত নামায পড়িবার নিয়্যত করিলাম।"

আউয়াবীনের নিয়্যত নফলেরই মত এবং এ'শার পূর্ববর্তী সুন্নতের নিয়্যতও নফলেরই মত।

এশার চারি রাকা'আত ফরযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"এশার চারি রাকা'আত ফরয নামায পড়িবার নিয়্যত করিলাম।"

এশার পরে দুই রাকা'আত সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"এশার দুই রাকা'আত সুন্নত নামায পড়িবার নিয়্যত করিলাম।"

বেৎরের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"বেৎরের তিন রাকা'আত ওয়াজিব নামায পড়িবার নিয়্যত করিলাম।"

তাহাজ্জুদ, এশ্‌রাক, চাশ্‌ত প্রভৃতির নিয়্যত নফলেরই মত; অর্থাৎ—'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুই রাকা'আত নামায পড়িতেছি।'

তারাবীহ্‌র নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"তারাবীহ্‌র দুই রাকা'আত সুন্নত নামায পড়িবার নিয়্যত করিলাম।"

ঈদুল ফেৎর নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتٍ وَّاجِبَاتٍ وَّاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"ওয়াজিব ছয় তকবীরসহ দুই রাকা'আত ঈদুল ফেৎর নামাযের নিয়্যত করিলাম।

ঈদুল আয্হার নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْاَضْحٰى مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتٍ وَّاجِبَاتٍ وَّاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"ওয়াজিব ছয় তকবীরসহ দুই রাকা'আত ঈদুল আযহার নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

ক্বাযা নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْفَوْتِ الْفَجْرِ الْفَائِتَةِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"ফজরের দুই রাকা'আত ফউত নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

কেহ কেহ আরবী নিয়্যত মুখস্থ করিতে পারে না বলিয়া নামাযই পড়ে না। ইহা তাহাদের মস্ত বড় ভুল। কেননা, পূর্বেই বলিয়াছি যে, নিয়্যত গদ-বাঁধা আরবী এবারত পড়া ফরয বা ওয়াজিব কিছুই নহে। ফরয হইয়াছে মনের নিয়্যত।

১২। মাসআলা ঃ যদি নিয়্যতের লফ্যগুলি মুখে বলিতে চায়, তবে দেল ঠিক করিয়া মুখে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ' আজকার যোহরের চারি রাকা'আত ফরয পড়িতেছি' "আল্লাহু আকবার" বা ' যোহরের চারি রাকা'আত সুন্নত পড়িতেছি' 'আল্লাহু আকবার' ইত্যাদি। 'কাবা শরীফের দিকে মুখ করিয়া' এই কথাটি বলিতেও পারে, না বলিলেও দোষ নাই। (তবে যে সময় ক্বেবলা মালুম না হয় এবং তাহারই [চিন্তা] করিয়া ক্বেবলা ঠিক করিতে হয়, তখন দেল ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গে মুখেও বলিয়া লওয়া ভাল।)

১৩। মাসআলা ঃ কেহ হয়ত দেলে দেলে চিন্তা করিয়া এরাদা করিয়াছে যে, 'যোহরের নামায' পড়িবে, কিন্তু মুখে বলার সময় ভুলে মুখ দিয়া 'আছরের নামায' বলিয়া ফেলিয়াছে, তবুও নামায হইয়া যাইবে।

১৪। মাসআলা ঃ এইরূপে হয়ত কেহ দেলে ঠিক করিয়াছে যে, চারি রাকা'আত বলিবে, কিন্তু ভুলে মুখে তিন বা ছয় বলিয়া ফেলিয়াছে, তবুও তাহার নামায হইয়া যাইবে, দেলের নিয়্যতকেই ঠিক ধরা হইবে।

১৫। মাসআলা ঃ যদি কাহারও কয়েক ওয়াক্ত নামায ক্বাযা হইয়া থাকে, তবে ক্বাযা পড়িবার সময় নির্দিষ্ট ওয়াক্তের নাম লইয়া নিয়্যত করিতে হইবে, যেমন হয়ত বলিবে, অমুক ওয়াক্তের ফজর বা যোহরের ফরযের ক্বাযা পড়িতেছি ইত্যাদি। নির্দিষ্ট ওয়াক্তের নিয়্যত না করিয়া শুধু ক্বাযা পড়িতেছি বলিলে ক্বাযা দুরুস্ত হইবে না, আবার পড়িতে হইবে।

১৬। মাসআলা ঃ যদি কয়েক দিনের নামায ক্বাযা হইয়া থাকে, তবে দিন তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া নিয়্যত করিতে হইবে, (নতুবা ক্বাযা আদায় হইবে না;) যেমন হয়ত কাহারও শনি, রবি, সোম

এবং মঙ্গল এই চারি দিনের নামায ক্বাযা হইয়াছে। এখন সে নিয়্যত এইরূপ করিবে; যথা—'শনিবারের ফজরের ফরযের ক্বাযা পড়িতেছি' যোহরের ক্বাযা পড়িবার সময় বলিলে, 'শনিবারের যোহরের ফরযের ক্বাযা পড়িতেছি' এইরূপে শনিবারের সব নামায ক্বাযা পড়া শেষ হইলে তারপর বলিবে, 'রবিবারের ফজরের ক্বাযা পড়িতেছি।' এইরূপে দিন এবং ওয়াক্তের তারিখ ঠিক করিয়া নিয়্যত করিলে নামায হইবে, নতুবা হইবে না। যদি কয়েক মাসের বা কয়েক বৎসরের নামায ক্বাযা হইয়া থাকে, তবে সন, মাস এবং তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া নিয়্যত করিতে হইবে; যেমন হয়ত বলিল, 'অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখের ফজরের ফরযের ক্বাযা পড়িতেছি' এইরূপে নির্দিষ্ট না করিয়া নিয়্যত করিলে ক্বাযা দুরুস্ত হইবে না।

১৭। মাসআলাঃ যদি কাহারও দিন তারিখ ইয়াদ না থাকে, তবে এইরূপ নিয়্যত করিবেঃ 'আমার যিম্মায় যত ফজরের ফরয রহিয়া গিয়াছে, তাহার প্রথম দিনের ফজরের ফরযের ক্বাযা পড়িতেছি' বা 'আমার যিম্মায় যত যোহরের ফরয রহিয়া গিয়াছে, তাহার প্রথম দিনের যোহরের ক্বাযা পড়িতেছি' ইত্যাদি। এইরূপে নিয়্যত করিয়া বহুদিন যাবৎ ক্বাযা পড়িতে থাকিবে। যখন দেলে গাওয়াহী (সাক্ষ্য) দিবে যে, এখন খুব সম্ভব আমার যত নামায ছুটিয়া গিয়াছিল সবের ক্বাযা পড়া হইয়া গিয়াছে, তখন ক্বাযা পড়া ছাড়িবে। কিন্তু দেলে গাওয়াহী দিবার পূর্বে ছাড়িবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে মা'ফও চাহিবে।

১৮। মাসআলাঃ সুন্নত, নফল, তারাবীহ্ (এশ্‌রাক, চাশ্‌ত, আউয়াবীন, তাহাজ্জুদ) ইত্যাদি নামায পড়িবার কালে শুধু এতটুকু নিয়্যত করাই যথেষ্ট যে, 'আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুই রাকা'আত (বা চারি রাকা'আত) নামায পড়িতেছি।' সুন্নত বা নফল বা ওয়াক্তের নির্দিষ্ট করার কোনই আবশ্যক নাই। যদি কেহ ওয়াক্তিয়া সুন্নতের মধ্যে ওয়াক্তের নামও লয় তাহা ভাল। কিন্তু তারাবীহ্‌র সুন্নতের মধ্যে 'সুন্নত তারাবীহ্' বলিয়াই নিয়্যত করা অধিক উত্তম।

বেহেশ্‌তী গওহার হইতে

১। মাসআলাঃ মোক্তাদীকে ইমামের এক্তেদারও নিয়্যত করিতে হইবে (নতুবা নামায হইবে না। অর্থাৎ, 'এই ইমামের পিছনে নামায পড়িতেছি' এইরূপ নিয়্যত করিবে।)

২। মাসআলাঃ ইমামের শুধু নিজের নামাযের নিয়্যত করিতে হইবে, ইমামতের নিয়্যত করা শর্ত নহে। অবশ্য যদি কোন স্ত্রীলোক জমা'আতে শরীক হয় এবং সে পুরুষদের কাতারে দাঁড়ায়, আর যদি ঐ নামায জানাযা, জুমু'আ অথবা ঈদের নামায না হয়, তবে ইমাম ঐ স্ত্রীলোকটির নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য তাহার ইমামতের নিয়্যত করা শর্ত। আর যদি সে পুরুষদের কাতারে না দাঁড়ায় কিংবা জানাযার নামায, জুমু'আর নামায অথবা ঈদের নামায হয়, তবে তাহার ইমামতের নিয়্যত করা শর্ত নহে।

৩। মাসআলাঃ মুক্তাদী যখন ইমামের সঙ্গে এক্তেদা করার নিয়্যত করিবে, তখন ইমামের নাম লইয়া নির্দিষ্ট করার দরকার নাই, শুধু এতটুকু বলিলেই চলিবে যে, এই ইমামের পিছে নামায পড়িতেছি। অবশ্য যদি নাম লইয়া নির্দিষ্ট করে তাহাও করিতে পারে, কিন্তু যাহার নাম লইয়াছে সে যদি ইমাম না হয় যেমন; যদি কেহ বলে, 'যায়েদের পিছে নামায পড়িতেছি' অথচ ইমাম হইয়াছে, খালেদ তবে ঐ মুক্তাদীর নামায হইবে না।

৪। মাসআলাঃ জানাযার নামাযের নিয়্যত এইরূপ করিবেঃ 'জানাযার নামায পড়িতেছি আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এবং মুর্দার জন্য দো'আ করিতে'। মুর্দা পুরুষ বা স্ত্রী জানা না গেলে এইরূপ বলিবে, 'আমার ইমাম যাহার জন্য জানাযার নামায পড়িতেছেন আমিও তাহারই জন্য (এই ইমামের পিছে চারি তক্‌বীর বিশিষ্ট) জানাযার নামায পড়িতেছি।'

কোন কোন ইমামের ছহীহ্‌ অভিমত এই যে, ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত অন্যান্য সুন্নত এবং নফল নামাযের নিয়্যত সুন্নত, নফল বা কোন্‌ ওয়াক্তের সুন্নত এবং এশ্‌রাক, চাশ্‌ত, তাহাজ্জুদ, তারাবীহ্‌, কুছুফ বা খুছুফ বলিয়া নির্দিষ্ট করার আদৌ কোন দরকার নাই। শুধু নামাযের নিয়্যত করিলেই চলিবে। ওয়াক্তের নামকরণ বা নফল সুন্নত ইত্যাদি শ্রেণী বিভাগ করিতে হইবে না (অবশ্য নির্দিষ্ট করিয়া নিয়্যত করাই উত্তম। কিন্তু ফরয ও ওয়াজিব নামায নির্দিষ্ট করিয়া নিয়্যত করা ব্যতীত শুদ্ধ হইবে না।)

ক্বেব্‌লার মাসায়েল

১। মাসআলাঃ যদি কেহ এমন জায়গায় গিয়া পড়ে যে, তথায় ক্বেব্‌লা কোন্‌ দিকে তাহা ঠিক করিতে পারে না এবং এমন লোকও পায় না যে, তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, তবে সে তাহার্‌রি করিয়া ক্বেব্‌লার দিক ঠিক করিবে। তাহাররি অর্থ চিন্তা করা অর্থাৎ, মনে মনে চিন্তা করিবে ক্বেব্‌লা কোন্‌ দিকে। চিন্তার পর মন যে দিকে সাক্ষ্য দিবে সেই দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িবে। এইরূপ অবস্থায় যদি তাহাররি না করিয়া নামায পড়ে তবে নামায হইবে না। এমন কি যদি পরে জানিতে পারে যে, ঠিক ক্বেবলার দিক হইয়াই নামায পড়িয়াছে, তবুও নামায হইবে না। যদি সেখানে কোন লোক থাকে, তবে তাহার্‌রি করা চলিবে না। সেই লোকের নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া নামায পড়িলে নামায হইবে না, স্ত্রীলোক লজ্জায় জিজ্ঞাসা ব্যতীত আন্দায করিয়া একদিকে নামায পড়িলে তাহারও নামায হইবে না। খোদার হুকুম পালন করার বেলায় লজ্জা করিবে না, সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইবে।

২। মাসআলাঃ যদি কোন লোক না থাকায় জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়া তাহাররি করিয়া নামায পড়িয়া থাকে এবং পরে নামায শেষ হইলে জানিতে পারে যে, ক্বেবলা ঠিক হয় নাই, তবুও নামায হইয়া যাইবে। (নামায দোহ্‌রাইতে হইবে না। কেননা, এইরূপ অবস্থায় তাহার 'জেহাতে তাহাররি' অর্থাৎ, যে দিকে তাহার মন সাক্ষ্য দেয় সেই দিক হইয়া নামায পড়াই তাহার জন্য ফরয ছিল, তাহা সে আদায় করিয়াছে কাজেই তাহার নামায হইয়া যাইবে।)

৩। মাসআলাঃ উপরোক্ত অবস্থায় তাহাররি করিয়া এক দিক ক্বেব্‌লা ঠিক করিয়া নামায শুরু করিয়াছে, নামাযের মাঝখানে হয়ত নিজেই জানিতে পারিয়াছে যে, পূর্বের মত ভুল হইয়াছে, বা কেহ বলিয়া দিয়াছে যে, ওদিকে ক্বেব্‌লা নয়, তবে ছহীহ্‌ ক্বেব্‌লা জানার পর তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াতে হইবে, জানার পর যদি ছহীহ্‌ ক্বেবলার দিকে ঘুরিয়া না দাঁড়ায়, তবে নামায হইবে না।

মাসআলাঃ যদি একদল লোক এরূপ অবস্থায় পতিত হয় যে, ক্বেবলা কোন্‌ দিকে তাহা কেহই জানে না (এবং জিজ্ঞাসা করিবার জন্য লোকও পায় না,) অথচ জামা'আতে নামায পড়িতে চায়, তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ তাহাররি পৃথক (স্বাধীন) ভাবে করিবে এবং তদনুযায়ী নামায পড়িবে। (তাহাররি করিয়া দেল ঠিক করার পর যদি কয়েক জনের মত একদিকে হয়, তবে সেই কয়জন

এক সঙ্গে জামা'আত করিয়া নামায পড়িতে পারিবে,) কিন্তু যাহার মত ইমামের মতের সঙ্গে মিশিবে না, সে ঐ ইমামের পিছে এক্তেদা করিতে পারিবে না। সে পৃথক নামায পড়িবে। কেননা, তাহার মতে ঐ ইমাম ভুল মত পোষণ করিয়া ক্বেব্লা ভিন্ন অন্য দিক হইয়া নামায পড়িতেছে এবং ফরয তরক করিয়াছে। কারণ, কাহাকেও খোদার বিরুদ্ধে ভুল মত পোষণকারী মনে করিয়া তাহার পিছে এক্তেদা করা জায়েয নহে; সুতরাং ঐ ইমামের পিছে এক্তেদা করিলে তাহার নামায হইবে না। —গওহার

৪। **মাসআলা ঃ** কা'বা শরীফের ঘরের ভিতরও নামায পড়া দুরুস্ত আছে—নফলই হইক, আর ফরযই হউক।

৫। **মাসআলা ঃ** কা'বা শরীফের ঘরের ভিতরে নামায পড়িলে যে দিক ইচ্ছা সেই দিক হইয়া নামায পড়িবে, সেখানে ক্বেবলা সব দিকেই।

৬। **মাসআলা ঃ** যাহারা এমন জায়গায় আছে যেখান থেকে কা'বা শরীফের ঘর দেখা যায়, তাহাদের ঠিক ঘরের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতে হইবে। তাহাদের জন্য পূর্ব পশ্চিম বা উত্তর দক্ষিণের কোন কথাই নাই। কিন্তু যাহারা দূরবর্তী স্থানে আছে তাহারা কা'বা শরীফের ঘর যে দিকে আছে সেই দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িবে। কা'বা শরীফের ঘরে পূর্ব দিকের লোক পশ্চিম দিকে, পশ্চিম দিকের লোক পূর্ব দিকে, উত্তর দিকের লোক দক্ষিণ দিকে এবং দক্ষিণ দিকের লোক উত্তর দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িবে। ফলকথা, পৃথিবীর যে কোন স্থানে যে কেহ থাকুক না কেন, তাহাকে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতে হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** কেহ যদি নৌকায়, ষ্টীমারে বা রেলগাড়ীতে ক্বেব্লা ঠিক করিয়া ক্বেব্লার দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতে দাঁড়ায় এবং পরে নৌকা, গাড়ী ইত্যাদি ঘুরিয়া যায়, তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া ক্বেব্লার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইতে হইবে; ঘুরিয়া ক্বেব্লার দিকে মুখ না করিলে নামায হইবে না।

ফরয নামায পড়িবার নিয়ম ঃ

৮। **মাসআলা ঃ** (নামাযের সময় হইলে পূর্ববর্ণিত নিয়মানুসারে সর্বশরীর পাক করিয়া পাক কাপড় পরিধান করিবে, গোছলের হাজত হইলে গোছল করিবে, নতুবা ওযূ করিয়া পাক জায়গায় ক্বেব্লার দিকে মুখ করিয়া আল্লাহ্‌র সম্মুখে নম্রভাবে কায়মনোবাক্যে নত শিরে সোজা হইয়া দাঁড়াইবে। তৎপর সর্বপ্রথমে নামাযের নিয়ত করিয়া মুখে 'আল্লাহু আকবর' বলিবে। সঙ্গে সঙ্গে (পুরুষগণ দুই হাত দুই কান বরাবর এবং) স্ত্রীলোকগণ দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাইবে। স্ত্রীলোকগণ দুই হাত কাপড় হইতে বাহির করিবে না, (পুরুষগণ বাহির করিবে। হাতের আঙ্গুলগুলি স্বাভাবিক ভাবে খোলা রাখিবে।)

এইরূপে তক্বীরে তাহ্‌রীমা বলিয়া পুরুষগণ নাভীর নীচে এবং স্ত্রীলোকগণ বুকের উপর হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইবে। হাত বাঁধিবার নিয়ম এই যে, পুরুষগণ বাম হাতের তালু নাভীর নীচে (নাভীর বরাবর) রাখিবে এবং ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখিয়া কনিষ্ঠা এবং বৃদ্ধা অঙ্গুলির দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরিবে, অনামিকা, মধ্যমা ও শাহাদত অঙ্গুলি লম্বাভাবে বাম হাতের কব্জির উপরিভাগে বিছান থাকিবে। স্ত্রীলোকগণ শুধু স্তনদ্বয়ের উপরিভাগে বাম হাত নীচে রাখিয়া তাহার উপর ডান হাত রাখিবে। তারপর এই ছানা পড়িবে ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ○

অর্থ—আল্লাহ্! তুমি পাক, তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তোমার নাম পবিত্র এবং বরকতময়, তুমি মহান হইতে মহান, তুমি ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই।

তারপর 'আউযু বিল্লাহ্' 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়িয়া 'আলহাম্‌দু' সূরা পড়িবে; وَلَا الضَّآلِّيْنَ পড়ার পর 'আমীন' বলিবে। তারপর আবার বিস্‌মিল্লাহ্ পড়িয়া কোন একটি 'সূরা' পড়িবে। তারপর আবার 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া রুকূতে যাইবে। রুকূতে তিন, পাঁচ বা সাতবার سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ বলিবে।

স্ত্রীলোকগণের রুকূ করিবার নিয়ম এই যে, বাম পায়ের টাখ্‌না ডান পায়ের টাখ্‌নার সঙ্গে মিলাইয়া মাথা ঝুকাইয়া দুই হাতের অঙ্গুলিসমূহ যুক্ত অবস্থায় দুই হাঁটুর উপর রাখিবে এবং হাতের বাজু ও কনুই শরীরের সঙ্গে মিলাইয়া রাখিবে।[১]

(পুরুষের রুকূর নিয়ম এই যে, দুই পা স্বাভাবিকভাবে খাড়া রাখিবে, মাথা এত পরিমাণ ঝুকাইবে যাহাতে মাথা, পিঠ এবং চোতড় এক বরাবর হয়। দুই হাতের আঙ্গুলগুলি ফাঁক ফাঁক করিয়া দুই হাঁটু শক্ত করিয়া ধরিবে। হাতের বাজু এবং কনুই শরীরের সঙ্গে মিলাইবে না।)

এইরূপে রুকূ শেষ করিয়া তারপর سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه (সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্) অর্থ—যে কেহ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিবে আল্লাহ্ তাহা শ্রবণ করিবেন, (অর্থাৎ, গ্রহণ করিবেন।) বলিতে বলিতে মাথা উঠাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবে। দাঁড়াইয়া رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (রাব্বানা লাকালহাম্‌দ) 'হে আল্লাহ্! আমরা তোমারই প্রশংসা করিতেছি, বলিবে এবং ঠিক সোজাভাবে দাঁড়াইয়া তারপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলিতে বলিতে সজ্‌দায় যাইবে।

সজ্‌দা করিবার নিয়মঃ

সজ্‌দা করিবার নিয়ম এই যে, মাটিতে প্রথমে দুই হাঁটু রাখিবে, তারপর দুই হাতের পাতা মাটিতে রাখিয়া তাহার মাঝখানে মাথা রাখিয়া নাক এবং কপাল উভয়ই মাটিতে ভালমত লাগাইয়া রাখিবে। সেজদার সময় দুই হাতের অঙ্গুলিগুলি মিলিত অবস্থায় ক্বেব্‌লা-দিক করিয়া রাখিবে ও দুই পায়ের অঙ্গুলিও ক্বেব্‌লার দিকে রোখ করিয়া মাটিতে লাগাইয়া রাখিবে। (কিন্তু পুরুষ উভয় পা মিলাইয়া পায়ের অঙ্গুলিগুলিকে ক্বেব্‌লা রোখ করিয়া মাটিতে রাখিবে এবং পায়ের পাতা খাড়া রাখিবে। কিন্তু স্ত্রীলোক পায়ের পাতা খাড়া রাখিবে না উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বাহির করিয়া দিয়া মাটিতে শোয়াইয়া রাখিবে এবং যথাসম্ভব পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া রাখিবে। পুরুষ সজ্‌দা করিতে দুই পা মিলিত রাখিয়া অন্যান্য সব অঙ্গুলিকে পৃথক পৃথক রাখিবে; মাথা হাঁটু হইতে যথেষ্ট দূরে রাখিবে, হাতের কলাই (কজার উপরিভাগ) মাটিতে লাগাইবে না। পায়ের নলা ঊরু হইতে পৃথক রাখিবে। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকগণ সর্বাঙ্গ মিলিত অবস্থায় সজ্‌দা করিবে; মাথা হাঁটুর নিকটবর্তী রাখিবে এবং ঊরু পায়ের নলার সঙ্গে ও হাতের বাজু শরীরের পার্শ্বের সঙ্গে মিলিত রাখিবে। সজ্‌দায় অন্ততঃ তিন, পাঁচ কিংবা সর্বোপরি সাতবার سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى (ছোব্‌হানা রাব্বিয়াল আ'লা, অর্থাৎ আমার সর্বোপরি প্রভু আল্লাহ্ তিনি পবিত্র) বলিবে। এইরূপে এক সজ্‌দা, করিয়া আল্লাহু আকবর বলিয়া মাথা উঠাইয়া ঠিক সোজা হইয়া বসিবে। ঠিক হইয়া বসিবার পর দ্বিতীয়বার 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া পূর্বের মত সজ্‌দা করিবে। দ্বিতীয় সজ্‌দায় উপরোক্তরূপে অন্ততঃ তিনবার (কিংবা ৫ বার কিংবা ৭ বার) 'ছোবহানা রাব্বিয়াল আ'লা'

টিকা

১ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নামাযের পার্থক্য (১২১ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

বলিবে। এইরূপে সজ্‌দা শেষ করিয়া 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া মাথা উঠাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবার সময় বসিবে না বা হাতের দ্বারা টেক লাগাইবে না।

(দ্বিতীয় সজ্‌দা হইতে মাথা উঠাইয়া সোজা দাঁড়াইয়া) যখন দ্বিতীয় রাকা'আত শুরু করিবে তখন আবার বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়িবে। তারপর আল্‌হামদু পড়িবে। তারপর অন্য কোন একটি সূরা পড়িবে। তারপর প্রথম রাকা'আতের মত রুকূ, সজ্‌দা করিয়া দ্বিতীয় রাকা'আত পূর্ণ করিবে। যখন দ্বিতীয় রাকা'আতের দ্বিতীয় সজ্‌দা হইতে মাথা উঠাইবে, তখন (পুরুষগণ বাম পায়ের পাতা বিছাইয়া তাহার উপর চোতড় রাখিয়া বসিবে এবং ডান পায়ের পাতার অঙ্গুলিগুলি ক্বেবলার দিকে মুখ করিয়া খাড়া রাখিবে।) স্ত্রীলোকগণ পায়ের পাতা ডান দিকে বাহির করিয়া দিয়া চোতড় মাটিতে লাগাইয়া বসিবে। এইরূপে বসিয়া হাতের দুই পাতা ঊরু দেশের উপর হাঁটু পর্যন্ত অঙ্গুলিগুলি মিলিতাবস্থায় বিছাইয়া রাখিবে। এইরূপে বসিয়া খুব মনোযোগের সহিত আত্তাহিয়্যাতু পড়িবেঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ○

'আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াচ্ছালাওয়াতু ওয়াত্তায়্যেবাতু আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যেহান্নাবিয়্যু ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহি ওবারাকতুহু আস্‌সালামু আলাইনা ওয়াআলা ইবাদিল্লাহিচ্ছালিহীন। আশ্‌হাদু আল্‌লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশ্‌হাদু আন্না মোহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।'

অর্থঃ সমস্ত তা'যীম, সমস্ত ভক্তি, নামায, সমস্ত পবিত্র এবাদত-বন্দেগী আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। হে নবী! আপনাকে সালাম এবং আপনার উপর আল্লাহ্‌র অসীম রহ্‌মত ও বরকত। আমাদের জন্য এবং আল্লাহ্‌র অন্যান্য সমস্ত নেক বন্দার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে শান্তি অবতীর্ণ হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র বন্দা এবং তাঁহার (সত্য) রাসূল।

আত্তাহিয়্যাতু পড়িবার সময় যখন (শাহাদত) কলেমায় পৌঁছিবে, তখন 'লা' বলিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের শাহাদত অঙ্গুলিকে উপরের দিকে উঠাইবে এবং বৃদ্ধা ও মধ্যমার দ্বারা গোল হাল্‌কা বানাইয়া রাখিবে এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে আক্‌দ করিয়া (অর্থাৎ গুটাইয়া) রাখিবে; যখন "ইল্লাল্লাহু" বলিবে, তখন শাহাদত অঙ্গুলিকে কিছু নোয়াইয়া নামাযের শেষ পর্যন্ত রাখিয়া দিবে। বৃদ্ধা ও মধ্যমার হাল্‌কা এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠার আক্‌দও নামাযের শেষ পর্যন্ত তেমনই থাকিবে।

যদি (তিন বা) চারি রাকা'আতী নামায হয়, তবে 'আব্‌দুহু ওয়ারাসূলুহু' পর্যন্ত পড়িয়া আর বসিবে না, তৎক্ষণাৎ আল্লাহু আকবর' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আত পুরা করিবে, (কিন্তু নফল, সুন্নত বা ওয়াজিব নামায হইলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আতে সূরা-ফাতেহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলাইবে,) আর ফরয নামায হইলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আতে সূরা মিলাইবে না।

এইরূপে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আত শেষ করিয়া পুনঃ বসিবে এবং আবার আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া পরে এই দুরূদ পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

"আল্লাহুম্মা ছল্লে আ'লা, মোহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মোহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আ'লা ইব্‌রাহীমা ও'আ'লা আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মোহাম্মাদিওঁ ও'আ'লা আলি মোহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা ইব্‌রাহীমা ও'আ'লা আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।"

অর্থ—হে আল্লাহ্‌! হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এবং মোহাম্মদ (দঃ)-এর আওলাদগণের উপর তোমার খাছ রহ্‌মত নাযিল কর, যেমন ইব্‌রাহীম (আঃ) এবং ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর আওলাদগণের উপর তোমার খাছ রহ্‌মত নাযিল করিয়াছ, নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসার যোগ্য এবং সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। হে আল্লাহ্‌! মোহাম্মদ (দঃ) এবং মোহাম্মদ (দঃ)-এর আওলাদগণের উপর তোমার খাছ বরকত চিরবর্ধনশীল নেয়ামত নাযিল কর, যেমন ইব্‌রাহীম (আঃ) এবং ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর আওলাদের উপর তোমার খাছ বরকত নাযিল করিয়াছ; নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসার যোগ্য এবং সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী।

এই দরূদ পড়িয়া তারপর নিম্নের দো'আ পড়িবেঃ

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

১। রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্‌ইয়া হাছানাতাওঁ ওয়াফিল আখিরাতে হাছানাতাওঁ ওয়া-ক্বিনা আযাবান্নার।

অর্থ—হে আমাদের প্রতিপালক খোদা! আমাদের দুনিয়ায় এবং আখেরাতে উভয় জাহানে ভাল অবস্থায় রাখ এবং দোযখের শাস্তি হইতে আমাদের নিস্তার দাও।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ ○

২। হে আল্লাহ্‌। আমার গোনাহ মাফ করিয়া দাও, আমার মা-বাপের গোনাহ্‌ মা'ফ করিয়া দাও এবং অন্যান্য যত জীবিত বা মৃত মোমিন মোছলিম ভাই-ভগ্নী আছে সকলের গোনাহ্‌ মা'ফ করিয়া দাও।

অথবা অন্য কোন দো'আ পড়িবে। যথা—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَاءِ وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ○

৩। অর্থাৎ, হে আল্লাহ্‌! আমাকে কবরের আযাব হইতে বাঁচাইয়া নিও, কানা দজ্জালের কঠোর পরীক্ষায় তরাইয়া দিও, গোনাহ্‌র কাজ হইতে আমাকে দূরে রাখিও, ঋণের দায় হইতে আমাকে বাঁচাইয়া লইও।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

৪। হে আল্লাহ্! আমি অনেক গোনাহ্ করিয়াছি এবং তুমি ব্যতীত গোনাহ্ মা'ফকারী অন্য কেহই নাই। অতএব, নিজ দয়াগুণে আমার সব গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দাও এবং আমার উপর তোমার রহ্‌মত নাযিল কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল এবং দয়াশীল।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهٗ دِقَّهٗ وَ جِلَّهٗ وَ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَعَلَانِيَتَهٗ وَ سِرَّهٗ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَاقَدَّمْتُ وَمَآ اَخَّرْتُ وَمَآ اَسْرَرْتُ وَمَآ اَعْلَنْتُ وَمَآ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ اَنْتَ اِلٰهِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ ○

৫। হে আল্লাহ্! আমার ছোট, বড়, আউয়াল, আখের, যাহের, বাতেন, সব গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দাও। হে আল্লাহ্! আমি আগে যে সব গোনাহ্ করিয়াছি, প্রকাশ্যভাবে যে সব গোনাহ্ করিয়াছি, গুপ্তভাবে যে সব গোনাহ্ করিয়াছি এবং যে সব গোনাহ্ হয়ত আমার জানা নাই, কিন্তু তুমি জান, সে সব গোনাহ্ আমাকে মা'ফ করিয়া দাও। আমার আগেও তুমি, পরেও তুমি, তুমিই মা'বুদ, এক তুমি ব্যতীত আমার আর কোন মা'বূদ নাই।

এইরূপে দো'আ মাছুরা পড়িয়া প্রথম ডান দিকে তারপর বাম দিকে সালাম ফিরাইবে। সালাম ফিরাইবার সময় মুখে, 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ্ এবং দেলে দেলে ফেরেশ্‌তাদের সালাম করিবার নিয়্যত করিবে। (পুরুষগণ যখন জমা'আতে নামায পড়িবে, তখন সঙ্গের মুছল্লীদের সালাম করিবার নিয়্যত করিবে।)

এই পর্যন্ত নামায পড়িবার নিয়ম বর্ণনা করা হইল। কিন্তু ইহার মধ্যে কতকগুলি কাজ ফরয, কতকগুলি ওয়াজিব এবং কতকগুলি সুন্নত ও মোস্তাহাব আছে। কোন একটি ফরয যদি কেহ তরক করে— জানিয়াই করুক বা ভুলিয়াই করুক, তাহার নামায আদৌ হইবে না, নামায পুনরায় পড়িতে হইবে। যদি কেহ স্বেচ্ছায় একটি ওয়াজিব তরক করে, তবে সে অতি বড় গোনাহ্‌গার হইবে এবং নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে। ভুলে একটি ওয়াজিব তরক করিলে 'ছহো-সজ্‌দা' করিতে হইবে। সুন্নত বা মোস্তাহাব তরক করিলে নামায হইয়া যায়, কিন্তু ছওয়াব কম হয়।

নামাযের ফরয ঃ

১। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে ছয়টি কাজ ফরয। (১) তাহ্‌রীমা অর্থাৎ, নামাযের নিয়্যতের সঙ্গে সঙ্গে 'আল্লাহু আকবর' বলা। (২) ক্বেয়াম—দাঁড়াইয়া নামায পড়া। (৩) 'কেরাআত'—কোরআন শরীফ হইতে একটি পূর্ণ লম্বা আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত বা সূরা পাঠ করা। (৪) রুকূ-করা (মস্তক অবনত করিয়া খোদার সামনে মাথা ঝুঁকাইয়া দেওয়া।) (৫) দুই সজ্‌দা করা—দুইবার আল্লাহ্‌র সামনে মস্তক মাটিতে রাখা। (৬) ক্বা'দায়ে আখীরা—নামাযের শেষ ভাগে (খোদার সামনে) আত্তাহিয়্যাতু পড়িবার পরিমাণ সময় বসা।

নামাযের ওয়াজিব ঃ

২। মাসআলা ঃ নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি নামাযের মধ্যে ওয়াজিব; (১) (ফরয নামাযে প্রথম দুই রাকা'আতে এবং বেৎর, নফল ও সুন্নতের সব রাকা'আতে) সূরা-ফাতেহা পড়া এবং

(২) ফাতেহার সঙ্গে অন্য একটি সূরা মিলান (৩) নামাযের প্রত্যেক ফরযগুলি নিজ নিজ স্থানে আদায় করা, (৪) প্রথমে ফাতেহা পড়া, তারপর সূরা পড়া, তারপর রুকু করা, তারপর সজ্‌দা করা, (৫) দুই রাকা'আত পূর্ণ করিয়া বসা (৬) প্রথম বৈঠক হউক বা দ্বিতীয় বৈঠক হউক) উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া, (৭) বেৎর নামাযে দো'আ কুনূত পড়া, (৮) আস্‌সালামুআলাইকুম ওয়রাহ্‌মাতুল্লাহ্‌' বলিয়া সালাম ফিরান, (৯) তা'দীলে আরকান অর্থাৎ, নামাযের সব কাজগুলি ধীরে সুস্থে আদায় করা, তাড়াতাড়ি না করা, (রুকূ হইতে মাথা উঠাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়ান এবং সজ্‌দা হইতে মাথা উঠাইয়া সোজা হইয়া বসা ইত্যাদি। (১০) জেহ্‌রী নামাযে প্রথম দুই রাকা'আতের মধ্যে ইমামের জোরে কেরাআত পড়া এবং ছির্‌রী নামাযের মধ্যে ইমাম এবং একা নামাযীর চুপে চুপে পড়া। (১১) সজ্‌দার মধ্যে উভয় হাত এবং হাঁটু মাটিতে রাখা, (ফজর, মাগরিব ও এশা এবং জুমুআ, ঈদ ও তারাবীহ্‌ হইল জেহ্‌রী নামায; এতদ্ব্যতীত দিবাভাগের সব নামায ছির্‌রী নামায।)

৩। **মাসআলা ঃ** এই ফরয ওয়াজিবগুলি ছাড়া অন্য যে কাজগুলি নামাযে আছে তাহার কোনটি সুন্নত এবং কোনটি মোস্তাহাব।

৪। **মাসআলা ঃ** যদি কোন (নাদান) লোক, (১) নামাযের মধ্যে সূরা-ফাতেহা না পড়িয়া অন্য কোন আয়াত বা সূরা পড়ে, বা (২) প্রথমে দুই রাকা'আতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়ে অন্য সূরা বা আয়াত না মিলায়, বা (৩) দুই রাকা'আত পড়িয়া না বসে বা (৪) আত্তাহিয়্যাতু না পড়ে ও তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়ায় কিংবা বসিয়াছে কিন্তু আত্তাহিয়্যাতু পড়ে নাই, তবে এই সব ছুরতে ওয়াজিব তরক হইবে। ফরয অবশ্য যিম্মায় থাকিবে না, কিন্তু নামায একেবারে অকেজো এবং নিকৃষ্ট হইবে। সুতরাং নামায দোহ্‌রাইয়া পড়া ওয়াজিব, না দোহ্‌রাইলে ভারী গোনাহ্‌ হইবে।

কিন্তু যদি কেহ ভুলবশতঃ এরূপ করে, তবে 'ছহো'-সজ্‌দা করিলে নামায শুদ্ধ হইবে— (ওয়াজিব ভুলবশতঃ তরক হইলে তাহার তদারক (সংশোধন) ছহো-সজ্‌দার দ্বারা হইতে পারে, কিন্তু ফরয তরক হইলে বা ওয়াজিব ইচ্ছাপূর্বক তরক করিলে তাহার তদারক ছহো-সজ্‌দার দ্বারা হইতে পারে না নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হয়।)

৫। **মাসআলা ঃ** 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ্‌' বলিবার স্থানে যদি কেহ এই লফযের দ্বারা সালাম না ফিরাইয়া দুনিয়ার কোন কথা বলিয়া উঠে, বা উঠিয়া চলিয়া যায়, বা অন্য কোন এমন কাজ করে যাহাতে নামায টুটিয়া যায়, তবে তাহার ওয়াজিব তরক হইবে এবং গোনাহ্‌গার হইবে। অবশ্য ফরয আদায় হইবে, কিন্তু ঐ নামায দোহ্‌রাইয়া পড়া ওয়াজিব। অন্যথায় গোনাহ্‌গার হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** পূর্বে সূরা পড়িয়া শেষে আলহামদু পড়িলে ওয়াজিব তরক হইবে এবং নামায দোহ্‌রাইতে হইবে। যদি ভুলে এরূপ করে ছহো-সজ্‌দা করিলে নামায দুরুস্ত হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** আল্‌হামদুর পর অন্ততঃ তিনটি আয়াত পড়িতে হইবে। যদি কেহ তৎপরিবর্তে এক আয়াত বা দুই আয়াত পড়ে, যদি ঐ এক আয়াত বা দুই আয়াত ছোট ছোট তিনটি আয়াতের সমপরিমাণ হয়, তবে নামায দুরুস্ত হইয়া যাইবে।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি রুকূ হইতে উঠিবার সময় তসমীয়া (সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্‌) এবং রুকূ হইতে উঠিয়া তাহ্‌মীদ (রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ) না পড়ে বা রুকূতে রুকূর তসবীহ না পড়ে, বা সজ্‌দায় তসবীহ না পড়ে বা শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া দুরূদ শরীফ না পড়ে, তবে

নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু সুন্নতের খেলাফ হইবে। এইরূপে যদি কেহ দুরূদ শরীফ পড়িয়াই সালাম ফিরায়, কোন দো'আ (মাছুরাহ্) না পড়ে, তবুও নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু সুন্নতের খেলাফ হইবে।

৯। **মাসআলা** : নামাযের নিয়ত (তাহ্‌রীমা) বাঁধিবার সময় হাত উঠান সুন্নত। হাত না উঠাইলে নামায হইয়া যাইবে কিন্তু সুন্নতের খেলাফ হইবে।

১০। **মাসআলা** : প্রত্যেক রাকা'আত শুরু করিবার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়িয়া আলহাম্‌দু শুরু করিবে। অন্য সূরা শুরু করার সময়ও বিস্‌মিল্লাহ্ পড়িয়া শুরু করা উত্তম। (নামাযের মধ্যে সূরা আলহামদু চুপে চুপে পড়ুক বা জোরে পড়ুক বিস্‌মিল্লাহ্ সব সময়ই চুপে চুপে পড়িতে হইবে।)

১১। **মাসআলা** : সজ্‌দায় নাক মাটিতে না রাখিয়া শুধু কপাল মাটিতে রাখিলেও নামায আদায় হইবে, যদি কপাল মাটিতে না রাখিয়া শুধু নাক মাটিতে রাখে, তবে নামায হইবে না। অবশ্য যদি কোন ওযরবশতঃ কপাল মাটিতে না রাখিতে পারে এবং শুধু নাক মাটিতে রাখে, তবে নামায হইয়া যাইবে।

১২। **মাসআলা** : রুকূর পর সোজা হইয়া দাঁড়াইল না, বরং মাথা সামান্য উঠাইয়া সজ্‌দায় চলিয়া গেল, নামায হইবে না, পুনঃ পড়িতে হইবে।

১৩। **মাসআলা** : দুই সজ্‌দার মাঝখানে মাথা উঠাইয়া সোজা হইয়া বসা ওয়াজিব! সোজা হইয়া না বসিয়া অল্প একটু মাথা উঠাইয়া দ্বিতীয় সজ্‌দায় গেলে নামায হইবে না, পুনরায় পড়িতে হইবে। আর যদি এতটুকু উঠায় যে বসার কাছাকাছি হইয়া যায়, তবে নামাযের যিম্মা আদায় হইয়া গেল; কিন্তু অতি বড় অকেজো এবং নিকৃষ্ট নামায হইল। কাজেই পুনরায় নামায পড়া কর্তব্য। অন্যথায় কঠিন গোনাহ্ হইবে।

১৪। **মাসআলা** : তোষক বা খড় ইত্যাদি কোন নরম জিনিসের উপর সজ্‌দা করিতে হইলে মাথা খুব চাপিয়া রাখিয়া সজ্‌দা করিবে। যতদূর নীচে চাপান যায় যদি ততদূর চাপিয়া সজ্‌দা না করা হয়, শুধু উপরে উপরে মাথা রাখিয়া সজ্‌দা করে, তবে সজ্‌দা হইবে না। সজ্‌দা না হইলে নামাযও হইবে না।

১৫। **মাসআলা** : ফরয নামাযের শেষের দুই রাকআতে শুধু আল্‌হামদু পড়িবে, সূরা মিলাইবে না। সূরা মিলাইলেও নামায হইয়া যাইবে। নামাযে কোন দোষ আসিবে না।

১৬। **মাসআলা** : ফরয নামাযের শেষের দুই রাকা'আতে আল্‌হামদু পড়া সুন্নত। যদি কেহ আল্‌হামদু না পড়িয়া তিনবার ছোবহানাল্লাহ্ পড়ে, বা কিছু না পড়িয়া (তিনবার ছোবহানাল্লাহ্ পড়ার পরিমাণ সময়) চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া রুকূ করে, তবুও নামায হইয়া যাইবে; (কিন্তু এইরূপ করা ভাল নয়, আল্‌হামদু পড়া উচিত।)

১৭। **মাসআলা** : ফরয নামাযে প্রথম দুই রাকা'আতে আল্‌হামদুর সঙ্গে অন্য সূরা মিলান ওয়াজিব। যদি কেহ প্রথম দুই রাকা'আতে আল্‌হামদুর সঙ্গে সূরা না মিলায় বা আল্‌হামদুও না পড়ে, শুধু ছোবহানাল্লাহ্ ছোবহানাল্লাহ্ বলিতে থাকে তবে শেষের দুই রাকা'আতে আল্‌হামদুর সঙ্গে সূরা মিলাইতে হইবে। কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক এইরূপ করিয়া থাকিলে নামায দোহ্‌রাইতে হইবে, অবশ্য ভুলে এরূপ করিলে ছহো সজ্‌দা দ্বারা নামায হইয়া যাইবে।

১৮। **মাসআলা** : স্ত্রীলোকগণ সব নামাযের মধ্যে ছানা, তাআওওয, তছমিয়াহ্, ফাতেহা, সূরা ইত্যাদি সব কিছু চুপে চুপে পড়িবে; কিন্তু এরূপভাবে যেন নিজের কানে নিজের পড়ার আওয়ায

পৌঁছে। যদি নিজের আওয়ায নিজের কানে না পৌঁছে, তবে স্ত্রী বা পুরুষ কাহারও নামায হইবে না। (পুরুষগণ যোহর ও আছর সম্পূর্ণ এবং মাগরিবের তৃতীয় রাকা'আত এবং এশার তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে সকলেই সবকিছু চুপে চুপে পড়িবে। অবশ্য ইমাম শুধু তকবীরগুলি জোরে বলিবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য নামাযে ফজর, মাগরিব ও এশার প্রথম দুই রাকা'আত ও জুমু'আয় ইমামের জন্য জোরে কেরাআত পড়া অর্থাৎ, সূরা উচ্চ স্বরে পড়া ওয়াজিব। জুমু'আর নামায ত একা একা হয়ই না, এতদ্ব্যতীত ফজর, মাগরিব এবং এশা একা একা পড়িলে জোরেও পড়িতে পারে বা চুপে চুপেও পড়িতে পারে।)

১৯। মাসআলা ঃ কোন নামাযের জন্য কোন সূরা নির্দিষ্ট নাই; যে কোন সূরা ইচ্ছা হয় তাহাই পড়িতে পারে। কোন নামাযের জন্য কোন সূরা নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া মকরূহ। (তবে হযরত রসূলুল্লাহ্ [দঃ] যে নামাযে যে সূরা পড়িয়াছেন তাহা যদি জানা থাকে, তবে নামাযে সেই সূরা পড়া মোস্তাহাব; কিন্তু সব সময় সেই সূরা পড়া—যাহাতে মনে হয় যেন অন্য সূরা পড়া জায়েযই নহে ভাল নহে।)

২০। মাসআলা ঃ প্রথম রাকা'আত অপেক্ষা দ্বিতীয় রাকা'আতে লম্বা সূরা পড়িবে না।

২১। মাসআলা ঃ স্ত্রীলোকদের জন্য জুমু'আ, জমা'আত বা ঈদের নামাযের হুকুম নাই। অতএব, যদি এক জায়গায় কতকগুলি স্ত্রীলোক একত্র থাকে, তবে প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক নামায পড়িবে, জমা'আত করিয়া পড়িবে না। স্ত্রীলোকগণ পুরুষদের সঙ্গে জমা'আতে নামায পড়িবার জন্য মসজিদে বা ঈদের মাঠে যাইবে না। অবশ্য যদি ঘরে নিজের স্বামী বা বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে কোন সময় নফল, তরাবীহ্ বা ফরয নামায জমা'আতে পড়িবার সুযোগ হয়, তবে স্ত্রীলোক পুরুষের সহিত এক কাতারে দাঁড়াইবে না। একা একজন স্ত্রীলোক হইলেও এবং স্বামী বা বাপের সঙ্গে নামায পড়িলেও পিছনের কাতারে দাঁড়াইবে। এক কাতারে সমান হইয়া দাঁড়াইলে উভয়ের নামায নষ্ট হইবে।

২২। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে যদি ঘটনাক্রমে ওযূ টুটিয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ নামায ছাড়িয়া দিবে এবং পুনরায় ওযূ করিয়া নামায প্রথম হইতে শুরু করিবে।

২৩। মাসআলা ঃ নামাযে দাঁড়ান অবস্থায় সজ্‌দার জায়গায়, রুকূর সময় পায়ের দিকে, সজ্‌দার সময় নাকের দিকে, (বসার সময় কোলের দিকে) এবং সালামের সময় নিজের কাঁধের দিকে দৃষ্টি রাখা মোস্তাহাব। (ইহা ছাড়া দূরে দৃষ্টি করা অন্যায়।)

নামাযের মধ্যে হাই আসিলে যথাসম্ভব দাঁতের দ্বারা নীচের ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া বন্ধ রাখিবে; একান্ত মুখের দ্বারা চাপিয়া রাখিতে না পারিলে (দণ্ডায়মান অবস্থায় ডান হাতের পাতার পিঠ দ্বারা এবং বসা অবস্থায় বাম) হাতের পাতার পিঠ দ্বারা বন্ধ রাখিবে। নামাযের মধ্যে যদি গলা খুসখুসায় বা বন্ধ হইয়া আসে, তবে যাহাতে না কাশিয়া পারা যায়, তাহার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিবে। একান্ত সহ্য করিতে না পারিলে অতি আস্তে ভীত সংকোচিত অবস্থায়—খোদা আহ্‌কামুল হাকেমীনের দরবারে দণ্ডায়মান ভাবিয়া কাশিবে; (জোরে লা-পরোয়া অবস্থায় কাশিবে না, গলা ঝাড়া দিবে না।)

নামাযের কতিপয় সুন্নত

১। মাসআলাঃ তকবীরে তাহ্‌রীমা বলার পূর্বে পুরুষের উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠান এবং স্ত্রীলোকের কাঁধ পর্যন্ত উঠান সুন্নত। ওযরবশতঃ পুরুষ কাঁধ পর্যন্ত উঠাইলেও কোন দোষ নাই।

২। মাসআলাঃ তকবীরে তাহ্‌রীমা বলার সাথে সাথে পুরুষের নাভির নীচে এবং স্ত্রীলোকের সিনার উপর হাত বাঁধা সুন্নত।

৩। মাসআলাঃ পুরুষের হাত বাঁধার সময় ডান হাতের পাতা বাম হাতের পাতার উপর রাখিয়া ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলী দ্বারা বাম হাতের কব্জি চাপিয়া ধরা এবং বাকী তিন আঙ্গুল বাম হাতের কব্জির উপর বিছাইয়া রাখা সুন্নত।

৪। মাসআলাঃ ইমাম এবং মোন্‌ফারেদের (একা নামাযীর) সূরা-ফাতেহা শেষে নীরবে "আমীন" বলা; আর ইমাম কেরাআত উচ্চ শব্দে পড়িলে সকল মুক্তাদীরই নীরবে "আমীন" বলা সুন্নত।

৫। মাসআলাঃ পুরুষগণ রুকূর সময় এমনভাবে ঝুঁকিবে যেন পিঠ, মাথা ও নিতম্ব এক বরাবর হইয়া যায়।

৬। মাসআলাঃ রুকূতে পুরুষের উভয় হাত বগল হইতে পৃথক বাখা, রুকূ হইতে দাঁড়াইবার সময় ইমামের "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্‌" বলা, মুক্তাদীর "রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ" বলা এবং একা নামাযীর উভয়টি বলা সুন্নত।

৭। মাসআলাঃ সজ্‌দা অবস্থায় পুরুষের পেট রান হইতে, কনুই বগল হইতে এবং উভয় হাত মাটি হইতে উঠাইয়া রাখা সুন্নত।

৮। মাসআলাঃ প্রথম ও শেষ বৈঠকে পুরুষের ডান পায়ের আঙ্গুলসমূহের উপর ভর দিয়া পা খাড়া রাখিয়া আঙ্গুলগুলি কেবলামুখী করিয়া বাম পা মাটির উপর বিছাইয়া উহার উপর বসা এবং উভয় হাত জানুর উপর এবং আঙ্গুলগুলির অগ্রভাগ হাঁটুর নিকটবর্তী রাখা সুন্নত।

৯। মাসআলাঃ ইমামের উচ্চ আওয়াযে 'সালাম' বলা সুন্নত।

১০। মাসআলাঃ ইমামের সালাম ফিরাইবার সময় সঙ্গে অবস্থানকারী সকল মুক্তাদী পুরুষ, স্ত্রী ও বালক এবং ফেরেশ্‌তাদের প্রতি নিয়্যত করা, আর মুক্তাদী সঙ্গের নামায আদায়কারী, সঙ্গীয় ফেরেশ্‌তা ইমাম ডান দিকে থাকিলে ডান সালামে, বাম দিকে থাকিলে বাম সালামে, আর সোজা থাকিলে উভয় সালামে ইমামের প্রতি নিয়্যত করা সুন্নত।

১১। মাসআলাঃ তকবীরে তাহ্‌রীমা বলার সময় পুরুষের উভয় হাতকে জামার আস্তিন কিংবা চাদর ইত্যাদির ভিতর হইতে বাহির করা সুন্নত, যদি অত্যধিক শীত ইত্যাদির ন্যায় ওযর না থাকে।

নামযের কতিপয় সুন্নতঃ

[নামাযের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সুন্নত। (১) তকবীরে তাহ্‌ররীমার সময় আঙ্গুলগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা রাখিয়া উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠান। (স্ত্রীলোকের জন্য কাঁধ পর্যন্ত), (২) তকবীরে তাহ্‌রীমার সময় মাথা না ঝুঁকান, (৩) ইমামের জন্য তকবীর, তাসমী'য় এবং সালাম

আবশ্যক পরিমাণে জোরে বলা, (মোন্‌ফারেদ ও মুক্তাদী শুধু নিজে শুনিতে পারে পরিমাণে চুপে চুপে বলিবে,) (৪) ছানা, (৫) তাআওওয, (৬) তাসমিয়া এবং (৭) আমীন চুপে চুপে বলিবে, (৮) নাভির নীচে হাত বাঁধা, স্ত্রীলোকের জন্য বুকের উপর বাম হাত নীচে রাখিয়া ডান হাত উপরে রাখা, (৯) রুকূতে যাইবার সময় আল্লাহু আকবর এবং (১০) রুকূ হইতে মাথা উঠাইবার সময় 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলা, (১১) রুকূর মধ্যে তিনবার তাস্‌বীহ্ পড়া অর্থাৎ 'সোবহানা রাব্বিয়াল আযীম বলা, (১২) রুকূর মধ্যে আঙ্গুলগুলি ফাঁক করিয়া উভয় হাত দ্বারা উভয় হাঁটুকে ধরা স্ত্রীলোকগণ হাঁটুর উপর কেবল হাত রাখিবে। (১৩) সজ্‌দায় যাইবার সময় 'আল্লাহু আকবর' বলা (আল্লাহু আকবর এমনভাবে টানিয়া বলিবে যাহাতে সজ্‌দায় পৌঁছিয়া আকবরের রে' [ছাকেন] বলা যায়।) (১৪) সজ্‌দা হইতে মাথা উঠাইবার সময় 'আল্লাহু আকবর' বলা (উপরোক্তরূপে লাম টানিয়া বলিবে যাহাতে দাঁড়াইয়া আকবর বলা যায়)। (১৫) সজ্‌দায় তিনবার তসবীহ পড়া অর্থাৎ 'ছোবহানারাব্বিয়াল আ'লা বলা, (১৬) সজ্‌দার সময় দুই হাত, দুই পা এবং দুই হাঁটু মাটিতে রাখা, (১৭) আত্তাহিয়্যাতু পড়িবার 'সময় পুরুষের জন্য বাম পা বিছাইয়া তাহার উপর বসা, (১৮) দুই সজ্‌দার মাঝখানে কিছু বসা এবং তদবস্থায় দুই হাত উরুর উপর হাঁটুর সংলগ্ন রাখা (১৯) শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর দুরূদ শরীফ পড়া, (২০) দুরূদের পর দো'আ মাছুরাহ্ পড়িয়া দো'আ করা, (২১) রুকূতে যাইবার সময়, সজ্‌দায় যাইবার সময়, সজ্‌দা হইতে উঠিবার সময় (২২) এবং দো'আয়ে কুনূত আরম্ভ করিবার সময় "আল্লাহু আকবর" বলা (২৩) রুকূ হইতে মাথা উঠাইবার সময় 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ বলা এবং তারপর, (২৪) "রাব্বানা লাকাল হামদ" বলা, (২৫) সালাম ফিরাইবার সময় ডানে বামে মুখ ফিরাইয়া পার্শ্বস্থ নামাযী এবং ফেরেশ্‌তার প্রতি নিয়্যত করিয়া সালাম করা।

মাসআলা ঃ ইমাম নিজে যদি এক্কামত বলে তাহাও জায়েয আছে। এক্কামত বলা শুরু করা মাত্রই সমস্ত মুছল্লী দাঁড়াইয়া যাইবে এবং পায়ের গোড়ালী বরাবর এবং কাঁধ বরাবর কাতার সোজা করিয়া দাঁড়াইবে। অবশ্য ইমামের আসিতে যদি কিছু দেরী থাকে, তবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ইমামের অপেক্ষা করিবে না, ইমাম বাহির হইতে আসিবার সময় যখন যে কাতার অতিক্রম করিবে, তখন সেই কাতার দাঁড়াইবে। ইমাম যদি মেহ্‌রাবের নিকট বসিয়া থাকে, তবে 'হাইয়্যাআলাল ফালাহ্' বলা মাত্র সকলে দাঁড়াইবে আর বসিয়া থাকিবে না। এক্কামত বলা শেষ হওয়া মাত্রই ইমাম নামায শুরু করিবে। শেষ হওয়ার পূর্বে শুরু করিবে না বা শেষ হওয়ার পরও অনর্থক দেরী করিবে না।] —অনুবাদক

কেরাআতের মাসায়েল

[কোরআন পাঠ করাকে কেরাআত বলে]

১। মাসআলা ঃ কোরআন শরীফ ছহীহ্ (শুদ্ধ) করিয়া পড়া ওয়াজিব। অতএব, প্রত্যেক অক্ষর ঠিক ঠিক মত পড়িবে।

হামযা (আলিফ) এবং ع আইনের মধ্যে যে পার্থক্য, ح (বড় হে) এবং ه (ছোট হের) মধ্যে যে পার্থক্য, ذ 'যাল' ز 'যে' ظ যোয়া এবং ض দোয়াদের মধ্যে যে পার্থক্য; د দাল এবং ض দোয়াদের মধ্যে যে পার্থক্য, ج এবং ز যের মধ্যে যে পার্থক্য س সিন ص ছোয়াদ এবং ث ছের মধ্যে যে পার্থক্য, غ গাইয়েন এবং گ গাফের মধ্যে যে পার্থক্য এবং

ق (বড় ক্বাফ) এবং ك (ছোট ক্বাফ)-এর মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা উত্তমরূপে বুঝিয়া শিখিয়া লইবে (এবং তদনুযায়ী হামেশা পাঠ করিবে।) এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর পড়িবে না।

২। মাসআলা ঃ যদি কাহারো ظ,ض,ج,ث,ح,غ,ق ইত্যাদি হরফগুলির উচ্চারণ শুদ্ধ না হয়, তবে কোন উপযুক্ত ওস্তাদের নিকট মশ্ক করিয়া শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা করা তাহার উপর ওয়াজিব; সে পুরুষ হউক বা স্ত্রী হউক। যদি শুদ্ধ উচ্চারণ শিখিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম না করে, তবে গোনাহ্গার হইবে এবং তাহার নামায ছহীহ্ হইবে না। অবশ্য যথেষ্ট পরিশ্রম ও চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি কাহারো জিহ্বায় কোন হরফ ঠিক উচ্চারিত না হয়, তবে আল্লাহ্র রহমতে তাহার মা'ফির আশা করা যায়।

৩। মাসআলা ঃ যদি কেহ ث,ض,ق,غ,ع ইত্যাদি হরফগুলি ছহীহ্ করিয়া আদায় করিতে পারে, কিন্তু অলসতা বা অবহেলা বশতঃ ছহীহ্ করিয়া না পড়ে, বরং ح কেও ه এর মত, ع কে-এর মত বা ض কে د এর মত বা ظ এর মত, ث কে س এর মত, غ কে گ এর মত বা ج কে ز এর মত ইত্যাদি পড়ে, তবে তাহার নামায হইবে না এবং সে ভীষণ পাপী হইবে।

৪। মাসআলা ঃ প্রথম রাকা'আতে যে সূরা পড়িয়াছে, দ্বিতীয় রাকা'আতে যদি সেই সূরাই পড়ে, তবুও নামায হইয়া যাইবে; কিন্তু অকারণে এরূপ করা ভাল নহে, (মকরূহ তান্যীহী।)

৫। মাসআলা ঃ কোরআন শরীফে সূরাগুলি যে তরতীব অনুযায়ী লেখা আছে নামাযের মধ্যে সেই তরতীব অনুযায়ী পড়া উচিত। আমপারায় যে তরতীব অনুযায়ী লিখিয়াছে সে তরতীব অনুযায়ী পড়িবে না। সেখানে যে সূরা পরে লিখিয়াছে সেই সূরা আগে পড়িবে এবং যে সূরা আগে লিখিয়াছে সেই সূরা পরে পড়িবে। যথা যদি কেহ প্রথম রাকা'আতে 'কুল্ইয়া' পড়ে, তবে দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা-'ইযাজা' সূরা-'কুলহুআল্লাহু' 'সূরা-ফালাক' বা 'সূরা-নাস' পড়িবে, 'আলামতারা বা 'লিঈলাফি' পড়িবে না। কোরআন শরীফ উল্টা তরতীবে পড়া মকরূহ; অবশ্য কদাচিৎ ভুলবশতঃ উল্টা তরতীবে যদি কেহ পড়িয়া ফেলে, তবে মকরূহ হইবে না।

৬। মাসআলা ঃ যে সূরা শুরু করা হইয়াছে সেই সূরাই পড়িয়া শেষ করিবে। অকারণে অন্য সূরা শুরু করা (বা কয়েক জায়গা হইতে কয়েক আয়াত এক রাকা'আতে পড়া) মকরূহ।

৭। মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি নামায জানে না, বা কেবল নূতন মুসলমান হইয়াছে, সে নামাযের মধ্যে সব জায়গায় 'সোবহানাল্লাহ্' ('আল্লাহু আকবর' বা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ') ইত্যাদি পড়িতে থাকিবে। ইহাতেই তাহার ফরয আদায় হইয়া যাইবে এবং নামাযের সূরা, কালাম, দো'আ, দুরূদ, তসবীহ ইত্যাদি শিক্ষা করিতে থাকিবে। যদি এই সব শিখিতে আলস্য বা অবহেলা করে, তবে শক্ত গোনাহ্গার হইবে। —বেহেশ্তী গওহর ৩১ পৃঃ।

ফরয নামাযের বিভিন্ন মাসায়েল

১। মাসআলা ঃ সূরা ফাতেহা যখন পড়া শেষ হয় অর্থাৎ, যখন ولاالضالين পড়া হয়, তখন পাঠক এবং শ্রোতা সকলেই নীরবে (آمين-এর আলিফ টানিয়া।) "আমীন" বলিবে। তারপর ইমাম (বা মোন্ফারেদ) অন্য সূরা শুরু করিবে। —মারাকী

২। মাসআলা ঃ সফর বা যরূরতের অবস্থায় আলহামদুর পর যে কোন সূরা পড়া যাইতে পারে তাহাতে বাধা নাই। কিন্তু সফর বা যরূরতের হালাত যদি না হয়, তবে ফজরে এবং যোহরে

তেওয়ালে মোফাছ্ছাল, আছরে ও এশায় আওছাতে মোফাছ্ছাল এবং মাগরিবে ক্বেছারে মোফাছ্ছাল পরিমাণ সূরা পড়া সুন্নত। সূরা হুজুরাত হইতে সূরা বুরূজ পর্যন্ত সূরাগুলিকে তেওয়ালে মোফাছ্ছাল, 'সূরা-ত্বারেক' হইতে 'লামইয়াকুন' পর্যন্ত আওছাতে মোফাছ্ছাল এবং 'সূরা-যিলযাল' হইতে 'সূরা-নাস' পর্যন্ত সূরাগুলিকে ক্বেছারে মোফাছ্ছাল বলে। ফজরের প্রথম রাকা'আতে দ্বিতীয় রাকা'আত অপেক্ষা অধিক লম্বা সূরা পাঠ করা উচিত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য নামাযে প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় রাকা'আত সমান হওয়া উচিত। দুই এক আয়াত বেশী-কম হইলে ধর্তব্য নহে। —আলমগীরী

৩। মাসআলাঃ রুকূ হইতে মাথা উঠাইয়া পূর্ণরূপে সোজা হইয়া দাঁড়াইবে এবং ইমাম সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলিলে (তৎপর ইমাম রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ বলিতে পারে) মুক্তাদীগণ শুধু 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বলিবে কিন্তু মোন্‌ফারেদ উভয় বাক্য বলিবে। তারপর উভয় হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া সজ্‌দায় যাইবে। সজ্‌দায় যাইবার সময় তকবীর বলিবে। কিন্তু তকবীর এমনভাবে বলিবে যেন মাথা মাটিতে রাখা মাত্রই তকবীর (اكبر-এর 'রে' বলা) শেষ হইয়া যায়। —আলমগীরী

৪। মাসআলাঃ সজ্‌দায় প্রথম দুই হাঁটু, তারপর দুই হাত মাটিতে রাখিবে, তারপর নাক, তারপর কপাল রাখিবে, মুখ দুই হাতের মধ্যে রাখা চাই। হাতের অঙ্গুলিগুলি ক্বেবলা রোখ করিয়া মিলাইয়া রাখিবে। উভয় পায়ের অঙ্গুলিগুলি ক্বেবলার দিকে ফিরাইয়া (চাপিয়া মাটির সহিত লাগাইয়া রখিবে,) তাহার উপর ভর করিয়া পায়ের পাতা খাড়া রাখিবে, পেট হাঁটু হইতে এবং বাজু বগল হইতে পৃথক রাখিবে, পেট মাটি হইতে এত পরিমাণ উঁচু (এক হাত পরিমাণ ফাঁক) রাখিবে, যেন একটি ছোট বকরীর বাচ্চা পেটের নীচে দিয়া চলিয়া যাইতে পারে, (ইহা পুরুষদের সজ্‌দার নিয়ম। —আলমগীরী

৫। মাসআলাঃ ফজর, মাগরিব ও এশার প্রথম দুই রাকা'আতে (এবং তারাবীহ্, ঈদ ও জুমু'আর নামাযে) আলহামদু এবং অন্য সূরা 'ইমাম উচ্চস্বরে পড়িবে এবং সমস্ত নামাযের সমস্ত রাকা'আতে সামিআল্লাহু লিমানহামিদাহ্ এবং সমস্ত তকবীর ইমাম উচ্চ স্বরে বলিবে। মোন্‌ফারেদ ফজর, মাগরিব এবং এশার কেরাআত উচ্চস্বরে বা চুপে চুপে যেরূপ ইচ্ছা পড়িতে পারে, কিন্তু সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ এবং তকবীরগুলি চুপে চুপে বলিবে। যোহর ও আছরের নামায (এবং মাগরিবের তৃতীয় রাকা'আতে এবং এশার শেষের দুই রাকা'আতে) ইমাম চুপে চুপে কেরাআত পড়িবে, শুধু সামিআল্লাহু লিমান হমিদাহ্ ও তকবীরগুলি ইমাম উচ্চৈঃস্বরে পড়িবে এবং একা নামাযী সবকিছু চুপে চুপে বলিবে। মুক্তাদী কেরাআত পড়িবে না, কিন্তু তকবীর ইত্যাদি চুপে চুপে বলিবে। —দুর্‌রে মুখতার

৬। মাসআলাঃ সালাম ফিরান হইলে নামায শেষ হইয়া গেল। তারপর উভয় হাত মিলিতভাবে সিনা বরাবর উঠাইয়া আল্লাহ্‌র নিকট নিজের দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলের জন্য দো'আ করিবে। ইমাম নিজের জন্যও দো'আ করিবে এবং মুক্তাদীর জন্যও করিবে। মুক্তাদীগণ ইমামের সঙ্গে দুই হাত উঠাইয়া নিজ নিজ দো'আ পৃথক পৃথক করিতে থাকিবে। দো'আ শেষ হইলে উভয় হাত চেহ্‌রার উপর ফিরাইবে। —তাহ্‌তাবী পৃঃ ১৮৪, ১৮৫

৭। মাসআলাঃ যে সব নামাযের পর সুন্নত নামায আছে, যথা—যোহর, মাগরিব ও এশা, ইহাদের পর অনেক লম্বা দো'আ পড়িবে না।

কয়েকটি দো'আ মাছুরাহ্ঃ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِيْنَ ○

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّــلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ ○

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ○

এই (জাতীয়) ছোট দো'আ করিয়া সুন্নত পড়া শুরু করিবে এবং যে সব নামাযের পর সুন্নত নাই, অর্থাৎ, ফজর এবং আছরের নামাযের সালাম ফিরাইয়া যদি পিছনে কোন মছবুক নামায পড়িতে না থাকে, তবে ইমাম ডান বা বাম দিকে ঘুরিয়া মুক্তাদীর দিকে হইয়া বসিবে এবং নামাযীদের অবস্থা বুঝিয়া দীর্ঘ দো'আও করিতে পারে।

৮। **মাসআলাঃ** প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তিনবার—

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ○

আয়াতুলকুরসী, সূরা এখলাছ, ফালাক ও নাস এক একবার এবং ৩৩ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৪ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ পড়া মোস্তাহাব। যে নামাযের পর সুন্নত আছে, ইহা সুন্নতের পর পড়াই উত্তম। —মারাকী

পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের নামাযের পার্থক্য

পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের নামায প্রায় এক রকম, মাত্র কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। যথাঃ

১। তকবীরে তাহ্রীমার সময় পুরুষ চাদর ইত্যাদি হইতে হাত বাহির করিয়া কান পর্যন্ত উঠাইবে, যদি শীত ইত্যাদির কারণে হাত ভিতরে রাখার প্রয়োজন না হয়। স্ত্রীলোক হাত বাহির করিবে না , কাপড়ের ভিতর রাখিয়াই কাঁধ পর্যন্ত উঠাইবে। —তাহ্তাবী,

২। তকবীরে তাহ্রীমা বলিয়া পুরুষ নাভির নীচে হাত বাঁধিবে। স্ত্রীলোক বুকের উপর (স্তনের উপর) হাত বাঁধিবে। —তাহ্তাবী

৩। পুরুষ হাত বাঁধিবার সময় ডান হাতের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলী দ্বারা হাল্কা বানাইয়া বাম হাতের কব্জি ধরিবে এবং ডান হাতের অনামিকা, মধ্যমা এবং শাহাদাত অঙ্গুলী বাম হাতের কলাইর উপর বিছাইয়া রাখিবে। আর স্ত্রীলোক শুধু ডান হাতের পাতা বাম হাতের পাতার পিঠের উপর রাখিয়া দিবে, কব্জি বা কলাই ধরিবে না। —দুররুল মুখতার

৪। রুকূ করিবার সময় পুরুষ এমনভাবে ঝুঁকিবে যেন মাথা, পিঠ এবং চুতড় এক বরাবর হয়। স্ত্রীলোক এই পরিমাণ ঝুঁকিবে যাহাতে হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে।

৫। রুকূর সময় পুরুষ হাতের আঙ্গুলগুলি ফাঁক ফাঁক করিয়া হাঁটু ধরিবে। আর স্ত্রীলোক আঙ্গুল বিস্তার করিবে না বরং মিলাইয়া হাত হাঁটুর উপর রাখিবে।

৬। রুকূর অবস্থায় পুরুষ কনুই পাঁজর হইতে ফাঁক রাখিবে। আর স্ত্রীলোক কনুই পাঁজরের সঙ্গে মিলাইয়া রাখিবে। —মারাকী

৭। সজ্দায় পুরুষ পেট উরু হইতে এবং বাজু বগল হইতে পৃথক রাখিবে। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোক পেট রানের সঙ্গে এবং বাজু বগলের সঙ্গে মিলাইয়া রাখিবে।

৮। সজ্‌দায় পুরুষ কনুই মাটি হইতে উপরে রাখিবে। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোক মাটির সঙ্গে মিলাইয়া রাখিবে। —মারাকী

৯। সজ্‌দার মধ্যে পুরুষ পায়ের আঙ্গুলগুলি কেব্‌লার দিকে মোড়াইয়া রখিয়া তাহার উপর ভর দিয়া পায়ের পাতা দুইখানা খাড়া রাখিবে; পক্ষান্তরে স্ত্রীলোক উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বাহির করিয়া মাটিতে বিছাইয়া রাখিবে। —মারাকী

১০। বসার সময় পুরুষ ডান পায়ের আঙ্গুলগুলি কেব্‌লার দিকে মোড়াইয়া রাখিয়া তাহার উপর ভর দিয়া ডান পায়ের পাতাটি খাড়া রাখিবে এবং বাম পায়ের পাতা বিছাইয়া তাহার উপর বসিবে। আর স্ত্রীলোক পায়ের উপর বসিবে না, বরং চুতড় (নিতম্ব) মাটিতে লাগাইয়া বসিবে এবং উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বাহির করিয়া দিবে; এবং ডান রান বাম রানের উপর এবং ডান নলা বাম নলার উপর রাখিবে। —মারাকী

১১। স্ত্রীলোকের জন্য উচ্চ শব্দে কেরাআত পড়িবার বা তকবীর বলিবারও এজাযত নাই। তাহারা সব সময় সব নামাযের কেরাআত (তকবীর, তাস্‌মী' ও তাহ্‌মীদ —চুপে চুপে পড়িবে।) —শামী

নামায টুটিবার কারণ

১। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে কথা বলিলে নামায টুটিয়া যায়, ভুলে বলুক বা ইচ্ছা-পূর্বক বলুক।

২। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে আহ্‌, উহ্‌, হায়! কিংবা ইস্‌! ইত্যাদি বলিলে অথবা উচ্চ স্বরে কাঁদিলে নামায টুটিয়া যায়। অবশ্য যদি কাহারও বেহেশ্‌ত দোযখের কথা মনে উঠিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠে এবং বে-এখ্‌তিয়ার আওয়ায বাহির হয়, তবে তাহাতে নামায টুটিবে না। —হেদায়া

৩। মাসআলা ঃ কঠিন প্রয়োজন ব্যতীত গলা খাকারিলে এবং গলা ছাফ করিলে যাহাতে এক আধ হরফ সৃষ্টি হয়, নামায টুটিয়া যায়। অবশ্য গলা একেবারে বন্ধ হইয়া আসিলে আওয়ায চাপিয়া আস্তে খাকারিয়া গলা ছাফ করা দুরুস্ত আছে, ইহাতে নামায নষ্ট হইবে না।

৪। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে হাঁচি দিয়া " আলহাম্‌দু লিল্লাহ্‌" বলিলে নামায টুটিবে না, কিন্তু বলা উচিত নহে। যদি অন্যের হাঁচি শুনিয়া নামাযের মধ্যে "ইয়ারহামুকাল্লাহ্‌" বলে, তবে নামায টুটিয়া যাইবে। —শরহে বেদায়া

৫। মাসআলা ঃ নামাযে কোরআন শরীফ দেখিয়া পড়িলে নামায টুটিয়া যায়।

৬। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে (মুখ বা চোখ এদিক ওদিক ঘুরান মকরূহ্‌, কিন্তু যদি সীনা কেবলা দিক হইতে ঘুরিয়া যায়, তবে নামায টুটিয়া যাইবে। —তান্‌বীর

৭। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে অন্যের সালামের জওয়াব দিলে নামায টুটিয়া যাইবে।

৮। মাসআলা ঃ নামাযে থাকিয়া চুল বাঁধিলে নামায টুটিয়া যাইবে। —তান্‌বীর

৯। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে কিছু খাইলে বা পান করিলে নামায টুটিয়া যাইবে। এমন কি, যদি একটি তিলও বাহির হইতে মুখে লইয়া চিবাইয়া খায়, তবুও নামায টুটিয়া যাইবে। অবশ্য যদি দাঁতের ফাঁকে কোন চিজ আটকাইয়া থাকে এবং তাহা গিলিয়া ফেলে, তবে ঐ জিনিস যদি আকারে (বুটের চেয়ে ছোট) তিল, সরিষা, মুগ, মসুরীর মত হয়, তবে নামায হইয়া যাইবে (কিন্তু এরূপ করিবে না)। যদি ছোলা (বুট) পরিমাণ বা বড় হয়, তবে নামায টুটিয়া যাইবে। —শরহে তান্‌বীর

১০। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে পান মুখে চাপিয়া রাখিয়াছে, যাহার পিক গলার মধ্যে যাইতেছে, এরূপ অবস্থায় নামায হইবে না। —রদ্দে মোহ্‌তার

১১। **মাসআলা ঃ** নামাযের পূর্বে হয়তো কোন মিঠা জিনিস খাইয়া তারপর ভালমত কুল্লি করিয়া নামায শুরু করিয়াছে; নামাযের মধ্যে কিছু মিঠা মিঠা লাগিতেছে এবং থুথুর সহিত গলার মধ্যে যাইতেছে, ইহাতে নামায নষ্ট হইবে না; ছহীহ্ হইবে।

১২। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে কোন খোশ-খব্‌রী শুনিয়া যদি 'আল্‌হামদু লিল্লাহ্' বলে, বা কাহারও মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া 'ইন্না লিল্লাহ' বলে, তবে নামায টুটিয়া যাইবে।

১৩। **মাসআলা ঃ** নামায পড়িতে শুরু করিয়াছে, এমন সময় একটি ছেলে হয়ত পড়িয়া গেল, তখন 'বিস্‌মিল্লাহ' বলিল; ইহাতে নামায টুটিয়া যাইবে। —তানবীর

১৪। **মাসআলা ঃ** কোন একটি স্ত্রীলোক নামায পড়িতেছিল, এমন সময় তাহার শিশু ছেলে আসিয়া স্তন হইতে দুধ পান করা আরম্ভ করিল (বা তাহার স্বামী তাহাকে চুম্বন করিল) এইরূপ স্থলে ঐ স্ত্রীলোকের নামায টুটিয়া যাইবে। অবশ্য যদি ছেলে মাত্র দুই এক টান চুষিয়া থাকে এবং দুধ বাহির না হয়, তবে নামায টুটিবে না।

১৫। **মাসআলা ঃ** আল্লাহু আকবর বলার সময় বদি কেহ 'আল্লাহ্‌র' 'আলিফ' বা 'আকবরের' আলিফ টানিয়া বলে বা 'আকবরের' বে টানিয়া বলে, তবে নামায হইবে না। —দুররুল মুখতার

১৬। **মাসআলা ঃ** নামায পড়িবার সময় যদি কোন চিঠির দিকে কিংবা কোন কিতাবের দিকে হঠাৎ নযর পড়ে এবং মনে মনে লিখার মর্ম বুঝে আসে, তবে তাহাতে নামায টুটিবে না। কিন্তু যদি কোন একটি কথা পড়ে, তবে নামায টুটিয়া যাইবে।

১৭। **মাসআলা ঃ** নামাযীর সম্মুখ দিয়া যদি কেহ হঁটিয়া যায় কিংবা কুকুব, বিড়াল ইত্যাদি চলিয়া যায়, তবে নামায টুটিবে না। কিন্তু নামাযীর সম্মুখ দিয়া গমনকারী শক্ত গোনহ্‌গার হইবে। কাজেই এমন স্থানে নামায পড়া উচিত, যেন সম্মুখ দিয়া কেহ যাইতে না পারে, বা চলাচলে কাহারও কষ্ট না হয়। যদি এধরনের কোন জায়গা না থাকে, তবে সম্মুখে একহাত লম্বা ও এক আঙ্গুল পরিমাণ মোটা একটি লাঠি বা কাঠি পুতিয়া রাখিবে এবং ঐ কাঠি সামনে রাখিয়া নামায পড়িবে। কাঠি একেবারে নাক বরাবর পুতিবে না; বরং ডাইন বা বাম চোখ বরাবর পুতিবে। যদি লাঠি বা কাঠি না পুতিয়া ঐ পরিমাণ উচা কোন জিনিস সামনে রাখিয়া নামায পড়ে, তবে উভয় অবস্থায় উহার বাহির দিয়া যাওয়া দুরুস্ত আছে। কোন গোনাহ্ হইবে না। —শরহে তান্‌বীর

১৮। **মাসআলা ঃ** প্রয়োজনবশতঃ যদি নামাযের মধ্যেই এক আধ কদম আগে বা পিছে সরিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু বুক ক্বেব্‌লা হইতে না ফিরে, তবে তাহাতে নামায দুরুস্ত হইবে (কিন্তু যদি ছিনা ক্বেব্‌লা হইতে ঝুঁকিয়া যায় বা সজ্‌দার জায়গা হইতে বেশী সামনে সরিয়া দাঁড়ায়, তবে নামায হইবে না।) —রদ্দুল মোহ্‌তার

১৯। **মাসআলা ঃ** মূর্খতাবশতঃ কোন কোন মেয়েলোকের এরূপ ধারণা আছে যে, মেয়েলোকদের জন্য দাঁড়াইয়া নামায পড়া ফরয নহে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ফরয নামায দাঁড়াইয়া পড়া স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমান ফরয।

নামাযে মকরূহ্ এবং নিষিদ্ধ কাজ

১। **মাসআলা ঃ** যাহা করিলে গোনাহ্ হয় এবং নামাযের ছওয়াব কম হয় কিন্তু নামায নষ্ট হয় না, এরূপ কাজকে মকরূহ্ বলে। —রদ্দুল মোহ্তার

২। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে শরীর, কাপড় কিংবা অলংকারাদি নাড়াচাড়া করা (দাড়িতে অনর্থক হাত বুলান বা ধুলা-বালি ঝাড়া) কংকর সরান মকরূহ্। অবশ্য যদি সজ্দার জায়গায় কোন কংকর (বা কাঁটা) থাকে যাহার কারণে সজ্দা করা যায় না, তবে একবার কি দুইবার হাত দিয়া তাহা সরাইয়া দেওয়া জায়েয আছে।

৩। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে আঙ্গুল মটকান, কোমরের উপর হাত রাখিয়া দাঁড়ান, ডানে বামে এদিক-ওদিক মুখ ফিরাইয়া দেখা মকরূহ্। অবশ্য ঘাড় বা মুখ না ফিরাইয়া শুধু চোখের কোণ দিয়া ইমামের বা কাতারের উঠা-বসা দেখিয়া লওয়া দুরুস্ত আছে। কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত এরূপ করাও অনুচিত। —বেদায়া

৪। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে চারজানু হইয়া (আসন গাড়িয়া) বসা, কুকুরের মত বসা, হাঁটু খাড়া করিয়া চুতড় ও হাত মাটিতে রাখিয়া বসা, মেয়েদের উভয় পা খাড়া রাখিয়া বসা (এবং পুরুষদের সজ্দার মধ্যে উভয় হাত বা পা বিছাইয়া রাখা) মকরূহ্। অবশ্য রোগ ব্যাধির কারণে যেভাবে বসার হুকুম আছে, যদি সেইভাবে বসিতে না পারে, তবে যেভাবে পারে সেভাবেই বসিবে, ঐ সময় কোন প্রকার মকরূহ্ হইবে না। —বেদায়া, তানবীর

৫। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে হাত উঠাইয়া ইশারা করিয়া কাহারও সালামের জওয়াব দেওয়া মকরূহ্। মুখে সালামের জওয়াব দিলে নামায টুটিয়া যাইবে।

৬। **মাসআলাঃ** নামাযের মধ্যে ধুলা-বালির ভয়ে কাপড় গুটান বা সামলান মকরূহ্।

৭। **মাসআলা ঃ** যে স্থানে এরূপ আশঙ্কা হয় যে, হয়ত কেহ নামাযের মধ্যে হাসাইয়া দিবে, বা মন এদিক-ওদিক চলিয়া যাইবে, বা লোকের কথা-বার্তায় নামাযে ভুল হইয়া যাইবে, সেরূপ স্থানে নামায পড়া মকরূহ্। —রদ্দুল মোহ্তার

৮। **মাসআলা ঃ** কেহ কথাবার্তা বলিতেছে বা কোন কাজ করিতেছে, তাহার পিঠের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়া মকরূহ্ নহে, কিন্তু আশেপাশে অন্য জায়গা থাকিলে এরূপ স্থানে নামায শুরু করা উচিত নহে। কারণ, হয়ত তাহার উঠিয়া যাওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে এবং নামাযের কারণে যাইতে না পারায় বিরক্তি বা কষ্ট অনুভব করিতে পারে বা তাহার কোন ক্ষতি হইয়া যাইতে পারে বা হয়ত সে জোরে কথাবার্তা শুরু করিয়া দিতে পারে এবং সে কারণে নামাযে ভুল হইতে পারে। কাহারও মুখের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়া মকরূহ্। —আলমগীরী

৯। **মাসআলা ঃ** সামনে কোরআন শরীফ, (বাতি, লণ্ঠন) বা তলওয়ার লটকান থাকিলে তাহাতে নামায পড়া মকরূহ হয় না (অন্ধকার ঘরে নামায পড়া মকরূহ্ নহে।)

১০। **মাসআলা ঃ** তছ্বীরদার (ছবিওয়ালা) জায়নামায রাখা মকরূহ্ এবং ঘরে তছ্বীর বা ফটো রাখা কঠিন গোনাহ্ (অবশ্য যদি কোনখানে পাক বিছানায় ছবি থাকে এবং তাহার উপর

নামায পড়ে, তবে নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু ছবির উপর সজ্‌দা করিবে না, (পা রাখিবে।) ছবির উপর সজ্‌দা করিলে নামায মকরূহ্ হইবে।

১১। মাসআলা ঃ নামাযীর সামনে বা উপরে অর্থাৎ ছাদ বা বারেন্দায় বা ডানে কি বামে যদি ছবি থাকে, তবে নামায মকরূহ্ হইবে। (পিছনের দিকে ছবি থাকিলেও মকরূহ্ হইবে। কিন্তু কম দরজার মকরূহ্)। পায়ের নীচে ছবি থাকিলে মকরূহ্ হইবে না। ছবি যদি এত ছোট হয় যে, দাঁড়াইলে দেখা যায় না, কিংবা ছবি পূর্ণাঙ্গ নহে বরং মাথা কাটা এবং অস্পষ্ট তবে উহাতে কোন দোষ নাই। উহা যেদিকেই থাকুক নামায মকরূহ্ হইবে না। —শরহে তান্‌বীর

১২। মাসআলা ঃ প্রাণীর ছবিওয়ালা কাপড় পরিয়া নামায পড়া মকরূহ্। —শরহে তান্‌বীর

১৩। মাসআলা ঃ বৃক্ষ-লতা, দালান কোঠা ইত্যাদি অচেতন পদার্থের ছবি হইলে মকরূহ্ নহে। —তান্‌বীর

১৪। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে আয়াত, সূরা বা তসবীহ্ আঙ্গুলে গণনা করা মকরূহ্। যদি হিসাব শুধু আঙ্গুল টিপিয়া ঠিক রাখে, তবে মকরূহ্ হইবে না। —তান্‌বীর

১৫। মাসআলা ঃ প্রথম রাকা'আত অপেক্ষা দ্বিতীয় রাকা'আত (তিন আয়াত বা ততোধিক পরিমাণ) লম্বা করা মকরূহ্। —তান্‌বীর

১৬। মাসআলা ঃ কোন নামাযের কোন সূরা এমনভাবে নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া যে, কখনও সেই সূরা ছাড়া অন্য সূরা পড়িবে না, ইহা মকরূহ্। —তান্‌বীর

১৭। মাসআলা ঃ কাঁধের উপর রুমাল (বা অন্য কোন কাপড়) ঝুলাইয়া রাখিয়া নামায পড়া মকরূহ্। —হেদায়া, তান্‌বীর

১৮। মাসআলা ঃ (ভাল লোকের সমাজে যাইতে লজ্জা বোধ হয় এমন) অত্যন্ত খারাপ ও ময়লা কাপড় পড়িয়া নামায পড়া মকরূহ্। অবশ্য যদি অন্য কাপড় না থাকে, তবে মকরূহ্ হইবে না। (কনুইর উপর আস্তিন গুটাইয়া নামায পড়া মকরূহ্।) —তান্‌বীর

১৯। মাসআলা ঃ টাকা, পয়সা, সিকি, দুয়ানি ইত্যাদি বা অন্য কোন জিনিস মুখের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া নামায পড়া মকরূহ্। যদি এমন কোন জিনিস হয়, যাহাতে কোরআন পড়া যায় না, তবে নামাযই হইবে না। —তান্‌বীর

২০। মাসআলা ঃ পেশাব পায়খানা (বা বায়ু) চাপিয়া রাখিয়া নামায পড়া মকরূহ্।
—রদ্দুল মোহ্‌তার

২১। মাসআলা ঃ বেশী ক্ষুধার সময় খানা তৈয়ার থাকিলে খানা খাইয়া তারপর নামায পড়িবে, নতুবা (খাইবার চিন্তায়) নামায মকরূহ্ হইয়া যাইবে। অবশ্য যদি নামাযের ওয়াক্ত চলিয়া যাইবার মত হয় বা জমা'আত ছুটিয়া যাইবার ভয় হয়, তবে নামায আগে পড়িয়া লইবে।
—শরহে তান্‌বীর

২২। মাসআলা ঃ চক্ষু বন্ধ করিয়া নামায পড়া ভাল নহে। কিন্তু যদি চক্ষু বন্ধ করিয়া লইলে দিল ঠিক হয়, তবে চক্ষু বন্ধ করিয়া পড়ায় কোন দোষ নাই। —তানবীর

২৩। মাসআলা ঃ (নামাযের মধ্যে মুখ খুলিয়া হাই ছাড়া মকরূহ্।) বিনা যরূরতে থুথু ফেলা বা নাক ঝাড়া মকরূহ্। যদি ঠেকা পড়ে, তবে থুথু বা সিকনি কাপড়ের কোণে লইয়া মুছিয়া ফেলিবে, নামায টুটিবে না। কিন্তু ডান দিকে বা ক্বেব্‌লার দিকে জায়গা থাকিলেও সে দিকে থুথু ফেলিবে না। বাম দিকে থুথু ফেলিয়া দিবে।

২৪। মাসআলাঃ নামাযের মধ্যে (মশা, পিপড়া, উকুন বা) ছারপোকায় কামড়াইলে উহাদিগকে মারা ভাল নয়, আস্তে হাত দিয়া তাড়াইয়া দিবে এবং না কামড়াইলে হাত দিয়া তাড়ানও মকরূহ্। (এইসব মারিয়া মসজিদে ফেলা মকরূহ্। যদি কষ্ট দেয়, তবে মারিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিবে।)

২৫। মাসআলাঃ ফরয নামাযে বিনা যরূরতে দেওয়াল, খুঁটি বা অন্য কোন জিনিসের উপর ভর দিয়া দাঁড়ান মকরূহ্। —মুনিয়া

২৬। মাসআলাঃ (কোন কোন লোক এত তাড়াতাড়ি নামায পড়ে যে,) সূরা খতম হইবার দুই এক লফয বাকী থাকিতেই রুকূতে চলিয়া যায় এবং ঐ অবস্থায় সূরা খতম হয়, এইরূপ করা মকরূহ্। —মুনিয়া

২৭। মাসআলাঃ পায়ের জায়গা হইতে সজ্দার জায়গা যদি আধ হাত অপেক্ষা উঁচু হয়, তবে নামায দুরুস্ত হইবে না, যদি আধ হাত বা আধ হাতের চেয়ে কম উঁচু হয়, তবে নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু বিনা যরূরতে এরূপ করা মকরূহ্। —মুনিয়া

বেহেশ্তী গওহার হইতে

১। মাসআলাঃ যে কাপড় যেরূপে পরিধান করার নিয়ম আছে নামাযের মধ্যে তাহার বিপরীতরূপে ব্যবহার করা মকরূহ্। যেমন,—যদি কেহ চাদর বা কম্বল এমনভাবে গায়ে দেয় যে, দুই কাঁধের উপর দিয়া দুই কোণা ঝুলাইয়া দেয়, কোণ ফিরাইয়া কাঁধের উপর ছড়াইয়া না দেয়, তবে তাহা মকরূহ্ হইবে। অবশ্য যদি ডান কোণ বাম কাঁধের উপর উঠাইয়া দেয় এবং বাম কোণ ঝুলান থাকে, তবে মাকরূহ্ হইবে না। যদি কেহ পিরহানের আস্তিনের মধ্যে হাত না ভরিয়া কাঁধের উপর দিয়া ঝুলাইয়া ব্যবহার করে, তবে তাহা মকরূহ্ হইবে। —শামী

২। মাসআলাঃ টুপি বা পাগড়ী ছাড়া খোলা মাথায় নামায পড়া মকরূহ্। অবশ্য যদি কেহ খোদার সামনে আজেযী দেখাইবার উদ্দেশ্যে টুপি বা পাগড়ী ছাড়া খোলা মাথায় নামায পড়ে, তবে তাহা মকরূহ্ হইবে না। —দুর্রে মোখ্তার

৩। মাসআলাঃ নামাযের মধ্যে টুপি বা পাগড়ী মাথা হইতে পড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ এক হাত দিয়া তাহা উঠাইয়া মাথায় পরিয়া লওয়াই ভাল। কিন্তু যদি একবারে বা এক হাত দিয়া উঠাইয়া পরিতে না পারে, তবে উঠাইবে না। —দুর্রে মোখ্তার

৪। মাসআলাঃ পুরুষদের কনুই পর্যন্ত বিছাইয়া দিয়া সজ্দা করা মকরূহ্ তাহ্রীমী।

৫। মাসআলাঃ সম্পূর্ণ মেহ্রাবের ভিতর দাঁড়াইয়া ইমামের নামায পড়ান মকরূহ্ (তান্যীহী) অবশ্য পা (মেহ্রাবের বাহিরে) রাখিয়া সজ্দা মেহ্রাবের ভিতরে করিলে মকরূহ্ হইবে না। —শামী

৬। মাসআলাঃ অকারণে শুধু ইমাম এক হাত বা ততোধিক পরিমাণ উঁচু জায়গায় দাঁড়ান মকরূহ্ তান্যীহী। যদি ইমামের সঙ্গে আরও দুই তিনজন লোক দাঁড়ায়, তবে মকরূহ্ হইবে না, কিন্তু শুধু একজন হইলে মকরূহ্ হইবে। কেহ কেহ বলেন, এক হাতের চেয়ে কম উঁচু হইলেও যদি সাধারণ দৃষ্টিতে উঁচু দেখা যায়, তবে তাহাও মকরূহ্ হইবে। —দু র্রে মোখ্তার

৭। **মাসআলা ঃ** যদি সমস্ত মুক্তাদী উপরে এবং ইমাম একা নীচে দাঁড়ায়, তবে তাহা মকরূহ্ হইবে; অবশ্য যদি জায়গার অভাবে এরূপ করে বা ইমামের সঙ্গে কিছু সংখ্যক মুক্তাদীও নীচে দাঁড়ায়, তবে মকরূহ্ হইবে না। —দুর্‌রে মোখ্‌তার

৮। **মাসআলা ঃ** রুকূ, সজ্‌দা ইত্যাদি কোন কাজ ইমামের আগে আগে করা মুক্তাদীদের জন্য মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। —আলমগীরী

৯। **মাসআলা ঃ** ইমামের কেরাআত পড়ার সময় মোক্তাদীর দো'আ-কালাম, সূরা-ফাতেহা বা অন্য কোন সূরা পড়া মকরূহ্ তাহ্‌রীমী; (নীরবে ইমামের কেরাআতের দিকে কান রাখা ওয়াজিব।) —দুর্‌রে মোখ্‌তার

১০। **মাসআলা ঃ** আগের কাতারে জায়গা থাকিতে পিছনের কাতারে দাঁড়ান বা একা একা এক কাতারে দাঁড়ান মকরূহ্। অবশ্য যদি আগের কাতারে জায়গা না থাকে তবে একা পিছনের কাতারে দাঁড়াইলে মকরূহ্ হইবে না।

১১। **মাসআলা ঃ** পাগড়ী ছাড়া শুধু টুপি পরিয়া নামায পড়া (বা ইমামত করা) মকরূহ্ নহে, বা টুপী ছাড়া পাগড়ী পরিয়াও নামায পড়া মকরূহ্ নহে। (অবশ্য টুপী ছাড়া পাগড়ী বাঁধিলে যদি মাথার তালু খোলা থাকিয়া যায়, তবে মকরূহ্ হইবে।) —অনুবাদক

জমা'আতের কথা (গওহার)

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায জমা'আতে পড়া—সুন্নতে মুয়াক্কাদা বা ওয়াজিবের সমপর্যায়ভুক্ত।

১। **মাসআলা ঃ** একজন ইমাম হইয়া এবং অন্যান্য লোক তাঁহার মুক্তাদী হইয়া (অনুসরণ করিয়া) নামায পড়াকে জমা'আতে নামায বলে। লোক অভাবে ইমাম ছাড়া একজন মুক্তাদী হইলেও জমা'আত হইয়া যাইবে।

২। **মাসআলা ঃ** জমা'আত হওয়ার জন্য ফরয নামায হওয়া যরূরী নহে; বরং নফলও যদি দুইজনের একে অপরের অনুসরণ করিয়া পড়ে, তবে জমা'আত হইয়া যাইবে, ইমাম মুক্তাদী উভয়ে নফল পড়ুক বা মুক্তাদী নফল পড়ুক। অবশ্য নফল নামায জমা'আতে পড়ার অভ্যস্ত হওয়া বা তিনজন মুক্তাদীর বেশী হওয়া মকরূহ্।

জমা'আতের ফযীলত ও তাকীদ

জমা'আতের তাকীদ ও ফযীলত সম্বন্ধে বহুসংখ্যক হাদীস আছে। এখানে আমরা মাত্র দুই একটি আয়াত এবং কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করিতেছি। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবনে কখনও জমা'আত তরক করেন নাই। এমন কি রুগ্ন অবস্থায় যখন নিজে হাঁটিয়া মসজিদে যাইতে অক্ষম হন, তখনও দুইজন লোকের কাঁধে ভর দিয়া মসজিদে গিয়াছেন, তবুও জমা'আত ছাড়েন নাই। জমা'আত তরককারীদের উপর হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভীষণ ক্রোধ হইত। তিনি জমা'আত তরককারীদের অতি কঠোর শাস্তি দিতে চাহিতেন। নিঃসন্দেহে শরীঅতে মুহাম্মাদীতে জমা'আতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে এবং দেওয়াও সঙ্গত ছিল। নামাযের ন্যায় এবাদতের শান বা মর্যাদা ইহাই চায় যে, যে সব জিনিস দ্বারা উহার পূর্ণতা লাভ হয় তৎপ্রতিও এরূপ উন্নত ধরনের তাকীদ হওয়া উচিত। আমি এখানে

মুফাস্‌সিরীন ও ফোকাহাগণ যে আয়াত দ্বারা জমা'আতে নামায পড়া প্রমাণ করিয়াছেন, উহা লিখিয়া কতিপয় হাদীস বর্ণনা করিতেছি।

আয়াত ঃ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ কোরআনের বহু টীকাকার এই আয়াতের অর্থ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেনঃ "নামায আদায়কারীদের সহিত মিলিয়া নামায আদায় কর।" কেহ কেহ আয়াতের তফ্‌সীর করিয়াছেন, 'মস্তক অবনতকারীদের সহিত মিলিয়া মস্তক অবনত কর' কাজেই জমা'আত ফরয না হইয়া ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

১। হাদীস ঃ ইব্‌নে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, একাকী নামায পড়ার চেয়ে জমা'আতে নামায পড়িলে সাতাইশ গুণ অধিক ছওয়াব পাওয়া যায়। —বোখারী, মোস্‌লিম।

২। হাদীস ঃ রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ একাকী নামায পড়া অপেক্ষা দুইজন মিলিয়া নামায পড়া অনেক ভাল। দুইজনের চেয়ে তিনজন মিলিয়া নামায পড়া আরও বেশী ভাল। এইরূপে যতই অধিকসংখ্যক লোক একত্র হইয়া জমা'আত করিয়া নামায পড়িবে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তত অধিক পছন্দনীয় হইবে। —আবু দাঊদ

৩। হাদীস ঃ আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, বনী সালমার লোকগণ তাঁহাদের পুরাতন বাড়ী (মসজিদে নববী হইতে দূরে ছিল বলিয়া উহা) পরিত্যাগ করিয়া মসজিদে নববীর নিকটে বাড়ী তৈয়ার করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা যে আপনাদের দূরবর্তী বাড়ী হইতে অধিকসংখ্যক কদম ফেলিয়া (অধিক কষ্ট করিয়া) মসজিদে আসেন ইহার প্রত্যেক কদমে যে ছওয়াব পাওয়া যায়, তাহা কি আপনারা জানেন না? (অতঃপর তাঁহারা তাঁহাদের পুরাতন বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন না।) এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, মসজিদে যতদূর হইতে (যত কষ্ট করিয়া) আসিবে, ততই অধিক ছওয়াব হইবে। (অবশ্য নিজের মহল্লার মসজিদ থাকিলে সেই মসজিদের হক বেশী। কাজেই যদিও সেখানে জমা'আত না হয়, তবুও সেখানেই আযান একামত বলিয়া নামায পড়িবে। —শামী

৪। হাদীস ঃ (দশজন মিলিয়া একত্রিত হইয়া কোন কাজ করিতে গেলে অবশ্যই কেহ আগে এবং কেহ কিছু পরে আসে। বিশেষতঃ ঘড়ি, ঘণ্টা না থাকিলে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব, যে কেহ আগে আসে তাহার বিরক্ত হওয়া উচিত নহে, ধৈর্য ধারণ করিয়া অন্যান্য সঙ্গী ভাইদের জন্য কিছু অপেক্ষা করা উচিত। নেক কাজে যে যত আগে আসিবে যদিও কাজ শুরু না হয়, তবুও সে অধিক ছওয়াবের অধিকারী হইবে। ধনী মুছল্লীর জন্য হয়ত সকলেই কিছু অপেক্ষা করে, কিন্তু নিয়মিত মুছল্লী হইলে গরীব হইলেও কচিৎ কোন সময় দেরী হইয়া গেলে তাহার জন্য কিছু অপেক্ষা করা এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। এই সব ছুরতে কেহ আগে আসিয়া বসিয়া থাকিলে সময়টা অপব্যয় হয় না, ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই) রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ 'নামাযের অপেক্ষায় যতটুকু সময় ব্যয় হয়, তাহাও নামাযের হিসাবের মধ্যে গণ্য হয়।'

৫। হাদীস ঃ একদা এশার জমা'আতে হুযূর (দঃ)-এর আসিতে কিছু দেরী হইয়াছিল। যে সব ছাহাবী জমা'আতের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেনঃ 'অন্যান্য লোক তো নামায পড়িয়া ঘুমাইতেছে, কিন্তু আপনারা

যে জমা'আতের অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন, (আপনাদের সময়টা বেকার যায় নাই,) যতটুকু সময় এই নামাযের অপেক্ষায় আপনাদের ব্যয় হইয়াছে তাহা সবই নামাযের মধ্যে হিসাব হইয়াছে। (অর্থাৎ, এই সময়ে নামায পড়িলে যতখানি ছওয়াব পাওয়া যাইত নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকাতেও সেই ছওয়াবই পাইবে।)

৬। **হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেনঃ যাহারা অন্ধকার রাত্রে জমা'আতে নামায পড়িবার জন্য মসজিদে আসিবে, তাহাদিগকে সুসংবাদ দেওয়া হইতেছে যে, (কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে) পূর্ণ আলো প্রদান করা হইবে।' —তিরমিযী

৭। **হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ যে ব্যক্তি এশার নামায জমা'আতে পড়িবে তাহাকে অর্ধ রাত্রের এবাদতের ছওয়াব দেওয়া হইবে এবং যে এশা ও ফজর দুই ওয়াক্তের নামায জমা'আতে পড়িবে, তাহাকে সম্পূর্ণ রাত্রের এবাদতের ছওয়াব দেওয়া হইবে। —তিরমিযী

৮। **হাদীসঃ** একদিন রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহারা জমা'আতে হাযির হয় না তাহাদিকে (তিরস্কারার্থে) বলিয়াছেনঃ 'আমার ইচ্ছা হয় যে কতকগুলি কাঠ জমা করার হুকুম দেই, তারপর আযান দেওয়ার হুকুম দেই এবং অন্য একজনকে ইমাম বানাইয়া নামায পড়াইবার হুকুম দিয়া আমি মহল্লায় গিয়া দেখি, যাহারা জমা'আতে হাযির হয় নাই, তাহাদের বাড়ী ঘর জ্বালাইয়া দেই।'

৯। **হাদীসঃ** অন্য এক দিন ফরমাইয়াছেনঃ যদি ছোট শিশু ও স্ত্রী লোকদের খেয়াল না হইত, তবে আমি এশার নামাযে মশ্গুল হইয়া যাইতাম এবং খাদেমদের হুকুম দিতাম যে, যাহারা জমা'আতে না আসে, যেন তাহাদের মাল-আসবাব এবং তাহাদিগকেসহ তাহাদের ঘর-বাড়ী জ্বালাইয়া দেয়।' —মুসলিম

১০। **হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 'যে কোন বস্তিতে বা ময়দানে তিনজন মুসলমান থাকিবে, সেখানে যদি তাহারা জমা'আত করিয়া নামায না পড়ে, তবে তাহাদের উপর শয়তানের আমল (অধিকার) জন্মাইয়া দেওয়া হইবে। অতএব, হে আবূদ্দর্দা! তুমি জমা'আত ছাড়িও না। দেখ, নেকড়ে বাঘ বকরীর দলের মধ্য হইতে সেই বকরীটাকেই ধরে, যে নিজের দল হইতে পৃথক থাকে; তদ্রূপ শয়তানও সেই মুসলমানের উপর আক্রমণ করে এবং প্রভাব বিস্তার করে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দল ও জমা'আত হইতে পৃথক থাকে।'

১১। **হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ যে ব্যক্তি আযান শুনিয়া জমা'আতে নামায পড়িবার জন্য না আসিয়া বিনা ওযরে একা একা নামায পড়িবে তাহার নামায (আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয়) কবূল হইবে না। (অবশ্য একা একা পড়িলেও ফরয আদায় হইয়া যাইবে এবং আইনের শাস্তি হইতে রেহাই পাইবে বটে।), ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেনঃ 'হুযূর, ওযর কি? বলিলেনঃ '(শত্রু বা বাঘের আক্রমণের) ভয় বা রোগ।'

১২। **হাদীসঃ** মেহ্যন রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ এক দিন আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম; এমন সময় আযান হইল এবং রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নামায পড়িতে লাগিলেন। আমি পৃথক গিয়া বসিয়া রহিলাম। নামায সমাপনান্তে হযরত (দঃ) আমাকে (তিরস্কার করিয়া) বলিতে লাগিলেনঃ 'হে মেহ্যন! তুমি জমা'আতে নামায পড়িলে না কেন? তুম কি মুসলমান নও?' আমি আরয করিলাম, 'হুযূর, আমি ত মুসলমান বটে; কিন্তু আমি একা একা বাড়ীতে নামায

পড়িলাম, (তাই জমা'আতে শরীক হই নাই।') রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইলেনঃ '(এরূপ করা উচিত হয় নাই,) যদি কখনও বাড়ীতে (কোন কারণবশতঃ) নামায পড় এবং তারপর মসজিদে আসিয়া দেখ যে, জমা'আত হইতেছে, তবে পুনরায় জমা'আতে শরীক হইয়া নামায পড়িবে (তবুও জমা'আত ছাড়িবে না!)' এই হাদীসে জমা'আতের কত তাকীদ দেখা যায়! জমা'আতে শরীক না হওয়ায় রসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্বীয় প্রিয় ছাহাবীকে মুসলমান হইতে খারিজ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এই কয়েকটি হাদীস নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত করা হইল। এখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রিয় ছাহাবীগণের কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করিতেছি। যদ্দ্বারা বুঝা যাইবে যে, ছাহাবিগণ জমা'আতের কতদূর যত্ন লইতেন। কেনই বা লইবেন না? তাঁহারাই ত প্রকৃত প্রস্তাবে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ছাঁচে গড়া মানুষ এবং রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সুন্নতের তাবেদারীর জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।

১। **আছারঃ** (ছাহাবী বা তাবেয়ীর বাণীকে আছার বলে।) আছওয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আমরা একদিন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হার দরবারে উপস্থিত ছিলাম। কথায় কথায় নামাযের পাবন্দী, তাকীদ এবং ফযীলত সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল। প্রমাণ স্বরূপ হযরত আয়েশা (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর অন্তিমকালের পীড়ার ঘটনা বর্ণনা করিলেন যে, একদিন নামাযের ওয়াক্ত হইলে আযান দেওয়া হইল। তখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদের বলিলেনঃ (আমি ত যাইতে অক্ষম) সংবাদ দাও, আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) নামায পড়াইয়া দেউক।' আমরা আরয করিলামঃ হুযূর! অবুবকর (রাঃ) অতি নরম-দেল মানুষ, আপনার স্থানে দাঁড়াইলে (কাঁদিয়া) অস্থির ও অক্ষম হইয়া যাইবেন, নামায পড়াইতে আসিবেন না। কতক্ষণ পর (রোগের কারণে বেহুঁশের মত হইয়া গিয়াছিলেন, হুঁশ আসিলে) তিনি আবার ঐরূপ বলিলেনঃ আমরাও পূর্বের ন্যায়—আরয করিলাম। তখন হযরত (দঃ) বলিতে লাগিলেনঃ তোমরা তো আমার সঙ্গে ঐরূপ (চাতুরীর) কথা বলিতেছ; যে-রূপ ইউসুফ আলাইহিস্‌সালামের সঙ্গে মিশরীয় রমণীরা বলিয়াছিল। বলিয়া দাও, আবুবকর নামায পড়াক। যাহা হউক, অতঃপর আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) (সংবাদ দেওয়ার পর) নামায পড়াইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইত্যবসরে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কিছু ভাল বোধ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি দুইজন লোকের কাঁধের উপর ভর দিয়া জমা'আতের জন্য মস্‌জিদে চলিলেন। আমার চক্ষে এখনও সেই দৃশ্য যেন ভাসিতেছে যে, রসূল (দঃ)-এর কদম মোবারক মাটিতে হেঁচ্‌ড়াইয়া হেঁচ্‌ড়াইয়া যাইতেছিল। শরীর এত দুর্বল ছিল যে, পা উঠাইবার শক্তিও ছিল না। (তবুও জমা'আত তরক করা পছন্দ করেন নাই।) ওদিকে আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) নামায শুরু করিয়াছিলেন, হযরতকে দেখিয়া তিনি পিছে সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হযরত নিষেধ করিলেন এবং তাঁহার দ্বারাই নামায পড়াইলেন। —বোখারী

২। **আছারঃ** হযরত ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু এক দিন ফজরের নামাযে সোলায়মান-ইবনে আবি হাছমাকে না পাইয়া তাঁহার বাড়ী পর্যন্ত (তদন্তের জন্য) গিয়াছিলেন। তাঁহার মায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—সোলায়মানকে তো নামাযে দেখি নাই। তিনি বলিলেনঃ সোলায়মান আজ সারা রাত নামায পড়িয়াছিল, তাই ঐ সময় তাহার ঘুম আসিয়াছিল। এই উত্তর শ্রবণে হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেনঃ 'সমস্ত রাত জাগিয়া এবাদত করা অপেক্ষা ফজরের নামায জমা'আতে পড়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।' —মোয়াত্তায়ে মালেক

৩। **আছারঃ** হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে-মসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু (তাঁহার সময়কার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে) বলেন, আমি যথাযথ পরীক্ষার পর জানিতে পারিয়াছি যে, জমা'আত তরক অন্য কেহই

করে না শুধু সেই মোনাফেক ব্যতীত, যাহার মোনাফেকী প্রকাশ্য হইয়া গিয়াছে এবং পীড়িত লোক ব্যতীত; কিন্তু পীড়িত লোকেরাও তো দুই দুইজন লোকের কাঁধের উপর ভর দিয়া জমা'আতে হাযির হইত। নিশ্চয় জানিও, রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের হেদায়ত এবং সত্যের রাস্তাসমূহ বাতাইয়া গিয়াছেন। যতগুলি হেদায়তের রাস্তা তিনি বাতাইয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রধান একটি এই যে, আযান ও জমা'আতের স্থান মসজিদ, তথায় গিয়া সমস্ত মুসলমানদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িতে হইবে। অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, কাল কিয়ামতের দিন যে আল্লাহ্র সামনে মুসলমানরূপে হাযির হইতে বাসনা রাখে তাহারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পাবন্দীর সহিত মসজিদে জমা'আতের সঙ্গে পড়া উচিত। নিশ্চয় জানিও, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবীর দ্বারা তোমাদিগকে হেদায়তের সমস্ত রাস্তা উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়াছেন। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও সেই সমস্ত হেদায়তের রাস্তাসমূহের মধ্যে একটি প্রধান রাস্তা। অতএব, যদি তোমরা মোনাফেকদের মত ঘরে বসিয়া নামায পড়, তবে নবীর তরীকা ছুটিয়া যাইবে এবং যদি নবীর তরীকা ছাড়িয়া দাও, তবে নিশ্চয়ই তোমরা পথভ্রষ্ট (এবং ধ্বংস) হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি ভালরূপে ওযূ করিয়া মসজিদে যাইবে তাহার প্রতি কদমে একটি নেকী মিলিবে, একটি মর্তবা বাড়িবে এবং একটি ছগীরা গোনাহ্ মাফ হইবে। আমরা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যাহারা মোনাফেক শুধু তাহারাই জমা'আতে যায় না। আমাদের লোকদের (ছাহাবাদের) অবস্থা তো এইরূপ ছিল যে, রুগ্ন ব্যক্তিকেও দুইজন লোকে কাঁধে করিয়া আনিয়া জমা'আতে দাঁড় করাইয়া দিত।

৪। **আছার ঃ** একবার একজন লোক আযানের পর নামায না পড়িয়াই মসজিদ হইতে বাহির হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি আবুল কাসেমের (দঃ) নাফরমানী করিল এবং তাঁহার পবিত্র আদেশ অমান্য করিল। (দেখুন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) জমা'আত তরককারীদের কি বলিলেন। এখনও কি কোন মুসলমানের জমা'আত তরক করার সাহস হইতে পারে? কোন ঈমানদার কি হুযূরের নাফরমানী করিতে পারে?) —মুসলিম

৫। **আছার ঃ** হযরত উম্মে দরদা (রাঃ) বলেন, এক দিন আবুদ্দরদা (রাঃ) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত অবস্থায় আমার নিকট আসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার ক্রোধের কারণ কি? তিনি জবাবে বলিলেন, খোদার কসম! রসূলুল্লাহ্র উম্মতের মধ্যে জমা'আতে নামায পড়া ব্যতীত আর কিছুই দেখিতেছি না; কিন্তু লোকেরা উহাও ছাড়িয়া দিতেছে।

৬। **আছার ঃ** বহুসংখ্যক ছাহাবী হইতে রেওয়ায়ত আছে, আযান শুনিয়া যে ব্যক্তি জমা'আতে উপস্থিত না হইবে, তাহার নামায হইবে না! অর্থাৎ, বিনা ওযরে জমা'আত তরক করা জায়েয নহে।

৭। **আছার ঃ** মোজাহেদ (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এক ব্যক্তি সারাদিন রোযা রাখে এবং সারারাত্রি নামায পড়ে, কিন্তু জুমু'আ এবং জমা'আতে হাযির হয় না। তাহার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? তিনি উত্তর করিলেন, সে দোযখে যাইবে। —তিরমিযী

৮। **আছার ঃ** প্রাচীনকালে দস্তুর ছিল—যদি কাহারও জমা'আত ছুটিয়া যাইত, সে এত পেরেশান হইত যে, লোকেরা সাত দিন পর্যন্ত তাহার জন্য সমবেদনা ও আক্ষেপ করিত। —এহ্ইয়াউলউলুম

জমা'আত সম্বন্ধে ইমামগণের ফৎওয়া

১। ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বলের কোন কোন অনুসারীর মতে নামায ছহীহ্ হওয়ার জন্য জমা'আত শর্ত। জমা'আত ব্যতীত নামায হইবে না।

২। ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বলের মাযহাবে জমা'আত ফরযে আইন, যদিও নামায ছহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত নহে।

৩। ইমাম শাফেয়ীর মাযহাবে কোন কোন অনুসারীর মতে জমা'আত ফরযে কেফায়া। হানাফী মাযহাবের বড় একজন ফকীহ্ ও মোহাদ্দিস ইমাম তাহাবীরও এই মত।

৪। হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ বিজ্ঞ ফকীহ্‌দের নিকট জমা'আত ওয়াজিব, মোহাক্কেক ইবনে হুমাম, হালাবী ও ছাহেবে বাহরোররায়েক প্রমুখ বড় বড় ফকীহ্‌গণেরও এই মত।

৫। অনেক হানাফী ফকীহ্‌দের মতে জমা'আত সুন্নতে মোয়াক্কাদা। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দুই মতের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। (কেননা, যে ওয়াজিব রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সুন্নত দ্বারাপ্রমাণিত হইয়াছে, উহাকে কেহ কেহ সুন্নতে মোয়াক্কাদা বলিয়াছেন।)

৬। হানাফী ফোকাহাদের মত এই যে, যদি কোন বস্তির লোক জমা'আত তরক করে, তবে প্রথমে তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে। যদি বুঝাইলেও না মানে, তবে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা বৈধ।

৭। ক্বিনিয়া প্রভৃতি ফেকাহ্‌র কিতাবে আছে, যদি কেহ বিনা ওযরে জমা'আত তরক করে, তবে তাহাকে শাস্তি দেওয়া তৎকালীন বাদশাহ্‌র উপর ওয়াজিব। আর যদি তাহার প্রতিবেশীরা তাহার এই পাপ কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখার জন্য কিছু না বলে, তবে তাহারাও গোনাহ্‌গার হইবে।

৮। আযান শুনিয়া মসজিদে যাইবার জন্য এক্বামত শুনিবার ইন্তেযার করিলে গোনাহ্‌গার হইবে।

৯। ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) হইতে রেওয়ায়ত আছে, জুমু'আর এবং জমা'আতের জন্য দ্রুতগতিতে হাঁটা জায়েয আছে—যদি বেশী কষ্ট না হয়।

১০। জমা'আত তরককারী নিশ্চয়ই গোনাহ্‌গার (ফাছেক)। তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে না, যদি বিনা ওযরে আলস্য করিয়া জমা'আত তরক করে।।

১১। যদি কেহ দিবারাত্র দ্বীনি এল্‌ম শিক্ষায় ও শিক্ষাদানে মশ্‌গুল থাকে এবং জমা'আতে হাযির না হয়, তবে সেও গোনাহ্ হইতে রেহাই পাইবে না এবং তাহার সাক্ষ্য কবূল হইবে না।

জমা'আত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

১। পুরুষ হওয়া; স্ত্রীলোকের উপর জমা'আত ওয়াজিব নহে।

২। বালেগ হওয়া; নাবালেগের উপর জমা'আত ওয়াজিব নহে।

৩। আযাদ হওয়া; ক্রীতদাসের উপর জমা'আত ওয়াজিব নহে।

৪। যাবতীয় ওযর হইতে মুক্ত হওয়া; মা'যূরের উপর জমা'আত ওয়াজিব নহে; কিন্তু ইহাদের জমা'আতে নামায পড়া আফযাল। কারণ, জমা'আতে না পড়িলে জমা'আতের ছওয়াব হইতে মাহ্রূম থাকিবে।

জমা'আত তরক করার ওযর ১৪টি

১। গুপ্তাঙ্গ (নাভি হইতে হাঁটু পর্যন্ত) ঢাকিবার পরিমাণ কাপড় না থাকিলে।

২। মসজিদের পথে যদি এমন কাদা থাকে যে, চলিতে কষ্ট হয়। কিন্তু ইমাম আবু ইউছুফ (রঃ) ইমাম আবূ হানিফা (রঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, রাস্তায় কাদা পানি থাকিলে (জমা'আতে যাওয়া) সম্বন্ধে আপনার কি মত? ইমাম ছাহেব বলিলেন, জমা'আত তরক করা আমার পছন্দ হয় না।

৩। মুষলধারে বৃষ্টি বা প্রচণ্ড ঝড়তুফান হইতে থাকিলে, যদিও এমতাবস্থায় জমা'আতে হাজির না হওয়া জায়েয আছে; কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) বলেন, এরূপ অবস্থায়ও জমা'আতে হাযির হওয়া উত্তম।

৪। প্রচণ্ড শীতের কারণে বাহিরে বা মসজিদে গেলে যদি প্রাণের ভয় থাকে কিংবা রোগীর রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকে, তবে জমা'আত তরক করা জায়েয আছে।

৫। মসজিদে গেলে যদি মাল সামান চুরির আশংকা থাকে।

৬। মসজিদের সম্মুখে শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার আশংকা থাকিলে।

৭। মসজিদে যাওয়ার পথে করযদাতা কর্তৃক উৎপীড়িত হওয়ার আশংকা থাকিলে। অবশ্য পরিশোধের সামর্থ্য না থাকিলে এই হুকুম। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি ঋণ শোধ না করে, তবে যালিম হইবে। তাহার জমা'আত তরক করা জায়েয নাই।

৮। অন্ধকার রাত্রে পথ দেখা না গেলে। কিন্তু আলোর ব্যবস্থা থাকিলে জমা'আত তরক করা জায়েয নহে।

৯। অন্ধকার রাত্রে প্রচণ্ড ধূলি ঝড় প্রবাহিত হইলে।

১০। পীড়িত ব্যক্তির সেবায় রত ব্যক্তি জমা'আতে গেলে যদি রোগী কষ্ট বা ভয় পায়, তবে জমা'আত তরক করিতে পারে।

১১। খানা প্রস্তুত হইয়াছে কিংবা হইতেছে, আবার ক্ষুধা এত বেশী যে, খানা না খাইয়া নামাযে দাঁড়াইলে কিছুতেই নামাযে মন বসিবে না, এমতাবস্থায় জমা'আত তরক করা জায়েয আছে।

১২। পেশাব পায়খানার খুব বেশী বেগ হইলে।

১৩। সফরে রওয়ানা হইবার সময় হইয়াছে, এখন জমা'আতে নামায পড়িতে গেলে দেরী হইয়া যাইবে এবং কাফেলার সঙ্গীরা চলিয়া যাইবার আশংকা হইলে জমা'আত তরক করা জায়েয আছে। রেল গাড়ীতে ভ্রমণের মাসআলা ইহার সহিত তুলনা করা যায়, তবে পার্থক্য এইটুকু যে, এক কাফেলার পর অন্য কাফেলা পাইতে অনেক দেরী হয়। আর রেলগাড়ী দৈনিক কয়েকবার পাওয়া যায়। অবশ্য ইহাতে ক্ষতির পরিমাণ বেশী হইলে জমা'আত তরকে দোষ নাই। আমাদের শরীঅতে অসুবিধা ভোগ করিতে বলা হয় নাই।

১৪। রোগের কারণে চলাফেরা করিতে পারে না এমন ব্যক্তি কিংবা অন্ধ, খোঁড়া বা পা-কাটা লোকের জমা'আত মা'ফ। অন্ধ ব্যক্তি যদি অনায়াসে মসজিদে পৌঁছিতে পারে, তবে তাহার জমা'আত তরক করা উচিত নহে।

জমা'আতে (নামায পড়ার) হেকমত ও উপকারিতা

জমা'আতে নামায পড়ার হেকমত সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ওলামাগণ অনেকে অনেক কিছু আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু হযরত শাহ্ ওলিউল্লাহ্ (রঃ) মুহাদ্দিসে দেহ্‌লভীর সার্বিক ও সূক্ষ্ম তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য কোনটি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। শাহ্ ছাহেবের পবিত্র ভাষায় ঐগুলি শুনিতে পারিলে পাঠকবৃন্দ পূর্ণরূপে স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিতেন। সংক্ষেপে আমি এখানে শাহ্ ছাহেবের বর্ণনার সারমর্ম লিখিতেছিঃ

১। ইহাই একমাত্র উত্তম পন্থা যে, কোন এবাদতকে মুসলিম সমাজে এমনভাবে প্রথায় প্রচলিত করিয়া দেওয়া, যেন উহা একটি অত্যাবশ্যকীয় হিতকর এবাদতে পরিগণিত হয় এবং পরে উহা বর্জন করা চিরাচরিত অভ্যাস বর্জন করার ন্যায় দুষ্কর ও দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

ইসলামে একমাত্র নামাযই সর্বাধিক শানদার এবং গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। কাজেই নামাযকে অত্যধিক গুরুত্ব ও যত্ন সহকারে বিশেষ ব্যবস্থাপনার সহিত আদায় করিতে হইবে। ইহা একমাত্র জমা'আতে নামায পড়ার মাধ্যমেই সম্ভব।

২। সমাজে বিভিন্ন প্রকারের লোক থাকে। জাহেলও থাকে আলেমও থাকে। সুতরাং ইহা খুবই যুক্তিযুক্ত যে, সকলে একস্থানে মিলিত হইয়া পরস্পরের সম্মুখে এই এবাদতকে আদায় করে। কাহারো কোন ভুল ভ্রান্তি হইলে অন্যে তাহা সংশোধন করিয়া দিবে। যেন আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত একটি অলংকার বিশেষ। যেমন যাহারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখে, তাহারা উহাতে দোষ থাকিলে বলিয়া দেয়, আর যাহা ভাল হয় তাহা পছন্দ করে। নামাযকে পূর্ণাঙ্গ করিবার ইচ্ছা একটি উত্তম পন্থা।

৩। যাহারা বে-নামাযী তাহাদের অবস্থাও প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ইহাতে তাহাদের ওয়ায নছীহতের সুযোগ হইবে।

৪। কতিপয় মুসলমান মিলিতভাবে আল্লাহ্‌র এবাদত করা এবং তাঁহার নিকট দো'আ প্রার্থনা করার মধ্যে আল্লাহ্‌র রহ্‌মত নাযিল হওয়ার ও দো'আ কবূল হওয়ার একটি আশ্চর্য-জনক বিশেষত্ব।

৫। এই উম্মত দ্বারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য হইল তাঁহার বাণীকে সমুন্নত করা এবং কুফরকে অধঃপাতিত করা—ভূপৃষ্ঠে কোন ধর্ম যেন ইসলামের উপর প্রবল না থাকে। ইহা তখনই সম্ভব হইতে পারে, যখন এই নিয়ম নির্ধারিত হইবে যে, সাধারণ ও বিশিষ্ট মুকীম মুসাফির, ছোট বড় সকল মুসলমান নিজেদের কোন বড় ও প্রসিদ্ধ এবাদতের জন্য এক স্থানে সমবেত (একত্রিত) হইবে এবং ইসলামের শান শওকত প্রকাশ করিবে। এই সমস্ত যুক্তিতে শরীঅতের পূর্ণ দৃষ্টি জমা'আতের দিকে নিবদ্ধ হইয়াছে এবং উহার প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে এবং জমা'আত ত্যাগ করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হইয়াছে।

৬। জমা'আতে এই উপকারিতাও রহিয়াছে যে, সকল মুসলমান একে অপরের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হইতে থাকিবে। একে অপরের ব্যথা বেদনায় শরীক হইতে পারিবে, যদ্দ্বারা ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব

এবং ঈমানী ভালবাসার পূর্ণ বিকাশ ও উহার দৃঢ়তা সাধিত হইবে। ইহা শরীঅতের একটি মহান উদ্দেশ্যও বটে। কোরআন মজীদ ও হাদীস শরীফের বিভিন্ন স্থানে ইহার তাকীদ ও ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে।

অতীব দুঃখের বিষয় যে, আমাদের এযুগে জমা'আত তরক করা একটি সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। জাহেলদের তো কথাই নাই, অনেক আলেমও এই গর্হিত কাজে লিপ্ত দেখা যায়। পরিতাপের বিষয়, ইহারা হাদীস পড়ে এবং অর্থ বুঝে, অথচ—জমা'আতে নামায পড়ার কঠোর তাকীদগুলি তাহাদের প্রস্তর হইতেও কঠিন হৃদয়ে কোন ক্রিয়া করিতেছে না। কিয়ামতে মহাবিচারকের সামনে যখন নামাযের মোকদ্দমা পেশ করা হইবে এবং উহা অনাদায়কারী বা অপূর্ণ আদায়কারীদিগকে জিজ্ঞাসা শুরু হইবে, তখন ইহারা কি জবাব দিবে?

জমা'আত ছহীহ্ হইবার শর্তসমূহ

ইমামের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুসরণ করিয়া নামায পড়ার এরাদা করাকে "এক্তেদা করা" বলে।

১ম শর্তঃ ইমাম মুসলমান হওয়া চাই। ইমামের যদি ঈমান না থাকে, তবে নামায ছহীহ্ হইবে না।

২য় শর্তঃ ইমাম বোধমান হওয়া। নাবালেগ, উন্মাদ বা বেহুঁশ ব্যক্তির পিছনে এক্তেদা ছহীহ্ হইবে না।

৩য় শর্তঃ মুক্তাদী নামাযের নিয়্যতের সঙ্গে সঙ্গে ইমামের এক্তেদার নিয়্যত করা। অর্থাৎ মনে মনে এই নিয়্যত করা যে, আমি এই ইমামের পিছনে অমুক নামায পড়িতেছি।

৪র্থ শর্তঃ ইমাম এবং মুক্তাদী উভয়ের স্থান একই হওয়া। যদি ছোট মসজিদের বা ছোট ঘরে ইমাম হইতে দুই কাতার অপেক্ষাও কিছু দূরে মুক্তাদী দাঁড়ায়, তবুও এক্তেদা ছহীহ্ হইবে, কেননা স্থান একই আছে। কিন্তু অতি প্রকাণ্ড মসজিদ, ঘর বা ময়দানের মধ্যে ইমাম এবং মুক্তাদীর মধ্যে দুই কাতার পরিমাণ ব্যবধান হইলেও এক্তেদা ছহীহ্ হইবে না। যদি ইমাম এবং মুক্তাদীর মধ্যে এমন একটি খাল থাকে যাহাতে নৌকা চলিতে পারে বা এমন একটি রাস্তা থাকে যাহাতে গরুর গাড়ী চলিতে পারে, তবে এক্তেদা ছহীহ্ হইবে না, কিন্তু যদি ঐ খাল বা রাস্তা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং খালের মধ্যে নৌকা রাখিয়া তাহার উপর খাড়া হয় এবং রাস্তার মধ্যেও কাতার দেওয়া হয়, তবে এক্তেদা ছহীহ্ হইবে, কেননা কাতার থাকায় দুই পাড় মিলিয়া একই স্থান ধরা হইবে। যদি খাল ও রাস্তা অতি সরু হয়, তবুও এক্তেদা ছহীহ্ হইবে।

এক্তেদা ছহীহ্ হওয়ার শর্ত

১। মাসআলাঃ যদি মুক্তাদী মসজিদের ছাদের উপর দাঁড়ায় এবং ইমাম মসজিদের ভিতরে থাকে, তবে এক্তেদা দুরুস্ত আছে। কেননা, মসজিদের ছাদ মসজিদের শামিল। কাজেই উভয় স্থানকে একই বুঝিতে হইবে। এরূপ যদি কোন দালানের ছাদ মসজিদের সংলগ্ন হয় এবং মাঝখানে কোন আড় না থাকে, তবে উহা এবং মসজিদ একই স্থান বুঝিতে হইবে। উহার উপর দাঁড়াইয়া মসজিদের ভিতরের ইমামের এক্তেদা করা দুরুস্ত আছে।

২। মাসআলা ঃ যদি মসজিদ খুব বড় হয় বা ঘর খুব বড় হয় কিংবা মাঠ হয় এবং ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে দুই কাতার পরিমাণ জায়গা খালি থাকে, তবে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের স্থান পৃথক বুঝিতে হইবে এবং এক্তেদা ছহীহ্ হইবে না।

৩। মাসআলা ঃ যদি ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে কোন খাল থাকে যাহাতে নৌকা ইত্যাদি চলিতে পারে, অথবা এত বড় হাউজ রহিয়াছে, যাহাতে সামান্য নাজাছত পড়িলে শরীঅত মতে উহা পাক, কিংবা সাধারণের চলাচলের পথ আছে, যাহাতে গরুর গাড়ী ইত্যাদি চলিতে পারে এবং মাঝখানে কোন কাতার না থাকে, তবে উভয় স্থানকে এক ধরা যাইবে না ; কাজেই এক্তেদা দুরুস্ত হইবে না। অবশ্য যদি খুব ছোট নালা মাঝখানে থাকে যাহা একটি সংকীর্ণ রাস্তার সমান নহে। (যে পথ দিয়া একটি উট চলিতে পারে উহাকে সংকীর্ণ রাস্তা ধরা হয়) উহা এক্তেদার প্রতিবন্ধক নহে ; এক্তেদা দুরুস্ত হইবে।

৪। মাসআলা ঃ দুই কাতারের মাঝখানে যদি উক্তরূপ কোন খাল কিংবা পথ থাকে, যাহারা খাল বা পথের অপর পাড়ে আছে তাহাদের ঐ কাতারের এক্তেদা দুরুস্ত হইবে না।

৫। মাসআলা ঃ একজন ঘোড়ার উপর এবং একজন মাটিতে আছে বা একজন এক ঘোড়ায় আছে অন্য জন অন্য ঘোড়ার উপর আছে, ইহাদের এক্তেদা ছহীহ্ হইবে না ; কেননা, ইহাদের স্থান এক নহে। একজন এক নৌকায় এবং অন্যজন অন্য নৌকায় আছে ইহাদের এক্তেদাও ছহীহ্ হইবে না। অবশ্য যদি (দুই নৌকা একত্রে রশি দিয়া বাঁধিয়া লয় বা) একই ঘোড়ার উপর দুইজন হয়, তবে এক্তেদা ছহীহ্ হইবে।

৫ম শর্ত ঃ ইমাম ও মুক্তাদীর নামায এক হওয়া চাই, তবে এক্তেদা ছহীহ্ হইবে নতুবা নয়। যদি ইমাম যোহরের ক্বাযা পড়ে মুক্তাদী তাহার পিছে আছরের বা ইমাম গতকল্যের যোহরের ক্বাযা পড়ে, মুক্তাদী আজকার যোহরের নিয়্যত করিয়া এক্তেদা করে (বা ইমাম উচ্চস্বরে কেরাআত করিয়া নফল পড়া শুরু করিয়াছে তাহার পিছনে যদি কেহ মাগরিবের বা এশার ফরযের বা তারাবীহ্র এক্তেদা করে,) তবে এইসব এক্তেদা ছহীহ্ হইবে না। অবশ্য যদি ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে একই ওয়াক্তের ক্বাযা এক সঙ্গে মিলিয়া পড়ে তাহা জায়েয আছে, বা ইমাম ফরয পড়িতেছে মুক্তাদী তাহার পিছে নফলের এক্তেদা করিতেছে তাহা জায়েয আছে। কেননা, ইমামের নামায সবল।

৬। মাসআলা ঃ ইমাম নফল পড়িতেছে মুক্তাদী তারাবীর এক্তেদা করিল, ছহীহ্ হইবে না। কেননা, ইমামের নামায দুর্বল।

৬ষ্ঠ শর্ত ঃ ইমামের নামায ছহীহ্ হওয়া চাই। যদি ইমামের নামায ছহীহ্ না হয়, তবে মুক্তাদীর নামাযও ছহীহ্ হইবে না। ঘটনাক্রমে যদি ইমামের ওযূ না থাকে, বা কাপড়ে নাজাছাত থাকে এবং নামাযের পূর্বে স্মরণ না থাকাবশতঃ নামাযে দাঁড়াইয়া যায়, তারপর নামাযের মধ্যে স্মরণ আসুক বা নামাযের পর স্মরণ আসুক তাহার নামায হইবে না এবং মুক্তাদীদের নামাযও হইবে না।

৭। মাসআলা ঃ যদি ঘটনাক্রমে ইমামের নামায না হয় এবং মুক্তাদীদের তাহা জানা না থাকে, তবে তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া ইমামের উপর ওয়াজিব এবং নামায দোহ্রাইয়া পড়া তাহাদের উপর ওয়াজিব।

৭ম শর্ত ঃ ইমাম হইতে মুক্তাদী আগাইয়া দাঁড়ান উচিত নহে। মুক্তাদী ইমাম হইতে এক ইঞ্চিও আগাইয়া দাঁড়াইলে মুক্তাদীর নামায হইবে না। কিন্তু পায়ের গোড়ালী আগে না গিয়া মুক্তাদীর আঙ্গুল লম্বা হওয়ার কারণে আগে গেলে নামায হইয়া যাইবে।

৮ম শর্ত ঃ ইমামের উঠা, বসা, রুকূ, কওমা, সজ্‌দা ও জলসা ইত্যাদি মুক্তাদীর জানা আবশ্যক ; ইমামকে দেখিয়া জানুক বা ইমামের বা মোকাব্বেরের আওয়ায শুনিয়া জানুক বা অন্য মুক্তাদীগণকে দেখিয়া জানুক, মোটের উপর ইমামের উঠা-বসা ইত্যাদি মোক্তাদীর জানা আবশ্যক। যদি কোন কারণবশতঃ ইমামের উঠা-বসা ইত্যাদি মুক্তাদী জানিতে না পারে, যেমন, হয়ত যদি মাঝখানে উঁচু পরদা বা দেওয়াল থাকে এমন কি ইমাম বা মোকাব্বেরের আওয়াযও শুনিতে না পায়, তবে মুক্তাদীর নামায হইবে না। অবশ্য যদি উঁচু দেওয়াল মাঝখানে থাকা সত্ত্বেও ইমাম মোকাব্বেরের আওয়ায শুনিতে পায়, তবে এক্তেদা ছহীহ্ হইবে (কিন্তু পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভিন্ন জায়গা হইলে মাঝখানে যেন দুই কাতার পরিমাণ ব্যবধান না থাকে।)

৮। মাসআলা ঃ যদি ইমাম মুসাফির না মুকীম জানা না থাকে কিন্তু লক্ষণে মুকীম বলিয়া মনে হয়, যদি শহর কিংবা গ্রামে হয় এবং মুসাফিরের ন্যায় নামায পড়ায় অর্থাৎ চারি রাকা'আতী নামাযে দুই রাকা'আত পড়িয়া সালাম ফিরায় এবং মুক্তাদীগণ সালামের কারণে ভুল হওয়ার সন্দেহ করে, তবে ঐ মুক্তাদিকে চারি রাকা'আত পুরা করার পর ইমামের অবস্থা অনুসন্ধান করা ওয়াজিব যে, ইমামের ভুল হইয়াছে, না মুসাফির ছিল। যদি সন্ধানে মুসাফির হওয়া জানিতে পারে, তবে নামায ছহীহ্ হইয়াছে। আর যদি ভুল সাব্যস্ত হয়, তবে নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িবে। আর যদি অনুসন্ধান না করে বরং মুক্তাদী ঐ সন্দেহের অবস্থায় নামায পড়িয়া চলিয়া যায়, তবে এমতাবস্থায়ও মুক্তাদীর নামায দোহ্‌রাইয়া পড়া ওয়াজিব।

৯। মাসআলা ঃ যদি ইমাম মুকীম বলিয়া মনে হয়, কিন্তু নামায শহরে কিংবা গ্রামে পড়াইতেছে না বরং শহর কিংবা গ্রামের বাহিরে পড়াইতেছে এবং চারি রাকা'আতী নামায মুসাফিরের ন্যায় পড়ায় মুক্তাদীর সন্দেহ হইল যে, ইমামের ভুল হইয়াছে, এমতাবস্থায়ও মুক্তাদী নিজের চারি রাকা'আত পুরা করিবে এবং নামাযের পর ইমামের অবস্থা জানিয়া লওয়া ভাল ; না জানিয়া লইলেও নামায ফাসেদ হইবে না। কেননা, শহর কিংবা গ্রামের বাহিরে ইমামের ব্যাপারে মুক্তাদীদের ভুল হওয়ার ধারণা করা অহেতুক। কাজেই এমতাবস্থায় অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। এইরূপ ইমাম যদি চারি রাকা'আতী নামায শহর কিংবা গ্রামে বা মাঠে পড়ায় আর যদি কোন মুক্তাদীর ইমাম মুসাফির বলিয়া সন্দেহ হয়, কিন্তু ইমাম পুরা চারি রাকা'আত পড়াইয়াছে, তবুও নামাযের পর ইমামের সন্ধান লওয়া ওয়াজিব নহে। ফজর ও মাগরিবের নামাযে ইমাম মুসাফির কিনা তাহা সন্ধান লওয়ার প্রয়োজন নাই। কারণ, এইসব নামাযে মুকীম মুসাফির সবই সমান। সারকথা এই—সন্ধান ঐ সময় লইতে হইবে যখন ইমাম শহর কিংবা গ্রামে অথবা অন্য কোন স্থানে চারি রাকা'আতী নামাযে দুই রাকা'আত পড়ায় এবং ইমামের ভুল হইয়াছে বলিয়া মুক্তাদীর সন্দেহ হয়।

৯ম শর্ত ঃ কেরাআত ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত রোকনের মধ্যে ইমামের সঙ্গে মুক্তাদীর শরীক থাকা চাই। তাহা ইমামের সঙ্গেই হউক বা তাহার পর কিংবা ইমামের আগে, যদি ঐ রোকনের শেষ পর্যন্ত ইমাম মুক্তাদীর শরীক হইয়া থাকে। প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত এই যে, ইমামের সঙ্গেই রুকূ সজ্‌দা করা। দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত হইল-ইমাম রুকূ হইতে দাঁড়াইবার পর মুক্তাদীর রুকূ

করা। তৃতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত হইল—আগেই রুকূ করিল কিন্তু রুকূতে এত দেরী করিল যে, ইমামের রুকূ তাহার সহিত মিলিত হইলে অর্থাৎ মুক্তাদী রুকূতে থাকিতেই ইমাম রুকূতে গেল।

১০। মাসআলাঃ যদি কোন রোকনে মুক্তাদী ইমামের সহিত শরীক না হয়, যেমন ইমাম রুকূ করিল কিন্তু মুক্তাদী রুকূ করিল না, অথবা ইমাম দুই সজ্‌দা করিল কিন্তু মুক্তাদী একটি সেজদা করিল কিংবা ইমামের পূর্বে কোন রোকন শুরু করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত ইমাম ইহাতে শরীক হয় নাই, যেমন মুক্তাদী ইমামের পূর্বেই রুকূতে গেল, কিন্তু ইমামের রুকূ করার পূর্বেই রুকূ হইতে দাঁড়াইয়া গেল। এই উভয় অবস্থায় এক্তেদা দুরুস্ত হইল না।

১০ম শর্তঃ মুক্তাদীর অবস্থা ইমামের চেয়ে কম বা সমান হওয়া চাই।

১। দাঁড়াইতে অক্ষম ব্যক্তির পিছনে দাঁড়াইতে সক্ষম ব্যক্তির এক্তেদা দুরুস্ত আছে।

২। ওযূ বা গোসলের তায়াম্মুমকারীর পিছনে ওযূ গোসলকারীর এক্তেদা দুরুস্ত আছে। কেননা পবিত্রতার ব্যাপারে তায়াম্মুম ও ওযূ-গোসল সমান। কোনটি কোনটি হইতে কম নহে।

৩। চামড়ার মোজা বা পট্টির উপর মছহেকারীর পিছনে ওযূ ও সর্বাঙ্গ ধৌতকারীর এক্তেদা দুরুস্ত আছে। কেননা, মছহে করা এবং ধোয়া একই পর্যায়ের তাহারত। কোনটির উপর কোনটির প্রাধান্য নাই।

৪। মাযূরের পিছনে মাযূরের এক্তেদা দুরুস্ত আছে, যদি উভয়ে একই ওযরে মাযূর হয়। যেমন, উভয়ের বহুমূত্র বা উভয়ের বায়ু নির্গত হওয়ার রোগ হয়।

৫। উম্মীর এক্তেদা উম্মীর পিছনে দুরুস্ত আছে যদি মুক্তাদীর মধ্যে একজনও ক্বারী না থাকে।

৬। স্ত্রীলোক বা নাবালেগের এক্তেদা বালেগ পুরুষের পিছনে দুরুস্ত আছে।

৭। স্ত্রীলোকের এক্তেদা স্ত্রীলোকের পিছনে দুরুস্ত আছে।

৮। নাবালেগা স্ত্রীলোক বা নাবালেগ পুরুষের এক্তেদা নাবালেগ পুরুষের পিছনে দুরুস্ত আছে।

৯। নফল পাঠকারীর এক্তেদা ওয়াজিব পাঠকারীর পিছনে দুরুস্ত আছে। যেমন, কেহ যোহরের নামায পড়িয়াছে, সে অন্য যোহরের নামায পাঠকারীর পিছনে নামায পড়িল অথবা ঈদের নামায পড়িয়াছে সে পুনরায় অন্য জমা'আতের নামাযে শরীক হইল।

১০। নফল পাঠকারীর এক্তেদা নফল পাঠকারীর পিছনে দুরুস্ত আছে।

১১। কসমের নামায পাঠকারীর এক্তেদা নফল পাঠকারীর পিছনে দুরুস্ত আছে। কেননা, কসমের নামাযও মূলতঃ নফলই বটে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি কসম খাইল যে, আমি দুই রাকা'আত নামায পড়িব, অতঃপর কোন নফল পাঠকারীর পিছনে দুই রাকা'আত পড়িল। নামায হইয়া যাইবে এবং কসম পুরা হইয়া গেল।

১২। মান্নতের নামায পাঠকারীর এক্তেদা মান্নতের নামায পাঠকারীর পিছনে দুরুস্ত আছে, যদি উভয়ের মান্নত এক হয়। যেমন, এক ব্যক্তির মান্নতের পর অপর ব্যক্তি বলিল, আমিও উহারই মান্নত করিলাম অমুকে যাহার মান্নত করিয়াছে। যদি এরূপ না হয় বরং একজনে দুই রাকা'আতে ভিন্ন মান্নত করিয়াছে এবং অপর ব্যক্তি অন্য মান্নত করিয়াছে, ইহাদের কেহই কাহারও পিছনে এক্তেদা দুরুস্ত হইবে না। সারকথা যখন মুক্তাদী ইমাম হইতে কম কিংবা সমান হইবে, তখন এক্তেদা দুরুস্ত হইবে।

এক্তেদা দুরুস্ত নাইঃ

এখন ঐ প্রকারগুলি বর্ণনা করিতেছি, যাহাতে মুক্তাদী ইমাম হইতে মর্তবায় বেশী হয়, চাই এক্কীনী হউক কিংবা এহ্তেমালী (সম্ভাব্য) হউক, এক্তেদা দুরুস্ত নাই।

১। বালেগ পুরুষ বা স্ত্রীর এক্তেদা নাবালেগের পিছনে দুরুস্ত নাই। ২। বালেগ বা নাবালেগ পুরুষের এক্তেদা স্ত্রীলোকের পিছনে দুরুস্ত নাই। ৩। নপুংসকের এক্তেদা নপুংসকের পিছনে দুরুস্ত নাই। নপুংসক উহাকেই বলে, যাহাকে স্ত্রী বা পুরুষ সঠিক কোনটাই বলা যায় না। এধরনের লোক খুব কম। ৪। যে স্ত্রীলোকের হায়েযের নির্দিষ্ট সময়ের কথা মনে নাই, তাহার এক্তেদা অনুরূপ স্ত্রীলোকের পিছনে দুরুস্ত নাই। এই দুই অবস্থায় ইমাম হইতে মুক্তাদীর মান বেশী হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।সুতরাং এক্তেদা জায়েয নাই। কেননা, প্রথম অবস্থায় যে নপুংসক ইমাম হয়ত সে স্ত্রীলোক এবং যে মুক্তাদী নপুংসক হয়ত সে পুরুষ। অনুরূপভাবে যে স্ত্রীলোক ইমাম, হয়ত ইহা তাহার হায়েযের সময় আর যে মুক্তাদী হয়ত ইহা তাহার পবিত্রতা বা তাহারতের সময়। তাই এক্তেদা ছহীহ্ হয় না। ৫। স্ত্রীলোকের পিছনে নপুংসকের এক্তেদা দুরুস্ত নাই। কেননা, সে নপুংসক পুরুষ হইতে পারে। ৬। উন্মাদ, বেহুঁশ বা বে-আকলের পিছনে সজ্ঞান লোকের এক্তেদা দুরুস্ত নাই। ৭। পাক বা ওযরহীন ব্যক্তির এক্তেদা মাযূর যেমন বহুমূত্র ইত্যাদি রোগীর পিছনে দুরুস্ত নাই। ৮। এক ওযরওয়ালার এক্তেদা দুই ওযরওয়ালার পিছনে দুরুস্ত নাই। যেমন কাহারও বায়ু নির্গত হওয়ার রোগ আছে তাহার এমন লোকের এক্তেদা করা যাহার বায়ু নির্গত ও বহুমূত্র রোগ আছে। ৯। এক প্রকারের মাযূরের পিছনে অন্য প্রকার মাযূরের এক্তেদা দূরুস্ত নাই। যেমন বহুমূত্র রোগীর নাক্সীর রোগীর এক্তেদা করা।

১০। ক্বারীর এক্তেদা উম্মীর পিছনে দুরুস্ত নাই। ক্বারী তাহাকেই বলে, এতটুকু কোরআন ছহীহ্ করিয়া পড়িতে পারে, যাহাতে নামায হইয়া যায়। উম্মী তাহাকে বলে, যাহার এতটুকু ইয়াদ নাই।

১১। উম্মীর এক্তেদা উম্মীর পিছনে জায়েয নাই যদি মুক্তাদীর মধ্যে কোন ক্বারী উপস্থিত থাকে। কারণ, এই অবস্থায় ঐ উম্মী ইমামের নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে। কেননা ঐ ক্বারীকে ইমাম বানান সম্ভব ছিল এবং তাহার ক্বেরাআত মুক্তাদীর পক্ষ হইতে যথেষ্ট হইত। যখন ইমামের নামায ফাসেদ হইল, তখন উম্মী মুক্তাদীসহ সকল মুক্তাদীর নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে।

১২। উম্মীর এক্তেদা বোবার পিছনে দুরুস্ত নাই। কেননা, উম্মী যদিও উপস্থিত ক্বেরাআত পড়িতে পারে না, কিন্তু পড়িতে তো সক্ষম। কারণ, সে ক্বেরাআত শিখিতে পারে, বোবার মধ্যে এই ক্ষমতাটুকুও নাই।

১৩। ফরয পরিমাণ শরীর ঢাকা ব্যক্তির এক্তেদা উলঙ্গ ব্যক্তির পিছনে দুরুস্ত নাই।

১৪। রুকূ সজ্দা করিতে সক্ষম ব্যক্তির এক্তেদা রুকূ সজ্দা করিতে অক্ষমের পিছনে দুরুস্ত নাই। আর যদি কোন ব্যক্তি শুধু সজ্দা করিতে অক্ষম হয়,তাহার পিছনেও এক্তেদা দুরুস্ত নাই। ১৫। ফরয পাঠকারীর এক্তেদা নফল পাঠকারীর পিছনে দুরুস্ত নাই। ১৬। মান্নতের নামায পাঠকারীর এক্তেদা নফল নামায পাঠকারীর পিছনে দুরুস্ত নাই। কেননা, মান্নতের নামায ওয়াজিব। ১৭। মান্নতের নামায পাঠকারীর এক্তেদা কসমের নামায পাঠকারীর পিছনে দুরুস্ত নাই। যেমন, যদি কেহ কসম খায় যে, আজ আমি ৪ রাকা'আত নামায পড়িব, আর একজনে মান্নত করিল, আমি নামায পড়িব। তখন ঐ মান্নতকারীর নামায কসমকারীর পিছনে দরুস্ত হইবে

না। কেননা, মান্নতের নামায ওয়াজিব আর কসমের নামায নফল। কেননা, কসম পুরা করা ওয়াজিব হইলেও ইহাতে নামায না পড়িয়া কাফ্‌ফারা দিলেও চলে।

১৮। মাসআলাঃ যে ব্যক্তি সাধারণ হরফগুলি ছহীহ্ করিয়া আদায় করিতে পারে না এক হরফের জায়গায় অন্য হরফ পড়ে যেমন, ع এর জায়গায় ز পড়ে, غ এর স্থানে گ পড়ে, এরূপ ব্যক্তির পিছনে ছহীহ্ পাঠকারীর এক্তেদা দুরুস্ত হইবে না। অবশ্য সমস্ত কেরাআতের মধ্যে যদি এক আধটা অক্ষর অসতর্কতা হেতু ভুল হইয়া যায়, তবে নামায হইয়া যাইবে।

১১শ শর্তঃ ইমামের ওয়াজিবুল এনফেরাদ (অর্থাৎ যাহার একাকী নামায পড়া ওয়াজিব; যেমন, মাসবুক) না হওয়া চাই। অতএব, মাসবুকের পিছনে এক্তেদা জায়েয নহে।

১২শ শর্তঃ মুক্তাদীর পিছনে এক্তেদা জায়েয নহে—লাহেক হউক, মাসবুক হউক বা মোদ্‌রেক হউক।

কোন মুছল্লীর মধ্যে উপরোক্ত ১২ শর্তের কোন শর্ত পাওয়া না যাওয়ার কারণে এক্তেদা ছহীহ্ না হইলে নামাযও ছহীহ্ হইবে না।

জমা'আতের বিভিন্ন মাসায়েল

মাসআলাঃ জুমু'আ এবং দুই ঈদের নামাযের জন্য জমা'আত হওয়া শর্ত। জমা'আত না হইলে অর্থাৎ, ইমাম ছাড়া অন্ততঃ তিনজন লোক না হইলে জুমু'আ এবং ঈদের নামায ছহীহ্ হইবে না। পাঞ্জেগানা নামাযের জন্য জমা'আত ওয়াজিব, যদি কোন ওযর না থাকে। তারাবীহ্‌র নামাযের জন্য জমা'আত সুন্নতে মোয়াক্কাদা। তারাবীহ্‌র নামাযে একবার কোরআন শরীফ খতম করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা। কোরআন খতম হইয়া থাকিলে তারপর যদি সূরা তারাবীহ্ পড়া হয়, তখনও জমা'আত সুন্নতে মোয়াক্কাদা। সূর্য-গ্রহণের নামায এবং রমযান শরীফে বেৎরের নামাযে জমা'আত মোস্তাহাব। রমযান শরীফ ব্যতীত অন্য সময় বেৎরের নামায জমা'আতে পড়া মকরূহ্ তান্‌যীহী। অবশ্য যদি ক্বচিৎ কোন সময় জমা'আতে পড়িয়া লয়, তবে মকরূহ্ হইবে না। চন্দ্র গ্রহণের নামায এবং অন্যান্য সব নফল নামাযে প্রকাশ্যভাবে জমা'আত করা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। অবশ্য যদি ক্বচিৎ কোন সময় দুই তিনজন লোক জমা'আতে পড়িয়া লয়, তবে মকরূহ্ হইবে না। ফরয নামাযে জমা'আতে ছানিয়া (অর্থাৎ প্রথম জমা'আত হইয়া গেলে আবার জমা'আত করা) মকরূহ্। কিন্তু যদি সদর রাস্তার উপর মসজিদ হয় বা প্রথম জমা'আত প্রকাশ্য আযান ছাড়া নামায পড়া হইয়া থাকে বা মসজিদের নির্দিষ্ট মুছল্লী ও মোতাওল্লী ছাড়া অন্য লোকে জমা'আত করিয়া থাকে বা মসজিদের ইমাম, মোয়ায্‌যিন, মুছল্লী, জমা'আত কিছুই ঠিক না থাকে, অথবা মসজিদ ছাড়া অন্য জায়গায় জমা'আত পড়ে, তবে ছানি জমা'আত মকরূহ্ হইবে না। কিন্তু ইমাম আবু-ইউসুফ ছাহেব (রঃ) বলেন যে, সমস্ত শর্ত পাওয়া গেলেও ঐ মসজিদেই স্থান পরিবর্তন করিয়া জমা'আতে ছানিয়া করিলে মকরূহ্ হইবে না। ইমাম আযম ছাহেবের ক্বওল দলীলের দিক দিয়া অধিক প্রবল বলিয়া মোহাক্কেক আলেমগণ ইমাম ছাহেবের ক্বওলের উপরই ফৎওয়া দিয়া থাকেন। ইমাম আযম ছাহেব স্থান পরিবর্তন করা সত্ত্বেও এক মসজিদে দুই জমা'আত মকরূহ্ বলেন। কোন কারণে জমা'আত ছুটিয়া গেলে, হয় একা একা চুপে চুপে পড়িবে, না হয় মসজিদের বাহিরে অন্যত্র গিয়া জমা'আত করিবে। —অনুবাদক

ইমাম ও মোক্তাদী সম্পর্কে মাসায়েল

১। মাসআলাঃ সর্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত এবং অধিক গুণশালী ব্যক্তিকেই ইমাম নিযুক্ত করা মুছল্লীদের কর্তব্য। সর্বাপেক্ষা অধিক গুণশালী লোককে বাদ দিয়া অন্যকে ইমাম নিযুক্ত করা সুন্নতের খেলাফ। যদি একই গুণবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক লোক দলের মধ্যে থাকে, তবে অধিক সংখ্যক মুছল্লী যাঁহাকে মনোনীত করিবে, তিনিই ইমাম পদে নিযুক্ত হইবেন। (কোন স্বার্থের বশীভূত হইয়া যোগ্য ব্যক্তি থাকিতে অযোগ্য ব্যক্তিকে বা অধিক যোগ্য লোক থাকিতে কমযোগ্য ব্যক্তিকে মনোনীত করিলে বা ভোট দিলে গোনাহ্‌গার হইবে। ভোটের আধিক্যে যোগ্যতা সাব্যস্ত করা চলিবে না। শরীঅতের হুকুমই সকলের বিনাবাক্যে মানিয়া লইতে হইবে) শরীঅতের হুকুম এইঃ

২। মাসআলাঃ ১ম, আলেম যদি ফাসেক না হন, কোরআন গলত না পড়েন এবং সুন্নত পরিমাণ কোরআন তাঁহার মুখস্থ থাকে, তবে আলেমই সর্বাগ্রগণ্য। ২য়, যাহার কেরাআত ভাল (গলার সুর নয়,)—তজবীদের কাওয়ায়েদ অনুযায়ী যে পড়ে, সে-ই অধিক যোগ্য। ৩য়, যাহার তাক্বওয়া বেশী সে-ই অধিক যোগ্য। ৪র্থ, বয়সে যে বড় সে-ই অধিক যোগ্য। ৫ম, যাহার আচার-ব্যবহার ভদ্র এবং কথাবার্তা মিষ্ট সে-ই অধিক যোগ্য। ৬ষ্ঠ, যে অধিক সুন্দর পুরুষ। ৭ম, যে সবচেয়ে বেশী শরীফ। ৮ম, যাহার আওয়ায সব চেয়ে ভাল। ৯ম, যাহার লেবাস পোশাক ভাল। ১০ম, যাহার মাথা মানানসই বড়। ১১শ, মুসাফিরের তুলনায় মুক্বীম অগ্রগণ্য। ১২শ, যে বংশানুক্রমে আযাদ। ১৩শ, ওযূর তায়াম্মুমকারী গোসলের তায়াম্মুমকারীর চেয়ে যোগ্য। ১৪শ, যাহার মধ্যে একাধিক গুণ থাকিবে সে এক গুণের অধিকারী অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে। যথা, যদি একজন আলেম হয় এবং ক্বারীও হয়, আবার অন্যজন শুধু আলেম বা শুধু ক্বারী হয়, তবে যে আলেম-ক্বারী সে-ই অগ্রগণ্য হইবে। (যাঁহার মধ্যে উপরের গুণ থাকিবে, তিনি নীচের গুণের দুই বা ততোধিকের অধিকারী অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবেন।) একজন যদি অনেক বড় আলেম হন, কিন্তু আমল ঠিক না হয় বা কেরাআত গলত পড়েন এবং অন্য একজন বড় আলেম নন, কিন্তু কেরাআত ছহীহ্ পড়েন এবং আমলও ভাল; তবে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিই অগ্রগণ্য হইবেন।) —দুর্‌রে মুখতার

৩। মাসআলাঃ কাহারও বাড়ীতে জমা'আত হইলে বাড়ীওয়ালাই ইমামতের জন্য অগ্রগণ্য। তারপর বাড়ীওয়ালা যাহাকে হুকুম করে, সে-ই অগ্রগণ্য অবশ্য বাড়ীওয়ালা যদি একেবারে অযোগ্য হয়, তবে অন্য যোগ্য ব্যক্তি অগ্রণ্য হইবে। —দুর্‌রে মুখতার

৪। মাসআলাঃ কোন মসজিদে কোন (যোগ্য) ইমাম নিযুক্ত থাকিলে সে মসজিদে অন্য কাহারও ইমামতের হক্ নাই। অবশ্য নিযুক্ত ইমাম যদি অন্য কোনো যোগ্য লোককে ইমামত করিতে বলে, তবে ক্ষতি নাই (যোগ্যতা থাকিলে বলাই উচিত) —দুর্‌রে মুখতার

৫। মাসআলাঃ মুসলমান বাদশাহ্ বা তাঁহার নির্বাচিত কর্মচারী উপস্থিত থাকিতে অন্য কাহারও ইমামতের হক্ নাই। —শামী

৬। মাসআলা ঃ মুছল্লিগণকে নারায করিয়া তাহাদের অমতে ইমামতি করা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। অবশ্য ইমাম যদি আলেম মুত্তাকী এবং ইমামতের যোগ্য লোক হন এবং ঐরূপ যোগ্যতা অন্যের মধ্যে পাওয়া না যায়, তবে মকরূহ্ হইবে না ; বরং নারায ব্যক্তিই অন্যায়কারী হইবে। —দুঃ মুঃ

৭। মাসআলা ঃ ফাসেক বা বেদ'আতীকে ইমাম নিযুক্ত করা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। অবশ্য খোদা না করুন, যদি ঐ লোক ছাড়া উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেহ উপযুক্ত না থাকে, তবে মকরূহ্ হইবে না। এইরূপ এমন কোন প্রভাবশালী ফাসেক বা বেদ'আতী জোর জবরদস্তি ইমাম হইয়া বসে যে, তাহাকে বরখাস্ত করিলে মুসলমান সমাজে শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা হয় বা বরখাস্ত করিবার ক্ষমতাই না থাকে, তবে মুছল্লিগণ গোনাহ্‌গার হইবে না। (তবুও জমা'আত ছাড়া যাইবে না।)

—দুর্‌রে মুখতার

৮। মাসআলা ঃ যদি পাক-নাপাকের প্রতি লক্ষ্য না রাখে অন্ধ বা রাতকানা লোককে ইমাম নিযুক্ত করা মাকরূহ্ তান্‌যীহী। অবশ্য যোগ্য ব্যক্তি হইলে পাক-নাপাকের রীতিমত খেয়াল রাখিলে এবং তাহার ইমামতে যদি কাহারও আপত্তি না থাকে, তবে মকরূহ্ হইবে না।

—দুর্‌রে মুখতার, শামী

ওলাদুয্‌যিনাকে (হারামযাদ সন্তান) ইমাম বানান মকরূহ্ তান্‌যীহী। অবশ্য যদি সে এল্‌ম ও তাক্বওয়া হাছিল করিয়া যোগ্যতা অর্জন করে এবং মুছল্লিগণ তাহাকে ইমাম নিযুক্ত করিতে অমত না করে, তবে মকরূহ্ হইবে না। —দুঃ মুঃ

যে সুশ্রী নব্য যুবকের এখনও দাড়ি ভাল মত উঠে নাই, তাহাকে ইমাম বানান মকরূহ্।

৯। মাসআলা ঃ নামাযের সমস্ত ফরয এবং সমস্ত ওয়াজিবের মধ্যে ইমামের পায়রবী (অনুসরণ) করা মুক্তাদিগণের উপর ওয়াজিব। সুন্নত মোস্তাহাবের মধ্যে ইমামের পায়রবী ওয়াজিব নহে। (প্রত্যেকে নিজের যিম্মাদার নিজে) অতএব, যদি অন্য মাযহাবের ইমাম হয় ; (যেমন, যদি শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম হয়, তবে, আমাদের ইমামের ক্বওল অনুযায়ী সুন্নত ও মোস্তাহাবের আমল করিবে।) অর্থাৎ, যদি শাফেয়ী ইমাম রুকূতে যাইবার সময় এবং রুকূ হইতে উঠিবার সময় রফে ইয়াদায়েন করেন বা ফজরের নামাযে দো'আ কুনূত পড়েন, (যেহেতু এই কয়টি কাজ তাঁহার মাযহাব অনুযায়ী করা সুন্নত, আর আমাদের মাযহাব অনুযায়ী রফে ইয়াদায়েন না করা এবং ফজরে দো'আ কুনূত না পড়া সুন্নত ; কাজেই) আমরা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিব, এই কাজে তাঁহার পায়রবী করিব না (কিংবা যদি শাফেয়ী ইমাম ঈদের নামাযের মধ্যে ১২ তক্‌বীর বলেন, তবে আমরা ছয় তক্‌বীর বলিয়া চুপ করিয়া থাকিব, কারণ তাহাদের নিকট ১২ তক্‌বীর ওয়াজিব নহে, সুন্নত, আমাদের মাযহাবে ছয় তক্‌বীর ওয়াজিব।) কিন্তু বেৎর নামাযে যদি শাফেয়ী ইমাম হন এবং রুকূর পর দো'আ কুনূত পড়েন, তবে আমরাও রুকূর পরই পড়িব, কারণ বেৎরের মধ্যে কুনূত পড়া ওয়াজিব। (আমাদের হানাফী মাযহাবে রুকূর আগে পড়া সুন্নত, তাঁহাদের মাযহাবে রুকূর পরে পড়া সুন্নত।

১০। মাসআলা ঃ একা নামায পড়িলে কেরাআত, রুকূ বা সজ্‌দা যত ইচ্ছা লম্বা করিবে; কিন্তু জমা'আতের নামাযে কেরাআত, রুকূ, সজ্‌দা সুন্নত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক লম্বা করা ইমামের জন্য মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। মুক্তাদীদের মধ্যে রোগী, বৃদ্ধ, যরূরত মন্দ ইত্যাদি সব রকমের লোকই থাকে, কাজেই তাহাদের সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখা ইমামের কর্তব্য। দলের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল তাহার যেন কষ্ট না হয় তদনুযায়ী কাজ করিবে ; বেশী যরূরত হইলে কেরাআত সুন্নত

পরিমাণ অপেক্ষাও কম করা যাইতে পারে—যেন লোকের কষ্ট না হয় এবং জমা'আত ছোট হইবার কারণ না হয়। (সুন্নত পরিমাণের কথা পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে।)

কাতারের মাসায়েল

১১। মাসআলা ঃ যদি মুক্তাদী একজন হয়, বয়স্ক পুরুষ হউক বা নাবালেগ বালক হউক, তবে ইমামের ডান পার্শ্বে ইমামের সমান বা কিঞ্চিৎ পিছনে দাঁড়াইবে। যদি বাম দিকে বা ইমামের সোজা পিছনে দাঁড়ায়, তবে মকরূহ্ হইবে।

১২। মাসআলা ঃ একাধিক মুক্তাদী হইলে ইমামের পিছনে (এক সজ্দা পরিমাণ জায়গা মাঝখানে রাখিয়া) কাতার বাঁধিয়া দাঁড়াইবে। (কাতার বাঁধিবার নিয়ম এই যে, প্রথমে একজন ইমামের ঠিক পিছনে দাঁড়াইবে, তারপর একজন ডানে একজন বামে, এইরূপে ক্রমাগত আগের কাতার পূর্ণ করিয়া তারপর দ্বিতীয় কাতারও এই নিয়মেই পূর্ণ করিবে।) যদি দুইজন মুক্তাদী হয় এবং একজন ইমামের (সমান) ডান পার্শ্বে আর একজন বাম পার্শ্বে দাঁড়ায়, তবে মক্রূহ তান্যীহী হইবে। কিন্তু দুইয়ের চেয়ে বেশী লোক ইমামের পার্শ্বে দাঁড়াইলে মক্রূহ্ তাহ্রীমী হইবে। কেননা, দুইয়ের অধিক মুক্তাদী হইলে ইমামকে আগে দাঁড়ান ওয়াজিব।

১৩। মাসআলা ঃ নামায শুরু করিবার সময় মাত্র একজন পুরুষ লোক মুক্তাদী ছিল এবং সে ইমামের ডান পার্শ্বে দাঁড়াইল। তারপর আরও কয়েকজন মুক্তাদী আসিল। এই অবস্থায় প্রথম মুক্তাদী (আস্তে আস্তে পা পিছের দিকে সরাইয়া) পিছনে সরিয়া আসা উচিত, যাহাতে সকল মুছল্লী মিলিয়া ইমামের পিছনে কাতার বাঁধিয়া দাঁড়াইতে পারে। যদি নিজে পিছনে না সরে, তবে আগন্তুক মুছল্লিগণ আস্তে হাত দিয়া তাহাকে পিছনের কাতারে টানিয়া আনিবে। যদি মাসআলা না জানাবশতঃ আগন্তুক মুছল্লিগণ তাহাকে পিছনে না টানিয়া ইমামের ডান ও বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যায়, তবে ইমাম আস্তে (এক কদম) আগে বাড়িয়া দাঁড়াইবে। (কিন্তু সজ্দার জায়গা হইতে আগে বাড়িবে না,) যাহাতে আগন্তুক মুছল্লিগণ প্রথম মোক্তাদীর সঙ্গে মিলিয়া এক কাতার সরিয়া ইমামের পিছনে দাঁড়াইতে পারে। যদি পিছনে জায়গা না থাকে, তবে মেক্তাদীর অপেক্ষা না করিয়া ইমামেরই আগে বাড়িয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমান যুগে লোকেরা সাধারণতঃ শরীঅতের মাসআলা মাসায়েল কম অবগত থাকে, কাজেই কাহাকেও পিছনে টানিয়া আনিতে যাওয়া উচিত নহে। ইহাতে হয়ত অন্য কোন কাজ করিয়া ফেলিতে পারে, যাহাতে তাহার নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে।

১৪। মাসআলা ঃ মাত্র একজন স্ত্রীলোকও বা একটি নাবালেগা বালিকাও যদি ইমামের সঙ্গে এক্তেদা করে, তবে সে ইমামের পার্শ্বে দাঁড়াইবে না, তাহাকে ইমামের পিছনে দাঁড়াইতে হইবে (সে ইমামের স্ত্রী বা মা-ভগ্নীই হউক না কেন)।

১৫। মাসআলা ঃ যদি মুক্তাদিগণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের লোক হয় অর্থাৎ কতক পুরুষ, কতক নাবালেগ বালক, কতক পর্দানশীন এবং কতক বালিকা হয় ; তবে ইমাম তাহাদিগকে এই নিয়ম ও তরতীব অনুসারে কাতার বাঁধিতে হুকুম করিবেন—প্রমথ পুরুষগণের, তারপর নাবালেগদের, তারপর পর্দানশীনদের, তারপর নাবালিগাদের কাতার হইবে।

১৬। মাসআলা ঃ কাতার সোজা করা, টেরা-বেঁকা হইয়া না দাঁড়ান এবং মাঝে ফাঁক না রাখিয়া পরস্পর গায়ে গায়ে মিশিয়া দাঁড়ান ওয়াজিব এবং ইহার জন্য মুছল্লিগণের আদেশ ও

হেদায়ত করা ইমামের উপর ওয়াজিব এবং মুছল্লীগণের সেই আদেশ পালন করা ওয়াজিব। (কাতার সোজা করার নিয়ম এই যে, কাঁধে কাঁধে এবং পায়ের টাখ্‌নার গিরার সঙ্গে মিলাইয়া বরাবর করিবে ; কাহারও পা লম্বা বা খাট হওয়াবশতঃ অঙ্গুলী আগে পিছে থাকিলে তাহাতে কোন দোষ নাই।)

১৭। মাসআলা ঃ যদি আগের কাতার পরিপূর্ণ হইয়া যায় এবং তারপর মাত্র একজন লোক আসে, তবে তাহার একা একা কাতারে দাঁড়ান মকরূহ্‌। সে ইমামের সোজা পিছনের লোকটিকে পিছনের কাতারে টানিয়া আনিয়া তাহার সঙ্গে মিলিয়া কাতার বাঁধিয়া দাঁড়াইবে (এবং আগের কাতারে যে ফাঁকটুকু হইল তাহা ঐ কাতারের লোকেরা আস্তে আস্তে একটু একটু করিয়া পুরা করিয়া ফেলিবে, যাহাতে ফাঁক না থাকে। কিন্তু যদি পিছনে টানিলে ঐ ব্যক্তি নিজের নামায খারাব করিবে কিংবা খারাব মনে করিবে বলিয়া ধারণা হয়, তবে টানিবে না।)

১৮। মাসআলা ঃ আগের কাতারে জায়গা থাকিতে পিছনের কাতারে দাঁড়ান মকরূহ্‌। আগের কাতার আগে পূর্ণ করিয়া তারপর ইমামের পিছন হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় কাতার শুরু করিবে। —দুর্‌রে মুখতার

জমা'আতের নামাযের অন্যান্য মাসায়েল

১৯। মাসআলা ঃ যে স্থানে অন্য পুরুষ বা ইমামের মা, ভগ্নী বা স্ত্রী ইত্যাদি কোন মাহ্‌রাম স্ত্রীলোক না থাকে, সেখানে পুরুষের জন্য শুধু স্ত্রীলোকের ইমামত করা মকরূহ্‌ তাহ্‌রীমী।

২০। মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি ফজর, মাগরিব বা এশার নামায একা একা অনুচ্চ শব্দে পড়িতেছিল। (প্রথম বা দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা-ফাতেহার কিছু অংশ বা ফাতেহা শেষ করিয়া সূরারও কিছু অংশ চুপে চুপে পড়িয়া ফেলিয়াছে।) এমন সময় অন্য একজন লোক আসিয়া এক্তেদা করিল। এমতাবস্থায় যদি প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির ইমামত করার ইচ্ছা (নিয়্যত) করে, তবে তৎক্ষণাৎ যে পর্যন্ত পড়িয়াছে তাহার পর হইতে উচ্চস্বরে কেরাআত পড়িতে হইবে। কারণ, ফজরের এবং মাগরিব ও এশার প্রথম দুই রাকা'আতে ইমামের জন্য কেরাআত উচ্চস্বরে পড়া ওয়াজিব (মুন্‌ফারেদের জন্য ইচ্ছাধীন)। কিন্তু যদি প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির ইমামত করার ইচ্ছা না করে ; বরং এই মনে করে যে, সে এক্তেদা করুক কিন্তু আমি তাহার ইমামত করিব না, আমি আমার নিজের নামায একাই পড়িতেছি, তবে জোরে কেরাআত পড়া ওয়াজিব হইবে না, এই শেষোক্ত ছুরতে মুক্তাদীর নামায হইয়া যাইবে। কারণ, এক্তেদা হইবার জন্য মুক্তাদীর নিয়্যত শর্ত, ইমামের নিয়ত শর্ত নহে।

২১। মাসআলা ঃ যেখানে লোক চলাচলের সম্ভাবনা আছে, যেমন ময়দান, উঠান বা অনুরূপ স্থানে নামায পড়িতে হইলে নামাযী ইমাম হউক বা মুন্‌ফারেদ হউক নিজের ডান বা বাম চক্ষু বরাবর সম্মুখে অন্ততঃ এক হাত লম্বা এক অঙ্গুলী পরিমাণ মোটা কোন একটি জিনিস পুঁতিয়া রাখা মোস্তাহাব। ইহাকে 'ছুত্‌রাহ্‌' বলে। যেখানে লোক চলাচলের সম্ভাবনা নাই, যেমন—মসজিদ, ঘর বা অনুরূপ স্থানে ছুত্‌রার আবশ্যক নাই।

ছুতরার বাহির দিয়া চলাচলে কোন গোনাহ্‌ হয় না। ভিতর দিয়া চলাচল করিলে ভীষণ গোনাহ্‌ হইবে। (হাদীসে আছে ঃ চল্লিশ দিন দাঁড়াইয়া থাকা বরং ভাল, তবু নামাযীর সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করা উচিত নহে।) ইমামের ছুত্‌রাহ্‌ মুছল্লীদের জন্য যথেষ্ট। (পুঁতিতে না পারিলে বা পুঁতিবার

মত উপযুক্ত কিছু পাওয়া না গেলে অগত্যা চেয়ার, টুল, মোড়া যাহা পাওয়া যায় এবং যে ভাবে রাখা যায় রাখিয়া দিবে। মানুষ ব্যতীত অন্য কোন জীব জন্তুর যাতায়াতে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না।)

২২। মাসআলাঃ লাহেক্ ঐ মুক্তাদীকে বলে, জমা'আতে শামিল হওয়ার পর যে মুক্তাদীর কিছু রাকা'আত বা সম্পূর্ণ রাকা'আত ছুটিয়া যায়। কোন ওযরবশতঃ হউক, যেমন নামাযে ঘুমাইয়া গেল, ইত্যবসের কোন রাকা'আত ইত্যাদি ছুটিয়া গেল, কিংবা লোকের আধিক্যের কারণে রুকূ সজ্দা ইত্যাদি করিতে পারিল না, কিংবা ওযূ টুটিয়া যাওয়ায় ওযূ করিতে গেল ইত্যবসরে কিছু রাকা'আত ছুটিয়া গেল, (খওফের নামাযে প্রথম দল লাহেক্। এরূপে যে মুকীম মুক্তাদী মুসাফির ইমামের এক্তেদা করে এবং মুসাফির কছর করে, তখন সেই মুকীম ঐ ইমামের নামায শেষ করার পর লাহেক্) কিংবা বিনা ওযরে ছুটিয়া গেল, যেমন ইমামের আগে কোন রাকা'আতের রুকূ বা সজ্দা করিল এবং এই কারণে এই রাকা'আত ধর্তব্য হইল না, তবে ঐ রাকা'আতের হিসাবে সে লাহেক্ বলিয়া গণ্য হইবে। লাহেকের কর্তব্য, যেই রাকা'আতগুলি ছুটিয়া গিয়াছে, প্রথমে ঐগুলি আদায় করিবে। তৎপর যদি জমা'আত বাকী থাকে, তবে জমা'আতে শরীক হইবে। নতুবা অবশিষ্ট নামাযও নিজে নিজে পড়িয়া লইবে।

২৩। মাসআলাঃ লাহেকের যে পরিমাণ নামায ছুটিয়া যায়, তাহা সে মুক্তাদীর মতই পড়িবে অর্থাৎ, ইমামের পিছনে যেরূপ মুক্তাদীর কেরাআত পড়িতে হয় না, বা মুক্তাদীর ছহো সজ্দাও দিতে হয় না, তদ্রূপ লাহেক্ও তাহার নামায একা একা পড়িবার সময় কেরা'আত পড়িবে না এবং তাহার ভুল হইলে তদ্দরুন ছহো সজ্দাও করিবে না।

২৪। মাসআলাঃ ইমামের সঙ্গে শরীক হইবার পূর্বে যে মুক্তাদীর কিছু রাকা'আত ছুটিয়া গিয়াছে তাহাকে 'মাসবুক' বলে। মাসবুকের প্রথমে যে কয় রাকা'আত ছুটিয়া গিয়াছে ইমামের সালাম ফিরানের পর তাহা উঠিয়া পড়িবে।

২৫। মাসআলাঃ মাসবুকের যে কয় রাকা'আত ছুটিয়া গিয়াছে, মুনফারেদের মত কেরাআত সহকারে আদায় করিতে হইবে। আর যদি ঐ সমস্ত রাকা'আতে ছহো হয়, তবে সজ্দায় ছহো করিতে হইবে।

২৬। মাসআলাঃ মাসবুকের যে কয় রাকা'আত ছুটিয়া গিয়াছে, তাহা আদায় করিবার নিয়ম এইঃ প্রথমে কেরাআত বিশিষ্ট রাকা'আত, তারপর কেরাআত বিহীন রাকা'আত আর যে কয় রাকা'আত ইমামের সঙ্গে পড়িয়াছে সেই হিসাবে বৈঠক করিবে অর্থাৎ ঐ রাকা'আতের হিসাবে যাহা দ্বিতীয় রাকা'আত হইবে, উহাতে প্রথম বৈঠক করিবে। আর তিন রাকা'আতী নামাযে যাহা তৃতীয় রাকা'আত হইবে, উহাতে শেষ বৈঠক করিবে। যেমন, যোহরের নামাযের তিন রাকা'আত হইয়া যাওয়ার পর, কোন লোক শরীক হইল, এখন সে ইমামের সালাম ফেরানোর পর দাঁড়াইয়া যাইবে এবং যে কয় রাকা'আত ছুটিয়া গিয়াছে তাহা আদায় করিবার নিয়ম হইল—প্রথম রাকা'আতে সুবহানাকার পর সূরা-ফাতেহার সহিত কোন একটি সূরা মিলাইয়া রুকূ সজ্দা করিয়া প্রথম বৈঠক করিবে ও তাশাহ্হুদ পড়িবে। কেননা, পাওয়া রাকা'আত হিসাবে ইহা দ্বিতীয় রাকা'আত। অতঃপর দ্বিতীয় রাকা'আতেও সূরা-ফাতেহার সহিত সূরা মিলাইবে এবং ইহার পর বৈঠক করিবে না। কেননা পাওয়া রাকা'আত হিসাবে ইহা তৃতীয় রাক'আত অতঃপর তৃতীয় রাকা'আতে সূরা-ফাতেহার সহিত কোন সূরা মিলাইবে না। কেননা, ইহা কেরাআতের রাকা'আত

ছিল না। আর ইহাতে বৈঠক করিবে। ইহা হইল শেষ বৈঠক। বুঝিবার জন্য বিষয়টি বিস্তারিতভাবে লিখিতেছি।

(মাসবুক্ব যে রাকা'আতের রুকূ পাইয়াছে, সে রাকা'আত পুরাই পাইয়াছে এবং যে রাকা'আতের রুকূ পায় নাই সেই রাকা'আত পড়িবে। কিন্তু জমা'আতে তৎক্ষণাৎ শরীক হইয়া যাইবে। এমনকি, যদি ইমামকে সজ্‌দার মধ্যে পায়, তবে সজ্‌দার মধ্যেই শরীক হইয়া যাইবে, যদি আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে পায়, আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যেই শরীক হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় শরীক হইবার নিয়ম এই যে, সোজা দাঁড়াইয়া নিয়্যত করিয়া হাত উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া হাত বাঁধিয়া আবার আল্লাহু আকবর বলিয়া রুকূতে বা সজ্‌দায় বা আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে গিয়া শরীক হইবে। যে সব রাকা'আত ছুটিয়া গিয়াছে তাহা সে মুন্‌ফারেদের মত আদায় করিবে। অর্থাৎ, তাহার সানা তাআওওয, বিস্‌মিল্লাহ্‌, কেরাআত সব কিছুই পড়িতে হইবে এবং যদি ভুল হয়, তবে ছহো সজ্‌দাও করিতে হইবে। যদি কেহ মাগরিবের এক রাকা'আত মাত্র পায়, তবে ইমামের বাম দিকে সালাম ফিরাইবার পর এবং যদি ইমামের ছহো সজ্‌দা থাকিয়া থাকে, তবে সজ্‌দা করার পর আবার আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া যখন বাম দিকে সালাম ফিরান হইয়া যাইবে, তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং ছানা, তাআওওয, বিসমিল্লাহ্‌, কেরাআত ইত্যাদি সহ এক রাকা'আত পড়িয়া বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে এবং পুনরায় উঠিয়া আর এক রাকা'আত কেরাআতসহ পড়িয়া আত্তাহিয়্যাতু দুরূদ, দো'আ মাছুরা পড়িয়া শেষে সালাম ফিরাইবে। এইরূপে যদি এশা, যোহর বা আছরের মাত্র এক রাকা'আত পায়, তবেও ইমামের সালাম ফিরাইবার পর তাহাকে উঠিয়া এক রাকা'আত কেরাআতসহ পড়িয়া বসিতে হইবে এবং তারপর উঠিয়া এক রাকা'আত কেরাআতসহ এবং এক রাক্‌'আতে শুধু সূরা-ফাতেহা পড়িবে।)

২৭। মাসআলা ঃ যদি কেহ 'মাসবুক্‌ও' হয় এবং 'লাহেক্‌ও' হয়, তবে সে যে কয় রাকা'আতে লাহেক্‌ হইয়াছে তাহা আগে বিনা কেরাআতে পড়িবে (যেন সে ইমামের পিছেই পড়িতেছে)। তারপর যে কয় রাকা'আতে মাসবুক হইয়াছে তাহা কেরাআতসহ পড়িবে (যেন সে একা একা পড়িতেছে) ; যেমন—যদি কোন মুক্বীম এশার নামাযের এক রাকা'আত হইয়া যাওয়ার পর দ্বিতীয় রাকা'আতে কোন মুসাফির ইমামের পিছে এক্তেদা করে, তবে সে প্রথম রাক'আতের জন্য মাসবুক্ব হইল এবং তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আতের জন্য লাহেক্‌ হইল। অতএব, ইমামের যখন সালাম ফিরান শেষ হইবে, তখন সে দাঁড়াইয়া আগে ৩য় ও ৪র্থ রাকা'আত কেরাআত ছাড়া পড়িবে এবং ইমামের হিসাবে চতুর্থ রাকা'আতের পর বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু 'আবদুহু ওয়া রসূলুহু' পর্যন্ত পড়িয়া, পুনরায় উঠিয়া প্রথম রাকা'আত কেরাআত সহ পড়িবে এবং বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ ও দো'আ মাছুরা পড়িয়া সালাম ফিরাইবে। যদি কোন ব্যক্তি আছর বা যোহরের নামাযের এক রাকা'আত পড়ার পর দ্বিতীয় রাকা'আতে জমা'আতে দাখিল হয় এবং দাখিল হওয়ার পর রাকা'আত পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাহার ওযূ টুটিয়া যায়, তবে তাহার জন্য বেহ্‌তের ও আফযল এই যে, তৎক্ষণাৎ নামায ছাড়িয়া দিয়া ওযূ করিয়া আসিয়া এক রাকা'আত বা দুই রাকা'আত যাহাকিছু পায় তাহাই ইমামের সঙ্গে পড়িয়া অবশিষ্ট রাকা'আতগুলি মাসবুকরূপে পড়ে, (কিন্তু যদি সে 'বেনা'র মাসআলা উত্তমরূপে অবগত থাকে এবং বেনা করিতে চায়, তবে সে মাসবুকও লাহেক হইবে ;) অতএব, ওযূ করিয়া আসিয়া যদি ইমামকে নামাযের মধ্যে পায়, তবে ইমামের সঙ্গে শরীক হইয়া যাইবে এবং ইমাম সালাম ফিরাইবার পর দাঁড়াইয়া যে কয় রাকা'আতে সে লাহেক

হইয়াছে, তাহা আগে পড়িয়া শেষে প্রথম রাকা'আত যাহা আগেই ছুটিয়া গিয়াছে পড়িবে, আর যদি ওযু করিয়া আসিয়া দেখে যে, ইমাম সালাম ফিরাইয়া ফেলিয়াছে, তবে সে প্রথম এক রাকা'আতে মাসবুক এবং শেষের তিন রাকা'আতে লাহেক হইল। অতএব, সে প্রথমে শেষের এই তিন রাকা'আত সূরা-কেরাআত ছাড়া পড়িবে, যেন সে ইমামের পিছনেই পড়িতেছে; কিন্তু এই তিন রাকা'আতের প্রথম রাকা'আত পড়িয়া বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে। কেননা, ইহা ইমামের দ্বিতীয় রাকা'আত; তারপর তৃতীয় রাক'আত পড়িয়া আবার বসিবে এবং আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে। কেননা, ইহা ইমামের চতুর্থ রাকা'আত, তারপর প্রথম রাকা'আত সূরা কেরাআতসহ পড়িবে। কেননা, এই রাকা'আতে সে মাসবুক্ এবং মাসবুক্ মুনফারেদের মত কেরাআত পড়িবে। তারপর বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু ও দুরূদ পড়িবে ও সালাম ফিরাইবে। কেননা, ইহা তাহার শেষ রাকা'আত।

২৮। **মাসআলা ঃ** ইমামের সঙ্গে সঙ্গেই নামাযের সমস্ত রোকন আদায় করা মুক্তাদীদের জন্য সুন্নত, দেরী করা উচিত নহে। তাহ্‌রীমা, রুকূ, কওমা, সজ্‌দা ইত্যাদি সব রোকনই ইমামের সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করিবে; দেরী করিবে না (আগে ত করিবেই না) কা'দায়ে উলা অর্থাৎ, প্রথম বৈঠকে যদি মুক্তাদীর আত্তাহিয়্যাতু পুরা হইবার পূর্বেই ইমাম দাঁড়াইয়া যায়, তবে মুক্তাদী আত্তা-হিয়্যাতু পুরা না করিয়া দাঁড়াইবে না, পুরা করিয়া তারপর দাঁড়াইবে। এইরূপে কা'দায়ে আখিরাতে অর্থাৎ শেষ বৈঠকে যদি (ঘটনাক্রমে) মুক্তাদী আত্তাহিয়্যাতু অর্থাৎ, আব্‌দুহু ওয়া রাসূলুহু পর্যন্ত পুরা করিবার পূর্বেই ইমাম সালাম ফিরায়, তবে মুক্তাদী সালাম ফিরাইবে না, আত্তাহিয়াতু পুরা করিয়া তারপর সালাম ফিরাইবে। কিন্তু যদি রুকূ বা সজ্‌দায় মুক্তাদী তস্‌বীহ্ পূর্ণ করিবার পূর্বেই ইমাম উঠিয়া যায়, তবে ইমামের সঙ্গে সঙ্গেই উঠিবে। (অবশ্য বিনা কারণে ইমামের বেশী জল্‌দী করা উচিত নহে বা মুক্তাদীরও অলস বা অমনোযোগী হওয়া ঠিক নহে! আবার যদি কোন কারণ বশতঃ মুক্তাদীও কিছু দেরী করিয়া ফেলে তাহাতে তাহার নামায় বাতিল হইবে না।)

জমা'আতে শামিল হওয়া

১। **মাসআলা ঃ** নামাযের জমা'আতের খুব খেয়াল রাখিবে। জমা'আতের সময়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। জমা'আত শুরু হওয়ার সময়ের কিছু পূর্বে মসজিদে পৌঁছিবে, সুন্নত পড়িবে বা তাহিয়্যাতুল সমজিদ পড়িবে এবং নামাযের আগে ও পরে কিছুক্ষণ চক্ষু বন্ধ করিয়া মাথা ঝুঁকাইয়া নামাযের বিষয়, খোদার দরবারে হাযিরের বিষয়ও চিন্তা করিবে, খোদার রহ্‌মত এবং নিজের দোষ-ত্রুটি দেখিবে। খেয়াল রাখা সত্ত্বেও যদি (দৈবাৎ কোন দিন দেরী হইয়া যায় এবং) মস্‌জিদে গিয়া দেখে যে, জমা'আত হইয়া গিয়াছে, তবে (ঐ মস্‌জিদে ছানী জমা'আত করা সুন্নতের খেলাফ) জমা'আতের তালাশে অন্য মস্‌জিদে যাওয়া মোস্তাহাব, বাড়ীতে ফিরিয়া বাড়ীর ছেলেপেলেদের এবং মেয়েলোকদের লইয়াও জমা'আত করিতে পারে (বা মসজিদেই একা চুপে চুপে নামায পড়িয়া আসিতে পারে। জমা'আতের খেয়াল ছিল বলিয়া জমা'আত তরকের গোনাহ্ হইবে না)।

২। **মাসআলা ঃ** ঘটনাক্রমে বাড়ীতে একা ফরয নামায পড়িয়া যদি মসজিদে আসিয়া দেখে যে, মসজিদে জমা'আত হইতেছে বা এখনই হইবে। তখন যদি যোহর বা এশার নামায হয়, তবে তো তাহার জমা'আতে শরীক হওয়া উচিত, এই নামায তাহার নফল হইয়া যাইবে; আর যদি ফজর, আছর বা মাগ্‌রীবের নামায হয়, তবে জমা'আতে শরীক হইবে না; কেননা, ফজর এবং

আছরের পর নফল পড়া মকরূহ্ এবং মাগ্‌রিবের নামায তিন রাকা'আত অথচ তিন রাকা'আত নফল শরীঅতে নাই।

৩। **মাসআলা ঃ** কেহ ফরয নামায শুরু করিয়াছে, তারপর ঐ নামাযেরই জমা'আত শুরু হইল, এখন তাহার কি করা উচিত ? যদি দুই বা তিন রাকা'আতওয়ালা নামায হয় এবং যদি এখন সে দ্বিতীয় রাকা'আতের সজ্‌দা না করিয়া থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ (ডান দিকে এক সালাম ফিরাইয়া) জমা'আতে শরীক হইবে।

আর যদি দ্বিতীয় রাক'আতের সজ্‌দা করিয়া থাকে, তবে ঐ নামাযই পুরা করিতে হইবে, (জমা'আতে শরীক হইবে না।) আর যদি চারি রাকা'আতওয়ালা নামায হয় এবং প্রথম রাকা'আতের সজ্‌দা না করিয়া থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ ডান দিকে এক সালাম ফিরাইয়া জমা'আতে শরীক হইবে; কিন্তু যদি এক সজ্‌দাও করিয়া থাকে, তবে তাহার দুই রাকা'আতই পূর্ণ করিয়া সালাম ফিরাইয়া জমা'আতে শরীক হইবে।

যদি দুই রাকা'আত পূর্ণ করিয়া তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়াইয়া থাকে এবং এখনও তৃতীয় রাকা'আতে সজ্‌দা না করিয়া থাকে, তবে ঐ দণ্ডায়মান অবস্থায়ই সালাম ফিরাইয়া জমা'আতে শরীক হইতে হইবে; কিন্তু যদি তৃতীয় রাকা'আতের সজ্‌দা করিয়া থাকে, তবে ঐ নামায ছাড়িতে পারিবে না, চারি রাকা'আত পূর্ণ করিতে হইবে। তখন যদি যোহর বা এ'শার ওয়াক্ত হয়, তবে চারি রাকা'আত পূর্ণ করিয়া সালাম ফিরইয়া পুনরায় জমা'আতে শরীক হইতে হইবে, আর যদি আছরের ওয়াক্ত হয়, তবে চারি রাকা'আত পূর্ণ করিয়া জমা'আতে শরীক হইতে পারিবে না।

৪। **মাসআলা ঃ** যদি সুন্নত বা নফল নামায শুরু করিবার পর, জমা'আত বা জুমু'আর খোৎবা শুরু হয়, তবে সেই নামায ছাড়িবে না, দুই রাকা'আত পূর্ণ করিয়া সালাম ফিরাইয়া তারপর জমা'আতে শরীক হইবে, যদি চারি রাকা'আতের নিয়্যত বাঁধিয়া থাকে, তবুও দুই রাকা'আত পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া জমা'আতে শরীক হইবে। আর যদি চারি রাকা'আতের নিয়্যত বাঁধিয়া থাকে এবং তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়াইয়া থাকে; তারপর জমা'আত (বা জুমু'আর খোৎবা) শুরু হয়, তবে চারি রাকা'আতই পূর্ণ করিবে।

৫। **মাসআলা ঃ** যদি যোহর বা জুমু'আর সুন্নতে মোয়াক্কাদা চারি রাকা'আত শুরু করার পর, জুমু'আর খোৎবা বা যোহরের জমা'আত শুরু হয় এবং খোৎবা শুনে, তবে দুই রাক'আতের পর সালাম ফিরাইয়া গিয়া জুমু'আতে শরীক হইবে। তবে ফরযের পর পুনরায় এই চারি রাকা'আত পড়িতে হইবে। কিন্তু যদি আছর বা এ'শার সুন্নত চারি রাকা'আতের নিয়্যত করার পর জামা'আত শুরু হওয়ার কারণে দুই রাকা'আত পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া জামা'আতে শরীক হয়, তবে অবশিষ্ট দুই রাকা'আত আর পড়িতে হইবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** ফরয নামায শুরু হইলে তখন আর সুন্নত বা নফল অন্য কোন নামায হইতে পারে না। (অবশ্য আগের ওয়াক্তের ফরয নামায যদি কোন কারণবশতঃ না পড়িয়া থাকে, তবে শুধু ফরয রাকা'আতগুলি পড়িয়া লইতে হইবে, তারপর জমা'আতে শরীক হইতে হইবে; কিন্তু ফজরের সুন্নতের খুব বেশী তাকীদ আসিয়াছে, সেই জন্য যদি সুন্নত পড়িয়া জমা'আতের সঙ্গে এক রাকা'আতও পাওয়ার আশা থাকে এবং সন্নিকটে নামায পড়িবার জায়গা থাকে বা মসজিদের বারান্দা থাকে, তবে সেইখানে সুন্নত পড়িয়া লইবে, (কিন্তু যদি এক রাকা'আতও পাইবার আশা না থাকে, তবে ঐ সময় সুন্নত পড়িবে না, ফজরের জমা'আতে শামিল হইয়া যাইবে এবং সুন্নত

সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়িবে না, বেলা উঠিবার পর পড়িবে। কিন্তু কর্মব্যস্ত লোক হইলে এবং পরে পড়িবার সুযোগ পাইবার আশা না থাকিলে, যদি ফরযের পরই পড়িয়া লয়, তবে তাহাকে নিষেধ করিবে না।) জমা'আত শুরু হইয়া যাওয়ায় যদি যোহরের পূর্বের চারি রাকা'আত সুন্নত থাকিয়া যায়, তবে তাহা ফরযের পরবর্তী দুই রাকা'আত সুন্নতের পরে পড়াই ভাল।

৭। **মাসআলা ঃ** যদি ভয় হয় যে, ফজরের সুন্নতের সমস্ত মোস্তাহাব এবং সুন্নত আদায় করিয়া পড়িতে গেলে জমা'আত ছুটিয়া যাইবে, তবে মোস্তাহাব এবং সুন্নত বাদ দিয়া, শুধু ফরয এবং ওয়াজিব আদায় করিয়া সুন্নত পড়িয়া লইবে। অর্থাৎ, রুকূ সজ্‌দার তসবীহ্ না পড়িয়া, শুধু তাশাহ্‌হুদ পড়িয়া ছালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে। দুরূদ ও দো'আ মাছুরা পড়িবে না।

৮। **মাসআলা ঃ** জমা'আত হওয়াকালীন তথায় অন্য কোন নামায পড়া মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। কাজেই ফজরের জমা'আত শুরু হইয়া গেলে, যদি ফজরের সুন্নত পড়িতে হয়, তবে বারান্দায় বা বাহিরে পড়িবে। একান্ত যদি জায়গা না পাওয়া যায়, তবে পিছনের এক কোণে গিয়া পড়িবে, কাতারে দাঁড়াইয়া পড়িবে না।

৯। **মাসআলা ঃ** জমা'আতের সঙ্গে যদি আখেরী বৈঠক (ক্বা'দায়ে আখিরা) পায়, তবুও জমা'আতের ছওয়াব পাইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** ইমামের সঙ্গে যে রাকাআতের রুকূ পাইবে সে রাকা'আত পাওবার মধ্যে গণ্য হইবে, কিন্তু যদি রুকূ না পাওয়া যায়, তবে সে রাকা'আত পাওয়ার হিসাবের মধ্যে ধরা যাইবে না, (অবশ্য শরীক হইয়া যাইতে হইবে এবং পরে আবার সেই রাকা'আত পড়িতে হইবে।

যে যে কারণে নামায ফাসেদ হয়

[লোক্‌মা দেওয়ার মাসআলা]

ভুল কেরাআত পাঠকের ভুল সংশোধন করিয়া দেওয়াকে 'লোক্‌মা দেওয়া' বলে।

১। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে নিজের ইমাম ব্যতীত অন্য কাহাকেও লোক্‌মা দিলে নামায বাতিল হইয়া যায়।

২। **মাসআলা ঃ** ছহীহ্ ক্বওল এই যে, ইমামকে লোক্‌মা দিলে নামায বাতিল হইবে না; ইমাম যদি যরূরত পরিমাণ কেরাআত পড়ার আগেই আট্‌কিয়া যায় এবং সেই অবস্থায় লোক্‌মা দেয়, তবে ত নামায বাতিল হইবে না; এমনকি, যদি যরূরত পরিমাণ কেরাআত পড়ার পরও লোক্‌মা দেয়, তবুও নামায বাতিল হইবে না। অর্থাৎ, যেই নামাযে যেই পরিমাণ কেরাআত পড়া সুন্নত সেই পরিমাণ কেরাআত পড়া।

৩। **মাসআলা ঃ** ইমাম যদি যরূরত পরিমাণ কেরাআত পড়িবার পর আট্‌কিয়া যায় তবে তাহার তৎক্ষণাৎ রুকূতে যাওয়া উচিত, (বার বার দোহ্‌রাইয়া বা ভুল বাদ্ দিয়া পড়িয়া বা চুপ করিয়া থাকিয়া) মুক্তাদীকে লোক্‌মা দেওয়ার জন্য মজ্‌বুর করা উচিত নহে, এইরূপ করা মক্‌রূহ। মুক্তাদীদেরও বিনা যরূরতে লোক্‌মা দেওয়া ঠিক নহে। বিনা যরূরতে লোক্‌মা দেওয়া মক্‌রূহ্ ঃ এখানে যরূরতের অর্থ হইল, ইমাম যদি যরূরত পরিমাণ কেরাআত পড়িতে না পারে, আট্‌কিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে বা বার বার দোহ্‌রাইতে থাকে বা ভুল রাখিয়া সামনে পড়া শুরু করে, তবে মুক্তাদী লোক্‌মা দিবে। অবশ্য যদি এইরূপ যরূরত ছাড়াও নিজের ইমামকে লোক্‌মা দেয়, তবে তাহাতে নামায বাতিল হইবে না; মক্‌রূহ্ হইবে।

৪। মাসআলা ঃ একজন লোক নামায পড়িতেছে, তাহাকে তাহার মু ক্তাদী ছাড়া অন্য কেহ্ লোক্‌মা দিল, যদি সে ঐ লোক্‌মা লয়, তবে তাহার নামায বাতিল হইয়া যাইবে, অবশ্য যদি তাহার নিজেরই স্মরণ হইয়া থাকে, (লোক্‌মার সঙ্গে সঙ্গে বা আগে বা পরে) এবং নিজের স্মরণ অনুসারে পড়ে, তবে তাহার নামায ফাসেদ হইবে না।

৫। মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি নামাযের মধ্যে থাকিয়া নিজের ইমাম ছাড়া অন্য কাহাকে লোক্‌মা দেয়, তবে তাহার নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে। অন্য ব্যক্তি নামাযের মধ্যে হউক বা না হউক।

৬। মাসআলা ঃ যদি মুক্তাদী অন্যের পড়া শুনিয়া কিংবা কোরআন মজীদ দেখিয়া ইমামকে লোক্‌মা দেয়, তবে তাহার নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে, যদি ইমাম লোক্‌মা লয়, তাঁহারও নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে। আর যদি কোরআন মজীদ দেখিয়া বা অন্যের পড়া শুনিয়া মুক্তাদীর স্মরণ হয় এবং নিজের স্মরণেই লোক্‌মা দেয়, তবে নামায ফাসেদ হইবে না।

৭। মাসআলা ঃ এইরূপে যদি নামাযে কোরআন মজীদ দেখিয়া একটি আয়াত পড়ে, তবুও নামায ফাসেদ হইবে। কিন্তু যে আয়াত দেখিয়া পড়িয়াছে, তাহা যদি প্রথম হইতে ইয়াদ থাকিয়া থাকে, তবে নামায ফাসেদ হইবে না কিংবা প্রথম হইতে স্মরণ তো ছিল না কিন্তু এক আয়াতের কম দেখিয়া পড়িয়া থাকে, তবে নামায ফাসেদ হইবে না।

৮। মাসআলা ঃ মেয়েলোক যদি পুরুষের সঙ্গে এইরূপে দাঁড়ায় যে, একজনের কোন অঙ্গ অপর জনের কোন অঙ্গের বরাবর হইয়া যায়, তবে নিম্ন শর্তে নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে। এমন কি, যদি সজ্‌দায় যাওয়ার সময় মেয়েলোকের মাথা পুরুষের পা বরাবর হইয়া যায় তবুও নামায ফাসেদ হইবে।

১ম শর্ত ঃ মেয়েলোক বালেগা হওয়া চাই (যুবতী হইক বা বৃদ্ধা হইক,) কিংবা সহবাস উপযোগী নাবালেগা হউক। আর যদি অল্প বয়স্কা নাবালেগা মেয়ে নামাযে বরাবর হইয়া যায়, তবে নামায ফাসেদ হইবে না।

২য় শর্ত ঃ উভয়েই নামাযে হওয়া চাই। যদি একজন নামাযে অন্যজন নামাযের বাহিরে থাকে, তবে এরূপ বরাবর হওয়ায় নামায ফাসেদ হইবে না।

৩য় শর্ত ঃ উভয়ের মাঝে কোন আড়াল না হওয়া। যদি মাঝখানে কোন পর্দা থাকে কিংবা কোন সুতরা থাকে, অথচ মাঝখানে এত পরিমাণ জায়গা খালি থাকে যে, অনায়াসে একটি লোক দাঁড়াইতে পারে, তবে নামায ফাসেদ হইবে না।

৪র্থ শর্ত ঃ নামায ছহীহ্ হওয়ার শর্তাবলী ঐ মেয়েলোকের মধ্যে থাকা চাই। কাজেই মেয়েলোক যদি পাগল অথবা ঋতুমতী বা নেফাস অবস্থায় হয়, তবে ঐ মেয়েলোকের বরাবরী হইলে নামায ফাসেদ হইবে না। কেননা, এসব অবস্থায় এই মেয়েলোক নামাযের মধ্যে গণ্য নহে।

৫ম শর্ত ঃ জানাযার নামায না হওয়া চাই। জানাযার নামাযে বরাবর হইলে নামায ফাসেদ হইবে না।

৬ষ্ঠ শর্ত ঃ বরাবরী এক রোকন পরিমাণ। (অর্থাৎ তিন তসবীহ্ পড়ার সময় পরিমাণ) স্থায়ী হওয়া চাই। যদি ইহার কম সময় বরাবর থাকে, তবে ফাসেদ হইবে না। যেমন, এতটুকু সময় বরাবর রহিয়াছে, ঐ পরিমাণ সময়ে রুকূ সজ্‌দা ইত্যাদি হইতে পারে না। এই অল্প সময়ের বরাবরীতে নামায ফাসেদ হয় না।

৭ম শর্ত ঃ উভয়ের তাহ্‌রীমা এক হওয়া চাই। অর্থাৎ এই মেয়েলোক ঐ পুরুষের মুক্তাদী হওয়া, কিংবা উভয়ে কোন তৃতীয় ব্যক্তির মুক্তাদী হওয়া।

৮ম শর্ত ঃ ইমামের নামাযের প্রথমে বা মাঝখানে যখন মেয়েলোক শামিল হইয়াছে তাহার ইমামতের নিয়্যত করা চাই। ইমাম যদি ইমামতের নিয়্যত না করে, তবে এই বরাবরীতে নামায ফাসেদ হইবে না; বরং ঐ মেয়েলোকের নামায ছহীহ্ হইবে না।

৯। **মাসআলা ঃ** কোন স্ত্রীলোক পুরুষের কাতারে দাঁড়াইয়া জমা'আতে নামায পড়িলে পার্শ্ববর্তী পুরুষদের নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** ইমামের ওযূ টুটিয়া গেলে ইমাম যদি কোন উপযুক্ত লোককে খলীফা না বানাইয়া মসজিদ হইতে বাহির হইয়া যায়, তবে মুক্তাদীদের নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে।

১১। **মাসআলা ঃ** ইমাম যদি কোন পাগল, নাবালেগ বা মেয়েলোককে—যে ইমামের অযোগ্য এরূপ খলীফা বানায়, তবে সকলের নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে।

১২। **মাসআলা ঃ** স্বামী নামায পড়িবার সময় যদি স্ত্রী তাহাকে চুম্বন করে (এবং স্বামীর মনে কোন চাঞ্চল্য না জন্মে) তবে তাহার নামায নষ্ট হইবে না, কিন্তু মনে চাঞ্চল্য জন্মিলে নামায নষ্ট হইয়া যাইবে। যদি মেয়েলোক নামায পড়ার সময় পুরুষ তাহাকে চুম্বন করে, তবে মেয়েলোকের নামায ফাসেদ হইবে। কামভাবে চুম্বন করুক কিংবা বিনা কামভাবে। মেয়েলোকের মধ্যে কামভাব উদয় হউক বা না হউক।

১৩। **মাসআলা ঃ** নামাযীর সামনে দিয়া যদি কেহ যাইতে চায়, তবে তাহাকে বাধা দেওয়া জায়েয আছে, কিন্তু যদি নামাযের মধ্যে থাকিয়া বাধা দিতে গিয়া 'আমলে কাছীর' করিতে (অর্থাৎ, কথা বলিতে হয়, বা হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে হয়, বা ধাক্কাধাক্কী করিতে) হয়, তবে নামায বাতিল হইয়া যাইবে, কিন্তু যদি আস্তে হাত দিয়া ইশারা করিয়া দেয়, বা সোব্‌হানাল্লাহ্ বলিয়া সতর্ক করিয়া দেয়, তবে তাহাতে নামায নষ্ট হইবে না। —বেহেশ্‌তী গওহর

আরম্ভ নামায ছাড়িয়া দেওয়া যায়

১। **মাসআলা ঃ** নামায পড়িতে পড়িতে যদি (রেল) গাড়ী ছাড়িয়া দেয় অথচ রেলগাড়ীতে আসবাবপত্র রাখা থাকে বা বিবি বাচ্চা বসা থাকে, তখন নামায ছাড়িয়া দিয়া গাড়ীতে উঠা জায়েয আছে। [কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এত মেহেরবান যে, বন্দার এক দেরহাম (এক সিকি) পরিমাণ ক্ষতিও তিনি করাইতে চান না।]

২। **মাসআলা ঃ** নামাযের সময় যদি সামনে সাপ আসিয়া পড়ে, তবে উহার ভয়ে নামায ছাড়িয়া দিয়া (নিজের জীবন লইয়া) পলায়ন করা বা সাপকে মারা জায়েয আছে।

৩। **মাসআলা ঃ** রাত্রে মুরগী বাহিরে রহিয়া গিয়াছিল, নামায পড়িতে জানা গেল যে, শৃগাল বা বিড়াল মুরগী ধরিবার জন্য আসিয়াছে, এমতাবস্থায় নামায ছাড়িয়া মুরগীর জীবন রক্ষা করা জায়েয আছে (তারপর শান্তির সহিত নামায পড়িবে।)

৪। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে জানা গেল যে, জুতা-চোর আসিয়া জুতা ধরিয়াছে, এমতাবস্থায় নামায ছাড়িয়া জুতার হেফাযত করা জায়েয আছে।

৫। **মাসআলা ঃ** বন্দার এক সিকি পরিমাণ ক্ষতি হইবার আশঙ্কা যেখানে আছে, সেখানেও শরীঅতে মাল রক্ষার জন্য নামায ছাড়িয়া পরে পড়িবার এজাযত দিয়াছে। যেমন, চুলার

তরকারীর পাতিল উৎরাইয়া পড়িতেছে যাহার দাম ৩/৪ আনা, তখন নামায ছাড়িয়া উহা ঠিক করা জায়েয আছে।

৬। মাসআলাঃ নামাযের মধ্যে যদি পেশাব পায়খানার বেগ হয়, তবে নামায ছাড়িয়া দিবে এবং পেশাব-পায়খানা করিয়া আসিয়া শান্তির সহিত নামায পড়িবে।

৭। মাসআলাঃ নামাযে থাকিয়া জানিতে পারিল যে, একজন অন্ধ কূয়া বা গর্তের মধ্যে পড়িয়াছে বা একটি ছেলে আগুনে বা পানিতে পড়িয়া জীবন হারাইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন নামায ছাড়িয়া দিয়া অন্ধ বা ছেলের জীবন রক্ষা করা ফরয। যদি নামায না ছাড়ে এবং ছেলে বা অন্ধ পড়িয়া মারা যায়, তবে গোনাহ্‌গার হইবে।

৮। মাসআলাঃ নামাযের মধ্যে থাকিয়া জানিতে পারিল যে, ছেলের কাপড়ে আগুন লাগিয়াছে, এরূপ অবস্থায় নামায ছাড়িয়া দিয়া ছেলের জীবন রক্ষা করা ফরয। (অবশ্য যদি অন্য লোক রক্ষাকারী থাকে, তবে নামায ছাড়িবার দরকার নাই।)

৯। মাসআলাঃ মা-বাপ, দাদা-দাদী, নানা-নানী যদি কোন বিপদে পড়িয়া ডাকেন, তবে ফরয নামাযও ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদের সাহায্য করা ওয়াজিব হইবে। যদি তাঁহারা কেহ পীড়িত থাকেন এবং পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি কোন প্রয়োজনে বাহিরে গিয়া হয়ত পা পিছলাইয়া বা কাঁপিয়া পড়িয়া গিয়া ডাকিতেছেন, এমতাবস্থায় ফরয নামাযও ছাড়িয়া দিবে এবং গিয়া তাঁহাদের সাহায্য করিবে। অবশ্য যদি অন্য লোক সঙ্গে থাকে এবং উঠাইয়া আনে, তবে অনর্থক নামায ছাড়িবে না।

১০। মাসআলাঃ আর যদি এখনও পা পিছলাইয়া বা কাঁপিয়া না পড়িয়া থাকেন, কিন্তু পড়িয়া যাইবার ভয়ে ডাকেন, তবুও নামায ছাড়িয়া দিবে এবং তাঁহাদের সাহায্য করিবে।

১১। মাসআলাঃ উক্তরূপ যরূরত ছাড়া ডাকিলে ফরয নামায ছাড়া জায়েয নহে।

১২। মাসআলাঃ নফল বা সুন্নত নামায পড়িবার সময় যদি মা-বাপ, দাদা-দাদী, নানা-নানী যে কেহ ডাকেন, তবে যদি নামাযে আছে একথা না জানিয়া তাঁহারা ডাকেন কিংবা বিপদ ছাড়া ডাকেন, তবে নামায ছাড়িয়া তাঁহাদের ডাকে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব, অন্যথায় গোনাহ্‌গার হইবে। আর যদি নামায পড়িতেছে একথা জানা সত্ত্বেও অযথা ডাকেন, তবে নামায ছাড়িবে না, অবশ্য যদি বিপদে বা কষ্টে পড়িয়া ডাকেন, তবে নামায ছাড়িয়া দিবে।

নামাযে ওযূ টুটিয়া গেলে—(বেঃ গওহর)

নামাযের মধ্যে অস্বাভাবিক কোন কারণে বা মানুষের ইচ্ছাকৃত কোন কর্মে যদি ওযূ টুটিয়া যায়, তবে ওযূর সঙ্গে সঙ্গে নামাযও বাতিল হইয়া যাইবে; যথা,যদি নামাযের মধ্যে গোসলের হাজত হয়, বা খিলখিল্ করিয়া হাসিয়া উঠে, বা বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যায়, বা ইচ্ছাপূর্বক পেটের উল্টা বাতাস বাহির করে, তবে ওযূ ত টুটিয়া যাইবেই, সঙ্গে সঙ্গে নামাযও টুটিয়া যাইবে, কিন্তু যদি অনিচ্ছাকৃত কোন স্বাভাবিক কারণে ওযূ টুটে, যথা, যদি হঠাৎ অনিচ্ছায় পেটের উল্টা বাতাস বাহির হইয়া যায়, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে, কিন্তু যদি নামায ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ ওযূ করিয়া পুনরায় শুরু হইতে নামায পড়ে, তবে ইহাই উত্তম এবং মোস্তাহাব। আর যদি এই অবস্থায় নামায বাকী রাখিতে চায়, তবে তাহারও উপায় আছে। নামায বাকী রাখিবার জন্য কতকগুলি শর্ত আছে; যথাঃ (১) ওযূ টুটা মাত্রই নামায ছাড়িয়া দিবে এবং ওযূ করিতে যাইবে, নামাযের কোন রোকন আদায় করিবে না, (২) ওযূ করিতে যাইবার সময়ও কেরাআত ইত্যাদি কোন রোকন আদায়

করিবে না, (৩) কথাবার্তা ইত্যাদি যে সব কাজ নামাযের পরিপন্থী অথচ তাহা হইতে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব, তাহা করিবে না। (অবশ্য ওযূর পানি পূর্ব, দক্ষিণ বা উত্তর দিকে থাকিলে মুখ না ফিরাইয়া যাওয়া অসম্ভব; কাজেই যাইবার সময় ক্বেব্লা দিক হইতে মুখ ফিরিয়া গেলে তাহাতে ক্ষতি হইবে না।) (৪) ওযূ টুটিবার পর বিনা ওযরে এক রোকন আদায় করার সময় পরিমাণ দেরী করিবে না, তৎক্ষণাৎ ওযূ করিতে হইবে, অবশ্য জমা'আতে যদি অনেকগুলি কাতার থাকে এবং প্রথম কাতার হইতে আসিতে আসিতে কিছু দেরী হয় বা নিকটে পানি না থাকাবশতঃ পানির কাছে যাইতে কিছু দেরী হয়, সে দেরীতে ক্ষতি হইবে না।

১। **মাসআলা ঃ** মোন্ফারেদের যদি নামাযের মধ্যে ওযূ টুটিয়া যায়, তবে ওযূ করিয়া পুনরায় শুরু হইতে নামায পড়াই তাহার জন্য উত্তম। কিন্তু যদি সে 'বেনা' করিতে অর্থাৎ, যে পর্যন্ত পড়িয়াছে সে পর্যন্ত ঠিক রাখিয়া ওযূ করিয়া তাহার পর হইতে অবশিষ্টটুকু পড়িয়া নামায শেষ করিতে চায়, তবে সে ওযূ টুটামাত্রই নামায ছাড়িয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ ওযূ করিবে; ওযূ করিতে যাইবার সময় এদিক ওদিক দেখিবে না, বা কথাবার্তা বলিবে না, নিকটে পানি থাকিতে দূরে যাইবে না, সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী পানির দ্বারা অতি শীঘ্র ওযূ করিবে। (কিন্তু ওযূর সুন্নত, মোস্তাহাব ছাড়িবে না) ওযূর নিকটবর্তী স্থানেই অবশিষ্ট নামায পড়িবে, যদি পূর্বের স্থানে যায়, তাহাও জায়েয আছে।

২। **মাসআলা ঃ** ইমামের যদি নামাযের মধ্যে ওযূ টুটিয়া যায়, (এমন কি, আখেরী বৈঠকের মধ্যেও ওযূ টুটে) তবে তাহার জন্যও এক দিকে সালাম ফিরাইয়া নামায ছাড়িয়া ওযূ করিয়া নূতনভাবে নামায পড়া আফ্যল; কিন্তু যদি 'বেনা' ও 'এস্তেখ্লাফ' করিতে চায় অর্থাৎ, যে পর্যন্ত পড়িয়াছে তারপর হইতে মুক্তাদীদের মধ্য হইতে অন্য একজন দ্বারা পড়াইতে চায়, তবে তাহার ছুরত এই যে, ওযূ টুটা মাত্রই তৎক্ষণাৎ নামায ছাড়িয়া দিয়া একজন উপযুক্ত মুক্তাদীকে মোছাল্লার দিকে ইশারা করিয়া খলীফা (কায়েম মকাম) বানাইয়া ওযূ করিতে যাইবে, মুদরেক্কে খলীফা বানান উত্তম। যদি মসবুককে খলীফা বানায় তবুও জায়েয। কিন্তু মসবুককে ইশারায় বলিয়া দিবে যে, আমার উপর এত রাকা'আত ইত্যাদি বাকী আছে। রাকা'আতের জন্য আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিবে' যেমন, এক রাকা'আত বাকী থাকিলে এক আঙ্গুল দুই রাকা'আত বাকী থাকিলে দুই আঙ্গুল উঠাইবে। রুকূ বাকী থাকিলে হাঁটুর উপর হাত রাখিবে, সজ্দা বাকী থাকিলে কপালে, কেরাআত বাকী থাকিলে মুখের উপর, সজ্দায়ে তেলাওয়াত বাকী থাকিলে কপালে এবং জিহ্বার উপর, সজ্দায়ে ছহো করিতে হইলে সীনার উপর হাত রাখিবে। অবশ্য যখন সে-ও এই সঙ্কেত বুঝে, নচেৎ তাহাকে খলীফা বানাইবে না। তারপর ওযূ করিয়া আসিয়া যদি জমা'আত পায়, তবে মুক্তাদী স্বরূপ শামিল হইয়া যাইবে এবং অবশিষ্ট নামায যাহা জমা'আতের সঙ্গে পাইয়াছে তাহা মুক্তাদী স্বরূপ এবং যদি দুই এক রাকা'আত মাঝখানে ছুটিয়া যাইয়া থাকে তাহা লাহেক্রূপে পরে পড়িবে। যদি ওযূর স্থানে দাঁড়াইয়া এক্তেদা করে, তবে যদি মাঝখানে এমন কোন জিনিস বা ব্যবধান থাকে, যাহাতে এক্তেদা দুরুস্ত হয় না, তবে তথায় থাকিয়া এক্তেদা করা দুরুস্ত হইবে না। আর যদি ওযূ করিয়া জমা'আত না পায়, তবে একা একা অবশিষ্ট নামায পড়িবে। (ওযুর স্থানে পড়ুক বা জমা'আতের কাতারে আসিয়া পড়ুক)।

৩। **মাসআলা ঃ** পানি যদি মসজিদের ভিতরেই থাকে, তবে খলীফা বানান ছাড়াও ইচ্ছা করিলে 'বেনা' করিতে পারে। নামায ছাড়িয়া দিয়া অতি শীঘ্র ওযূ করিয়া অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ

করিবে ইমাম যথাস্থানে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত মুক্তাদীগণ যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থাতেই এন্তেযার করিতে থাকিবে।

৪। মাসআলা ঃ খলীফা বানানের পর, ইমাম আর ইমাম থাকিবে না, মুক্তাদী হইয়া যাইবে; কাজেই যদি জমা'আত শেষ হইয়া যায়, তবে অবশিষ্ট নামায তিনি লাহেকরূপে পড়িবেন। যদি ইমাম কাউকে খলীফা না বানান, কোন মুক্তাদী নিজে আগে বাড়িয়া যায় বা মুক্তাদীরাই তাহাকে ইশারা করিয়া আগে বাড়াইয়া দেয়, তবুও দুরুস্ত হইবে; কিন্তু যতক্ষণ ইমাম মসজিদের ভিতরে আছেন, কিংবা যদি নামায মসজিদে না হয়, তবে কাতার কিংবা ছোত্‌রা হইতে আগে না যায়, ততক্ষণ এইরূপ হইতে পারিবে, নতুবা ইমাম যদি খলীফা না বানাইয়া মসজিদ হইতে বাহির হইয়া যায়, তবে সকলের নামায ফাসেদ হইবে এবং কেহই আর খলীফা হইতে পারিবে না।

৫। মাসআলা ঃ মুক্তাদীর যদি নামাযের মধ্যে ওযূ টুটিয়া যায়, তবে তাহার জন্যও 'বেনা' না করিয়া তৎক্ষণাৎ ওযূ করিয়া মাসবুকরূপে জমা'আতে শরীক হওয়া বা জমা'আত না পাইলে একা একা নূতন করিয়া নামায পড়া উত্তম। কিন্তু যদি 'বেনা' করিতে চায়, তবে তৎক্ষণাৎ ওযূ করিয়া যদি জমা'আত বাকী থাকে জমা'আতে শামিল হইয়া যাইবে, যদি প্রথম জায়গায় যাইতে পারে, তবে ভাল, (নতুবা পাছের কাতারে দাঁড়াইয়া যতটুকু জমা'আতে পায় ততটুকু মসবুকরূপে জমা'আতের সঙ্গে পড়িবে এবং যদি দুই এক রাকা'আত মাঝখানে ছুটিয়া যাইয়া থাকে তাহা পরে লাহেক্‌রূপে পড়িবে। কিন্তু যদি ইমাম ও তাহার ওযূর স্থানের মধ্যে এক্তেদায় বাধাজনক কোন জিনিস না থাকে, তবে এখানেও দাঁড়ান জায়েয আছে। আর যদি জমা'আত হইয়া গিয়া থাকে, তবে ওযূর নিকটবর্তী স্থানে দাঁড়াইয়া অবশিষ্ট নামায লাহেকরূপে পড়া উত্তম। যদি পূর্ব স্থানে গিয়া পড়ে তাহাও জায়েয আছে।

৬। মাসআলা ঃ ইমাম যদি মাসবুক মুক্তাদীকে খলীফা বানায়, তাহাও জায়েয আছে, কিন্তু তাহা হইলে সে ইমামের অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করিয়া সালাম ফিরাইবে না, সালাম ফিরাইবার জন্য একজন মোদরেক্ মুক্তাদীকে ইশারার দ্বারা আগে বাড়াইয়া লইবে; নিজে একটু বসিয়া দাঁড়াইয়া যে সব রাকা'আত তাহার আগে ছুটিয়া গিয়াছে, তাহা পড়িয়া শেষে পৃথকভাবে সালাম ফিরাইবে। এই জন্যই মোদরেক্‌কে খলীফা বানান উত্তম।

৭। মাসআলা ঃ শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর সালাম ফিরাইবার আগে যদি অনিচ্ছায় (বা স্বভাবিক উপায়ে) কাহারও ওযূ টুটিয়া যায়, কিংবা পাগল হইয়া যায়, বা গোসলের হাজত হয়, বা বেহুঁশ হইয়া যায় তবে তাহার নামায বাতিল হইয়া যাইবে এবং পুনরায় নূতন করিয়া নামায পড়িতে হইবে। (বেনা করিতে পারিবে না।)

৮। মাসআলা ঃ বেনা এবং এস্তেখ্‌লাফের মাসআলা অতি সূক্ষ্ম। ইহা স্মরণ রাখা অতি কঠিন। তাছাড়া একটু ভুল হইলেই নামায নষ্ট হইবার প্রবল আশঙ্কা আছে। কাজেই বেনা এবং এস্তেখ্‌লাফ না করিয়া ওযূ টুটিয়া গেলে ডান দিকে সালাম ফিরাইয়া নামায ছাড়িয়া দিয়া ওযূ করিয়া নূতন করিয়া নামায পড়াই উত্তম। —গওহর

বেৎর নামায—(বেঃ জেওর)

১। মাসআলা ঃ বেৎর নামায ওয়াজিব। ওয়াজিবের মর্তবা প্রায় ফরযের মত। ওয়াজিব তরক করিলে ভারী গোনাহ্। যদি ক্বচিৎ কখনও কোন কারণবশতঃ ছুটিয়া যায়, তবে সুযোগ পাওয়া

মাত্রই ক্বাযা পড়িতে হইবে। (বেৎর শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের পরে ছোব্‌হেছাদেকের আগে পড়া ভাল; কিন্তু যাহার শেষ রাত্রে উঠার অভ্যাস নাই বা উঠার বিশ্বাস নাই তাহার জন্য এশার পর পড়িয়া লওয়া উচিত।)

২। **মাসআলাঃ** বেৎর নামায তিন রাকা'আত; দুই রাকা'আত পড়িয়া বসিয়া শুধু আত্তাহিয়্যাতু (আব্‌দুহু ওয়ারাসূলুহু পর্যন্ত) পড়িবে, দুরূদ পড়িবে না, আত্তাহিয়্যাতু শেষ হওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া যাইবে এবং সূরা-ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়িয়া 'আল্লাহু আকবর' বলিবে এবং কান পর্যন্ত (স্ত্রীলোকেরা কাঁধ পর্যন্ত) উঠাইয়া আবার হাত বাঁধিয়া লইবে। তারপর দো'আ কুনূত পড়িয়া রুকূ করিবে; এইরূপে তৃতীয় রাকা'আত পড়িয়া আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ এবং দো'আ মাছূরা পড়িয়া নামায শেষ করিবে।

৩। **মাসআলাঃ** দো'আ কুনূত এইঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّـا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِـدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ـ (اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ○)

(**অর্থ**—আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি; এবং তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; এবং তোমার উপর ঈমান আনিতেছি, এবং তোমারই উপর ভরসা করিতেছি, তোমারই উত্তম উত্তম প্রশংসা করিতেছি। এবং (চিরকাল) তোমার শুক্‌র-গুযারী করিব (কখনও) তোমার নাশুক্‌রী বা কুফ্‌রী করিব না, তোমার নাফরমানী যাহারা করে (তাহাদের সঙ্গে আমরা কোন সংশ্রব রাখিব না,) তাহাদের আমরা পরিত্যাগ করিয়া চলিব। হে আল্লাহ্! আমরা একমাত্র তোমারই এবাদত করিব (অন্য কাহারও এবাদত করিব না।) একমাত্র তোমারই জন্য নামায পড়িব একমাত্র তোমাকেই সজ্‌দা করিব (তুমি ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য নামায পড়িব না বা অন্য কাহাকেও সজ্‌দা করিব না।) এবং একমাত্র তোমার আদেশ পালন ও তাবেদারীর জন্য সর্বদা (দৃঢ় মনে) প্রস্তুত আছি। (সর্বদা) তোমার রহ্‌মতের আশা এবং তোমার আযাবের ভয় হৃদয়ে পোষণ করি। (যদিও) তোমার আসল আযাব শুধু নাফরমানগণের উপরই হইবে। (তথাপি আমরা সে আযাবের ভয়ে কম্পমান থাকি।)

৪। **মাসআলাঃ** বেৎরের তিন রাকা'আতেই আল্‌হামদুর সহিত সূরা মিলান ওয়াজিব। (অন্যান্য নামাযের মত এ নামাযের জন্যও কোন সূরা নির্দিষ্ট নাই, কিন্তু হযরত (দঃ) অনেক সময় প্রথম রাকা'আতে সূরা-ছাব্বিহিস্‌মা দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা-কাফিরূন এবং তৃতীয় রাকা'আতে সূরা-ইখলাছ পড়িয়াছেন, সেইজন্য আমরাও প্রায়ই এইরূপ পড়ি।)

৫। **মাসআলাঃ** তৃতীয় রাকা'আতে যদি দো'আ কুনূত পড়া ভুলিয়া গিয়া রুকূতে চলিয়া যায় এবং রুকূতে গিয়া স্মরণ হয়, তবে আর দো'আ কুনূত পড়িবে না এবং রুকূ হইতে ফিরিবে না এবং রুকূ করিয়া নামায শেষে ছহো সজ্‌দা করিয়া লইবে। অবশ্য যদি রুকূ হইতে ফিরিয়া গিয়া খাড়া হইয়া দো'আয়ে কুনূত পড়ে, তবুও নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু এরূপ করা ঠিক নহে এবং এ অবস্থায়ও ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে।

৬। মাসআলা ঃ ভুলে যদি প্রথম বা দ্বিতীয় রাকা'আতে দো'আ কুনূত পড়িয়া ফেলে তবে ইহা দো'আ কুনূত হিসাবে ধরা হইবে না, তৃতীয় রাকা'আতে আবার পড়িতে হইবে এবং ছহো সজ্‌দাও করিতে হইবে।

৭। মাসআলা ঃ (দো'আ কুনূতের অর্থ আরবী ভাষায় খোদার নিকট বশ্যতার স্বীকারুক্তি।) যদি কেহ দো'আ কুনূত না জানে তবে শিখিতে চেষ্টা করিবে এবং শিক্ষা না হওয়া পর্যন্ত رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ পড়িবে বা তিনবার اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ বলিবে বা তিনবার يَارَبِّ বলিবে ইহাতেই তাহার নামায হইয়া যাইবে।

সুন্নত নামায

১। মাসআলা ঃ ফজরের সময় ফরযের আগে দুই রাকা'আত নামায সুন্নতে মোআক্কাদা। হাদীস শরীফে সুন্নত নামযের মধ্যে ফজরের এই দুই রাকা'আত সুন্নতের সর্বাপেক্ষা অধিক তাকীদ আসিয়াছে, কাজেই এই সুন্নত কখনও ছাড়িবে না।

২। মাসআলা ঃ যোহরের সময় প্রথম চারি রাকা'আত সুন্নত পড়িবে, তারপর চারি রাকা'আত ফরয পড়িবে, তারপর আবার দুই রাকা'আত সুন্নত পড়িবে। যোহরের এই ছয় রাকা'আত সুন্নতেরও যথেষ্ট তাকীদ আসিয়াছে, বিনা কারণে ছাড়িয়া দিলে গোনাহও হইবে।

৩। মাসআলা ঃ আছরের সময় প্রথম চারি রাকা'আত সুন্নত পড়িবে, তারপর চারি রাকা'আত ফরয পড়িবে। কিন্তু আছরের সুন্নতের জন্য তাকীদ আসে নাই ; কাজেই যদি কেহ না পড়ে, তবে কোন গোনাহ্ হইবে না, কিন্তু যে পড়িবে, সে অনেক ছওয়াব পাইবে।

৪। মাসআলা ঃ মাগ্‌রিবের সময় প্রথমে তিন রাকা'আত ফরয পড়িবে, তারপরই দুই রাকা'আত সুন্নত পড়িবে। মাগ্‌রিবের এই দুই রাকা'আত সুন্নতের জন্যও তাকীদ আসিয়াছে, না পড়িলে গোনাহ্‌গার হইবে।

৫। মাসআলা ঃ এশার সময় প্রথমে চারি রাকা'আত সুন্নত পড়া ভাল। তারপর চারি রাকা'আত ফরয পড়িবে। তারপরই দুই রাক'আত সুন্নতে মুয়াক্কাদা পড়িবে, ইহা না পড়িলে গোনাহ্ হইবে। তারপর মনে চাহিলে দুই রাক'আত নফল পড়িবে। এই হিসাবে এশার ছয় রাকা'আত সুন্নত হয়, কিন্তু যদি কেহ এত পড়িতে না চায়, তবে প্রথমে চারি রাকা'আত ফরয পড়িবে, তারপর দুই রাক'আত সুন্নত পড়িবে, তারপর বেৎর পড়িবে। এশার সময় দুই রাকা'আত সুন্নতের তাকীদ আসিয়াছে। অতএব, এই দুই রাকা'আত পড়া যরূরী, না পড়িলে গোনাহ্ হইবে।

৬। মাসআলা ঃ রমযান মাসে (পূর্ণ মাস) তারাবীহ্ নামায পড়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা। এই নামাযের অনেক তাকীদ এবং ফযীলত আসিয়াছে। যদি কেহ তারাবীহ্ নামায মাস ভরিয়া না পড়ে (বা দুই এক দিন না পড়ে) তবে গোনাহ্‌গার হইবে। মেয়েলোকেরা সচরাচর তারাবীহ্‌র নামায কম পড়ে, কিন্তু এরূপ কখনও করিবে না। (ইহাতে গোনাহ্‌গার হইতে হয়।) এশার ফরয ও সুন্নতের পর দুই রাকা'আত করিয়া নিয়্যত বাঁধিয়া বিশ রাকা'আত নামায পড়িবে। (ইহার জন্য কোন সূরা বা দো'আ নির্দিষ্ট নাই) চারি রাকা'আত করিয়া নিয়্যত বাঁধিলেও হইবে, কিন্তু দুই দুই রাকা'আত করিয়া নিয়্যত বাঁধাই আফ্‌যল। তারাবীহর বিশ রাকা'আত সম্পূর্ণ পড়িয়া তারপর বেৎর পড়িবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ যে সব সুন্নতের তাকীদ আসিয়াছে, তাহাকে 'মোয়াক্কাদা' বলে। সুন্নতে মোয়াক্কাদা দৈনিক মাত্র বার রাকা'আত—ফজরে দুই, যোহরে ছয়, মাগরিবে দুই, এবং এশাতে

দুই; মোট এই বার রাকা'আত। রমযান মাসের তারাবীহ্ও সুন্নতে মোয়াক্কাদা এবং অনেক আলেমের মতে তাহাজ্জুদও সুন্নতে মোয়াক্কাদা।

৭। **মাসআলা** ঃ উপরোক্ত নামাযগুলি তো শরীঅতের পক্ষ হইতে নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যদি কেহ পড়িতে চায়, তবে যত ইচ্ছা পড়িতে পারে এবং যে সময় ইচ্ছা সেই সময় পড়িতে পারে। শুধু এতটুকু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, মকরূহ্ ওয়াক্তে যেন না হয়। (মকরূহ্ ওয়াক্তের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে)। ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নত ছাড়া সমস্ত নামাযকে 'নফল' বলে। নফল নামাযের কোন সীমা নাই, যে যত বেশী পড়িবে, সে তত বেশী ছওয়াব পাইবে। খোদার অনেক বন্দা এমন ছিলেন যাঁহারা সারা রাত না ঘুমাইয়া শুধু নফল পড়িতেন। (নামায সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত, কাজেই যখনই কিছু সময় পাওয়া যায়, তখনই কিছু পড়িয়া লইলে ভাল হয়।)

৮। **মাসআলা** ঃ যে সব নফলের কথা শরীঅতে উল্লেখ করা হইয়াছে, অন্য নফলের চেয়ে সেই সব নফলের ছওয়াব বেশী। যথা ঃ—তাহিয়্যাতুল ওযূ, তাহিয়্যাতুল মস্জিদ, এশ্রাক, চাশ্ত, আউয়াবীন, তাহাজ্জুদ, ছালাতুত্ তস্বীহ্ ইত্যাদি।

তাহিয়্যাতুল ওযূ

৯। **মাসআলা** ঃ যখনই ওযূ করিবে তখনই দুই রাকা'আত নফল নামায পড়ার নাম 'তাহিয়্যাতুল ওযূ'। (এই নামায স্ত্রী-পুরুষ সকলেই পড়িবে।) হাদীস শরীফে এই নামাযের খুব ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য মকরূহ্ ওয়াক্তে (ও স্ত্রীলোকের ওযরের সময়) পড়িতে নাই। (অন্য সব সময় পড়া যায়, কোন খাছ নিয়্যতও নাই।)

এশ্রাকের নামায

১০। **মাসআলা** ঃ এশ্রাক নামাযের নিয়ম এই যে, ফজরের নামায পড়িয়া জায়নামাযের উপরই বসিয়া থাকিবে এবং বসিয়া দুরূদ, কলেমা, কোরআন শরীফ বা অন্য কোন তস্বীহ বা ওযীফা পড়িতে থাকিবে, দুনিয়ার কথাবার্তা বলিবে না বা দুনিয়ার কোন কাজ-কর্মও করিবে না, তারপর যখন সূর্য উদয় হইয়া (এক নেজা পরিমাণ) উপরে উঠিবে, তখন দুই রাকা'আত বা চারি রাকা'আত নামায পড়িবে। ("এশ্রাক" বলিয়া নামকরণের কোনই আবশ্যক নাই, শুধু 'আল্লাহ্র ওয়াস্তে দুই রাকা'আত নামায পড়ি' এতটুকু নিয়্যত করিলেই যথেষ্ট হইবে। হাদীস শরীফে এই নামাযের অনেক ফযীলত বয়ান করা হইয়াছে। এমন কি বলা হইয়াছে যে,) এই নামাযে এক হজ্জ, এক ওম্রার সমান ছওয়াব পাওয়া যায়। যদি কেহ ফজরের নামাযের পর দুনিয়ার আবশ্যকীয় কাজে লিপ্ত হয় এবং সূর্য উঠার পর এশ্রাক পড়ে, তাহাও জায়েয আছে, কিন্তু ছওয়াব কিছু কম হইবে।

চাশ্ত নামায

১১। **মাসআলা** ঃ সূর্য যখন আকাশের এক চতুর্থাংশ উপরে উঠে এবং রৌদ্র প্রখর হয়, তখন চাশ্ত নামাযের ওয়াক্ত হয়। তখন দুই, চার, আট বা বার রাকা'আত নামায পড়িতে পারিলে অনেক ছওয়াব পাওয়া যায়। (ইহার নিয়্যত উপরেরই মত।)

আউয়াবীন নামায

১২। মাসআলা ঃ মাগরিবের ফরয এবং সুন্নত পড়ার পর কমের পক্ষে ছয় রাকা'আত এবং ঊর্ধ্বে বিশ রাকা'আত নফল নামায পড়িলে অনেক ছওয়াব পাওয়া যায়। ইহাকে আউয়াবীন নামায বলে। (উপরোক্ত নামাযের মতই নিয়্যত করিবে।)

তাহাজ্জুদ নামায

১৩। মাসআলা ঃ গভীর রাত্রে এক ঘুমের পর উঠিয়া নামায পড়াকে 'তাহাজ্জুদ' নামায বলে। আল্লাহ্‌র নিকট এই নামায সব চেয়ে বেশী প্রিয়। হাদীস শরীফে সমস্ত নফলের চেয়ে তাহাজ্জুদ নামাযের বেশী ফযীলত ও ছওয়াব বর্ণিত আছে। এমন কি অনেক আলেম তাহাজ্জুদকে সুন্নতে মোয়াক্কাদা বলিয়াছেন। তাহাজ্জুদ কমের পক্ষে চারি রাকা'আত এবং ঊর্ধ্ব সংখ্যক বার রাকা'আত পড়িবে। দুই রাকা'আত পড়িলেও তাহাজ্জুদ আদায় হইয়া যাইবে। শেষ রাত্রে উঠিতে না পারিলে এশার পর পড়িয়া লইবে। যদিও শেষ রাত্রের সমান ছওয়াব পাইবে না (তবুও একেবারে ছাড়িয়া দিবে না)

(এই কয়েক প্রকার নফল নামাযের কথা এখানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইল।) এতদ্ব্যতীত দিনে রাত্রে যত ইচ্ছা নফল নামায পড়া যায়। নফল যতই বেশী পড়িবে ততই বেশী ছওয়াব পাইবে। (তাছাড়া যখন কোন আকস্মিক ঘটনা ঘটে যেমন, সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণকালে, ভূমিকম্প, ঝড় তুফান, অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা দুনিয়া অন্ধকার হইয়া যায়, দেশে ওবা, মহামারী বা অন্য কোন বিপদ বালা মুছীবত আসে, তখন খোদার তরফ রুজু হইয়া নফল নামায পড়িয়া খোদার কাছে কাঁদাকাটি করা উচিত।

ছালাতুত্ তস্‌বীহ্

১৪। মাসআলা ঃ হাদীস শরীফে 'ছালাতুত্ তস্‌বীহ' নামাযের অনেক ফযীলত বর্ণিত আছে। এই নামায পড়িলে অসীম ছওয়াব পাওয়া যায়, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্বীয় চাচা আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এই নামায শিক্ষা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেনঃ এই নামায পড়িলে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার আউয়াল আখেরের নূতন পুরাতন, ছগীরা, কবীরা (জানা অজানা,) সব গোনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন, হে চাচাজান! আপনি যদি পারেন, তবে দৈনিক একবার এই নামায পড়িবেন, যদি দৈনিক না পারেন, তবে সপ্তাহে একবার পড়িবেন, যদি সপ্তাহে না পারেন, তবে মাসে একবার পড়িবেন, যদি মাসে না পারেন তবে বৎসরে একবার পড়িবেন, যদি ইহাও না পারেন, তবে সারা জীবনে একবার এই নামায পড়িবেন (তবুও ছাড়িবেন না।) এই নামাযের (সুন্নত) নিয়ম এই যে, চারি রাকা'আত নামাযের নিয়্যত করিবে, (কোন সূরা নির্দিষ্ট নাই, অন্যান্য নফল নামাযের ন্যায় যে কোন সূরা দ্বারা পড়া যায়, তবে এই নামাযের বিশেষত্ব শুধু এতটুকু যে, চারি রাকা'আত নামাযের মধ্যে প্রত্যেক রাকা'আতে ৭৫ বার করিয়া মোট ৩০০ বার

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ এই তসবীহ্‌টি পড়িতে হইবে;) আল্‌হামদুর পর সূরা পড়িয়াই (ঐ দণ্ডায়মান অবস্থায়) ১৫ বার এই তস্‌বীহ্ পড়িবে, তারপর রুকূতে গিয়া রুকূর তাস্‌বীহ্ পড়ার পর ১০ বার, তারপর রুকূ হইতে উঠিয়া ক্বওমার মধ্যে ১০ বার, তারপর প্রথম সজ্‌দার মধ্যে গিয়া সজ্‌দার তস্‌বীহ্ পড়ার পর ১০ বার, তারপর প্রথম সজ্‌দা হইতে মাথা উঠাইয়া বসিয়া জলসার মধ্যে ১০ বার, তারপর দ্বিতীয় সজ্‌দার তস্‌বীহ্ পড়ার পর ১০ বার, তারপর দ্বিতীয় সজ্‌দা হইতে মাথা উঠাইয়া বসিয়া ১০ বার, এই পর্যন্ত এক রাকা'আত হইল এবং এই এক রাকা'আতে মোট ৭৫ বার তস্‌বীহ্ হইল। তারপর আল্লাহু আকবর বলিয়া দাঁড়াইয়া এইরূপে দ্বিতীয় রাকা'আত পড়িবে। দ্বিতীয় রাকা'আত পড়িয়া যখন আত্তাহিয়্যাতু পড়িবার জন্য বসিবে, তখন আগে ১০ বার তস্‌বীহ্ পড়িয়া তারপর আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে। তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আতেও এইরূপে পড়িবে।

১৫। মাসআলা ঃ (কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই নামাযে সূরা-আছর, ক্বাওছার, কাফেরূন, এখলাছ পড়া বা তাগাবুন, হাশ্‌র, ছফ্, হাদীদ পড়া ভাল।) এই চারি রাকা'আতে যে কোন সূরা পড়িতে পারে, কোন সূরা নির্দিষ্ট নাই।

নফল নামাযের আহ্‌কাম

১। মাসআলা ঃ দিনে বা রাত্রে নফল নামাযের নিয়্যত একসঙ্গে দুই বা চারি রাকা'আতের করা যায়। কিন্তু দিনে এক সঙ্গে চারি রাকা'আতের বেশী ও রাত্রে আট রাক্‌'আতের বেশী নিয়্যত করা মকরূহ্।

২। মাসআলা ঃ এক সঙ্গে চারি রাকা'আতের নিয়্যত করিয়া যদি নফল নামায পড়িতে চায়, তবে দ্বিতীয় রাকা'আতে যখন আত্তাহিয়্যাতু পড়িবার জন্য বসিবে, তখন শুধু আত্তাহিয়্যাতু (আবদুহু ওয়া রাসূলুহু পর্যন্ত) পড়িয়া উঠিয়া বিস্‌মিল্লাহ্, আল্‌হামদু হইতে শুরু করিয়া চতুর্থ রাকা'আতে আত্তাহিয়্যাতুর পর দুরূদ ও দো'আ পড়িয়া সালাম ফিরানও দুরুস্ত আছে, এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে আত্তাহিয়্যাতুর পর দুরূদ এবং দো'আ সবকিছু পড়িয়া (শুধু সালাম বাকী রাখিয়া) দাঁড়াইয়া তৃতীয় রাকা'আতে সোবহানাকা, আউযুবিল্লাহ্ হইতে শুরু করিয়া আবার চতুর্থ রাকা'আতে আত্তাহিয়্যাতুর পর দুরূদ ও দো'আ সবকিছু পড়িয়া সালাম ফিরানও দুরুস্ত আছে। উভয় ছুরতই জায়েয। কোন ছুরতেই কোন দোষ নাই। এইরূপে যদি রাত্রের নামাযে ছয় বা আট রাকা'আতের নিয়্যত এক সঙ্গে করিয়া পড়িতে চায়, তবে প্রত্যেক দ্বিতীয় রাকা'আতে বসিয়া শুধু আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া উঠিতে পারে এবং শেষ রাকা'আতে দুরূদ ও দো'আ পড়িয়া সালাম ফিরাইবে, বা প্রত্যেক দ্বিতীয় রাকা'আতে দুরূদ ও দো'আ পড়িয়া তৃতীয়, পঞ্চম বা সপ্তম রাকা'আতে সোবহানাকা হইতে শুরু করিবে, উভয় রকম জায়েয আছে, (কিন্তু প্রত্যেক দ্বিতীয় রাকা'আতে বসা ফরয। ক্বাব্‌লাল জুমু'আ, বা'দাল জুমু'আ এবং যোহরের চারি রাকা'আত সুন্নতের মধ্যে দুই রাকা'আতের পর বসা ওয়াজিব; কিন্তু এই তিনটি সুন্নত নামাযের মধ্যে ফরয নামাযের মত দ্বিতীয় রাকা'আতে দুরূদ ও দো'আ পড়িবে না শুধু আত্তাহিয়্যাতু (আবদুহু ওয়া রাসূলুহু পর্যন্ত) পড়িয়াই উঠিয়া যাইবে এবং তৃতীয় রাকা'আত বিস্‌মিল্লাহ্ হইতে শুরু করিবে।)

৩। মাসআলা ঃ ফরয নামায দুই রাকা'আতের বেশী হইলেও শুধু দুই রাকা'আতেই সূরা মিলাইতে হয়; কিন্তু সুন্নত (বেৎর) এবং নফল নামাযের প্রত্যেক রাক্‌'আতে আলহামদুর সহিত

সূরা মিলান ওয়াজিব। ইচ্ছাপূর্বক না মিলাইলে গোনাহ্ হইবে এবং ভুলে না মিলাইলে ছহো সেজ্‌দা ওয়াজিব হইবে। ছহো সেজ্‌দার বর্ণনা সামনে আসিতেছে।

৪। মাসআলা ঃ নফল নামাযের নিয়্যত করিয়া নামায শুরু করিয়া দিলে তখন আর ঐ নামায নফল (ইচ্ছাধীন) থাকে না, ওয়াজিব হইয়া যায়। অতএব, (বিনা কারণে) নামায ছাড়িয়া দিলে গোনাহ্ হইবে। (কোন ওযরবশতঃ) ছাড়িলে তাহার ক্বাযা পড়িবে। নফল নামাযের প্রত্যেক দুই রাকা'আত পৃথক ধরা হয়, কাজেই যদি কেহ চারি (ছয় বা আট) রাকা'আতেরও নিয়্যত করে তবুও দুই রাকা'আতই ওয়াজিব হইবে, (যদি কেহ চারি রাকা'আত বা আট রাকা'আতের নিয়্যত করা সত্ত্বেও দুই রাকা'আত পুরা করিয়া সালাম ফিরায়, তবে তাহাতে তাহার গোনাহ্ (ও) হইবে না (বা ক্বাযাও পড়িতে হইবে না)

৫। মাসআলা ঃ যদি কেহ চারি রাকা'আত নফল নামাযের নিয়্যত বাঁধে এবং দুই রাকা'আত পুরা হওয়ার পূর্বেই নিয়্যত ছাড়িয়া দেয় (বা কোন কারণবশতঃ নামায ফাসেদ হইয়া যায়,) তবে মাত্র দুই রাকা'আতের ক্বাযা পড়িতে হইবে। (চারি রাকা'আতের ক্বাযা পড়িতে হইবে না।)

৬। মাসআলা ঃ যদি কেহ চারি রাকা'আত নফল নামাযের নিয়্যত বাঁধিয়া তৃতীয় বা চতুর্থ রাকা'আতে নিয়্যত ছাড়িয়া দেয়, তবে যদি দ্বিতীয় রাকা'আতের পর বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু ইত্যাদি পড়িয়া থাকে তবে দুই রাকা'আতের ক্বাযা পড়িতে হইবে, আর যদি দ্বিতীয় রাকা'আতের পর না বসিয়া থাকে এবং (ভুলে বা ইচ্ছাপূর্বক) আত্তাহিয়্যাতু না পড়িয়াই দাঁড়াইয়া থাকে, তবে চারি রাকা'আতের ক্বাযা পড়িতে হইবে।

৭। মাসআলা ঃ যোহরের (এইরূপে ক্বাবলাল জুমু'আ এবং বা'দাল জুমু'আর) চারি রাকা'আত সুন্নতের নিয়্যত করার পর যদি নিয়্যত ছাড়িয়া দেয় (বা কোন কারণবশতঃ ভাঙ্গিয়া দিতে হয়,) তবে দ্বিতীয় রাকা'আতে বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু ইত্যাদি পড়ুক বা না পড়ুক উভয় ছুরতে চারি রাকা'আতের ক্বাযা পড়িতে হইবে।

৮। মাসআলা ঃ নফল নামায বিনা ওযরেও বসিয়া পড়া জায়েয আছে, কিন্তু অর্ধেক ছওয়াব পাইবে, কাজেই সব নামায দাঁড়াইয়া পড়াই ভাল; বিনা ওযরে বসিয়া পড়া উচিত নহে। বেৎরের পর নফলের এই হুকুম। অবশ্য ওযরবশতঃ বসিয়া পড়িলেও পুরা ছওয়াব পাইবে। কিন্তু সুন্নত (ওয়াজিব) নামায বিনা ওযরে বসিয়া পড়া দুরুস্ত নহে।

৯। মাসআলা ঃ নফল নামায বসিয়া বসিয়া শুরু করিয়া পরে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া পড়িলে তাহাও জায়েয হইবে।

১০। মাসআলা ঃ নফল নামায দাঁড়াইয়া শুরু করার পর প্রথম বা দ্বিতীয় রাকা'আতে বসিয়া পড়িলেও জায়েয হইবে।

১১। মাসআলা ঃ নফল নামায দাঁড়াইয়া পড়িতে পড়িতে যদি দুর্বলতার কারণে ক্লান্ত হইয়া যায়, তবে লাঠির খুঁটি, দেওয়াল বা বেড়ার সঙ্গে টেক লাগাইয়া পড়িলেও মক্রূহ্ হইবে না; দুরুস্ত আছে।

নামাযের ফরয, ওয়াজিব সম্বন্ধে কতিপয় মাসআলা—(গওহার)

১। মাসআলা ঃ মোদ্‌রেক মুক্তাদীর জন্য কেরা'আত নাই, ইমামের কেরা'আতই তাহার জন্য যথেষ্ট, হানাফী মাযহাবে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর ক্বেরা'আত পড়া মকরূহ্ তাহ্‌রীমী।

২। মাসআলাঃ মাসবুকের উপর কেরাআত ফরয, এক রাকা'আত ছুটিলে এক রাকা'আতে ফরয এবং দুই রাকা'আত ছুটিলে দুই রাকা'আতে ফরয।

৩। মাসআলাঃ ফলকথা, ইমামের পিছনে মুক্তাদীর যিম্মায় কেরাআত নাই। কিন্তু মাসবুক পূর্বের রাকা'আতগুলিতে ইমামের পিছনে ছিল না বলিয়া যে কয় রাকা'আত তাহার ছুটিয়া গিয়াছে তাহাতে তাহার কেরাআত পড়িতে হইবে।

৪। মাসআলাঃ পায়ের জায়গা হইতে সজ্‌দার জায়গা আধ হাত অপেক্ষা অধিক উচ্চ হইলে নামায দুরুস্ত হইবে না। অবশ্য যদি জায়গা সংকীর্ণ হয় এবং ভিড়ের কারণে সজ্‌দা দিবার জায়গা না থাকে, জমা'আতের লোকের পিঠের উপর সজ্‌দা দিবে এবং যে সজ্‌দা দিবে উভয়ের একই নামাযের শরীক থাকিতে হইবে; নতুবা এইরূপ সজ্‌দা দুরুস্ত হইবে না।

৫। মাসআলাঃ ঈদুল-ফেৎর এবং ঈদুল-আয্‌হার নামাযে সাধারণ নামাযের চেয়ে ছয়টি তক্‌বীর বেশী বলা ওয়াজিব।

৬। মাসআলাঃ ফজরের উভয় রাকা'আতে মাগরিব ও এশার প্রথম দুই রাকা'আতে এবং জুমু'আ, দুই ঈদ, তারাবীহ্‌ রমযানের সময় বেৎরের সব রাকা'আতে জাহ্‌রিয়া (অর্থাৎ, উচ্চস্বরে) কেরাআত পড়া ইমামের উপর ওয়াজিব।

৭। মাসআলাঃ মোন্‌ফারেদ (অর্থাৎ একা নামাযী) জাহ্‌রিয়া নামাযে অর্থাৎ, ফজরের উভয় রাকা'আতে এবং মাগরিব এশার প্রথম দুই রাকা'আতে (জাহ্‌রান্‌) উচ্চস্বরে বা চুপে চুপে (ছির্‌রান) উভয় রকমে পড়িতে পারে, ইহা তাহার ইচ্ছাধীন। ফেক্বাহ্‌র কিতাবে কেরাআত অন্যে শুনিতে পাইলে 'জাহ্‌রান' এবং নিজে শুনিতে পাইলে তাহাকে 'ছির্‌রান' বলা হইয়াছে।

৮। মাসআলাঃ ইমাম হউক বা মোনফারেদ হউক সকলের জন্যই যোহর ও আছরের সব রাকা'আতে এবং মাগরিবের শেষে এক রাকা'আতে ও এশার শেষের দুই রাকা'আতে ছির্‌রান অর্থাৎ চুপে চুপে কেরাআত পড়া ওয়াজিব।

৯। মাসআলাঃ দিনের নফলের কেরাআত চুপে চুপে পড়া ওয়াজিব, কিন্তু রাত্রের নফলের (সুন্নতের ও বেৎরের) কেরাআত ইচ্ছাধীন, জাহ্‌রান বা ছির্‌রান যে কোন প্রকারে পড়িতে পারে।

১০। মাসআলাঃ ফজর, মাগরিব বা এশার নামাযের ক্বাযা দিনের বেলায় একা পড়িলে চুপে চুপে কেরাআত পড়া ওয়াজিব এবং রাত্রের বেলায় পড়িলে ইচ্ছাধীন, কিন্তু যদি একদল জমা'আতে ক্বাযা নামায পড়ে, তবে ইমামের জোরে কেরাআত পড়া ওয়াজিব, রাত্রে পড়ুক বা দিনে পড়ুক। (এইরূপে যোহর ও আছরের নামায জমা'আতে ক্বাযা পড়িলে রাত্রে পড়ুক বা দিনে পড়ুক কেরাআত চুপে চুপে পড়া ওয়াজিব।)

১১। মাসআলাঃ যদি কেহ মাগরিবের বা এশার প্রথম বা দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা মিলাইতে ভুলিয়া যায়, তবে তাহার তৃতীয় বা চতুর্থ রাকা'আতে সূরা মিলাইতে হইবে (এবং ইমাম হইলে এক রাকা'আতে সূরা জোরে পড়িবে এবং শেষে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে)।

নামাযের কতিপয় সুন্নত

১। মাসআলাঃ তক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলিবার সঙ্গে (কিঞ্চিত পূর্বে) উভয় হাত পুরুষদের কান পর্যন্ত এবং মেয়েদের কাঁধ পর্যন্ত উঠান সুন্নত, ওযরবশতঃ পুরুষগণও যদি কাঁধ পর্যন্ত উঠায় তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই।

২। মাসআলা ঃ তক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে (হাত না ঝুলাইয়া) উভয় হাত বাঁধিয়া লওয়া সুন্নত, পুরুষের জন্য নাভির নীচে বাঁধা সুন্নত এবং স্ত্রীলোকের জন্য বুকের উপর বাঁধা সুন্নত।

৩। মাসআলা ঃ পুরুষের হাত বাঁধিবার সময় বাম হাতের পাতার পৃষ্ঠের উপর ডান হাতের পাতার বুক রাখিয়া ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং কনিষ্ঠার দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরা এবং ডান হাতের মধ্যের তিন আঙ্গুল বাম হাতের কব্জির উপর বিছাইয়া রাখা সুন্নত। (স্ত্রীলোকগণ শুধু বাম হাতের পাতার পিঠের উপর ডান হাতের পাতার বুক রাখিয়া দিবে। অঙ্গুলির দ্বারা কব্জি ধরিবে না বা কব্জির উপর অঙ্গুলি বিছাইবে না।

৪। মাসআলা ঃ ইমাম এবং মোন্‌ফারেদের জন্য সূরা-ফাতেহা খতম হইলে সব সময় আস্তে 'আমীন' বলা সুন্নত এবং জাহ্‌রিয়া নামায হইলে ইমামের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাদীর জন্যও আস্তে 'আমীন' বলা সুন্নত (আস্তের অর্থ—নিজে যেন শুনিতে পায়।

৫। মাসআলা ঃ পুরুষদের জন্য রুকূর অবস্থায় ভালমত ঝুঁকিয়া যাওয়া, যেন মাথা, পিঠ, চোতড় এক বরাবর (হয় এইরূপভাবে) ঝুঁকিয়া যাওয়া সুন্নত।

৬। মাসআলা ঃ পুরুষের জন্য রুকূর মধ্যে হাত পার্শ্বদেশ হইতে পৃথক রাখা সুন্নত। রুওমার মধ্যে ইমামের শুধু 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলা, মুক্তাদীর জন্য শুধু 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বলা এবং মোনফারেদের উভয়টা বলা সুন্নত।

৭। মাসআলা ঃ পুরুষের সজ্‌দার মধ্যে পেট হাঁটু হইতে পৃথক রাখা এবং কনুই পার্শ্বদেশ হইতে পৃথক রাখা এবং হাতের বাহু জমিন হইতে উঠাইয়া রাখা সুন্নত।

৮। মাসআলা ঃ উভয় বৈঠকের মধ্যে পুরুষগণ ডান পায়ের অঙ্গুলিগুলি ক্বেব্‌লার দিকে মোড়াইয়া রাখিয়া তাহার উপর ভর দিয়া পাতা সোজা রাখিয়া বাম পায়ের পাতা বিছাইয়া তাহার উপর বসিবে এবং উভয় হাত রানের উপর এমনভাবে রাখিবে, যেন অঙ্গুলিগুলি হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ভাবে বিছান থাকে, ইহা সুন্নত। স্ত্রীলোকদের জন্য ডান পায়ের নীচে দিয়া, বাম পা ডান দিক দিয়া বাহির করিয়া উভয় পা বিছাইয়া রাখিয়া বাম চুতড়ের উপর ভর দিয়া বসা সুন্নত।

৯। মাসআলা ঃ ইমামের উচ্চ স্বরে সালাম ফিরান সুন্নত (যেন মুক্তাদী শুনিতে পায়।)

১০। মাসআলা ঃ ইমামের জন্য সালামের মধ্যে সমস্ত মুক্তাদীকে এবং সঙ্গের ফেরেশ্‌তাগণকে সালাম করার নিয়্যত করা সুন্নত। মুক্তাদীর জন্য সালামের মধ্যে সমস্ত মুছল্লীকে এবং সঙ্গের ফেরেশ্‌তাকে এবং ইমামকে সালাম করার নিয়্যত করা সুন্নত। ইমাম যদি ডান দিকে থাকে, তবে ডান দিকে সালাম ফিরাইবার সময়, যদি বাম দিকে থাকে, তবে বাম দিকে সালাম ফিরাইবার সময় এবং যদি সামনাসামনি থাকে, তবে উভয় দিকে সালাম ফিরাইবার সময় ইমামকে সালাম করার নিয়্যত করা সুন্নত।

১১। মাসআলা ঃ তকবীরে তাহ্‌রীমা বলিবার সময় পুরুষদের জন্য আস্তীন এবং চাদর হইতে হাত বাহির করিয়া হাত উঠান সুন্নত।

তাহিয়্যাতুল মসজিদ—(বেঃ গওহর)

১। মাসআলা ঃ মস্‌জিদে প্রবেশকালে আন্তরিক ভক্তি ও ভয়ের সহিত প্রবেশ করিবে এবং প্রবেশ করা মাত্র বসিবার পূর্বেই দুই রাকা'আত নামায পড়িবে। এই নামাযকে

'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' বলে। অর্থাৎ, ইহা আহ্কামুল হাকেমীনের দরবারের তা'যীম। হাদীস শরীফে এই নামায পড়িবার জন্য হুকুম আছে, কাজেই এই নামায সুন্নত।

২। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ মকরূহ্ ওয়াক্তে মসজিদে প্রবেশ করে, তবে নামায পড়িবে না, আদবের সহিত বসিয়া سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ এই তসবীহ্ চারিবার পড়িবে এবং দুরূদ শরীফ পড়িবে।

'আল্লাহ্র ওয়াস্তে দুই রাকা'আত নামায পড়ি' বা 'আল্লাহ্র ওয়াস্তে দুই রাকা'আত তাহিয়্যাতুল মস্জিদ নামায পড়িতেছি' এইরূপে মুখে বলিয়া ও মনে মনে চিন্তা করিয়া লইলেই নিয়্যত হইয়া যাইবে। মুখে বলার চেয়ে দেলের খেয়াল বেশী যরূরী।

৩। **মাসআলা ঃ** তাহিয়্যাতুল মস্জিদ যে, দুই রাকা'আতই হইবে তাহার কোন সীমা নির্ধারিত নাই, চারি বা ততোধিকও হইতে পারে, তবে দুইয়ের চেয়ে কম হইতে পারে না। এমন কি, মস্জিদে আসা মাত্রই যদি ফরয বা সুন্নত পড়িতে হয়, তাহাতেও তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় হইয়া যাইবে। অবশ্য উহার নিয়্যত করিতে হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** মস্জিদে আসিয়া যদি কেহ বসিয়া পড়ে এবং তারপর উঠিয়া তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে, তাহাতেও দোষ নাই, তবে বসিবার পূর্বে পড়াই উত্তম। হাদীসে আছে—যখন তোমরা মসজিদে যাও, তখন দুই রাকা'আত নামায না পড়া পর্যন্ত বসিও না। —মেশ্কাত

৫। **মাসআলা ঃ** মস্জিদে যদি দৈনিক কয়েকবার যাওয়া হয়, তবে যে কোন একবার তাহিয়্যাতুল মস্জিদ পড়িলেই যথেষ্ট হইবে।

এস্তেখারার নামায

১। **মাসআলা ঃ** যখন কোন কাজ করিবার ইচ্ছা করিবে, তখন আগে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে খায়ের-বরকতের জন্য দো'আ করিয়া লইবে, তারপর কাজে হাত দিবে। এই মঙ্গল প্রার্থনাকেই আরবীতে 'এস্তেখারা' বলে। হাদীস শরীফে সব কাজের পূর্বে এস্তেখারা করিয়া লওয়ার বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খায়ের ও বরকতের জন্য দো'আ না করা বদবখ্তির আলামত।' (ফরয, ওয়াজিব এবং নাজায়েয কাজের জন্য এস্তেখারা নাই।) বিবাহ শাদি, বিদেশ যাত্রা, (বাড়ী নির্মাণ ইত্যাদি) যাবতীয় মোবাহ কাজের আগে এস্তেখারা করিয়া তারপর করিবে, তাহা হইলে ইন্শা আল্লাহ্ (ফল ভাল হইবে,) পরে অনুতাপ করিতে হইবে না।

২। **মাসআলা ঃ** এস্তেখারা করিবার সুন্নত তরীকা এই যে, (এ'শার পর তাজা ওযূ করিয়া) প্রথমে দুই রাকা'আত নামায খুব ভক্তির সহিত পড়িবে, তারপর এই দো'আটি খুব মনোযোগের সহিত, (অর্থের দিকে খেয়াল রাখিয়া, খোদাকে হাযির নাযির জানিয়া অন্ততঃ তিনবার পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَآ اَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَلَآ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌلِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَ مَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّلِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدِرْلِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ ○

ভাবার্থ—('হে আল্লাহ্! তুমি জান, আমি জানি না, তুমি ক্ষমতাবান, আমি অক্ষম অর্থাৎ, ভবিষ্যতের এবং পরিণামের খবর অন্য কেহই জানে না, একমাত্র তুমিই জান; এবং তুমি সর্বশক্তিমান। মন্দকেও ভাল করিয়া দিতে পার; কাজের শক্তিও তুমিই দান কর, চেষ্টাকে ফলবতীও তুমিই কর, কাজেই আমি তোমার নিকট মঙ্গল চাহিতেছি এবং কাজের শক্তি প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ্! যদি এই কাজটি আমার জন্য, আমার দ্বীনের জন্য, আমার দুনিয়ার জন্য এবং আমার পরিণাম ও আকেবতের জন্য তুমি ভাল মনে কর, তবে এই কাজটি আমার জন্য তুমি নির্ধারিত করিয়া দাও এবং উহা আমার জন্য সহজলভ্য করিয়া দাও এবং উহাতে আমার জন্য খায়ের বরকত দান কর। পক্ষান্তরে যদি এই কাজটি আমার পক্ষে, আমার দ্বীনের পক্ষে বা দুনিয়ার পক্ষে বা পরিণামের হিসাবে আমার জন্য মন্দ হয়, তবে এই কাজকে আমা হইতে দূরে রাখ, আর যেখানে মঙ্গল আছে তাহা আমার জন্য নির্ধারিত করিয়া দাও এবং তাহাতেই আমি যেন সন্তুষ্ট থাকি।') যখন هذا الامر ('হাযাল আম্‌রা') শব্দটি মুখে উচ্চারণ করিবে, তখন যে কাজ করিবার ধারণা করিয়াছ মনে মনে তাহা স্মরণ করিবে। তারপর পাক বিছানায় ওযূর সহিত পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া শয়ন করিবে। ভোরে উঠিয়া মন যেদিকে ঝুঁকে বলিয়া মনে হয় তাহা করিবে, তাহাতেই ইন্‌শাআল্লাহ্ ভাল হইবে। (অনেকে মনে করে, "ইস্তেখারা" দ্বারা গায়েবের রহস্য জানা যায় বা স্বপ্নে কেহ বলিয়া দেয়, ইহা যরূরী নহে। তবে স্বপ্নে কিছু জানিতেও পারে, নাও জানিতে পারে।)

৩। **মাসআলা ঃ** যদি এক দিনে মন ঠিক না হয়, তবে পর পর সাতদিন এস্তেখারা করিবে। তাহা হইলে ইন্‌শাআল্লাহ্ ভালমন্দ বুঝা যাইবে। (আল্লাহ্‌র কাছে মঙ্গলের জন্য দো'আ করাই এস্তেখারার আসল উদ্দেশ্য; সুতরাং মন কোন দিকে না ঝুঁকিলেও এস্তেখারা করিয়া কাজ করিলে আল্লাহ্‌র রহ্‌মতে মঙ্গলই হইবে।)

৪। **মাসআলা ঃ** হজ্জে যাওয়ার জন্য এই ভাবিয়া এস্তেখারা করিবে না যে, যাইবে কি না যাইবে। অবশ্য কোন নির্দিষ্ট তারিখে বা জাহাজে যাইবে কি না তজ্জন্য এস্তেখারা করিবে।

(**মাসআলা ঃ** যদি কোন কারণে এস্তেখারার নামায পড়িতে না পারে, অন্ততঃ দো'আটি কয়েকবার পড়িয়া লইবে, তবুও এস্তেখারা ছাড়িবে না। অন্ততঃ اَللّٰهُمَّ خِرْلِىْ وَاخْتَرْلِىْ এত-টুকু পড়িবে।)

ছালাতুত্ তওবা

১। **মাসআলা ঃ** ঘটনাক্রমে যদি কোন কাজ বা কথা শরীঅত বিরোধী হইয়া পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ ওযূ করিয়া দুই রাকা'আত নামায পড়িয়া আল্লাহ্‌র নিকট খুব কাঁদাকাটি করিবে এবং ক্ষমা চাহিবে এবং ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিবে যে, এরূপ অন্যায় আর কখনও করিবে না। ইহাই তওবা। এইরূপ তওবা করিলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ পাক গোনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন। (আন্তরিক প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও যদি কখনও আবার গোনাহ্ হইয়া যায়, তবে আবার ঐরূপ তওবা করিবে। কোন ওযরবশতঃ তৎক্ষণাৎ তওবা করিতে না পারিলে দিনের গোনাহ্‌র জন্য রাত্রে কাঁদিয়া কাটিয়া তওবা করিবে। খোদা দয়ালু, ক্ষমাশীল। তিনি নিজ গুণে গোনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন।)

ছালাতুল্ হাজাত (বর্ধিত)

(**মাসআলা ঃ** যখন কেহ কোন অভাবে বা বিপদে পড়ে বা কাহারো মনে কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে, তখন তাহার সর্বাগ্রে খোদার দিকে রুজু হওয়া উচিত। তারপর কাজ সাধ্যের মধ্যে হইলে যথোচিত চেষ্টা করিবে এবং ফলের জন্য খোদার রহ্মতের উপর নির্ভর করিবে; প্রথমে ওযূ করিয়া খুব মনোযোগের সহিত দুই রাকা'আত নামায পড়িবে, নিজের গোনাহ্র জন্য মাফ চাহিবে, তারপর আল্লাহ্র প্রশংসা করিবে سُبْحَانَكَ الخ পড়িলেও আল্লাহ্র প্রশংসা হইবে) এবং দুরূদ শরীফ পড়িয়া নিম্নের এই দো'আটি কয়েকবার কায়মনোবাক্যে পড়িবে—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ يَا عَلِيُّ يَا حَلِيْمُ يَا عَلِيْمُ اَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَآئِمَ مَغْفِرَتِكَ وَمُنْجِيَاتِ اَمْرِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ اَللّٰهُمَّ لَاتَدَعْ لَنَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا دَيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهٗ وَلَا حَاجَةً مِّنْ حَوَآئِجِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا قَضَيْتَهَا يَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ـ

وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ○

এবং নিজের যে কোন মকছুদ থাকে, তাহা আল্লাহ্র কাছে চাহিবে। ইনশাআল্লাহ্ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

সফরে নফল নামায—(গওহর)

১। **মাসআলা ঃ** সফরে যাইবার সময় দুই রাকা'আত নামায পড়িয়া বাড়ী হইতে বাহির হইবে, যখন সফর হইতে দেশে ফিরিবে, তখন আগে মসজিদে গিয়া দুই রাকা'আত নামায পড়িবে। তারপর বাড়ী যাইবে, এইরূপ করা মোস্তাহাব।

হাদীস ঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, 'যে সফরে যাইবার সময় দুই রাকা'আত নামায পড়িয়া ঘরে রাখিয়া যাইবে, তাহা অপেক্ষা উত্তম পুঁজি আর নাই।'

হাদীস ঃ নবী আলাইহিস্সালাম সফর হইতে বাড়ী আসিলে 'আগে মসজিদে গিয়া দুই রাকা'আত নামায পড়িতেন, তারপর বাড়ীর মধ্যে যাইতেন।'

২। **মাসআলা ঃ** সফরের মধ্যে যদি কোন স্থানে কিছুকাল অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে সেখানে বসার পূর্বে দুই রাকা'আত নামায পড়া মোস্তাহাব।

মৃত্যুকালীন নামায—(গওহর)

১। **মাসআলা ঃ** যখন কোন মুসলমান মৃত্যু সন্নিকটে বলিয়া বুঝিতে পারে (যেমন, কেহ কোন মুসলমানকে হত্যা করিবার বা ফাঁসী দিবার আয়োজন করিতেছে) তখন তাহার জীবনের অন্তিম-কালে অতি ভক্তিভরে দুই রাকা'আত নামায পড়িয়া আল্লাহ্র নিকট সব গোনাহ্ মাফ চাহিয়া লওয়া উচিত। তাহা হইলে এই নামায এবং এই তওবা ও এস্তেগ্ফার তাহার ইহজীবনের সর্বশেষ

নেক আমলরূপে লিখিত থাকিবে। হযরত (দঃ)-এর যমানায় কয়েকজন ক্বারী আলেম কোরআন শরীফ শিক্ষা দেওয়ার জন্য একস্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে দুরাচার কাফিরদল কর্তৃক তাঁহারা ধৃত হন। একজন ব্যতীত সকলকে ঐ খানেই পাষণ্ডগণ নৃশংসরূপে হত্যা করিয়া ফেলে। যিনি বাঁচিয়াছিলেন তাঁহার নাম ছিল খোবায়েব। নিষ্ঠুরেরা তাঁহাকে মক্কায় লইয়া গিয়া অতি সমারোহের সহিত শহীদ করে। তাহাদের এই আয়োজন দেখিয়া তিনি জীবনের অন্তিমকালে দুই রাকা'আত নামায পড়িবার জন্য (এবং মা'বূদের নিকট নিজের মনের আবেগ জানাইবার জন্য) ইজাযত লইয়াছিলেন। তখন হইতে এই নামায মোস্তাহাব হয়।

তারাবীহ্‌র নামায—(গওহর)

১। **মাসআলা ঃ** বেৎরের নামায তারবীহ্‌র পরে পড়া আফ্‌যল। যদি তারাবীহ্‌র আগে বেৎর পড়ে, তাহাও দুরুস্ত আছে।

২। **মাসআলা ঃ** তারাবীহ্‌র প্রত্যেক চারি রাকা'আতের পর, চারি রাকা'আত পরিমাণ সময় বসিয়া বিশ্রাম করা মোস্তাহাব। কিন্তু যদি এত সময় বসিয়া থাকিলে জমা'আতের লোকের কষ্ট হয় বা জমা'আত কম হওয়ার আশংকা থাকে, তবে এত সময় বসিবে না, কম বসিবে। এই বিশ্রামের সময় শুধু চুপ করিয়া বসিয়া থাকা, পৃথক পৃথক নফল নামায পড়া বা তসবীহ্, দুরূদ ইত্যাদি পড়া সব জায়েয আছে। এদেশে 'সোবহানা যিল মুল্‌কে ওয়াল মালাকূতে' পড়ার এবং মোনাজাত করার যে প্রচলন আছে, তাহাও জায়েয আছে। কিন্তু এই দো'আ কোন ছহীহ্ হাদীসে নাই। আবার অনেকে এই দো'আ না জানার কারণে তারাবীহ্ই পড়ে না তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার যে, এই দো'আ না পড়িলে নামাযের কোন ক্ষতি হইবে না, নামায হইয়া যাইবে। যদি পারে, তবে শুধু سُبْحَانَ اللهِ (সোব্‌হানাল্লাহ্) سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ (সোব্‌হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সোবহানাল্লাহিল আ'যীম) পড়িবে। কিছু না পড়িয়া নীরবে বসিয়া থাকিলেও নামাযের কোন ক্ষতি নাই (প্রত্যেক চতুর্থ রাকা'আতে মোনাজাত করা জায়েয আছে, কিন্তু বিশ রাকা'আতের পর বেৎরের পূর্বে দো'আ করাই আফ্‌যল।

৩। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও এশার নামায কোন কারণ বশতঃ ফাসেদ হইয়া যায় এবং তাহা বেৎর বা তারাবীহ্‌র সব বা কতক পড়ার পর জানিতে পারে, তবে তাহার এশার নামাযের সঙ্গে সঙ্গে বেৎর এবং তারাবীহ্ যত রাকা'আত পড়িয়াছে, তাহাও দোহ্‌রাইতে হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** এশার নামায জমা'আতে না পড়িলে তারাবীহ্‌র নামাযও জমা'আতে পড়া জায়েয হইবে না। ইহার কারণ তারাবীহ্ এশার তাবে (অনুগামী), কাজেই এশার চেয়ে তারাবীহ্‌র সম্মান বেশী করা জায়েয নহে! অতএব, যদি কোথাও পাড়ার লোকেরা দুর্ভাগ্য বশতঃ এশার নামাযের জমা'আত না করিয়া শুধু তারাবীহ্‌র জমা'আত করিতে চায়, তবে তাহা জায়েয হইবে না। কিন্তু যদি পাড়ার লোকেরা এশার জমা'আত পড়িয়া তারাবীহ্‌র নামায জমা'আতে পড়িতে থাকে এবং দুই একজন লোকে এশার নামাযের জমা'আত না পাইয়া থাকে, তবে তাহারা এশার নামায একা একা পড়িয়া তারাবীহ্‌র জমা'আতে শরীক হইতে পারে, তাহাতে কোন বাধা নাই।

৫। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ মসজিদে আসিয়া দেখে, এশার জমা'আত হইয়া গিয়া তারাবীহ্ শুরু হইয়া গিয়াছে, তবে সে আগে একা একা এক পার্শ্বে এশা পড়িয়া লইবে, তারপর তারাবীহ্‌র জমা'আতে শামিল হইবে। ইত্যবসরে যে কয় রাকা'আত তারাবীহ্ তাহার ছুটিয়া গিয়াছে তাহা

সে তারাবীহ্ এবং বেৎর জমা'আতের সঙ্গে পড়িয়া তারপর পড়িবে, জমা'আতের বেৎর ছাড়িবে না। (যদি কয়েক জনের কিছু তারাবীহ্ ছুটিয়া থাকে, তাহারা পরে জমা'আত করিয়াও তাহা পড়িতে পারে এবং শেষ রাত্রেও পড়িতে পারে।)

৬। মাসআলা ঃ রমযান শরীফের পুরা মাসে তারাবীহ্র মধ্যে তরতীব অনুযায়ী একবার কোরআন শরীফ খতম করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা। লোকের অবহেলা বা অলসতার কারণে এই সুন্নত পরিত্যাগ করা উচিত নহে। কিন্তু যে সব লোক একেবারেই অলস, কোরআন খতমের ভয়ে হয়ত তাহারা নামাযই ছাড়িয়া দিতে পারে, তাহাদের জন্য সূরা তারাবীহ্র জমা'আত করিয়া দেওয়া যাইতে পাবে। সূরা তারাবীহ্র মধ্যে কোরআনের যে কোন অংশ বা যে কোন সূরা পড়িলেই চলে। প্রত্যেক রাকা'আতে কুল্হুআল্লাহ্ সূরা পড়িলেও জায়েয আছে, অথবা যদি 'সূরা ফীল' হইতে 'সূরা নাস' পর্যন্ত দশটি সূরার দ্বারা দশ রাকা'আত পড়িয়া, আবার দ্বিতীয় বার 'সূরা ফীল' হইতে 'সূরা নাস' পর্যন্ত পড়িয়া বাকী দশ রাকা'আত পড়ে, এ নিয়মও মন্দ নয়।

৭। মাসআলা ঃ তারাবীহ্র জমা'আতে সম্পূর্ণ রমযান মাসে কোরআন শরীফ এক খতমের বেশী পড়িবে না। অবশ্য যদি মুছল্লিগণের অতিশয় আগ্রহ হয়, তবে বেশী পড়াতেও ক্ষতি নাই। (আমাদের ইমাম আ'যম ছাহেব প্রত্যেক রমযান শরীফে কোরআন শরীফ ৬১ বার খতম করিতেন; ৩০ দিনে ৩০ খতম, ৩০ রাত্রে ৩০ খতম এবং তারাবীহ্র মধ্যে এক খতম ইহাতে তাঁহার মোট ৬১ খতম হইত।)

৮। মাসআলা ঃ এক রাত্রে কোরআন শরীফ খতম করা জায়েয আছে, কিন্তু যদি (লফ্য ছাড়িয়া বা কাটিয়া কাটিয়া পড়ে কিংবা) লোকের কষ্ট হয়, বা অভক্তি প্রকাশ পায়, তবে মক্রূহ।

৯। মাসআলা ঃ তারাবীহ্র খতমের মধ্যে পূর্ণ কোরআন শরীফের যে কোন একটি সূরার শুরুতে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ জোরে পড়া চাই, নতুবা পূর্ণ কোরআন খতমের ছওয়াব মিলিবে না, এক আয়াত কম থাকিয়া যাইবে। যদি হাফেয ছাহেব চুপে চুপে পড়িয়া নেন, তবে হাফেয ছাহেবের কোরআন পুরা হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু মুক্তাদীদের এক আয়াত কম থাকিয়া যাইবে। অতএব, খতম তারাবীহ্র মধ্যে যে কোন একটি সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ উচ্চৈস্বরে পড়িবে। (সাধারণতঃ আলেমগণ সূরা-আলাক্ব-এর পূর্বে বিস্মিল্লাহ্ আওয়ায করিয়া পড়িয়া থাকেন।)

১০। মাসআলা ঃ সম্পূর্ণ রমযান মাসে প্রত্যেক রাত্রে বিশ রাকা'আত করিয়া তারাবীহ্ পড়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা, যে সন্ধ্যায় রমযানের চাঁদ দেখিবে সেই রাত হইতেই তারাবীহ্ পড়া শুরু করিবে এবং যে সন্ধ্যায় ঈদের চাঁদ দেখিবে সেই রাত্রে ছাড়িবে। যদি কোরআন আগে খতম হইয়া যায়, তবুও অবশিষ্ট রাতগুলিতেও তারাবীহ্ পড়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা (সূরা তারাবীহ্ হইলেও পড়িবে) কেহ কেহ কোরআন খতম হইয়া গেলে জমা'আতে আসে না বা তারাবীহ্ পড়ে না বা কেহ আট রাকা'আত পড়িয়াই চলিয়া যায়, ইহা তাহাদের ভুল। (ইহাতে তাহারা গোনাহ্গার হইবে।)

১১। মাসআলা ঃ তারাবীহ্র মধ্যে কোরআন খতমের সময় যখন কুল্হুআল্লাহ্ (قل هو الله) সূরা আসে, তখন এই সূরা তিনবার পড়া মকরূহ্। (অর্থাৎ এইরূপ রছম বানাইয়া লওয়া এবং ইহাকে শরীঅতের হুকুম মনে করিয়া আমল করা মকরূহ্, নতুবা নফল নামাযে বা তারাবীহ্র নামাযে উক্ত সূরা তিনবার করিয়া পড়া মকরূহ্ নহে।)

(তারাবীহ্র জমা'আত পুরুষদের জন্য সুন্নতে কেফায়া। অতএব, যদি সকলে মিলিয়া জমা'আত করে এবং কেহ ঘরে বসিয়া তারাবীহ্র নামায পড়ে, তবে সে জমা'আতের ছওয়াব

পাইবে না বটে, কিন্তু গোনাহ্‌গার হইবে না। কিন্তু যদি পাড়ার সকলেই জমা'আত তরক করে, তবে সকলেই গোনাহ্‌গার হইবে।)

কুছুফ ও খুছুফের নামায—(গওহর)

(কুছুফ বলে সূর্যগ্রহণকে এবং খুছুফ বলে চন্দ্রগ্রহণকে। সূর্যগ্রহণের সময় যে নামায পড়া হয়, তাহাকে 'ছালাতুল কুছুফ' এবং চন্দ্রগ্রহণের সময় যে নামায পড়া হয় তাহাকে 'ছালাতুল খুছুফ' বলে।)

১। মাসআলা ঃ সূর্যগ্রহণের সময় দুই রাকা'আত নামায পড়া সুন্নত। (শুধু 'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুই রাকা'আত কুছুফের নামায পড়িতেছি' বলিয়া নিয়ত করিবে।)

২। মাসআলা ঃ সূর্যগ্রহণের নামায জমা'আতের সঙ্গে পড়িতে হয়। ইমামতের হকদার তৎকালীন মুসলমান বাদশাহ্ বা তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তি। এক রেওয়ায়ত অনুসারে প্রত্যেক মস-জিদের ইমাম নিজ নিজ মসজিদের জমা'আত করিয়া সূর্যগ্রহণের নামায পড়াইবেন। (যদি ইমাম না পাওয়া যায়, তবে প্রত্যেকে একা একা পড়িবে এবং স্ত্রীলোক নিজ গৃহে পৃথক পৃথক পড়িবে।)

৩। মাসআলা ঃ কুছুফের নামাযের জন্য আযান বা একামত নাই, পাড়ার লোকগণকে জমা করিবার জন্য الصلوة جامعة ('নামাযে চল' 'নামাযে চল') বলিয়া একজন লোক উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিবে।

৪। মাসআলা ঃ ছালাতুল কুছুফের মধ্যে সূরা বাকারার ন্যায় অনেক লম্বা কেরাআত পড়া এবং রুকূ সজ্‌দা অনেক দীর্ঘ করিয়া করা সুন্নত। কেরাআত চুপে চুপে পড়িতে হইবে।

৫। মাসআলা ঃ নামায শেষে ইমাম কেবলা রোখ হইয়া বসিয়া বা লোকদের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যের গ্রহণ সম্পূর্ণ না ছুটে, ততক্ষণ পর্যন্ত হাত উঠাইয়া দো'আ করিতে থাকিবে (এবং নিজেদের কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে,) মুক্তাদিগণ 'আমীন' বলিতে থাকিবে। ফলকথা, গ্রহণ না ছুটা পর্যন্ত (দুনিয়ার কাজকর্ম বন্ধ রাখিয়া) নামায, দো'আ ইত্যাদি এবাদত-বন্দেগী এবং আল্লাহ্‌র দরবারে কাঁদাকাটায় লিপ্ত থাকা উচিত। অবশ্য যদি গ্রহণ ছুটিবার পূর্বে সূর্য অস্ত যাইতে থাকে বা কোন ফরয নামাযের ওয়াক্ত হয়, তবে দো'আ ছাড়িয়া নামায পড়িয়া লইবে।

৬। মাসআলা ঃ চন্দ্রগ্রহণের সময়ও (অন্ততঃ) দুই রাকা'আত নামায পড়া সুন্নত। কিন্তু চন্দ্রগ্রহণের নামাযের জন্য জমা'আত করা বা মসজিদে যাওয়া সুন্নত নহে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাড়ীতে পৃথক পৃথকভাবে নামায পড়িবে;

৭। মাসআলা ঃ এইরূপ যখনই কোন ভয়াবহ ঘটনা ঘটে, কোন বিপদ বা বালা মুছীবত আসে, তখন নামায পড়া সুন্নত। যেমন, ঝড়ের সময়, ভূমিকম্পের সময়, বজ্রপাতের সময়, যখন অনেক বেশী তারা ছুটে, শিলা বা বরফ পড়ে, অতিরিক্ত বৃষ্টি হইতে থাকে, দেশে কলেরা, বসন্ত বা প্লেগ ইত্যাদি মহামারী আসে বা শত্রু ঘিরিয়া লয়। কিন্তু এই সব নামাযের জন্য জমা'আত নাই, প্রত্যেকেই নিজে নিজে পৃথকভাবে নামায পড়িবে, (উভয় জাহানের বিপদ উদ্ধারের জন্য দো'আ করিবে এবং কৃত গোনাহ্‌র জন্য মা'ফ চাহিবে।) হাদীস শরীফে আছে, যখনই কোন বিপদ বা মুছীবত আসিত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই নামাযে মশগুল হইয়া যাইতেন (এবং আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হইয়া দো'আ করিতেন।)

৮। **মাসআলা ঃ** এখানে যত প্রকার নামাযের কথা বর্ণিত হইল তাহা ছাড়াও নফল নামায যত বেশী পড়িবে ততই বেশী ছওয়াব পাইবে এবং মর্তবা বাড়িবে। বিশেষতঃ যে যে সময় এবাদত করার জন্য রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। যেমন, রমযান শরীফের শেষ দশ রাত্রের বে-জোড় রাত্রসমূহে, শা'বানের (চৌদ্দই দিন গত) পনরই রাত্র ইত্যাদি। এই সব ফযীলতের সময় নফল নামায পড়িলে অনেক বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ হক্কানী আলেমের নিকট জানিয়া লইবেন।

এস্তেস্কার নামায—(গওহর)

যখন অনাবৃষ্টিতে লোকের কষ্ট হইতে থাকে, তখন আল্লাহ্র নিকট পানির জন্য দরখাস্ত করা এবং দো'আ করা সুন্নত। ইহাকেই আরবীতে 'এস্তেস্কা' বলে। এস্তেস্কার সুন্নত তরীকা এই যে, দেশের সমস্ত মুসলমান পুরুষ সঙ্গে বালক, বৃদ্ধ এবং গরু বাছুর লইয়া পায়ে হাঁটিয়া গরীবানা লেবাস পরিয়া নেহায়েত আজেযী এবং কাকুতি-মিনতি সহকারে ময়দানে বাহির হইবে এবং সকলেই নিজ নিজ কৃত পাপের জন্য আল্লাহ্র নিকট অপরাধ স্বীকার করতঃ নূতন করিয়া মা'ফ চাহিবে! মন নরম করিয়া খাঁটিভাবে তওবা করিবে। যদি কেহ কাহারও হক্ নষ্ট করিয়া থাকে তাহা ফেরত দিবে, কোন অমুসলমান বা কোন কাফিককে সঙ্গে আনিবে না। তারপর সকলের মধ্যে যিনি বেশী আল্লাহ্ওয়ালা আলেম, তাঁহাকে ইমাম নিযুক্ত করিয়া সকলে মিলিয়া জমা'আতে দুই রাকা'আত নামায পড়িবে। ইহার জন্য আযান বা এক্কামত নাই। ইমাম কেরা'আত উচ্চৈঃস্বরে পড়িবেন এবং নামাযের পর ঈদের খোৎবার মত দুইটি খোৎবা পড়িবেন।তারপর ইমাম ক্বেব্লা-রোখ হইয়া দাঁড়াইয়া উভয় হাত প্রসারিত করিয়া রহ্মতের পানির জন্য দো'আ করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলেও দো'আ করিবে। পর পর তিন দিন এইরূপ করিবে। তিন দিনের বেশী ছাবেত নাই। এই তিন দিন রোযা রাখাও মোস্তাহাব, যদি তিন দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বৃষ্টি হইয়া যায়, তবুও তিন দিন পূর্ণ করা উত্তম। যাইবার পূর্বে ছদকা খয়রাত করাও মোস্তাহাব।

ক্বাযা নামায—(বেঃ জেওর)

১। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও কোন (ফরয) নামায ছুটিয়া যায়, তবে স্মরণ আসা মাত্রই ক্বাযা পড়া ওয়াজিব। বিনা ওযরে যদি ক্বাযা পড়িতে দেরী করে, তবে গোনাহ্গার হইবে। অতএব, যদি কাহারও কোন নামায ক্বাযা হইয়া যায় এবং স্মরণ আসা মাত্র তাহার ক্বাযা না পড়িয়া অন্য সময় পড়িবে বলিয়া রাখিয়া দেয় এবং হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া পড়ে, তাহার দুই গোনাহ্ হইবে। এক গোনাহ্ নামায না পড়ার, আর এক গোনাহ্ সময় পাওয়া সত্ত্বেও তাহার ক্বাযা না পড়ার। (ইচ্ছাপূর্বক নামায ছাড়িয়া দেওয়া কবীরা গোনাহ্। এই গোনাহ্ মাফ পাইতে হইলে শুধু ক্বাযা পড়িলে হইবে না বা শুধু তওবা করিলেও চলিবে না; তওবাও করিতে হইবে, ক্বাযাও পড়িতে হইবে।)

২। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও কয়েক ওয়াক্ত নামায ক্বাযা হইয়া থাকে তবে যথাশীঘ্র সব নামাযের ক্বাযা পড়িয়া লওয়া উচিত। এমন কি, যদি সাহস করিয়া সব নামাযের ক্বাযা এক ওয়াক্তেই পড়িয়া লইতে পারে, তবে সব চেয়ে ভাল। যোহরের নামাযের ক্বাযা যে যোহরের ওয়াক্তেই পড়িতে হইবে এইরূপ কোন বিধান নাই। যদি কাহারও কয়েক মাসের বা কয়েক বৎসরের নামায ক্বাযা হইয়া থাকে, তবে তাহারও যথাশীঘ্র সব নামাযের ক্বাযা পড়িয়া লওয়া

উচিত। এক এক ওয়াক্তে দুই তিন বা চারি ওয়াক্তের ক্বাযা পড়িয়া লইলেও ভাল হয়। একান্ত যদি কোন মজবুরী হয় (যেমন বেশী অভাবী লোক হয় এবং বাল-বাচ্চাদিগকে খাটিয়া খাওয়াইতে হয় বলিয়া সময় না পায়, তবে খাটুনীর বাহিরে যখনই একটু সময় পাইবে, তখনই ক্বাযা পড়িবে,) অন্ততঃ এক ওয়াক্তের সঙ্গে এক ওয়াক্তের ক্বাযা পড়িবে।

৩। মাসআলাঃ ক্বাযা নামায পড়ার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নাই, যখনই একটু সময় পাওয়া যায়, তখনই ওযূ করিয়া দুই চারি ওয়াক্তের ক্বাযা পড়িয়া লওয়া যায়। তবে মকরূহ্ ওয়াক্তে পড়িবে না।

৪। মাসআলাঃ যদি কাহারও মাত্র (দুই) এক ওয়াক্ত নামায ক্বাযা হইয়া থাকে, ইহার পূর্বে কোন নামায ক্বাযা হয় নাই, অথবা ক্বাযা হইয়াছে কিন্তু ক্বাযা পড়িয়া লইয়াছে। শুধু এক ওয়াক্তের ক্বাযা বাকী আছে, তবে সে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্বাযা নামায পড়িয়া না লইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার ওয়াক্তিয়া নামায দুরুস্ত হইবে না। ক্বাযা না পড়িয়া যদি ওয়াক্তিয়া পড়ে, তবে তাহা আবার দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে। অবশ্য যদি ক্বাযা নামাযের কথা স্মরণ না থাকাবশতঃ ওয়াক্তিয়া পড়িয়া থাকে, তবে ওয়াক্তিয়া নামায দুরুস্ত হইবে, দোহ্‌রাইতে হইবে না। কিন্তু স্মরণ আসা মাত্রই ক্বাযা পড়িয়া লইবে।

৫। মাসআলাঃ যদি ওয়াক্ত এমন সংকীর্ণ হয় যে, ক্বাযা পড়িয়া ওয়াক্তিয়া পড়িলে ওয়াক্তিয়াও ক্বাযা হইয়া যায়, তবে ওয়াক্তিয়া আগে পড়িয়া লইবে, তারপর ক্বাযা পড়িবে।

৬, ৭। মাসআলাঃ যদি কাহারও দুই, তিন, চারি বা পাঁচ ওয়াক্তের নামায ক্বাযা হয়, অর্থাৎ এক দিনের পরিমাণ নামায ক্বাযা হয়, তবে তাহাকে 'ছাহেবে তরতীব' বলে। এক দিনের বেশী নামায ক্বাযা হইলে অর্থাৎ ছয় বা ততোধিক নামায ক্বাযা হইলে তরতীব থাকে না; এক সঙ্গে হউক বা পৃথক পৃথক ক্বাযা জমা হউক। ছাহেবে তরতীব হইলে তাহার যেমন ক্বাযা এবং ওয়াক্তিয়ার মধ্যে তরতীব রক্ষা করা ফরয, তেমনই ক্বাযা নামাযগুলির মধ্যে তরতীব রক্ষা করা ফরয। কাহারও ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব এবং এশা (বেৎরসহ) ক্বাযা হইলে এই নামাযগুলি পড়ার পূর্বে পরদিনের ফজরের নামায পড়িলে তাহা শুদ্ধ হইবে না এবং যে নামাযগুলি ক্বাযা হইয়াছে তাহাও পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ আগে ফজর, তারপর যোহর, তারপর আছর, তারপর মাগরিব, তারপর এশা, তারপর বেৎর পড়িতে হইবে। ছাহেবে তরতীব না হইলে ক্বাযা নামায রাখিয়া দিয়াও ওয়াক্তিয়া পড়িলে তাহা দুরুস্ত হইবে এবং যে নামাযগুলি ক্বাযা হইয়াছে তাহার মধ্যে তরতীব রক্ষা করাও ফরয হইবে না।

৮। মাসআলাঃ যদি কাহারও ছয় ওয়াক্তের উপর পুরান যামানার ক্বাযা থাকে, তারপর রীতিমত নামাযী হয় এবং বহুকাল পরে হঠাৎ এক ওয়াক্ত নামায ক্বাযা হইয়া যায়, তবে সেও ছাহেবে তরতীব থাকিবে না। এই ক্বাযা রাখিয়া ওয়াক্তিয়া নামায পড়িলে ওয়াক্তিয়া নামায দুরুস্ত হইয়া যাইবে।

৯। মাসআলাঃ কাহারও যিম্মায় ছয় কিংবা বহু নামায ক্বাযা ছিল, সেই কারণে সে ছাহেবে তরতীব ছিল না, তারপর সে কিছু কিছু করিয়া ক্বাযা পড়িতে পড়িতে সব পড়িয়া ফেলিল, তবে সে এখন হইতে আবার ছাহেবে তরতীব হইবে। অতএব, আবার যদি পাঁচ সংখ্যক ফরয নামায ক্বাযা হয়; তবে আবার তরতীব রক্ষা করা ফরয হইবে এবং আবার যদি ছয় বা ততোদিক সংখ্যক ক্বাযা একত্র হইয়া যায়, তবে আবার তরতীব মাফ হইয়া যাইবে; (ক্বাযা নামায থাকিতে ওয়াক্তিয়া

নামায পড়িতে পারিবে।) কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে ইচ্ছাপূর্বক কাযা না পড়িয়া তরতীব মাফ হইয়া যাইবে আশায় কাযার সংখ্যা বাড়াইতে থাকিলে গোনাহ্ হইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** বহুসংখ্যক নামাযের অল্প অল্প করিয়া কাযা পড়িতে পড়িতে মাত্র চারি পাঁচ ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকিলেও তরতীব ওয়াজিব হইবে না, এই চারি-পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যে যাহা ইচ্ছা আগে পড়িতে পারিবে এবং চারি-পাঁচ ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্তিয়া নামায পড়িতে পারিবে।

১১। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও বেৎর নামায কাযা হইয়া যায় এবং অন্য কোন নামায যিম্মায় কাযা না থাকে, তবে বেৎর না পড়িয়া ফজরের নামায পড়া দুরুস্ত হইবে না। স্মরণ থাকা এবং সময় থাকা সত্ত্বেও যদি বেৎর না পড়িয়া ফজর পড়ে তবে বেৎর কাযা পড়িয়া তারপর ফজর পুনরায় পড়িতে হইবে।

১২। **মাসআলা ঃ** কেহ শুধু এশার নামায পড়িয়া বেৎর না পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িল, শেষ রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জুদ পড়িয়া বেৎর পড়িল, পরে জানিতে পারিল যে, ভুলে এশার নামায বে-ওযূ অবস্থায় পড়িয়াছিল, তাহার শুধু এশার নামায কাযা পড়িতে হইবে, বেৎর কাযা পড়িতে হইবে না।

১৩। **মাসআলা ঃ** শুধু ফরয এবং বেৎরের কাযা পড়ার হুকুম আছে, তাহা ব্যতীত সুন্নত বা নফলের কাযা পড়ার হুকুম নাই। অবশ্য (যদি সুন্নত বা নফল নামায শুরু করার পর নিয়ত ভঙ্গ করে তবে তাহার কাযা পড়িতে হইবে বা) ফজরের নামায যদি ছুটিয়া যায় এবং দুপুরের পূর্বে কাযা পড়ে, তবে সুন্নতসহ কাযা পড়িতে হইবে; কিন্তু এক্ষেত্রেও দুপুরের পর কাযা পড়িলে শুধু ফরয দুই রাকা'আতের কাযা পড়িতে হইবে, সুন্নতের কাযা পড়িতে হইবে না।

১৪। **মাসআলা ঃ** ওয়াক্ত সংকীর্ণ হইয়া যাওয়ায় (বা জমা'আত ছুটিয়া যাওয়ার ভয়ে) যদি কেহ ফজরের সুন্নত ছাড়িয়া শুধু ফরয পড়িয়া লয়, তবে সূর্য উদয় হইয়া এক নেযা উপরে উঠার পর হইতে দুপুরের পূর্বেই সুন্নতের কাযা পড়িয়া লইবে।

১৫। **মাসআলা ঃ** যদি কোন (লোক শয়তানের ধোঁকায় পড়িয়া প্রথম বয়সে) বে-নামাযী (থাকে এবং কিছুদিন পর সৌভাগ্যবশতঃ) তওবা করিয়া নামায পড়া শুরু করে, তবে (বালেগ হওয়ার পর হইতে) তাহার যত নামায ছুটিয়া গিয়াছে সব নামাযের কাযা পড়া ওয়াজিব হইবে, তওবার দ্বারা নামায মা'ফ হয় না, অবশ্য নামায না পড়ার যে নাফরমানীর গোনাহ্ হইয়াছিল তাহা মা'ফ হইয়া যাইবে। এখন যদি বিগত সব নামাযের কাযা না পড়ে, তবে গোনাহ্ হইবে।

১৬। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও কিছুসংখ্যক নামায ছুটিয়া যায় এবং উহার কাযা পড়ার পূর্বে মৃত্যু আসিয়া পড়ে, তবে মৃত্যুর পূর্বেই ঐ সব নামাযের জন্য ফিদিয়া দেওয়ার ওছিয়ত করিয়া যাওয়া তাহার উপর ওয়াজিব। যদি ওছিয়ত না করে, তবে গোনাহ্গার হইবে। (ফিদিয়ার পরিমাণ বেৎরসহ প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের পরিবর্তে দুই সের গম বা তাহার মূল্য, অথবা একজন গরীব-দুঃখীকে দুই বেলা পেট ভরিয়া খাওয়ান।) —রোযার ফিদিয়া দ্রষ্টব্য

[**মাসআলা ঃ** যদি কোন কারণবশতঃ দলশুদ্ধ লোকের নামায কাযা হইয়া যায়, তবে তাহারা ওয়াক্তিয়া নামায যেমন জমাআতে পড়িত তদ্রূপ কাযা নামাযও জমা'আতে পড়িবে। ছির্রিয়া নামাযের কাযার মধ্যেও চুপে চুপে কেরাআত পড়িবে এবং জেহ্রিয়া নামাযের কাযার মধ্যেও কেরাআত উচ্চ স্বরে পড়িবে।

মাসআলাঃ কোন না-বালেগ ছেলে এশার নামায পড়িয়া ঘুমাইয়াছিল সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া কাপড়ে দাগ দেখিতে পাইল (অর্থাৎ, রাত্রি থাকিতে বালেগ হইয়াছে এইরূপ আলামত পাওয়া গেল,) তাহার এশার এবং বেৎরের নামায ক্বাযা পড়িতে হইবে।] —অনুবাদক

ছহো সজ্‌দা—(বেঃ জেওর)

১। **মাসআলাঃ** নামাযের মধ্যে যতগুলি ওয়াজিব আছে তাহার একটি বা কয়েকটি যদি ভুল বশতঃ ছুটিয়া যায়, তবে তাহার (ক্ষতিপূরণের জন্য) ছহো সজ্‌দা করা ওয়াজিব। ইহাতে (ওয়াজিব ছুটিয়া যাওয়ায় নামাযের যতটুকু নোকছান হইয়াছিল ছহো সজ্‌দা দ্বারা তাহা পূরণ হইয়া যাইবে এবং) নামায দুরুস্ত হইয়া যাইবে, যদি ছহো সজ্‌দা না করে, তবে নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে।

২। **মাসআলাঃ** যদি নামাযের কোন ফরয ভুলে ছুটিয়া যায় (বা কোন ওয়াজিব ইচ্ছাপূর্বক ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহার ক্ষতিপূরণের কোনই উপায় নাই,) ছহো সজ্‌দার দ্বারা নামায দুরুস্ত হইবে না, নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে।

৩। **মাসআলাঃ** ছহো সজ্‌দা করার নিয়ম এই যে, শেষ রাকা'আতে আত্তাহিয়্যাতু, (আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু পর্যন্ত) পড়িয়া ডান দিকে সালাম ফিরাইবে এবং আল্লাহু আকবর বলিয়া নিয়ম মত দুইটি সজ্‌দা করিবে, তারপর আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ ও দো'আ সব পড়িয়া উভয় দিকে সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে।

৪। **মাসআলাঃ** যদি কেহ ভুলে ডান দিকে সালাম না ফিরাইয়া (শুধু আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া—এমন কি দুরূদ ও দো'আ প্রভৃতি পড়িয়া) ছহো সজ্‌দা করে, তবুও ছহো সজ্‌দা আদায় হইবে এবং নামাযও দুরুস্ত হইবে।

৫। **মাসআলাঃ** ভুলবশতঃ যদি কেহ দুই রুকূ করিয়া ফেলে বা তিন সজ্‌দা করিয়া ফেলে, তবে ছহো সজ্‌দা করা ওয়াজিব হইবে।

৬। **মাসআলাঃ** যদি কেহ ভুলবশতঃ আল্‌হামদু না পড়িয়া শুধু সূরা পড়ে বা আগে সূরা পড়িয়া তারপর আল্‌হামদু পড়ে, তবে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে।

৭। **মাসআলাঃ** ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকা'আতে যদি সূরা মিলাইতে ভুলিয়া যায়, তবে শেষের দুই রাকা'আতে সূরা মিলাইবে এবং ছহো সজ্‌দা করিবে। যদি প্রথম দুই রাকা'আতের কোন এক রাকা'আতে সূরা মিলাইতে ভুলিয়া যায়, তবে তৃতীয় বা চতুর্থ রাকা'আতে সূরা মিলাইবে এবং ছহো সজ্‌দা করিবে। যদি প্রথম দুই রাকা'আতেও সূরা মিলাইতে ভুলিয়া গিয়া থাকে এবং শেষের দুই রাকা'আতেও স্মরণ না হয় আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় স্মরণ হয়, তবে আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া ছহো সজ্‌দা করিবে, তাহাতেই নামায দুরুস্ত হইয়া যাইবে।

৮। **মাসআলাঃ** (বেৎর,) সুন্নত ও নফল নামাযের সব রাকা'আতে সূরা মিলান ওয়াজিব, যদি কেহ কোন রাকা'আতে ভুলবশতঃ সূরা না মিলায়, তবে তাহার ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে।

৯। **মাসআলাঃ** কেহ আল্‌হামদু (বা অন্য কোন সূরা) পড়িয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, ইহার পর কোন্ সূরা (বা কোন্ আয়াত) পড়িবে, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যদি তাহার তিনবার "সোব্‌হানাল্লাহ্" পড়া যায় পরিমাণ সময় বিনা পড়ায় অতিবাহিত হয়, তবে তাহার ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে। (কিন্তু যদি চুপ করিয়া না থাকিয়া কোন আয়াত বার বার দোহ্‌রাইতে থাকে,

তারপর নিজে নিজেই মনে আসে বা কোন মুক্তাদীর লোক্‌মা দ্বারা স্মরণ হয়, তবে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না।)

১০। মাসআলা ঃ কেহ শেষ রাকা'আতে আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া সন্দেহের কারণে চুপ করিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, ইহা তৃতীয় রাকা'আত না চতুর্থ রাকা'আত ? কতক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিল যে, ইহা চতুর্থ রাকা'আত, তারপর সালাম ফিরাইল (বা তৃতীয় রাকা'আত স্থির করিয়া দাঁড়াইয়া আর এক রাকা'আত পড়িতে প্রস্তুত হইল) কিন্তু এই চিন্তায় সে এতক্ষণ চুপ করিয়া রহিয়াছে যতক্ষণে তিনবার "সোব্‌হানাল্লাহ্" পড়া যাইত, তবে তাহার ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে।

১১। মাসআলা ঃ যদি কেহ আল্‌হামদু পড়িয়া সূরা মিলাইয়া ভুলবশতঃ কিছু চিন্তা করিতে থাকে এবং সেই চিন্তায় তিনবার সোব্‌হানাল্লাহ্ পড়া যায় পরিমাণ সময় অতীত হইয়া যায় (বা কাহারও যদি রুকূর মধ্যে গিয়া স্মরণ হয় যে, সূরা মিলাইতে ভুলিয়া গিয়াছে, তারপর রুকূ হইতে উঠিয়া সূরা মিলায়, তবে তাহার আবার রুকূ করিতে হইবে।) এই (উভয়) অবস্থায় ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব।

১২। মাসআলা ঃ এইরূপ যদি কেহ কোন সূরা পড়িতে পড়িতে আট্‌কিয়া যায় এবং চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তিন তস্‌বীহ্ পরিমাণ চিন্তা করে, বা দ্বিতীয় বা চতুর্থ রাকা'আতে আত্তাহিয়্যাতু পড়িতে বসিয়া তাহা না পড়িয়া চিন্তা করিয়া তিন তস্‌বীহ্ পরিমাণ দেরী করে, বা রুকূ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে থাকে এবং এই জন্য তিন তস্‌বীহ পরিমাণ দেরী হয়, বা প্রথম সজ্‌দা হইতে উঠিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে থাকে এবং সেই জন্য দ্বিতীয় সজ্‌দায় যাইতে তিন তস্‌বীহ পরিমাণ দেরী হইয়া যায়, তবে এইসব অবস্থায় ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে। ফলকথা, ওয়াজিব তরক হইলে যেমন ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হয়, তদ্রূপ ভুলে বা চিন্তা করার কারণে যদি কোন ফরয বা ওয়াজিব আদায় করিতে তিন তস্‌বীহ্ পরিমাণ দেরী হইয়া যায়, তবেও ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে।

১৩। মাসআলা ঃ তিন বা চারি রাকা'আত ফরয নামাযের দ্বিতীয় রাকা'আতে আত্তাহিয়্যাতু পড়িতে বসিয়া যদি কেহ ভুলে আত্তাহিয়্যাতু দুইবার পড়িয়া ফেলে, বা আত্তাহিয়্যাতু শেষ করিয়া اللهم صل على محمد (আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মুহাম্মাদিন) পর্যন্ত বা আরও বেশী দুরূদ পড়িয়া ফেলে, তৎপর স্মরণ হওয়ায় দাঁড়াইয়া গেল, তবে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে। ইহার কম পড়িলে ওয়াজিব হইবে না।

১৪। মাসআলা ঃ সুন্নত ও নফল নামাযে দ্বিতীয় রাকা'আতে আত্তাহিয়্যাতুর পর দুরূদ পড়াও জায়েয আছে। কাজেই নফলে দুরূদ পড়িলে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না ; কিন্তু আত্তাহিয়্যাতু দুইবার পড়িলে নফলের মধ্যেও ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে।

১৫। মাসআলা ঃ আত্তাহিয়্যাতু পড়িতে বসিয়া যদি ভুলে অন্যকিছু (যেমন সোব্‌হানাকা, দো'আ কুনূত বা সূরা ফাতেহা) পড়ে, তবে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে।

১৬। মাসআলা ঃ নামাযের নিয়্যত বাঁধিয়া কেহ যদি ভুলে سبحانك (সোব্‌হানাকা) পড়ার পরিবর্তে দো'আ কুনূত (বা আত্তাহিয়্যাতু) পড়ে তাহাতে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না। এইরূপে যদি কেহ ফরয নামাযের তৃতীয় বা চতুর্থ রাকা'আতে আল্‌হামদুর স্থলে আত্তাহিয়্যাতু বা সোব্‌হানাকা বা অন্য কিছু (যেমন আল্‌হামদুর পর সূরা) পড়ে তাহাতেও ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না।

১৭। মাসআলাঃ তিন বা চারি রাকা'আতী (ফরয) নামাযের দ্বিতীয় রাকা'আতে (বসা ওয়াজিব। কিন্তু যদি কেহ) বসিতে ভুলিয়া তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়াইতে উদ্যত হয় এবং শরীরের নিম্নার্ধ সোজা হওয়ার পূর্বে বসিয়া পড়ে, তবে ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে না; কিন্তু যদি শরীরের নিম্নার্ধ সোজা হইয়া যায়, তবে আর বসিবে না; দাঁড়াইয়া তৃতীয় বা চতুর্থ রাকা'আত পড়িবে, এবং শেষ বৈঠকে ছহো সজ্‌দা করিবে। সোজা হইয়া দাঁড়ানোর পর বসিয়া তাশাহ্‌হুদ পড়িলে গোনাহ্‌গার হইবে। কিন্তু নামায হইয়া যাইবে এবং ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে।

১৮। মাসআলাঃ কেহ যদি চতুর্থ রাকা'আতের পর বসিতে ভুলিয়া দাঁড়াইতে উদ্যত হয়, সে শরীরের নিম্নার্ধ সোজা হওয়ার পূর্বে স্মরণ আসিলে বসিয়া পড়িবে এবং আত্তাহিয়্যাতু ও দুরূদ পড়িয়া সালাম ফিরাইবে, ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে না। আর যদি সম্পূর্ণ দাঁড়াইয়া যাওয়ার পরে স্মরণ আসে, তবুও বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িতে হইবে, এমন কি সূরা ফাতেহার পর কিংবা রুকূ করার পরও যদি স্মরণ আসে, তবুও বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িতে হইবে এবং ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে; কিন্তু যদি সজ্‌দা করার পর স্মরণ হয়, তবে আর বসিবে না, পঞ্চম রাকা'আত পূর্ণ করিবে এবং আরও এক রাকা'আত পড়িয়া ছয় রাকা'আত পূর্ণ করিয়া সালাম ফিরাইবে কিন্তু এই অবস্থায় ফরয পুনরায় পড়িতে হইবে, এই নামায নফল হইয়া যাইবে, ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে না। আর যদি ষষ্ঠ রাকা'আত না মিলায় পঞ্চম রাকা'আতের পর বসিয়া সালাম ফিরায়, তবে এক রাকা'আত বাতিল ও চারি রাকা'আত নফল হইবে এবং ফরয পুনরায় পড়িবে।

১৯। মাসআলাঃ যদি চতুর্থ রাকা'আতে বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর ভুলে দাঁড়াইয়া যায় ও পঞ্চম রাকা'আতের সজ্‌দা করার পূর্বে স্মরণ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু না পড়িয়া এক দিকে সালাম ফিরাইয়া ছহো সজ্‌দা করিবে; তারপর আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া নামায শেষ করিবে। আর যদি পঞ্চম রাকা'আতের সজ্‌দা করার পর স্মরণ হয়, তবে আরও এক রাকা'আত পড়িয়া ছয় রাকা'আত পূর্ণ করিবে; চারি রাকা'আত ফরয এবং দুই রাকা'আত নফল হইবে এবং ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে। আর যদি পঞ্চম রাকা'আতের সঙ্গে ষষ্ঠ রাকা'আত না মিলাইয়া পঞ্চম রাকা'আতেই সালাম ফিরায় এবং ছহো সজ্‌দা করে, তবুও নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু অন্যায় হইবে। চারি রাকা'আত ফরয হইবে এবং এক রাকা'আত বৃথা যাইবে।

২০। মাসআলাঃ কেহ চারি রাকা'আত নফল (বা সুন্নত নামায) পড়িতে গিয়া যদি দুই রাকা'আতের সময় বসিতে ভুলিয়া যায়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় রাকা'আতের সজ্‌দা না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্মরণ আসা মাত্র বসিয়া পড়িবে, আর যদি তৃতীয় রাকা'আতের সজ্‌দা করার পর স্মরণ হয়, তবে বসিবে না। চারি রাকা'আত পূর্ণ করিয়া বসিবে। এই উভয় অবস্থায় নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে।

২১। মাসআলাঃ যদি কাহারও নামাযের মধ্যে সন্দেহ হয় যে, চারি রাকা'আত পড়িয়াছে কি তিন রাকা'আত পড়িয়াছে, তবে দেখিতে হইবে যে, যদি কদাচিত এইরূপ সন্দেহ হয়, তবে (একদিকে সালাম ফিরাইয়া ঐ নামায ছাড়িয়া দিয়া) নূতন নিয়্যত করিয়া নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িবে, আর যদি প্রায়ই তাহার এইরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে, তবে তাহার চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, তাহার মন তিন বা চারি এই দুই দিকের কোন এক দিকে বেশী ঝুঁকে কি না? যদি এক দিকে বেশী ঝুঁকে, তবে তিনের দিকে ঝুঁকিলে তিন রাকা'আত ধরিয়া আর এক রাকা'আত পড়িয়া নামায শেষ করিবে, আর যদি চারির দিকে ঝুঁকে, তবে চারি রাকা'আত ধরিয়া নামায

শেষ করিবে। এইরূপ সন্দেহের কারণে ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে না। (কিন্তু যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া চিন্তা করিয়া সময় অতিবাহিত করে, তদ্দরুন ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে) আর যদি উভয় দিকে সমান হয়, কোন দিকে মন না যায় এবং তিন বা চারি কিছুই স্থির করিতে না পারে, তবে তিনই (অর্থাৎ কমটাই) ধরিতে হইবে, কিন্তু এই তৃতীয় রাকা'আতেও বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িতে হইবে। (কারণ, হয়ত উহা চতুর্থ রাকা'আত হইতে পারে) তৎপর চতুর্থ রাকা'আতেও বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িতে হইবে এবং ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে।

২২। **মাসআলা ঃ** যদি এইরূপ সন্দেহ হয় যে, প্রথম রাকা'আত কি দ্বিতীয় রাকা'আত ? তাহার হুকুমও এইরূপ হইবে যে, কদাচিৎ এইরূপ সন্দেহ হয়, তবে নূতন নিয়্যত করিয়া নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে, যদি অধিকাংশ সময় এইরূপ সন্দেহ হয়, তবে যে দিকে মন ঝুঁকিবে সেই দিক্‌কে গ্রহণ করিবে। যদি মন কোন এক দিকে না ঝুঁকে ও উভয় দিকে সমান হয়, তবে এক রাকা'আতই (অর্থাৎ, কমটাই) ধরিতে হইবে কিন্তু এই প্রথম রাকা'আতে বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে। কারণ, হয়ত ইহা দ্বিতীয় রাকা'আত হইতে পারে, দ্বিতীয় রাকা'আতের পরও বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে এবং এই রাকা'আতে সূরাও মিলাইবে (কারণ, ইহাকেই দ্বিতীয় রাকা'আত সাব্যস্ত করা হইয়াছে) তারপর তৃতীয় রাকা'আতেও বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে। কারণ, হয়ত ইহা চতুর্থ রাকা'আত হইতে পারে, তারপর চতুর্থ রাকা'আত পড়িয়া বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে এবং ছহো সজ্‌দা করিয়া নামায শেষ করিবে।

২৩। **মাসআলা ঃ** যদি দ্বিতীয় কি তৃতীয় রাকা'আত হওয়ার মধ্যে সন্দেহ হয়, তবে তাহার হুকুমও এইরূপ ; যদি উভয় দিকের ধারণা সমান সমান হয়, তবে এই দ্বিতীয় রাকা'আতেও বসিবে এবং তৃতীয় রাকা'আতেও বসিবে। কারণ, হয় উহা চতুর্থ রাকা'আত হইতে পারে, তারপর চতুর্থ রাকা'আত পড়িয়া ছহো সজ্‌দা করিয়া নামায শেষ করিবে।

২৪। **মাসআলা ঃ** নামায শেষ করার পর যদি এইরূপ সন্দেহ হয় যে, তিন রাকা'আত হইয়াছে, না কি চারি রাকা'আত ? তবে এই সন্দেহের কোন মূল্য নাই, নামায হইয়া গিয়াছে। অবশ্য যদি সঠিক স্মরণ থাকে যে, তিন রাকা'আতই হইয়াছে, তবে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আর এক রাকা'আত পড়িবে এবং ছহো সজ্‌দা করিয়া সালাম ফিরাইবে, তাহাতেই নামায হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি সালাম ফিরাইবার পর কথা বলিয়া থাকে, বা এমন কাজ করিয়া থাকে যাহাতে নামায টুটিয়া যায় যেমন, কেবলা হইতে ঘুরিয়া বসিল, তবে নূতন নিয়্যত বাঁধিয়া সম্পূর্ণ নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে। এইরূপে যদি শেষ আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পরে এইরূপ সন্দেহ হয়, তবে তাহারও এই হুকুম যে, সঠিকভাবে স্মরণ না আসিলে সে সন্দেহেরও কোন মূল্য নাই, (অবশ্য যদি ঠিকভাবে স্মরণ আসে যে, এক রাকা'আত কম হইয়াছে, তবে আর এক রাকা'আত পড়িয়া ছহো সজ্‌দা করিয়া নামায শেষ করিবে।) যে সব অবস্থায় সন্দেহের কোন মূল্য নাই বলা হইয়াছে, সে সব অবস্থায়ও যদি কেহ ঐ নামায শেষ করিয়া মনের সন্দেহ দূর করিবার জন্য নূতন নিয়্যত করিয়া নামায দোহ্‌রাইয়া লয়, তবে তাহা অতি উত্তম।

২৫। **মাসআলা ঃ** এক নামাযে একবার মাত্র ছহো সজ্‌দা হইতে পারে। দুই বা ততোধিক ভুল হইলেও একবার ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে। এক নামাযে দুইবার ছহো সজ্‌দার দরকার হয় না।

২৬। **মাসআলা ঃ** এমন কি যদি ছহো সজ্‌দা করার পরও কোন ভুল হয়, তবুও পুনর্বার ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে না ঐ সজ্‌দাই যথেষ্ট হইবে।

২৭। **মাসআলাঃ** কাহারও হয়ত নামাযের মধ্যে এমন ভুল হইয়াছিল, যাহার কারণে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইয়াছিল, কিন্তু সজ্‌দা করিতে মনে নাই, উভয় দিকে সালাম ফিরাইয়া ফেলিয়াছে, তবে যাবৎ সে কথা না বলিবে, বা ছিনা কেব্‌লা হইতে না ঘুরাইবে, বা নামায ভঙ্গ হওয়ার অন্য কোন কারণ না পাওয়া যাইবে, তাবৎ ছহো সজ্‌দা করিতে পারিবে; এমন কি যদি কেব্‌লা-রোখ হইয়া মোছাল্লার উপর বসিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওযীফা পড়িতে থাকে, তারপর ছহো সজ্‌দার কথা মনে হয়, তবে তৎক্ষণাৎ আল্লাহু আকবর বলিয়া দুইটি সজ্‌দা করিয়া আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ ও দো'আ পড়িয়া সালাম ফিরাইলে নামায হইয়া যাইবে, ইহাতে কোন দোষ হইবে না (আর যদি নামায-বিরুদ্ধ কোন কাজ বা কথার পর স্মরণ আসে, তবে নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে)।

২৮।ঃ ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হওয়ার পর যদি ইচ্ছা করিয়া উভয় দিকে সালাম ফিরায় এবং এই নিয়্যত করিল যে, ছহো সজ্‌দা করিব না, তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত নামায-বিরুদ্ধ কোন কাজ না পাওয়া যাইবে, ছহো সজ্‌দা করার এখতিয়ার থাকিবে।

২৯। **মাসআলাঃ** চারি রাকা'আত বা তিন রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে যদি কেহ দুই রাকা'আত পড়িয়াই ভুলে সালাম ফিরাইয়া ফেলে, তবে সে স্মরণ আসা মাত্র দাঁড়াইয়া নামায পূর্ণ করিতে পারিবে এবং ছহো সজ্‌দা করিবে, অবশ্য যদি সালামের পর নামায-বিরুদ্ধ কোন কাজ হওয়ার স্মরণ আসে, তবে নূতন নিয়্যত বাঁধিয়া দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে।

৩০। **মাসআলাঃ** বেৎরের প্রথম বা দ্বিতীয় রাকা'আতে যদি কেহ ভুলে দো'আ কুনূত পড়িয়া ফেলে, তবে এই পড়ার কোন মূল্য নাই, তৃতীয় রাকা'আতে আবার পড়িতে হইবে এবং ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে।

৩১। **মাসআলাঃ** বেৎরের নামাযে যদি কাহারও সন্দেহ হয় যে, ইহা কি দ্বিতীয় রাকা'আত না তৃতীয় রাকা'আত আবার মনও কোন এক দিকে বেশী ঝুঁকে না, উভয় দিকে সমান থাকে, তবে দুই রাকা'আতই ধরিতে হইবে, কিন্তু ঐ দ্বিতীয় রাকা'আতেও দো'আ-কুনূত পড়িবে, বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে এবং তারপর যে আর এক রাকা'আত পড়িবে, সে রাকাআতেও দো'আ-কুনূত পড়িবে এবং শেষে ছহো সজ্‌দা করিবে।

৩২। **মাসআলাঃ** বেৎরের নামাযে যদি কেহ ভুলিয়া দো'আ কুনূতের পরিবর্তে "সোব্‌হানাকা" পড়িল, তারপর স্মরণ আসার পর আবার দো'আ-কুনূত পড়িল, তবে তাহাতে ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে না।

৩৩। **মাসআলাঃ** বেৎরের নামাযে যদি কেহ দো'আ-কুনূত পড়িতে ভুলিয়া গিয়া সূরা পড়িয়া রুকূতে চলিয়া যায়, তবে রুকূ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আর দো'আ-কুনূত পড়িতে হইবে না, রুকূ-সজ্‌দা করিয়া নামায শেষ করিবে এবং শেষে ছহো সজ্‌দা করিবে। (কিন্তু যদি রুকূ হইতে ফিরিয়া উঠিয়া দো'আ-কুনূত পড়ে, তাহাতেও নামায নষ্ট হইবে না, কিন্তু রুকূ পুনরায় করিতে হইবে এবং ছহো সজ্‌দাও করিতে হইবে।)

৩৪। **মাসআলাঃ** (নফল নামাযে) আল্‌হামদুর পর দুই বা ততোধিক সূরা পড়ায় কোন দোষ নাই (কিন্তু ফরয নামাযে আল্‌হামদুর পর দুই বা ততোধিক সূরা পড়া ভাল নয়, কিন্তু যদি কেহ পড়িয়া ফেলে, তবে) তাহাতে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না। (বা যদি কেহ পড়িতে পড়িতে আট্‌কিয়া যায় এবং মুক্তাদীর লোক্‌মা লইয়া সামনে পড়ে বা সামনে চলিতে না পারায় অন্য সূরা পড়ে, তবে তাহাতেও ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না।)

৩৫। **মাসআলা ঃ** ফরয নামাযের শেষার্ধে অর্থাৎ তৃতীয় বা চতুর্থ রাকা'আতে সূরা মিলানোর হুকুম নাই, কিন্তু যদি কেহ মিলায়, তবে তাহাতে নামাযের কোন ক্ষতি হইবে না, ছহো সজ্‌দাও ওয়াজিব হইবে না।

৩৬। **মাসআলা ঃ** নামাযের শুরুতে ছানা পড়া, রুকূতে سبحان ربى العظيم পড়া, সজ্‌দাতে سبحان ربى الاعلى পড়া, রুকূ হইতে উঠিবার সময় سمع الله لمن حمده বা ربَّنَا لك الحمد বলা, নিয়্যত বাঁধার সময় হাত উঠান এবং শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পর দুরূদ ও দো'আ পড়া—এই সব সুন্নত কাজ, ওয়াজিব নহে। কাজেই ভুলে এই সব ছুটিয়া গেলে তাহাতে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না।

৩৭। **মাসআলা ঃ** ফরয নামাযের শেষার্ধে অর্থাৎ, তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আতে আল্‌হামদু পড়া ওয়াজিব নহে, সুন্নত। কাজেই যদি কেহ ভুলে আলহামদু না পড়িয়া কতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া রুকূ সজ্‌দা করিয়া নামায শেষ করে, তবে তাহাতে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না।

৩৮। **মাসআলা ঃ** ভুলবশতঃ ওয়াজিব তরক করিলে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হয়। যদি কেহ ইচ্ছাপূর্বক এইরূপ করে, তবে তাহাতে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না, যদি ছহো সজ্‌দাও করে, তবুও নামায হইবে না, নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে। যে সব কাজ নামাযের মধ্যে ফরয বা ওয়াজিব নহে, (সুন্নত বা মোস্তাহাব) তাহা ভুলবশতঃ তরক করিলে তাহাতে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না (এবং নামাযও দোহ্‌রাইয়া পড়ার আবশ্যকতা নাই। এইরূপে ভুলে কোন ফরয তরক হইয়া গেলেও ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না ; বরং নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে)।

৩৯। **মাসআলা ঃ** যে সব নামাযে চুপে চুপে কেরাআত পড়া ওয়াজিব, (যেমন যোহর, আছর ও দিনের নফল এবং সুন্নত) সেই সব নামাযে যদি কেহ ভুলে উচ্চ স্বরে কেরাআত পড়ে, তবে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে। অবশ্য দুই এক শব্দ যদি কিছু উচ্চ স্বরে বাহির হইয়া যায়, তাহাতে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না। এইরূপে যে সব নামাযে ইমামের উচ্চ স্বরে কেরাআত পড়া ওয়াজিব (যেমন ফজর, এশা, মাগরিব) সেই সব নামাযে যদি ভুলে চুপে চুপে কেরাআত পড়ে, তবে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে, কিন্তু দুই এক শব্দ যদি আস্তে পড়ে বা মোন্‌ফারেদ যদি সমস্তই আস্তে পড়ে তাহাতে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবেনা। —গওহর

তেলাওয়াতের সজ্‌দা—(গওহর)

১। **মাসআলা ঃ** কোরআন শরীফের মধ্যে মোট চৌদ্দটি তেলাওয়াতের সজ্‌দা আছে। কোরআন শরীফে হাশিয়ার উপর যেখানে যেখানে سجدة (সজ্‌দা) লেখা আছে, সেই সেই জায়গা পাঠ করিলে বা শুনিলে সজ্‌দা করা ওয়াজিব হয়। ইহাকেই 'তেলাওয়াতের সজ্‌দা' বলে।

২—৩। **মাসআলা ঃ** তেলাওয়াতের সজ্‌দা করিবার নিয়ম এই যে, দাঁড়াইয়া আল্লাহু আকবর বলিয়া একটি সজ্‌দা করিবে এবং তিনবার সজ্‌দার তস্‌বীহ্ পড়িয়া আবার আল্লাহু আকবর বলিয়া দাঁড়াইবে। হাত উঠাইতে (হাত বাঁধিতে) হইবে না (এবং দুই সজ্‌দা করিতে হইবে না। পুরুষের জন্য "আল্লাহু আকবর" শব্দ করিয়া বলা ভাল।) যদি না দাঁড়াইয়া বসিয়া বসিয়া সজ্‌দা করে বা সজ্‌দা করিয়া বসিয়া থাকে তাহাও দুরুস্ত আছে।

৪। **মাসআলাঃ** সজ্‌দার আয়াত যে পাঠ করিবে তাহার উপর সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে এবং যাহার কানে ঐ শব্দ পৌঁছিবে তাহার উপরও সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে। ইচ্ছাপূর্বক শ্রবণ করুক বা অন্য কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায় বা বে-ওযূ অবস্থায় শ্রবণ করুক, সজ্‌দার আয়াত যে কেহ শ্রবণ করিবে তাহার উপর সজ্‌দা ওয়াজিব হইয়া যাইবে। এই জন্য তেলাওয়াতের সময় সজ্‌দার আয়াত চুপে চুপে পাঠ করা ভাল, যাহাতে অন্য লোকের অসুবিধায় পড়িতে না হয়।

৫। **মাসআলাঃ** নামায ছহীহ্‌ হওয়ার জন্য যে শর্ত আছে; যথা—ওযূ থাকা, জায়গা পাক হওয়া, শরীর পাক হওয়া, কাপড় পাক হওয়া, ক্বেব্‌লামুখী হওয়া ইত্যাদি—তেলাওয়াতের সজ্‌দার জন্যও সেই সব শর্ত আছে।

৬। **মাসআলাঃ** নামাযের সজ্‌দা যেইরূপ আদায় করিতে হয় তেলাওয়াতের সজ্‌দাও সেইরূপ আদায় করিতে হইবে। কেহ কেহ কোরআন মজীদের উপর সজ্‌দা করে, তাহাতে সজ্‌দা আদায় হইবে না; যিম্মায় থাকিয়া যাইবে।

৭। **মাসআলাঃ** সজ্‌দার আয়াত শ্রবণের সময় বা মুখস্থ তেলাওয়াতের সময় যদি ওযূ না থাকে, তবে পরে যখন ওযূ করিবে, তখন সজ্‌দা করিলেও সজ্‌দা আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওযূ করিয়া সজ্‌দা করিয়া লওয়াই ভাল; কারণ হয়ত পরে স্মরণ নাও থাকিতে পারে (এবং তজ্জন্য সজ্‌দা আদায় না হইলে গোনাহ্‌ হইবে)।

৮। **মাসআলাঃ** যদি কাহারও যিম্মায় অনেকগুলি সজ্‌দায়ে তেলাওয়াত থাকে যাহা এখনও আদায় করে নাই, তবে এখন আদায় করিয়া লওয়া চাই। ইহা জীবনে যে কোন সময়ে আদায় করিতে হইবে। কোন সময়েও যদি আদায় না করে, তবে গোনাহ্‌গার হইবে। (অর্থাৎ, যদি কেহ সারা জীবন বা সমস্ত কোরআন খতম করিয়া সজ্‌দা না করিয়া থাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে সজ্‌দা না করা মক্‌রূহ তান্‌যীহী হইয়াছে বটে, কিন্তু যতসংখ্যক সজ্‌দা বাকী রহিয়া গিয়াছে তত সংখ্যক সজ্‌দা করিয়া লইলেই আদায় হইয়া যাইবে। কোন্‌ সজ্‌দা কোন্‌ আয়াতের জন্য তাহা নির্দিষ্ট করিয়া নিয়্যত করার দরকার নাই। অবশ্য মৃত্যুর পূর্বে যদি সজ্‌দা আদায় না করে এবং তেলাওয়াতের সজ্‌দা বাকী থাকিয়া যায়, তবে গোনাহ্‌গার হইবে।

৯। **মাসআলাঃ** হায়েয বা নেফাসের অবস্থায় যদি সজ্‌দার আয়াত শুনে, তবে তাহাতে সজ্‌দা ওয়াজিব হয় না। কিন্তু গোসলের হাজতের অবস্থায় (অর্থাৎ, জানাবতের অবস্থায় বা হায়েয নেফাস হইতে পাক হইয়া গোসলের পূর্বাবস্থায়) যদি সজ্‌দার আয়াত শুনে, তবে সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে।

১০। **মাসআলাঃ** শয্যাশায়ী রোগী যদি সজ্‌দার আয়াত শুনে বা পড়ে এবং বসিয়া সজ্‌দা করিতে না পারে, তবে নামাযের সজ্‌দায় যেরূপ ইশারা করে এই সজ্‌দাও তদ্রূপ ইশারায় করিলেই আদায় হইয়া যাইবে।

১১। **মাসআলাঃ** নামাযের মধ্যে সূরার মাঝখানে যদি সজ্‌দার আয়াত পড়ে, তবে সজ্‌দার আয়াত পড়া মাত্র নামাযের মধ্যে থাকিয়াই তৎক্ষণাৎ সজ্‌দা করিয়া লইবে, তারপর অবশিষ্ট কেরাআত পুরা করিয়া রুকূ করিবে। নামাযের মধ্যে যদি সজ্‌দার আয়াত পড়া মাত্রই সজ্‌দা না করিয়া দুই আয়াত আরও পড়িয়া তারপর সজ্‌দা করে, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। কিন্তু তদপেক্ষা বেশী পড়িয়া তারপর যদি সজ্‌দা করে, তবু সজ্‌দা আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু গোনাহ্‌গার হইবে।

১২। মাসআলাঃ নামাযের মধ্যে সজ্‌দার আয়াত পড়িয়া যদি নামাযের মধ্যেই সজ্‌দা না করে, তবে নামাযের বাহিরে এই সজ্‌দা আদায় করিলে তাহাতে সজ্‌দা আদায় হইবে না, চিরকালের জন্য গোনাহ্‌গার থাকিয়া যাইবে। তওবা এস্তেগ্‌ফার ব্যতীত এই গোনাহ্‌ মাফ করাইবার অন্য কোন উপায় নাই।

১৩। মাসআলাঃ নামাযের মধ্যে সজ্‌দার আয়াত পড়িয়া তৎক্ষণাৎ যদি রুকূতে চলিয়া যায় এবং রুকূর মধ্যেই তেলাওয়াতের সজ্‌দারও নিয়্যত করিয়া লয় যে, আমি তেলাওয়াতের সজ্‌দাও এই রুকূর দ্বারাই আদায় করিতেছি, তবে তাহাতেও তেলাওয়াতের সজ্‌দা আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি রুকূর মধ্যে নিয়্যত না করে, তারপর যখন সজ্‌দা করিবে, ঐ সজ্‌দার মধ্যে নিয়্যত না করিলেও তেলাওয়াতের সজ্‌দা আদায় হইয়া যাইবে। (কিন্তু অনেক্ষণ পরে সজ্‌দা করিলে তাহা দ্বারা তেলাওয়াতের সজ্‌দা আদায় হইবে না।)

১৪। মাসআলাঃ নামাযে যদি অন্য কাহারও সজ্‌দার আয়াত পড়িতে শুনে, তবে নামাযের মধ্যে সজ্‌দা করিবে না, নামায শেষে সজ্‌দা করিবে। যদি নামাযের মধ্যে সজ্‌দা করে, তবে সজ্‌দা আদায় হইবে না; বরং গোনাহ্‌গার হইবে এবং নামাযের পর পুনরায় সজ্‌দা করিতে হইবে।

১৫। মাসআলাঃ এক জায়গায় বসিয়া যদি কেহ একটি সজ্‌দার আয়াত বার বার পড়ে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত জায়গা না বদলিবে ততক্ষণ পর্যন্ত একটি সজ্‌দাই ওয়াজিব হইবে। সব কয়বার পড়িয়া শেষে সজ্‌দা করুক বা একবার পড়িয়া সজ্‌দা করিয়া তারপর ঐ স্থানে বসিয়া আরও বহুবার পড়ুক, ঐ এক সজ্‌দাই যথেষ্ট হইবে। অবশ্য যদি জায়গা বদলিয়া যায়, তবে যত জায়গায় পড়িবে, তত সজ্‌দা করিতে হইবে।

১৬। মাসআলাঃ এইরূপে যদি একই জায়গায় আয়াত বদলিয়া যায় অর্থাৎ কয়েকটি সজ্‌দার আয়াত একই জায়গায় বসিয়া পড়ে (বা শুনে) তবে যতগুলি সজ্‌দার আয়াত পড়িবে (বা শুনিবে) ততগুলি সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে। (একই জায়গায় বসিয়া একই আয়াত নিজে পড়িলে অথবা অন্যের নিকট হইতে শুনিলে যতক্ষণ স্থান পরিবর্তন না হইবে একই সজ্‌দা যথেষ্ট হইবে। চলতি নৌকায় বসিয়া সজ্‌দার আয়াত পড়িলে যদিও নৌকার স্থান পরিবর্তন হয় কিন্তু তাহাতে পাঠকের স্থান পরিবর্তন ধরা যাইবে না।)

১৭। মাসআলাঃ বসা অবস্থায় সজ্‌দার আয়াত পাঠ করিয়া যদি দাঁড়ায় কিন্তু চলাফিরা না করে, তাহাতে স্থান পরিবর্তন ধরা যাইবে না। অতএব, বসা হইতে দাঁড়াইয়া যদি পুনরায় ঐ আয়াত একবার পড়ে বা বার বার পড়ে, তবে একই সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে। (অবশ্য যদি তিন বা ততোধিক কদম এদিক ওদিক হাঁটে, তবে স্থান পরিবর্তন ধরা হইবে এবং এইরূপ যতবার করিবে, তত সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে।)

১৮। মাসআলাঃ কেহ যদি এক জায়গায় একটি সজ্‌দার আয়াত পাঠ করার পর উঠিয়া কোন কাজে চলিয়া যায় এবং আবার পূর্বের স্থানে আসিয়া আর একবার ঐ আয়াত পাঠ করে, তবে তাহার উপর দুইটি সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে।

১৯। মাসআলাঃ এক জায়গায় বসিয়া যদি কেহ একটি সজ্‌দার আয়াত পড়ে তারপর কোরআন তেলাওয়াত শেষ করিয়া ঐখানে বসিয়াই কতক্ষণ দুনিয়ার কোন কথাবার্তা বলে বা কাজ করে, যেমন ভাত খায়, চা পান করে, সেলাই করে বা ছেলেকে দুধ খাওয়ায় ইত্যাদি এবং

তারপর আবার ঐ আয়াত পড়ে, তবে দুইটি সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে। এস্থলে মাঝখানে দুনিয়ার কাজ করায় (সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে তাই) স্থান পরিবর্তন ধরা হইবে।

২০। **মাসআলা ঃ** একটি কোঠা দালানের একটি কোণে সজ্‌দার কোন আয়াত পাঠ করিল, অতঃপর দ্বিতীয় কোণায় যাইয়া ঐ আয়াতটিই পড়িল, এমতাবস্থায় এক সজ্‌দাই যথেষ্ট, যত বারই পড়ুক। অবশ্য যদি অন্য কাজ করার পর ঐ আয়াত পড়ে, তবে দ্বিতীয় সজ্‌দা করিতে হইবে, আবার তৃতীয় কাজে লাগার পর পড়িলে তৃতীয় সজ্‌দা ওয়জিব হইবে।

২১। **মাসআলা ঃ** ঘর যদি বড় হয়, তবে দ্বিতীয় কোণে যাইয়া দোহ্‌রাইলে (পুনঃ পড়িলে) দ্বিতীয় সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে এবং তৃতীয় কোণায় পড়িলে তৃতীয় সজ্‌দা (ওয়াজিব হইবে)।

২২। **মাসআলা ঃ** একটি কোঠার যে হুকুম, মসজিদেরও সেই হুকুম, যদি সজ্‌দার একটি আয়াত কয়েকবার পড়ে, তবে একই সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে—চাই মসজিদের একস্থানে বসিয়া বারবার পড়ুক কিংবা মসজিদে এদিক ওদিক ঘুরিয়া পড়ুক।

২৩। **মাসআলা ঃ** যদি নামাযের মধ্যে একই আয়াত কয়েকবার পড়ে, তবে একই সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে। চাই সকলবার পড়ার পর সজ্‌দা করুক, কিংবা একবার পড়িয়া সজ্‌দা করিয়াছে আবার ঐ রাকা'আতে কিংবা দ্বিতীয় রাকা'আতে ঐ আয়াত পড়িয়াছে, এক সজ্‌দাই যথেষ্ট।

২৪। **মাসআলা ঃ** কেহ এক জায়গায় বসিয়া একটি সজ্‌দার আয়াত পড়িয়াছে কিন্তু এখনও সজ্‌দা করে নাই। তারপর ঐ স্থানেই নামাযের নিয়্যত বাঁধিয়া ঐ আয়াতই আবার নামাযের মধ্যে পড়িয়া সজ্‌দা করিয়াছে, তবে তাহার এক সজ্‌দাই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু যদি স্থান পরিবর্তন হইয়া যায়, তবে দ্বিতীয় সজ্‌দাও ওয়াজিব হইবে, এক সজ্‌দা যথেষ্ট হইবে না, (নামাযের বাহিরে পড়ার সজ্‌দা পরে করিতে হইবে।)

২৫। **মাসআলা ঃ** আর যদি নামাযের বাহিরে পড়ার সজ্‌দা করিয়া থাকে তারপর ঐ স্থানেই নামাযের নিয়্যত বাঁধিয়া নামাযের মধ্যে আবার ঐ আয়াত পড়ে, তবে নামাযের মধ্যের সজ্‌দা নামাযের মধ্যেই করিতে হইবে। (বাহিরের সজ্‌দা দ্বারা নামাযের সজ্‌দা আদায় হইবে না।)

২৬। **মাসআলা ঃ** পাঠকারীর স্থান পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও যদি শ্রবণকারীর স্থান পরিবর্তন হয়, তবে শ্রবণকারীর যে কয় স্থান পরিবর্তন হইয়াছে সেই কয়টি সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে, অথচ পাঠকারীর একই সজ্‌দা ওয়াজিব থাকিবে।

২৭। **মাসআলা ঃ** যদি শ্রোতার স্থান পরিবর্তন না হয়, কিন্তু পাঠকের স্থান পরিবর্তন হইয়া যায়, তবে শ্রোতার একই সজ্‌দা এবং পাঠকের যে কয়টি জায়গা পরিবর্তন হইয়াছে সেই কয়টি সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে।

২৮, ২৯। **মাসআলা ঃ** সমস্ত সূরা পাঠ করা এবং সজ্‌দার আয়াত বাদ দিয়া যাওয়া মক্‌রূহ ও নিষেধ। শুধু সজ্‌দা হইতে বাঁচিবার জন্য এই আয়াত ছাড়িবে না। ইহাতে সজ্‌দার প্রতি অস্বীকৃতি প্রকাশ পায়।

৩০। **মাসআলা ঃ** পক্ষান্তরে শুধু সজ্‌দার আয়াত পড়া মক্‌রূহ নহে, যদি নামাযে এরূপ করে, তবে উহাতে এই শর্তও আছ যে, সেই আয়াত এইরূপ বড় হওয়া চাই, যেন ছোট ছোট তিনটি আয়াতের সমান হয়। কিন্তু সজ্‌দার আয়াতের সঙ্গে আরও দুই একটি আয়াত মিলাইয়া পড়া উত্তম।

(যখন নূতন কোন নেয়ামত পাওয়া যায়, তখন ওযূ করিয়া দুই রাকা'আত নামায পড়িয়া আল্লাহ্‌র শোক্‌র করা অতি উত্তম। আর ওযূ করিয়া ক্বেব্‌লা রোখ হইয়া শুধু একটি সজ্‌দা করা এবং সজ্‌দার মধ্যে আল্‌হামদুলিল্লাহ্ সোব্‌হানা রাব্বিয়াল আ'লা ইত্যাদি বলিয়া আল্লাহ্‌র শোক্‌র করাও মোস্তাহাব।) —অনুবাদক

পীড়িত অবস্থায় নামায—(বেঃ জেওর)

১। **মাসআলাঃ** কোন অবস্থায়ই নামায ছাড়িবে না। যাবৎ দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে সক্ষম হয় দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে, আর দাঁড়াইতে না পারিলে বসিয়া নামায পড়িবে, বসিয়া বসিয়া রুকূ করিবে, রুকূ করিয়া উভয় সজ্‌দা করিবে, এবং রুকূর জন্য এতটুকু ঝুঁকিবে, যেন কপাল হাঁটুর বরাবর হইয়া যায়।

২। **মাসআলাঃ** যদি রুকূ, সজ্‌দা করারও ক্ষমতা না থাকে, তবে ইশারায় রুকূ ও সজ্‌দা আদায় করিবে। এই সজ্‌দার জন্য রুকূর চেয়ে বেশী ঝুঁকিবে।

৩। **মাসআলাঃ** সজ্‌দা করিবার জন্য বালিশ ইত্যাদি কোন উঁচু বস্তু রাখা এবং তাহার উপর সজ্‌দা করা ভাল নহে, সজ্‌দা করিতে না পারিলে ইশারা করিয়া লইবে, বালিশের উপর সজ্‌দা করার প্রয়োজন নাই।

৪। **মাসআলাঃ** কোন রোগীর যদি এরূপ অবস্থা হয় যে, ইচ্ছা করিলে দাঁড়াইতে পারে ; কিন্তু ইহাতে অনেক কষ্ট হয় বা রোগ বাড়িয়া যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা হয়, তবে তাহার জন্য বসিয়া নামায পড়া দুরুস্ত আছে।

৫। **মাসআলাঃ** যদি কোন রোগীর এরূপ অবস্থা হয় যে, সে দাঁড়াইতে পারে কিন্তু রুকূ-সজ্‌দা করিতে পারে না, তবে তাহার জন্য উভয় ছুরতই জায়েয আছে—দাঁড়াইয়া নামায পড়ুক এবং দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ইশারা দ্বারা রুকূ-সজ্‌দা আদায় করুক, বা বসিয়া নামায পড়ুক এবং বসিয়া বসিয়া ইশারা দ্বারা রুকূ-সজ্‌দা আদায় করুক। অবশ্য এরূপ অবস্থায় বসিয়া ইশারা করাই উত্তম।

৬। **মাসআলাঃ** রোগীর যদি নিজ ক্ষমতায় বসার শক্তি না থাকে, কিন্তু গাও-তাকিয়ায় বা দেওয়ালে হেলান দিয়া অর্ধ বসা অবস্থায় শুইতে পারে, তবে তাহাকে তদ্রূপ গাও-তাকিয়া মাথার এবং পিঠের নীচে দিয়া পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া শোয়াইবে যাহাতে কতকটা বসার মত অবস্থা হয় এবং পা ক্বেব্‌লার দিকে প্রসারিত করিয়া দিবে, পা গুটাইয়া হাঁটু যদি খাড়া করিয়া রাখিতে পারে, তবে তদ্রূপ করিয়া দিবে এবং যদি হাঁটু খাঁড়া করিয়া না রাখিতে পারে, তবে হাঁটুর নীচে বালিশ রাখিয়া দিবে যাহাতে পা'খানি ক্বেব্‌লার দিক হইতে যথাসম্ভব ফিরিয়া থাকে, কারণ (বিনা ওযরে) ক্বেব্‌লার দিকে পা করা মকরূহ্‌। এইরূপ বসিয়া মাথার ইশারা দ্বারা রুকূ-সজ্‌দা আদায় করিয়া নামায পড়িবে, তবুও নামায ছাড়িবে নাঃ অবশ্য সজ্‌দার ইশারার সময় রুকূর ইশারা অপেক্ষা মাথাটা কিছু বেশী ঝুঁকাইবে। যদি এরূপ হেলান দিয়াও বসিতে না পারে, তবে মাথার নীচে কিছু উঁচা বালিশ দিয়া শোয়াইয়া দিবে, যাহাতে মুখটা আকাশের দিকে না থাকিয়া যথাসম্ভব ক্বেব্‌লার দিকে থাকে, তারপর মাথার ইশারা দ্বারা রুকূ-সজ্‌দা আদায় করিয়া নামায পড়িবে। রুকূর ইশারা একটু কম করিবে এবং সজ্‌দার ইশারা একটু বেশী করিবে।

৭। মাসআলা ঃ যদি কেহ উহার পরিবর্তে ডান বা বাম কাতে শোয় এবং ক্বেব্‌লার দিকে মুখ করিয়া অর্থাৎ, ডান কাতে শুইলে উত্তর দিকে শিয়র দিয়া এবং বাম কাতে শুইলে দক্ষিণ দিকে শিয়র করিয়া মাথার ইশারায় রুকূ-সজ্‌দা আদায় করিয়া নামায পড়ে, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। কিন্তু চিৎ হইয়া শুইয়া নামায পড়া অধিক উত্তম।

৮। মাসআলা ঃ রোগীর যদি মাথা দ্বারা ইশারা করার ক্ষমতাও না থাকে তবে শুধু চক্ষুর দ্বারা ইশারায় নামায আদায় হইবে না, আর এরূপ অবস্থায় নামায ফরযও থাকে না। অবশ্য ঐরূপ অবস্থা যদি মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা কাল অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পর্যন্ত থাকে, তবে ঐ সময়ের নামাযগুলির ক্বাযা পড়িতে হইবে ; কিন্তু এইরূপ যদি চব্বিশ ঘণ্টা কালের (পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের) বেশী থাকে, তবে তাহার ক্বাযাও পড়িতে হইবে না ; নামায সম্পূর্ণ মা'ফ হইয়া যাইবে। চব্বিশ ঘণ্টা কাল বা তাহার কম এইরূপ অবস্থা থাকার পর যদি অবস্থা কিছু ভাল হয় এবং শুইয়া মাথার ইশারা দ্বারা নামায পড়িবার মত শক্তি পায়, তবে ঐ অবস্থায়ই মাথার ইশারা দ্বারা রুকূ-সজ্‌দা আদায় করিয়াই ঐ কয়েক ওয়াক্তের নামাযের ক্বাযা পড়িয়া লইবে। একথা মনে করিবে না যে, সম্পূর্ণ ভাল হইয়া তারপর ক্বাযা পড়িব। কারণ, হয়ত ঐ অবস্থায় মৃত্যু আসিয়া পড়িতে পারে, তাহা হইলে গোনাহ্‌গার অবস্থায় মরিবে।

৯। মাসআলা ঃ এইরূপ যদি কোন লোক হঠাৎ বেহুঁশ হইয়া পড়ে এবং এক দিন রাত বা তাহার কম বেহুশ থাকে অর্থাৎ, পাঁচ ওয়াক্ত বা তাহার চেয়ে কম নামায ছুটিয়া যায়, তবে ঐ কয়েক ওয়াক্ত নামাযের ক্বাযা পড়িতে হইবে। আর যদি এক দিন রাতের চেয়ে বেশী সময় বেহুঁশ থাকে অর্থাৎ, বেহুঁশ অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্তের চেয়ে বেশী নামায ক্বাযা হয়, তবে তাহা আর পড়িতে হইবে না।

১০। মাসআলা ঃ কোন লোক নামায শুরু করার সময় বেশ ভাল সুস্থ অবস্থায় ছিল, কিছু নামায আরম্ভ করার পর হঠাৎ রগের উপর রগ উঠিয়া বা অন্য কোন রোগ উপস্থিত হইয়া এরূপ হইয়া গেল যে, উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না, তবে অবশিষ্ট নামায বসিয়াই আদায় করিবে। এমন কি, বসিয়া বসিয়া যদি রুকূ-সজ্‌দা করিতে পারে, করিবে ; নতুবা মাথার ইশারায় রুকূ-সজ্‌দা করিয়াও নামায পূর্ণ করিবে, তবুও নামায ছাড়িবে না। এমন কি, যদি বসিতে না পারে, তবে শুইয়া অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করিবে।

১১। মাসআলা ঃ কোন লোক অসুস্থ অবস্থায় দাঁড়াইতে না পারায় বসিয়া পড়ার নিয়্যত বাঁধিয়াছে এবং বসিয়া বসিয়া রুকূ-সজ্‌দা করিয়া দুই এক রাকা'আত পড়িয়াছে, তারপর কিছু সুস্থ হইয়া দাঁড়াইবার মত শক্তি পাইয়াছে, এই অবস্থায় অবশিষ্ট নামায দাঁড়াইয়া পূর্ণ করিবে। (নূতন নিয়্যত বাঁধিবার আবশ্যক নাই।)

১২। মাসআলা ঃ রোগীর অবস্থা যদি এমন শোচনীয় হয় যে, রুকূ-সজ্‌দা করিয়া নামায পড়িতে পারে না, মাথার ইশারায় বসিয়া বা শুইয়া নামায পড়ে এবং ঐ অবস্থায় নামাযের নিয়্যত বাঁধিয়া দুই এক রাকা'আত নামায পড়িয়াছে, তারপর বসিয়া বা দাঁড়াইয়া রুকূ-সজ্‌দা করার মত যদি শক্তি পায়, তবে যখন এইরূপ শক্তি পাইবে তখনই পূর্বের নামাযের নিয়্যত বাতিল হইয়া যাইবে এবং নূতন নিয়্যত বাঁধিয়া নামায পড়িতে হইবে।

১৩। মাসআলা ঃ রোগীর যদি এরূপ শোচনীয় অবস্থা হয় যে, (বসিয়া পায়খানাও করিতে পারে না, শুইয়া শুইয়া পেশাব-পায়খানা করে,) পানির দ্বারা এস্তেঞ্জাও করিতে পারে না, তবে

পুরুষ হইলে তাহার স্ত্রী এবং স্ত্রী হইলে তাহার স্বামী যদি পানির দ্বারা এস্তেঞ্জা করাইয়া দেয়, তবে অতি ভাল, নতুবা নেক্ড়ার দ্বারা মুছিয়া ফেলিয়া ঐ নাপাক অবস্থায়ই নামায পড়িবে—তবুও নামায ছাড়িবে না। পুরুষের যদি ছেলে বা ভাই থাকে বা স্ত্রীর যদি মেয়ে বা ভগ্নী থাকে, তবে তাহারা ওযূ করাইয়া দিতে পারিবে বটে, কিন্তু এস্তেঞ্জা করাইতে পারিবে না। কারণ ছেলে, মেয়ে, মা, বাপ, বোন, কাহারও গুপ্তস্থান দেখা বা স্পর্শ করা জায়েয নহে। স্বামী-স্ত্রীর জন্য একে অন্যের গুপ্তস্থান দেখা বা ছোঁয়া জায়েয আছে। রোগী যদি নিজে ওযূ বা তায়াম্মুম করিতে না পারে, তবে অন্য কেহ ওযূ বা তায়াম্মুম করাইয়া দিবে। যদি নেক্ড়ার দ্বারা মুছিবার মত শক্তিও না থাকে, (এবং পুরুষের স্ত্রী বা স্ত্রীর স্বামী না থাকে,) তবে ঐ অবস্থায়ই নামায পড়িবে, তবুও নামায ছাড়িবে না।

১৪। **মাসআলা** কোন ব্যক্তির সুস্থ অবস্থায় কিছু নামায ক্বাযা হইয়াছিল, রোগে পড়িয়া স্মরণ হইয়াছে। এখন বসিয়া, শুইয়া বা ইশারা করিয়া যেভাবে ওয়াক্তিয়া নামায পড়িবে, সেইভাবেই ঐ ক্বাযা নামায পড়িয়া লইবে। কখনও মনে করিবে না যে, সুস্থ হইয়া পড়িবে বা যখন দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে পারে, তখন পড়িবে বা যখন বসিয়া রুকূ-সজ্দা দ্বারা নামায পড়িতে পারে, তখন পড়িবে। এইসব খেয়াল শয়তানী ধোঁকা, কাজেই এরূপ খেয়াল করিবে না, যখন মনে আসে, তখনই পড়িয়া লইবে; দেরী করিবে না।

১৫। **মাসআলাঃ** রোগীর বিছানা যদি নাপাক হইয়া যায় এবং বিছানা বদলাইতে রোগীর অতিশয় কষ্ট হয় (বা এতটুকু নাড়াচাড়াতেও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, তবে ঐ নাপাক বিছানায়ই নামায পড়িবে।

১৬। **মাসআলাঃ** ডাক্তার চোখ অপারেশন করিয়াছে এবং নড়াচড়া করিতে নিষেধ করিয়াছে, এমতাবস্থায় শুইয়া শুইয়া নামায পড়িবে।

মুসাফিরের নামায

১। **মাসআলাঃ** এক মঞ্জিল অথবা দুই মঞ্জিলের সফর যদি কেহ করে, তবে তাহাতে শরীঅতের কোন হুকুম পরিবর্তন হয় না এবং শরীঅত অনুযায়ী তাহাকে মুসাফিরও বলা যায় না। সমস্ত হুকুম তাহার জন্য অবিকল ঐরূপই থাকিবে যেইরূপ বাড়ীতে থাকে। চারি রাকা'আত নামায চারি রাকা'আতই পড়িতে হইবে, (রোযা ছাড়িতে পারিবে না) এবং চামড়ার মোজার উপর এক দিন এক রাত অপেক্ষা অধিক কাল মছেহ্ করিতে পারিবে না।

২। **মাসআলাঃ** যে ব্যক্তি (কমের পক্ষে) তিন মঞ্জিল দূরবর্তী স্থানে যাইবার নিয়্যত করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইবে, তাহাকে শরীঅত অনুযায়ী মুসাফির বলা যাইবে। যখন সে নিজ শহরের আবাদি (লোকালয়) অতিক্রম করিবে, তখন তাহার উপর মুসাফিরের হুকুম হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আবাদির মধ্যে থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুসাফির হইবে না। (আর যদি আবাদির বাহির হয়, তবে ষ্টেশনে পৌঁছিলে সে মুসাফির হইবে।)

৩। **মাসআলাঃ** প্রঃ তিন মঞ্জিল কাহাকে বলে? উঃ (ক্বাফেলা বাঁধিয়া চলিলে খাওয়া-দাওয়া, পাকছাফ এবং আরাম-বিশ্রামের সময় বাদ দিয়া) স্বাভাবিকভাবে হাঁটিয়া চলিয়া বা নৌকায় বসিয়া বা উটের পিঠে সওয়ার হইয়া তিন দিনে যতদূর পৌঁছা যায়, তাহাকে তিন মঞ্জিল বলে। আরব দেশে প্রায়ই মঞ্জিল নির্ধারিত আছে। আমাদের দেশে মোটামুটি হিসাবে ইহার আনুমানিক দূরত্ব

(প্রচলিত ইংরাজী মাইল হিসাব) ৪৮ মাইল। (প্রকাশ থাকে যে, শরয়ী মাইল এবং ইংরাজী মাইলের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। ইংরাজী মাইল হয় ১৭৬০ গজে এবং শরয়ী মাইল হয় ২০০০ গজে। এখানে আমরা হিসাবের সুবিধার্থে ইংরাজী মাইল লিখিলাম।)

৪। **মাসআলা ঃ** যদি কোন স্থান এত পরিমাণ দূরবর্তী হয় যে, স্বাভাবিকভাবে পায়ে হাঁটিয়া নৌকাযোগে বা উটযোগে গেলে তিন দিন লাগে, কিন্তু কোন দ্রুতগামী যানবাহন যেমন—ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ী, ষ্টীমার, রেলগাড়ী, (দ্রুতগামী নৌকা, মোটর, এরোপ্লেন) ইত্যাদিতে তদপেক্ষা কম সময় লাগে এরূপ অবস্থায় শরীঅত অনুযায়ী মুসাফিরই হইবে।

(**মাসআলা ঃ** যদি কম পক্ষে তিন মঞ্জিল যাইবার নিয়্যত না করে , আর সমস্ত দুনিয়া ঘুরিয়া আসে, তবুও সে মুসাফির হইবে না।)

(**মাসআলা ঃ** কোন স্থানে যাইবার যদি দুইটি রাস্তা থাকে, একটির দূরত্ব সফর পরিমাণ হয়, অন্যটির দূরত্ব তত পরিমাণ হয় না, তবে যে রাস্তা দিয়া যাইবে, সেই রাস্তারই হিসাব ধরা হইবে, অন্য রাস্তার হিসাব ধরা হইবে না।)

৫। **মাসআলা ঃ** যে ব্যক্তি শরীঅত অনুসারে মুসাফির, সে যোহর, আছর, ও এশার নামায দুই দুই রাকা'আত পড়িবে এবং সুন্নতের হুকুম এই যে, যদি ব্যস্ততা থাকে,তবে ফজরের সুন্নত ব্যতীত অন্যান্য সুন্নত ছাড়িয়া দেওয়া দুরুস্ত আছে, ইহাতে কোন গোনাহ হইবে না, আর যদি ব্যস্ততা না থাকে এবং সঙ্গীগণ হইতে পশ্চাতে থাকিয়া যাইবার ভয় না থাকে, তবে ছাড়িবে না। সফর অবস্থায় সুন্নত পুরাপুরি পড়িবে, সুন্নতের কছর হয় না।

৬। **মাসআলা ঃ** ফজর, মাগরিব এবং বেৎরের নামাযে কছর নাই, সব সময় যে ভাবে পড়িয়া থাকে তদ্রূপই পড়িবে।

৭। **মাসআলা ঃ** যোহর, আছর এবং এশা এই তিন ওয়াক্তের নামায সফরের হালতে ইচ্ছা করিয়া চারি রাকা'আত পড়িলে গোনাহ্ হইবে। যেমন কেহ যদি যোহরের নামায ছয় রাকা'আত পড়ে, তবে গোনাহ্গার হইবে।

৮। **মাসআলা ঃ** সফরের হালতে যদি কেহ ভুলে চারি রাকা'আত পড়ে, তবে যদি দুই রাকা'আতের পর বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া থাকে, তবে ফরয আদায় হইয়া যাইবে, অতিরিক্ত দুই রাকা'আত নফল হইবে এবং ছহো সেজ্‌দা করিতে হইবে। আর যদি দুই রাকা'আতের পর না বসিয়া থাকে, তবে ফরয আদায় হয় নাই। ঐ নামায সব নফল হইবে, ফরয পুনরায় পড়িতে হইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** (তিন মঞ্জিলের নিয়্যত করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হওয়ার পর) পথিমধ্যে কোন স্থানে যদি কয়েক দিন থাকার ইচ্ছা হয়, তবে যতক্ষণ ১৫ দিন (বা তদূর্ধ্বকাল) থাকার নিয়্যত না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসাফিরের ন্যায় কছর পড়িতে থাকিবে। অবশ্য যদি ১৫ দিন বা তদূর্ধ্বকাল থাকিবার নিয়্যত করে, তবে যখন এইরূপ নিয়্যত করিবে, তখন হইতেই পুরা নামায পড়া শুরু করিবে। তারপর যদি নিয়্যত বদলাইয়া যায় এবং পনর দিনের আগেই চলিয়া যাওয়ার ইচ্ছা করে, তবে পুরা নামাযই পড়িতে হইবে, কছর পড়া জায়েয হইবে না। এইরূপে পনর দিন থাকার নিয়্যত করিয়া মুকীম হইয়া যাওয়ার পর যখন ঐ স্থান হইতে অন্য স্থানে রওয়ানা হইবে, তখন দেখিতে হইবে যে, যে স্থানে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছে সে স্থানের দূরত্ব কত? যদি সেই স্থানের দূরত্ব ঐ অবস্থানের স্থান হইতে তিন মঞ্জিল অর্থাৎ ৪৮ মাইল হয়, তবে আবার কছর

পড়িতে হইবে, আর যদি তাহার দূরত্ব ৪৮ মাইল না হয়, তবে ক্বছর পড়িতে পারিবে না, পুরা নামাযই পড়িতে হইবে। (এইরূপ পনর দিন অবস্থানের স্থানকে 'ওত্নে এক্বামত' বলে।)

১০। মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি যখন বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে, তখন তিন মঞ্জিল অর্থাৎ ৪৮ মাইল দূরবর্তী স্থানেই যাইবার নিয়্যত করিয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও নিয়্যত করিয়াছে যে, পথিমধ্যে এক মঞ্জিল বা দুই মঞ্জিল দূরবর্তী অমুক গ্রামে পনর দিন থাকিবে, তবে সে মুসাফির হইবে না। সমস্ত রাস্তায়ই তাহার পুরা নামায পড়িতে হইবে। তারপর সেই গ্রামে গিয়া যদি পনর দিন না-ও থাকে, তবুও পুরা নামাযই পড়িতে হইবে, ক্বছর পড়া জায়েয হইবে না।

১১। মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি যে স্থান হইতে চলিয়াছে সে স্থান হইতে গন্তব্য স্থান তিন মঞ্জিল বটে, কিন্তু পথিমধ্যে তাহার নিজের গ্রামে আসিল, তবে সে মোসাফির হইবে না, সমস্ত রাস্তায় তাহার পুরা নামায পড়িতে হইবে। কারণ, যদিও বাড়ীতে অবস্থান না করে বা বাড়ীতে প্রবেশও না করে, তবুও নিজ গ্রামের সীমানায় পা রাখা মাত্রই তাহার সফর বাতিল হইয়া যাইবে।

১২। মাসআলা ঃ কোন মেয়েলোক ঋতু অবস্থায় ৪ মঞ্জিল যাইবার ইচ্ছা করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়াছে। দুই মঞ্জিল যাওয়ার পর সে পাক হইয়াছে, সে মুসাফির হইবে না। গোসল করিয়া অবশিষ্ট রাস্তায় পুরা নামায পড়িবে। অবশ্য যদি পাক হওয়ার পরও অবশিষ্ট রাস্তা তিন মঞ্জিল পরিমাণ থাকে বা বাড়ী হইতে যখন চলিয়াছে তখন পাক ছিল, কিন্তু নিজ শহর অতিক্রম করার পর পথিমধ্যে ঋতু শুরু হইয়াছে, তখন সে মুসাফির, পাক হওয়ার পর ক্বছর করিবে।

১৩। মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি যখন নামায শুরু করিয়াছে তখন মুসাফির ছিল, কছরেরই নিয়্যত করিয়াছে। কিন্তু নামাযের মধ্যেই নিয়্যত বদলিয়া ১৫ দিন থাকার নিয়্যত হইয়া গিয়াছে, তবে ঐ নামায এবং উহার পরবর্তী সব নামায পুরা পড়িবে।

১৪। মাসআলা ঃ যদি কেহ বাড়ী হইতে তিন মঞ্জিল অপেক্ষা বেশী দূরে যাইবার নিয়্যত করিয়া বাহির হয়, কিন্তু পথিমধ্যে ঘটনাক্রমে কোন স্থানে দুই চারি দিন থাকিবার দরকার পড়িয়াছে, তারপর রোজই ধারণা থাকে যে, কাল পরশুই চলিয়া যাইবে, কিন্তু যাওয়া হয় না, এইরূপে যদি বহুকালও ঐ স্থানে থাকা হয় এবং কোন সময়ই পনর দিন থাকার ধারণা না হয়, তবে সে যতক্ষণ ঐ স্থানে থাকিবে মুসাফিরই থাকিবে, মুক্বীম হইবে না।

১৫। মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তিন মঞ্জিল যাইবার নিয়্যত করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর নিয়্যত বদলিয়া গেল এবং বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তবে যখন হইতে বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছা করিয়াছে, তখন হইতেই তাহার পুরা নামায পড়িতে হইবে। (অবশ্য এইরূপ ধারণা হইবার পূর্বে যাহার ক্বছর পড়িয়াছে তাহা জায়েয হইয়াছে।)

১৬। মাসআলা ঃ স্ত্রী যদি স্বামীর সহিত সফর করে ও স্বামীর সঙ্গ ছাড়া অন্যত্র যাইবার ধরাণা না থাকে, তবে স্ত্রীর নিয়্যতের কোন মূল্য নাই, স্বামী যেরূপ নিয়্যত করিবে স্ত্রীরও সেইরূপ নামায পড়িতে হইবে। (মনিবের সঙ্গে চাকরেরও এইরূপ হুকুম।)

১৭। মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তিন মঞ্জিল যাওয়ার পর যেখানে পৌঁছিয়াছে যদি উহা তাহার নিজ বাড়ী হয় এবং সেখানে কম বেশী যে কয়দিন থাকুক নিজ গ্রামের সীমানায় পা রাখা মাত্রই তাহার পুরা নামায পড়িতে হইবে, আর যদি তাহা অন্যের বাড়ী হয় এবং তথায় পনর দিন থাকার নিয়্যত থাকে, তবে সে গ্রাম বা শহরের সীমানায় পা রাখার পর হইতে পুরা নামায পড়িতে হইবে,

আর যদি পনর দিন থাকার নিয়্যত না থাকে এবং নিজ বাড়ীও না হয়, তবে সেখানে পৌঁছার পরও ক্বছর পড়িতে থাকিবে।

১৮। মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি তিন মঞ্জিল যাইবার এরাদা করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে কিন্তু পথিমধ্যে কয়েক জায়গায় থামিবার ইচ্ছা আছে কোথাও ৫ দিন, কোথাও ১০ দিন, কিন্তু ১৫ দিন থাকিবার ইচ্ছা কোথাও নাই, তবে এই সব জায়গায় সে ক্বছরই পড়িতে থাকিবে।

১৯। মাসআলা ঃ কেহ যদি জন্মভূমি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া বাড়ী করে, তবে ঐ জন্মভূমির হুকুম এবং বিদেশের হুকুম একই হইবে, অর্থাৎ সেই জন্মভূমির গ্রামে বা সেই শহরে প্রবেশ করিলে বিনা নিয়্যতে সে মুক্বীম হইবে না। (কিন্তু যদি তাহা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করে, প্রথম বাড়ীও রাখে অন্যত্রও বাড়ী তৈয়ার করে, তবে উভয় স্থানকেই তাহার 'ওতনে আছলি' ধরা হইবে এবং উভয় স্থানেই প্রবেশ করা মাত্র বিনা নিয়্যতে মুক্বীম হইয়া যাইবে।)

(**মাসআলা ঃ** যদি কেহ বিদেশে বাসা করিয়া ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বা জায়গীরে বা চাকুরীর স্থানে বহুকাল যাবৎ থাকে এবং এইসব স্থান বাড়ী হইতে তিন মঞ্জিল দূরবর্তী হয়, তবে ১৫ দিনের নিয়্যত ব্যতিরেকে এসব স্থানে প্রবেশ করিলে সফর বাতিল হইবে না, আর যদি বাড়ী হইতে তিন মঞ্জিলের কম দূরবর্তী হয়, তবে বাড়ী হইতে আসিলে আদৌ সফর হইবে না এবং অন্য স্থান হইতে সফর করিয়া আসিলে ঐ সব স্থানে আসিয়াও ১৫ দিনের নিয়্যত ব্যতিরেকে সফর বাতিল হইবে না।)

২০। মাসআলা ঃ যদি ক্বাহারও মুসাফিরী হালতে নামায ক্বাযা হয় ও সেই নামায মুক্বিমী হালতে ক্বাযা পড়িতে চায়, তবে যোহর, আছর এবং এশার দুই রাকআতই ক্বাযা পড়িবে। এইরূপ মুক্বিমী হালতে যদি নামায ক্বাযা হইয়া থাকে এবং সেই নামায মুসাফিরী হালতে ক্বাযা পড়িতে চায়, তবে চারি রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযের ক্বাযা চারি রাকা'আতই পড়িবে, দুই রাকাআত পড়িবে না।

২১। মাসআলা ঃ বিবাহের পর মেয়েকে যখন স্বামীর বাড়ীতে নেওয়া হইবে এবং তথায়ই থাকা সাব্যস্ত হইবে, তখন হইতে স্বামীর বাড়ীই তাহার আপন বাড়ী (ওতনে আছলী) বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। অতএব, তার মা-বাপের বাড়ী যদি স্বামীর বাড়ী হইতে তিন মঞ্জিল পরিমাণ দূরবর্তী হয়, তবে বাপ-মার বাড়ীতে গিয়া যদি ১৫ দিন থাকার নিয়্যত না করে, তবে তাহার ক্বছর করিতে হইবে। আর যদি স্বামীর বাড়ী স্থায়ীভাবে থাকিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না করে, তবে পূর্ব ওতনে আছলী অর্থাৎ মা-বামের বাড়ী এখনও ওতনে আছলী থাকিবে। অবশ্য যতদিন স্বামীর বাড়ীতে উঠাইয়া না নেওয়া হইবে, ততদিন শুধু বিবাহের দ্বারা তাহার ওতনে আছলী বাতিল হইবে না। (পুরুষের পক্ষেও শ্বশুর বাড়ী যদি তিন মঞ্জিল দূরবর্তী হয়, তবে শুধু বিবাহের দ্বারা শ্বশুর বাড়ী ওতনে আছলীর মধ্যে গণ্য হইবে কিনা এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ আছে। মতভেদের কারণে সন্দেহস্থলে পুরা নামায পড়াই উত্তম, কিন্তু এইরূপে সন্দেহের অবস্থায় ইমামত না করা উচিত । অবশ্য যদি ঘর-জামাই থাকা শর্তে বিবাহ করে, তবে বিনা মতভেদে তাহার পূর্ণ নামায পড়িতে হইবে এবং ঐ স্থান তাহার ওতনে আছলী বলিয়া গণ্য হইবে।

২২। মাসআলা ঃ নৌকায় যাতায়াতকালে যদি নামাযের ওয়াক্ত হয়, তবে চলতি নৌকায়ও নামায পড়া জায়েয। যে সকল নামাযে (ফরয, ওয়াজিব এবং ফজরের সুন্নতে) দাঁড়ান ফরয, সে সকল নামায যতক্ষণ পর্যন্ত কোন গুরুতর ওযর (যেমন, গুরুতর রোগ বা মাথা ঘুরান) না

পাওয়া যাইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়ান মাফ হইবে না। অবশ্য যদি নৌকা দাঁড়াইবার উপযুক্ত না হয় বা দাঁড়াইলে মাথা ঘুরাইয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হয়, (এবং কূলে নামিবারও কোন উপায় না থাকে, বা নামাযের সময় বৃষ্টি হইতে থাকে তজ্জন্য বাহির হওয়া না যায়, বা চতুর্দিকে কাদাময় স্থান হয় নামায পড়িবার মত শুক্না জায়গা পাওয়া না যায়) তবে অবশ্য বসিয়া নামায পড়া দুরুস্ত হইবে। (এইরূপে নামাযের মধ্যে ক্বেব্‌লা দিকে মুখ করাও ফরয, এই ফরযও কিছুতেই মা'ফ হইতে পারে না। যদি নৌকা বা ষ্টীমার ঘুরিয়া যায়, তবে নামাযের মধ্যেই ঘুরিয়া দাঁড়াইতে হইবে, নতুবা নামায হইবে না। নৌকা যদি কূলে বা ঘাটে বাঁধা থাকে, তবে তাহাতে দাঁড়াইয়া নামায পড়িলে দুরুস্ত হইবে বটে, কিন্তু এই অবস্থায় নৌকার তলি যদি মাটির সঙ্গে সংলগ্ন না থাকে, তবে কোন কোন আলেমের মতে দাঁড়াইয়া নামায পড়িলেও দুরুস্ত হইবে না। অবশ্য নৌকার তলি মাটির সঙ্গে লাগান হইলে দাঁড়াইয়া নামায পড়িলে সকলের মতেই দুরুস্ত হইবে।)

২৩। **মাসআলা**ঃ এইরূপে রেলগাড়ীতে যাতায়াতকালেও পথিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হইলে গাড়ীতে নামায পড়া দুরুস্ত আছে, যদি কাহারও মাথা ঘুরাইয়া পড়িয়া যাইবার প্রবল আশঙ্কা হয়, তবে তাহার জন্য অবশ্য বসিয়া নামায পড়া দুরুস্ত হইবে। (নতুবা দাঁড়াইয়াই পড়িতে হইবে।)

২৪। **মাসআলা**ঃ নামায পড়ার মধ্যে যদি গাড়ী বা নৌকা ঘুরিয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া ক্বেব্‌লা যে দিকে সেই দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

২৫। **মাসআলা**ঃ মেয়েলোকের জন্য তিন মঞ্জিল দূরবর্তী স্থানে স্বামী বা বাপ-ভাই ইত্যাদি মাহ্‌রাম পুরুষ রিশতাদারের সঙ্গে ছাড়া একাকী সফর (যাতায়াত)করা জায়েয নহে, এইরূপ স্থানে একাকী যাতায়াত করিলে অতিশয় গোনাহ্ হইবে। এক মঞ্জিল বা দুই মঞ্জিল দূরবর্তী স্থানে মেয়েলোকের জন্য একাকী সফর করা হারাম নহে বটে ; কিন্তু তাহাও ভাল নহে । হাদীস শরীফে ইহারও কঠোর নিষেধ আসিয়াছে।

২৬। **মাসআলা**ঃ মাহ্‌রাম রিশ্‌তাদার যদি ধর্মভীরু না হয়, এবং গোনাহ্‌র কাজে তাহার ভয় না থাকে, তবে তাহার সঙ্গেও মেয়েলোকের জন্য সফর করা জায়েয নহে।

২৭। **মাসআলা**ঃ গরুর গাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ীতে যাতায়াতকালে যদি নামাযের ওয়াক্ত হয়, তবে গাড়ী থামাইয়া বোরকা পরিয়া নীচে নামিয়া নামায পড়িবে, (গাড়ীতে বসিয়া নামায পড়িলে নামায হইবে না)। যদি ওযূ না থাকে এবং গাড়ীর ভিতর ওযূ করার সুযোগ না থাকে, তবে বোরকা পরিয়া নীচে নামিয়া কিছু আড়ালে বসিয়া ওযূ করিয়া লইবে, যদি বোরকা না থাকে, তবে বড় কোন কাপড় বা চাদর দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত করিয়া নীচে নামিয়া নামায পড়িবে। শরীঅতে পর্দার এবং লজ্জাশীলতার খুব তাকীদ ও প্রশংসা আছে বটে, কিন্তু প্রত্যেক জিনিসেরই একটা সীমা আছে। সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে কোন জিনিসই ভাল থাকে না। অতএব, লজ্জার কারণে বাহির হইয়া নামায না পড়া বা ওযূ না করা কিছুতেই সঙ্গত নহে অবশ্য যথাসম্ভব পর্দা নিশ্চয়ই করিতে হইবে এবং অকারণে পর্দা-পালনে ত্রুটি করা নির্লজ্জতা ও গোনাহ্। (এইরূপে চলতি নৌকায় ইমাম আযম ছাহেবের মতে বসিয়া নামায পড়া জায়েয আছে বটে, কিন্তু ছাহেবাইনের মতে বিনা ওযরে জায়েয নাই এবং ফৎওয়াও ছাহেবাইনের ক্বওলের উপর। অতএব, মেয়েলোকেরও লজ্জার খাতিরে নীচু ছইয়ের ভিতরে বসিয়া নামায পড়া সঙ্গত নহে, স্বামী বা বাপ-ভাই যিনি সঙ্গে থাকেন তাঁহার দ্বারা যথাসম্ভব পর্দা করাইয়া তীরে নামিয়া নামায পড়াই উচিত এবং এইরূপে স্বামী, বাপ, ভাই ইত্যাদি মাহ্‌রামের সঙ্গে ছাড়া দেবর, ভাসুর,

চাচাত ভাই, ভাসুরের পুত্র, ভাগিনা, ননদের পুত্র ইত্যাদি গায়ের মাহ্‌রামের সঙ্গে সফর করা উচিত নহে।) —অনুবাদক

২৮। মাসআলা ঃ (অবশ্য) যদি এমন রোগী হয় যে, রোগের কারণে অক্ষম হওয়াবশতঃ তাহার জন্য বসিয়া নামায পড়া জায়েয, তবে তাহার জন্য ঘোড়া বা গরুর গাড়ীতে বসিয়া নামায পড়া দুরুস্ত হইবে বটে, কিন্তু তবুও চল্‌তি গাড়ীতে বা যতক্ষণ গাড়ীর যোঁয়াল ঘোড়া বা গরুর উপর থকিবে ততক্ষণ তাহাতে নামায পড়া দুরুস্ত হইবে না। গাড়ী থামাইয়া ঘোড়া বা গরু ছাড়িয়া দিয়া তারপর নামায পড়িবে।

২৯। মাসআলা ঃ এইরূপে পাল্‌কি বা ডুলি যতক্ষণ বাহকের কাঁধে থাকিবে ততক্ষণ তাহাতে নামায পড়া দুরুস্ত হইবে না। অতএব, যদি পথিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হয়, তবে পাল্‌কি থামাইয়া নামায পড়িবে। যদি সুস্থ শরীর হয়, তবে বোরকা পরিয়া পাল্‌কি হইতে বাহির হইয়া দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে, আর যদি এ রকম রোগগ্রস্ত হয় যে, দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে পারে না , তবে পাল্‌কি জমিনে রাখিয়া পাল্‌কির মধ্যেই নামায পড়িলে তাহা দুরুস্ত হইবে।

৩০। মাসআলা ঃ এইরূপে উট বা ঘোড়ার (পিঠেও বিনা ওযরে বসিয়া বসিয়া ফরয নামায পড়া দুরুস্ত নহে। অবশ্য যদি) গাড়ী বা ঘোড়া হইতে নামিলে জান মাল ধ্বংস হইবার প্রবল আশঙ্কা থাকে, তবে না নামিয়া তথায়ই বসিয়া নামায পড়িলে তাহাও দুরুস্ত হইবে। (নফল নামায ঘোড়ার পিঠে বা গাড়ীতে বা নৌকায় সর্বাবস্থায়ই বসিয়া পড়া জায়েয আছে।)

বেহেশ্‌তী গওহর হইতে

১। মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি মুসাফির হালতে দুই গ্রাম মিলাইয়া ১৫ দিন অবস্থান করার নিয়্যত করে এবং ঐ গ্রামদ্বয়ের মধ্যে এতটা ব্যবধান হয় যে, এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে আযানের আওয়ায না পৌঁছে, যেমন যদি কেহ মক্কা শরীফে ১০ দিন এবং মিনাবাজারে পাঁচ দিন থাকার নিয়্যত করে, তবে মুকীম হইবে না, মুসাফিরই থাকিবে। প্রকাশ থাকে যে, মক্কা হইতে মিনা তিন মাইল।

২। মাসআলা ঃ অবশ্য যদি ঐ দুই গ্রামের মধ্যে অল্প ব্যবধান হয়, এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে আযানের আওয়ায পৌঁছার মত হয়, তবে এইরূপ দুই গ্রাম মিলাইয়া ১৫ দিনের নিয়্যত করিলেও সে মুকীম হইবে।

৩। মাসআলা ঃ এইরূপে বেশী ব্যবধান হওয়া সত্ত্বেও যদি রাত্রে একই জায়গায় ১৫ দিন থাকার নিয়্যত থাকে, দিনে অন্যত্র কাজের জন্য যায়, রাত্রে আসিয়া একই জায়গায় থাকে, তবে তাহাকেও মুকীমই বলা হইবে এবং উভয় স্থানেই পুরা নামায পড়িতে হইবে। কিন্তু যদি দিনের কর্মস্থান রাত্রের বাসস্থান হইতে তিন মঞ্জিল দূরবর্তী, হয় তবে দিনে যখন সেখানে যাইবে তখন মুসাফির হইবে এবং কছর পড়িবে, অন্যথায় মুকীম থাকিবে। আবার রাত্রে যখন ডেরায় ফিরিয়া আসিবে, তখন মুকীম হইবে এবং পুরা নামায পড়িবে।

৪। মাসআলা ঃ মুকীমের জন্য মুসাফির ইমামের এক্তেদা সর্বাবস্থায় জায়েয আছে, আদায়ী নামায হউক বা কাযা নামায হউক। কিন্তু মুসাফির ইমাম (চারি রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে) যখন দুই রাকা'আত পড়িয়া সালাম ফিরাইবে অর্থাৎ উভয় দিকে সালাম ফিরাইয়া সারিবে তখন মুকীম আল্লাহু আকবার বলিয়া দাঁড়াইবে এবং অবশিষ্ট দুই রাকা'আত নিজে নিজে পড়িবে, কিন্তু এই

নামাযের ভিতর তাহার কেরাআত পড়িতে হইবে না; বরং চুপ থাকিবে, কেননা, সে লাহেক। অর্থাৎ সূরা-ফাতেহা পরিমাণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রুকূ-সেজদা করিয়া নামায পুরা করিবে।

ক্বা'দায়ে উলা ওয়াজিব বটে, কিন্তু যেহেতু মুসাফির ইমামের জন্য উহা ক্বা'দায়ে আখিরা বলিয়া ফরয। কাজেই ইমামের তাবে' হইয়া মুক্তাদীর উপরও ফরয হইবে।

মুসাফির ইমামের জন্য সালাম ফিরানের সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চৈঃস্বরে সকলকে জানাইয়া দেওয়া মেস্তাহাব যে, 'আমি মুসফির, ক্বছর পড়িয়াছি, আপনারা যাঁহারা মুক্বীম আছেন তাঁহারা নিজ নিজ নামায পুরা করিয়া লইবেন; নামায শুরু করার পূর্বেই এরূপ বলিয়া দেওয়া অধিক উত্তম।

৫। **মাসআলাঃ** আদায়ী নামাযে মুসাফিরও মুক্বীমের এক্তেদা করিতে পারে। ক্বাযা নামাযে মাগরিব ও ফজরে এক্তেদা করিতে পারে। ক্বাযা নামাযে যোহর, আছর ও এশার এক্তেদা করিতে পারে না। কেননা, মুসাফির যখন ক্বাযা নামাযে মুক্বীমের এক্তেদা করিবে তখন ইমামের তাবেদারীর কারণে মুক্তাদীও চারি রাকা'আত পড়িবে, অথচ ইমামের প্রথম বৈঠক ফরয নহে;' কিন্তু মুক্তাদীর জন্য ফরয, অতএব, ফরয পাঠকের এক্তেদা গায়ের ফরয পাঠকের পিছনে হইল, সুতরাং ইহা দুরুস্ত নহে।

৬। **মাসআলাঃ** মুসাফির যদি নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে অর্থাৎ, সেজ্‌দা ছহো কিংবা সালাম ফিরানের আগে নামাযের মধ্যে যে কোন সময়ে এক্বামতের নিয়্যত করে, তবে তাহার পুরা নামায পড়িতে হইবে, কিন্তু নামাযের মধ্যেই যদি ওয়াক্ত চলিয়া যায় এবং তদবস্থায় এক্বামতের নিয়্যত করে, কিংবা লাহেক অবস্থায় এক্বামতের নিয়্যত করে, তবে ঐ নামায পুরা পড়িতে হইবে না, ক্বছরই পড়িতে হইবে।

১। যেমন, মুসাফির যোহরের নামায এক রাকা'আত পড়ার পর ওয়াক্ত চলিয়া গেল এবং এক্বামতের নিয়্যত করিল, এই নামায ক্বছর পড়িতে হইবে।

২। মুসাফির অন্য মুসাফিরের এক্তেদা করিল এবং লাহেক হইল। অতঃপর অতীত নামায আরম্ভ করিল, এমতাবস্থায় এক্বামতের নিয়্যত করিলে যদি ইহা চারি রাকা'আতী নামায হয়, তবে ক্বছর পড়িতে হইবে।

ভয়কালীন নামায

যখন কোন শত্রুর সম্মুখীন হইতে হয়, শত্রু চাই মানুষ হউক কিংবা হিংস্র জন্তু অথবা অজগর ইত্যাদি হউক, এমতাবস্থায় যদি সকল মুসলমান কিংবা কিছুসংখ্যক লোকও একত্রে জমা'আতে নামায পড়িতে না পারে এবং সওয়ারী হইতে অবতরণের অবসর না পায়, তবে সকলেই সওয়ারীর উপর বসিয়া বসিয়া ইশারায় একা একা নামায পড়িয়া লইবে, তখন ক্বেবলামুখী হওয়াও শর্ত নহে, অবশ্য যদি দুইজন একই সওয়ারীতে বসা থাকে, তবে তাহারা উভয়ে জমা'আত করিবে। আর যদি এতটুকুরও অবকাশ না হয়, তবে মা'যূর। তখন নামায পড়িবে না, অবস্থা শান্ত হওয়ার পর ক্বাযা পড়িয়া লইবে। আর যদি সম্ভব হয় যে, কয়েকজন মিলিয়া জমা'আতে নামায পড়িতে পারে, যদিও সকলে মিলিয়া পারে না, তবে এমতাবস্থায় তাহাদের জমা'আত ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। ছালাতুল খাওফের নিয়মানুযায়ী নামায পড়িবে, অর্থাৎ, সকল মুসলমানকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইবে, একভাগ শত্রুর সাথে অবস্থান করিবে আর অপর ভাগ ইমামের সাথে নামায শুরু করিবে, যদি তিন কিংবা চারি রাকা'আত বিশিষ্ট নামায হয়, যেমন যোহর, আছর মাগরিব ও

এশা। যদি ইহারা মুসাফির না হয়, এবং কছর না করে, তবে, যখন ইমাম দুই রাকা'আত নামায পড়িয়া তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়াইবে, আর যদি ইহারা কছর করে কিংবা দুই রাকা'আত বিশিষ্ট নামায হয়, যেমন ফজর, জুমু'আ, ঈদের নামায কিংবা মুসাফিরের যোহর, আছর ও এশার নামায, তবে এক রাকা'আতের পরই এই ভাগ চলিয়া যাইবে এবং দ্বিতীয় দল সেখান হইতে আসিয়া ইমামের সাথে নামায পড়িবে, তাহাদের জন্য অপেক্ষা করা ইমামের উচিত। ইমাম যখন বাকী নামায পুরা করিবেন, তখন সালাম ফিরাইবেন, আর ইহারা ছালাম না ফিরাইয়া শত্রু-সম্মুখে চলিয়া যাইবে এবং প্রথম দল এখানে আসিয়া নিজেদের বাকী নামায কেরাআত ব্যতীত শেষ করিবে এবং সালাম ফিরাইবে। কেননা, ইহারা লাহেক্ব। অতঃপর ইহারা শত্রুদের সম্মুখে চলিয়া যাইবে, দ্বিতীয় দল এখানে আসিয়া নিজেদের নামায কেরাআত সহকারে আদায় করিবে এবং সালাম ফিরাইবে; কেননা, ইহারা মসবুক।

১। **মাসআলাঃ** ছালাতুল খওফের মধ্যে নামাযের নিয়্যত বাঁধা অবস্থায় যাতায়াতকালে পায়ে হাঁটিয়া যাতায়াত করিতে হইবে; (কথাবার্তা বলা যাইবে না।) যদি কেহ ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া যাতায়াত করে (বা কথাবাতা বলে বা যুদ্ধ করে,) তবে তাহার নামায টুটিয়া যাইবে। কেননা, ইহা আমলে কাছীর।

(**মাসআলাঃ** যদি শত্রু পূর্ব দিক দিয়া আসে এবং সেই কারণে পূর্বদিকে মুখ করিতে হয় বা শত্রুর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইতে হয়, তবে তাহাতে নামায টুটিবে না, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে ক্বেব্‌লা হইতে বুক ফিরাইলে নামায টুটিয়া যাইবে।)

২। **মাসআলাঃ** ইমামের সাথে বাকী নামায পড়িয়া দ্বিতীয় দলের চলিয়া যাওয়া এবং প্রথম দল আবার এখানে আসিয়া নিজেদের নামায পুরা করা, তারপর দ্বিতীয় দলের এখানে আসিয়া নামায সম্পন্ন করা মোস্তাহাব এবং উত্তম; নতুবা ইহাও জায়েয আছে যে, প্রথম দল নামায পড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং দ্বিতীয় দল ইমামের সাথে বাকী নামায পড়িয়া নিজেদের নামায সেখানেই শেষ করার পর শত্রুর সম্মুখে যাইবে, এই দল যখন সেখানে পৌঁছিবে, তখন প্রথম দল নিজেদের নামায সেখানেই পড়িয়া লইবে, এখানে আসিবে না।

৩। **মাসআলাঃ** নামায পড়ার এই নিয়ম ঐ সময় প্রজোয্য হইবে, যখন সকলে একই ইমামের পিছনে নামায পড়িতে চায়, যেমন দলে কোন বুযুর্গ লোক আছেন সকলেই তাঁহার পিছনে নামায পড়িতে চায়। নতুবা এই পন্থাই ভাল যে, একদল এক ইমামের পিছনে নিজেদের নামায শেষ করিয়া দুশ্‌মনের সম্মুখে যাইবে, দ্বিতীয় দল অন্য একজনকে ইমাম বানাইয়া পুরা নামায পড়িয়া লইবে।

৪। **মাসআলাঃ** যদি শত্রু নিকটবর্তী মনে করিয়া এই নিয়মে নামায পড়া হয় এবং পরে দেখা যায় যে, পূর্বের ধারণা ভুল ছিল, শত্রু নিকটবর্তী হয় নাই, তবে ইমাম ব্যতীত অন্যান্য সকলের নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে। কেননা, অননুমোদিত কারণে আমলে কাছীর করিলে নামায ফাসেদ হয়।

৫। **মাসআলাঃ** না-জায়েয যুদ্ধে এধরনের নামায পড়ার অনুমতি নাই! যেমন, বিদ্রোহীরা মুসলমান বাদশাহ্‌র উপর আক্রমণ করিলে কিংবা পার্থিব কোন না-জায়েয উদ্দেশ্যে কাহারও সহিত যুদ্ধ করিলে এইরূপ আমলে কাছীর মাফ হইবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** ক্বেব্‌লার বিপরীত দিকে নামায পড়িতেছিল ইত্যবসরে শত্রু পলায়ন করিল, তবে তৎক্ষণাৎ ক্বেব্‌লার দিকে মুখ করিবে, নতুবা নামায হইবে না।

৭। **মাসআলা ঃ** নির্বিঘ্নে ক্বেব্‌লামুখী হইয়া নামায পড়িতেছিল, এমতাবস্থায় শত্রুর আবির্ভাব হইল, তৎক্ষণাৎ তাহাদের শত্রুমুখী হওয়া জায়েয আছে, ঐ সময় ক্বেব্‌লামুখী হওয়া শর্ত থাকিবে না।

৮। **মাসআলা ঃ** (নৌকা বা জাহাজ ডুবিয়া গেলে) সন্তরণকালে যদি নামাযের ওয়াক্ত যাইবার মত হয় এবং কিছুকাল (বয়া, বাঁশ ও তক্তা ইত্যাদির সাহায্যে) হাত পা সঞ্চালন বন্ধ রাখিতে পারে, তবে ইশারা দ্বারা নামায পড়িয়া লইবে, তবুও নামায ছাড়িবে না। আর যদি এইরূপ সম্ভব না হয়, তবে ঐ ওয়াক্তের নামায পরবর্তী সময়ের জন্য রাখিয়া দিবে।

এই পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং তৎসম্পর্কীয় বিষয়ের আলোচনা হইল, এখন জুমু'আর বর্ণনা লেখা হইতেছে। কেননা জুমু'আ ইসলামের অতি বড় একটি রোকন, কাজেই ঈদের নামাযের পূর্বেই লেখা হইতেছে।

জুমু'আর নামায

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নামাযের ন্যায় প্রিয় সামগ্রী আর নাই। এই জন্যই কোরআন-হাদীসে নামাযের জন্য যত তাকীদ আসিয়াছে, এত তাকীদ অন্য কোন এবাদতের জন্য নাই। এই নিমিত্তই জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ; বরং জন্মের বহু পূর্ব হইতে মৃত্যুর বহু পর পর্যন্ত সেই রাহ্‌মানুর রাহীমের অসংখ্য নেয়ামত অজস্রভাবেই বন্দার উপর বর্ষিত হইতে থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ শোক্‌র আদায়ের জন্য দৈনিক পাঁচবার নামায সমাপন করা নির্ধারিত হইয়াছে।

সপ্তাহে সাতটি দিন তন্মধ্যে শুক্রবার সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। কেননা, এই দিনেই সবচেয়ে বেশী নেয়ামত মানুষকে দান করা হইয়াছে। এমন কি, আদি মানব হযরত আদম আলাইহিস্‌সালামকেও এই দিনেই সৃষ্টি করা হইয়াছিল। কাজেই এই দিনে একটি বিশিষ্ট নামাযের হুকুম হইয়াছে।

জমা'আতের নামাযের উপকারিতা এবং ফযীলত পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ইহাও বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যতই অধিকসংখ্যক মুসলমান একত্র হইয়া নামায পড়িবে, ততই দুনিয়া ও আখেরাতের নেয়ামত অধিক হাছিল হইবে। কিন্তু দৈনিক পাঁচবার এক মহল্লার লোকগণ একত্র হইতে পারে, দূরবর্তী সমস্ত মহল্লার বা পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের লোকগণ একত্র হওয়া কষ্টকর। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা হইল যে, বন্দাগণ সপ্তাহে এক দিন সকলে একত্র হইয়া খাছভাবে তাঁহার এবাদত বন্দেগী করুক। পূর্ববর্তী উম্মতগণকেও ঐ দিন এবাদত করার হুকুম দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তাহাদের দুর্ভাগ্যের কারণে উহাতে মতভেদ করিল। এই অবাধ্যতার ফল এই দাঁড়াইল যে, এই মহান সৌভাগ্য হইতে মাহ্‌রূম রহিল এবং এই জুমু'আর ফযীলতও এই উম্মতের ভাগে পড়িল। ইয়াহুদীগণ এই এবাদতের জন্য শনিবার ধার্য করিল এবং নাছারাগণ রবিবার ধার্য করিল। কারণ, রবিবারে সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল এবং শনিবারে সমস্ত সৃষ্টিকার্য শেষ হইয়াছিল ; (কিন্তু আল্লাহ্‌র মনঃপুত সর্বশ্রেষ্ঠ দিন তাহারা কেহই পাইল না। অবশেষে উম্মতে মোহাম্মদী যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত সেইহেতু তাহাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দিন অর্থাৎ শুক্রবার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত অর্থাৎ জুমু'আর নামায ধার্য হইল। এইজন্যই যেখানে মুসলমানের গৌরব ও আধিপত্য আছে, সেখানে শুক্রবার দুনিয়াবি সব কাজ-কারবার বন্ধ রাখিয়া দূর-দূরান্তর হইতে সকলে সকাল সকাল

গোসল করিয়া পরিষ্কার কাপড় পরিধানপূর্বক সুগন্ধি আতর লাগাইয়া জামে মসজিদে একত্র হইয়া খাছভাবে ঐ দিনটাকে আল্লাহ্‌র এবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করে।) পক্ষান্তরে যেখানে নাছারার আধিপত্য, সেখানে তাহারা রবিবারে অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ বন্ধ দেয় এবং ঐ দিনকে তাহারা পুণ্য দিন বলিয়া মনে করে। এই দিন কাজ কর্ম বন্ধ রাখিয়া এবাদতে মশ্‌গুল হয়।

জুমু'আর দিনের ফযীলত

১। **হাদীসঃ** মোসলেম শরীফে আছে— রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ সপ্তাহের দিনসমূহের মধ্যে জুমু'আর দিনই সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। এই দিনেই হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করা হইয়াছিল, এই দিনেই তাঁহাকে বেহেশ্‌তে স্থান দান করা হইয়াছিল, এই দিনেই তাঁহাকে বেহেশ্‌ত হইতে বাহির করিয়া দুনিয়াতে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং এই দিনেই কিয়ামত (হিসাব নিকাশের পর পাপীদের দোযখ নির্বাসন ও মু'মিনগণের বেহেশ্‌ত গমন) হইবে।

২। **হাদীসঃ** মসনদে আহ্‌মদে আছে—জুমু'আর রাত্রের ফযীলত শবেক্বদর অপেক্ষাও অধিক। কারণ, এই রাত্রেই হযরত সরওয়ারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মাতৃগর্ভে শুভাগমন করিয়াছিলেন এবং হযরতের শুভাগমনের মধ্যেই দুনিয়া ও আখেরাতের অগণিত ও অশেষ মঙ্গল নিহিত।

৩। **হাদীসঃ** বোখারী শরীফে আছে, রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ 'জুমু'আর দিনে (সমস্ত দিনের মধ্যে) এমন একটি সময় আছে যে, সেই সময় কোন মু'মিন বন্দা আল্লাহ্‌র নিকট যাহাকিছু চাহিবে তাহাই পাইবে।' এই সময়টি যে কোন্ সময় তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। হাদীসের ব্যাখ্যাকার ইমামগণ ইহা নির্দিষ্ট করিতে গিয়া অনেক মতভেদ করিয়াছেন। তন্মধ্যে দুইটি মতই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি এই যে, সেই সময়টি খুৎবার শুরু হইতে নামাযের শেষ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আছে। দ্বিতীয় এই যে, সেই সময়টি (আছরের পর,) দিনের শেষ ভাগে আছে। এই দ্বিতীয় মতকে ওলামাদের এক বড় দল গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার সপক্ষে বহু ছহীহ্ হাদীস রহিয়াছে। শেখ দেহলভী (রঃ) বলেন—এই রেওয়ায়তটি ছহীহ্, কেননা, হযরত ফাতেমা (রাঃ) জুমু'আর দিন খাদেমকে বলিয়া দিতেন যে, জুমু'আর দিন শেষ হওয়ার সময় আমাকে খবর দিও। হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা শুক্রবার দিনের শেষ ভাগে আছরের পর সব কাজ ছাড়িয়া আল্লাহ্‌র যিক্‌র এবং দো'আয় মশ্‌গুল হইতেন।

৪। **হাদীসঃ** আবূ দাউদ শরীফে আছে—রসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, জুমু'আর দিনই সর্বাপেক্ষা অধিক ফযীলতের দিন। এই দিনেই কিয়ামতের জন্য সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে। তোমরা এই দিনে আমার জন্য বেশী করিয়া দুরূদ শরীফ পড়িও। ঐ দিন তোমরা যখন দুরূদ (বা সালাম) পড় তৎক্ষণাৎ তাহা আমার সামনে পেশ করা হয় (এবং তৎক্ষণাৎ আমি তাহার প্রতিউত্তর ও দো'আ দেই)। ছাহাবায়ে কেরাম আরয করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার সামনে কিরূপে পেশ করা হয় (হইবে)? মৃত্যুর পর তো আপনার হাড় পর্যন্ত থাকিবে না। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, (জানিয়া রাখ যে,) আল্লাহ্ তা'আলা জমিনের জন্য নবীদের শরীর হজম করা হারাম করিয়া রাখিয়াছেন।

৫। **হাদীসঃ** তিরমীযী শরীফে আছে— রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ 'আল্লাহ্ পাক স্বীয় পবিত্র কালামে শাহেদ (شاهد) শব্দের কসম করিয়াছিলেন। ইহার অর্থ—জুমু'আর দিন। আল্লাহ্র নিকট জুমু'আর দিন অপেক্ষা ভাল দিন আর নাই। এই দিনে এমন একটি সময় আছে, সেই সময়ে যে কোন মু'মিন বন্দা আল্লাহ্র নিকট যে কোন দো'আ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করিবেন এবং যে কোন বিপদ (মুছীবৎ) হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লাহ্র নিকট কাঁদাকাটি করিবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক তাহাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।' شاهد শব্দ সূরায়ে-বুরূজে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ দিনের কসম খাইয়াছেন। وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ وَشَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ ○ অর্থাৎ, বুরূজ বিশিষ্ট আসমানের কসম, প্রতিশ্রুতি ও কিয়ামতের দিনের কসম, শাহেদ (জুমু'আ)-এর কসম, মাশ্হুদ (আরাফাত)-এর কসম।

৬। **হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ 'আল্লাহ্র নিকট ঈদুল ফেৎর এবং ঈদুল আয্হা অপেক্ষাও জুমু'আর দিন অধিক মর্যাদাশীল (এবং এই দিনই সমস্ত দিনের সর্দার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দিন।)—ইবনে মাজাহ

৭। **হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ 'যে (মু'মিন) মুসলমান বন্দার মৃত্যু জুমু'আর দিনে বা জুমু'আর রাত্রে হয়, আল্লাহ্ পাক তাহাকে গোর-আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখেন।' —তিরমিযী

৮। **হাদীসঃ** ইব্নে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এক দিন—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا○

আয়াতটি তেলাওয়াত করিতেছিলেন। (অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আজ আমি তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম এবং আমার অনুগ্রহ পূর্ণরূপে তোমাদের দান করিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্মরূপে মনোনীত করিলাম।') তখন তাঁহার নিকট একজন ইয়াহুদী বসা ছিল। ইয়াহুদী (আয়াতের মর্ম বুঝিয়া) বলিল (ধর্মের পূর্ণাঙ্গ ও সত্য হওয়া সম্বন্ধে এবং আল্লাহ্র এত বড় অনুগ্রহ প্রাপ্তি সম্বন্ধে) এমন (স্পষ্ট বাণীর) আয়াত যদি আমাদের ভাগ্যে জুটিত, তবে আমরা এমন আয়াত নাযিল হওয়ার দিনকে চিরতরে ঈদের দিন ধার্য করিয়া লইতাম।' হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) উত্তর করিলেনঃ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই এই আয়াত নাযিল হওয়ার দিনকে ঈদের দিন ধার্য করিয়াছেন অর্থাৎ, সেদিন জুমু'আ এবং আরাফাতের দিন ছিল; আমরা নিজেরা ঈদ বানাইবার প্রয়োজন নাই।

৯। **হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেনঃ 'জুমু'আর রাত নূরে ভরা রাত এবং জুমু'আর দিন নূরে ভরা দিন।' —মেশ্কাত শরীফ

১০। **হাদীসঃ** কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের পর যখন বেহেশ্তের উপযোগীদিগকে বেহেশ্তে এবং দোযখের উপযোগীদিগকে দোযখে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, এই জুমু'আর দিন সেখানেও হইবে। যদিও সেখানে দিনরাত থাকিবে না, কিন্তু আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে দিন এবং রাতের পরিমাণ এবং ঘণ্টার হিসাব শিক্ষা দিবেন। কাজেই যখন জুমু'আর দিন আসিবে এবং সে সময় দুনিয়াতে মু'মিন বন্দাগণ জুমু'আর নামাযের জন্য নিজ নিজ বাড়ী হইতে রওয়ানা হইত, তখন বেহেশ্তের একজন ফেরেশ্তা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিবে যে, হে বেহেশ্তবাসীগণ! তোমরা "মযীদ" অর্থাৎ, অতিরিক্ত পুরস্কারের ময়দানে চল। সেই ময়দান যে কত প্রশস্ত এবং

কত বিশাল তাহা এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেহই বলিতে পারে না। তথায় আসমানের সমান উচ্চ মেশ্‌কের বড় বড় স্তূপ থাকিবে। পয়গম্বরগণকে নূরের মিম্বরের উপর এবং মু'মিনগণকে ইয়াকূতের কূরসির উপর বসিতে আসন দেওয়া হইবে। অতঃপর যখন সমস্ত লোক নিজ নিজ স্থানে আসন গ্রহণ করিবে তখন আল্লাহ্‌র হুকুমে একটি বাতাস আসিয়া ঐ মেশ্‌ক সকলের কাপড়ে, চুলে এবং মুখে লাগাইয়া দিবে। ঐ বাতাস ঐ মেশ্‌ক লাগাইবার নিয়ম ঐ নারী হইতে অধিক জানে যাহাকে সমগ্র বিশ্বের খুশবু দেওয়া হয় (এবং উহার ব্যবহার জানে)। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা আর্‌শ বহনকারী ফেরেশ্‌তাগণকে হুকুম দিবেন যে, আমার আরশ এই সমস্ত লোকের মাঝখানে নিয়া রাখ। তারপর স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাক ঐ সমস্ত লোককে সম্বোধন করিয়া বলিবেনঃ হে আমার বন্দাগণ! তোমরা দুনিয়াতে আমাকে না দেখিয়া আমার উপর ঈমান আনিয়াছিলে, (আমাকে ভক্তি করিয়াছিলে) এবং আমার রসূল (দঃ)-এর কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার আদেশ পালন করিয়াছিলে, (আজ আমি তোমাদের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ঘোষণা করিতেছি যে, আজ অতিরিক্ত পুরস্কারের দিন আজ তোমরা আমার কাছে কিছু চাও।' তখন সকলে সমস্বরে বলিবে, 'হে আমাদের পরওয়ারদিগার! (আমাদেরে আপনি বহু কিছু দান করিয়াছেন) আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট (আমাদের প্রাণের আবেগ শুধু এতটুকু যে,) আপনিও আমাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়া যান।' তখন আল্লাহ্‌ পাক বলিবেনঃ 'হে বেহেশ্‌তিগণ! (আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি।) যদি আমি সন্তুষ্ট না হইতাম, তবে (আমার সন্তুষ্টি স্থান চির-শান্তি নিকেতন) বেহেশ্‌তে তোমাদের স্থান দিতাম না! ইহা ব্যতীত অতিরিক্ত কিছু চাও, আজ অতিরিক্ত পুরস্কারের দিন।' তখন সকলে একবাক্যে বলিবে, 'হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমাদিগকে আপনার সৌন্দর্য দেখাইয়া দিন। আমরা স্বচক্ষে আপনার পাক সত্তা দেখিতে চাই।

অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক স্বীয় পর্দা উঠাইয়া দিবেন এবং তাহাদের উপর বিকশিত হইবেন এবং স্বীয় নূরের দ্বারা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া লইবেন। "বেহেশ্‌তিগণ কখনও বিদগ্ধ হইবে না" এই আদেশ যদি তাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব হইতে না থাকিত, তবে এই নূর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না; বরং ভস্মীভূত হইয়া যাইত। অতঃপর তাহাদিগকে বলিবেন, নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাগমন কর। তাহাদের দৈহিক সৌন্দর্য ঐ নূরে রব্বানীর কারণে দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইবে। তাহারা নিজ নিজ পত্নীদের নিকট যাইবে কিন্তু তাহারা পত্নীদিগকে দেখিতে পাইবে না। পত্নীগণও তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। কিছুক্ষণ পর এই পরিবেষ্টনকারী নূর অপসারিত হইয়া যাইবে, তখন একে অপরকে দেখিতে পাইবে। বিবিগণ জিজ্ঞাসা করিবেন যাইবার সময় যে সৌন্দর্য আপনাদের ছিল এখন তো সেই সৌন্দর্য নাই বরং হাজারো গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতিউত্তরে ইহারা বলিবে হাঁ, ইহার কারণ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজেকে আমাদের উপর প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা সেই নূরকে নিজ চক্ষে দর্শন করিয়াছি। দেখুন, জুমু'আর দিন কত বড় নেয়ামত পাইল।

১১। হাদীসঃ প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের সময় দোযখের আগুনের তেজ বাড়াইয়া দেওয়া হয়; কিন্তু জুমু'আর দিন দ্বিপ্রহরে জুমু'আর বরকতে দোযখের আগুনের তেজ হয় না।

১২। হাদীসঃ এক জুমু'আর দিন হযরত রসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 'হে মুসলমানগণ! জুমু'আর দিনকে আল্লাহ্‌ পাক তোমাদের জন্য ঈদের দিন ধার্য করিয়াছেন। অতএব, এই দিনে তোমরা গোসল করিবে, (গরীব হইলেও সাধ্যমত ভাল কাপড়

পরিধান করিবে,) অবশ্য অবশ্য মিস্ওয়াক করিবে, (দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করিবে) এবং যাহার কাছে যে সুগন্ধি দ্রব্য (আতর, মেশ্ক তৈল) থাকে তাহা লাগাইবে।

জুমু'আর দিনের আদব

১। প্রত্যেক মুসলমানেরই বৃহস্পতিবার দিন (শেষ বেলা) হইতেই জুমু'আর জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং যত্ন লওয়া কর্তব্য। বৃহস্পতিবার আছরের পর দুরূদ, এস্তেগ্ফার এবং তস্বীহ্ তাহ্লীল বেশী করিয়া পড়িবে। পরিধানের কাপড় ধুইয়া পরিষ্কার করিবে! যদি কিছু সুগন্ধি ঘরে না থাকে অথচ আনাইবার সঙ্গতি থাকে, তবে ঐ দিনই আনাইয়া রাখিবে, যাহাতে জুমু'আর দিনে এবাদৎ ছাড়িয়া এইসব কাজে লিপ্ত না হইতে হয়। অতীতের বুযুর্গানে দ্বীন বলিয়াছেন যে, জুমু'আর ফযীলত সবচেয়ে বেশী সে ব্যক্তি পাইবে, যে জুমু'আর প্রতীক্ষায় থাকে এবং বৃহস্পতিবার হইতেই জুমু'আর জন্য প্রস্তুত হয়। আর সর্বাপেক্ষা অধিক হতভাগা সেই ব্যক্তি, যে জুমু'আ কবে তাহার খবরও রাখে না, এমন কি, জুমু'আর দিন সকাল বেলায় লোকের নিকট জিজ্ঞসা করে যে, আজ কি বার? অনেক বুযুর্গ লোক জুমু'আর জন্য তৈয়ার থাকিবার উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার দিন গত রাত্রে' মসজিদেই গিয়া থাকিতেন।

২। প্রত্যেক জুমু'আর দিন (প্রত্যেকেই হাজামত বানাইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইবে।) গোসল করিবে, মাথার চুল এবং সর্বশরীর উত্তমরূপে পরিষ্কার করিবে এবং মিসওয়াক করিয়া দাঁতগুলিকে পরিষ্কার করা বেশী ফযীলতের কাজ।

৩। যাহার নিকট যেরূপ উত্তম পোশাক থাকে, তাহা পরিধান করিয়া খোশ্বু লাগাইয়া মসজিদে যাইবে, নখ ইত্যাদি কাটিবে।

৪। জামে' মসজিদে খুব সকালে যাইবে। যে যত সকালে যাইবে সে ততই অধিক ছওয়াব পাইবে। হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ 'জুমু'আর দিনে ফেরেশ্তাগণ জামে' মসজিদের দরজায় দণ্ডায়মান থাকিয়া মুছল্লিগণ যে যে সময় আসিতে থাকে তাহাদের নাম লিখিতে থাকেন। যে প্রথমে আসে, তাহার নাম সকলের উপরে লেখা হয়। তারপর দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয় এইভাবে পর্যায়ক্রমে সকলের নাম লেখা হয়। যে সর্বপ্রথমে আসে, সে আল্লাহ্র রাস্তায় একটি উট কোরবানী করার সমতুল্য সওয়াব পায়। যে দ্বিতীয় নম্বরে আসে, সে একটি গরু কোরবানী করার সমান সওয়াব পায়। (যে তৃতীয় নম্বরে আসে, সে একটি বকরী কোরবানী করার সওয়াব পায়) তারপর যে আসে, সে আল্লাহ্র রাস্তায় একটি মোরগ যবাহ করার সমতুল্য সওয়াব পায় এবং তারপর যে আসে সে আল্লাহ্র রাস্তায় একটি আণ্ডা দান করার মত সওয়াব পায়। তারপর যখন খুৎবা আরম্ভ হয়, তখন ফেরেশ্তাগণ ঐ খাতা বন্ধ করিয়া খুৎবা শুনিতে থাকেন। —বোখারী

পূর্বের যমানায় শুক্রবারে লোক এত সকালে এবং জাঁকজমক ও আগ্রহের সহিত জামে' মসজিদে যাইত যে, ফজরের পর হইতেই শহরের রাস্তাগুলিতে ঈদের দিনের মত লোকের ভিড় জমিয়া যাইত। তারপর যখন এই রীতি মুসলমানদের মধ্য হইতে ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল, তখন (বিজাতি) লোকেরা বলিল যে, 'ইসলামের মধ্যে এই প্রথম বেদ'আত জারি হইল।' এই পর্যন্ত লিখিয়া ইমাম গয্যালী (রঃ) বলিতেছেন, মুসলমানগণ ইয়াহুদী এবং নাছারাদের অবস্থা দেখিয়া কেন শরমিন্দা হয় না? ইয়াহুদীগণ শনিবারে এবং নাছারাগণ রবিবারে কত সকাল সকাল

তাহাদের প্রার্থনালয়ে ও গীর্জা গৃহে গমন করে। ব্যবসায়িগণ প্রাতঃকালে কেনা-বেচার জন্য বাজারে যাইয়া উপস্থিত হয়। অতএব, দ্বীন অন্বেষণকারীগণ কেন অগ্রসর হয় না?—এহ্‌ইয়াউল্ উলুম। প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানগণ এই যমানায় এই মুবারক দিনের মর্যাদা একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তাহারা এতটুকু জানে না যে, আজ কোন্ দিন এবং তাহার কি-ই বা মর্তবা? অতীব পরিতাপের বিষয় যে দিনটি এক কালে মুসলমানদের নিকট ঈদ অপেক্ষা বেশী প্রিয় ও মর্যাদাবান ছিল, যে দিনের প্রতি রসূলুল্লাহ্‌র (দঃ) গর্ব ছিল, পূর্বযুগের উম্মতদের যাহা জুটে নাই, আজ মুসলমানদের হাতে সেই দিন এমন অসহায়ভাবে অপদস্থ হইতেছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতকে এভাবে বরবাদ করা অতি বড় নাশোক্‌রী, যাহার অশুভ প্রতিক্রিয়া স্বচক্ষে দেখিতেছি। ইন্নালিল্লাহ্‌........

৫। জুমু'আর নামাযের জন্য পদব্রজে গমন করিলে প্রত্যেক কদমে এক বৎসরকাল নফল রোযা রাখার ছওয়াব পাওয়া যায়! —তিরমিযী শরীফ

৬। হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিনে ফজরের নামাযে "আলিফ-লাম্-মীম্ সজ্‌দা" এবং "হাল্ আতা আলাল্ ইন্‌সান" এই দুইটি সূরা পাঠ করিতেন। কাজেই মোস্তাহাব মনে করিয়া কোন কোন সময় পড়িবে, আবার কোন কোন সময় ছাড়িয়া দিবে লোকেরা যেন ওয়াজিব মনে না করে।

৭। জুমু'আর নামাযে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "সূরায়ে জুমু'আ" এবং "সূরায়ে মোনাফিকূন" এবং কখনও কখনও "সাব্বিবহিস্‌মা" এবং "হাল্ আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ্" এই দুইটি সূরা পাঠ করিতেন।

৮। জুমু'আর দিনে জুমু'আর নামাযের আগে কিংবা পরে সুরায়ে কাহ্‌ফ তেলাওয়াত করিলে অনেক ছওয়াব পাওয়া যায়। হাদীস শরীফে আছে, 'যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে সূরায়ে কাহ্‌ফ তেলাওয়াত করিবে, কিয়ামতের দিন তাহার জন্য আরশের নীচে আকাশতুল্য উচ্চ একটি নূর প্রকাশ পাইবে, যদ্দ্বারা তাহার হাশরের ময়দানে সব অন্ধকার দূর হইয়া যাইবে এবং বিগত জুমু'আ হইতে এই জুমু'আ পর্যন্ত তাহার যত (ছগীরা) গোনাহ্ হইয়াছে, সব মা'ফ হইয়া যাইবে। (তওবা ব্যতীত কবীরা গোনাহ্ মাফ হয় না।) —শরহে ছেফরুস সা'আদাত

৯। জুমু'আর দিনে দুরূদ শরীফ পড়িলে অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়, এই জন্যই হাদীস শরীফে জুমু'আর দিনে বেশী করিয়া দরূদ শরীফ পড়িবার হুকুম আসিয়াছে।

জুমু'আর নামাযের ফযীলত এবং তাকীদ

জুমু'আর নামায ফর্‌যে আইন; কোরআনের স্পষ্ট বাণী দ্বারা, মোতাওয়াতের হাদীস দ্বারা ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা ইহা প্রামণিত আছে এবং ইহা ইসলামের একটি প্রধান অঙ্গ। কেহ ইহার ফরযিয়্যত অস্বীকার করিলে সে কাফির হইবে এবং বিনা ওযরে কেহ তরক করিলে, সে ফাসেক হইবে।

১। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

'হে মুমিনগণ! যখন জুমু'আর নামাযের আযান হয়, তখন তোমরা ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্র যিক্রের দিকে দৌড়াইয়া চল। তোমরা যদি বুঝ, তবে ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম।'
—সূরা-জুমু'আ

এই আয়াতে আল্লাহ্র যিক্রের অর্থ জুমু'আর খুৎবা এবং নামায, আর দৌড়াইয়া চলার অর্থ দৌড়ান নহে; বরং কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ দুনিয়ার সব কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্র যিক্রের জন্য ধাবিত হওয়া।

২। হাদীস শরীফে আছেঃ যে ব্যক্তি শুক্রবারে গোসল করিয়া যথাসম্ভব পাক-ছাফ হইয়া চুলগুলিতে তৈল মাখাইয়া, খোশ্বু লাগাইয়া জুমু'আর নামাযের জন্য যাইবে এবং মসজিদে গিয়া কাহাকেও তাহার জায়গা হইতে উঠাইয়া না দিয়া যেখানে জায়গা মিলে সেইখানেই বসিবে এবং যে পরিমাণ নামায তাহার ভাগ্যে জোটে তাহা পড়িবে, তারপর যখন ইমাম খুৎবা দিবেন, তখন চুপ করিয়া খুৎবা শুনিবে, তাহার গত জুমু'আ হইতে এই জুমু'আ পর্যন্ত যত (ছগীরা) গোনাহ্ হইয়াছে সব মা'ফ হইয়া যাইবে। —বোখারী শরীফ

৩। হাদীস শরীফে আছেঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে গোসল করিয়া পদব্রজে তাড়াতাড়ি জামে' মস্‌জিদে যাইবে (গাড়ী বা ঘোড়ায়) সওয়ার হইয়া যাইবে না এবং তারপর খুৎবার সময় বেহুদা কাজ করিবে না বা কথাবার্তা বলিবে না এবং চুপ করিয়া খুব মনোযোগের সহিত খুৎবা শ্রবণ করিবে, তাহার প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে পূর্ণ এক বৎসরের এবাদতের—(অর্থাৎ, এক বৎসরের রোযার এবং নামাযের) ছওয়াব মিলিবে। —তিরমিযী

৪। হাদীস শরীফে আছেঃ মানুষ যেন কিছুতেই জুমু'আর নামায তরক না করে, অন্যথায় তাহাদের দিলের উপর মোহর লাগাইয়া দেওয়া হইবে। তারপর ভীষণ গাফ্লতের মধ্যে পড়িয়া থাকিবে। —মুস্‌লিম শরীফ

৫। হাদীস শরীফে আছেঃ যে ব্যক্তি আলস্য করিয়া তিন জুমু'আ তরক করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর নারায হইয়া যান। অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার দিলের উপর মোহর মারিয়া দেন। —তিরমিযী

৬। হাদীস শরীফে আছেঃ শরয়ী গোলাম, স্ত্রীলাক, নাবালেগ ছেলে এবং পীড়িত লোক এই চারি ব্যক্তি ব্যতীত প্রত্যেক মুসলমানের উপরই জুমু'আর নামায জমা'আতের সঙ্গে পড়া ফরয এবং আল্লাহ্র হক। —আবু দাউদ

৭। রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 'আমার দৃঢ় ইচ্ছা যে, কাহাকেও আমার স্থলে ইমাম বানাইয়া দেই, তৎপর যাহারা জুমু'আর জমা'আতে না আসে তাহাদের ঘর-বাড়ী জ্বালাইয়া দেই। —মেশ্‌কাত (এই বিষয়ের হাদীস জমা'আত তরককারীদের সম্পর্কেও বর্ণিত হইয়াছে—যাহা পূর্বে লেখা হইয়াছে।

৮। হাদীস শরীফে আছেঃ যে ব্যক্তি বিনা ওযরে জুমু'আর নামায তরক করে, তাহার নাম এমন কিতাবে লিখা হয় যাহা পরিবর্তন হইতে সংরক্ষিত অর্থাৎ, (আল্লাহ্র দরবারে) মোনাফিকের দপ্তরভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। —মেশ্‌কাত। (তাহার প্রতি নেফাকের হুকুম সর্বদা থাকিবে। অবশ্য যদি সে তওবা করে কিংবা দয়াল আল্লাহ্ মাফ করিয়া দেন, তবে স্বতন্ত্র কথা।)

৯। হাদীস শরীফে আছেঃ মুসাফির, আওরত, নাবালেগ এবং গোলাম ব্যতীত প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির উপরই জুমু'আর নামায ফরয। অতএব, যদি কেহ এই ফরয হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া

কোন বেহুদা কাজে অর্থাৎ, দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কোন কাজে লিপ্ত হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তি হইতে মুখ ফিরাইয়া লন। নিশ্চয় জানিবে, আল্লাহ্ তা'আলা বে-নিয়ায, এবং তিনি সর্বাবস্থায় প্রশংসনীয়। অর্থাৎ তিনি কাহারও এবাদতের পরওয়া করেন না, তাহার ফায়েদাও নাই, তিনি সর্বগুণের আধার, কেহ তাঁহার প্রশংসা করুক বা না করুক।

১০। হযরত আবদুল্লাহ্-ইবনে-আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি পর পর কয়েক জুমু'আ তরক করে, তবে সে যেন ইসলামকেই তরক করিল।

১১। একজন লোক হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে-আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্হুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এমন কোন ব্যক্তি যদি মরিয়া যায়, যে জুমু'আ এবং জমা'আতে উপস্থিত হইত না, তবে তাহার সম্বন্ধে আপনার কি মত? তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে, সে ব্যক্তি দোযখী হইবে। প্রশ্নকারী তাঁহাকে এক মাস যাবৎ রোজ এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিল এবং তিনি বরাবর ঐ একই উত্তর দিয়াছিলেন। —এহ্ইয়াউল উলুম।

এইসব রেওয়ায়ত দ্বারা জুমু'আ ও জমা'আতের নামায তরককারীর প্রতি বড় কঠোর শাস্তি ও ভীতি আসিয়াছে। এখনও কি কোন ইস্‌লামের দাবীদার এই ফরয তরক করার দুঃসাহস করিতে পারে?

জুমু'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

[জুমু'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য ৬টি শর্ত আছে, যথাঃ]

১। মুকীম হওয়া। অতএব, মুসাফিরের উপর জুমু'আ ওয়াজিব নহে, (কিন্তু যদি পড়ে, তবে উত্তম। মুসাফির যদি কোথাও ১৫ দিন অবস্থান করিবার ইচ্ছা করে, তবে তাহার উপর জুমু'আ ওয়াজিব হইবে।)

২। সুস্থকায় হওয়া। অতএব, যে রোগী জুমু'আর মসজিদ পর্যন্ত নিজ ক্ষমতায় হাঁটিয়া যাইতে অক্ষম তাহার উপর জুমু'আ ফরয হইবে না। এইরূপে যে বৃদ্ধ বার্ধক্যের দরুন জামে' মসজিদে হাঁটিয়া যাইতে অক্ষম কিংবা অন্ধ, ইহাদিগকে রোগী বলা হইবে; তাহাদের উপর জুমু'আর নামায ফরয নহে।

৩। আযাদ হওয়া। গোলামের উপর জুমু'আ ফরয নহে।

৪। পুরুষ হওয়া। স্ত্রীলোকের উপর জুমু'আ ফরয নহে।

৫। যে সব ওযরের কারণে পাঞ্জেগানা নামাযের জমাআত তরক করা জায়েয হয় সেই সব ওযর না থাকা। যথা, (ক) মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া। (খ) রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় লিপ্ত থাকা। (গ) পথে শত্রুর ভয়ে প্রাণ নাশের আশঙ্কা থাকা। (পথ দেখিতে পায় না এরূপ অন্ধ হওয়া। পথ চলিতে পারে না এরূপ খঞ্জ হওয়া ইত্যাদি যাহা জমা'আতের বয়ানে বর্ণিত হইয়াছে।)

৬। পাঞ্জেগানা নামায ফরয হইবার জন্য যে সব শর্ত আছে তাহা মৌজুদ থাকা। যথাঃ আকেল হওয়া, বালেগ হওয়া, মুসলমান হওয়া, এইসব শর্তে জুমু'আর নামায ফরয হয়, কিন্তু যদি কেহ এই শর্ত ছাড়াও জুমু'আ পড়ে, তবুও তাহার ফরযে-ওয়াক্ত অর্থাৎ, যোহর আদায় হইয়া যাইবে। যেমন, কোন মুসাফির অথবা কোন স্ত্রীলোক যদি জুমু'আর নামায পড়ে, যোহর আদায় হইয়া যাইবে।

জুমু'আর নামায ছহীহ্ হইবার শর্তসমূহ

[জুমু'আর নামায ছহীহ্ হইবার শর্তসমূহ। যথাঃ]

১। শহর হওয়া। অর্থাৎ, বড় শহর বা ছোট শহর বা ছোট শহরতুল্য গ্রাম[১] হওয়া। অতএব, ছোট পল্লীতে বা মাঠে (বা বিলের) মধ্যে (নদীর বা সমুদ্রের মধ্যে) জুমু'আর নামায দুরুস্ত নহে। যে গ্রাম ছোট শহরতুল্য অর্থাৎ, ৩/৪ হাজার লোকের বসতি আছে, তথায় জুমু'আর নামায দরুস্ত আছে।

২। যোহরের ওয়াক্ত হওয়া। অতএব, যোহরের ওয়াক্তের পূর্বে বা পরে জুমু'আর নামায পড়িলে তাহা দুরুস্ত হইবে না। এইরূপে জুমু'আর নামায পড়িতে পড়িতে যদি যোহরের ওয়াক্ত চলিয়া যায়, তবে জুমু'আর নামায দুরুস্ত হইবে না, যদিও দ্বিতীয় রাকা'আতে আত্তাহিয়্যাতু পড়িতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু বসিয়া থাকে। আর জুমু'আর নামাযের ক্বাযাও নাই। (কাজেই এই কারণে বা অন্য কোন কারণে জুমু'আর নামায ছহীহ্ না হইলে যোহর পড়িতে হইবে।)

৩। খুৎবা। অর্থাৎ, মুছল্লিদের সম্মুখে আল্লাহ্ তা'আলার যিকর করা, শুধু সোব্হানাল্লাহ্ বলা হউক বা আল্হামদু লিল্লাহ্। অবশ্য শুধু এতটুকু বলিয়া শেষ করা সুন্নতের খেলাফ তাই মকরূহ্ হইবে।

৪। নামাযের পূর্বে খুৎবা পড়া। নামাযের পূর্বে খুৎবা না পড়িয়া পরে পড়িলে জুমু'আর নামায দুরুস্ত হইবে না।

৫। খুৎবা যোহরের ওয়াক্তের মধ্যে হওয়া। অতএব, যোহরের ওয়াক্তের পূর্বে খুৎবা পড়িলে জুমু'আর নামায দুরুস্ত হইবে না।

৬। জমা'আত হওয়া। অর্থাৎ, খুৎবার শুরু হইতে প্রথম রাকা'আতের সজ্দা পর্যন্ত ইমামের সঙ্গে অন্ততঃ তিনজন পুরুষ থাকা চাই। যদিও খুৎবায় যে তিনজন উপস্থিত ছিল চলিয়া যায় এবং অন্য তিনজন নামাযে শামিল হয়। কিন্তু শর্ত এই যে, লোক তিনজন ইমামতের যোগ্য হওয়া চাই। সুতরাং শুধু স্ত্রীলোক বা নাবালেগ ছেলে মুক্তাদী হইলে জুমু'আর নামায দুরুস্ত হইবে না।

৭। যদি সজ্দা করার পূর্বে লোক চলিয়া যায় এবং তিন জনের কম অবশিষ্ট থাকে, কিংবা কেহই না থাকে, তবে নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে, অবশ্য যদি সজ্দা করার পর চলিয়া যায়, তবে কোন ক্ষতি নাই।

টিকা

১ মোছান্নেফ (রঃ) কিতাবে লিয়িাছেন যে গ্রামের লোকসংখ্যা ছোট শহরের লোকসংখ্যার সমান অর্থাৎ যে গ্রামে তিন চারি হাজার লোকের বাস, সে গ্রামে জুমু'আ দুরুস্ত আছে। বঙ্গদেশে যে সব একলাগা বসতি গ্রাম নামে কথিত হয়, তথায় জুমু'আ দুরুস্ত হওয়া না হওয়া সম্বন্ধে আলেমগণের মতভেদ দেখা যায়। অধীন মোতার্জেম বলে—আমি একলাগা বসতিসমূহে জুমু'আ পড়িয়া থাকি। অবশ্য বন, চর বা বিলের মধ্যে আবাদি হইতে অনেক দূরে কোন ছোট গ্রাম থাকিলে তথায় নিশ্চয় জুমু'আ দুরুস্ত হইবে না। যে স্থানে জুমু'আ দুরুস্ত হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ার কারণে সন্দেহ আসিয়া গিয়াছে তথায় সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য চারি রাকা'আত (আখেরী যোহর) এহ্‌তিয়াতি যোহর পড়িয়া থাকি।

৮। এ'লানে আম এবং এজাযতে আম্মা। অর্থাৎ, যে স্থানে জুমু'আর নামায পড়া হয়, সে স্থানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকা চাই। সুতরাং, যদি কোন স্থানে গুপ্তভাবে নামায পড়া হয় যেখানে সাধারণের প্রবেশের অনুমতি নাই বা মসজিদের দরজা বন্ধ করিয়া জুমু'আর নামায পড়ে, জুমু'আর নামায দুরুস্ত হইবে না।

এইসব শর্ত জুমু'আর নামায দুরুস্ত হইবার শর্ত। কাজেই ইহার একটি মাত্র শর্তও যদি না পাওয়া যায়, তবে জুমু'আর নামায দুরুস্ত হইবে না, যোহর পড়িতে হইবে। যে স্থানে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, জুমু'আর নামায দুরুস্ত নহে, সেখানে যোহর পড়াই ফরয, সেখানে জুমু'আ নফল মাত্র এবং নফল ধুমধামের সহিত জমা'আত করিয়া পড়া মকরূহ্। সুতরাং এমতাবস্থায় জুমু'আর নামায পড়া মকরূহ্ তাহ্‌রীমী।

খুৎবার মাসায়েল

১। মাসআলাঃ যখন সমস্ত মুছল্লি উপস্থিত হইয়া যাইবে, তখন ইমাম মিম্বরের উপর মুছল্লিগণের দিকে মুখ করিয়া বসিবেন এবং মোয়ায্‌যিন তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া আযান দিবেন। আযান শেষ হইলে তৎক্ষণাৎ ইমাম দাঁড়াইয়া খুৎবা শুরু করিবেন।

২। মাসআলাঃ খুৎবার মধ্যে ১২টি কাজ সুন্নত যথাঃ (১) দাঁড়াইয়া খুৎবা পড়া, (২) (পর পর) দুইটি খুৎবা পড়া, (৩) দুই খুৎবার মাঝখানে ৩ বার সোব্‌হানাল্লাহ্ বলা যায় পরিমাণ সময় বসা, (৪) ওয্-গোসলের প্রয়োজন হইতে পবিত্র হওয়া, (৫) খুৎবা পাঠকালে উপস্থিত মুছল্লিগণের দিকে মুখ রাখা। (৬) খুৎবা শুরু করিবার পূর্বে চুপে চুপে **اعوذ بالله من الشيطان الرجيم** বলা। (৭) লোকে শুনিতে পারে পরিমাণ আওয়াযের সহিত খুৎবা পড়া। (৮) খুৎবার মধ্যে নিম্নলিখিত ৮টি বিষয় বর্ণিত হওয়া, যথাঃ (ক) আল্লাহ্‌র শোক্‌র, (খ) আল্লাহ্‌র প্রশংসা, (গ) তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্য, (ঘ) দুরূদ, (ঙ) কিছু নছীহত, (চ) কোরআন শরীফ হইতে দুই একটি আয়াত বা সূরা পাঠ করা, (ছ) দ্বিতীয় খুৎবায় উপরোক্ত বিষয়গুলির পুনরাবৃত্তি করা, (জ) প্রথম খুৎবায় যে স্থানে নছীহত ছিল দ্বিতীয় খুৎবায় তথায় সমস্ত মুসলমানের জন্য দো'আ করা। এই ৮ প্রকার সুন্নতের বর্ণনার পর ঐ সমস্ত সুন্নতের বর্ণনা হইতেছে যাহা খুৎবার সুন্নত। (৯) খুৎবা অত্যন্ত লম্বা না করা; (বরং নামাযের সমান সমান) বরং নামাযের চেয়ে কম রাখা, (১০) মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া খুৎবা পড়া। মিম্বর না থাকিলে লাঠি, ধনুক বা তলোয়ারে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া খুৎবা পড়িতে পারে; কিন্তু মিম্বর থাকা সত্ত্বে লাঠি হাতে লওয়া বা হাত বাঁধিয়া খুৎবা পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। (১১) উভয় খুৎবাই আরবী ভাষায় (এবং গদ্যে) হওয়া। আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় খুৎবা পড়া বা অন্য ভাষায় পদ্য ইত্যাদি মিলাইয়া পড়া মক্‌রূহ্-তাহ্‌রীমী। (১২) সমস্ত মুছল্লির খুৎবা শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া ইমামের দিকে মুখ করিয়া বসা। ছানি খুৎবায় হযরতের আওলাদ, আছ্‌হাব এবং বিবি ছাহেবাগণের প্রতি বিশেষতঃ খোলাফায়ে রাশেদীন এবং হযরত হাম্‌যা ও হযরত আব্বাস ('রাযিয়াল্লাহু')-এর জন্য দো'আ করা মোস্তাহাব। সাময়িক মুসলমান বাদশাহ্‌র জন্য দো'আ করা জায়েয, কিন্তু তাঁহার মিথ্যা প্রশংসা করা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী।

৩। **মাসআলা ঃ** যখন ইমাম খুৎবার জন্য দাঁড়াইবেন, তখন হইতে খুৎবার শেষ পর্যন্ত নামায পড়া বা কথাবার্তা বলা মক্রূহ্-তাহ্রীমী, অবশ্য যে ব্যক্তি ছাহেবে তরতীব তাহার ক্বাযা নামায পড়া জায়েয বরং ওয়াজিব।

৪। **মাসআলা ঃ** খুৎবা শুরু হইলে দূরের বা নিকটে উপস্থিত সকলের তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করা ওয়াজিব এবং যে কোন কাজ বা কথা দ্বারা খুৎবা শুনার ব্যাঘাত জন্মে তাহা মক্রূহ্-তাহ্রীমী। এইরূপে খুৎবার সময় কোন কিছু খাওয়া, পান করা, কথাবার্তা বলা, হাঁটা, চলা, সালাম করা, সালামের জওয়াব দেওয়া, তসবীহ্ পড়া, মাসআলা বলা ইত্যাদি কাজ নামাযের মধ্যে যেমন হারাম খুৎবার মধ্যেও তেমনই হারাম ; অবশ্য ইমাম নেক কাজের আদেশ এবং বদ কাজের নিষেধ করিতে বা মাসআলার কথা বলিতে পারেন।

৫। **মাসআলা ঃ** সুন্নত বা নফল নামায পড়ার মধ্যে যদি খুৎবা শুরু হইয়া যায়, সুন্নতে মোয়াক্কাদা হইলে (ছোট সূরা দ্বারা) পুরা করিয়া লইবে এবং নফল হইলে দুই রাকা'আত পড়িয়া সালাম ফিরাইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** দুই খুৎবার মাঝখানে যখন বসা হয়, তখন হাত উঠাইয়া মুনাজাত করা মক্রূহ্ তাহ্রীমী, অবশ্য হাত না উঠাইয়া জিহ্বা না আওড়াইয়া মনে মনে দো'আ করা যায়। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তদীয় ছাহাবাগণ হইতে ইহা ছাবেত নাই। রমযান শরীফের শেষ জুমু'আর খুৎবায় বিদায় ও বিচ্ছেদমূলক বিষয় পড়া যেহেতু নবী (দঃ) ও ছাহাবায় কেরাম হইতে ছাবেত নাই এবং ফেকাহ্র কিতাবেও ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না, তদুপরি এরূপ হামেশা পড়িলে সর্বসাধারণ ইহা যরূরী বলিয়া মনে করিবে। কাজেই ইহা বেদ্আত।

সতর্ক বাণী ঃ আমাদের যুগে এই খুৎবার প্রতি এমন জোর দেওয়া হইতেছে যে, যদি কেহ না পড়ে, তবে তাহাকে দোষারোপ করা হয়। ঐ খুৎবা শুনার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। (এইরূপ করা উচিত নহে।)

৭। **মাসআলা ঃ** কিতাব বা অন্য কিছু দেখিয়া খুৎবা পড়া (এবং মুখস্থ পড়া উভয়ই) জায়েয আছে।

৮। **মাসআলা ঃ** খুৎবার মধ্যে যখন হযরতের নাম মোবারক আসিবে, তখন মনে মনে দুরূদ শরীফ পড়া জায়েয।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খুৎবা

নবী (দঃ)-এর খুৎবা নকল করার উদ্দেশ্য এই নহে যে, সর্বদা এই খুৎবাই পড়িবে, বরং উদ্দেশ্য এই যে, বরকতের জন্য মাঝে মাঝে পড়িবে।

হযরত (দঃ)-এর নিয়ম ছিল—যখন সব লোক জমা হইত, তখন তশ্রীফ আনিতেন এবং উপস্থিতদের 'আস্সালামু' আলাইকুম বলিয়া সালাম করিতেন। তারপর হযরত বিলাল রাযিয়াল্লাহু আন্হু আযান দিতেন। যখন আযান শেষ হইয়া যাইত, তখন হযরত দাঁড়াইয়া খুৎবা শুরু করিতেন। মিম্বর নির্মিত হইবার পূর্বে খুৎবার সময় লাঠি বা কামানের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতেন, কখনও কখনও মেহ্রাবের নিকট যে খুঁটি ছিল উহাতে হেলান দিয়া দাঁড়াইতেন। মিম্বর তৈরী হওয়ার পর লাঠিতে ভর দেওয়ার প্রমাণ নাই। হযরত দুইটি খুৎবা পড়িতেন। দুই খুৎবার মাঝ-খানে কিছুক্ষণ বসিতেন, কিন্তু সে সময় কোন কথা বলিতেন না বা কোন দো'আও পড়িতেন না।

না। যখন দ্বিতীয় খুৎবা শেষ হইত, তখন হযরত বিলাল (রাঃ) একামত বলিতেন। একামত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত নামায শুরু করিতেন। খুৎবা দেওয়ার সময় হযরতের আওয়ায খুব বড় হইয়া যাইত এবং চক্ষু মুবারক লাল হইয়া যাইত। মুসলিম শরীফে আছে, এরূপ বোধ হইত, যেন আসন্ন শত্রু-সেনা হইতে নিজ লোকদিগকে সতর্ক করিতেছেন।

হযরতের (দঃ) খুৎবায় কতিপয় উপদেশ

অনেক সময় হযরত (দঃ) বলিতেনঃ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ উপমা স্বরূপ শাহাদত অঙ্গুলী এবং মধ্যমা অঙ্গুলী এই দুইটি অঙ্গুলীকে মিলাইয়া হযরত বলিতেনঃ 'আমার নুবুওত এবং কিয়ামতের মধ্যে ব্যবধান এইরূপ' অর্থাৎ, কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। (আমার নুবুওত এবং কিয়ামতের মধ্যে অন্য কোন নুবুওতের ব্যবধান নাই।) তারপর বলিতেনঃ

اَمَّـا بَعْـدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَّشَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ اَنَا اَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ نَّفْسِهٖ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِاَهْلِهٖ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْضِيَاعًا فَعَلَىَّ○

অর্থ—তোমরা সুনিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ যে, সর্বোৎকৃষ্ট নছীহত আল্লাহ্‌র কোরআন এবং সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা মোহাম্মদ (দঃ)- এর পন্থা (সুন্নত তরীকা) এবং সব চেয়ে খারাব জিনিস বেদ্‌আত এবং সব বেদ'আত গোম্‌রাহী। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তাহার নিজের চেয়ে আমি অধিক খায়েরখাহ্ (হিতাকাঙ্ক্ষী)। মৃত্যুকালে যে যাহা সম্পত্তি রাখিয়া যাইবে, তাহা তাহার ওয়ারিশগণ পাইবে ; কিন্তু যদি কেহ ঋণ রাখিয়া যায় বা নিরাশ্রয় এতীম বাচ্চা রাখিয়া যায়, তবে তাহার দায়িত্ব আমার উপর। কখনও কখনও এই খুৎবা পড়িতেনঃ

يٰاَيُّهَـا النَّاسُ تُوْبُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا وَبَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَصِلُوا الَّذِىْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهٗ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُؤْجَرُوْا وَتُحْمَدُوْا وَ تُرْزَقُوْا وَاعْلَمُـوْا اَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَـةَ مَكْتُوْبَةً فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا فِىْ شَهْرِىْ هٰذَا فِىْ عَامِىْ هٰذَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَـامَـةِ مَنْ وَّجَـدَ اِلَيْـهِ سَبِيْـلاً فَمَنْ تَرَكَهَا فِىْ حَيَاتِىْ اَوْ بَعْدِىْ جُحُوْدًابِهَا وَاِسْتِخْفَافًا بِهَا وَلَهٗ اِمَامٌ جَائِرٌ اَوْ عَادِلٌ فَلَا جَمَعَ اللهُ شَمْلَهٗ وَلَا بَارَكَ لَهٗ فِىْ اَمْرِهٖ اَلَا وَلَا صَلٰوةَ لَهٗ اَلَا وَلَا صَوْمَ لَهٗ اَلَا وَلَا زَكٰوةَ لَهٗ اَلَا وَلَا حَجَّ لَهٗ اَلَا وَلَا بِرَّ لَهٗ حَتّٰى يَتُوْبَ فَاِنْ تَابَ تَابَ اللهُ اَلَا وَلَا تَؤُمَّنَّ اِمْرَاَةٌ رَّجُلًا اَلَا وَلَا يَؤُمَّنَّ اَعْرَابِىٌّ مُّهَاجِرًا اَلَا وَلَا يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُّؤْمِنًا اِلَّا اَنْ يَّقْهَرَهٗ سُلْطَانٌ يُّخَافُ سَيْفُهٗ وَسَوْطُهٗ ○

অর্থ—হে মানব-সমাজ ! তোমরা মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পূর্বেই সকলে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হইয়া তওবা করিয়া আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়া আস এবং সময় থাকিতে ত্রস্ত হইয়া সকলে নেক আমলের দিকে এবং ভাল কাজের দিকে ধাবিত হও। আর খুব বেশী করিয়া আল্লাহ্‌র যিক্‌র কর, এবং অপ্রকাশ্যে ও প্রকাশ্যে খুব বেশী করিয়া দান-খয়রাত করিয়া আল্লাহ্‌র যে অসংখ্য-অগণিত প্রাপ্য হক্ তোমদের যিম্মায় পাওনা আছে তাহার কিয়দংশ পরিশোধ কর। এইরূপ করিলে আল্লাহ্‌র নিকটে উহার ছওয়াব পাইবে, প্রশংসনীয় হইবে এবং রুজী-রোজগারেও বরকত পাইবে।

তোমরা জানিয়া রাখ যে, বর্তমান বৎসরের বর্তমান মাসের বর্তমান সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা জুমু'আর নামায তোমাদের উপর অকাট্যভাবে ফরয করিয়াছেন। যে কেহ জুমু'আ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে তাহার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত ফরয আকাট্যরূপে বহাল থাকিবে। অতএব, খবরদার! এইরূপে ফরয হওয়ার পরও আমার জীবিতাবস্থায় অথবা আমার মৃত্যুর পর যদি কেহ অন্যায়কারী বা ন্যায়কারী ইমাম পাওয়া সত্ত্বেও এই ফরয অস্বীকার করে অথবা তুচ্ছ করিয়া তরক করে, তবে আল্লাহ্ তাহার বিশৃঙ্খল ভাব দূর করিবেন না, তাহার কোন কাজে বরকত দিবেন না এবং তাহার নামাযও কবূল হইবে না, রোযাও কবূল হইবে না, যাকাৎও কবূল হইবে না, হজ্জও কবূল হইবে না এবং অন্য কোন নেক কাজও কবূল হইবে না, যে পর্যন্ত সে তওবা না করিবে। অবশ্য যদি তওবা করে আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করিয়া তাহার তওবা কবূল করিবেন। আরও জানিয়া রাখ যে, খবরদার! স্ত্রীজাতি যেন কখনও পুরুষ জাতির ইমামত না করে, খবরদার! জাহেল যেন কখনও আলেমের ইমামত না করে, খবরদার! ফাসেক যেন কখনও মো'মিন মুত্তাকির ইমামত না করে। অবশ্য যদি জোরপূর্বক এমন কেহ ইমামত করে যে, তাহার তরবারির বা লাঠির ভয় করিতে হয়, তবে সে ভিন্ন কথা। কখনো কখনো এইরূপ খুৎবা দিতেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ ـ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَ اهْتَدٰى وَ مَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَا يَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ و لَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا ○

অর্থ—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আমরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিতেছি এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমাদের কু-প্রবৃত্তির দুষ্টামি এবং যাবতীয় অন্যায় কাজ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লাহ্‌র আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। আল্লাহ্ যাহাকে হেদায়ত দান করিবেন, তাহাকে অন্য কেহ গোমরাহ্ করিতে পারিবে না এবং (স্বেচ্ছায় গোমরাহীর পথ অবলম্বন করায়) আল্লাহ্ যাহাকে গোমরাহ্ করিবেন, তাহাকে অন্য কেহ হেদায়তে আনিতে পারিবে না। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, আল্লাহ্ এক, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র বন্দা এবং আল্লাহ্‌র রসূল, (আল্লাহ্‌র বাণী বহনকারী) আল্লাহ্ তাঁহাকে সত্য বাণী মান্যকারীদের জন্য বেহেশ্‌তের (মুক্তি) সুসংবাদদাতা এবং অমান্যকারীদের জন্য দোযখের আযাবের ভয় প্রদর্শনকারীরূপে দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন। কিয়ামতের পূর্বক্ষণে তিনি আসিয়াছেন। যাহারা আল্লাহ্‌র বাণী এবং আল্লাহ্‌র রসূলের বাণী মান্য করিয়া চলিয়াছে, তাহারা হেদায়তের পথ পাইয়াছে এবং তাহাদের জীবন সার্থক হইয়াছে এবং যে আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্ রসূলের বাণী অমান্য করিবে, সে নিজেরই সর্বনাশ সাধন করিবে, তাহাতে আল্লাহ্‌র কোনই অনিষ্ট হইবে না।

এক ছাহাবী বলেন, অধিকাংশ সময় হযরত (দঃ) খুৎবায় সূরা-ক্বাফ পড়িতেন। আমি সূবা-ক্বাফ হযরতের নিকট হইতে মুখস্থ করিয়াছি যখন তিনি মিম্বরে দাঁড়াইয়া পড়িতেন। —মুসলিম। সূরা-ক্বাফের মধ্যে হাশর-নশর এবং অনেক মা'রেফতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কখনও সূরা-আছর পড়িতেনঃ

وَالْعَصْرِ ○ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ○ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ○

অর্থ—আল্লাহ্ বলেন, সময়ের সাক্ষ্য—নিশ্চয়ই সব মানুষ ধ্বংসে পতিত, শুধু তাহারা ব্যতীত, যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে এবং সত্যের জন্য একে অন্যকে ওছিয়ত করিয়াছে এবং ধৈর্যের জন্য একে অন্যকে ওছিয়ত করিয়াছে ।

কখনও কোরআন শরীফের এই আয়াত পাঠ করিতেনঃ

لَا يَسْتَوِىْ اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ○

অর্থ—দোযখবাসী এবং বেহেশ্তবাসী সমান হইতে পারে না, যাহারা বেহেশ্তবাসী তাহারাই সফলকাম। কখনও কখনও নিম্ন আয়াত পড়িতেনঃ

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ اِنَّكُمْ مَّاكِثُوْنَ ○

অর্থ—দোযখবাসীরা চীৎকার করিয়া বলিবে, হে দোযখরক্ষী ফেরেশ্তা মালেক! (দোযখের যন্ত্রণা আর আমাদের সহ্য হয় না, এর চেয়ে ভাল,) তোমার মা'বূদ আমাদের জীবন শেষ করিয়া দেউক। (উত্তরে) তিনি বলিবেন, (না, না, তোমদের মৃত্যু নাই।) তোমরা চিরকাল এখানে (এই শাস্তি ভোগ করিতে) থাকিবে।

জুমু'আর নামাযের মাসায়েল

১। **মাসআলাঃ** যিনি খুৎবা পড়িবেন নামাযও তিনি পড়াইবেন, ইহাই উত্তম। কিন্তু যদি অন্য কেহ নামায পড়ান তাহও দুরুস্ত আছে।

২। **মাসআলাঃ** খুৎবা শেষ হওয়া মাত্রই এক্বামতের পর নামায শুরু করা সুন্নত। খুৎবা ও নামাযের মাঝখানে দুনিয়াবী কোন কাজ করা মকরূহ্ তাহ্রীমী। যদি খুৎবা ও নামাযের মধ্যে বেশী ব্যবধান হইয়া যায়, তবে খুৎবা পুনরায় পড়িতে হইবে। অবশ্য যদি কোন দ্বীনি যরূরী কাজ সামনে আসিয়া পড়ে, যেমন, কাহাকেও কোন যরূরী মাসআলা বলিয়া দেওয়া, অথবা ওযূ টুটিয়া গেলে ওযূ করিয়া লওয়া, কিংবা গোসলের প্রয়োজন যিম্মায় থাকিলে গোসল করিতে যাওয়া ইত্যাদি কাজ মকরূহ্ নহে, খুৎবাও দোহ্রাইতে হইবে না।

৩। **মাসআলাঃ** জুমু'আর নামায এইরূপ নিয়্যত করিয়া পড়িবেঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىِ الْفَرْضِ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ ○

বাংলা নিয়্যত এইঃ

"জুমু'আর দুই রাকা'আত ফরয নামায আমি আল্লাহ্র হুকুম পালনের জন্য পড়িতেছি।"

৪। **মাসআলাঃ** এক মকামের সকল লোক একত্রিত হইয়া একই মসজিদে জুমু'আ পড়া উত্তম। অবশ্য যদি একই স্থানের কয়েকটি মসজিদে জুমু'আ পড়া হয়, তাহাতেও নামায হইয়া যাইবে।

৫। **মাসআলাঃ** যদি কেহ আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় কিংবা ছহো সজ্দার পর ইমামের সহিত শরীক হয়, তবুও তাহার ওয়াক্তের ফরয আদায়ের জন্য যোহরের চারি রাকা'আত পড়ার দরকার নাই, জুমু'আর দুই রাকা'আত পড়িলেই ওয়াক্তের ফরয আদায় হইয়া যাইবে।

৬। মাসআলাঃ কোন কোন লোক জুমু'আর পর এহ্‌তিয়াতুয্ যোহর পড়িয়া থাকে, যেহেতু সর্বসাধারণের আক্বীদা ইহার কারণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কাজেই তাহাদিগকে একেবারে নিষেধ করা দরকার। অবশ্য যদি কোন আলেম সন্দেহের স্থলে পড়িতে চায়, তবে এইরূপে পড়িবে, যেন কেহ জানিতে না পারে।

ঈদের নামায

১। মাসআলাঃ শাওয়াল চাঁদের প্রথম তারিখে একটি ঈদ, তাহাকে 'ঈদুল ফিৎর' এবং যিলহজ্জ চাঁদের ১০ই তারিখে একটি ঈদ, তাহাকে 'ঈদুল আয্‌হা' বলে। ঈদ অর্থ—খুশী। ইসলাম ধর্মের বিধানে দুইটি ঈদ নির্ধারিত হইয়াছে। এই উভয় ঈদের দিনে (মহাসমারোহে সমস্ত) মুসলমানের একত্রিত হইয়া শোক্‌র আদায়ের জন্য দুই রাকা'আত নামায পড়া ওয়াজিব। জুমু'আর নামাযের জন্য যে সব শর্ত, দুই ঈদের নামাযের জন্যও সেই সব শর্ত যরূরী। কিন্তু জুমু'আর নামাযের খুৎবা ফরয, দুই ঈদের নামাযের খুৎবা সুন্নত। জুমু'আর খুৎবার ন্যায় দুই ঈদের খুৎবা শুনাও ওয়াজিব, খুৎবা চুপ করিয়া কান লাগাইয়া শুনিতে হইবে, কথাবার্তা বলা, চলাফেরা করা, নামায পড়া বা দো'আ করা সবই হারাম।

ঈদুল ফিৎরের দিন ১৩টি কাজ সুন্নত। যথাঃ

(১) শরীঅতের সীমার মধ্যে থাকিয়া যথাসাধ্য সুসজ্জিত হওয়া (এবং খুশী যাহির করা।) (২) গোসল করা। (৩) মিসওয়াক করা। (৪) যথাসম্ভব উত্তম কাপড় পরিধান করা। (৫) খোশ্‌বু লাগান। (৬) সকালে অতি প্রত্যুষে বিছানা হইতে গাত্রোত্থান করা। (৭) ফজরের নামাযের পরেই অতি ভোরে ঈদগাহে যাওয়া। (৮) ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে খোরমা অথবা অন্য কোন মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করা। (৯) ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে ছদকায়ে ফিৎরা দান করা। (১০) ঈদের নামায মসজিদে না পড়িয়া ঈদগাহে গিয়া পড়া। অর্থাৎ, বিনা ওযরে শহরের মসজিদে না পড়া। (১১) ঈদগাহে এক রাস্তায় যাওয়া ও অন্য রাস্তায় ফিরিয়া আসা। (১২) ঈদগাহে পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া। (১৩) ঈদগাহে যাইবার সময় আস্তে আস্তে নিম্নলিখিত তক্‌বীর বলিতে বলিতে যাওয়া।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ○

২। মাসআলাঃ ঈদুল ফিৎরের নামায পড়িবার নিয়্যতঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىِ الْوَاجِبِ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتٍ وَّاجِبَاتٍ ○

"আমি ঈদুল ফিৎরের দুই রাকা'আত নামায ঈদের ছয়টি ওয়াজিব তকবীরসহ পড়িতেছি।" এইরূপ নিয়্যত করিয়া, 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া হাত উঠাইয়া তাহ্‌রীমা বাঁধিবে। তারপর সোব্‌হানাকা পুরা পড়িবে। (কিন্তু আউযুবিল্লাহ্ ও বিস্‌মিল্লাহ্ পড়িবে না।) তারপর পর পর তিনবার 'আল্লাহু আক্‌বর' বলিয়া তকীর বলিবে এবং প্রত্যেকবার হাত কান পর্যন্ত উঠাইয়া ছাড়িয়া দিবে। প্রত্যেক তকবীরের পর তিনবার সোব্‌হানাল্লাহ্ বলা যায় পরিমাণ সময় থামিবে। (জমাআত বড় হইলে এর চেয়ে কিছু বেশীও দেরী করা যায়) তৃতীয়বারে তকবীর বলিয়া হাত ছাড়িবে না। দুই হাত বাঁধিয়া তাহ্‌রীমা বাঁধিয়া লইবে। তারপর আউযুবিল্লাহ্, বিস্‌মিল্লাহ্ পড়িয়া সূরা-ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পড়িয়া অন্যান্য নামাযের ন্যায় রুকূ-সজ্‌দা করিবে, কিন্তু দ্বিতীয় রাকা'আতে দাঁড়াইয়া সূরা-ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়িবার পর সঙ্গে সঙ্গে রুকূতে যাইবে না; বরং উপরোক্ত

নিয়মে তিনবার তকবীর বলিবে। তৃতীয় তকবীর বলিয়া হাত বাঁধিবে না ; বরং হাত ছাড়িয়া রাখিয়া চতুর্থ তকবীর বলিয়া রুকূতে যাইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** নামাযের পর ইমাম মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া দুইটি খুৎবা পড়িবে। দুই খুৎবার মাঝখানে জুমু'আর খুৎবার ন্যায় কিছুক্ষণ বসিবে। (ঈদুল ফিৎরের খুৎবার মধ্যে ছদক্বায়ে ফিৎর সম্বন্ধে আহ্‌কাম বয়ান করিবে। মুক্তাদী দূরত্বের কারণে খুৎবা না শুনিতে পাইলে চুপ করিয়া কান লাগাইয়া থাকা ওয়াজিব।)

৪। **মাসআলা ঃ** ঈদের নামাযের (বা খুৎবার) পরে দো'আ করা যদিও নবী (দঃ) ও তাঁহার ছাহাবা এবং তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীন হইতে প্রামাণিত নয়, কিন্তু অন্যান্য নামাযের পর দো'আ করা যেহেতু সুন্নত, অতএব, ঈদের নামাযের পরও দো'আ করা সুন্নত হইবে বলিয়া ধারণা।

৫। **মাসআলা ঃ** উভয় ঈদের খুৎবা প্রথমে তকবীর বলিয়া আরম্ভ করিবে। প্রথম খুৎবায় ৯ বার আল্লাহু আকবর বলিবে। দ্বিতীয় খুৎবায় ৭ বার বলিবে।

৬। **মাসআলা ঃ** ঈদুল আয্‌হার নামাযের নিয়মও ঠিক ঈদুল ফিৎরের নামাযের অনুরূপ এবং যে সব জিনিস ওখানে সুন্নত সেইসব এখানেও সুন্নত। পার্থক্য শুধু এই যে, (১) নিয়্যতের মধ্যে ঈদুল ফিৎরের পরিবর্তে 'ঈদুল আয্‌হা' বলিবে, (২) ঈদুল ফিৎরের দিন কিছু খাইয়া ঈদগাহে যাওয়া সুন্নত, কিন্তু ঈদুল আয্‌হার দিনে খাইয়া যাওয়া সুন্নত নহে। (বরং ঈদুল আয্‌হার নামাযের পূর্বে কিছু না খাইয়া যাওয়াই মোস্তাহাব), (৩) ঈদুল আয্‌হার দিনে ঈদগাহে যাইবার সময় উচ্চৈঃস্বরে তকবীর পড়া সুন্নত। ঈদুল ফিৎরে আস্তে পড়া সুন্নত, (৪) ঈদুল আয্‌হার নামায ঈদুল ফিৎর অপেক্ষা অধিক সকালে পড়া সুন্নত, (৫) ঈদুল ফিৎরে নামাযের পূর্বে ছদক্বায়ে ফিৎর দেওয়ার হুকুম ; ঈদুল আয্‌হার নামাযের পর সক্ষম ব্যক্তির কোরবানী করার হুকুম ; ঈদুল ফিৎর এবং ঈদুল আয্‌হা, এই দুই নামাযের কোন নামাযেই আযান বা এক্বামত নাই।

৭। **মাসআলা ঃ** ঈদের দিন ঈদগাহে, মসজিদে বা বাড়ীতে ঈদের নামাযের পূর্বে অন্য কোন নফল নামায পড়া মকরূহ্‌। অবশ্য ঈদের নামাযের পর বাড়ীতে বা মসজিদে নফল পড়া মকরূহ্‌ নহে।

৮। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীলোকগণ এবং অন্যান্য যাহারা কোন ওযরবশতঃ ঈদের নামায পড়ে নাই তাহাদের জন্যও ঈদের নামাযের পূর্বে কোন নফল পড়া মকরূহ।

৯। **মাসআলা ঃ** ঈদুল ফিৎরের খুৎবায় ছদক্বায়ে ফিৎর সম্বন্ধে এবং ঈদুল আয্‌হার খুৎবায় কোরবানী ও 'তক্‌বীরে তশরীক' সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে হইবে। নিম্ন তকবীরকে 'তক্‌বীরে তশরীক' বলে ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ○

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর এই তকবীর বলা ওয়াজিব ; যদি সে ফরয শহরে জমা'আতে পড়া হয়। স্ত্রীলোক ও মুসাফিরের উপর এই তকবীর ওয়াজিব নহে। যদি ইহারা এমন কোন লোকের মুক্তাদী হয়, যাহাদের উপর তক্‌বীর ওয়াজিব, তবে ইহাদের উপরও ওয়াজিব হইবে। কিন্তু যদি একা নামাযী এবং স্ত্রী-লোক ও মুসাফির পড়ে, তবে ভাল। কেননা ছাহেবাইনের মতে ইহাদের উপরও ওয়াজিব।

১০। **মাসআলা ঃ** ৯ই যিলহজ্জ (হজ্জের দিন) ফজর হইতে ১৩ই যিলহজ্জ আছর পর্যন্ত মোট ২৩ ওয়াক্ত নামাযের পর যাহারা জমা'আতে নামায পড়ে তাহাদের সকলের উপর একবার 'তকবীরে তশ্‌রীক' বলা ওয়াজিব।

১১। **মাসআলা** ঃ এই তকবীর উচ্চ শব্দে বলা ওয়াজিব; স্ত্রীলোক নিঃশব্দে বলিবে।

১২। **মাসআলা** ঃ নামাযের পর বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ এই তকবীর বলিতে হইবে।

১৩। **মাসআলা** ঃ যদি ইমাম তকবীর বলিতে ভুলিয়া যায়, তবে মুক্তাদীগণ উচ্চ স্বরে তকবীর বলিয়া উঠিবে; ইমামের অপেক্ষায় বসিয়া থাকা উচিত নহে।

১৪। **মাসআলা** ঃ ঈদুল আয্হার নামাযের পরও তকবীর বলা মতান্তরে ওয়াজিব।

১৫। **মাসআলা** ঃ উভয় ঈদের নামায সমস্ত শহরের লোকের একত্রে এক জায়গায় পড়াই উত্তম। কিন্তু যদি কয়েক জায়গায় পড়ে, তবুও নামায হইয়া যাইবে। সকলের ঐক্যমতে বিভিন্ন মসজিদে পড়া জায়েয।

১৬। **মাসআলা** ঃ যদি কেহ একাকী ঈদের নামায না পায়, অথবা নামায পাইয়াছিল কিন্তু কোন কারণবশতঃ একজন লোকের নামায ফাসেদ হইয়া গিয়াছে, তবে একা একা ঈদের নামায বা তাহার ক্বাযা পড়িতে পারিবে না এবং ক্বাযা পড়া ওয়াজিবও হইবে না। কেননা, ঈদের নামায ছহীহ্ হওয়ার জন্য জমা'আত শর্ত। অবশ্য যদি একদল লোকের নামায ছুটিয়া যায় বা ফাসেদ হইয়া যায়, তবে তাহারা (পূর্ববর্তী ইমাম ও মুক্তাদী ছাড়া) অন্য কাহাকেও ইমাম বানাইয়া নামায পড়িবে।

১৭। **মাসাআলা** ঃ যদি কোন ওযরবশতঃ ১লা শাওয়াল (দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত) ঈদুল ফিৎরের নামায না পড়া হয়, তবে ২রা তারিখেও পড়িতে পারে। তারপর আর পারিবে না। আর ঈদুল আয্হার নামায যদি কোন ওযরবশতঃ ১০ই তারিখে না পড়িতে পারে, তবে ১১ই বা ১২ই তারিখ পর্যন্তও পড়িতে পারে।

১৮। **মাসআলা** ঃ ঈদুল আয্হার নামায যদিও বিনা ওযরে ১০ই তারিখে না পড়া মক্রূহ্, তবুও যদি কেহ প্রথম দিন না পড়িয়া ২য় বা ৩য় দিনে পড়ে, তবে নামায হইয়া যাইবে। বিনা ওযরে যদি কেহ ১লা শাওয়াল ঈদুল ফিৎরের নামায না পড়িয়া ২রা শাওয়ালে পড়ে, তবে তাহার নামায আদৌ হইবে না।

ওযর যথাঃ—(১) যদি কোন কারণবশতঃ ইমাম উপস্থিত না হইতে পারে, (২) অনবরত বৃষ্টি হইতে থাকে, (৩) ওয়াক্ত থাকিতে চাঁদ উঠা নির্ধারত না হইয়া থাকে, ওয়াক্ত চলিয়া গেলে তারপর চাঁদ উঠার খবর পাইয়া থাকে। (৪) নামায পড়া হইয়াছে কিন্তু আকাশে মেঘ থাকায় সঠিক ওয়াক্ত জানা যায় নাই, পরে মেঘ সরিয়া গেলে জানা গেল যে, তখন নামাযের ওয়াক্ত ছিল না।

১৯। **মাসআলা** ঃ ঈদের নামাযে যদি কেহ ইমামের তক্বীর বলা শেষ হওয়ার পর নামাযে শরীক হয়, তবে যদি ইমামকে দাঁড়ান অবস্থায় কেরাআতের মধ্যে পায়, তবে নিয়্যত বাঁধিয়া একা একা তক্বীর বলিয়া লইবে, আর যদি ইমামকে রুকূর মধ্যে পায়, তবে যদি মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তক্বীর বলিয়াও ইমামকে রুকূর মধ্যে পাইবে, তবে দাঁড়ান অবস্থায় নিয়্যত করিয়া তকবীর বলিয়া তারপর রুকূতে যাইবে, আর যদি তকবীর বলিলে রুকূ না পাইবার আশংকা থাকে, তবে নিয়্যত বাঁধিয়া রুকূ'তেই চলিয়া যাইবে, কিন্তু রুকূ'তে রুকূ'র তসবীহ্ না পড়িয়া আগে তকবীর বলিয়া লইবে, তারপর সময় পাইলে রুকূ'র তস্বীহ্ পড়িবে। কিন্তু রুকূ'তে তকবীর বলিতে হাত উঠাইবে না। যদি তকবীর শেষ করার পূর্বেই ইমাম রুকূ হইতে মাথা উঠাইয়া ফেলে, তবে মুক্তাদীও দাঁড়াইয়া যাইবে, যে পরিমাণ বাকী থাকে তাহা মাফ।

২০। মাসআলা ঃ ঈদের নামাযে যদি কেহ দ্বিতীয় রাকা'আতে শামিল হয়, তবে ইমাম সালাম ফিরাইলে সে যখন প্রথম রাকা'আত পড়িবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইবে, তখন সে প্রথমে ছানা, তাআওউয, সূরা-কেরাআত পড়িবে, তারপর রুকূ'র পূর্বে তকবীর বলিবে, কেরাআতের পূর্বে তকবীর বলিবে না।

ইমাম যদি দণ্ডায়মান অবস্থায় তকবীর বলা ভুলিয়া যায় এবং রুকূ'র অবস্থায় মনে আসে, তবে রুকূ'র মধ্যেই তকবীর বলিবে। রুকূ ছাড়িয়া দাঁড়াইবে না। কিন্তু যদি রুকূ' ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইয়া তকবীর বলিয়া আবার 'রুকূ' করে, তাহাতেও নামায হইয়া যাইবে—নামায ফাসেদ হইবে না, লোক সংখ্যার আধিক্যের কারণে ছহো সজ্‌দাও করিতে হইবে না।

কা'বা শরীফের ঘরে নামায

১। মাসআলা ঃ কা'বা শরীফের ঘরের বাহিরে মানুষ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ যে দিকেই থাকুক না কেন, কা'বার দিকেই মুখ করিয়া নামায পড়িবে। কিন্তু যদি কেহ কা'বা শরীফের ঘরের ভিতরে নামায পড়িতে চায়, তবে তাহাও জায়েয আছে। তখন যে দিকে ইচ্ছা হয়, সেই দিকেই মুখ করিয়া নামায পড়িতে পারিবে; তথায় কোন এক দিক নির্দিষ্টরূপে কেব্‌লা হইবে না, তথায় সব দিকেই কেব্‌লা। তথায় যেরূপ নফল নামায পড়া জায়েয, তদ্রূপ ফরয নামায পড়াও জায়েয।

২। মাসআলা ঃ কা'বা শরীফের ঘরের সীমানাটুকু আকাশ হইতে পাতাল পর্যন্ত সমস্তই কেব্‌লা। কাজেই যদি কেহ কা'বা শরীফের ঘরের চেয়ে উচ্চ স্থানে পাহাড়ে দাঁড়াইয়া নামায পড়ে, তবে সকলের মতেই নামায দুরুস্ত হইবে। কিন্তু তাহারও ঐ দিকেই মুখ করিয়া নামায পড়িতে হইবে। (কা'বা শরীফের ছাদের উপর নামায পড়া বে-আদবী এবং মকরূহ্। কেননা, রসূল (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন।)

৩। মাসআলা ঃ কা'বা শরীফের ভিতরে একা, কিংবা জমা'আতে নামায পড়াও জায়েয, তথায় ইমাম মুক্তাদী উভয়ের মুখ একদিকে হওয়া শর্ত নহে। কেননা, সেখানে সব দিকেই কেব্‌লা। অবশ্য একটি শর্ত এই যে, মুক্তাদী যেন ইমামের আগে বাড়িয়া না দাঁড়ায়, যদি মুক্তাদীর মুখ ইমামের মুখের দিকে হয়, তবুও দুরুস্ত আছে। কারণ, এমাতবস্থায় মোক্তাদীকে ইমামের আগে বলা যায় না, উভয়ের মুখ এক দিকে হওয়ার পর যদি মুক্তাদী সম্মুখে বাড়িয়া যায়, তবে আগে বলা যাইবে, কিন্তু এই মুখোমুখী অবস্থায় নামায মকরূহ্ হইবে, কেননা, কোন লোকের মুখের দিক হইয়া নামায পড়া মকরূহ্। মাঝখানে কোন জিনিসের আড় বা পরদা থাকিলে মকরূহ্ হইবে না।

৪। মাসআলা ঃ ইমাম যদি কা'বা শরীফের ভিতরে দাঁড়ায় এবং মুক্তাদীগণ বাহিরে চারি পাশে গোল হইয়া দাঁড়ায়, তবুও নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু ইমাম যদি একা ভিতরে দাঁড়ায় এবং সঙ্গে কোন মুক্তাদী না থাকে, তবে নামায মকরূহ্ হইবে যেহেতু কা'বা শরীফের ভিতরের জমিন বাহিরের জমিন হইতে উচ্চ, এমতাবস্থায় ইমামের স্থান মুক্তাদী হইতে এক মানুষ পরিমাণ উঁচু হইবে। তাই মকরূহ্ হইবে।

৫। মাসআলা ঃ যদি মুক্তাদী ভিতরে থাকে, আর ইমাম বাহিরে, তবুও নামায দুরুস্ত হইবে, অবশ্য যদি মুক্তাদী ইমামের আগে না হয়।

৬। মাসআলা ঃ আর যদি সকলেই বাহিরে দাঁড়ায়। এক দিকে ইমাম ও চারি দিকে মুক্তাদী দাঁড়ায় সেখানে এইরূপ নামায পড়ার নিয়ম আছে এবং তাহা দুরুস্ত আছে। কিন্তু শর্ত এই যে,

যে দিকে ইমাম দাঁড়াইয়াছে সে দিকে কোন মুক্তাদী ইমাম অপেক্ষা খানায়ে কা'বার নিকটবর্তী যেন না হয়। কেননা, এমতাবস্থায় ইমামের আগে বলিয়া গণ্য হইবে যাহা এক্তেদার জন্য নিষিদ্ধ। অবশ্য যদি অন্য দিকে মুক্তাদী ইমাম অপেক্ষা খানায়ে কা'বার অধিক নিকটবর্তী হয়, তবে কোন ক্ষতি নাই। নিম্নে একটি নক্‌শা দেওয়া গেল—
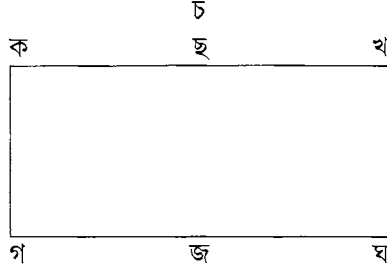
ক, খ, গ, ঘ কা'বা শরীফ। চ ইমাম ছাহেব, তিনি কা'বা হইতে দুই গজ দূরে দাঁড়াইয়াছেন এবং ছ ও জ মুক্তাদী, তাহারা কা'বার এক এক গজ দূরে দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু ছ চ এর দিকে দাঁড়াইয়াছে, জ অপর দিকে দাঁড়াইয়াছে, ছ এর নামায হইবে না, জ এর নামায হইবে।

মৃত্যুর বয়ান[১]

১। মাসআলাঃ যাহার মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়াছে তাহার পা ক্বেব্‌লা দিকে করিয়া চিৎ করিয়া শোয়াইবে এবং মাথা উঁচু করিয়া দিবে যেন মুখ ক্বেব্‌লার দিকে হইয়া যায়। তাহার কাছে বসিয়া জোরে জোরে কলেমা পড়িবে। মৃত্যুর সময় রোগীর বড়ই কষ্ট হয়, কাজেই তাহাকে পড়িবার জন্য জবরদস্তি করিবে না। কারণ, হয়ত তাহার মুখ দিয়া কোন খারাব কথা বাহির হইতে পারে। পার্শ্ববর্তী লোকের পড়া শুনিলে আশা করা যায় যে, সেও পড়িয়া লইবে।

২। মাসআলাঃ রুগ্ন ব্যক্তি একবার কলেমা পড়িয়া লইলেই চুপ হইয়া থাকিবে। এ চেষ্টা করিবে না, যেন সর্বদা কলেমা জারি থাকে এবং কলেমা পড়িতে পড়িতেই দম বাহির হয়। কেননা, মকছুদ শুধু এতটুকু—যেন দুনিয়ার মধ্যে তাহার সর্বশেষ কথা কলেমা হয়; তাহার পর যেন দুনিয়ার আর কোন কথা না হয়। কলেমা পড়িতে পড়িতে দম বাহির হওয়া যরূরী নহে। কলেমা পড়ার পরও আবার দুনিয়ার কোন কথা বলিলে পুনরায় কলেমা পড়িতে থাকিবে। এখন একবার কলেমা পড়িলেই আবার চুপ হইয়া থাকিবে।

টিকা

১ সকলেই সব সময় বিশেষতঃ রাতে শয়নকালে এবং রুগ্নাবস্থায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিবে। কাহারও দেনা-পাওনা থাকিলে তাহা পরিশোধ করিবে, কাহারও আমানত থাকিলে তাহা ফেরত দিবে, কাহারও কোন হক নষ্ট করিয়া থাকিলে তাহা মা'ফ চাহিয়া লইবে। নামায, রোযা; হজ্জ, যাকাৎ ছুটিয়া গিয়া থাকিলে তাহা আদায় করিবে। নিজের সম্পত্তির কোন অংশ কোন ছদকায়ে জারিয়ার জন্য অছীয়ত করিবে। সারা জীবনের গোনাহ্‌র জন্য মা'ফ চাহিতে থাকিবে এবং তওবা এস্তেগফার ও এই কলেমা পড়িতে থাকিবে رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّاوَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًاوَّبِمُحَمَّدٍنَّبِيًّا 'রাযীতু বিল্লাহি রাব্বাওঁ ওয়া বিল্‌ ইসলামি দ্বীনাওঁ ওয়া বি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যান্‌।'

অর্থ—আল্লাহ্‌কে রব্ব্‌ (পালনকর্তা) ইসলামকে ধর্ম এবং মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়াছি।

৩। **মাসআলা ঃ** যখন শ্বাস বন্ধ হইয়া আসে, জল্‌দী জল্‌দী আট্‌কিয়া আট্‌কিয়া চলিতে থাকে, পা শিথিল হইয়া যায়, নাক বাঁকা হইয়া যায় এবং কানপট্টি বসিয়া যায় তখন জানিবে যে, মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়াছে, তখন জোরে জোরে কলেমা পড়িবে।

৪। **মাসআলা ঃ** এইরূপ অবস্থায় নিকটে বসিয়া কেহ সূরা-ইয়াসীন পড়িলে মৃত্যুর কষ্ট কম হয়। অতএব, এইরূপ অবস্থায় সূরা-ইয়াসীন নিজে পড়িবে বা অন্যের দ্বারা পড়াইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** ঐ সময় এমন কোন কথা বলিও না, যাহাতে তাহার দিল দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, কেননা, এখন দুনিয়া হইতে পৃথক হওয়ার এবং আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময়। এখন এমন কাজ কর এবং এমন কথা বল, যদ্দ্বারা দুনিয়া হইতে দিল উঠিয়া আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকিয়া যায়, মরণোন্মুখ ব্যক্তির কল্যাণ ইহাতেই নিহিত। এসময় ছেলেপেলেকে সম্মুখে আনা কিংবা তাহার অন্য কোন মহব্বতের বস্তুকে কাছে আনা ও এইরূপ কথা বলা, যদ্দ্বারা তাহার মন এদিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাহার মহব্বত অন্তরে বসিয়া যায়, ইহা বড়ই অন্যায় কথা। দুনিয়ার মহব্বত লইয়া বিদায় হইলে (নাউযুবিল্লাহ্‌) তাহার অপমৃত্যু হইল।

৬। **মাসআলা ঃ** প্রাণ বাহির হইবার সময় যদি তাহার মুখ দিয়া কুফরী বা খারাব কথা বাহির হয়, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিবে না, তাহা আলোচনাও করিবে না; বরং মনে করিবে, হয়ত বেহুঁশীর সহিত বলিয়াছে। মৃত্যু-যন্ত্রণার কারণে বেহুঁশ হইয়াছে এবং জ্ঞানহারা অবস্থায় যাহাকিছু ঘটিবে সব মাফ। আল্লাহ্‌র দরবারে তাহার মাগ্‌ফেরাতের জন্য দো'আ করিতে থাক।

৭। **মাসআলা ঃ** যখন দম বাহির হইয়া যায়, তখন হাত পা সোজা করিয়া দিবে, চক্ষু বন্ধ করিয়া দিবে, মুখ যাহাতে হা করিয়া না থাকিতে পারে সেজন্য চিবুক এবং মাথার সঙ্গে একখানা কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিবে। এইরূপে পা যাহাতে ফাঁক হইয়া যাইতে না পারে সেজন্য দুই পা সোজাভাবে একত্র করিয়া দুই বৃদ্ধাঙ্গুলী কিছুর দ্বারা বাঁধিয়া দিবে, সর্বশরীর একখানা চাদর দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। যথাসম্ভব জল্‌দী গোসল এবং কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করিবে।

৮। **মাসআলা ঃ** মুখ, চোখ বন্ধ করিবার সময় পড়িবে—بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ○

৯। **মাসআলা ঃ** প্রাণ বাহির হইয়া গেলে তাহার নিকট লোবান বা আগরবাতি জ্বালাইয়া দিবে এবং হায়েয-নেফাসওয়ালী আওরত বা যাহার উপর গোসল ওয়াজিব হইয়াছে এমন লোক তাহার নিকট থাকিবে না।

১০। **মাসআলা ঃ** গোসল দেওয়ার পূর্বে মৃতের নিকট কোরআন শরীফ পড়া দুরুস্ত নহে।

(**মাসআলা ঃ** মৃত্যুর সময় কপালে ঘাম হওয়া, চক্ষু দিয়া পানি বাহির হওয়া, নাকের ছিদ্র প্রশস্ত হওয়া ইত্যাদি ভাল আলামত। আর কলেমা বা যিক্‌রের সহিত দম বাহির হওয়া আরও উত্তম। —যমীমা বেঃ জেওর ২য় খন্ড)

মাইয়্যেতের গোসল

১। **মাসআলা ঃ** মৃত্যু হওয়া মাত্র সকলকে সংবাদ দিয়া কবর ও কাফনের বন্দোবস্তের জন্য লোক পাঠাইবে এবং গোসল দেওয়ার বন্দোবস্ত করিবে। একখানা চওড়া তক্তা অথবা তক্তপোষের চতুর্দিকে ৩, ৫ বা ৭ বার লোবান অথবা আগর বাতি জ্বালাইয়া মোর্দাকে উহার উপর শোয়াইবে এবং তাহার পরিধানের সব কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া শুধু নাভি হইতে হাঁটু পর্যন্ত একখানা কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে।

২। **মাসআলা ঃ** যদি গোসল দেওয়ার জন্য কোন পৃথক স্থান থাকে, যাহাতে পানি অন্য দিকে বহিয়া যাইতে পারে, তবে ভাল কথা, নচেৎ কাঠ বা চৌকির নীচে গর্ত খুঁড়িবে যেন, পানি সেখানে জমা হয়। যদি গর্ত না খোঁড়ে এবং সমস্ত পানি ঘরে ছড়াইয়া পড়ে তবুও কোন গোনাহ্ হইবে না। উদ্দেশ্য শুধু যাতায়াতে যেন কাহারও কষ্ট না হয় এবং যেন পড়িয়া না যায়।

৩। **মাসআলা ঃ** মোর্দাকে গোসল দেওয়ার নিময় এই যে, প্রথমে তাহাকে এস্তেঞ্জা করাইয়া দিবে। কিন্তু খরবদার! তাহার কাপড়ের নীচের জায়গা স্পর্শ বা দর্শন করিবে না। হাতে কিছু নেক্ড়া পেঁচাইয়া লইয়া কাপড়ের নীচে হাত প্রবেশ করাইয়া, প্রথমে ঢিলা দ্বারা তারপর পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করাইবে। তারপর ওযূর জায়গাসমূহ ওযূর তরতীব অনুসারে ধোয়াইবে; কিন্তু কুল্লি করাইবার, নাকে পানি দিবার এবং কব্জা পর্যন্ত হাত ধোয়াইবার আবশ্যক নাই। প্রথমে মুখ ধোয়াইবে, তারপর প্রথমে ডান হাত, তারপর বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়াইবে। তারপর মাথা মছেহ্ করাইবে। তারপর প্রথমে ডান পা তারপর বাম পা তিন তিন বার ধোয়াইবে। যদি কিছু তূলা বা নেক্ড়া ভিজাইয়া তিনবার দাঁতের উপর দিয়া এবং নাকের ভিতর দিয়া হাত ফিরাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহাও জায়েয। কিন্তু যদি গোসলের হাজতের অবস্থায় অথবা হায়েয-নেফাসের অবস্থায় মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে এইরূপে মুখে এবং নাকে পানি পৌঁছান যরূরী। গোসল দেওয়াইবার পূর্বে মোর্দার নাকে এবং কানে কিছু তূলা ভরিয়া দিবে যাহাতে পানি ঢুকিতে না পারে। এইরূপে ওযূ করাইবার পর মোর্দার মাথা সাবান, খইল অথবা অন্য কোন জিনিস দ্বারা ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে। তারপর মোর্দাকে বাম কাতে শোয়াইয়া তাহার ডান পার্শ্বের শরীরের উপর; মাথা হইতে পা পর্যন্ত বরৈ (কুল) পাতাসহ গরম পানি (দ্বারা তিন বা পাঁচবার) ঢালিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইবে। তারপর আবার ডান কাতে শোয়াইয়া বাম পার্শ্বেও এরূপ পানি দ্বারা তিন কি পাঁচবার ধোয়াইবে। এইরূপে গোসল হইয়া গেলে গোসলদাতা তাহার নিজের শরীরের সঙ্গে টেক লাগাইয়া মোর্দাকে কিঞ্চিৎ বসাইবে এবং আস্তে আস্তে তাহার পেটের উপর মালিশ করিবে। ইহাতে পেট হইতে যদি কিছু ময়লা বাহির হয়, তবে কুলুখ করাইয়া শুধু ময়লাটা ধুইয়া দিবে। এই ময়লা বাহির হওয়াতে মোর্দার ওযূ বা গোসল টুটিবে না। কাজেই ওযূ বা গোসল দোহ্রাইতে হইবে না, শুধু ময়লাটা ধুইয়া দিবে। তারপর আবার মোর্দাকে বামকাতে শোয়াইয়া কর্পূরের পানি তাহার সর্বশরীরে মাথা হইতে পা পর্যন্ত তিনবার ঢালিবে। তারপর শুক্না কাপড় দ্বারা সমস্ত শরীর ভাল মতে মুছিয়া দিয়া কাফন পরাইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** বরৈর পাতা অভাবে শুধু পানি কিছু গরম করিয়া তাহা দ্বারা ৩ বার ধুইবে। খুব বেশী গরম পানি দ্বারা গোসল দিবে না। উপরে গোসলের যে নিয়ম বলা হইয়াছে উহাই সুন্নত তরীকা। যদি তিনবার না ধুইয়া একবার মাত্র সর্ব শরীর পানি দ্বারা ধুইয়া দেয়, তাহাতেও ফরয আদায় হইয়া যাইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** মোর্দাকে কাফনের উপর রাখিবার সময় স্ত্রীলোকের মাথায় এবং পুরুষের মাথায় ও দাড়িতে আতর লাগাইয়া দিবে এবং কপালে, নাকে, উভয় হাতের তালুতে উভয় হাঁটুতে এবং উভয় পায়ে—অর্থাৎ সজ্‌দার সকল জায়গায় কর্পূর লাগাইয়া দিবে। কেহ কেহ কাফনে আতর লাগায় বা তূলা লাগাইয়া কানে দেয়, তাহা করিবে না। ইহা মূর্খতা; শরীঅতে যতটুকু আছে তাহার অতিরিক্ত করিবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** মোর্দার চুল আঁচড়াইবে না, নখ, চুল ইত্যাদি কাটিবে না।

৭। **মাসআলা ঃ** পুরুষের গোসল দেওয়ার জন্য কোন পুরুষ পাওয়া না গেলে, তাহার স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন মেয়েলোক মাহ্‌রাম হইলেও তাহাকে গোসল দিতে পারিবে না। তাহার স্ত্রী না থাকিলে তায়াম্মুম করাইতে হইবে। কিন্তু শরীরে হাত লাগাইবে না। তায়াম্মুম করাইবার সময় হাতে দস্তানা (বা কাপড়) পেঁচাইয়া লইবে।

৮। **মাসআলা ঃ** স্ত্রী স্বামীকে গোসল দিতে এবং কাফন পরাইতে পারে, ইহা জায়েয। কিন্তু মৃত্যু স্ত্রীকে স্বামী স্পর্শ করিতে ও হাত লাগাইতে পারিবে না; কিন্তু দেখা বা কাপড়ের উপর দিয়া হাত লাগান দুরুস্ত আছে।

৯। **মাসআলা ঃ** যে মেয়েলোক হায়েয বা নেফাসের অবস্থায় আছে তাহার জন্য মোর্দাকে গোসল দেওয়া মকরূহ্ এবং নিষেধ।

১০। **মাসআলা ঃ** যে সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী আত্মীয়, তাহারই গোসল দেওয়া উচিত, কিন্তু যদি এরূপ লোক গোসল না দিতে পারে, তবে যথাসাধ্য কোন দীনদার পরহেযগার লোকেই গোসল দেওয়া ভাল।

১১। **মাসআলা ঃ** গোসল দিবার সময় যদি দূষণীয় কিছু দৃষ্ট হয় বা খোদা না করুন মোর্দার চেহারা কাল বা বিকৃত দেখা যায়, তবে খবরদার! কস্মিনকালেও কাহারও নিকট বলিবে না এবং আলোচনাও করিবে না; ইহা না-জায়েয। অবশ্য ঐ মৃত ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যে শরীঅত বিরুদ্ধ কাজ—যথা, নাচ বা গান-বাদ্য কিংবা ব্যভিচার করিত (অথবা সুদ, ঘুষ খাইত বা যুলুম করিত,) তবে অন্য লোকে যাহাতে এইসব গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকে, তদুদ্দেশ্যে উহা প্রকাশ করা জায়েয আছে।

বেহেশ্‌তী গওহর হইতে

১। **মাসআলা ঃ** পানিতে ডুবিয়া কেহ মারা গেলে তাহাকে পানি হইতে উঠাইবার পর গোসল দেওয়া ফরয। মৃত্যুর পর পানিতে শরীর ধোয়া হইয়াছে বলিয়া গোসল মা'ফ হইবে না। কেননা, গোসল দেওয়া জীবিত লোকের উপর ফরয; তাহাদের ফরয ইহাতে আদায় হয় নাই। অবশ্য পানি হইতে উঠাইবার সময় যদি গোসলের নিয়্যত করিয়া পানিতে নাড়াচাড়া দিয়া উঠায়, তবে তাহাতে গোসল হইয়া যাইবে। এইরূপে যদি কোন মৃতের উপর বৃষ্টির পানিতে বা অন্য কোন উপায়ে তাহার শরীর ধুইয়া যায়, তবুও তাহাকে গোসল দেওয়া জীবিত লোকদের উপর ফরয হইবে।

২। **মাসআলা ঃ** যদি কোথাও কোন মৃত লোকের শুধু মাথা (বা হাত) পাওয়া যায়, তবে উহাকে গোসল দিতে হইবে না, অমনিই দাফন করিয়া রাখিবে। আর যদি শরীরের অর্ধেকের বেশী পাওয়া যায়—মাথাসহ হউক বা মাথা ছাড়া হউক কিংবা মাথাসহ অর্ধেক পাওয়া যায়—তবুও গোসল দিতে হইবে। (জানাযাও পড়িতে হইবে, নতুবা নহে।) আর যদি কম অর্ধেক পাওয়া যায়, মাথাসহ হউক বা মাথা ছাড়া হউক, তবে গোসলের দরকার হইবে না।

৩। **মাসআলা ঃ** যদি কোথাও কোন মৃত লোক মুসলমান, না অমুসলমান, চিনা না যায়, তবে (মুসলমানের কোন আলামত পাওয়া গেলে তাহাকে গোসল দিতে হইবে এবং জানাযা পড়িতে হইবে। একান্ত যদি কোনই আলামত না পাওয়া যায়, তবুও) দারুল ইসলামে ঐ লোক পাওয়া গেলে তাহাকে গোসল দিতে হইবে এবং নামায পড়িতে হইবে; (দারুল ইসলাম না হইলে এবং মুসলমানের কোন চিহ্নও পাওয়া না গেলে, গোসল দিতে বা জানাযা পড়িতে হইবে না।)

৪। মাসআলা ঃ যদি মুসলমান এবং কাফেরদের লাশ একত্রে মিশিয়া যায় এবং মুসলমান অমুসলমান চিনিতে পারা যায়, তবে শুধু মুসলমানদের লাশ বাছিয়া তাহাদের গোসল দিতে হইবে, আর চিনা না গেলে সকলকে গোসল দিতে হইবে।

৫। মাসআলা ঃ যদি কোন মুসলমানের কোন কাফির আত্মীয় মারা যায়, তবে তাহাকে তাহার স্বধর্মীদের হাওলা করিয়া দিবে এবং যদি এই মুসলমান ছাড়া তাহার ধর্মের কেহ তাহার কাফন-দাফন করিবার না থাকে, বা নিতে না চায় তবে এই মুসলমানই অগত্যা তাহাকে গোসল দিবে। কিন্তু সুন্নত তরীকা অনুযায়ী গোসল দিবে না, অর্থাৎ, ওযূ করাইবে না, মাথাও পরিষ্কার করিবে না, কাফুর বা খোশ্‌বু লাগাইবে না, নাপাক বস্তু ধোয়ার ন্যায় ধুইবে, কাফিরকে সাতবার ধুইলেও সে পাক হইবে না। যদি কেহ তাহাকে লইয়া নামায পড়ে, তবে তাহার নামায দুরুস্ত হইবে না।

৬। মাসআলা ঃ মুসলিম রাজ্যের রাজদ্রোহী বা ডাকাত যদি যুদ্ধের সময় মারা যায় তাহাকে গোসল দিবে না।

৭। মাসআলা ঃ মৃত মোর্তাদ (ইসলামত্যাগী)কে গোসল দিবে না এবং যে ধর্মে সে গিয়াছে সে ধর্মাবলম্বীরা তাহার লাশ চাহিলে তাহাদিগকেও দিবে না।

৮। মাসআলা ঃ পানির অভাবে যদি কোন মৃতকে তায়াম্মুম করান হয় এবং পরে পানি পাওয়া যায়, তবে পানি দিয়া তাহাকে গোসল দিতে হইবে।

(**মাসআলা ঃ** মৃত ব্যক্তিকে যে গোসল দিবে তাহার আগে ওযূ এবং পরে গোসল করা মোস্তাহাব মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিলে অনেক ছওয়াব পাওয়া যায়। গোসল দেওয়ার মজুরী লওয়া জায়েয নহে, ছাওয়াবের নিয়্যতে দেওয়া উচিত।)

কাফন

১। মাসআলা ঃ (পুরুষের জন্য তিনখানা কাপড় দেওয়া সুন্নত; যথা-ইযার, কোর্তা এবং চাদর।) স্ত্রীলোকের জন্য পাঁচখানা কাপড় দেওয়া সুন্নত; যথা, কোর্তা, ইযার, ছেরবন্দ, চাদর এবং সীনাবন্দ। ইযার মাথা হইতে পা পর্যন্ত, চাদর উহা হইতে হাতখানেক বড় এবং কোর্তা গলা হইতে পা পর্যন্ত হইবে; কিন্তু কোর্তার কল্লি বা আস্তিন হইবে না। (শুধু মাঝখান দিয়া কিছু ফাড়িয়া মাথা ঢুকাইয়া দিতে হইবে।) ছেরবন্দ (১২ গিরা চওড়া এবং) তিন হাত লম্বা এবং সীনাবন্দ চওড়ায় বগলের নীচ হইতে রান পর্যন্ত হইবে, লম্বায় এতটুকু হইতে হইবে যেন বাঁধা যায়।

২। মাসআলা ঃ স্ত্রীলোকের কাফন যদি পাঁচখানা না দিয়া ইযার, চাদর এবং ছেরবন্দ মাত্র এই তিনখানা কাপড় দেয়, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে, ইহাই যথেষ্ট। তিন কাপড়ের চেয়ে কম দেওয়া মকরূহ্। আর অক্ষম হইলে তিন কাপড়ের চেয়েও কম দেওয়া জায়েয আছে।

৩। মাসআলা ঃ সীনাবন্দ যদি ছাতি হইতে নাভি পর্যন্ত দেয়, তবে তাহাও জায়েয আছে, কিন্তু রান (হাঁটুর উপর) পর্যন্ত দেওয়া উত্তম।

৪। মাসআলা ঃ কাফন পরাইবার পূর্বে তাহাতে তিনবার কিংবা পাঁচবার লোবান বা আগর বাতির ধুনি দেওয়া উচিত।

৫। মাসআলা ঃ কাফন পরাইবার নিয়ম ঃ (খাটলির উপর) সর্ব প্রথমে (নীচে) চাদর, তাহার উপর ইযার, তাহার উপর কোর্তার নীচের পাট বিছাইবে, উপরের পাট গোছাইয়া মাথার কাছে রাখিয়া দিবে। তারপর মোর্দাকে গোসলের পানি মুছাইয়া একখানা কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া আস্তে

আনিয়া কাফনের উপর চিৎ করিয়া শোয়াইবে এবং কোর্তা পরাইয়া দিবে। তারপর যদি পুরুষ হয়, তবে শুধু ইযার এবং চাদর লেপ্‌টাইয়া দিবে। আর যদি মেয়েলোক হয়, তবে তাহার চুলগুলি দুই ভাগ করিয়া ডানে বামে কোর্তার উপর দিয়া বুকের উপর রাখিয়া দিবে এবং ছেরবন্দ দ্বারা মাথা ঢাকিয়া ঐ দুই ভাগ চুলের উপর দুই দিকে ছেরবন্দের কাপড়খানা রাখিয়া দিবে। এই কাপড়ে গিরাও দিবে না পেঁচাইবেও না। তারপর ইযারের বাম পার্শ্ব (মোর্দার বাম পার্শ্বে) আগে উঠাইবে এবং ডান পার্শ্বে পরে উঠাইয়া তাহার উপর রাখিবে, তারপর সীনাবন্দ দ্বারা সীনা পেঁচাইয়া দিবে, তারপর চাদর পেঁচাইয়া দিবে—বাম পার্শ্ব নীচে এবং ডান পার্শ্ব উপরে থাকিবে। তারপর একটা সূতা দ্বারা কাফনের পায়ের দিক একটা সূতা দ্বারা মাথার দিক বাঁধিয়া দিবে এবং কোন কিছুর দ্বারা কোমরের দিকে এক বাঁধ দিয়া দিলে ভাল হয়— যাহাতে কবরস্থানে লইয়া যাইবার সময় খুলিয়া না যায়—(কবরে রাখিয়া এই সব বাঁধ খুলিয়া দিবে।)

৬। **মাসআলা ঃ** সীনাবন্দ যদি ছেরবন্দের পর ইযার পেঁচাইবার আগে বাঁধিয়া দেয় তাহাও জায়েয আছে। (কোর্তার উপর) বা সব কাফনের উপর দেওয়াও জায়েয।

৭। **মাসআলা ঃ** (মোর্দা মেয়েলোক হইলে) মেয়ে মহলে এই পর্যন্তই কাজ হইবে। তারপর পুরুষদিগকে ডাকিয়া তাহাদের হাওয়ালা করিয়া দিবে। তাহারা জানাযা পড়িয়া দাফন করিবে।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি মেয়েলোকেরাই জানাযার নামায পড়িয়া দেয়, তবুও জায়েয হইবে। (পুরুষের অভাবে মেয়েলোকেরাই জানাযার নামায পড়িবে এবং দাফনও করিবে।)

৯। **মাসআলা ঃ** কাফনের মধ্যে বা কবরের মধ্যে আ'হাদনামা, পীরের শাজ্‌রা অথবা অন্য কোন দো'আ কালাম লিখিয়া রাখা বা কাফনের উপর অথবা সীনার উপর কালি বা কর্পূর দ্বারা কোন দো'আ বা কলেমা-কালাম লিখিয়া দেওয়া জায়েয নহে। অবশ্য (খালি আঙ্গুলে কলেমা বা আল্লাহ্‌র নাম লিখিয়া দেওয়া বা) কা'বা শরীফের গেলাফ বা পীরের রুমাল ইত্যাদি বরকতের জন্য সঙ্গে দেওয়া জায়েয আছে।

১০। **মাসআলা ঃ** ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই যে শিশুর মৃত্যু হইয়াছে তাহার নাম রাখিবে, উপরোক্ত নিয়মে গোসল, কাফন এবং জানাযার নামায পড়িয়া দাফন করিবে।

১১। **মাসআলা ঃ** যে শিশু মৃত অবস্থায় প্রসব হইয়াছে, প্রসবকালে জীবিত হওয়ার কোন আলামত পাওয়া যায় নাই, তাহাকেও গোসল দিতে হইবে এবং তাহার নামও রাখিতে হইবে। কিন্তু নিয়ম মত কাফন দেওয়া (ও জানাযা পড়ার) আশ্যক নাই। একখানা কাপড় লেপ্টাইয়া কবরে মাটি দিয়া রাখিলেই চলিবে।

(শিশুর কাফন)

১২। **মাসআলা ঃ** অকালে গর্ভপাত হইলে যদি সন্তানের হাত, পা, নাক, কান ইত্যাদি কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই প্রকাশ না পায়, তবে গোসল ও নিয়মিত কাফন দিবে না। শুধু একখানা কাপড়ে লেপ্টাইয়া একটি গর্ত খুড়িয়া মাটির নিচে পুতিয়া রাখিবে। আর যদি হাত, পা, নাক ইত্যাদি কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পায়, তবে উহাকে মোর্দা বাচ্চা মনে করিতে হইবে এবং নাম রাখিতে হইবে, গোসল দিতে হইবে; কিন্তু জানাযার নামায পড়িতে বা নিয়মিত কাফন দিতে হইবে না, শুধু একখানা কাপড়ে লেপ্টাইয়া দাফন করিয়া রাখিতে হইবে।

১৩। মাসআলা ঃ যে সময় সন্তানের মাথা বাহির হইয়াছে সে সময় জীবিত থাকার আলামত পাওয়া গেলেও যদি তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়, তবে ঐ বাচ্চাকে মোর্দাই পয়দা হইয়াছে মনে করিতে হইবে। অবশ্য যদি বুক পর্যন্ত বাহির হইয়া থাকে, বা উল্টা বাহির হইলে নাভি পর্যন্ত বাহির হইয়া থাকে, তবে উহাকে জীবিত পয়দা হইয়াছে মনে করিবে।

১৪। মাসআলা ঃ মেয়ে যদি ছোট হয় কিন্তু বালেগা হওয়ার কাছাকাছি হয়, তবে তাহাকে বয়স্কা আওরতের নিয়মে (পাঁচ কাপড়ে) কাফন দেওয়া সুন্নত, তিন কাপড়ে দিলেও চলিবে। বয়স্কা এবং কুমারী ও ছোট মেয়েদের জন্য একই হুকুম। কিন্তু বয়স্কাদের জন্য ইহা তাকীদী হুকুম, যদি কিছু ছোট হয়, তবে তাহাকেও ঐ নিয়মেই কাফন দেওয়া উত্তম।

১৫। মাসআলা ঃ যদি অত্যন্ত ছোট মেয়ে হয় যে, এখনও বালেগা হইতে অনেক দেরী, তাহার জন্যও আওরতের নিয়মে পাঁচ কাপড়ে কাফন দিবে। যদি শুধু ইযার ও চাদর এই দুই কাপড়ে কাফন দেয়, তাহাও জায়েয আছে।

১৬। মাসআলা ঃ ছোট ছেলেকে মেয়েলোকেরাও উপরোক্ত নিয়মে গোসল দিতে এবং কাফন পরাইতে পারে। অবশ্য কাপড় পুরুষের নিয়মে দিতে হইবে অর্থাৎ এক চাদর, এক ইযার ও এক কোর্তা।

১৭। মাসআলা ঃ পুরুষের কাফনে যদি শুধু ইযার ও চাদর এই দুইখানা কাপড় দেয়, তাহাও দুরুস্ত আছে, দুইখানার চেয়ে কম দেওয়া মকরূহ্; অক্ষম হইলে দুইখানার চেয়ে কমও মকরূহ্ নহে।

১৮। মাসআলা ঃ জানাযার উপর যে চাদর ঢাকিবার জন্য দেওয়া হয়, তাহা কাফনের মধ্যে শামিল নহে।

১৯। মাসআলা ঃ যে শহরে মৃত্যু হয়, সেইখানেই কাফন-দাফন করা ভাল, অন্যত্র লইয়া যাওয়া ভাল নহে। (অবশ্য প্রয়োজন হইলে দুই এক মাইল দূরে নেওয়ায় দোষ নাই।)

বেঃ গওহর হইতে

১। মাসআলা ঃ যদি কোথায়ও কোন মৃত লোকের কোন অঙ্গ যথা,—মাথা, হাত বা পা, অথবা মাথা ছাড়া শরীরের অর্ধেক পাওয়া যায়, তবে তাহা শুধু একখানা কাপড়ে লেপ্টাইয়া দিলেই চলিবে। আর যদি মাথাসহ অর্ধেক অথবা মাথা ছাড়া বেশী অর্ধেক পাওয়া যায়, তবে নিয়ম মত কাফন দিতে হইবে।

২। মাসআলা ঃ যদি কোথাও কবর খুড়িয়া মোর্দার লাশ পাওয়া যায়, যদি লাশ না পচিয়া থাকে আর তাহার শরীরে কাফন না থাকে, তবে তাহাকে সুন্নত নিয়ম মত কাফন পরাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু যদি শরীর পচিয়া গিয়া থাকে, তবে নিয়ম মত কাফন পরাইয়া দেওয়ার দরকার নাই; শুধু একখানা কাপড়ে লেপ্টাইয়া মাটি দিয়া দিলেই চলিবে।

(**মাসআলা ঃ** জীবিতাবস্থায় যে যে মূল্যের কাপড় পরে, মৃতাবস্থায়ও তাহাকে সেইরূপ মূল্যের কাপড় দেওয়া ভাল। যদি কাফনের কাপড় নূতন না হয়, পুরাতন পাক ছাফ হয় তাহাতে কোনই দোষ নাই। গোসল দিবার জন্য যেসব পাক ছাফ লোটা, ঘড়া ব্যবহৃত হয়, তাহাও পুরাতন হইলে কোনই দোষ নাই।)

(মাসআলা ঃ পুরুষের জানাযা চাদর দিয়া ঢাকা যরূরী নহে, কিন্তু স্ত্রীলোকের জানাযার উপর পর্দা করা যরূরী। তবে এই চাদর কাফনের মধ্যে গণ্য নহে। কাজেই এতীমের মাল দ্বারা ইহা খরিদ করা যাইবে না, অন্য কেহ খরিদ করিয়া দিতে পারে বা পুরাতন চাদর ব্যবহার করিতে পারে।) —অনুবাদক

জানাযার নামায

জানাযার নামায বাস্তবে আল্লাহ্‌ পাকের নিকট মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ করা। (জীবিত লোকদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুর সংবাদ পাইয়াছে তাহাদের উপর জানাযার নামায ফরযে কেফায়া।)

১। **মাসআলা ঃ** অন্যান্য নামায ওয়াজিব হওয়ার যে সব শর্ত উপরে বর্ণিত হইয়াছে জানাযার নামায ওয়াজিব হওয়ার শর্তও তাহাই। অবশ্য ইহাতে একটি শর্ত বেশী আছে তাহা এই যে, উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর খবর জানা থাকা চাই, এই খবর যাহার জানা নাই সে অক্ষম। জানাযার নামায তাহার উপর যরূরী নহে।

২। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামায ছহীহ্‌ হওয়ার জন্য দুই প্রকারের শর্ত আছে। এক প্রকারের শর্ত মুছল্লির অন্যান্য নামাযের মত, যথা—জায়গা পাক, জামা পাক, সতর ঢাকা, ক্বেব্‌লা রোখ হওয়া, নিয়্যত করা। অবশ্য জানাযার নামাযের জন্য ওয়াক্তের শর্ত নাই এবং জানাযার জমা'আত ছুটিয়া যাইবার ভয়ে তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়া জায়েয আছে। অন্যান্য জমা'আত বা ওয়াক্ত চলিয়া যাওয়ার ভয়ে তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়া জায়েয নাই।

৩। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামাযের মুছল্লী যে স্থানে দাঁড়াইবে সেই স্থান পাক না হইলে নামায ছহীহ্‌ হইবে না।

অতএব, যদি কেহ জুতা পায়ে দিয়া জানাযার নামায পড়ে, তবে জুতার উপর ও তলা এবং জুতার নীচের জায়গা পাক হইলে নামায হইবে, নতুবা নহে। আর যদি জুতা পা হইতে খুলিয়া জুতার উপর দাঁড়াইয়া জানাযার নামায পড়ে, তবে জুতার উপর এবং তলা পাক হওয়া চাই (নীচের জায়গা পাক না হইলেও চলিবে) অধিকাংশ লোক এদিকে খেয়াল রাখে না, কাজেই নামায হয় না।

জানাযার নামায ছহীহ্‌ হওয়ার জন্য দ্বিতীয় প্রকারের শর্ত মাইয়্যেত সম্পর্কে ছয়টি—(১) মাইয়্যেত মুসলমান হওয়া। মাইয়্যেত কাফির বা মুরতাদ হইলে নামায জায়েয নহে। মুসলমান যদি ফাসেক বা বেদ'আতীও হয়, তবুও নামায জায়েয হইবে; কিন্তু মুসলমান বাদশাহ্‌র বিদ্রোহী বা ডাকাত যদি বিদ্রোহের বা ডাকাতির অবস্থায় মারা যায় তবে তাহাদের জানাযা পড়া যাইবে না; যুদ্ধের পরে বা স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা গেলে জানাযা পড়া যাইবে। এইরূপে যদি কোন দুরাচার তাহার পিতা বা মাতাকে হত্যা করে, এবং ইহার সাজা স্বরূপ সে মারা যায়, তবে শাসনের জন্য তাহারও জানাযা পড়া যাইবে না। ইচ্ছাপূর্বক যে আত্মহত্যা করে তাহার জানাযা ছহীহ্‌ ক্বওল মতে পড়া যাইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** যে না-বালেগ ছেলে বা বাপ-মা মুসলমান, তাহাকে মুসলমানই ধরা যাইবে এবং তাহার জানাযা পড়া যাইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** মাইয়্যেতের অর্থ যে জীবিত জন্মগ্রহণ করিয়া পরে মারা গিয়াছে; যাহার জন্মই হইয়াছে মৃতাবস্থায় তাহার জানাযা দুরুস্ত নহে।

২য় শর্ত (মাইয়্যেতের পক্ষে) এই যে, মাইয়্যেতের শরীর এবং কাফন পাক হওয়া চাই। (যে স্থানে মাইয়্যেতকে রাখা হইয়াছে সে স্থানও পাক হওয়া চাই এবং মাইয়্যেতের সতরও ঢাকা হওয়া চাই;) কিন্তু যদি (কাফন পরাইবার পর) মাইয়্যেতের শরীর হইতে কোন নাপাকী বাহির হয়, একারণে তাহার শরীর একেবারে নাপাক হইয়া যায়, তবে জানাযায় ব্যাঘাত জন্মাইবে না, নামায দুরুস্ত হইবে। (কাফন পরাইবার আগে বাহির হইলে ধুইয়া দিতে হইবে।)

৬। মাসআলাঃ মাইয়্যেতকে যদি গোসল দেওয়া না হয়, বা গোসল অসম্ভব হইলে তায়াম্মুমও করান না হয়, তবে জানাযা দুরুস্ত হইবে না। অবশ্য যদি গোসল এবং জানাযা ছাড়া মাটি দেওয়া হইয়া থাকে, তবে কবর আর খোঁড়া যাইবে না; কবরের উপরই জানাযা পড়িতে হইবে।

যদি ভুলে বা অজ্ঞতাবশতঃ কাহাকেও বিনা গোসলে জানাযা পড়িয়া কবর দেওয়া হইয়া থাকে, তবে ঐ নামায ছহীহ্ হয় নাই; পুনঃ কবরের উপর জানাযা পড়িতে হইবে। কেননা, এখন আর গোসল দেওয়া বা তায়াম্মুম করান সম্ভব নহে। কাজেই নামায হইয়া যাইবে।

৭। মাসআলাঃ কোন মুসলমানকে যদি বিনা জানাযায় কবর দেওয়া হয়, তবে কবরের উপরই তাহার জানাযা পড়িতে হইবে। কিন্তু কত দিন পর্যন্ত কবরের উপর জানাযা পড়া যাইবে সে সম্বন্ধে ছহীহ্ মত এই যে, অনুমানে যতক্ষণ পর্যন্ত লাশ না ফাটে ততক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়া যাইবে। কত দিনে যে লাশ ফাটে, তাহা দেশ, কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে। কাজেই তাহার কোন সময় নির্দিষ্ট হইতে পারে না। এসম্বন্ধে বহুদর্শী জ্ঞানীগণের মত গ্রহণ করিতে হইবে। কেহ তিন দিন, কেহ দশ দিন এবং এক মাস সময় ধার্য করিয়াছেন। (ইহা তাহাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারেই করিয়াছেন।)

৮। মাসআলাঃ মাইয়্যেতকে যে স্থানে রাখা হয় ঐ স্থানটি পাক হওয়া শর্ত নহে, মাইয়্যেত পাক খাটলির উপর থাকিলে, খাটলি রাখিবার জায়গা যদি পাক নাও হয়, তবুও নামায হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি খাটলি নাপাক হয়, বা মাইয়্যেত নাপাক জায়গায় (খাটলি ছাড়া) রাখা হয়, তবে নামায ছহীহ্ হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কোন কোন আলেমের মতে মাইয়্যেতের স্থান পাক হওয়া শর্ত, কাজেই নামায হইবে না। কাহারও মতে শর্ত নহে, কাজেই নামায ছহীহ্ হইবে। (কিতাবে ছহীহ্ না হওয়ার উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে।)

৩য় শর্ত (মাইয়্যেতের) এই যে, জানাযার নামায ছহীহ্ হওয়ার জন্য মাইয়্যেতের সতর ঢাকা হওয়া চাই। যদি মাইয়্যেত উলঙ্গ হয়, তবে নামায হইবে না। অবশ্য (জীবিতাবস্থায়) যে পরিমাণ ফরয, সে পরিমাণ সতর যদি ঢাকা হয়, তবে নামায হইবে।

৪র্থ শর্ত এই যে, মাইয়্যেত নামাযীদের সামনে হওয়া চাই। যদি মাইয়্যেত নামাযীর পিছনে থাকে, তবে নামায হইবে না।

৫ম শর্ত এই যে, মাইয়্যেত অথবা মাইয়্যেতের খাটলি মাটিতে থাকা চাই। নামাযের সময় যদি মাইয়্যেত লোকের হাতের উপর, কাঁধের উপর বা গাড়ীর উপর রাখা থাকে, তবে নামায ছহীহ্ হইবে না।

৬ষ্ঠ শর্ত এই যে, মাইয়্যেত উপস্থিত থাকা চাই, অনুপস্থিত মাইয়্যেতের উপর নামায পড়িলে (আমাদের হানাফী মযহাবে) নামায দুরুস্ত হইবে না।

৯। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামাযের মধ্যে দুইটি কাজ ফরয। যথা ঃ—(১) চারিবার আল্লাহু আক্‌বর বলা, যেমন চারি তক্‌বীর চারি রাকা'আত। (২) দাঁড়াইয়া জানাযার নামায পড়া। অন্যান্য ফরয এবং ওয়াজিব নামায যেমন দাঁড়াইয়া পড়া ফরয, জানাযার নামাযও তদ্রূপ দাঁড়াইয়া পড়া ফরয। বিনা ওযরে জানাযার নামায বসিয়া পড়িলে দুরুস্ত হইবে না।

১০। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামাযের মধ্যে রুকূ, সজ্‌দা, ক্বা'দা, ক্বওমা, জলসা ও আত্তাহিয়্যাতু নাই।

১১। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামাযে তিনটি কাজ সুন্নত—(১) প্রথম তক্‌বীরের পর ছানা পড়া। (২) দ্বিতীয় তক্‌বীরের পর দুরূদ পড়া। (৩) তৃতীয় তক্‌বীরের পর মাইয়্যেতের জন্য দো'আ করা। জানাযার নামাযের জন্য জমা'আত শর্ত নহে। অতএব, যদি মাত্র একজন লোকে, পুরুষ বা স্ত্রী, বালেগ বা না-বালেগ জানাযার নামায পড়ে, তবুও ফরয আদায় হইয়া যাইবে।

১২। **মাসআলা ঃ** কিন্তু এক্ষেত্রে জমা'আতের আবশ্যকতা অতি বেশী। কেননা, জানাযার নামায প্রকৃত প্রস্তাবে মাইয়্যেতের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ' করা ও দো'আ চাওয়া, বহু সংখ্যক লোক একত্র হইয়া যদি আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ করে, তবে সে দো'আ কবূল হইবার এবং আল্লাহ্‌র রহ্‌মত নাযিল হইবার আশা খুব বেশী হয়, (কাজেই লোক যত বেশী হইবে এবং দো'আ যত ভারী হইবে, ততই ভাল হইবে।)

১৩। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামায পড়িবার সুন্নত তরীকা এই যে, মাইয়্যেতকে ক্বেব্‌লার দিকে সামনে রাখিয়া, ইমাম মাইয়্যেতের সীনা বরাবর দাঁড়াইবে এবং সকলে এই নিয়্যত করিবে—

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ صَلٰوةَ الْجَنَازَةِ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَدُعَاءً لِّلْمَيِّتِ ○

বাংলা নিয়ত এই—আমি জানাযার ফরযে কেফায়া নামায পড়িতেছি, যাহা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নামায এবং এই মাইয়্যেতের জন্য দো'আ।

(কিংবা এইভাবেও নিয়্যত করিতে পারে—

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِىِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ○

মাইয়্যেত স্ত্রীলোক হইলে لهذا الميت স্থলে لهذه الميت এইরূপে নিয়্যত করিয়া একবার (الله اكبر) আল্লাহু আক্‌বার বলিয়া উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাইয়া তক্‌বীরে তাহ্‌রীমার মত বাঁধিবে এবং পড়িবে— سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ○

তারপর দ্বিতীয়বার 'আল্লাহু আক্‌বর' বলিবে, কিন্তু হাত উঠাইবে না (বা উপরর দিকে মাথা উঠাইয়া চাহিবে না।) তারপর নিম্নের দুরূদ শরীফ পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَرَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

তারপর 'আল্লাহু আক্বর' বলিবে, কিন্তু হাত উঠাইবে না (বা উপরের দিকে চাহিবে না এবং) মাইয়্যেতের জন্য দো'আ করিবে। মাইয়্যেত যদি বালেগ হয়, (পুরুষ হউক বা স্ত্রী) তবে এই দো'আ পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا ـ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ○

অর্থ—আয় আল্লাহ্, (আমরা তোমার বন্দা,) আমাদের মধ্যে জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট বড়, পুরুষ, স্ত্রী সকলের গোনাহ্ দয়া করিয়া মা'ফ করিয়া দাও। আয় আল্লাহ্, আমাদের যাহাকে তুমি জীবিত রাখ, ইসলামের সহিত জীবিত রাখিও এবং যাহাকে মৃত্যু দান কর, ঈমানের সহিত মৃত্যু দান করিও।

মাইয়্যেতের দো'আর জন্য হাদীস শরীফে এই দো'আটিও আসিয়াছে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُوْلَهٗ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهٗ وَاَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ وَاَهْلًا خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهٖ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ ○

অর্থ—আয় আল্লাহ্, তাহার গোনাহ্ মাফ করিয়া দাও, তাহার উপর তোমার রহ্মত নাযিল কর, তাহাকে চিরস্থায়ী সুখ দান কর, তাহার ভুল-ত্রুটি মা'ফ করিয়া দাও ; তাহাকে সম্মানিত কর, তাহার স্থান প্রশস্ত করিয়া দাও। পানি, বরফ এবং শিলার দ্বারা তাহাকে (পাপরাশিকে) ধৌত করিয়া দাও। ময়লা কাপড় যেমন ধুইয়া সাদা পরিষ্কার করা হয়, তাহাকে পাপের ময়লা হইতে সেইরূপ পরিষ্কার করিয়া দাও। এই জগতের বাড়ী, সঙ্গী এবং যুগল হইতে উত্তম বাড়ী, উত্তম সঙ্গী এবং উত্তম যুগল তাহাকে দান কর, তাহাকে বেহেশ্ত দান কর এবং কবরের ও দোযখের আযাব হইবে তাহাকে রক্ষা কর।

এই দুইটি দো'আর যে কোন একটি পড়িলেই কাজ চলে, কিন্তু উভয় দো'আই যদি পড়া হয়, তবে আরও ভাল হয়। আল্লামা শামী এই দুইটি দো'আকে একত্র করিয়া লিখিয়াছেন। এই দুইটি ছাড়া আরও দো'আ হাদীস শরীফে আসিয়াছে, তাহার যে কোন একটি বা সবগুলিও পড়া যায়।

মাইয়্যেত যদি না-বালেগ ছেলে হয়, তবে এই দো'আ পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ○

অর্থ—আয় আল্লাহ্! এই নিষ্পাপ শিশুকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী অগ্রদূত বানাও এবং আমাদের জন্য পুঁজি ও আখেরাতের ছওয়াবের যখিরা বানাও এবং আমাদের জন্য সুপারিশকারী বানাও এবং আমাদের জন্য তাহার সুপারিশ কবূল করিও।

মাইয়্যেত না-বালেগা মেয়ে হইলে এই দো'আ পড়িব—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً ○

এইরূপ দো'আ পড়ার পর চতুর্থ বার আল্লাহু আকবর বলিবে (হাত উঠাইবে না) এবং তক্বীর বলার পর আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ্ বলিয়া (ডানে বামে) সালাম ফিরাইবে যেরূপ নামাযে সালাম ফিরাইতে হয়। জানাযার নামাযে আত্তাহিয়্যাতু বা কোরআন পাঠ ইত্যাদি নাই।

১৪। মাসআলা ঃ জানাযার নামায ইমাম এবং মুক্তাদী উভয়ের জন্য একই রূপ, শুধু এতটুকু ব্যবধান যে, ইমাম তক্‌বীরগুলি এবং উভয় দিকে সালামদ্বয় উচ্চ স্বরে বলিবে, মুক্তাদিগণ নীরবে বলিবে। এতদ্ব্যতীত ছানা, দুরূদ এবং দো'আ ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই নীরবে পড়িবে।

১৫। মাসআলা ঃ জানাযার নামাযের মধ্যে তিন কাতার হওয়া মোস্তাহাব। এমন কি, মাত্র সাতজন হইলেও একজনকে ইমাম বানাইয়া বাকী ছয়জন এইরূপে দাঁড়াইবে ঃ প্রথম কাতারে তিনজন, দ্বিতীয় কাতারে দুইজন এবং তৃতীয় কাতারে একজন।

১৬। মাসআলা ঃ অন্যান্য নামায যেসব কারণে ফাসেদ হইয়া যায়, জানাযার নামাযও সেইসব কারণে ফাসেদ হয়। পার্থক্য এতটুকু যে, জানাযার নামাযে জোরে হাসিলেও ওযূ টুটিবে না। কোন স্ত্রীলোক পুরুষের সঙ্গে মিশিয়া দাঁড়াইলে নামায ফাসেদ হইবে না।

১৭। মাসআলা ঃ পাঞ্জেগানা নামাযের মসজিদে বা জামে মসজিদে বা ঈদের নামাযের জন্য যে মসজিদ তৈয়ার করা হইয়াছে, তথায় জানাযার নামায মকরূহ্। জানাযা মসজিদের ভিতরে থাকুক কিংবা বাহিরে। অবশ্য জানাযার নামাযের জন্যই যদি কোন মসজিদ পৃথকরূপে অথবা কোন মসজিদের সংলগ্নে কোন স্থান প্রস্তুত করা হয়, তবে তথায় জানাযা পড়া মকরূহ নহে।

১৮। মাসআলা ঃ জমা'আত বড় হওয়ার উদ্দেশ্যে এই নামাযে বেশী দেরী করা মক্‌রূহ্।

১৯। মাসআলা ঃ বিনা ওযরে জানাযার নামায বসিয়া বসিয়া বা ঘোড়ায় চড়িয়া পড়া দুরুস্ত নহে।

২০। মাসআলা ঃ যদি কয়েকটি মাইয়্যেত একত্রে আসিয়া পড়ে, তবে প্রত্যেক মাইয়্যেতের জন্য পৃথক পৃথকভাবে জানাযা পড়াই উত্তম। কিন্তু যদি কেহ সকলের জানাযা এক সঙ্গে পড়িতে চাহে, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। যদি সেইরূপ করিতে চাহে, তবে মাইয়্যেতকে পাশে পাশে এরূপভাবে সকলের মাথা একদিকে এবং সকলের পা এক দিকে রাখিবে, যেন ইমাম সকলেরই সীনা বরাবর দাঁড়াইতে পারে।

২১। মাসআলা যদি স্ত্রী, পুরুষ, বালেগ, না-বালেগ কয়েক প্রকারের মাইয়্যেতের এইরূপ একত্রে জানাযা পড়িতে হয়, তবে তাহাদিগকে এই তরতীবে রাখিতে হইবে ঃ—প্রথম পুরুষদের, তারপর না-বালেগ ছেলেদের, তারপর (খোঁজা মুসলিমের,) তারপর স্ত্রীলোকদের এবং তারপর না-বালেগা মেয়েদের লাশ রাখিবে।

২২। মাসআলা ঃ জানাযার নামাযের জমা'আতে যদি কেহ আসিয়া দেখে যে, নামায শুরু হইয়া গিয়াছে, তবে অন্যান্য নামাযের ন্যায় আসা মাত্রই তক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলিয়া জমা'আতে দাখিল হওয়া উচিত নহে ; বরং পুনরায় ইমামের তক্‌বীর বলার এন্তেযার করা উচিত। যখন ইমাম তক্‌বীর বলিবেন, তখন এই মছ্‌বুক ব্যক্তি তক্‌বীর বলিয়া জমা'আতে দাখিল হইবে এবং ইহাই তাহার জন্য তক্‌বীর তাহ্‌রীমা বলিয়া গণ্য হইবে। তারপর যখন ইমাম স্বীয় নামায শেষ করিয়া সালাম ফিরাইবে, তখন সে সালাম ফিরাইবে না ; বরং যে কয়টি তক্‌বীর তাহার জমা'আতে দাখিল হইবার পূর্বে ছুটিয়া গিয়াছে তাহা আদায় করিবে। এই তক্‌বীরগুলি আদায় করিবার সময় দো'আ পড়ার দরকার নাই। (কারণ, মাইয়্যেতকে তখনই উঠাইয়া লওয়া হইবে।) সে মাত্র যে কয়টি তক্‌বীর তাহার ছুটিয়াছে সেই কয়বার 'আল্লাহু আক্‌বর' বলিয়া সালাম ফিরাইবে। (কিন্তু যদি কেহ চতুর্থ তক্‌বীরও বলার পর সালাম ফিরানের পূর্বে আসে, তবে তৎক্ষণাৎ 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া

সালাম ফিরানের পূর্বেই জমা'আতে দাখিল হইবে এবং ইমামের সালাম ফিরানের পর মাইয়্যেতকে উঠানের পূর্বেই তিনবার 'আল্লাহু আক্‌বর' বলিয়া সালাম ফিরাইবে।)

২৩। **মাসআলা** ঃ যদি কেহ জমা'আতে উপস্থিত ছিল এবং নামায শুরু করার জন্য প্রস্তুতও ছিল, কিন্তু অলসতা বা অন্য কোন কারণে ইমামের সঙ্গে সঙ্গে তক্‌বীর বলিতে পারে নাই, তবে সে দ্বিতীয় তক্‌বীরের এন্তেযার করিবে না, ইমামের দ্বিতীয় তক্‌বীর বলিবার পূর্বেই প্রথম তক্‌বীর বলিয়া জমা'আতে দাখিল হইবে।

২৪। **মাসআলা** ঃ জানাযার নামাযে মছ্‌বুকের যদি এই আশংকা হয় যে, দো'আ পড়িতে গেলে মাইয়্যেতকে উঠাইয়া লওয়া হইবে, তবে সে দো'আ পড়িবে না, শুধু তক্‌বীর বলিয়া সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে।

২৫। **মাসআলা** ঃ অন্যান্য নামাযে লাহেকের যে হুকুম, জানাযার নামাযের লাহেকেরও সেই হুকুম।

২৬। **মাসআলা** ঃ জানাযার নামাযে ইমামতের অধিকার সর্বপ্রথমে মুসলমান বাদশাহ্‌র, তাক্‌ওয়া-পরহেযগারীতে অন্যের চেয়ে কমই হউক না কেন। বাদশাহ্ স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলে, তাঁহার নিযুক্ত 'আমীর' (শাসনকর্তা) তারপর প্রধান বিচারক (ক্বাযীউল ক্বোযাত)। ক্বাযীও যদি উপস্থিত না থাকে, তবে তাঁহার নায়েব ইমামতের অধিকার পাইবেন। বাদশাহ্‌র পক্ষের এইসব ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে অন্যকে ইমাম করা জায়েয নহে, তাঁহাদিগকে ইমাম করা ওয়াজিব।

বাদশাহ্‌র পক্ষের কেহ না থাকিলে ইমামতের হক্ মহল্লার ইমামের। কিন্তু মাইয়্যেতের ওলীদের মধ্যে যদি কেহ মহল্লার ইমাম অপেক্ষা অধিক উপযুক্ত থাকে, তবে মহল্লার ইমামের হক্ হইবে না, ওলীরই হক্ হইবে। ওলী নিজেই নামায পড়াইবে, অথবা সে যাহাকে অনুমতি দিবে সে পড়াইবে।

ওলীর বিনা অনুমতিতে যদি এমন কেহ নামায পড়ায় যাহার ইমামতের হক্ নাই, তবে ওলী পুনরায় নামায পড়িতে পারিবে। এমন কি, যদি কবর দেওয়া হইয়া থাকে, তবুও লাশ না ফাটিয়া থাকিলে কবরের উপরও নামায পড়িতে পারিবে।

২৭। **মাসআলা** ঃ যদি ওলীর বিনা অনুমতিতে এমন কোন লোক নামায পড়ায়, ইমামত করিবার যাহার অধিকার আছে, তবে আবার মাইয়্যেতের ওলী পুনরায় নামায পড়িতে পারে না। এরূপে ওলী যদি তখনকার বাদশাহ্ ইত্যাদির অনুপস্থিতিতে নামায পড়ায়, তবে তৎকালীন বাদশাহ্ ইত্যাদি প্রমুখের নামায দোহ্‌রাইয়া পড়ার এখতিয়ার থাকিবে না, বরং ছহীহ্ এই যে, যদি তৎকালীন বাদশাহ্ ইত্যাদির উপস্থিত থাকাকালীন মাইয়্যেতের ওলী নামায পড়ে তবুও বাদশাহ্ ইত্যাদির পুনরায় নামায পড়ার এখতিয়ার থাকিবে না, যদিও এমতাবস্থায় বাদশাহ্‌কে ইমাম না বানাইলে মাইয়্যেতের ওলীদের উপর ওয়াজিব তরক করার গোনাহ্ হইবে। সারকথা—এক জানাযার নামায কয়েকবার পড়া জায়েয নাই, অবশ্য মাইয়্যেতের ওলীর বিনা অনুমতিতে যদি এমন লোক পড়ায় যাহার নামায পড়াইবার হক নাই, তবে মাইয়্যেতের ওলী পুনরায় নামায পড়িতে পারে।

(**মাসআলা** ঃ বাপ থাকিলে বাপ ওলী হইবে, অন্যথায় ছেলে ওলী হইবে। কয়েক ছেলে থাকিলে বড় ছেলে ওলী হইবে। ছেলে না থাকিলে ভাই ওলী হইবে। কয়েক ভাই থাকিলে

বড় ভাই ওলী হইবে। ভাই না থাকিলে চাচা ওলী হইবে। কয়েক চাচা থকিলে বড় চাচা ওলী হইবে ইত্যাদি।)

মাসআলাঃ ছেলে আলেম এবং বাপ মূর্খ হইলে বাপের উচিত ছেলেকে আগে বাড়াইয়া দেওয়া। এইরূপে ছোট ভাই আলেম, বড় ভাই মূর্খ হইলে বড় ভাই ছোট ভাইকে আগে বাড়াইয়া দেওয়া উচিত।

মাসআলাঃ স্ত্রীর কাফন তাহার স্বামীর যিম্মায় হইবে এবং যদি কেহ ওলী না থাকে, তবে স্বামী নামায পড়াইবে। যদি ওলী, স্বামী কেহই না থাকে, তবে প্রতিবেশীর মধ্যে যে উপযুক্ত হইবে সে-ই নামায পড়াইবে।

মাসআলাঃ কাফন-দাফনের খরচ মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে লইতে হইবে। যদি ত্যাজ্য সম্পত্তিও না থাকে, তবে ওয়ারিশগণ দিবে। যদি ওলী বা ওয়ারিশ কেহ না থাকে তবে কাফন খরচ মুসলমান সমাজকে দিতে হইবে। মৃতের কাফন-দাফন করা ফরয। যদি পার্শ্ববর্তী মুসলমানগণের কাফন-দাফন দেওয়ার মত সঙ্গতি না থাকে, তবে তাহারা চাঁদা করিয়া মৃতের কাফন-দাফন করিবে। (উঠান চাঁদা যদি সব খরচ না হয়, কিছু বাঁচিয়া যায়, তবে তাহা চাঁদাদাতাগণকে ফেরত দিতে হইবে। যদি চাঁদাদাতাগণকে না পাওয়া যায়, তবে উদ্বৃত্ত পয়সা এইরূপ অন্য কোন মিসকীনের কাফন-দাফনে খরচ করিতে হইবে, নতুবা কোন গরীবকে খয়রাত করিয়া দিতে হইবে।) —অনুবাদক

দাফন

১। **মাসআলাঃ** মাইয়্যেতের গোসল, (কাফন) এবং জানাযা যেমন ফরযে কেফায়া, দাফন করাও তেমনই ফরযে কেফায়া।

২, ৩। **মাসআলাঃ** জানাযার নামায শেষ হওয়া মাত্রই জানাযা কবরে লইয়া যাইবে। লইয়া যাওয়ার সুন্নত তরীকা এইঃ যদি ছোট বাচ্চা হয়, তবে একজন লোকে তাহাকে দুই হাতের উপর উঠাইয়া লইবে, তারপর তাহার নিকট হইতে অন্য একজনে নিবে; এইরূপে বদলাইয়া লইয়া যাইবে। আর যদি লাশ বড় হয়, তবে তাহাকে খাটলিতে করিয়া চারিজন তাহার চারি পায়া দুই হাতে ধরিয়া কাঁধে রাখিয়া সসম্মানে লইয়া যাইবে। মৃতকে অন্যান্য বোঝার মত কাঁধে করিয়া নেওয়া অথবা বিনা ওযরে গাড়ী-ঘোড়ায় করিয়া নেওয়া মকরূহ্। অবশ্য যদি কোন ওযর থাকে যেমন, কবরস্তান দূরে হয়, তবে গাড়ী-ঘোড়ায় করিয়া নেওয়া জায়েয।

৪। **মাসআলাঃ** মাইয়্যেতের খাটলি বহন করিবার পরে যাহারা বদলাইয়া বদলাইয়া নিবে তজ্জন্য মোস্তাহাব তরীকা হইল—প্রথমে খাটলির আগের ডান পার্শ্বের পায়া অর্থাৎ, মৃতের ডান হাতের দিকের পায়া) ডান কাঁধের উপর লইয়া অন্ততঃ পক্ষে দশ কদম হাঁটিয়া তারপর ঐ পার্শ্বেরই পাছের পায়া ডান কাঁধে লইয়া অন্ততঃ দশ কদম হাঁটিয়া তারপর বাম পার্শ্বের সামনের পায়া ধরিয়া বাম কাঁধে রাখিয়া অন্ততঃ দশ কদম চলিবে। এইরূপে প্রত্যেকের চেহেল কদমি (চল্লিশ কদম বহন করা) হইয়া যাইবে। (যদি প্রত্যেক পায়ার সহিত চল্লিশ কদম চলে, তবে তাহা আরও উত্তম। হাদীস শরীফে আছেঃ 'মাইয়্যেতকে লইয়া চল্লিশ কদম হাঁটিলে তাহার চল্লিশটি গোনাহ্ মা'ফ হইয়া যাইবে।')

৫। **মাসআলা ঃ** মাইয়্যেতকে দ্রুত কবরস্তানে লইয়া যাওয়া সুন্নত। কিন্তু এইরূপ দ্রুত দৌড়াইবে না যে, লাশ নড়িতে থাকে। (এরূপ দ্রুত দৌড়ান মক্রূহ্।)

৬। **মাসআলা ঃ** জানাযার সঙ্গে যাহারা যাইবে, জানাযা কাঁধ হইতে নামাইয়া রাখার পূর্বে তাহাদের বসা মক্রূহ্। অবশ্য দরকারবশতঃ বসিলে দোষ নাই।

৭। **মাসআলা ঃ** যাহারা জানাযার সঙ্গে যাইতেছে না, কোথাও বসিয়া আছে, জানাযা দেখিয়া তাহাদের দাঁড়াইয়া যাওয়া উচিত নহে।

৮। **মাসআলা ঃ** জানাযার সঙ্গে গমনকারীদের জানাযার পাছে পাছে যাওয়া মোস্তাহাব। কেহ যদি আগে যায়, তাহাও জায়েয আছে। কিন্তু যদি সকলেই আগে যায়, তবে তাহা মকরূহ্। এইরূপে ঘোড়া বা গাড়ীতে আগে আগে যাওয়াও মকরূহ।

৯। **মাসআলা ঃ** জানাযার সঙ্গে পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া মোস্তাহাব, যদি কেহ গাড়ী ঘোড়ায় যায়, তবে সে পিছে পিছে যাইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** (জানাযার সঙ্গে যাওয়াতে অনেক ছওয়াব আছে) যাহারা সঙ্গে যাইবে তাহাদের উচ্চ স্বরে দো'আ কালাম পড়া মকরূহ্ (এবং কবরস্তানে গিয়া হাসি-ঠাট্টা করা বা বাজে কথা বলা মকরূহ্।)

কবরের গভীরতা অন্ততঃপক্ষে লাশের অর্ধেক হওয়া চাই এবং পূর্ণ এক ক্বদের চেয়ে বেশী লম্বা হওয়া উচিত নহে। কবর মাইয়্যেতের ক্বদের পরিমাণ লম্বা হইবে, অনেক বেশী লম্বা হওয়া ঠিক নহে। (যতখানি লম্বা তাহার অর্ধেক চওড়া হওয়া চাই।) বগলি কবর সিন্দুকী কবরের চেয়ে উত্তম। কিন্তু যদি মাটি নরম হয়, বগলি খুঁড়িলে কবর বসিয়া যাওয়ার আশংকা থাকে, তবে বগলি কবর খুঁড়িবে না।

(কবর খুঁড়িবার নিয়ম ঃ প্রথমে দিক সোজা করিয়া উত্তর শিয়রে দৈর্ঘ্যে ৪ হাত, প্রস্থে ১ হাত (পৌনে দুই হাত) এবং ২, ২৷৷০ কিংবা ৩ হাত গভীর একটি গর্ত খুঁড়িবে। তারপর তাহার পশ্চিম পার্শ্বের দেয়ালের ভিতর নীচে ছোট একটি গর্ত খুঁড়িবে, ইহাকে বগলি কবর বলে। আর যদি ঐ গর্তটির মাঝখানে (শোয়াইবার জন্য) ছোট একটি গর্ত খোঁড়া হয়, তবে তাহাকে সিন্দুকী কবর বলে।

১১। **মাসআলা ঃ** যদি মাটি নরম হওয়ায় অথবা অন্য কোন কারণে বগলি কবর খোঁড়া না হয়, তবে মাইয়্যেতকে একটি কাঠ, পাথর বা লোহার সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া সিন্দুকটি মাটির গর্তের মধ্যে দাফন করিয়া দেওয়া জায়েয আছে। কিন্তু যদি এইরূপ সিন্দুকের মধ্যে দাফন করিতে হয়, তবে সিন্দুকের ভিতরে নীচে কিছু মাটি বিছাইয়া দেওয়া (এবং উপরের কাঠখানা ভিতরের দিক দিয়া মাটি দ্বারা লেপিয়া দেওয়া এবং কাঁচা ইট পাওয়া গেলে দুই পার্শ্বে বিছাইয়া দেওয়া অথবা দুই পার্শ্বেও মাটি দ্বারা লেপিয়া দেওয়া) উচিত। (অগ্নি সংস্পর্শে নির্মিত লৌহ ইত্যাদির সিন্দুক দেওয়া মকরূহ্।)

১২। **মাসআলা ঃ** কবর প্রস্তুত হইয়া গেলে মাইয়্যেতকে পশ্চিম দিক দিয়া নামাইবে, তাহার নিয়ম এই যে, মাইয়্যেতের খাটলিকে উত্তর শিয়রে করিয়া কবরের পশ্চিম রোখ হইয়া দাঁড়াইয়া মাইয়্যেতকে হাতের উপর রাখিয়া নামাইবে।

১৩। মাসআলাঃ কবরের মধ্যে যাহারা মাইয়্যেতকে নামাইবে তাহাদের সংখ্যা জোড় বা বেজোড় হওয়া সুন্নত নহে। হযরত নবী আলাইহিস্ সালামকে তাঁহার কবর শরীফে চারিজনে ধরিয়া নামাইয়াছিলেন।

১৪। মাসআলাঃ মাইয়্যেতকে কবরে রাখিবার সময়— بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ○ **অর্থ**—'আল্লাহ্‌র নামের উপর ও রসূলুল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর রাখিতেছি' বলা মোস্তাহাব।

১৫। মাসআলাঃ মাইয়্যেতকে ডান কাতে কেব্‌লামুখী করিয়া শোয়ান সুন্নত। তাহাতে আবশ্যক হইলে মাথা এবং পিঠের নীচে কাঁচা ইট বা মাটি দিয়া দেওয়া যায়।

১৬। মাসআলাঃ মাইয়্যেতকে কবরে রাখিয়া (পায়ের ধারে, মাথার ধারে বা মাঝখানে) কাফন খুলিয়া যাওয়ার ভয়ে যেসব বাঁধন দেওয়া হইয়াছিল তাহা সব খুলিয়া দিবে।

১৭। মাসআলাঃ তারপর কাঁচা ইট অথবা বাঁশ দ্বারা কবরের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। তক্তা বা পাকা ইটের দ্বারা কবরের মুখ বন্ধ করা মকরূহ্। অবশ্য যেখানে মাটি খুব নরম ও কবর বসিয়া যাওয়ার ভয় আছে, পাকা ইট কিংবা সেখানে কাঠের তক্তা রাখিয়া দেওয়া কিংবা সিন্দুকে রাখাও জায়েয। (বগলি কবরের মুখ বন্ধ করিতে কাঁচা ইট অথবা বাঁশ খাড়া করিয়া দিতে হয়। হযরত নবী আলাইহিস্‌সালামের কবর শরীফে ৯ খানা ইট খাড়া করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।)

১৮। মাসআলাঃ মেয়েলোককে কবরে রাখিবার সময় পর্দা করা মোস্তাহাব। (এইরূপে খাটলির উপরও পর্দা করা মোস্তাহাব। যদি শরীর খুলিয়া যাইবার আশংকা থাকে, তবে পর্দা করা ওয়াজিব।)

১৯। মাসআলাঃ পুরুষকে দাফন করিবার সময় পর্দা করিবে না। অবশ্য যদি বৃষ্টি, বরফ বা রৌদ্রের জন্য পর্দা করা হয়, তবে তাহা জায়েয।

২০। মাসআলাঃ মাইয়্যেতকে কবরের মধ্যে রাখার পর ঐ কবর হইতে যত মাটি বাহির হইয়াছে, তাহা সব কবরের উপর দিবে; তাহা ছাড়া অতিরিক্ত মাটি দেওয়া মকরূহ্। কবর বিঘতখানেক উঁচা করিতে যদি অন্য মাটি লাগে, তবে সে পরিমাণ মাটি নেওয়া মকরূহ্ নহে। কিন্তু যদি অন্য মাটির দ্বারা এক বিঘতের চেয়ে অনেক বেশী উঁচা করা হয়, তবে তাহা মকরূহ্। অবশ্য ঐ কবরের মাটিতেই যদি এক বিঘতের চেয়ে সামান্য কিছু উঁচা হইয়া যায় তবে তাহা মকরূহ্ নহে।

২১। মাসআলাঃ দাফন ক্ষেত্রে উপস্থিত সকলেরই তিন তিন মুঠা মাটি দেওয়া মোস্তাহাব, মাটি মাথার দিক হইতে উভয় হাতে দিবে। প্রথম মুঠি দিবার সময় বলিবেঃ

"مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ" (اَللّٰهُمَّ جَافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ ○)

অর্থ—(আল্লাহ্ বলিয়াছেন) 'এই মাটি দ্বারাই আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি।' (হে আল্লাহ্! তাহাকে কবরের চাপ এবং কবরের আযাব হইতে বাঁচাও।)

দ্বিতীয় মুঠা দিবার সময় বলিবেঃ

"وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ" (اَللّٰهُمَّ افْتَحْ اَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوْحِهٖ ○)

অর্থ—(আল্লাহ্ বলিয়াছেন) 'এই মাটির ভিতরেই পুনরায় আমি তোমাদিগকে আনিব।' (হে আল্লাহ্! তাহার রূহের জন্য আসমানের দরজা খুলিয়া দাও।)

তৃতীয় মুঠা দিবার সময় বলিবেঃ

"وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى" (اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ ○)

অর্থ—(আল্লাহ্ বলিয়াছেন) 'এই মাটির ভিতর হইতে পুনরায় আমি তোমাদিগকে বাহির করিব।' (হে আল্লাহ্! তাহাকে তোমার রহ্মতে বেহেশ্তে স্থান দান কর।)

২২। মাসআলাঃ দাফন করার পর কিছুক্ষণ কবরের নিকট অপেক্ষা করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আয়ে মাগ্ফেরাত করা বা কিছু কোরআন পাক পড়িয়া ছওয়াব বখশিয়া দেওয়া মোস্তাহাব। (মাথার দিকে দাঁড়াইয়া সূরা-বাক্বারার শুরুর তিন আয়াত এবং পায়ের দিকে দাঁড়াইয়া শেষের তিন আয়াত পড়া মোস্তাহাব। কবর দেওয়ার পর তলক্বীন করাও ভাল। তল্ক্বীনঃ একজন লোক মৃতকে সম্বোধন করিয়া বলিবেঃ

يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ اُذْكُرْ دِيْنَكَ الَّذِىْ كُنْتَ عَلَيْهِ مِنْ شَهَادَةِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدً رَّسُوْلُ اللهِ وَ اَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَّالنَّارَ حَقٌّ ـ وَّ اَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ وَاَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا وَّبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَّ بِالْمُؤْمِنِيْنَ اِخْوَانًا ○

অর্থ—'হে অমুকের পুত্র অমুক, তুমি তোমার ধর্ম-বিশ্বাস এবং ঈমানকে স্মরণ কর। দুনিয়াতে তুমি বিশ্বাস, স্বীকার এবং প্রকাশ করিয়াছিলে যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ বা উপাস্য নাই, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্র রসূল। বেহেশ্ত দোযখ সত্য, কিয়ামত যে হইবে এবং সকলের যে পুনরায় জীবিত হইয়া হিসাব-নিকাশ দিতে হইবে তাহা সত্য, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সমস্ত কবরবাসীকে আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় জীবিত করিবেন এবং সকলের হিসাব নিবেন। তুমি দুনিয়াতে একমাত্র আল্লাহ্কেই মা'বূদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিলে, অন্য কাহাকেও মা'বূদ বলিয়া গ্রহণ বা স্বীকার কর নাই এবং আল্লাহ্র শেষ নবী মোহাম্মদ (দঃ) কে নবীরূপে পাইয়া সন্তুষ্ট ছিলে এবং তাঁহারই তরীকা অনুযায়ী চলিয়াছিলে। তাঁহার পর অন্য কাহাকেও নবী বলিয়া স্বীকার কর নাই বা অন্য কাহারও তরীকা ধরিয়া চল নাই এবং ইসলামকে ধর্মরূপে পাইয়া সন্তুষ্ট ছিলে। অন্য কোন ধর্মে যে যুক্তি বা সত্য আছে, তাহা বিশ্বাস কর নাই বা ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি ব্যতীত অন্য কোন রীতিনীতিকে পছন্দ কর নাই। অনুসরণের জন্য একমাত্র কোরআনকে তুমি অবলম্বন করিয়াছিলে, একমাত্র কা'বাকে তুমি ক্বেব্লারূপে ধারণ করিয়াছিলে এবং তুমি সব উম্মতে মোহাম্মদীকে ভাইরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে। হে অমুকের পুত্র অমুক! তুমি তোমার এইসব ঈমানের কথা স্মরণ কর। মুনকার-নকীরের সওয়ালের জওয়াব ঠিক ঠিক দাও।' (কবরে না-বালেগের সওয়াল-জওয়াব হইবে না, কাজেই না-বালেগের কোন তল্কীনের দরকার নাই।)

২৩। মাসআলা ঃ মাটি দেওয়ার পর কবরে পানি ছিঁটাইয়া দেওয়া মোস্তাহাব। (পানি মাথার দিক হইতে ছিঁটাইবে।) কিন্তু কবর লেপা মকরূহ্।

২৪। মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তিকে ছোট বা বড় ঘরের মধ্যে কবর দেওয়া নিষেধ। কেননা, ঘরের মধ্যে কবর পাওয়া পয়গম্বরের জন্য খাছ।

২৫। মাসআলাঃ কবরের উপরটা চতুষ্কোণ বানান মকরূহ্। বিঘাতখানেক উঁচা করিয়া উটের পিঠের ন্যায় মাঝখানে উঁচু এবং দুই দিকে ঢালু বানান মোস্তাহাব।

২৬। মাসআলা ঃ কবর এক বিঘত হইতে অনেক উঁচু করা, চুনা সুরকি দিয়া পাকা করা বা লেপা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী।

২৭। মাসআলা ঃ দাফন করার পর কবরের উপর সৌন্দর্য্যের জন্য গুম্বজ বা পাকা ঘর বানান হারাম এবং মযবুতির জন্য পাকা বানান মকরূহ্। এইরূপ স্মরণার্থে কবরের উপর কিছু লিখিয়া রাখার যদি আবশ্যক হয়, তবে তাহা জায়েয, নতুবা জায়েয নহে। কিন্তু এই যুগের সর্বসাধারণ যেহেতু তাহাদের আকীদাহ্ এবং আমল অত্যন্ত খারাব করিয়া ফেলিয়াছে, সে কারণে মোবাহ্ জিনিসও না-জায়েয হইয়া যায়। এজন্য এসব কাজ একেবারেই না-জায়েয হইবে আর তাহারা যে কারণ প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে দর্শায় তাহা সবই নফসের বাহানা, তাহারা নিজেরাও একথা মনে মনে অনুভব করে।

[**মাসআলা ঃ** দাফন করার পর কবরের উপর কোন তাজা ডাল পুঁতিয়া দেওয়া (বা সরিষা বীজ ছিটাইয়া দেওয়া) ভাল—মোস্তাহাব।

[**মাসআলা ঃ** প্রত্যেক শুক্রবারে (শুক্রবারে না পারিলে বৃহস্পতি বা শনিবার) কবরস্তানে গিয়া কবরের কথা, কবর আযাবের কথা এবং দুনিয়ার যিন্দেগীর অসাড়তার কথা চিন্তা করিয়া দিলকে নরম করা এবং মৃত ব্যক্তিদের জন্য কিছু ছওয়াব বখ্‌শিয়া দেওয়া মোস্তাহাব। ছওয়াব বখ্‌শিবার কয়েকটি তরীকা আছে। **১ম তরীকা** এই যে, কিছু পয়সা-কড়ি, ভাত-কাপড় বা ফল-তরকারী কোন অভাবগ্রস্ত মু'মিন লোককে দান করিয়া আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করিবে যে, আয় আল্লাহ্! ইহার ছওয়াব অমুককে পৌঁছাইয়া দিন। **২য় তরীকা** এই যে, ছদ্‌কায়ে জারিয়ার কোন কাজ করিয়া, যথা—ইসলামী মাদ্রাসা, মক্তব, মসজিদ, তালেবে এলেমদের খরচ, মোদার্‌রেসগণের খরচ, দ্বীনি কিতাব ইত্যাদি কাজে কিছু টাকা-পয়সা বা স্থাবর সম্পত্তি দান বা ওয়াক্‌ফ করিয়া আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করা যে, আয় আল্লাহ্! ইহার যা কিছু ছওয়াব হয়, অমুককে পৌঁছাইয়া দিন। অথবা নিজে জীবিতাবস্থায় কিছু স্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ বা ওছীয়ত করিয়া দাও, যাহার আয় সৎকাজে ব্যয় করা হইবে। এই দুই প্রকার দানের ছওয়াব হইবার শর্ত এই যে, নিয়্যতের মধ্যে যেন গোলমাল না হয় অর্থাৎ, লোকের নিকট নাম, যশ বা সুখ্যাতির নিয়্যত হওয়া উচিত নহে। খালেছ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নিয়্যত করিবে, নতুবা ছওয়াবও হইবে না, পৌঁছিবেও না। **৩য় তরীকা** এই যে, কোরআন শরীফের কিছু অংশ খালেছ নিয়্যতে পাঠ করিয়া, যথা, সূরা-ফাতিহা, সূরা-বাক্বারার প্রথম ও শেষ তিন আয়াত, সূরা-এখলাছ তিনবার বা এগার বার, সূরা-আলহাকোমুত্তাকাছোর, সূরা-ইয়াসীন, সূরা-তাবারাকাল্লাযী ইত্যাদি, অথবা পূর্ণ কোরআন শরীফ খালেছ নিয়্যতে পড়িয়া, নফল নামায, রোযা বা হজ্জ করিয়া, দুরূদ শরীফ পড়িয়া, তস্‌বীহ্ তাহ্‌লীল খালেছ নিয়্যতে পড়িয়া সওয়াব বখশিয়া দিবে। তস্‌বীহ্-তাহ্‌লীলের এই পাঁচটি দো'আ ঃ

سُبْحَانَ اللهِ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ـ اَللهُ اَكْبَرُ ـ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ ○

ছওবাব বখ্‌শিবার নিয়ম এই যে, পড়িবার সময় খালেছ নিয়্যতে ভক্তির সহিত পড়িবে। পয়সা-কড়ি বা দুনিয়ার কোন স্বার্থের উদ্দেশ্যে পড়িলে ছওয়াব হইবে না। পড়িবার পর আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করিবে, আয় আল্লাহ্! আমি যাহা কিছু পড়িলাম ইহাতে যাহাকিছু ছওয়াব হইবে তাহা তুমি অনুগ্রহ করিয়া অমুককে পৌঁছাইয়া দাও। **৪র্থ তরীকা** এই, আল্লাহ্‌র কাছে এইরূপ দো'আ করিবে যে, আয় আল্লাহ্! অমুকের গোনাহ্ মাফ করিয়া দাও, আয় আল্লাহ্! অমুককে কবর আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখ, অমুকের আখেরাতের মুশ্‌কিল আসান করিয়া দাও ইত্যাদি।

[কোরআন শরীফ খতমকারীগণ যদি ওজরত (মজুরী বা পারিশ্রমিক) লইয়া পড়ে, তবে তাহাতে ছওয়াব হয় না। এইরূপ আখেরাতের ছওয়াবের যে কোন কাজ হউক না কেন, তাহাতে যদি দুনিয়ার ওজরত লওয়া হয়; তবে তাহাতে ছওয়াব হইবে না। কিন্তু পাঠক যদি খালেছ নিয়্যতে আল্লাহ্র ওয়াস্তে পড়ে— পয়সা বা খাওয়া না পাইলে অসন্তুষ্ট না হয় এবং দাতা খালেছ নিয়্যতে দান করে, তবে দ্বিগুণ ছওয়াব হইবে। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ নিয়্যত দুরুস্ত করা চাই। আল্লাহ্র কালাম বেচিয়া খাওয়ার চেয়ে খারাব কাজ আর নাই। আত্মীয়-স্বজন মারা গেলে শরা-মোতাবেক কিছু ছওয়াব রেছানী না করা অতি অন্যায়। নামের জন্য ধুমধাম করিয়া যিয়াফত করা আরও অন্যায়] —অনুবাদক

শহীদের আহ্কাম

বাহ্যিক দৃষ্টিতে শহীদ যদিও মৃত, কিন্তু সাধারণ মৃতদের যাবতীয় আহ্কাম তাহার মধ্যে চালু হইতে পারে না, তাহার ফযীলতও অনেক বেশী। কাজেই তাহার আহ্কামসমূহ পৃথকভাবে বর্ণনা করাই সমীচীন মনে হইল। হাদীস শরীফে শহীদের অনেক প্রকার উল্লেখ আছে। কোন কোন আলেম শহীদদের যাবতীয় প্রকার উল্লেখ করিয়া পৃথক গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে শহীদ সম্পর্কে যে সব আহ্কাম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য তাহা শুধু ঐ সমস্ত শহীদের জন্য সীমাবদ্ধ, যাহাদের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত শর্তসমূহ পাওয়া যায়।

১। মুসলমান হইতে হইবে। অতএব, অমুসলমানদের প্রতি কোন প্রকারের শাহাদত ছাবেত হইতে পারে না।

২। সজ্ঞান ও বালেগ হইতে হইবে। কাজেই যে পাগল মাতাল ইত্যাদি অবস্থায় কিংবা অপ্রাপ্ত বয়সে মারা যাইবে, তাহাদের প্রতি শাহাদতের যেসব আহ্কাম লিখা হইতেছে তাহা প্রযোজ্য নহে।

৩। গোসলের হাজত হইতে পাক হইতে হইবে। যদি কেহ জানাবতের অবস্থায় কিংবা কোন স্ত্রীলোক হায়েয-নেফাসের অবস্থায় শহীদ হইল তাহার প্রতিও শহীদের ঐ সব আহ্কাম প্রযোজ্য নহে।

৪। বে-গোনাহ্ নিহত হওয়া। যদি কেহ বে-গোনাহ্ নিহত হয় নাই, বরং শরীঅত অনুযায়ী অপরাধের শাস্তি স্বরূপ বধ করা হইয়াছে। অথবা মারা হয় নাই, স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিয়াছে, তবে তাহার প্রতি শহীদের আহ্কাম প্রযোজ্য নহে।

৫। যদি কেহ কোন মুসলমান কিংবা যিম্মীর হাতে মারা যায়, তবে কোন ধারাল অস্ত্র দ্বারা মারা যাওয়াও একটি শর্ত। যদি কোন মুসলমান বা যিম্মীর হাতের ধার বিহীন অস্ত্র দ্বারা মারা যায়, যেমন কোন পাথর ইত্যাদির আঘাতে মারা যায়, তবে তাহার উপর শহীদের আহ্কাম বর্তিবে না, কিন্তু লোহা যে ধরনেরই হউক ধারাল অস্ত্রের শামিল, যদিও তাহাতে ধার না থাকে। আর যদি কেহ হরবী কাফের কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহী বা ডাকাতের হাতে মারা যায়, কিংবা তাহাদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, তখন ধারাল অস্ত্রে নিহত হওয়া শর্ত নহে। এমন কি, উহারা যদি কোন পাথর ছুঁড়িয়া মারে, তাহাতে কোন মুসলমান মারা গেলেও শহীদের হুকুম বর্তিবে। উহাদের নিজ হাতে মারাও শর্ত নহে। উহারা নিহতের কারণস্বরূপ হওয়াই যথেষ্ট। অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা এমন সব কাজ প্রকাশ পাইয়াছে যাহা নিহতের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তবুও

শহীদের হুকুমসমূহ বর্তিবে। যথা—(১) কোন হরবী, যেসব কাফিরদের সহিত মুসলমানের যুদ্ধের বিধান আছে, স্বীয় জন্তুর দ্বারা কোন মুসলমানকে নিষ্পেষিত করিল এবং সে কাফির নিজেও উহার উপর উপবিষ্ট ছিল। (২) কোন মুসলমান একটি জন্তুর উপর উপবিষ্ট ছিল ঐ জন্তুকে কোন হরবী তাড়া করিলে যাহাতে ঐ মুসলমান ঐ জন্তুর উপর হইতে পড়িয়া মারা গেল। (৩) কোন হরবী মুসলমানের বাড়ীতে বা জাহাজে অগ্নিসংযোগ করিল তাহাতে কোন মুসলমান পুড়িয়া মরিল।

৬। ঐ হত্যার সাজাস্বরূপ শরীঅতের পক্ষ হইতে সর্বপ্রথম আর্থিক বিনিময় নির্ধারিত না হওয়া চাই; বরং ক্বেছাছ (খুনের বদলে খুন) ওয়াজিব হওয়া চাই। অতএব, যদি ঐ হত্যার কারণে হত্যাকারীর উপর আর্থিক বিনিময় নির্ধারিত থাকে, তবু ঐ নিহতের উপর শহীদের আহ্‌কাম বর্তিবে না, যদিও অত্যাচারিত ও মযলুম অবস্থায় মারা গিয়া থাকে। যেমন (১) কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে ধারাল অস্ত্র ব্যতীত অন্য ভাবে হত্যা করিল। (২) কোন মুসলমান ভুলে অন্য মুসলমানকে ধারাল অস্ত্র দ্বারা বধ করিল। যেমন কোন জন্তু কিংবা চিহ্নিত বস্তুর উপর আঘাত করিতেছিল, এমন সময় লক্ষ্যচ্যুত হইয়া কোন মুসলমানের শরীরে লাগিয়াছে। (৩) কেহ যুদ্ধক্ষেত্র ব্যতীত কোন স্থানে নিহত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন হত্যাকারীর সন্ধান মিলে নাই, এইসব অস্থায় যেহেতু এই হত্যার বিনিময়ে মাল ওয়াজিব হয়, ক্বেছাছ ওয়াজিব হয় না, কাজেই এখানে শহীদের আহ্‌কাম বর্তিবে না। বিনিময় নির্ধারণের ব্যাপারে প্রথমাবস্থার শর্ত এই জন্য লাগান হইয়াছে যে, যদি প্রথমাবস্থায় ক্বেছাছ নির্ধারিত হয়, কিন্তু কোন প্রতিবন্ধকের কারণে ক্বেছাছ মা'ফ হইয়া তাহার বিনিময়ে মাল ওয়াজিব হয়, তবে সেখানে শহীদের আহ্‌কাম জারি হইবে। যথাঃ কাহাকেও ধারাল অস্ত্র দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে নিহত করা হইল, কিন্তু হত্যাকারী এবং নিহতের ওয়ারিশগণের মধ্যে কিছু অর্থের বিনিময়ে সন্ধি হইয়া গেল, তখন এই অবস্থায় যেহেতু প্রথমে ক্বেছাছ ওয়াজিব হইয়াছিল প্রথমে মাল ওয়াজিব হয় নাই, বরং সন্ধির কারণে ওয়াজিব হইয়াছে, এজন্য এখানে শহীদের আহ্‌কাম বর্তিবে (৪) কোন পিতা নিজের ছেলেকে ধারাল অস্ত্র দ্বারা খুন করিয়াছে এমতাবস্থায় প্রথমতঃ ক্বেছাছই ওয়াজিব হইয়াছিল। প্রথমে মাল ওয়াজিব হয় নাই; কিন্তু পিতার সম্মান এবং মর্যাদার কারণে ক্বেছাছ মা'ফ হইয়া তাহার বিনিময়ে মাল ওয়াজিব হইয়াছে। কাজেই এখানেও শহীদের আহ্‌কাম বর্তিবে।

(৭) আহত হওয়ার পর তাহার দ্বারা আরাম কিংবা জীবন যাপনের কোন কাজ প্রকাশ না পাওয়া চাই। যেমন, খাওয়া, পিয়া, শোয়া, চিকিৎসা ও বেচাকেনা ইত্যাদির এবং এক ওয়াক্ত নামাযের সময় পরিমাণ তাহার জীবন হুঁশ ও জ্ঞান অবস্থায় অতিবাহিত না হওয়া চাই, আর জ্ঞান থাকাকালীন তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া না আনা চাই, অবশ্য যদি জীবজন্তু কর্তৃক পদ-দলিত মথিত হওয়ার ভয়ে উঠাইয়া আনে, তবে কোন দোষ হইবে না। অতএব, যদি কেহ আহত হওয়ার পর বেশী কথাবার্তা বলে, তবে সেও শহীদের আহ্‌কামে দাখিল হইবে না। কেননা, বেশী কথাবার্তা বলা জীবিতদের শান। এরূপে যদি কেহ (মৃত্যুর পূর্বক্ষণে) পার্থিব ব্যাপারে ওছিয়ত করে, তবে শহীদের হুকুম হইতে খারিজ হইয়া যাইবে। দ্বীনের ব্যাপারে হইলে খারিজ হইবে না। যদি কেহ যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হয় এবং তাহার দ্বারা এই সকল বিষয়াদি প্রকাশ পায়, তবে তাহার উপর শহীদের আহ্‌কাম বর্তিবে না, অন্যথায় বর্তিবে। কিন্তু এই ব্যক্তি যদি যুদ্ধে নিহত হয়, কিন্তু যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই, তবে উপরোল্লিখিত পার্থিব কাজগুলি করা সত্ত্বেও সে শহীদ।

১। মাসআলা ঃ যে শহীদের মধ্যে এই সমস্ত শর্ত পাওয়া যাইবে, তাহার একটি হুকুম হইল তাহাকে গোসল দিবে না। তাহার শরীর হইতে তাহার রক্ত মুছিয়া ফেলিবে না। এভাবেই তাহাকে দাফন করিয়া দিবে। দ্বিতীয় হুকুম হইল তাহার পরিহিত কাপড় খুলিয়া ফেলিবে না। অবশ্য তাহার কাপড় যদি সুন্নত পরিমাণ সংখ্যার চেয়ে কম হয়, তবে সুন্নত তরীকার সংখ্যা পূরণ করার জন্য আরও কাপড় বেশী করিয়া দিবে। এইরূপে যদি তাহার সাথে সুন্নত তরীকার চেয়ে বেশী কাপড় হয়, তবে তাহা খুলিয়া ফেলিবে। আর যদি তাহার শরীরে এমন কাপড় থাকে, যাহা কাফন হওয়ার উপযোগী নহে। যেমন, চামড়ার কাপড় ইত্যাদি তবে ঐ সব খুলিয়া লইতে হইবে। অবশ্য যদি চামড়ার কাপড় ছাড়া অন্য কোন কাপড় না থাকে, তবে উহাও খুলিবে না। টুপি, জুতা, অস্ত্র ইত্যাদি সর্বাবস্থায় খুলিয়া লইতে হইবে। বাকী যাবতীয় আহ্‌কাম যাহা অন্যান্য মৃতদের জন্য রাহিয়াছে। যেমন, জানাযার নামায ইত্যাদি, ঐ সব তাহাদের জন্যও জারি হইবে। যদি কোন শহীদের মধ্যে এই সমস্ত শর্তের কোন একটি পাওয়া না যায়, তবে তাহাকে গোসলও দিবে এবং অন্যান্য মৃতের ন্যায় নূতন কাফনও পরাইবে।

জানাযা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মাসআলা

১। মাসআলা ঃ ভুলিয়া যদি মাইয়্যেতকে কবরে কেব্‌লামুখী করিয়া শোয়ান না হয় এবং মাটি দেওয়ার পর স্মরণ হয়, তখন আর কেব্‌লামুখী করিবার জন্য পুনরায় কবর খোলা জায়েয নাই। অবশ্য যদি শুধু বাঁশ, তক্তা দেওয়ার পর স্মরণ হয়, তবে বাঁশ সরাইয়া কেব্‌লামুখী করিয়া দিবে।

২, ৩। মাসআলা ঃ জানাযার সহিত মেয়েলোকের যাওয়া মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। চীৎকার করিয়া ক্রন্দনকারিণী মেয়েলোকের যাওয়া নিষেধ।

৪। মাসআলা ঃ মাইয়্যেতকে কবরে রাখার সময় আযান দেওয়া বেদ'আত।

৫। মাসআলা ঃ জানাযার নামাযের মধ্যে ইমাম যদি চারি তকবীর হইতে বেশী বলে, তবে হানাফী মুক্তাদিগণ ৪র্থ তকবীরের পর বেশী তকবীর বলিবে না; বরং চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। তারপর যখন ইমাম সালাম ফিরায়, তখন মুক্তাদিগণ সেই সঙ্গে সালাম ফিরাইবে। অবশ্য যদি বেশী তকবীর ইমামের মুখ হইতে না শোনে বরং মুকাব্বির হইতে শোনে, তবে মুক্তাদিদের পায়রবী করা উচিত এবং প্রত্যেক তকবীরকে তকবীরে তাহ্‌রীমা মনে করিবে এবং ধারণা করিবে, যে, ইহার পূর্বে মোকাব্বির যেই তকবীর নকল করিয়াছে হয়ত তাহা ভুল, ইমাম এখন তকবীরে তাহ্‌রীমা বলিয়াছেন।

৬। মাসআলা ঃ নৌকায়, ষ্টীমারে বা জাহাজে যদি কোন লোক মারা যায় এবং কিনারা এত তফাৎ যে, তথায় পৌঁছিয়া দাফন করিতে গেলে লাশ পচিয়া দুর্গন্ধময় হইয়া যাইবে, তবে মাইয়্যেতকে নিয়ম মত গোসল দিয়া কাফন পরাইয়া জানাযার নামায পড়িয়া দরিয়ার মধ্যে ছাড়িয়া দিবে। আর যদি কিনারা তত তফাৎ না হয়, তবে লাশ রাখিয়া দিবে এবং যথাসম্ভব শীঘ্র কিনারায় পৌঁছিয়া মাটিতে দাফন করিবে।

৭। মাসআলা ঃ যদি কাহারও জানাযার দো'আ মুখস্থ না থাকে, তবে শুধু اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ বলিয়া দিলেও চলিবে, আর যদি তাহাও বলিতে না পারে, তবে অগত্যা শুধু চারিবার 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া দিলেও জানাযার নামাযের ফরয আদায় হইয়া যাইবে। কারণ, দো'আ দুরূদ পড়া ফরয নহে, সুন্নত।

৮। মাসআলা ঃ কবর দিবার পর আবার কবর খুলিয়া মাইয়্যেতকে বাহির করা দুরুস্ত নহে। অবশ্য যদি কোন বন্দার হক নষ্ট হয়, যেমন যদি অন্যের জমিনে মাটি দেওয়া হয় এবং জমিনওয়ালা ঐ জমিনের পরিমাণ বা তাহার মূল্য লইয়াও ক্ষান্ত না হয়, বা কাহারও মূল্যবান কোন জিনিস যদি কবরে থাকিয়া যায়, তবে কবর খোলা জায়েয হইবে।

৯। মাসআলা ঃ যদি গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয় এবং পেটের মধ্যে বাচ্চা নড়া-চড়া করে, তবে পেট কাটিয়া বাচ্চা বাহির করিতে হইবে। এইরূপে যদি কেহ কাহারও টাকা বা গিনি গিলিয়া মরিয়া যায় এবং টাকাওয়ালা মা'ফ না করে বা মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তিও না থাকে, তবে পেট কাটিয়া টাকা বাহির করিতে হইবে। ত্যাজ্য সম্পত্তি থাকিলে তাহা হইতে পরিশোধ করিবে, পেট কাটিবে না।

১০। মাসআলা ঃ যে স্থানে যাহার মৃত্যু হয় সেই স্থানের কবরস্তানেই তাহাকে মাটি দেওয়া উত্তম, অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া ভাল নহে, যদি ঐ স্থান দুই এক মাইলের বেশী দূরে না হয়। আর যদি তদপেক্ষা অধিক দূরবর্তী হয়, তবে তথায় লইয়া যাওয়া জায়েয নাই (মকরূহ্)। কিন্তু মাটি দিয়া ফেলিলে অন্যত্র লইয়া যাওয়া কোনরূপেই জায়েয নহে।

১১। মাসআলা ঃ গদ্যে বা পদ্যে মৃত ব্যক্তির গুণ প্রকাশ করা বা প্রশংসা করা জায়েয আছে। কিন্তু অতিরঞ্জিত করা বা মিথ্যা প্রশংসা করা জায়েয নহে।

১২। মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির শোকাতুর আত্মীয়দিগকে ছবরের ফযীলত ও সওয়াব বর্ণনা করিয়া সান্ত্বনা দেওয়া এবং মৃতের জন্য নাজাতের এবং তাহার আত্মীয়-স্বজনের জন্য ছবর ও সওয়াবের দো'আ করা জায়েয। শোকাতুরকে সান্ত্বনা দেওয়াকে আরবীতে তা'যিয়াত বলে। তিন দিনের পর তা'যিয়াত করা মাকরূহ্। একবারের পর দ্বিতীয় বার তা'যিয়াত করা মকরূহ্ তানযীহী; কিন্তু যদি আত্মীয়-স্বজন বিদেশ হইতে দেরীতে আসে বা খবর দেরীতে পৌঁছে, তবে মকরূহ্ নহে।

১৩। মাসআলা ঃ নিজের জন্য কাফন প্রস্তুত করিয়া রাখা মকরূহ্ নহে, কিন্তু কবর প্রস্তুত করিয়া রাখা মকরূহ্।

(**মাসআলা ঃ** মৃত ব্যক্তির জন্য বিচ্ছেদ-বেদনায় চোখ দিয়া পানি ফেলা জায়েয আছে, কিন্তু চেঁচাইয়া ক্রন্দন করা, বুকে মাথায় পিটান, জামা কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলা বা মুখে কোন না-জায়েয কথা বলা দুরুস্ত নহে।)

১৪। মাসআলা ঃ মাইয়্যেতের কাফনের উপর কালি ছাড়া শুধু আঙ্গুল দিয়া কপালে لااله الا الله محمد رسول الله এবং সিনায় بسم الله الرحمن الرحيم লিখিয়া দেওয়া দুরুস্ত আছে। কিন্তু ছহীহ্ হাদীসে ইহার কোন প্রমাণ নাই; কাজেই ইহাকে সুন্নত বা মোস্তাহাব ধারণা করা উচিত নহে।

১৫। মাসআলা ঃ কবরের উপর কোন তাজা ডাল রাখিয়া দেওয়া মোস্তাহাব, আর যদি কবরের উপর (বা পার্শ্বে) কোন গাছপালা জন্মে, তবে তাহা কাটিয়া বা মারিয়া ফেলা মকরূহ্। (কিন্তু নিজে নিজে শুকাইয়া বা মরিয়া গেলে কাটিয়া ফেলা মকরূহ্ নহে।)

১৬। মাসআলা ঃ এক কবরে একজনের বেশী মাইয়্যেত দাফন করা উচিত নহে, তবে অত্যন্ত ঠেকাবশতঃ জায়েয আছে। এইরূপ করিতে হইলে মাইয়্যেত যদি শুধু পুরুষ হয়, তবে তাহাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভাল তাহাকে সামনে অর্থাৎ, ক্বেব্‌লার দিকে রাখিতে হইবে এবং যদি পুরুষ, স্ত্রী (ও বালক) মিশ্রিত হয়, তবে প্রথমে (ক্বেব্‌লার দিকে) পুরুষ, (তারপর বালক) তারপর

স্ত্রীলোকগণকে রাখিতে হইবে। (এবং প্রত্যেক দুইজনের মধ্যে মাটি দ্বারা কিছু আড়ালের মত করিয়া দিতে হইবে।)

১৭। মাসআলাঃ পুরুষদের জন্য কবর যেয়ারত করা মোস্তাহাব। যিয়ারত করার অর্থ দেখা-শুনা। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন কবর যিয়ারত করা উচিত। সেই দিন শুক্রবার হওয়াই সবচেয়ে ভাল। বুযুর্গানে দ্বীনের কবর যিয়ারত করার জন্য সফরে যাওয়াও দুরুস্ত আছে, কিন্তু খেলাফে শরা কোন আকীদা বা আমল হওয়া ঠিক নহে। যেরূপ বর্তমানে ওরসের সময় হইয়া থাকে। (যেমন আজকাল অনেকে মাযার যিয়ারত করিতে গিয়া এইরূপ ধারণা করে যে, বুযুর্গ মনের ভেদ জানিতে পারেন বা মনের বাসনা পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন। কেহ বা মাযারকে সজ্‌দা করে, মাযারের উপর ফুল, বাতি বা শিরনি চড়ায়; এইরূপ করিলে মহা পাপ হইবে।)

(**মাসআলাঃ** কোন ব্যক্তির যিম্মায় যদি রোযা, নামায তেলাওয়াতের সজ্‌দা, কসমের কাফ্‌ফারা বা মান্নত বাকী থাকিয়া যায়, জীবিতাবস্থায় পূর্ণ করিতে না পারে, তবে এই সমস্ত ফিদিয়া আদায় করিবার জন্য ওছিয়ত করিয়া যাওয়া তাহার উপর ওয়াজিব। যদি সে ওছিয়ত করিয়া যায়, তবে সেই ওছিয়ত তাহার সম্পূর্ণ ত্যাজ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত খরচ করিয়া পালন করা ওয়ারিসগণের উপর ওয়াজিব। তদপেক্ষা অধিক হইলে অথবা ওছিয়ত করিয়া না গেলে সম্পূর্ণ ফিদিয়া আদায় করিয়া দেওয়া ওয়ারিসগণের জন্য মোস্তাহাব।)

মসজিদ সম্বন্ধীয় কতিপয় মাসআলা

মসজিদের মাসআলা দুই প্রকারঃ ১ম ওয়াক্‌ফ সম্বন্ধীয়। ২য় নামাযের স্থান হওয়া সম্বন্ধীয়। ওয়াক্‌ফ সম্বন্ধীয় মাসায়েল ওয়াক্‌ফের বয়ানের মধ্যে লিখা হইবে। এখানে শুধু নামায কিংবা নামাযের স্থান হওয়া সম্বন্ধীয় কয়েকটি মাসআলা লিখা হইল।

১। মাসআলাঃ (মুছল্লীদের নামায পড়িবার জন্য আসিতে বাধা হয় এরূপভাবে) মসজিদের দরজা বন্ধ করা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। অবশ্য নামাযের সময় ব্যতিরেকে অন্য সময় মাল-আসবাবের হেফাযতের জন্য দরজা বন্ধ করা জায়েয আছে।

২। মাসআলাঃ মসজিদের ভিতর যেরূপ বাহ্য, প্রস্রাব, স্ত্রীসঙ্গম ইত্যাদি করা নিষিদ্ধ; মসজিদের ছাদের উপরও এই সব কাজ করা নিষিদ্ধ।

৩। মাসআলাঃ যে ঘরে নামাযের জায়গা নির্ধারিত আছে, সে জন্য ঐ পুরা ঘরের উপর মসজিদের হুকুম বর্তিবে না।

৪। মাসআলাঃ ওয়াক্‌ফের (বা চাঁদার) টাকা দ্বারা মসজিদের দেওয়ালে কারুকার্য করা জায়েয নহে। যদি কেহ নিজের হালাল টাকা দ্বারা কারুকার্য করিতে চাহে, তবে দোষ নাই; কিন্তু মেহ্‌রাবের এবং পশ্চিম দিকের দেওয়ালে সৌন্দর্য্যের জন্য কারুকার্য করা নিজের হালাল টাকার দ্বারা হইলেও মকরূহ্।

(**মাসআলাঃ** শিশু বা পাগলকে মসজিদে ঢুকিতে দেওয়া নিষেধ।

মাসআলাঃ শোরগোল করা, উচ্চৈঃস্বরে চেঁচান, কবিতা পাঠ করা, দুনিয়াবি দরবার করা, ভিক্ষা করা, হারানো জিনিস তালাশের জন্য এ'লান করা, খাওয়া-দাওয়া করা, গল্প-গুযব করা—ইত্যাদি মসজিদের ভিতর নিষেধ।)

৫। **মাসআলা ঃ** মসজিদের দেওয়ালে বা ছাদে কোরআনের আয়াত বা আল্লাহ্‌র নাম লেখা ভাল নয়।

(**মাসআলা ঃ** বিনা যরুরতে মসজিদের ছাদ পা দিয়া মাড়ান মক্‌রূহ্‌।)

৬। **মাসআলা ঃ** মসজিদের ভিতরে বা মসজিদের দেওয়ালে থুথু বা কাশ ফেলা মক্‌রূহ্‌। যদি নাক ঝাড়ার বা থুথু ফেলার দরকার পড়ে, তবে বাহিরে গিয়া ফেলিয়া আসিবে, অথবা নিজের রুমালে লইয়া মলিয়া ফেলিবে।

(**মাসআলা ঃ** জুতা যদি পাকও হয়, তবুও বাহিরে হাঁটিবার পর জুতা পায়ে দিয়া মসজিদে প্রবেশ করা মক্‌রূহ্‌।)

৭। **মাসআলা ঃ** ওযূ-গোসল বা কুল্লির পানি মসজিদে ফেলা মক্‌রূহ তাহ্‌রীমী।

৮। **মাসআলা ঃ** জানাবাতের অবস্থায় বা হায়েয-নেফাসের অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা হারাম।

(**মাসআলা ঃ** দুর্গন্ধযুক্ত অথবা নাপাক কোন জিনিস লইয়া মসজিদে প্রবেশ করা মক্‌রূহ্‌ তাহ্‌রীমী। যেমন গন্ধক বা কেরোসিন তৈল, পিঁয়াজ, রসুন, তামাক অথবা হুক্কার দুর্গন্ধ ইত্যাদি। নাপাক জিনিস, যথা—বাহ্য, প্রস্রাব বা শুক্রযুক্ত কাপড়, গোবর ইত্যাদিসহ জুতা। গোবর বা নাপাক পানি ইত্যাদি দ্বারা মসজিদ লেপা মক্‌রূহ্‌। মসজিদের ভিতর পেটের বায়ু ছাড়া মক্‌রূহ্‌। যদি বায়ুর বেগ টের পাওয়া যায় তখন বাহিরে গিয়া বায়ু ছাড়িয়া ওযূ করিয়া আসিবে।

৯। **মাসআলা ঃ** মসজিদের ভিতর বেচাকেনা করা মক্‌রূহ্‌ তাহ্‌রীমী। অবশ্য মো'তাকেফের জন্য মসজিদের ভিতরে খাওয়া-দাওয়া এবং শয়ন করা জায়েয আছে। এইরূপে তাহার খরচ চলিবার যোগ্য ক্রয়-বিক্রয়ও মসজিদে থাকিয়া জায়েয আছে, কিন্তু মাল আসবাব মস্‌জিদে আনিতে পারিবে না।

১০। **মাসআলা ঃ** কাহারও পায়ে যদি কাদা থাকে, তবে তাহা মসজিদের দেওয়ালে বা খাম্বায় মোছা জায়েয নহে।

১১। **মাসআলা ঃ** মসজিদের ভিতরে গাছ লাগান মক্‌রূহ্‌। কেননা, ইহা আহ্‌লে কিতাবদের প্রথা। অবশ্য যদি উহাতে মসজিদের কোন উপকার হয়, তবে জায়েয। যেমন, মসজিদের মাটি অত্যন্ত সেঁতসেতে দেওয়াল ধসিয়া পড়ার আশংকা রাহিয়াছে, এমতাবস্থায় যদি গাছ লাগান যায়, তবে গাছ ঐ আর্দ্রতা টানিয়া লইবে।

১২। **মাসআলা ঃ** মসজিদকে রাস্তা বানান জায়েয নহে। যদি কোন সময় একান্ত প্রয়োজন হয়, তবে জায়েয আছে।

১৩। **মাসআলা ঃ** মসজিদের মধ্যে বসিয়া শিল্প বা ব্যবসায়ের কোন কাজ করা জায়েয নহে। কেননা, মসজিদ নির্মিত হয় দ্বীনের কাজের জন্য, বিশেষতঃ নামাযের জন্য নির্মিত হয়। অতএব, তথায় দুনিয়ার কাজ হওয়া ঠিক নহে। এমন কি যদি কোন লোক কোরআন শরীফও বেতন লইয়া পড়ায়, তাহারও মসজিদে বসিয়া পড়ান উচিত নহে। কারণ, ইহাও এক প্রকার দুনিয়ার পেশা। অবশ্য যদি মসজিদ পাহারা দেওয়ার দরকার পড়ে এবং কেহ পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে বসে এবং ঐ অবস্থায় নামাযীদের কোন ক্ষতি না করিয়া কিছু রোযগারের কাজও করে, যেমন সেলাইর কাজ ইত্যাদি করে, তবে তাহা দুরুস্ত হইবে।

আরও কতিপয় বিভিন্ন মাসআলা

[২য় খণ্ডের যমীমা—পরিশিষ্ট]

১। **মাসআলা ঃ** মানুষের শরীর হইতে চুল, দাড়ি, গোঁফ বা অন্য পশম গোড়াশুদ্ধ উপ্‌ড়াইলে উহার গোড়ার চর্বি নাপাক। —শামী

২। **মাসআলা ঃ** যে স্থানে ঈদের নামায ওয়াজিব, সে স্থানে স্ত্রী-পুরুষ সকলের জন্য ফজরের পর ঈদের নামায না হওয়া পর্যন্ত নফল নামায পড়া মক্‌রূহ্।

৩। **মাসআলা** জানাবাতের হালাতে নখ, চুল কাটা বা নাভীর নীচের হাজামত হওয়া মক্‌রূহ্। —আলমগীরী

৪। **মাসআলা ঃ** না-বালেগ অবস্থায় ছেলে-মেয়েরা যে সব নামায পড়ে বা অন্য কোন এবাদত করে, তাহার সওয়াব তাহারা এবং তাহাদের পিতা-মাতা, ওস্তাদ বা অন্য কোন মুরব্বী যাহারা শিক্ষা দিবেন তাঁহারও পাইবেন।

৫। **মাসআলা ঃ** যে যে সময় নামায পড়া নিষেধ (যেমন, সূর্যোদয়, সূর্য অস্ত এবং ঠিক দ্বিপ্রহর) সেই সময় যদি কেহ আল্লাহ্‌র এবাদত করিতে চায়, তবে দুরূদ শরীফ ও কোরআন শরীফ তেলাওয়াত বা আল্লাহ্‌র যিক্‌র করিতে পারে।

৬। **মাসআলা ঃ** নামাযে যদি একটি লম্বা সূরার প্রথম ভাগ প্রথম রাকা'আতে এবং শেষভাগ দ্বিতীয় রাকা'আতে পড়ে, তবে তাহা মক্‌রূহ্ নহে, দুরুস্ত আছে। এইরূপে যদি প্রথম রাকা'আতে কোন একটি লম্বা সূরার প্রথম হইতে বা মাঝখান হইতে কয়েক আয়াত পড়ে এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে অন্য একটি সূরার প্রথম হইতে বা মাঝখান হইতে কয়েক আয়াত পড়ে অথবা অন্য একটি ছোট সূরা পুরা পড়ে, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে; কিন্তু এইরূপ অভ্যাস করা এবং সব সময় এইরূপ করা ভাল নয়—খেলাফে আওলা। প্রত্যেক রাকা'আতে পূর্ণ একটি সূরা পড়াই উত্তম।

৭। **মাসআলা ঃ** তারাবীহ্‌র মধ্যে কোরআন খতম করিবার সময় হাফেয ছাহেব যদি কোন আয়াত ভুলে ছাড়িয়া গিয়া থাকেন, তবে যতটুকু পরিমাণ ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাহা ত পড়িতে হইবেই (নতুবা কোরআন খতমের সওয়াব পূর্ণ হইবে না, অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে) অধিকন্তু তাহার পরে যে পরিমাণ পড়িয়াছিল, তাহাও পুনরায় পড়া মোস্তাহাব। কেননা, এমতাবস্থায় কোরআনের তরতীব ঠিক থাকে না; কিন্তু যদি বেশী পরিমাণ দোহ্‌রাইতে কষ্ট হয় বলিয়া শুধু যে পরিমাণ রহিয়া গিয়াছে তাহা দোহ্‌রাইয়া লয়, তবে তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই।

৮। **মাসআলা ঃ** মৃত্যুর সময় কপালে ঘাম বাহির হওয়া, চক্ষু দিয়া পানি বাহির হওয়া এবং নাকের ছিদ্র প্রশস্ত হইয়া যাওয়া ভাল আলামত। শুধু কপালে ঘাম বাহির হওয়াও মৃত্যুর ভাল আলামত।

৯। **মাসআলা ঃ** রাস্তা দিয়া হাঁটিবার সময় যে কাদা, যে পানির ছিটা কাপড়ে লাগে যদি তাহাতে কোন নাপাক বস্তু দেখা না যায়, তবে তাহা মা'ফ, উহা লইয়া নামায পড়িলেও নামায হইয়া যাইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** ব্যবহৃত পানি নাপাক নহে এবং তাহার দুই চারি ফোঁটা কাপড়ে বা পানিতে পড়িলে তাহাও নাপাক হইবে না বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা ওযূ গোসল না-জায়েয এবং তাহা পান করা অথবা খাওয়ার জিনিসে ব্যবহার করা মকরূহ্; কিন্তু পানির অভাবে যদি কোন নাপাক কাপড় ইত্যাদি উহা দ্বারা ধোয়া হয়, তবে তাহা পাক হইয়া যাইবে।

ব্যবহৃত পানির অর্থ এই যে, যাহার ওযূ ছিল না সে ওযূ করিয়াছে, অথবা যাহার উপর গোছল ফরয ছিল সে গোছল করিয়াছে অথবা ওযূ থাকা সত্ত্বেও সওয়াবের নিয়তে পুনরায় ওযূ করিয়াছে, অথবা গোছল ফরয ছিল না, তবুও জুমু'আ বা ঈদের জন্য সওয়াবের নিয়তে গোছল করিয়াছে। এইরূপ ওযূ বা গোছলে যে পানি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাকে ব্যবহৃত পানি বলে। এইরূপ পানির কথাই উপরে বলা হইয়াছে, নতুবা গোছলের সময় যদি শরীরে কোন নাপাক বস্তু থাকিয়া থাকে বা তাহা দ্বারা অন্য কোন নাপাক বস্তু ধুইয়া থাকে, তবে সেই ধৌত করা পানি নিশ্চয়ই নাপাক, তাহা খাওয়া-দাওয়ায় ব্যবহার করা হারাম।

হায়েয ও এস্তেহাযা

১। **মাসআলা ঃ** মেয়ে বালেগ হইলে প্রত্যেক মাসে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে পেশাবের রাস্তা দিয়া যে রক্তস্রাব হইয়া থাকে, তাহাকে হায়েয বা ঋতু বলে।

২। **মাসআলা ঃ** হায়েযের মুদ্দত কমপক্ষে তিন দিন তিন রাত; ঊর্ধ্ব সংখ্যায় দশ দিন দশ রাত। অতএব, যদি তিন দিন তিন রাত অর্থাৎ, ৭২ ঘণ্টার চেয়ে কম রক্তস্রাব হয়, তবে তাহা হায়েয বলিয়া গণ্য হইবে না, উহাকে এস্তেহাযা বলা হইবে। (ইহাতে নামায, রোযা ত্যাগ করিতে পারিবে না।) এইরূপে যদি দশ দিন দশ রাতের চেয়ে অর্থাৎ ২৪০ ঘণ্টার বেশী রক্তস্রাব হয়, তবে অতিরিক্ত রক্তস্রাবকে হায়েয বলা যাইবে না, উহাকে এস্তেহাযা বলা হইবে। (ঐ সময়ে গোছল করিয়া নামায পড়িতে হইবে এবং রোযার মাস হইলে রোযা রাখিতে হইবে।)

৩। **মাসআলা ঃ** যদি ৩ দিন ৩ রাত হইতে সামান্যও কম হয়, তবুও হায়েয হইবে না। যেমন শুক্রবার সূর্যোদয়ের সময় শুরু হইয়াছে এবং সোমবার সূর্য উদয়ের সামান্য পূর্বে বন্ধ হইয়াছে। ইহা হায়েয না; এস্তেহাযা।

৪। **মাসআলা ঃ** হায়েযের মুদ্দতের ভিতর লাল, হল্‌দে, সবুজ, কালো, মেটে যে কোন রং দেখা যাউক না কেন, হায়েযের রক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। যখন সম্পূর্ণ সাদা রং দেখা দিবে, তখন বুঝিতে হইবে যে, হায়েয বন্ধ হইয়াছে।

৫। **মাসআলা ঃ** নয় বৎসরের আগে মেয়েদের হায়েয আসে না। অতএব, যদি কোন ছোট মেয়ের নয় বৎসরের কম বয়সে রক্তস্রাব দেখা দেয় তবে উহা হায়েয হইবে না, উহা এস্তেহাযা হইবে। এইরূপে পঞ্চান্ন বৎসরের পরে সাধারণতঃ মেয়েদের হায়েয আসে না, কিন্তু যদি কোন মেয়েলোকের পঞ্চান্ন বৎসরের পরেও রক্তস্রাব দেখা দেয় এবং রক্তের রং লাল কালো হয়, তবে উহাকে হায়েযই ধরিতে হইবে। আর যদি হল্‌দে, সবুজ বা মেটে রংয়ের হয়, তবে হায়েয হইবে না, এস্তেহাযা হইবে। অবশ্য যদি ঐ মেয়েলোকটির উহার পূর্বেও হল্‌দে, সবুজ বা মেটে রংয়ের স্রাব হওয়ার অভ্যাস থাকিয়া থাকে, তবে তাহা ৫৫ বৎসরের পরেও হায়েয ধরিতে হইবে। আর যদি অভ্যাসের বিপরীত হয়, তবে হায়েয হইবে না বরং এস্তেহাযা হইবে।

৬। **মাসআলা**ঃ যে মেয়েলোকের হামেশা তিন বা চারি দিন হায়েয আসার অভ্যাস ছিল, তাহার যদি কোন মাসে রক্ত বেশী আসে, কিন্তু দশ দিনের বেশী না হয়, সব কয় দিনকেই হায়েয গণ্য করিতেই হইবে, কিন্তু দশ দিন দশ রাতের চেয়ে বেশী আসিলে পূর্ব অভ্যাসের কয় দিন হায়েয হইবে, বাকী কয় দিন এস্তেহাযা। যেমন, হয়ত কোন মেয়েলোকের বরাবর তিন দিন স্রাব হওয়ার অভ্যাস ছিল, হঠাৎ এক মাসে তাহার নয় দিন দশ রাত্রের চেয়ে এক মুহূর্তও বেশী রক্ত দেখা গিয়া থাকে, তবে তাহার তিন দিন তিন রাতের রক্তকে হায়েয গণ্য করিতে হইবে, অতিরিক্ত দিনগুলির রক্তকে এস্তেহাযা বলিতে হইবে এবং ঐ দিনগুলির নামায ক্বাযা ওয়াজিব হইবে।

৭। **মাসআলা**ঃ একজন মেয়েলোকের হায়েযের কোন নিয়ম ছিল না। কোন মাসে চারি দিন, কোন মাসে সাত দিন, কোন মাসে দশ দিনও হইত। ইহা সব হায়েয, কিন্তু হঠাৎ এক মাসে দশ দিন দশ রাতের চেয়ে বেশী স্রাব দেখা গেল, এখন দেখিতে হইবে, ইহার পূর্বের মাসে কয় দিন রক্ত আসিয়াছিল, এই মাসেও সেই কয় দিন হায়েয হইবে, বাকী দিনগুলি এস্তেহাযা হইবে।

৮। **মাসআলা**ঃ একজন মেয়েলোকের হামেশা প্রত্যেক মাসে চারি দিন স্রাব হইত; কিন্তু হঠাৎ এক মাসে পাঁচ দিন স্রাব দেখা গেল এবং তার পরের মাসে পনর দিন স্রাব হইল। অতএব, যে মাসে পনর দিন স্রাব দেখা গিয়াছে সেই মাসের পূর্বের মাসে পাঁচ দিন স্রাব হইয়াছে। এই পনর দিনের মধ্যে হইতে সেই হিসাবে পাঁচ দিনকে হায়েয গণ্য করিতে হইবে; অবশিষ্ট দশ দিন এস্তেহাযায় গণ্য হইবে। পূর্বেকার অভ্যাস ধর্তব্য নহে। মনে করিতে হইবে যে, অভ্যাস পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে এবং পাঁচ দিনের অভ্যাস হইয়াছে। এমতাবস্থায় দশ দিন দশ রাত পার হওয়ার পর গোছল করিয়া নামায শুরু করিবে এবং গত পাঁচ দিনের নামায ক্বাযা পড়িবে।

৯। **মাসআলা**ঃ মেয়েলোকদের হায়েয নেফাসের মাসআলা মাসায়েল ভালমত বুঝিয়া লওয়া একান্ত দরকার। অনেকেই লজ্জায় কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করে না। ভাল আলেমের নিকট এসব মাসআলা জানিয়া লওয়া কর্তব্য। মেয়েলোকদের জন্য কোন্ মাসে কত দিন রক্তস্রাব দেখা দিল, তাহা স্মরণ রাখাও একান্ত দরকার। কারণ, পরবর্তী মাসের হুকুম অনেক সময় পূর্ববর্তী মাসের ঘটনার উপর নির্ভর করে। যেমন, যদি কোন মেয়েলোকের কোন মাসে দশ দিনের চেয়ে বেশী রক্তস্রাব দেখা যায়, আর তার পূর্বের মাসের কথা স্মরণ না থাকে এবং পূর্বের অভ্যাসও স্মরণ না থাকে, তবে এই মাসআলা এত কঠিন হইয়া যায় যে, সাধারণ লোক ত দূরের কথা অনেক আলেমও তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এই জন্যই এইরূপ ভুলকারিণীর মাসআলা এখানে লিখা হইল না। চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে ভুল না হয়। ভুল হইয়া গেলে উপযুক্ত আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে।

১০। **মাসআলা**ঃ একটি মেয়ে প্রথম প্রথম ঋতুস্রাব দেখিল। ইহার পূর্বে আর তার ঋতুস্রাব অর্থাৎ ঋতু হয় নাই। অতএব, যদি দশ দিন বা তার চেয়ে কম স্রাব হয়, তবে যে কয় দিন স্রাব হইবে, সব দিনই তাহার হায়েযের মধ্যে গণ্য হইবে। আর যদি দশ দিন দশ রাতের চেয়ে বেশী স্রাব হয়, তবে দশ দিন দশ রাত পুরা হায়েযের মধ্যে গণ্য হইয়া অবশিষ্ট যে কয় দিন বা ঘণ্টা বেশী হয়, তাহা এস্তেহাযার মধ্যে গণ্য হইবে। (সুতরাং এই মেয়ের দশ দিন দশ রাত পূর্ণ হওয়া মাত্র গোছল করিতে হইবে এবং নামায পড়িতে হইবে।)

১১। **মাসআলা**ঃ যদি কোন মেয়েলোকের প্রথমবারেই রক্তস্রাব আরম্ভ হইয়া আর বন্ধ না হয়, একাদিক্রমে কয়েক মাস যাবৎ জারী থাকে, তবে তাহার যে দিন হইতে রক্তস্রাব আরম্ভ

হইয়াছে সেইদিন হইতে দশ দিন দশ রাত হায়েয ধরিতে হইবে এবং পরের বিশ দিন এস্তেহাযা ধরিতে হইবে। এইরূপে প্রত্যেক মাসে তাহার দশ দিন হায়েয, বিশ দিন এস্তেহাযা হিসাব করিতে হইবে।

১২। মাসআলা ঃ দুই হায়েযের মাঝখানে পাক থাকার মুদ্দৎ কমের পক্ষে পনর দিন, আর বেশীর কোন সীমা নাই। অতএব, যদি কোন মেয়েলোকের কোন কারণবশতঃ কয়েক মাস যাবৎ হায়েয বন্ধ থাকে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ঋতুস্রাব না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে পাক থাকিবে।

১৩। মাসআলা ঃ যদি কোন মেয়েলোকের তিন দিন তিন রাত রক্ত দেখা যায়, তারপর ১৫ দিন পাক থাকে ; আবার তিন দিন তিন রাত রক্ত দেখে, তবে আগেকার তিন দিন তিন রাত এবং পনর দিনের পর তিন দিন তিন রাত হায়েয ধরিবে। আর মধ্যকার দিন পাক থাকার সময়।

১৪। মাসআলা ঃ যদি কোন মেয়েলোক এক দিন বা দুই দিন ঋতুস্রাব দেখিয়া পনর দিন পাক থাকে এবং আবার এক দিন বা দুই দিন রক্ত দেখে, তবে সে যে পনর দিন পাক রহিয়াছে তাহা তো পবিত্রতারই সময়, আর এদিক-ওদিক যে কয়দিন রক্ত দেখিয়াছে, উহাও হায়েয নহে বরং এস্তেহাযা।

১৫। মাসআলা ঃ এক দিন, দুই দিন বা কয়েক দিন ঋতুস্রাব দেখা দিয়া যদি কয়েক দিন—পাঁচ দিন, সাত দিন বা দশ দিন, পনর দিনের কম রক্ত বন্ধ থাকিয়া আবার রক্ত দেখা দেয়, তবে মাঝের রক্তের বন্ধের দিনগুলিকে পাক ধরা যাইবে না, সে দিনগুলিকেও স্রাবেরই দিন ধরিতে হইবে। অতএব, যে কয় দিন হায়েযের নিয়ম ছিল, সেই কয় দিনকে হায়েয ধরিয়া বাকী দিনগুলিকে এস্তেহাযা ধরিতে হইবে। যেমন, একটি মেয়েলোকের নিয়ম ছিল, চাঁদের পহেলা, দোস্‌রা এবং তেস্‌রা এই তিন দিন তাহার হায়েয আসিত। তারপর একমাসে এমন হইল যে, পহেলা তারিখে স্রাব দেখা দিয়া চৌদ্দ দিন রক্ত বন্ধ থাকিল, ষোল তারিখে আবার রক্ত দেখা দিল, এইরূপ অবস্থা হইলে মনে করিতে হইবে যেন, ষোল দিনই রক্তস্রাব অনবরত জারী রহিয়াছে। এই ষোল দিনের মধ্য হইতে প্রথম তিন দিনকে হায়েয ধরিয়া বাকী তের দিনকে এস্তেহাযা ধরিতে হইবে। (অতএব, প্রথম তারিখে রক্ত দেখা দিলে নামায পড়া বন্ধ করিতে হইবে। পরে যখন দুই এক দিন পর রক্ত বন্ধ হইল, তখন গোছল করিয়া নামায পড়া আরম্ভ করিতে হইবে এবং ঐ এক দুই দিনের নামায ক্বাযা পড়িতে হইবে। পরে যখন আবার ষোল তারিখে রক্ত দেখা দিল এবং সাব্যস্ত হইয়া গেল যে, প্রথমের তিন দিন হায়েয ছিল, পরের তের দিন এস্তেহাযা ছিল, তখন জানা গেল যে, প্রথম তিন দিন নামায মা'ফ ছিল, সেই কয় দিনের নামাযের ক্বাযা পড়ার দরকার নাই। তার পরের নামাযগুলি যদি গোছল করিয়া পড়িয়া থাকে, তবে নামায হইয়া গিয়াছে। আর যদি গোছল না করিয়া থাকে, তবে সেই কয় দিনের নামায ক্বাযা পড়িতে হইবে। পরে যখন ষোল তারিখে রক্ত দেখা দিয়াছে, তখন রক্ত দেখা সত্ত্বেও গোছল করিয়া নাময পড়িতে হইবে। কারণ উহা হায়েযের রক্ত নহে—এস্তেহাযার রক্ত, এই মেয়েলোকটির যদি ৪/৫/৬ তারিখে (এই তিন দিন) হায়েয আসার নিয়ম ছিল, তবে ৪/৫/৬ এই তিন দিন তাহার হায়েযের মধ্যে গণ্য হইবে। (যদিও এই তিন দিন রক্ত না দেখা গিয়া থাকে) আর প্রথম তিন দিন এবং পরে ১০ দিন এস্তেহাযা ধরিবে। আর যদি কোনই নিয়ম না থাকিয়া থাকে বরং প্রথম বারেই এইরূপ হইয়া থাকে, তবে প্রথম দশ দিনকে হায়েয এবং পরের ছয় দিনকে এস্তেহাযা ধরা হইবে।

১৬। মাসআলা ঃ গর্ভাবস্থায় যদি কোন কারণবশতঃ রক্তস্রাব দেখা দেয়, তবে সেই রক্তকে হায়েয বলা যাইবে না, যে কয়েক দিনই হউক উহা এস্তেহাযা।

১৭। মাসআলা ঃ প্রসবের সময় বাচ্চা পয়দা হইবার পূর্বে যদি রক্তস্রাব হয় উহাকে এস্তেহাযা বলা হইবে। এমন কি যতক্ষণ পর্যন্ত বাচ্চার বেশী অর্ধেক বাহিরে না আসিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যে রক্ত দেখা দিবে, তাহাকে এস্তোহাযাই বলিতে হইবে।

হায়েযের আহ্কাম

১। মাসআলা ঃ হায়েযের মুদ্দতের মধ্যে ফরয, নফল কোন রকম নামায পড়া দুরুস্ত নহে এবং রোযা রাখাও দুরুস্ত নহে। শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, হায়েযের মুদ্দতের মধ্যে যত ওয়াক্ত নামায আসে সব মা'ফ হইয়া যায়, তাহার আর ক্বাযাও করিতে হয় না। কিন্তু যে কয়টি রোযা ছুটিয়া যায়, পরে তাহার ক্বাযা করিতে হয়।

২। মাসআলা ঃ তবে ওয়াক্তের ফরয নামাযের মধ্যেই যদি হায়েয আসিয়া পড়ে, ঐ নামায মা'ফ হইয়া যাইবে। পাক হওয়ার পর ক্বাযা করিতে হইবে না। অবশ্য যদি নফল বা সুন্নত নামাযের মধ্যে হায়েয আসে, তবে সে নামাযের পুনরায় ক্বাযা পড়িতে হইবে। এইরূপে রোযার মধ্যে যদি হায়েয আসে, এমন কি যদি মাত্র সামান্য বেলা থাকিতেও হায়েয আসে, তবুও সে রোযার ক্বাযা করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থা হইলে নফল রোযারও ক্বাযা করিতে হইবে।

৩। মাসআলা ঃ ওয়াক্তের নামায এখনও পড়ে নাই, কিন্তু নামায পড়িবার মত ওয়াক্ত এখনও আছে, এমন সময় যদি হায়েয দেখা যায়, তবে ঐ ওয়াক্তের নামায মা'ফ হইয়া যাইবে।

৪। মাসআলা ঃ হায়েযের মুদ্দতের মধ্যে স্ত্রীসঙ্গম জায়েয নহে; কিন্তু এক সঙ্গে খাওয়া, বসা, পাক করা, এক বিছানায় শয়ন (চুম্বন ও আলিঙ্গন করা) জায়েয আছে। (হায়েয অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম করিলে যে পাপ হয়, তাহা হইবে আত্মরক্ষা করিবার মত সংযম যদি স্বামীর না থাকে, তবে তাহার চুম্বন ও আলিঙ্গন করাও উচিত নহে।)

৫। মাসআলা ঃ একজন মেয়েলোকের পাঁচ দিন বা নয় দিন হায়েয থাকার নিয়ম ছিল। নিয়ম মত ঋতুস্রাব হইয়া রক্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রক্ত বন্ধ হওয়া মাত্রই তাহার উপর গোছল করা ফরয হইবে। গোছল করার পূর্বে সহবাস জায়েয হইবে না। অবশ্য যদি কোন কারণবশতঃ গোছল করিতে না পারে এবং এত পরিমাণ সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহাতে এক ওয়াক্ত নামাযের ক্বাযা তাহার যিম্মায় ফরয হইয়া পড়ে, তখন সহবাস জায়েয হইবে, ইহার পূর্বে নহে।

৬। মাসআলা ঃ যে মেয়েলোকের পাঁচদিন হায়েয আসার নিয়ম আছে, তাহার যদি এক মাসে চারি দিন রক্ত দেখা দিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তবে রক্ত বন্ধ হওয়া মাত্র গোছল করিয়া নামায পড়া ওয়াজিব। কিন্তু পাঁচ দিন পুরা না হওয়া পর্যন্ত সহবাস করা জায়েয হইবে না। কেননা, হয়ত আবার রক্ত দেখা দিতে পারে।

৭। মাসআলা ঃ যদি দশ দিন পুরা ঋতুস্রাব হইয়া হায়েয বন্ধ হয়, তবে গোছলের পূর্বেও সহবাস করা জায়েয হইবে।

৮। মাসআলা ঃ যদি এক দিন বা দুই দিন রক্ত দেখা দিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তবে গোছল করা ফরয নহে, ওযূ করিয়া নামায পড়িবে, কিন্তু সহবাস করা জায়েয হইবে না। তারপর যদি পনর দিন পাক থাকার আগে আবার রক্ত দেখা দেয়, তবে বুঝা যাইবে যে, উহা হায়েযের রক্ত ছিল।

অতএব, হায়েযের কয়দিন বাদ দিয়া এখন গোছল করিয়া নামায পড়িবে। আর যদি পুরা পনর দিন পাক থাকিয়া থাকে, তবে বুঝা যাইবে যে, উহা এস্তেহাযার রক্ত ছিল। অতএব, এক দিন বা দুই দিন রক্ত দেখার কারণে যে কয় ওয়াক্ত নামায পড়ে নাই, তাহার ক্বাযা পড়িতে হইবে।

৯। মাসআলা ঃ কোন মেয়েলোকের তিন দিন হায়েয আসার নিয়ম ছিল। এক মাসে তাহার এইরূপ অবস্থা হইলে যে, তিন দিন পুরা হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও রক্ত বন্ধ হইল না। এইরূপ অবস্থা হইলে তাহার তখন গোছলও করিতে হইবে না, নামাযও পড়িতে পারিবে না। যদি পুরা দশ দিনের মাথায়, অথবা তার চেয়ে কমে রক্ত বন্ধ হয়, তবে এইসব কয় দিনের নামায মা'ফ থাকিবে, ক্বাযা পড়িতে হইবে না। মনে করিতে হইবে যে, নিয়মের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। অতএব, এই কয় দিনই হায়েযের মধ্যে গণ্য হইবে। আর যদি দশ দিনের পরও রক্ত জারী থাকে, তবে এখন বুঝা যাইবে যে, হায়েয মাত্র তিন দিন ছিল, বাকী সব এস্তেহাযা ছিল। অতএব দশ দিন শেষ হওয়ার পর গোছল করিবে এবং রক্ত জারী থাকা সত্ত্বেও নামায পড়িবে এবং গত সাত দিনের নামায ক্বাযা পড়িতে হইবে।

১০। মাসআলা ঃ যদি দশ দিনের কম হায়েয হয় এবং এমন সময় রক্ত বন্ধ হয় যে, নামাযের ওয়াক্ত প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, যদি তৎক্ষণাৎ খুব তাড়াতাড়ি গোছল করে, তবে এতটুকু সময় পাইতে পারে যে, নিয়্যত করিয়া শুধু "আল্লাহু আকবর" বলিয়া তাহ্‌রীমা বাঁধিয়া দাঁড়াইতে পারে, এর চেয়ে বেশী সময় নাই, তবে ঐ ওয়াক্তের নামায তাহার উপর ওয়াজিব এবং ক্বাযা পড়িতে হইবে। আর যদি এতটুকু সময়ও না পায় যে, গোছল করিয়া তাহ্‌রীমা বাঁধিতে পারে, তবে ঐ ওয়াক্তের নামায মা'ফ হইয়া যাইবে, ক্বাযা পড়িতে হইবে না।

১১। মাসআলা ঃ আর যদি পূর্ণ দশ দিনে হায়েযের রক্ত বন্ধ হয় এবং এমন সময় রক্ত বন্ধ হয় যে, গোছল করার সময় নাই, মাত্র একবার "আল্লাহু আকবর" বলার সময় আছে, তবুও ঐ ওয়াক্তের ক্বাযা পড়িতে হইবে।

১২। মাসআলা ঃ রমযান শরীফে দিনের বেলায় যদি হায়েযের রক্ত বন্ধ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ গোছল করিবে এবং নামাযের ওয়াক্ত হইলে নামায পড়িবে এবং যদিও এই দিনের রোযা তাহার হইবে না কিন্তু অবশিষ্ট দিনে তাহার জন্য কিছুই খাওয়া-পেওয়া দুরুস্ত হইবে না, অন্যান্য রোযাদারের মত তাহারও এফ্‌তারের সময় পর্যন্ত না খাইয়া থাকা ওয়াজিব হইবে। পরে কিন্তু এই দিনেরও ক্বাযা রোযা রাখিতে হইবে।

১৩। মাসআলা ঃ যদি পূর্ণ দশ দিন হায়েয আসার পর রাত্রে পাক হয়, তবে যদি এতটুকু রাত বাকী থাকে যে, তাহাতে একবার "আল্লাহু আকবরও" বলিতে পারে না, তবুও সকালে রোযা ওয়াজিব হইবে। আর যদি দশ দিনের কম হায়েয আসে এবং এতটুকু রাত্র বাকী থাকে যে, তৎক্ষণাৎ গোছল করিতে পারে কিন্তু গোছলের পর একবারও "আল্লাহু আকবর" বলিতে পারে না, তবুও সকাল হইতে রোযা ওয়াজিব হইবে। এমতাবস্থায় গোছল না করিলেও রোযার নিয়্যত করিবে। রোযা ছাড়িবে না, সকালে গোছল করিবে। আর যদি রাত্র ইহা হইতে কম থাকে যে, গোছলও করিতে পারে না, তবে সকালে রোযা রাখা জায়েয নহে। কিন্তু দিনে কোনকিছু পানাহার করাও দুরুস্ত নাই বরং দিনে রোযাদারের মত থাকিবে, পরে উহার ক্বাযা রাখিবে।

১৪। মাসআলা ঃ ছিদ্রের বাহিরে যতক্ষণ পর্যন্ত রক্ত না আসিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হায়েয ধরা যাইবে না। অতএব, যদি কোন মেয়েলোক ছিদ্রের ভিতর রুই, তূলার গদ্দি রাখিয়া রক্তকে ছিদ্রের

মধ্যেই বন্ধ করিয়া রাখিয়া থাকে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত রক্ত বাহিরে না আসিবে বা গদ্দি টানিয়া বাহির না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হায়েয ধরা হইবে না। যখন রক্তের চিহ্ন বাহিরের চামড়া পর্যন্ত আসিবে বা তূলা টানিয়া বাহির করিবে, তখন হইতে হায়েয হিসাব হইবে।

১৫। মাসআলা ঃ কোন মেয়েলোক এশার নামায পড়িয়া পাক অবস্থায় ছিদ্রের ভিতর রুই, তূলার গদ্দি রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া যদি তূলার মধ্যে রক্তের চিহ্ন দেখে, তবে যে সময় রক্তের চিহ্ন দেখিবে, সেই সময় হইতেই হায়েয ধরা হইবে—ঘুমের সময় হইতে নহে।

এস্তেহাযার হুকুম

১। মাসআলা ঃ এস্তেহাযার কারণে নামায ও রোযা কোনটাই ছাড়িতে পরিবে না। ইচ্ছা করিলে স্বামী-সহবাস করিতে পারিবে। অবশ্য সত্বর ওযূ করিয়া নামায পড়িতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ নাক দিয়া রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকিলে বা হামেশা পেশাব, পায়খানা, রক্ত বা বায়ু জারী থাকিলে যেরূপ মা'যূরের হুকুম হয়, তদ্রূপ এস্তেহাযার রক্তের কারণেও মা'যূরের হুকুম হইবে। মা'যূরের হুকুম মা'যূরের বয়ানে দেখুন।

নেফাস

১। মাসআলা ঃ সন্তান প্রসব হওয়ার পর পেশাবের রাস্তা দিয়া যে রক্তস্রাব হয়, তাহাকে নেফাস বলে। নেফাসের মুদ্দত ঊর্ধ্ব সংখ্যায় চল্লিশ দিন। চল্লিশ দিন অপেক্ষা বেশী নেফাস হইতে পারে না। কমের কোন সীমা নাই। যদি কাহারও এক দুই ঘন্টা মাত্র রক্তস্রাব হইয়া রক্ত বন্ধ হইয়া যায়, তবে মাত্র ঐ এক দুই ঘন্টাকেই নেফাস বলা হইবে।

২। মাসআলা ঃ যদি কাহারও প্রসবের পর রক্তস্রাব মাত্রই না হয়, তবুও তাহার উপর গোছল ফরয হইবে।

। মাসআলা ঃ প্রসবের সময় সন্তানের অর্ধেকের বেশী বাহির হওয়ার পর যে রক্তস্রাব হইবে উহা নেফাস হইবে। আর যদি অর্ধেকের কম বাহির হওয়ার পর রক্তস্রাব হয়, তবে উহা এস্তেহাযা হইবে। অতএব, যদি হুঁশ থাকে, তবে নামাযের ওয়াক্ত হইলে ঐ অবস্থায়ও ওযূ করিয়া নামায পড়িতে হইবে। নামায না পড়িলে গোনাহ্গার হইবে; এমন কি ইশারায় হইলেও নামায পড়িতে হইবে। খবরদার! হুঁশ থাকিয়া নামায কাযা করিবে না। অবশ্য যদি নামায পড়িলে সন্তানের জীবন নাশ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে সন্তানের জীবন রক্ষার্থে নামায ছাড়িয়া দিবে (ঐ সময় এস্তেগ্ফার পড়িবে)।

৪। মাসআলা ঃ যদি কোন মেয়েলোকের গর্ভপাত হয় এবং সন্তানের এক আধটা অঙ্গ পরিষ্কার দেখা যায়, তবে গর্ভপাতের পর যে রক্তস্রাব হইবে উহাকে নেফাস ধরিতে হইবে। আর যদি সন্তানের মাত্রও আকৃতি না দেখা যায়, শুধু মাত্র একটা মাংসপিণ্ড দেখা যায়, তবে দেখিতে হইবে যে, ইতিপূর্বে অন্ততঃপক্ষে পনর দিন পাক ছিল কি না এবং রক্তস্রাব কমপক্ষে তিন দিন তিন রাত জারী থাকে কি না। যদি এরূপ হয়, তবে উহাকে হায়েয গণ্য করিয়া হায়েযের কয় দিন নামায-রোযা পরিত্যাগ করিতে হইবে। আর যদি এইরূপ না হয়, তবে ঐ রক্তস্রাবকে এস্তেহাযা ধরিতে হইবে।

৫। মাসআলা ঃ যদি কোন মেয়েলোকের প্রসবান্তে চল্লিশ দিনের বেশী রক্তস্রাব হয় এবং তাহার ইহাই প্রথম প্রসব হয়, তবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত নেফাস ধরিতে হইবে। চল্লিশ দিন যখন পুরা হইবে, তখন গোছল করিয়া নামায পড়িতে হইবে। আর যদি ইতিপূর্বে আরও সন্তান প্রসব হইয়া থাকে এবং তাহার নেফাসের মুদ্দতের কোন নিয়ম থাকে, তবে নিয়মের কয়দিন নেফাস হইবে, বেশী কয়দিন এস্তেহাযা হইবে।

৬। মাসআলা ঃ কোন মেয়েলোকের নিয়ম ছিল, প্রসবান্তে ত্রিশ দিন রক্তস্রাব হওয়ার, কিন্তু একবার ত্রিশ দিন চলিয়া যাওয়ার পরও রক্ত বন্ধ হইল না; তাহা হইলে এই মেয়েলোক এখন গোছল করিবে না, অপেক্ষা করিবে। যদি পূর্ণ চল্লিশ দিনের শেষে বা চল্লিশ দিনের ভিতর রক্ত বন্ধ হয়, তবে সব কয়দিনই নেফাসের মধ্যে গণ্য হইবে। আর যদি চল্লিশ দিনের বেশী রক্তস্রাব জারী থাকে, তবে ত্রিশ দিন নেফাসের মধ্যে গণ্য হইবে; অবশিষ্ট কয় দিন এস্তেহাযা। চল্লিশ দিনের পর গোছল করিবে এবং নামায পড়িবে। ত্রিশ দিনের পরের দশ দিনের নামায ক্বাযা পড়িবে।

৭। মাসআলা ঃ যদি চল্লিশ দিনের পূর্বেই নেফাসের রক্তস্রাব বন্ধ হয়, তবে স্রাব বন্ধ হওয়া মাত্রই গোছল করিয়া নামায পড়িতে হইবে। গোছল করিলে যদি স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়, তবে তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িবে। খবরদার! এক ওয়াক্ত নামাযও ক্বাযা হইতে দিবে না।

৮। মাসআলা ঃ নেফাসের মধ্যেও হায়েযের মত নামায একেবারে মা'ফ। কিন্তু রোযার ক্বাযা রাখিতে হইবে এবং নামায, রোযা ও স্বামী-স্ত্রীর মিলন সবই হারাম।

৯। মাসআলা ঃ কোন মেয়েলোকের যদি ছয় মাসের ভিতরে আগে পরে দুইটি সন্তান প্রসব হয়, যেমন প্রথম সন্তান প্রসব হওয়ার দুই চারি দিন পরে বা দশ বিশ দিন পরে যদি দ্বিতীয় সন্তান প্রসব হয়, তবে প্রথম সন্তান প্রসবের পর হইতেই নেফাসের মুদ্দত গণনা করিতে হইবে—দ্বিতীয় সন্তান হইতে নহে।

নেফাস ও হায়েয ইত্যাদির আহ্‌কাম

১। মাসআলা ঃ যে মেয়েলোক হায়েয বা নেফাসের অবস্থায় আছে, অথবা যাহার উপর গোছল ফরয হইয়াছে, তাহার জন্য মসজিদে প্রবেশ করা, কা'বা শরীফের তওয়াফ করা, কোরআন শরীফ পাঠ করা এবং স্পর্শ করা দুরুস্ত নাই, অবশ্য কোরআন শরীফ যদি জুযদানের ভিতর থাকে অথবা রুমাল দ্বারা পেঁচান থাকে, তবে জুযদানের ও রুমালের উপর দিয়া ধরা জায়েয আছে; কিন্তু চামড়া, কাপড় বা কাগজ যদি কোরআন শরীফের সঙ্গে সেলাই করা না থাকে, তবে তাহা দ্বারা উপরোক্ত অবস্থায় কোরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয আছে।

২। মাসআলা ঃ যাহার ওযূ নাই তাহার জন্যও কোরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয নহে, অবশ্য পড়াতে বাধা নাই।

৩। মাসআলা ঃ যদি টাকা পয়সা (বা নোটের মধ্যে,) অথবা তশ্‌তরী, তাবীয বা যে-কোন পাতা বা কাগজের মধ্যে কোরআনের আয়াত লেখা থাকে, তবে তাহাও উপরোক্ত অবস্থাসমূহে অর্থাৎ, বিনা ওযূতে, হায়েয নেফাস এবং জানাবাতের অবস্থায় স্পর্শ করা জায়েয নহে। অবশ্য যদি এ সমস্ত জিনিস কোন থলির মধ্যে বা অন্য কোন পাত্রের মধ্যে থাকে, তবে সে থলি বা পাত্র ধরিতে বা উঠাইতে পারে।

৪। মাসআলা ঃ (উপরোক্ত অবস্থাসমূহে পরনের কাপড়ের আঁচল দিয়া বা গায়ের জামার আস্তিন বা দামান দিয়াও কোরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয নহে।)
অবশ্য যে কাপড়, চাদর, রুমাল উড়নী বা জামা পরিধানে নাই—পৃথক আছে, তাহা দ্বারা কোরআন শরীফ ধরা জায়েয আছে।

৫। মাসআলা ঃ যদি পূর্ণ আয়াত না পড়ে; বরং আয়াতের সামান্য শব্দ অথবা অর্ধেক আয়াত পড়ে, তবে দুরুস্ত আছে, কিন্তু ঐ অর্ধেক আয়াত এত বড় না হওয়া চাই যে, ছোট একটি আয়াতের সামান হইয়া যায়।

৬। মাসআলা ঃ হায়েয, নেফাস ও জানাবাত অবস্থায় আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করা জায়েয আছে। অতএব, কোরআনের যে আয়াতের মধ্যে দো'আ (প্রার্থনা) আছে সেই আয়াত যদি কেহ তেলাওয়াতরূপে না পড়িয়া দো'আরূপে পড়িয়া তদ্দ্বারা দো'আ চায়, তবে তাহা জায়েয আছে। যেমন, যদি কেহ উপরোক্ত অবস্থায় অর্থের দিকে লক্ষ্য করিয়া—

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

প্রার্থনারূপে পড়ে বা اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ বা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ দো'আরূপে পড়ে, বা رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْاَخْطَأْنَا الخ মোনাজাতরূপে পড়ে, তবে তাহা জায়েয আছে।

৭। মাসআলা ঃ উক্ত অবস্থায় দো'আয়ে কুনূত পড়া জায়েয আছে।

৮। মাসআলা ঃ যদি কোন মেয়েলোক মেয়েদেরে কোরআন শরীফ পড়ায়, তবে এমতাবস্থায় বানান করান দুরুস্ত আছে, মিলাইয়া পড়াইবার সময় পূর্ণ আয়াত পড়িবে না বরং একটা কিংবা দুইটা দুইটা শব্দের পর শ্বাস ছাড়িয়া দিবে এবং কাটিয়া কাটিয়া আয়াতকে মিলাইয়া বলিয়া দিবে।

৯। মাসআলা ঃ উপরোক্ত অবস্থাসমূহে কলেমা শরীফ পড়া, দুরূদ শরীফ পড়া, অল্লাহ্‌র যেকের করা, এস্তেগফার পড়া, তসবীহ্ পড়া অর্থাৎ, সোব্‌হানাল্লাহ্, আল্‌হামদু-লিল্লাহ্, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আক্‌বর, লা-হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম ইত্যাদি পড়া জায়েয আছে।

১০। মাসআলা ঃ হায়েযের অবস্থায়ও ওযূ করিয়া পাক জায়গায় ক্বেব্‌লামুখী হইয়া বসিয়া নামাযের সময়টুকু আল্লাহ্‌র যেকেরে মশ্‌গুল থাকা মোস্তাহাব। যেন নামাযের অভ্যাস ছুটিয়া না যায়, পাক হওয়ার পর নামায পড়িতে ঘাব্‌ড়াইয়া না যায়।

১১। মাসআলা ঃ কোন মেয়েলোকের উপর গোছল ফরয হইয়াছিল। গোছল না করিতেই হায়েয আসিয়া গেল। এই অবস্থায় তাহার আর গোছল করার দরকার নাই, যখন হায়েয হইতে পাক হইবে, তখন এক গোছলেই উভয় গোছল আদায় হইয়া যাইবে।

না-পাক জিনিস পাক করিবার উপায়

১। মাসআলা ঃ শরীরে বা কাপড়ে যদি শুধু গাঢ় মনি (বীর্য) লাগিয়া শুকাইয়া যায়, তাহার সঙ্গে পেশাব মিশ্রিত না থাকে, তবে তাহা না ধুইয়া শুধু রগড়াইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারিলেও পাক হইয়া যাইবে, কিন্তু ভিজা থাকিলে বা কিছু পেশাব মিশ্রিত থাকিলে, তাহা না ধুইলে পাক হইবে না; তখন ধোয়া ফরয হইবে।

নামাযের বয়ান

১। মাসআলাঃ কোন মেয়েলোকের সন্তান প্রসব হইতেছে, কিন্তু এখনও সন্তানের অর্ধেক বাহির হয় নাই, কম-অর্ধেক বাহির হইয়াছে, অথচ নামাযের ওয়াক্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় যদি মেয়েলোকটির হুঁশ বুদ্ধি ঠিক থাকিয়া থাকে এবং সন্তানের কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা না থাকে, তবে তাহার এইরূপ অবস্থায়ও (ওযূ করিয়া হউক বা তায়াম্মুম করিয়া হউক) নামায পড়িয়া লইতে হইবে। আর যদি সন্তানের ক্ষতি হইবার আশঙ্কা থাকে, তবে ঐ সময় নামায পড়িবে না, পরে ক্বাযা পড়িয়া লইবে। তদ্রূপ ধাত্রী যদি এইরূপ অবস্থায় সন্তান প্রসব রাখিয়া দিয়া নামায পড়িতে যায়, এবং সন্তানের বা প্রসূতির জীবনের আশঙ্কা হয়, তবে সে এইরূপ অবস্থায় নামায পড়িতে যাইবে না, তাহারও তখন নামায ছাড়িতে হইবে, পরে প্রসবের কাজ সমাধা করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র ক্বাযা পড়িয়া লইবে।

যৌবনকাল আরম্ভ বা বালেগ হওয়া

১। মাসআলাঃ কোন একটি মেয়ের ঋতুস্রাব আরম্ভ হইয়াছে, অথবা ঋতুস্রাব হয় নাই বটে; কিন্তু সহবাসের কারণে গর্ভ ধারণ করিয়াছে, অথবা গর্ভ ধারণও করে নাই, ঋতুস্রাবও হয় নাই; কিন্তু স্বপ্নে পুরুষের সঙ্গে সহবাস করিতে দেখিয়া আনন্দ বোধ করিয়াছে এবং বীর্যপাত হইয়াছে, অথবা এই তিন অবস্থার কোনটিই হয় নাই; কিন্তু বয়স (চান্দ্রমাসের হিসাবে) পূর্ণ পনর বৎসর হইয়া গিয়াছে। এই চারি অবস্থাতেই এই মেয়েকে এখন যুবতী বলিতে হইবে এবং শরীঅতের যাবতীয় হুকুম তাহার উপর এখন হইতে পূর্ণরূপে বর্তিবে।

২। মাসআলাঃ শরীঅতের ভাষায় যুবককে 'বালেগ' এবং যুবতীকে 'বালেগা' বলে এবং যৌবন-প্রাপ্তিকে 'বুলুগ' বা 'বালেগ হওয়া' বলে। নয় বৎসরের পূর্বে কোন মেয়েছেলে এবং বার বৎসরের পূর্বে বেটাছেলে বালেগ হয় না। যদি নয় বৎসরের পূর্বে মেয়ের ঋতুস্রাব হয়, তবে তাহা হায়েয নহে, রোগ। (এইরূপে বার বৎসরের পূর্বে যদি কোন বেটাছেলের বীর্যপাত হয়, তবে তাহাও রোগ।)

পরিশিষ্ট

নামাযের ফযীলত

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

অনুবাদ—নামায নিবৃত্ত রাখে লজ্জাকর কাজ হইতে এবং মন্দ কাজ হইতে অর্থাৎ, নামাযের হক আদায় করিয়া পূর্ণ ভক্তির সহিত নামায আদায় করিতে থাকিলে ক্রমশঃ নামাযীর অন্যান্য সমস্ত গোনাহ্র অভ্যাস ছুটিয়া যায়।

১। **হাদীস** ঃ হযরত ইমাম হাসান বছরী (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (ইনি উচ্চ পর্যায়ের আলেম এবং দরবেশ ছিলেন। তিনি ছাহাবায়ে কেরামের দর্শন লাভ করিয়াছেন। হাফেয মোহাদ্দেস যাহাবী (রঃ) তাঁহার ঘটনাবলী সম্বলিত একখানা পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন) জনাব রসূল (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি এমন নামায পড়ে, যাহার নামায তাহাকে নির্লজ্জতা ও গোনাহ্র কাজ হইতে বিরত রাখে না, সে ব্যক্তি আল্লাহ্ হইতে দূরত্ব ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে অগ্রসর হয় নাই। ঐ নামায দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হইবে না এবং সওয়াবও পাইবে না; বরং আল্লাহ্ পাক হইতে দূরত্ব বৃদ্ধি পাইবে। এমন প্রিয় এবাদতের কদর এবং হক্ আদায় না করায় তাহার এই শাস্তি হইবে। অতএব, জানা গেল যে, নামায কবূল হওয়ার কষ্টি পাথর এবং চিহ্ন এই যে, নামাযী নামায পড়ার কারণে গোনাহ্ হইতে বিরত থাকে, কখনও যদি গোনাহ্ হইয়া যায় তৎক্ষণাৎ তওবা করিয়া লয়।

২। **হাদীস** ঃ আবদুল্লাহ্-ইব্নে-মাছউদ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত আছে—হযরত নবী আলাইহিস্সালাম ফরমাইয়াছেন ঃ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يُطِعِ الصَّلٰوةَ الخ 'যে নামাযের তাবে'দারী না করিবে, তাহার নামায আল্লাহ্র দরবারে কবূল হইবে না।' নামাযের তাবে'দারীর অর্থ এই যে, নামায পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নামাযের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিবে অর্থাৎ, লজ্জাকর কাজসমূহ হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। অন্য এক হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করিল, অমুক ব্যক্তি সারা রাত্রি জাগিয়া নামায পড়ে; কিন্তু যখন রাত্রি ভোর হয় তখন গিয়া চুরি করে। হযরত (দঃ) বলিলেন, অদূর ভবিষ্যতে উহা তাহাকে তাহার কু-অভ্যাস হইতে ফিরাইয়া আনিবে। হাদীসটি এই—

جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صلعم فَقَالَ اِنَّ فُلَانًا يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ فَاِذَا اَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ اِنَّهٗ سَيَنْهَاهُ مَاتَقُوْلُ — درمنثور

৩। **হাদীস** ঃ ওবাদা-ইবনে-ছামেত রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে রেওয়ায়ত আছে ঃ হযরত নবী (আঃ) ফরমাইয়াছেন, 'যে বান্দা ওযূ করিবার সময় উত্তমরূপে ওযূ করে (অর্থাৎ, সমস্ত সুন্নত, মোস্তাহাব আদায় করিয়া ওযূ করে) এবং তারপর যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন উত্তমরূপে রুকূ-সজ্দা, কেরাআত আদায় করিয়া নামায পড়ে, ঐ নামায তাহার জন্য দো'আ করে এবং বলে, তুমি যেমন আমার যত্ন লইয়াছ এবং আমার হক আদায় করিয়াছ, আল্লাহ্ তা'আলা তদ্রূপ তোমার যত্ন লউক এবং তোমার হক আদায় করুক। তারপর ঐ নামাযকে পূর্ণ উজ্জ্বলতার সহিত ফেরেশ্তাগণ আসমানের দিকে লইয়া যান এবং আসমানের দরজা ঐ নামাযের জন্য খুলিয়া দেওয়া হয় অর্থাৎ, আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছিয়া মকবূল হইয়া যায়। আর যে বান্দা ওযূ ভালমত করে না এবং নামাযের কেরাআত, রুকূ-সজ্দা ভালমত আদায় করে না, ঐ নামায তাহাকে বদ দো'আ করে এবং বলে, 'তুই যেমন আমাকে নষ্ট করিয়াছিস্, খোদা তোকে ঐরূপ নষ্ট করুক'। তারপর ঐ নামাযকে মলিন বেশে আসমানের দিকে লইয়া যাওয়া হয়, তখন আসমানের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় অর্থাৎ, কবূল হয় না। তারপর ময়লা কাপড়ের মত পোটলা পেঁচাইয়া ঐ নামাযীর মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারা হয় অর্থাৎ, কবূল হয় না এবং সওয়াব পায় না।

৪। **হাদীস** ঃ আবদুল্লাহ্-এব্নে মোগাফফাল রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে রেওয়ায়ত আছে ঃ রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু অলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—'সব চেয়ে বড় চোর সে-ই, যে নিজের

নামায চুরি করে, লোকেরা জিজ্ঞসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ্! নিজের নামায কেমন করিয়া চুরি করে?' হযরত (দঃ) বলিলেন, যে নামাযের রুকূ, সজ্‌দা ইত্যাদি পূর্ণরূপে আদায় না করে, সে নিজের নামায চুরি করে এবং সবচেয়ে বড় বখীল সে-ই, যে সালাম করিতে কৃপণতা করে। ফলকথা, নামাযের মত সহজ এবং উত্তম এবাদতের হক আদায় না করা বড় রকমের চুরি, যাহার গোনাহ্ও অনেক বড়। মুসলমানদের লজ্জা হওয়া চাই যে, নামায পূর্ণরূপে আদায় না করায় তাহাদের এই ধরনের খেতাব দেওয়া হইয়াছে।

৫। হাদীসঃ হযরত আনাস ইব্‌নে-মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—একদা রসূল (দঃ) বাহিরে তশ্‌রীফ আনিয়া দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে রুকূ, সজ্‌দা ঠিকমত আদায় করিতেছে না, তখন রসূল (দঃ) বলিলেন, ঐ ব্যক্তির নামায কবূল হয় না, যে ঠিকমত রুকূ, সজ্‌দা আদায় করে না।

৬। হাদীসঃ হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) অতি উচ্চ পর্যায়ের আলেম ও অতি বড় এবাদতগুযার এবং অতিশয় যিক্‌রকারী ছাহাবী ছিলেন। ছাহাবাদের মধ্যে শুধু হযরত আমর এবনুল আ'ছ তাঁহা অপেক্ষা অধিক হাদীস অবগত ছিলেন। অন্য কোন ছাহাবী তাঁহা অপেক্ষা অধিক হাদীস জানিতেন না। তাঁহার নাম আবদুর রহ্‌মান। "আবু হোরায়রা" তাঁহার কুনিয়ত। প্রথম জীবনে তিনি দরিদ্র ছিলেন। এমনকি ক্ষুধা ও আহারের কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা অতি দীর্ঘ। প্রথম জীবনে প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্রতার কারণে বিবাহও করিতে পারেন নাই। নবী (দঃ)-এর ওফাতের পর তাঁহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইল। ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাইল। উত্তরকালে মদীনা শরীফের প্রশাসক নিযুক্ত হন। হাকীম হইয়াও জ্বালানি কাঠের বোঝা বহন করিয়া বাজার অতিক্রম করিতেন এবং বলিতেন, হাকীমের অর্থাৎ, আমার জন্য পথ ছাড়িয়া দাও। দেখ এত বড় দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে আসীন থাকিয়াও নিজের কাজ নিজেই করিতেন, কোন প্রকার বড়ত্বের খেয়াল করিতেন না যে, আমি কালেক্টর, কোন অধীনস্থ কর্মচারী দ্বারা এই কাজ করাইয়া লই। অথচ সাধারণ মর্যাদাশালী মানুষ এরূপভাবে কাজ করাকে অপমান বোধ করিয়া থাকে, যাঁহারা নবী-সরদার হযরত (দঃ) হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার সংগে রহিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের তরীকা।

আজ কাল প্রত্যেকেই সামান্যতম পদমর্যাদা লাভ করিলেই নিজেকে অনেক বড় মনে করিতে থাকে। আবার ইসলাম এবং রসূলে মকবূল (দঃ)-এর মহব্বতের দাবী করিয়া থাকে। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে রসূলের মহব্ববত ঐ ব্যক্তির অন্তরে আছে, যে ব্যক্তি তাঁহার বিধি-নিষেধ পালন করে এবং প্রত্যেক কাজে তাঁহার সুন্নতের তাবেদারী করে। কবি বলেনঃ

و كل يدعى وصلا بليلى

وليلى لا تقـر لهم بذاك

অর্থাৎ, প্রত্যেকেই দাবী করে আমি লায়লার মিলন লাভ করিয়াছি, অথচ লায়লা তাহাদের এই দাবী স্বীকার করে না।

অতএব, তাহাদের দাবী কিরূপে সত্য হইতে পারে? এইরূপে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের মহব্বতের দাবী করে, অথচ কোরআন-হাদীসের বিপরীত চলে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধানসমূহ অমান্য করে, তবে তাহাদের দাবী কিরূপে সত্য হইতে পারে? হাদীসে পরিষ্কার উল্লেখ আছে, সত্য পথ উহাই যে পথে আল্লাহ্‌র রসূল ও তাঁহার ছাহাবীগণ রহিয়াছেন। এই হাদীসে

স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, যে পথ ও মত আল্লাহ্ ও রসূলের খেলাফ, উহা গোম্‌রাহী। ঐ পথ অবলম্বনকারীর প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল অতিশয় নারায।

হযরত অবূ হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি এতীম অবস্থায় প্রতিপালিত হইয়াছি এবং মিসকীন অবস্থায় মদীনায় হিজরত করিয়াছি। আমি গযওয়ানের কন্যার পেটে-ভাতে চাকর ছিলাম। আমার শর্ত ছিল, পথিমধ্যে কখনও পায়ে হাঁটিয়া কখনও যানে আরোহণ করিয়া যাইব। আমি গান গাহিয়া তাহার উট হাঁকাইতাম, তাহার জন্য আমি জ্বালানি কাঠ কাটিয়া আনিতাম, যখন পথিমধ্যে সে বিশ্রাম করিত। আল্লাহ্‌র শোক্‌র যিনি দ্বীন ইসলামকে মজবুত করিয়াছেন এবং আবূ হোরায়রাকে ইমাম ও নেতা বানাইয়াছেন। আর ইহা দ্বারা তিনি খোদার এই নেয়ামতের শোক্‌র আদায় করিয়াছেন। গর্ব ও অহংকারে নিজকে নেতা বলেন নাই। আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রকাশ ও উহার শোক্‌র আদায় করার জন্য মানুষ যে মর্তবা পায়, উহা প্রকাশ করা সওয়াবের কাজ। গর্ব ও অহংকারবশতঃ উহা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ এবং হারাম।

হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বলেন, জনাব রসূল (দঃ) আমাকে বলিয়াছেন, গণীমতের মাল হইতে আমার কাছে চাও না কেন? আমি বলিলাম, আমি ইহাই চাই যেই আল্লাহ্ আপনাকে যে এল্‌ম শিখাইয়াছেন তাহা আমাকে শিক্ষা দেন। তখন রসূল (দঃ) আমার পিঠে যে কম্বল ছিল উহা টানিয়া নামাইলেন। অতঃপর আমার এবং তাঁহার মাঝখানে বিছাইলেন। এমনকি কম্বলের উকুনগুলি আমি দেখিতে ছিলাম। বরকতস্বরূপ আমাকে কয়েকটি কথা বলিলেন। রসূল (দঃ) কথাগুলি শেষ করিয়া বলিলেন, গুটাইয়া লও। অতঃপর তোমার বক্ষদেশে স্থাপন কর। হযরত আবূ হোরায়রা বলেন, ইহার ফল এই দাঁড়াইল যে, হুযূর (দঃ) যাহাকিছু বলিতেন, আমি একটি অক্ষরও ভুলিতাম না। অর্থাৎ, মেধাশক্তি খুব বৃদ্ধি পাইল। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিদিন বার হাজার বার তওবা এস্তেগ্‌ফার করি। (অর্থাৎ— اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ কিংবা এধরনের অন্য কিছু বার হাজার বার পড়িতেন।) তাঁহার নিকট দুই হাজার গিরাযুক্ত একটি রশি ছিল। শোয়ার পূর্বে ২ হাজারবার "সোবহানাল্লাহ্" না পড়িয়া শুইতেন না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) যিনি উচ্চস্তরের ছাহাবী এবং আলেম ছিলেন, সুন্নতের তাবেদারী এত পরিমাণে করিতেন যে, লোকের আশংকা হইত, এই পরিশ্রমের দরুন হয়ত জ্ঞানহারা হইয়া যাইবেন। হুযূর (দঃ) তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ

نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْكَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ○

অর্থাৎ, আবদুল্লাহ্ অতি উত্তম লোক, যদি সে তাহাজ্জুদের নামায পড়িত! ইহার পর হইতে তিনি কখনও তাহাজ্জুদের নামায ছাড়েন নাই। রাত্রে কম ঘুমাইতেন। তিনি বলিতেন, হে আবূ হোরায়রা (রাঃ)! নিশ্চয়, তুমি আমাদের (ছাহাবাদের) মধ্যে হুযূর (দঃ)-এর সংসর্গ সমধিক লাভ করিয়াছ এবং আমাদের মধ্যে হুযূরের হাদীস তুমিই সমধিক অবগত আছ। হযরত তাফায়ী (রাঃ) বলেনঃ আমি ছয় মাস কাল আবূ হোরায়রার মেহ্‌মান ছিলাম। ছাহাবাদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক আবেদ এবং অতিথিপরায়ণ ছিলেন। আবূ ওসমান মাহ্‌দী (একজন বড় তাবেয়ী) বলেন, আমি একাধারে সাত দিন আবূ হোরায়রার মেহ্‌মান ছিলাম। তখন দেখিয়াছি, তিনি তাঁহার পত্নী এবং তাঁহার খাদেম রাত্রিকে তিন অংশে ভাগ করিয়া পালাক্রমে নামায পড়িতেন। একজন নামায পড়িতেন, এবং অপর দুইজন আরাম করিতেন, আবার দ্বিতীয় জন জাগিয়া নামায পড়িতেন, অন্যরা আরাম করিতেন, আবার তৃতীয় জন জাগিয়া এবাদত করিতেন, অন্যরা ঘুমাইতেন।

আবূ হোরায়রা বলেন, জনাব রসূল (দঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমাদের কেহ যদি এই খুঁটির মালিক হইত, তবে ঐ ব্যক্তি কিছুতেই সেই খুঁটিকে নষ্ট হইতে দিত না; সুতরাং কি করিয়া তোমরা এমন কাজ কর যাহাতে নামায নষ্ট হইয়া যায়, যে নামায শুধু আল্লাহ্‌র জন্য। অতএব, তোমরা যথাযথভাবে নিজের নামায আদায় কর। কেননা, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণাঙ্গ নামায ছাড়া কবূল করেন না।

৭। **হাদীসঃ** আবদুল্লাহ্-ইবনে-আমর রাযিয়াল্লাহু হইতে রেওয়ায়ত আছে, একজন লোক হযরত নবী আলাইহিস্‌সালামের দরবারে হাযির হইয়া আরয করেনঃ হুযূর (ঈমানের পর) দীন-ইসলামে সবচেয়ে ভাল কাজ কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, 'ফরয নামায'। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিল, তারপর? হযরত (দঃ) বলিলেন, 'নামায'। লোকটি তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিল, তারপর? হযরত (দঃ) বলিলেন, 'নামায'। (নামায যে অতি বড় মর্তবার এবাদত এবং ইহা দ্বারাই যে ইসলাম ঠিক থাকিতে পারে, অন্যথায় ইহ-পরকালের ধ্বংস অনিবার্য। এই কথা উম্মতকে বুঝাইবার জন্যই তিনবার জিজ্ঞাসার উত্তরে হযরত প্রত্যেকবার 'নামায' বলিয়া উত্তর দিয়াছেন। তিনবারের পর চতুর্থবার যখন ঐ লোকটি সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হুযূর, তারপর? হযরত তখন বলিলেন, তারপর আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদ। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র দ্বীনকে জয়যুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে, জান-মাল উৎসর্গ করিয়া দেওয়াকেই বলে জেহাদ। লোকটি বলিল, হুযূর, আরও কিছু আরয আছে, আমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কি বলেন? হযরত বলিলেন, আমি তোমাকে তোমার মাতা-পিতার সহিত ভাল ব্যবহার করিবার আদেশ করিতেছি। অর্থাৎ, তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার কর। তাহাদেরকে কষ্ট দিও না। তাহাদেরকে কষ্ট দেওয়া হারাম। যে কাজে তাহাদের কষ্ট হয় তাহা করিও না। অবশ্য সেই কাজ পিতা-মাতার হকের চেয়ে বড় না হওয়া চাই এবং উহাতে আল্লাহ্‌র নাফরমানী যেন না হয়। কষ্ট অর্থ শরীঅত যাহাকে কষ্ট বলিয়াছে, ইহা অপেক্ষা বেশী হক আদায় করা মোস্তাহাব; যরূরী নহে। এ ব্যাপারে সাধারণ লোকেরা বড়ই ভুল করিয়া বসে। লোকটি বলিল হুযূর, আমি সেই যাতে-পাক আল্লাহ্ তা'আলার কসম করিয়া বলিতেছি, যিনি আপনাকে সত্য নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন, আমি নিশ্চয়ই ওয়ালেদাইনের খেদমত ছাড়িয়া জেহাদ করিতে যাইব। হযরত বলিলেন, সে কথা তুমি নিজে ভালরূপে চিন্তা করিয়া বুঝ যে, এতদুভয়ের কোন্‌টির প্রতি তোমার মন ঝুঁকে, তাহাই কর। অন্য এক হাদীসে জেহাদের চেয়ে পিতা-মাতার খেদমতকে বড় বলা হইয়াছে। তাহার উত্তর এই যে, জেহাদ আল্লাহ্‌র হক এবং পিতা-মাতার খেদমত বান্দার হক। আল্লাহ্‌র হক আল্লাহ্ গফুরোর রহীম তওবা করিলে মা'ফ করিয়া দিবেন; বান্দার হক তওবা দ্বারা মা'ফ হইবে না। অপর উত্তর হইল, রসূল (দঃ)-এর খেদমতে বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্নকারী আসিত। তিনি প্রশ্নকারীর অবস্থা অনুযায়ী উত্তর দিতেন।

৮। **হাদীসঃ** হযরত আবূ আইয়ূব আনছারী রাযিয়াল্লাহু হইতে রেওয়ায়ত আছে—হযরত নবী আলাইহিস্‌সালাম ফরমাইয়াছেন—'নামাযের উছীলায় নামাযীর পূর্বের নামায হইতে এই নামায পর্যন্ত সকল (ছগীরা) গোনাহ্ মা'ফ হইয়া যায়।' —মঃ আহ্‌মদ

৯। **হাদীসঃ** আবূ উমামা বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে রেওয়ায়ত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—এক ফরয নামায অন্য ফরয নামাযের সহিত মিলিত হইয়া তাহার পূর্ববর্তী সমস্ত (ছগীরা) গোনাহ্ মুছিয়া ফেলে। এইরূপে এক জুমু'আর

নামায অন্য জুমু'আর নামাযের সহিত মিলিত হইয়া তাহার পূর্ববর্তী (সপ্তাহের) সমস্ত ছগীরা গোনাহ্ মুছিয়া দেয়। (অন্য এক হাদীসে আছে, জুমু'আর পরবর্তী তিন দিন পর্যন্ত গোনাহ্ মা'ফ হয়) এইরূপে এক রমযান শরীফের রোযা অন্য রমযানের রোযার সহিত মিলিত হইয়া তাহার পূর্ববর্তী সমস্ত ছগীরা গোনাহ্ মা'ফ করাইয়া দেয়। এইরূপে প্রত্যেক হজ্জ মিলিত হইয়া তাহার পূর্ববর্তী সমস্ত ছগীরা গোনাহ্ মা'ফ করাইয়া দেয়। স্বামী বা অন্য কোন মাহ্রম রেশ্তাদারের সঙ্গে ছাড়া মেয়েলোকের হজ্জ করা জায়েয নহে। —তাব্রানী

(সন্দেহ ভঞ্জন) কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারে যে, যাহার ছগীরা গোনাহ্ নাই তাহার কি ফযীলত হাছিল হইবে? অথবা পাঞ্জেগানা নামাযের দ্বারা যখন সব ছগীরা গোনাহ্ মা'ফ হইয়া গেল, তখন ত আর ছগীরা গোনাহ্ রহিল না, তবে জুমু'আ, রমযান এবং হজ্জের দ্বারা কি মা'ফ হইবে? উত্তর এই যে, যাহাদের ছগীরা গোনাহ্ নাই, অথবা ছিল কিন্তু পাঞ্জেগানার দ্বারা মা'ফ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের বাকী আমলের দ্বারা মর্তবা বর্ধিত হইবে।

১০। হাদীসঃ উপরোক্ত ছাহাবী রেওয়ায়ত করেন, হযরত নবী আলাইহিস্সালাম বলিয়াছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ এইরূপ যেন, তোমাদের বাড়ীর দরজার সামনে মিষ্টি পানির একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং তোমরা তাহাতে দৈনিক পাঁচবার গোছল করিতেছ। এইরূপ হইলে (বল ত দেখি) শরীরে কোন ময়লা থাকিতে পারে কি? (নিশ্চয় না)।

১১। হাদীসঃ আবূ হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়ত করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, 'নিশ্চয় জানিও, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার ফরয নামাযের হিসাব লওয়া হইবে। যদি নামাযের হিসাবে বান্দা উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তবে অন্যান্য হিসাবেও উত্তীর্ণ হইবে।' (কারণ, নামাযের বরকতে সাধারণতঃ অন্যান্য আমলও দুরুস্ত হইয়া যায়)। আর যদি নামাযের হিসাবে অকৃতকার্য হয়, তবে অন্যান্য আমলের হিসাবেও অকৃতকার্য হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্তাদের বলিবেন, 'দেখ, আমার বান্দার আমলনামার মধ্যে কিছু নফল নামাযও আছে কি না? যদি কিছু নফল নামায থাকে, তবে তাহা দ্বারা ফরয নামাযের মধ্যে যে ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে তাহা পূর্ণ করা হইবে।' এইরূপে অন্যান্য ফরয এবাদতগুলিরও (অর্থাৎ, রোযা, যাকাৎ এবং হজ্জেরও) হিসাব লওয়া হইবে এবং ফরযের মধ্যে ত্রুটি থাকিলে নফলের দ্বারা ত্রুটি পূর্ণ করা হইবে। নফলের দ্বারা যে ফরযের ত্রুটি পূর্ণ করিবেন, ইহা শুধু আল্লাহ্র অপরিসীম রহ্মত দ্বারাই হইবে। (নতুবা আইন অনুসারে নফল দ্বারা ফরযের ক্ষতিপূরণ হইতে পারে না। আর যাহার ফরয ঠিক নাই এবং নফলও নাই তাহাকে আযাব দেওয়া হইবে। অবশ্য যদি আল্লাহ্ পাক রহম করেন, তবে স্বতন্ত্র কথা।

১২। হাদীসঃ হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূল (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার প্রতি যেসমস্ত এবাদত নির্ধারিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে নামায সর্বোত্তম। কাজেই বাড়াইতে পারিলে বাড়ান উচিত। অর্থাৎ, বেশী সওয়াবের জন্য বেশী নামায পড়া উচিত।

১৩। হাদীসঃ ওবাদা এবনে-ছামেত রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে রেওয়ায়ত আছে, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, জিব্রায়ীল আলাইহিস্সালাম আল্লাহ্ পাকের দরবার হইতে প্রেরিত হইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, 'হে মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি আপনার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছি। যে ব্যক্তি ঐ নামাযগুলি পূর্ণরূপে ওযূ করিয়া সঠিক ওয়াক্তের পাবন্দী করিয়া ভালরূপে রুকূ, সজ্দা করিয়া

আদায় করিবে, তাহার জন্য আমি এই কথার যিম্মা লইতেছি যে, ঐসব নামাযের ওছীলায় তাহাকে আমি বেহেশ্‌তে দাখেল করিয়া দিব। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আমার সহিত দেখা করিবে এমন অবস্থায় যে, সে নামাযের মধ্যে ত্রুটি করিয়াছে, তাহার জন্য আমার এখানে কোন যিম্মাদারী নাই। আমার ইচ্ছা হইলে তাহাকে আযাবও দিতে পারি, ইচ্ছা হইলে দয়া করিয়া ছাড়িয়াও দিতে পারি।'

১৪। হাদীসঃ হাদীস শরীফে আছে, 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে, ভক্তিভরে ওযূ করিয়া দুই রাকা'আত নামায এমনভাবে পড়িবে, যাহাতে ভুলত্রুটি না হয়, (উত্তমরূপে হুযূরে-ক্বলবের সহিত নামায পড়ে,) তবে তাহার পূর্বেকার সমস্ত (ছগীরা) গোনাহ্‌ আল্লাহ্‌ তা'আলা মা'ফ করিয়া দিবেন।' (এই নামাযকেই তাহিয়্যাতুল ওযূ বলে।)

১৫। হাদীসঃ 'নামাযের দ্বারা মো'মেন বান্দার অন্তঃকরণে নূর পয়দা হয়। অতএব, তোমরা যে যত পার নামায দ্বারা নিজের অন্তঃকরণে নূর বৃদ্ধি করিয়া লও।'

১৬। হাদীসঃ 'যদি আল্লাহ্‌ তা'আলার তওহীদ (অর্থাৎ, খোদাকে এক অদ্বিতীয় জানা) এবং নামায হইতে শ্রেষ্ঠ কোন জিনিস থাকিত, তবে নিশ্চয়ই ফেরেশ্‌তাদের জন্য তাহা নির্ধারিত করা হইত। কোন ফেরেশ্‌তা (চিরজীবন) রুকূতে আছেন, কোন ফেরেশ্‌তা (চিরজীবন) সজ্‌দায় আছেন।' —দাইলামী। এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবাদত আর নাই। কেননা, ফেরেশ্‌তাগণ—যাহাদের কাজই শুধু এবাদত করা, তাহারাও পূর্ণ নামায পায় নাই। আমাদের কত বড় সৌভাগ্য যে, আমরা হযরতের তোফায়েলে আল্লাহ্‌র রহ্‌মতে পূর্ণরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত পাইয়াছি। রত্ন পাইয়া যে যত্ন না করে তাহার চেয়ে হতভাগা আর কে আছে?

১৭। হাদীসঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত আছে, রসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 'তোমরা নামাযের মধ্যে মৃত্যুকে স্মরণ কর। কেননা, যে নামাযের মধ্যে মৃত্যুকে স্মরণ করিবে, সে নিশ্চয়ই নামায উত্তমরূপে আদায় করিবে। সেই ব্যক্তির নামাযের মত নামায পড়, যে মনে করে যে, এই নামাযই তাহার জীবনের শেষ নামায। এমন কাজ করিও না, যাহা করিয়া আবার মা'ফ চাহিতে হয়।'

১৮। হাদীসঃ 'নামায যত লম্বা হইবে, ততই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয় হইবে।'

১৯। হাদীসঃ হাদীস শরীফে আছে, 'ঐ ব্যক্তির নামায (পূর্ণাঙ্গ) হয় না, যে নামাযে আজেযী (একাগ্রতা ও নম্রতা) প্রকাশ করে না।' কারণ, যে ব্যক্তি বেপরোয়াভাবে নামায পড়িবে, সে নিশ্চয়ই এদিক-ওদিক তাকাইবে এবং অযথা নড়াচড়া করিবে। যদি একাগ্রতার সহিত নামায পড়ে, তবে এদিক-ওদিক না দেখিয়া ভালরূপে নামায পড়িবে, বে-আদবী করিবে না। (অর্থাৎ, রুকূ, সজ্‌দা, কলেমা, কেরাআত, ক্বেয়াম, কুউদ সব মনোযোগের সহিত আদায় করিবে।)

২০। হাদীসঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (দঃ) ইহধাম ত্যাগকালে বলিয়াছেনঃ '(খবরদার) নামায! (খবরদার) নামায! দাসদাসীর ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর।' (খবরদার! অধীনস্থ দাসদাসী, ইত্যাদির উপর যুলুম করিও না। খবরদার! অধীনস্থদের উপর যুলুম করিও না।) এই দুই ক্ষেত্রেই প্রিয় রসূল জীবনের শেষ মুহূর্তেও উম্মতকে এই পাপরূপ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়া হইতে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন যুগে লোকের নামাযের আগ্রহ এত বেশী ছিল যে, ফরযের ত কথাই ছিল না, নফল আদায় করার জন্যও অতিশয় আগ্রহান্বিত ছিল।

মন্‌সূর ইবনে যাযান তাবেয়ীর জীবনীতে লেখা আছে যে, তিনি সূর্যোদয়ের পর হইতে (ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়টুকু বাদ দিয়া) আছর পর্যন্ত অনবরত নফল নামায পড়িতেন। এবং আছর হইতে

মাগরিব পর্যন্ত সোব্হানাল্লাহ্ (তসবীহ্) পড়িতেন। অতঃপর মাগরিবের নামায পড়িতেন। তাঁহার অবস্থা এইরূপ ছিল যে, তাঁহাকে যদি কেহ বলিত, মালাকুল মওত দরজায় দাঁড়াইয়া আছে, তবুও তিনি তাঁহার নেক আমলের মধ্যে বিন্দুমাত্রও বৃদ্ধি করিতে পারিতেন না। কারণ, মৃত্যু আসন্ন জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই সে নেক আমল বেশী করিবে; কিন্তু তিনি প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যুকে হাযির মনে করিয়া নেক আমল এত বাড়াইয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার আর সময়ই ছিল না। মনসুর ইব্নে-মো'তামের তাবেয়ীর জীবনীতে লিখিত আছে, তিনি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত অনবরত দিনে রোযা রাখিতেন। এবং সারারাত নামায পড়িতেন, আর আযাবের ভয়ে কাঁদিতেন। এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, তাঁহাকে কেহ নামায পড়িতে দেখিলে মনে করিত, তিনি বোধহয় এখনই মরিয়া যাইবেন। অর্থাৎ, নামাযের মধ্যে এত কাঁদিতেন যেন তিনি তাঁহার অন্তিমকাল চাক্ষুষ দেখিতেছেন এবং সেজন্য কাঁদিয়া কাটিয়া গোনাহ্ মা'ফ করাইয়া জীবনের শেষ নামায সমাপন করিয়া দুনিয়া হইতে রোখ্ছত হইতেছেন। সারা রাত এইরূপ কাঁদাকাটি ও এবাদৎ বন্দেগী করিয়া সকাল বেলায় তিনি চোখে সুর্মা লাগাইয়া পানি দ্বারা ঠোঁট মুখ তাজা করিয়া এবং মাথায় তেল মাখিয়া লোকের সম্মুখে আসিতেন। এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মা বলিতেন, মনসূর! তুমি কি কাহাকেও খুন করিয়া আসিয়াছ যে, এইরূপে নিজেকে লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছ? মনসূর বলিতেন, মা, মানুষের প্রবৃত্তিতে সুখ্যাতি ও সুনাম অর্জনের লিপ্সা যে কি মারাত্মক ব্যাধি তাহা আমি বেশ জানি; সেই জন্যই আমি এইরূপ করি, যাহাতে লোকে আমাকে পীর বুযুর্গ বলিয়া মশহুর না করিয়া বসে এবং আমিও কুপ্রবৃত্তির ফাঁদে না পড়ি। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে দৃষ্টি শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কুফার কাযীর পদ গ্রহণ করিবার জন্য ইরাকের আমীর তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি উহা অস্বীকার করিলেন। এই জন্য তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করা হয়। অবশ্য পরে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন, (বাধ্য হইয়া) দুই মাস কাযীর পদে বহাল ছিলেন।

ছাহেবান! একটু চিন্তা করুন, ইঁহারা আল্লাহ্র এবাদতে কেমন আসক্ত ছিলেন এবং দুনিয়ার প্রতি কেমন বিতৃষ্ণ ছিলেন! সরকারী পদ বিনা চেষ্টা ও অন্বেষণে পাইতেন, যাহাতে উচ্চ সম্মান ও প্রচুর ধনের অধিকারী হইতে পারিতেন; যে জন্য মানুষ বহু চেষ্টা তদবীর করিয়া থাকে। কিন্তু তিনি সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, কারারুদ্ধ হইলেন। প্রত্যেক মুসলমানের এই আদর্শ গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজন মত খাওয়া পরার ব্যবস্থা করিয়া বাকী সময় আল্লাহ্র স্মরণে কাটান উচিত।

(**হাদীসঃ** যে ইচ্ছাপূর্বক নামায তরক করে, সে বাহ্যতঃ কাফের হইয়া যায়। অন্য হাদীসে আছে, 'যাহার নামায নাই তাহার ধর্ম নাই।')

২১। হাদীস শরীফে আছে, 'যে দিন-রাতের মধ্যে ফরয ছাড়া অতিরিক্ত বার রাকা'আত নামায পড়িবে, তাহার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশ্তে একখানা ঘর প্রস্তুত করিবেন।' (অর্থাৎ ফজরের দুই রাকা'আত, যোহরের ছয় রাকা'আত—চারি রাকা'আত ফরযের আগে দুই রাকা'আত ফরযের পরে, মাগরিব এবং এশার ফরযের পর দুই দুই রাকা'আত সুন্নত।)

—জামে ছগীর

২২। হাদীস শরীফে আছে, 'যে মাগরিব এবং এশার মাঝখানে ছয় রাকা'আত নামায এমনভাবে পড়িবে যে, তাহার মধ্যে কোন খারাব কথা বলিবে না, তাহার জন্য বার বৎসরের এবাদতের সমান সওয়াব লেখা হইবে।' —জামে'ছগীর

২৩। হাদীস শরীফে আছে, 'যে একা একা এমনভাবে দুই রাকা'আত নামায পড়িবে যে, এক আল্লাহ্ তা'আলা এবং কেরামুন কাতেবীন ছাড়া অন্য কেহ দেখিতে না পায়, তাহার জন্য দোযখ হইতে মুক্তি লিখিয়া দেওয়া হইবে।' অর্থাৎ, যে হামেশা এইরূপ করিতে থাকিবে, তাহাকে গোনাহ্‌র কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার তওফীক দান করা হইবে, ফলে দোযখ হইতে নাজাত পাইবে।

২৪। হাদীসে আছে, 'যে চাশ্‌তের বার রাকা'আত নামায পড়িবে, তাহার জন্য আল্লাহ্ পাক বেহেশ্‌তের মধ্যে সোনার অট্টালিকা নির্মাণ করিবেন।'

২৫। হাদীসঃ 'চাশ্‌তের চারি রাকা'আত এবং যোহরের পূর্বে চারি রাকা'আত নামায যে পড়িবে, আল্লাহ্ তাহার জন্য বেহেশ্‌তে একখানা ঘর তৈয়ার করিবেন।'

২৬। হাদীসে আছে, 'যে মাগরিব এবং এশার মাঝখানে বিশ রাকা'আত নামায পড়িবে আল্লাহ্ পাক তাহার জন্য বেহেশ্‌তে একটি বাড়ী তৈয়ার করিবেন।'

২৭। হাদীস শরীফে আছে, যে আছরের আগে চারি রাকাআত (নফল) নামায পড়িবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর দোযখের আগুন হারাম করিয়া দিবেন।' অর্থাৎ এইসব নামায যাহারা হামেশা পড়িবে, তাহারা নেক কাজ করিবে এবং বদ কাজ পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে, ফলে দোযখ হইতে মুক্তি এবং বেহেশ্‌ত লাভ করিবে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, নফল এবাদত ঐ পরিমাণই আরম্ভ করা উচিত যাহা সব সময় আদায় করা যায়। অবশ্য যদি কোন ওযরবশতঃ কখনও ছুটিয়া যায়, তবে সে ভিন্ন কথা। নফল শুরু করিলে হামেশা উহাতে লাগিয়া থাকা উচিত। শুরু করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া শুরু না করা অপেক্ষা অধিক খারাব।

২৮। হাদীসঃ 'আল্লাহ্‌র রহ্‌মত বর্ষিত হউক ঐ ব্যক্তির উপর—যে আছরের (ফরযের) আগে চারি রাকা'আত নামায পড়ে।' (হে মুসলমান ভাই বোনেরা! এই হাদীসের বিষয়বস্তুর উপর কোরবান হও। লক্ষ্য কর, সামান্য পরিশ্রমে কত বড় দরজা পাওয়া যায়। হুযূরে আকরাম (দঃ)-এর দো'আর বরকত এবং গোনাহ্ হইতে বাঁচিবার তওফীক-এর প্রতি যে পরিমাণ মর্যাদা প্রদর্শন করা হয় এবং এই এবাদত নির্ধাররণের প্রতি আল্লাহ্‌র যে পরিমাণ শোক্‌র আদায় করা হয়, সবই অতি নগণ্য। জনাব রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর দো'আ ভাগ্যবান ব্যক্তিই পাইতে পারে। সকাল-সন্ধ্যা উভয় ওয়াক্তে আমাদের 'আমলনামা' হযরত রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খেদমতে পেশ করা হয়। যে ব্যক্তি নেক কাজ করে এবং তাঁহার উৎসাহিত এবাদতকে কার্যে পরিণত করে, তাহার প্রতি তিনি খুব সন্তুষ্ট হন। হুযূরের সন্তুষ্টিতে উভয় জাহানে রহ্‌মত এবং শান্তি লাভ হয়। কবি সত্যই বলিয়াছেনঃ فَاِنَّ فِىْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَ ضَرَّتَهَا

وَفِىْ عُلُوْمِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

অর্থাৎ, আপনার দান সাখাওয়াতে দুনিয়া ও আখেরাত বিদ্যমান, আপনার জ্ঞানে লওহে মাহ্‌ফূযের এল্‌ম বিদ্যমান। মোটকথা, আপনার কৃপাদৃষ্টি এবং দানশীলতার বরকতে দীন দুনিয়ার নেয়ামতসমূহে লাভ হইতে পারে। আপনার শিক্ষায় লওহে মাহফূযের জ্ঞান লাভ হইতে পারে। ঐ এল্‌ম লাভের দুইটি পন্থা আছে। একটি হইল হুযূরের বর্ণিত হাদীসসমূহে যে গুপ্ত রহস্য নিহিত আছে, আল্লাহ্‌র বিশিষ্ট বান্দাগণের অন্তরে উহা বিকশিত হয়। অপরটি হইল, এই গুপ্ত রহস্য ব্যতীত আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে এবং হুযূরের হাদীস পড়ার বরকতে এবং উহা আমল করার কারণে অন্যান্য গুপ্ত রহস্যও আল্লাহ্‌ওয়ালাদের অন্তরে প্রতিফলিত হয়। ভালরূপে বুঝিয়া লও

এবং আমল কর। আমল না করিয়া শুধু পড়িলে বেশী ফায়দা হয় না পড়িয়া তদনুযায়ী আমল করিলে আসল ফায়দা হাছিল হয়।)

২৯। হাদীস শরীফে আছে, রাত্রের নামায অর্থাৎ, তাহাজ্জুদ এক রাকা'আত হইলেও নিজের উপর লাযেম করিয়া লও। সারকথা, তাহাজ্জুদের নামায অল্পই হউক না কেন অবশ্যই পড়। কেননা, উহার সওয়াব অনেক বেশী যদিও ফরয নহে। উদ্দেশ্য এই নহে যে, মাত্র এক রাকা-'আতই পড়। কারণ, এক রাকা'আত নামায পড়া দুরুস্ত নহে। কমপক্ষে দুই রাকা'আত পড়িবে।

৩০। **হাদীসঃ** নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন, তোমরা অবশ্য রাত্রি জাগিয়া এবাদত করিবে অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে। কেননা, তোমাদের পূর্বকালের সমস্ত নেক লোকেরই এই অভ্যাস ছিল। এই নামাযের দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয়, গোনাহ্ মা'ফ হয়, গোনাহ্‌র কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা যায়—সয়ূতী। ঈমাম আবূ হানীফা(রঃ) ৪০ বৎসর যাবৎ এশার ওযূ দ্বারা ফজর পড়িয়াছেন।

৩১। হাদীসে কুদ্সীতে আছে, আল্লাহ্ বলেন, হে মানুষ! তুমি দিনের প্রারম্ভে আমার জন্য চারি রাকা'আত নামায পড়িলে তোমার সারা দিনের কাজের বন্দোবস্ত আমি করিব এবং বালা-মুছীবত আমি দূর করিয়া দিব। (ইহা এশ্‌রাক নামাযের ফযীলত। দেখ! সওয়াবও পাওয়া যায় এবং আল্লাহ্ পাক যাবতীয় কাজ পূর্ণও করিয়া দেন। দ্বীন-দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ লাভ হয়। মানুষ বিপদে পড়িয়া এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে, মানুষের খোশামোদ করে। কত ভাল হইত, যদি তাহারা আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকিত এবং তাঁহার বর্ণিত ওযীফা এবং নামায পড়িত, তবে দুনিয়ার কাজও সমাধা হইত এবং সওয়াবও পাইত। অধিকন্তু মানুষের খোশামোদের লাঞ্ছনা হইতে নাজাত পাইত। কোন বুযুর্গ বলেন, প্রত্যেক কওমের একটি নির্দিষ্ট পেশা আছে। আর আমাদের পেশা তাক্‌ওয়া ও তাওয়াক্কুল। তাক্‌ওয়া ও তাওয়াক্কুল আল্লাহ্‌র হুকুম পালনকে বলে। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা ৭ম খণ্ডের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। মোটকথা, দ্বীনদারীর ওছীলায় দুনিয়ার যাবতীয় কষ্ট আপদ-বিপদও দূরীভূত হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

বেহেশ্‌তী জেওর

তৃতীয় খণ্ড

রোযা

হাদীস শরীফে রোযার অনেক সওয়াব বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রোযার মর্তবা অতি বড়।

রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি রমযান শরীফের রোযা ঈমানের সঙ্গে শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের সওয়াব লাভের আশায় রাখিবে, তাহার পূর্ববর্তী সমস্ত (ছগীরা) গোনাহ্ মা'ফ হইয়া যাইবে।

হাদীস শরীফে আছেঃ রোযাদারের মুখের বদবু আল্লাহ্র নিকট মেশ্‌কের খোশবু অপেক্ষা অধিক প্রিয়। কিয়ামতের দিন রোযার অসীম সওয়াব পাইবে।

হাদীস শরীফে আছেঃ কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোক যখন হিসাব-নিকাশের কঠোরতায় আবদ্ধ থাকিবে, তখন রোযাদারের জন্য আরশের ছায়ায় দস্তরখান বিছান হইবে। তাহারা সানন্দে পানাহার করিতে থাকিবে। তখন অন্যান্য লোক আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিবে, এ কি ব্যাপার! তাহারা সানন্দে পানাহার করিতেছে, আর আমরা এখনও হিসাবের দায়ে আবদ্ধ আছি! উত্তরে বলা হইবেঃ দুনিয়াতে তোমরা সানন্দে পানাহার করিয়াছিলে, তখন তাহারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে রোযা রাখিয়া ক্ষুৎপিপাসার যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিল।

রোযা ইসলামের বড় একটি রোকন। যে রোযা না রাখিবে, সে মহাপাপী হইবে এবং তাহার ঈমান কমজোর হইয়া যাইবে।

১। **মাসআলাঃ** রমযান শরীফের রোযা পাগল ও না-বালেগ ব্যতীত (স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, অন্ধ, বধির, শ্রমিক) সকলের উপর ফরয। শরীঅতে বর্ণিত ওযর ব্যতীত রমযান শরীফের রোযা না রাখা কাহারও জন্য দুরুস্ত নহে। এইরূপে যদি কেহ রোযার মান্নত মানে, তবে সে রোযাও তাহার উপর ফরয হইয়া যায়, ক্বাযা ও কাফ্‌ফারার রোযাও ফরয। এতদ্ব্যতীত অন্য যত রোযা আছে, তাহা নফল। নফল রোযা রাখাতে সওয়াব আছে, কিন্তু না রাখিলে গোনাহ্ নাই। দুই ঈদের দুই দিন এবং বক্‌রা ঈদের পরে তিন দিন এই পাঁচ দিন রোযা রাখা হারাম।

২। **মাসআলাঃ** ছোব্‌হে ছাদেক হইতে সূর্যাস্ত রোযার নিয়্যতে পানাহার ও সহবাস হইতে বিরত থাকাকে শরীঅতের ভাষায় 'রোযা' বলে।

৩। **মাসআলাঃ** রোযার জন্য যেমন পান ও আহার পরিত্যাগ করা ফরয, তেমনই নিয়্যত করাও ফরয; কিন্তু নিয়্যত মুখে পড়া ফরয নহে, শুধু যদি মনে মনে চিন্তা করিয়া সঙ্কল্প করে যে, আমি আজ আল্লাহ্র নামে রোযা রাখিব এবং কিছু পানাহার বা স্ত্রী ব্যবহার করিব না, তবে

তাহাতেই রোযা হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি কেহ মনের চিন্তা এবং সঙ্কল্পের সঙ্গে মুখে ও বাংলায় বা আরবীতে নিয়্যত পড়িয়া লয় যে, 'আমি আল্লাহ্‌র নামে রোযা রাখার নিয়্যত করিতেছি' তবে তাহাও ভাল।

৪। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ সারা দিন কিছু পানাহার না করে—হয়ত ক্ষুধাই লাগে নাই, বা অন্য কোন কারণে খাওয়ার সুযোগ হয় নাই, তাহার রোযা হইবে না; অবশ্য যদি রোযা রাখার ধারণা হইত, তবে রোযা হইয়া যাইত।

৫। **মাসআলা ঃ** শরীঅত অনুসারে ছোব্‌হে ছাদেক হইতে রোযা শুরু হয়, কাজেই ছোব্‌হে ছাদেক না হওয়া পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী ব্যবহার ইত্যাদি সব জায়েয আছে। অনেকে শেষরাত্রে সেহরী খাওয়ার পর এবং রোযার নিয়্যত করিয়া লওয়ার পর রাত্রি থাকা সত্ত্বেও কিছু খাওয়া দাওয়া বা স্ত্রী ব্যবহার করাকে না-জায়েয মনে করে, তাহা ভুল। ছোব্‌হে ছাদেক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সব জায়েয আছে, নিয়্যত করুক বা না করুক। তবে ছোব্‌হে ছাদেক হইয়া যাওয়ার সন্দেহ হইলে এইসব না করাই উচিত।

রমযান শরীফের রোযা

১। **মাসআল ঃ** যদি রাত্র হইতে রমযানের রোযার নিয়্যত করে, তবুও ফরয আদায় হইয়া যায়। যদি রাত্রে রোযা রাখার নিয়্যত ছিল না বরং ভোর হইয়া গেল, তবুও এই খেয়ালেই রহিল যে, আজ রোযা রাখিব না। অতঃপর বেলা বাড়িলে খেয়াল হইলে যে, ফরয রোযা ছাড়িয়া দেওয়া অন্যায়। তাই এখন রোযার নিয়্যত করিল, তবুও রোযা হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি সকালে কিছু পানাহার করিয়া থাকে, তবে এখন আর নিয়্যত করিতে পারে না।

২। **মাসআল ঃ** যদি কিছু পানাহার না করিয়া থাকে, তবে দিনের দ্বীপ্রহরের ১ ঘন্টা আগে পর্যন্ত রমযানের রোযার নিয়্যত করা দুরুস্ত আছে।

৩। **মাসআল ঃ** রমযান শরীফে যদি খাছ করিয়া রমযান শরীফের রোযা বা ফরয রোযা বলিয়া নিয়্যত না-ও করে, শুধু এতটুকু নিয়্যত করে যে, আজ আমি রোযা রাখিব, অথবা রাত্রে মনে মনে বলে যে, আগামীকাল আমি রোযা রাখিব, তবে তাহাতেই রমযানের রোযা ছহীহ্ হইয়া যাইবে।

৪। **মাসআল ঃ** যদি কেহ রমযান শরীফে রমযানের রোযা না রাখিয়া নফল রোযা রাখার নিয়্যত করে এবং মনে করে যে, নফল রোযা এখন রাখিয়া লই, রমযানের রোযা পরে ক্বাযা করিয়া লইব, তবুও তাহার রমযানের ফরয রোযা আদায় হইয়া যাইবে, নফল হইবে না।

৫। **মাসআল ঃ** গত রমযানের রোযা কোন কারণে ছুটিয়া গিয়াছিল, সারা বৎসরে ক্বাযা রোযা রাখে নাই, এখন রমযানের মাস আসিয়া পড়িয়াছে; যদি এই রমযানে গত রমযানের ক্বাযা রোযার নিয়্যত করে; তবুও এই রমযানের রোযাই হইবে, গত রমযানের ক্বাযা রোযা হইবে না, সে রোযা রমযানের পর ক্বাযা করিবে।

৬। **মাসআল ঃ** কেহ নযর (মান্নত) মানিয়াছিল যে, আমার অমুক কাজ হইয়া গেলে আমি আল্লাহ্‌র নামে দুইটি বা একটি রোযা থাকিব, তারপর তাহার সে মকছুদও পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু মান্নতের রোযা রাখে নাই। যখন রমযান আসিয়াছে, তখন ঐ রোযা রাখিতে ইচ্ছা করিল। তখন যদি মান্নতের রোযার নিয়্যত করে, রমযানের রোযার নিয়্যত না করে, তবুও রমযানের রোযাই

আদায় হইবে, মান্নতের রোযা আদায় হইবে না, মান্নতের রোযা রমযানের পর রাখিতে হইবে। ফলকথা, রমযান মাসে যে কোন রোযারই নিয়্যত করুক না কেন, তাহা রমযানের রোযাই হইবে, রমযান মাসে অন্য কোন রোযা ছহীহ্ হইবে না।

ইয়াওমুশ্‌শক (সন্দেহের দিন)

৭। **মাসআলা ঃ** (শা'বানের ২৯শে তারিখে সন্ধ্যার সময় যদি রমযানের চাঁদ দেখা যায়, তবে পর দিন রোযা রাখিতে হইবে।) যদি আকাশে মেঘ থাকে এবং চাঁদ দেখা না যায়, তবে পর দিন রোযা রাখিবে না। হাদীস শরীফে ইয়াওমুশ্‌শক অর্থাৎ, এইরূপ সন্দেহের দিনে রোযা রাখার নিষেধ আসিয়াছে। শা'বানের ৩০ দিন পুরা হইলে পর রোযা রাখিবে।

৮। **মাসআল ঃ** ২৯শে শা'বান মেঘের কারণে যদি চাঁদ দেখা না যায়, তবে পর দিন নফল রোযা রাখাও নিষেধ। অবশ্য যদি কাহারও হামেশা বৃহস্পতিবার, শুক্রবার অথবা অন্য কোন নির্দিষ্ট দিনে নফল রোযা রাখার অভ্যাস থাকিয়া থাকে এবং ঘটনাক্রমে ঐ তারিখ ঐ দিন হয়, তবে নফলের নিয়্যতে রোযা রাখা ভাল। অবশ্য যদি পরে কোথাও হইতে খবর আসে যে, ঐ দিন রমযানের ১লা তারিখ প্রমাণিত হইয়াছে, তবে ঐ নফলের দ্বারাই ফরয রোযা আদায় হইয়া যাইবে, ক্বাযা করিতে হইবে না

৯। **মাসআলা ঃ** মেঘের কারণে যদি ২৯ তারিখে রমযানের চাঁদ দেখা না যায়, তবে দুপুরের ১ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত কিছুই পানাহার করিবে না। যদি কোথাও হইতে চাঁদের খবর আসে, তবে তখনই রোযার নিয়্যত করিবে, আর যদি খবর পাওয়া না যায়, তবে পানাহার করিবে।

১০। **মাসআলা ঃ** ২৯শে শা'বান সন্ধ্যায় যদি চাঁদ দেখা না যায়, তবে পর দিন ক্বাযা রোযা, মান্নতের রোযা, কাফ্‌ফারার রোযা কোন রোযাই দুরুস্ত নহে, মকরূহ। অবশ্য দুরুস্ত না হওয়া সত্ত্বেও যদি কেহ রাখে, পরে ঐদিন রমাযানের ১লা তারিখ বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে ঐ রোযাতেই রমযানের রোযা আদায় হইয়া যাইবে। ক্বাযা, কাফ্‌ফারা অথবা মান্নতের রোযা পরে রাখিতে হইবে। যদি খবর না পওয়া যায়, তবে যে রোযার নিয়্যত করিয়াছে উহাই আদায় হইবে।

চাঁদ দেখা

১। **মাসআলা ঃ** আকাশে যদি মেঘ বা ধূলি থাকে, তবে মাত্র একজন পুরুষ বা স্ত্রী সত্যবাদী দ্বীনদার লোকের সাক্ষ্যতেই রমযানের চাঁদ প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হইবে।

২। **মাসআলা ঃ** ২৯শে রমযান যদি আকাশে মেঘ থাকে, তবে ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হইবার জন্য অন্ততঃ দুইজন বিশ্বস্ত দ্বীনদার পুরুষ অথবা দ্বীনদার একজন পুরুষ এবং দ্বীনদার দুইজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য আবশ্যক, অন্যথায় ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হইবে না। যদি একজন অতি বিশ্বস্ত, অতি ধার্মিক পুরুষেও সাক্ষ্য দেয়, অথবা শুধু চারি জন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দেয়, পুরুষ কেহই সাক্ষ্য না দেয়, তবে তাহাতে ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হইবে না এবং রোযা ভাঙ্গা যাইবে না।

৩। **মাসআলা ঃ** যে লোক শরীঅতের হুকুম মত চলে না, অনবরত শরা'র বরখেলাফ কাজ করিতে থাকে; যেমন, হয়ত নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, মিথ্যা কথা বলে, (অথবা সুদ খায়) অথবা এইরূপ অন্য কোন গোনাহ্‌র কাজে লিপ্ত থাকে, শরীঅতের পাবন্দী করে না। শরীঅতে এইরূপ লোকের কথার কোনই মূল্য নাই। এই রকমের লোক যদি শত শত কসম খাইয়াও বয়ান

করে, তবুও তাহার কথা বিশ্বাস করা যাইবে না। এমন কি, যদি এই ধরনের দুই তিন জন লোকেরও বর্ণনা দেয়, তবুও তাহা দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হইবে না।

৪। **মাসআলা ঃ** মশহূর আছে, যে দিন রজব মাসের ৪ তারিখ হইবে, সেদিন রমযানের প্রথম তারিখ হইবে। শরীঅতে ইহার কোন মূল্য নাই। চাঁদ না দেখিলে রোযা রাখিবে না।

৫। **মাসআলা ঃ** হাদীস শরীফে আছে, চাঁদ দেখিয়া এইরূপ বলা যে, চাঁদ অনেক বড়। ইহা আজকার চাঁদ নয় কালকার চাঁদ, এইরূপ বলা বড়ই খারাপ। ইহা কিয়ামতের একটি আলামত। সারকথা, চাঁদ বড় ছোট হওয়ার কথার কোন মূল্য নাই। হিন্দুদের কথা বিশ্বাস করিও না যে, আজ দ্বিতীয়া, আজ অবশ্য চাঁদ উঠিবে। শরীঅতে এ সব কথার কোন মূল্য নাই।

৬। **মাসআলা ঃ** আকাশ যদি সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে এবং তা সত্ত্বেও চাঁদ দেখা না যায়, তবে দুই চারিজনের বলাতে এবং সাক্ষ্য দেওয়াতে চাঁদ প্রমাণিত হইবে না। রমযানের চাঁদ হউক বা ঈদের চাঁদ হউক। অবশ্য যদি এত লোকে চাঁদ দেখার প্রমাণ দেয়, যাহাতে মনে দৃঢ় ধারণা হয় যে, এত লোক কিছুতেই মিথ্যা কথা বানাইয়া বলিতে পারে না, তবে চাঁদ প্রমাণিত হইয়া যাইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** অনেক সময় এরকম হয় যে, দেশ ব্যাপিয়া মশ্হূর হইয়া যায় যে, কাল চাঁদ দেখা গিয়াছে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত দেশ খুঁজিয়া একজনেও দেখিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গেল না; শরীঅতে এইরূপ ভিত্তিহীন গুজবের কোনই মূল্য নাই।

৮। **মাসআলা ঃ** রমযান শরীফের চাঁদ মাত্র একজন লোকে দেখিল, অন্য কেহই দেখিল না; কিন্তু সে লোক শরীঅতের পাবন্দ না হওয়ার কারণে অন্য লোকে রোযা রাখিবে না। কিন্তু তাহার নিজের রোযা রাখিতে হইবে। কিন্তু যদি এই লোকের প্রমাণের হিসাবে ৩০ রোযা হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও ঈদের চাঁদ দেখা না যায়, তবে তাহার ৩১ রোযা রাখা ওয়াজিব হইবে, ঈদ তাহাকে সকলের সঙ্গেই করিতে হইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** ঈদের চাঁদ যদি কেহ একা একা দেখে, অন্য কেহ না দেখে, তবে অন্যেরা ত তাহার কথা গ্রহণ করিবেই না, সে নিজেরও একা ঈদ করা দুরুস্ত নাই। পরদিন তাহারও রোযা রাখিতে হইবে, রোযা ভাঙ্গিতে পারিবে না।

১০। **মাসআলা ঃ** ৩০শে রমযান যদি দিনের বেলায় চাঁদ দেখা যায়, দুপুরের পরে দেখা যাউক বা পূর্বে দেখা যাউক, কিছুতেই রোযা ভাঙ্গা যাইবে না, সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা রাখিতে হইবে, সূর্যাস্তের পর নিয়ম মত ইফ্তার করিতে হইবে, ঐ চাঁদকে সামনের রাত্রের চাঁদ ধরিতে হইবে। গত রাত্রের ধরা যাইবে না। যদি কেহ দিনের বেলায় চাঁদ দেখিয়া রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তবে তাহার কাফ্ফারা দিতে হইবে। —বেঃ গাওহার

ক্বাযা রোযা

১। **মাসআলা ঃ** কোন কারণবশতঃ যদি রমযানের সব রোযা বা কতেক রোযা রাখিতে না পারে, রমযানের পর যত শীঘ্র সম্ভব হয় ঐ সব রোযার ক্বাযা রাখিতে হইবে, দেরী করিবে না (হায়াত মউতের বিশ্বাস নাই,) বিনা কারণে ক্বাযা রোযা রাখিতে দেরী করিলে গোনাহ্গার হইবে।

২। **মাসআলা ঃ** ক্বাযা রোযা রাখিবার সময় দিন তারিখ নির্দিষ্ট করিবে যে, 'অমুক দিনের অমুক তারিখের রোযার ক্বাযা করিতেছি। অবশ্য এরূপ নিয়্যত করা জরুরী নহে। শুধু যে কয়টি রোযা ক্বাযা হইয়াছে, সে কয়টি রাখিলেই যথেষ্ট হইবে। অবশ্য যদি ঘটনাক্রমে দুই রমযানের

ক্বাযা রোযা একত্র হইয়া যায়, তবে এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করিয়া নিয়্যত করিতে হইবে যে, "আজ অমুক বৎসরের রমযানের রোযা আদায় করিতেছি।"

৩। **মাসআলাঃ** ক্বাযা রোযার জন্য রাত্রেই নিয়্যত করা যরূরী (শর্ত)। ছোব্‌হে ছাদেকের পরে ক্বাযা রোযার নিয়্যত করিলে ক্বাযা ছহীহ্ হইবে না, রোযা রাখিলে সে রোযা নফল হইবে। ক্বাযা রোযা পুনরায় রাখিতে হইবে।

৪। **মাসআলাঃ** কাফ্‌ফারার রোযারও একই হুকুম; যদি ছোব্‌হে ছাদেকের পূর্বে রাত্রেই কাফ্‌ফারার বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া নিয়্যত না করে, তবে কাফ্‌ফারার রোযা ছহীহ্ হইবে না; (সেই রোযা নফল হইয়া যাইবে, কাফ্‌ফারার রোযা পুনরায় রাখিতে হইবে।)

৫। **মাসআলাঃ** যে কয়টি রোযা ছুটিয়া গিয়াছে, তাহা সব একাধারে বা বিভিন্ন সময়ে রাখাও দুরুস্ত আছে। (একাধারে রাখা মোস্তাহাব।)

৬। **মাসআলা ঃ** গত রমযানের কিছু রোযা ক্বাযা ছিল, তাহা ক্বাযা না করিতেই পুনরায় রমযান আসিয়া গেল, এখন রমযানের রোযাই রাখিতে হইবে, ক্বাযা রোযা পরে রাখিবে। এরূপ দেরী করা ভাল নহে।

৭। **মাসআলাঃ** রমযান শরীফের সময় দিনের বেলায় যদি কেহ বেহুঁশ হইয়া পড়ে এবং কয়েকদিন যাবৎ বেহুঁশই থাকে, তবে যদি কোন ঔষধ ইত্যাদি হল্‌কুমের নীচে না যাইয়া থাকে, তবে বেহুঁশীর প্রথম দিনের রোযার নিয়ত পাওয়া গিয়াছে, কাজেই প্রথম দিনের রোযা ছহীহ্ হইয়া যাইবে, পরে যে কয়দিন বেহুঁশ রহিয়াছে, সে কয়দিনের নিয়্যত পাওয়া যায় নাই বলিয়া কিছু পানাহার না হওয়া সত্ত্বেও সে কয়দিনের রোযা হইবে না, সে কয়দিনের রোযার ক্বাযা করিতে হইবে।

৮। **মাসআলাঃ** এইরূপে যদি রাত্রে বেহুঁশ হয়, তবুও প্রথম দিনের রোযার ক্বাযা করা লাগিবে না। বেহুঁশীর অন্যান্য দিনের ক্বাযা ওয়াজিব হইবে। অবশ্য যদি পরদিন রোযা রাখার নিয়্যত না করিয়া থাকে, অথবা কোন ঔষধাদি সকাল বেলায় হলকুমের নীচে যাইয়া থাকে, তবে ঐ দিনেরও ক্বাযা রাখিতে হইবে।

৯। **মাসআলাঃ** যদি কেহ সমস্ত রমযান মাস ব্যাপিয়া বেহুঁশ অবস্থায় থাকে, তবে সুস্থ হওয়ার পর সমস্ত রমযান মাসের রোযা ক্বাযা করিতে হইবে। ইহা মনে করিবে না যে, বেহুঁশ থাকার কারণে রোযা একেবারে মা'ফ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য যদি কেহ সমস্ত রমযান মাস ব্যাপিয়া পাগল থাকে, মাত্রই ভাল না হয়, তবে তাহার রমযানের রোযার ক্বাযা করা লাগিবে না; কিন্তু যদি রমযানের মধ্যে ভাল হয়, তবে যে দিন হইতে ভাল হইয়াছে সে দিন হইতে রীতিমত রোযা রাখিবে।

মান্নতের রোযা

১। **মাসআলাঃ** যদি কেহ কোন ইবাদতের (অর্থাৎ, নামায, রোযা ছদ্‌কা ইত্যাদির) মান্নত করে, তবে তাহা পুরা করা ওয়াজিব হইয়া যাইবে। যদি না করে, তবে গোনাহ্‌গার হইবে।

২। **মাসআলাঃ** মান্নত দুই প্রকার। **প্রথম**—দিন তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া মান্নত করা। **দ্বিতীয়**—অনির্দিষ্টরূপে মান্নত করা। ইহার প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকার (১)—শর্ত করিয়া মান্নত করা। যেমন বলিল, যদি আমার অমুক কাজ সিদ্ধ হয়, তবে আমি ৫০·০০ টাকা আল্লাহ্‌র রাস্তায়

দান করিব। (২)—বিনা শর্তে শুধু আল্লাহ্‌র নামে মান্নত করা। যেমন বলিল, আমি আল্লাহ্‌র নামে পাঁচটি রোযা রাখিব। মোটকথা, যেরূপই মান্নত করুক না কেন, নির্দিষ্ট হউক বা অনির্দিষ্ট হউক, শর্তসহ হউক বা বিনাশর্তে হউক আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ করিয়া যবানে মান্নত করিলেই তাহা ওয়াজিব হইয়া যাইবে। (অবশ্য শর্ত করিয়া মান্নত করিলে যদি সেই শর্ত পাওয়া যায়, তবে ওয়াজিব হইবে; অন্যথায় ওয়াজিব হইবে না।)

(**মাসআলা ঃ** যদি কেহ বলে, আয় আল্লাহ্! আজ যদি আমার অমুক কাজ হইয়া যায়, তবে কালই আমি আপনার নামে একটি রোযা রাখিব, অথবা বলে, হে খোদা! আমার অমুক মকছুদ পূর্ণ হইলে পরশু শুক্রবার আমি আপনার নামে একটি রোযা রাখিব। এরূপ মান্নতে যদি রাত্রে রোযার নিয়্যত করে, তবুও দুরুস্ত আছে। আর যদি রাত্রে না করিয়া দ্বিপ্রহরের এক ঘণ্টা পূর্বে নিয়্যত করে, তাহাও দুরুস্ত আছে এবং মান্নত আদায় হইয়া যাইবে।)

৩। **মাসআলা ঃ** মান্নত করিয়া যে জুমু'আর দিন নির্দিষ্ট করিয়াছে, সেই জুমু'আর দিন রোযা রাখিলে যদি মান্নতের রোযা বলিয়া নিয়্যত না করে, শুধু রোযা রাখার নিয়্যত করে, অথবা নফল রোযা রাখার নিয়্যত করে, তবুও নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা আদায় হইয়া যাইবে। অবশ্য যদি ঐ তারিখে ক্বাযা রোযা রাখার নিয়্যত করে এবং মান্নতের রোযার কথা মনে না থাকে, অথবা মনে ছিল কিন্তু ইচ্ছা করিয়া ক্বাযা রোযা রাখিয়াছে, তবে ক্বাযা রোযাই আদায় হইবে, মান্নত আদায় হইবে না; মান্নতের রোযা অন্য আর একদিন ক্বাযা করিতে হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** দ্বিতীয় মান্নত এই যে, যদি দিন তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া মান্নত না করে, শুধু বলে যে, যদি আমার অমুক কাজ হইয়া যায়, আমি আল্লাহ্‌র নামে পাঁচটি রোযা রাখিব, অথবা শর্ত না করিয়া শুধু বলে, আমি আল্লাহ্‌র নামে পাঁচটি রোযা রাখিব, তবুও পাঁচটি রোযা রাখা ওয়াজিব হইবে; কিন্তু যেহেতু কোন দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে নাই, কাজেই যে কোন দিন রাখিতে পারিবে কিন্তু নিয়্যত রাত্রেই করা শর্ত। ছোব্‌হে ছাদেকের পরে মান্নতের রোযার নিয়্যত করিলে এইরূপ অনির্দিষ্ট মান্নতের রোযা আদায় হইবে না এবং এই রোযা নফল হইয়া যাইবে।

নফল রোযা

১। **মাসআলা ঃ** নফল রোযার জন্য যদি এই নিয়্যত করে যে, 'আল্লাহ্‌র নামে একটি নফল রোযা রাখিব', তাহাও দুরুস্ত আছে এবং যদি শুধু এইরূপ নিয়্যত করে যে, 'আমি আল্লাহ্‌র নামে একটি রোযা রাখিব' তাহাও দুরুস্ত আছে।

২। **মাসআলা ঃ** বেলা দ্বিপ্রহরের এক ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত নফল রোযার নিয়্যত করা দুরুস্ত আছে। অতএব, যদি কাহারও বেলা ১০টা পর্যন্তও রোযা রাখার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এখনও কিছু পানাহার করে নাই, তারপর রোযা রাখার ইচ্ছা হইল, তবে ঐ সময় রোযার নিয়্যত করিলেও নফল রোযা দুরুস্ত হইয়া যাইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** সারা বৎসরে মাত্র পাঁচ দিন রোযা রাখা দুরুস্ত নহে। দুই ঈদের দুই দিন এবং বক্‌রা ঈদের পরে ১১ই, ১২ই, এবং ১৩ই যিলহজ্জ, মোট এই পাঁচ দিন রোযা রাখা হারাম, তাহা ছাড়া নফল রোযা যে কোন দিন রাখা যায় এবং নফল রোযা যত বেশী রাখা যাইবে তত বেশী সওয়াব পাওয়া যাইবে।

৪। মাসআলা ঃ যদি কেহ ঈদের দিন রোযা রাখার মান্নত করে, তবুও ঈদের দিন রোযা দুরুস্ত নহে। তৎপরিবর্তে অন্য একদিন রোযা রাখিয়া মান্নত পুরা করিতে হইবে।

৫। মাসআলা ঃ যদি কেহ এইরূপ মান্নত করে যে, 'আমি সারা বৎসর রোযা রাখিব, এক দিনেরও রোযা ছাড়িব না,' তবুও এই পাঁচ দিন রোযা রাখিবে না। এই পাঁচ দিন রোযা না রাখিয়া তাহার পরিবর্তে অন্য পাঁচ দিন রোযা রাখিতে হইবে।

৬। মাসআলা ঃ নফল রোযার নিয়্যত করিয়া লইলে সে রোযা পুরা করা ওয়াজিব হইয়া যায়। অতএব, যদি কেহ সকালে নফল রোযার নিয়ত করিয়া পরে ঐ রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তবে তাহার ঐ রোযার ক্বাযা করা ওয়াজিব হইবে।

৭। মাসআলা ঃ কেহ রাত্রে রোযা রাখার ইচ্ছা করিয়াছিল, 'আমি আগামীকাল রোযা রাখিব', কিন্তু ছোব্হে ছাদেক হওয়ার পূর্বেই নিয়্যত বদলিয়া গেল এবং রোযা রাখিল না, তবে তাহার ক্বাযা ওয়াজিব হইবে না। (কিন্তু ছোব্হে ছাদেক হওয়ার পর যদি বদলায়, তবে ক্বাযা ওয়াজিব হইবে।)

৮। মাসআলা ঃ স্ত্রীর জন্য স্বামী বাড়ীতে থাকিলে স্বামীর বিনা অনুমতিতে নফল রোযা রাখা দুরুস্ত নহে। এমন কি, যদি স্বামীর বিনা অনুমতিতে নফল রোযার নিয়্যত করে এবং পরে স্বামী রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলার আদেশ করে, তবে রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলা দুরুস্ত আছে, কিন্তু পরে স্বামীর অনুমতি লইয়া তাহার ক্বাযা করিতে হইবে।

৯। মাসআলা ঃ মেহ্মান বা মেযবান (মেহ্মান অতিথি, মেযবান বাড়ীওয়ালা) যদি একে অন্যের সঙ্গে না খাওয়াতে মনে কষ্ট পায়, তবে নফল রোযা ছাড়িয়া দেওয়া দুরুস্ত আছে, কিন্তু ঐ রোযার পরিবর্তে আর একটি রোযা রাখিতে হইবে।

১০। মাসআলা ঃ কেহ ঈদের দিন নফল রোযা রাখিল এবং নিয়্যতও করিল, তবুও সেই রোযা ছাড়িয়া দিবে, উহার ক্বাযা করাও ওয়াজিব হইবে না।

১১। মাসআলা ঃ মহর্‌রম মাসের ১০ই তারিখ রোযা রাখা মুস্তাহাব। হাদীস শরীফে আছে, যে কেহ মহর্‌রম মাসের ১০ই তারিখে একটি রোযা রাখিবে তাহার বিগত এক বৎসরের (ছগীরা) গোনাহ্ মা'ফ হইয়া যাইবে (কিন্তু শুধু ১০ই তারিখে একটি রোযা মকরূহ্। কাজেই তাহার সঙ্গে ৯ই তারিখে অথবা ১১ই তারিখে রোযা রাখিবে।)

১২। মাসআলা ঃ এইরূপ হজ্জের চাঁদের ৯ই তারিখে রোযা রাখাও বড় সওয়াব। (হাদীস শরীফে আছে,) যে ব্যক্তি হজ্জের চাঁদের ৯ই তারিখে এই রোযা রাখিবে, তাহার বিগত এবং আগামী বৎসরের (ছগীরা) গোনাহ্ মা'ফ হইয়া যাইবে। (মহর্‌রমের আশুরার তারিখে একটি রোযা মকরূহ্, কিন্তু এখানে একটি রোযা রাখা মকরূহ্ নহে।) তবে শুরু চাঁদ হইতে ৯ই যিলহজ্জ পর্যন্ত রোযা রাখা উত্তম। (এইরূপে মহর্‌রমের চাঁদের শুরু হইতে ১০টি রোযা রাখা অতি উত্তম।)

১৩। মাসআলা ঃ শা'বানের চাঁদের ১৫ ই তারিখে রোযা রাখা এবং শাওয়ালের চাঁদের ঈদের দিন বাদ দিয়া ছয়টি রোযা রাখা অন্যান্য নফল রোযা অপেক্ষা অধিক সওয়াব (রজবের চাঁদে ২৭শে তারিখে রোযা রাখাও মুস্তাহাব।)

১৪। মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক চাঁদের ১৩ই, ১৪ই এবং ১৫ই তারিখে আইয়্যামে বীযের তিনটি রোযা রাখিল, সে যেন সারা বৎসর রোযা রাখিল। হযরত নবী আলাইহিস্‌সালাম এই

তিনটি রোযা রাখিতেন এবং প্রত্যেক সোমবার এবং বৃহস্পতিবারেও রোযা রাখিতেন। যদি কেহ এইসব রোযা রাখে, তবে তাহাতে অনেক সওয়াব আছে। (না রাখিলে কোন গোনাহ্ নাই।)

যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় বা হয় না

১। মাসআলা ঃ রোযা রাখিয়া যদি রোযার কথা ভুলিয়া কিছু খাইয়া ফেলে, কিংবা ভুলে স্বামী-সহবাস হইয়া যায়, রোযার কথা মাত্রই মনে না আসে, তবে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হয় না। যদি ভুলে পেট ভরিয়াও পানাহার করে, কিংবা ভুলে কয়েক বার পানাহার করে, তবুও রোযা ভঙ্গ হয় না। (কিন্তু খাওয়া শুরু করার পর স্মরণ হইলে তৎক্ষণাৎ খাওয়া বন্ধ করিতে হইবে। কিছু জিনিস গিলিয়া ফেলিলেও রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে।)

২। **মাসআলা ঃ** কোন রোযাদারকে ভুলবশতঃ খাইতে দেখিলে যদি রোযাদার সবল হয় এবং রোযা রাখিতে কষ্ট না হয়, তবে তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু যদি রোযা রাখিবার মত শক্তি তাহার না থাকে, তবে স্মরণ করাইবে না; তাহাকে খাইতে দিবে।

৩। মাসআলা ঃ রোযা রাখিয়া দিনে ঘুমাইলে ও স্বপ্নদোষ হইলে (বা স্বপ্নে কিছু খাইলে) রোযা ভঙ্গ হয় না।

৪। মাসআলা ঃ রোযা রাখিয়া সুরমা বা তেল লাগান অথবা খুশ্‌বুর ঘ্রাণ লওয়া দুরুস্ত আছে। এমন কি, চোখে সুরমা লাগাইলে যদি থুথু কিংবা শ্লেষ্মায় সুরমার রং দেখা যায়, তবুও রোযা ভঙ্গ হয় না, মকরূহ্ও হয় না।

৫। মাসআলা ঃ রোযা রাখিয়া দিনের বেলায় স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে শোয়া হাত লাগান বা পেয়ার করা সমস্তই দুরুস্ত, কিন্তু যদি কামভাব প্রবল হইয়া স্ত্রীসহবাসের আশংকা হয়, তবে এরূপ করা মকরূহ্। (এই জন্যই জওয়ান স্বামী-স্ত্রীর জন্য রোযা রাখিয়া চুম্বন অথবা কোলাকুলি করা মকরূহ্। কিন্তু যে সব বৃদ্ধের মনে চাঞ্চল্য আসে না তাহাদের জন্য মকরূহ্ নহে।)

৬। **মাসআলা ঃ** আপনাআপনি যদি হল্‌কুমের মধ্যে মাছি, ধোঁয়া বা ধুলা চলিয়া যায়, তবে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হয় না; কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক এরূপ করিলে রোযা ভঙ্গ হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** লোবান বা আগরবাতি জ্বালাইয়া তাহার ধোঁয়া গ্রহণ করিলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। এইরূপে যদি কেহ বিড়ি সিগারেট অথবা হুক্কার ধোঁয়া পান করে তবে তাহার রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। কিন্তু গোলাপ, কেওড়া ফুল, আতর ইত্যাদি যে সব খোশবুতে ধোঁয়া নাই, তাহার ঘ্রাণ লওয়া দুরুস্ত আছে।

৮। মাসআলা ঃ দাঁতের ফাঁকে যদি কোন খাদ্যদ্রব্য আট্‌কিয়া থাকে এবং খেলাল বা জিহ্বার দ্বারা তাহা বাহির করিয়া গিলিয়া ফেলে, মুখের বাহির না করে এবং ঐ খাদ্যদ্রব্য একটি বুটের পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা অধিক হয়, তবে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। আর যদি একটি বুট অপেক্ষা কম হয়, তবে রোযা ভঙ্গ হইবে না; কিন্তু যদি মুখ হইতে বাহিরে আনিয়া তারপর গিলে, তবে তাহা একটি বুট হইতে কম হইলেও রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** মুখের থুথু যত বেশীই হউক না কেন তাহা গিলিলে রোযার কোনই ক্ষতি হয় না।

১০। মাসআলা ঃ শেষ রাত্রে সেহ্‌রী খাওয়ার পর যদি কেহ পান খায়, তবে ছোব্‌হে ছাদেকের পূর্বেই উত্তমরূপে কুল্লি করিয়া মুখ ছাফ করিয়া লওয়া উচিত। উত্তমরূপে কুল্লি করার পরও যদি

সকালে থুথু কিছু লাল দেখায়, তবে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। (রোযা অবস্থায় ইন্‌জেকশন নিলেও রোযা নষ্ট হয় না।)

১১। মাসআলাঃ রাত্রে যদি গোসল ফরয হয়, তবে ছোব্‌হে ছাদেকের পূর্বেই গোসল করিয়া লওয়া উচিত; কিন্তু যদি কেহ গোসল করিতে দেরী করে, কিংবা সারাদিন গোসল নাও করে, তবে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। অবশ্য ফরয গোসল অকারণে দেরীতে করিলে তজ্জন্য পৃথক গোনাহ্‌ হইবে।

১২। মাসআলাঃ নাকের শ্লেষ্মা জোরে টানার কারণে যদি হলকুমে চলিয়া যায়, তবে তাহাতে রোযা নষ্ট হয় না। এইরূপে মুখের লালা টানিয়া গিলিলেও রোযা নষ্ট হয় না।

১৩। মাসআলাঃ যদি কেহ সেহ্‌রী খাইয়া পান মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে ঘুমাইয়া পড়ে এবং পান মুখে থাকা অবস্থাতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া যায়, তবে তাহার রোযা শুদ্ধ হইবে না। এই রোযা ভাঙ্গিতে পারিবে না বটে, কিন্তু উহার পরিবর্তে একটি রোযা ক্বাযা রাখিতে হইবে, কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে না।

১৪। মাসআলাঃ কুল্লি করার সময় যদি (অসতর্কতাবশতঃ রোযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও) হলকুমের মধ্যে পানি চলিয়া যায়, (অথবা ডুব দিয়া গোসল করিবার সময় হঠাৎ নাক বা মুখ দিয়া পানি হলকুমের ভিতর চলিয়া যায়,) তবে রোযা ভঙ্গ হইবে। (কিন্তু পানাহার করিতে পারিবে না।) এই রোযা ক্বাযা করা ওয়াজিব, কাফ্‌ফারা ওয়াজিব নহে।

১৫। মাসআলাঃ আপনাআপনি যদি বমি হইয়া যায়, তবে বেশী হউক কি কম হউক, তাহাতে রোযা নষ্ট হয় না। কিন্তু যদি ইচ্ছা করিয়া মুখ ভরিয়া বমি করে, তবে রোযা নষ্ট হইয়া যায়, অল্প বমি করিলে রোযা নষ্ট হয় না।

১৬। মাসআলাঃ যদি আপনাআপনিই সামান্য বমি হয় এবং আপনাআপনিই হলকুমের ভিতর চলিয়া যায়, তাহাতে রোযা নষ্ট হইবে না। অবশ্য যদি ইচ্ছাপূর্বক গিলে, তবে কম হইলেও রোযা নষ্ট হইয়া যাইবে, (অথবা যদি বেশী পরিমাণ আপনাআপনিই হলকুমের নীচে চলিয়া যায়, তবে রোযা নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু পানাহার করিবে না।)

১৭। মাসআলাঃ যদি কেহ একটি কঙ্কর অথবা একটি লোহার (বা সীসার) গুলি (অথবা একটি পয়সা গিলিয়া ফেলে অর্থাৎ,) এমন কোন জিনিস গিলিয়া ফেলে যাহা লোকে সাধারণতঃ খাদ্যরূপেও খায় না বা ঔষধরূপেও সেবন করে না, তবে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না; শুধু একটি রোযার পরিবর্তে একটি রোযা ক্বাযা করিতে হইবে। আর যদি এমন কোন জিনিস গিলিয়া ফেলে, যাহা লোকে খাদ্যরূপে খায়, অথবা পানীয়রূপে পান করে, বা ঔষধরূপে সেবন করে, তবে তাহাকে ক্বাযাও রাখিতে হইবে এবং কাফ্‌ফারাও দিতে হইবে।

১৮। মাসআলাঃ রোযা রাখিয়া দিনের বেলায় স্ত্রী-সহবাস করিলে এমন কি পুরুষের খৎনা স্থান স্ত্রীর যোনি দ্বারে প্রবেশ করিলে বীর্যপাত হউক বা না হউক রোযা ভঙ্গ হইবে, ক্বাযা এবং কাফ্‌ফারা উভয়ই ওয়াজিব হইবে।

১৯। মাসআলাঃ স্বামী যদি স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে পুরুষাঙ্গের খৎনাস্থান পর্যন্ত প্রবেশ করায়, তবুও উভয়ের রোযা ভঙ্গ হইবে। কাফ্‌ফারা, ক্বাযা উভয়ই ওয়াজিব হইবে।

২০। **মাসআলা** ঃ রমযান শরীফের রোযা রাখিয়া ভাঙ্গিলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়। রমযান ছাড়া অন্য কোন রোযা ভাঙ্গিলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয় না , যেরূপেই ভাঙ্গুক, যদিও রমযানের ক্বাযা রোযা রাখিয়া ভাঙ্গে। অবশ্য যদি রাত্রে রোযার নিয়্যত না করে, কিংবা রোযা ভাঙ্গার পর ঐ দিনই হায়েয আসে, তবে ঐ ভাঙ্গার কারণে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে না।

২১। **মাসআলা** ঃ নাকে নস্য টানিলে বা কানে তেল ঢালিলে, অথবা পায়খানার জন্য ডুস লইলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যায়, কিন্তু এইরূপ করিলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে না, শুধু ক্বাযা করিতে হইবে। কানে পানি টপ্‌কাইলে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হয় না।

২২। **মাসআলা** ঃ রোযা রাখা অবস্থায় পেশাবের রাস্তায় কোন ঔষধ রাখা অথবা তেল ইত্যাদি কিছু টপকান দুরুস্ত নাই। যদি কেহ ঔষধ রাখে, তবে রোযা ভঙ্গ হইবে এবং ক্বাযা ওয়াজিব হইবে, কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে না।

২৩। **মাসআলা** ঃ ধাত্রী যদি প্রসূতির প্রস্রাব দ্বারে আঙ্গুল ঢুকায় কিংবা নিজেই নিজ যোনিতে আঙ্গুল ঢুকায়, অতঃপর সম্পূর্ণ আঙ্গুল বা কিয়দংশ বাহির করার পর আবার ঢুকায়, তবে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। কিন্তু কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে না। আর যদি বাহির করার পর আবার না ঢুকায় তবে রোযা ভঙ্গ হইবে না। অবশ্য যদি পানি ইত্যাদির দ্বারা আঙ্গুল ভিজা থাকে, তবে প্রথমবারে ঢুকাইলেই রোযা ভঙ্গ হইবে।

২৪। **মাসআলা** ঃ দাঁত দিয়া রক্ত বাহির হইলে যদি থুথুর সঙ্গে সে রক্ত গিলিয়া ফেলে, তবে রোযা ভঙ্গ হইবে, কিন্তু যদি থুথুর চেয়ে কম হয়—যাহাতে রক্তের স্বাদ পাওয়া না যায়, তবে রোযা ভঙ্গ হইবে না।

২৫। **মাসআলা** ঃ কোন জিনিস জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়া শুধু একটু স্বাদ দেখিয়া থুথু ফেলিয়া দিলে, রোযা ভঙ্গ হয় না ; কিন্তু বিনা দরকারে এরূপ করা মক্‌রূহ্। অবশ্য যদি কাহারও স্বামী এত বড় যালেম এবং পাষাণ হৃদয় হয় যে, ছালুনে নিমক একটু বেশী-কম হইলে যুলুম করা শুরু করে, তাহার জন্য ছালুনের নুন দেখিয়া থুথু ফেলিয়া দেওয়া দুরুস্ত আছে, মকরূহ্ নহে।

২৬। **মাসআলা** ঃ রোযাবস্থায় শিশু সন্তানের খাওয়ার জন্য কোন জিনিস চিবাইয়া দেওয়া মকরূহ্। অবশ্য শিশুর জীবন ওষ্ঠাগত হইলে এবং কেহ চিবাইয়া দেওয়ার না থাকিলে, এইরূপ অবস্থায় চিবাইয়া দিয়া মুখ পরিষ্কার করিয়া ফেলা জায়েয আছে।

২৭। **মাসআলা** ঃ রোযা রাখিয়া দিনের বেলায় কয়লা, বা মাজন (বা বালুর) দ্বারা দাঁত মাজা মকরূহ্ এবং ইহার কিছু অংশ যদি হলকুমের নীচে চলিয়া যায়, তবে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। কাঁচা বা শুক্‌না মেস্‌ওয়াক দ্বারা দাঁত মাজা দুরুস্ত আছে। এমন কি, যদি নিমের কাঁচা ডালের মেস্‌ওয়াক দ্বারা মেস্‌ওয়াক করে এবং তাহার তিক্ততার স্বাদ মুখে অনুভব করে, তাহাতেও রোযার কোন ক্ষতি হইবে না, মক্‌রূহ্‌ও হইবে না।

২৮। **মাসআলা** ঃ কোন স্ত্রীলোক অসতর্ক অবস্থায় ঘুমাইয়াছে, কিংবা অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে, কেহ তাহার সহিত সহবাস করিলে তাহার রোযা ভঙ্গ হইবে এবং ক্বাযা ওয়াজিব হইবে। কিন্তু পুরুষের কাফ্‌ফারাও ওয়াজিব হইবে।

২৯। **মাসআলা** ঃ ভুলে পানাহার করিলে রোযা যায় না, কিন্তু এইরূপ করার পর তাহার রোযা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া যদি কিছু খায়, তবে তাহার রোযা অবশ্য ভঙ্গ হইয়া যাইবে ; কিন্তু শুধু ক্বাযা করিতে হইবে, কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না।

৩০। **মাসআলা ঃ** কাহারও যদি আপনাআপনি বমি হয়, তাহাতে রোযা ভঙ্গ হয় না, কিন্তু রোযা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া যদি পরে কিছু খায়, তবে তাহার রোযা অবশ্য টুটিয়া যাইবে; কিন্তু শুধু ক্বাযা করিতে হইবে, কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না।

৩১। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ সুরমা অথবা তেল লাগাইয়া অজ্ঞতাবশতঃ মনে করে যে, তাহার রোযা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং এই কারণে ইচ্ছা করিয়া কিছু খাওয়া-দাওয়া করে, তবে ক্বাযা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই ওয়াজিব হইবে।

৩২। **মাসআলা ঃ** রমযান মাসে কোন কারণবশতঃ যদি কাহারও রোযা ভাঙ্গিয়া যায়, তবুও দিনের বেলায় তাহার জন্য কিছু খাওয়-দাওয়া দুরুস্ত নহে, সমস্ত দিন রোযাদারের ন্যায় না খাইয়া থাকা তাহার উপর ওয়াজিব।

৩৩। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ রমযানে রোযার নিয়্যতই করে নাই বলিয়া খাওয়া-দাওয়া করিতে থাকে, তাহার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে না। রোযার নিয়্যত করিয়া ভাঙ্গিলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়।

কাফ্‌ফারা

১। **মাসআলা ঃ** রমযান শরীফের রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে একাধারে দুই মাস অর্থাৎ, ৬০টি রোযা রাখিতে হইবে। কিছু কিছু করিয়া রাখা দুরুস্ত নাই। একলাগা ৬০টি রোযা রাখিতে হইবে। যদি মাঝখানে ঘটনাক্রমে দুই একদিনও বাদ পড়ে, তবে তাহার পর হইতে আবার ৬০টি গণনা করিয়া পূর্ণ করিতে হইবে, পূর্বেরগুলি হিসাবে ধরা যাইবে না। এমন কি, যদি এই ৬০দিনের মধ্যে ঈদের বা কোরবানীর দিনও আসে, তবুও কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না, পূর্বগুলি বাদ দিয়া উহার পর হইতে ৬০টি পূর্ণ করিতে হইবে। অবশ্য এই ৬০ দিনের মধ্যে যদি মেয়েলোকের হায়েয আসে, তবে তাহা মা'ফ; কিন্তু হায়েয হইতে পাক হইবার পর দিন হইতেই আবার রোযা রাখিতে হইবে এবং ৬০টি রোযা পূর্ণ করিতে হইবে।

২। **মাসআলা ঃ** নেফাসের কারণে যদি মাঝে রোযা ভাঙ্গা পড়ে, তবে কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না। নেফাস হইতে পাক হওয়ার পর ৬০টি পূর্ণ করিবে। নেফাসের পূর্বে যদি কিছু রোযা রাখিয়া থাকে, তাহা গণনায় ধরা যাইবে না।

৩। **মাসআলা ঃ** রোগের কারণে যদি মাঝখানে ভাঙ্গা পড়ে, তবে রোগ আরোগ্য হওয়ার পর নূতনভাবে ৬০টি রোযা পূর্ণ করিতে হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** যদি মাঝে রমযানের মাস আসে, তবুও কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না।

৫। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও কাফ্‌ফারার রোযা রাখার শক্তি না থাকে, তবে রমযান শরীফের একটি রোযা ভাঙ্গিল তাহার পরিবর্তে ৬০ জন মিস্‌কীনকে দুই ওয়াক্ত খুব পেট ভরিয়া খাওয়াইতে হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** যদি এই ৬০ জনের মধ্যে কয়েকজন এমন অল্প বয়স্ক থাকে যে, তাহারা পূর্ণ খোরাক খাইতে পারে না, তবে তাহাদিগকে হিসাবে ধরা যাইবে না। তাহাদের পরিবর্তে অন্য পূর্ণ খোরাক খানেওয়ালা মিসকীনকে আবার খাওয়াইতে হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** যদি গমের রুটি হয়, তবে শুধু রুটি খাওয়ানও দুরুস্ত আছে, আর যদি যব, বজরা, ভুট্টা ইত্যাদির রুটি বা ভাত হয়, তবে উহার সহিত কিছু ভাল তরকারী দেওয়া উচিত। যাহাতে রুটি, ভাত খাইতে পারে।

৮। **মাসআলা ঃ** পাকান খাদ্য না খাওয়াইয়া যদি ৬০ জন মিসকীনকে গম বা তার আটা দেয়, তাহাও জায়েয আছে। কিন্তু প্রত্যেক মিসকীনকে ছদ্‌কায়ে ফেৎর পরিমাণ দিতে হইবে। ছদ্‌কায়ে ফেৎরের বর্ণনা যাকাত অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৯। **মাসআলা ঃ** যদি এইপরিমাণ গমের দাম দেয় তাহাও জায়েয আছে।

১০। **মাসআলা ঃ** কিন্তু যদি সে তাহার কাফ্‌ফারা আদায় করিবার জন্য কাহাকেও অনুমতি দেয় বা আদেশ করে এবং তারপর সেই ব্যক্তি আদায় করিয়া দেয়, তবে তাহার কাফ্‌ফারা আদায় হইয়া যাইবে। যাহার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইয়াছে তাহার বিনা অনুমতিতে যদি অন্য কেহ তাহার কাফ্‌ফারা আদায় করিয়া দেয়, তবে তাহাতে তাহার কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না।

১১। **মাসআলা ঃ** যদি একজন মিস্‌কীনকে ৬০ দিন সকাল বিকাল পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দেয় বা একই জনকে ৬০ দিন ৬০ বার (ছদ্‌কায়ে ফেৎর পরিমাণ) গম বা তাহার মূল্য দেয় তাহাতে কাফ্‌ফারা আদায় হইয়া যাইবে।

১২। **মাসআলা ঃ** যদি ৬০ দিন পর্যন্ত খাওয়াইবার বা মূল্য দিবার সময় মাঝখানে ২/১ দিন বাকী পড়ে, তবে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। (একাধারে ৬০ দিন না হইলেও সর্বশুদ্ধ ৬০ দিন খাওয়ান হইলে বা মূল্য দেওয়া হইলে তাহাতেই চলিবে)।

১৩। **মাসআলা ঃ** ৬০ দিনের আটা বা গম অথবা তাহার মূল্য হিসাব করিয়া একই দিন একজন মিস্‌কীনকে দেওয়া দুরুস্ত নাই। (দিলে মাত্র এক দিনের কাফ্‌ফারা আদায় হইবে, বাকী ৫৯ দিনের পুনরায় আদায় করিতে হইবে।) এইরূপে যদি এক দিন একজন মিসকীনকে ৬০ বার দেয়, তাবুও মাত্র একদিনেরই কাফ্‌ফারা আদায় হইবে, বাকী ৫৯ দিনের পুনরায় আদায় করিতে হইবে। সারকথা এই যে, একদিন একজন গরীবকে একটি রোযার বিনিময় হইতে অধিক দিলে তাহার হিসাব ধরা যাইবে না, মাত্র এক দিনেরই ধরা যাইবে।

১৪। **মাসআলা ঃ** কোন মিসকীনকে ছদ্‌কায়ে ফেৎর পরিমাণের কম দিলে কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না।

১৫। **মাসআলা ঃ** যদি একই রমযানের ২ বা ৩টি রোযা ভাঙ্গিয়া থাকে, তবে একটি কাফ্‌ফারাই ওয়াজিব হইবে। (কিন্তু যে কয়টি রোযা ভাঙ্গিয়াছে সেই কয়টির ক্বাযা করিতে হইবে। যদি দুই রমাযানের দুইটি রোযা ভাঙ্গিয়া থাকে, তবে একটি কাফ্‌ফারা যথেষ্ট হইবে না, দুইটি কাফ্‌ফারা আদায় করিতে হইবে।)

সেহ্‌রী ও ইফ্‌তার

১। **মাসআলা ঃ** রোযা রাখিবার উদ্দেশ্যে শেষ রাত যাহাকিছু খাওয়া হয়, তাহাকে সেহ্‌রী বলে। সেহ্‌রী খাওয়া সুন্নত। ক্ষুধা না থাকিলে অন্ততঃ ২/১টি খোরমা বা অন্য কোন জিনিস খাইবে। কিছু না হইলে একটু পানি পান করিবে। (ইহাতেও সুন্নত আদায় হইবে।

২। **মাসআলা ঃ** সেহ্‌রীর সময় যদি কেহ সেহ্‌রী না খাইয়া মাত্র (এক মুষ্টি চাউল পানি দিয়া খায় বা) একটি পান খায়, তাহাতেও সেহ্‌রী খাওয়ার সওয়াব হাছেল হইয়া যাইবে।

৩। মাসআলা ঃ সেহ্‌রী যথাসম্ভব দেরী করিয়া খাওয়া ভাল, এত দেরী করা উচিত নহে যাহাতে ছোবহে ছাদেক হইবার আশংকা হয় এবং রোযার মধ্যে সন্দেহ আসিতে পারে।

৪। মাসআলা ঃ যদি সেহ্‌রী খুব জল্‌দী খায়; কিন্তু তাহার পর পান তামাক, চা, পানি ইত্যাদি অনেকক্ষণ পর্যন্ত খাইতে থাকে, ছোব্‌হে ছাদেক হওয়ার অল্প পূর্বে কুল্লি করিয়া ফেলে, তবুও দেরী করিয়া খাওয়ার সওয়াব পাইবে। ইহার হুকুমও দেরী করিয়া খাওয়ার হুকুম। (সেহ্‌রী খাওয়ার আসল সময় সূর্যাস্ত হইতে ছোব্‌হে ছাদেক পর্যন্ত যে কয় ঘণ্টা হয় তাহার ছয় ভাগের শেষ ষষ্ঠ ভাগ। যদি কেহ ইহার পূর্বে ভাত ইত্যাদি খায়, কিন্তু চা, পান ইত্যাদি এই শেষ ষষ্ঠাংশে করে, তবে তাহাতেও মুস্তাহাবের সওয়াব হাছেল হইবে।)

৫। মাসআলা ঃ যদি রাত্রে ঘুম না ভাঙ্গে এবং সেই জন্য সেহ্‌রী খাইতে না পারে, তবে সেহ্‌রী না খাইয়া রোযা রাখিবে। সেহ্‌রী না খাওয়ার কারণে রোযা ছাড়িয়া দেওয়া বড়ই কাপুরুষতার লক্ষণ এবং বড়ই গোনাহ্‌র কাজ।

৬। মাসআলা ঃ যে পর্যন্ত ছোব্‌হে ছাদেক না হয় অর্থাৎ, পূর্বদিকে সাদা বর্ণ না দেখা যায়, সে পর্যন্ত সেহ্‌রী খাওয়া দুরুস্ত আছে। ছোব্‌হে ছাদেক হইয়া গেলে তারপর আর কিছুই খাওয়া-দাওয়া দুরুস্ত নহে।

৭। মাসআলা ঃ যদি কেহ দেরীতে ঘুম হইতে উঠিয়া 'এখনও রাত আছে, ছোব্‌হে ছাদেক হয় নাই,' এই মনে করিয়া সেহ্‌রী খায়, পরে জানিতে পারে যে, ঐ সময় রাত ছিল না, তবে ঐ রোযা ছহীহ্ হইবে না, ঐ রোযার পরিবর্তে আর একটি রোযা ক্বাযা করিতে হইবে; কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না। কিন্তু ঐ দিনেও কিছু পানাহার করিতে পারিবে না। এইরূপে যদি সূর্য ডুবিয়া গিয়াছে, এই মনে করিয়া ইফ্‌তার করিয়া ফেলে এবং পরে জানেত পারে যে, সূর্য ডুবে নাই, তবে ঐ রোযা ছহীহ্ হইবে না। ঐ রোযার ক্বাযা করিতে হইবে; কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না। অবশ্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবশিষ্ট সময়টুকুতে কিছুই পানাহার করিতে পারিবে না।

৮। মাসআলা ঃ দেরী করিয়া উঠিয়া যদি সন্দেহ হয় যে, হয়ত ছোব্‌হে ছাদেক হইয়া গিয়াছে, তবে ঐ সময় কিছু খাওয়া-দাওয়া মাক্‌রূহ্। ঐরূপ সন্দেহের সময় কিছু খাইলে গোনাহ্‌গার হইবে এবং রোযার ক্বাযা করিতে হইবে। কিন্তু যদি এক্বিনীভাবে জানিতে পারে যে, ছোব্‌হে ছাদেক হয় নাই, তবে রোযার ক্বাযা করিতে হইবে না। আর যদি কিছু ঠিক করিতে না পারে সন্দেহই থাকিয়া যায়, তবে ক্বাযা ওয়াজিব নহে, কিন্তু ক্বাযা রাখা ভাল।

৯। মাসআলা ঃ যখন নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সূর্য অস্ত গিয়াছে তখন আর দেরী না করিয়া শীঘ্রই ইফ্‌তার করা মুস্তাহাব। দেরী করিয়া ইফ্‌তার করা মকরূহ্।

১০। মাসআলা ঃ আবরের (মেঘের) দিনে কিছু দেরী করিয়া ইফ্‌তার করা ভাল। শুধু ঘড়ি-ঘণ্টার উপর নির্ভর করা ভাল নয়। কারণ, ঘড়ি-ঘণ্টাও প্রায় সময় ভুল হয়। অতএব, আবরের দিনে যতক্ষণ ঈমানদার ব্যক্তির দিলে সূর্য অস্ত গিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য না দেয়, ততক্ষণ ইফ্‌তার করিবে না। কাহারও আযানের উপরও পূর্ণ নির্ভর করা উচিত নহে। কারণ, মোয়ায্‌যেনেরও ভুল হইতে পারে। কাজেই ঈমানদারের দিলে গাওয়াহী না দেওয়া পর্যন্ত ছবর করাই ভাল। ওয়াক্ত হইল কি না সন্দেহ হইলে ইফ্‌তার করা দুরুস্ত নাই।

১১। মাসআলাঃ খোরমার দ্বারা ইফ্‌তার করা সবচেয়ে উত্তম। খোরমার অভাবে অন্য কোন মিষ্টি জিনিস দ্বারা এবং তদভাবে পানি দ্বারা ইফ্‌তার করা ভাল। কেহ কেহ লবণ দিয়া ইফ্‌তার করাকে সওয়াব মনে করে। এই আকীদা ভুল।

১২। মাসআলাঃ যে পর্যন্ত সূর্যাস্ত সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে, সে পর্যন্ত ইফ্‌তার করা জায়েয নহে।

যে সব কারণে রোযা রাখিয়াও ভাঙ্গা যায়

১। মাসআলাঃ রোযা রাখিয়া হঠাৎ যদি এমন কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে যে, কিছু দাওয়া-পানি না খাইলে জীবনের আশঙ্কা হইতে পারে বা রোগ অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতে পারে, তবে এইরূপ অবস্থায় রোযা ছাড়িয়া দিয়া ঔষধ সেবন করা জায়েয আছে। যেমন, হঠাৎ পেটে এমন বেদনা উঠিল যে, একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল, অথবা সাপে দংশন করিল যে, ঔষধ না খাইলে জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হয়, এইরূপে যদি এমন ভীষণ পিপাসা হয় যে, প্রাণ নাশের আশংকা হয়, তবে রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে।

২। মাসআলাঃ গর্ভবতী মেয়েলোকের যদি এমন অবস্থা হয় যে, নিজের বা সন্তানের প্রাণ নাশের আশংকা হয়, তবে রোযা ভাঙ্গা দুরুস্ত আছে।

৩। মাসআলাঃ খানা পাকাইবার কারণে যদি এত পিপাসা হয়, প্রাণ নাশের আশংকা হয়, তবে রোযা ছাড়িয়া দেওয়া দুরুস্ত আছে। কিন্তু যদি নিজে স্বেচ্ছায় এমন কাজ করে, যাহাতে এরূপ অবস্থা হয়, তবে গোনাহ্‌গার হইবে।

যে কারণে রোযা না রাখা জায়েয

১। মাসআলাঃ কেহ যদি এমন রোগাক্রান্ত হয় যে, যদি রোযা রাখে, তবে (ক) রোগ বাড়িয়া যাইবে, (খ) রোগ দুরারোগ্য হইয়া যাইবে, (গ) জীবন হারাইবার আশঙ্কা হয়, তবে তাহার জন্য তখন রোযা না রাখিয়া আরোগ্য লাভ করার পর ক্বাযা রাখা দুরুস্ত আছে। কিন্তু শুধু নিজের কাল্পনিক খেয়ালে রোযা ছাড়া জায়েয নহে, যখন কোন মুসলমান দ্বীনদার চিকিৎসক সার্টিফিকেট (সাক্ষ্য) দিবেন যে, রোযা তোমার ক্ষতি করিবে, তখন রোযা ছাড়া জায়েয হইবে।

২। মাসআলাঃ চিকিৎসক, ডাক্তার বা কবিরাজ যদি কাফের (অমুসলমান) হয়, অথবা এমন মুসলমান হয় যে, দ্বীন-ঈমানের পরওয়া রাখে না, তবে তাহার কথায় রোযা ছাড়া যাইবে না।

৩। মাসআলাঃ রোগী যদি নিজেই বহুদর্শী জ্ঞানী হয় এবং বারবার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়া থাকে যে, এই রোগে রোযা রাখিলে নিশ্চয় ক্ষতি হইবে এবং মনেও এইরূপ সাক্ষ্য দেয় তবে নিজের মনের সাক্ষ্যের উপর রোযা ছাড়িতে পারে। কিন্তু যদি নিজে ভুক্তভোগী জ্ঞানী না হয়, তবে শুধু কাল্পনিক খেয়ালের কোনই মূল্য নাই। কাল্পনিক খেয়ালের বশীভূত হইয়া কিছুতেই রোযা ছাড়িবে না। এইরূপ অবস্থায় দ্বীনদার চিকিৎসকের সাক্ষ্য (সনদ) ব্যতিরেকে রোযা ছাড়িলে কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। রোযা না রাখিলে গোনাহ্ হইবে।

৪। মাসআলাঃ রোগ আরোগ্য হওয়ার পর যে দুর্বলতা থাকে, সেই দুর্বল অবস্থায় যদি রোযা রাখিলে পুনরায় রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে, তবে সে অবস্থায় রোযা না রাখা জায়েয আছে।

৫। মাসআলাঃ যে ব্যক্তি বাড়ী হইতে ৪৮ মাইল বা তদূর্ধ্ব দূরবর্তী স্থানে যাইবার এরাদা করিয়া নিজ বাসস্থানের লোকদের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তাহাকে শরীঅতের পরিভাষায় 'মুসাফির' বলে। অবশ্য যাহারা শরীঅত অনুসারে মুসাফির তাহারা সফরে থাকাকালীন রোযা ছাড়িয়া দিয়া অন্য সময় রাখিতে পারে।

৬। মাসআলাঃ শরয়ী সফরে যদি কোন কষ্ট না হয়, যেমন গাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছে, ধারণা এই যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ী পৌঁছিয়া যাইবে, কিংবা সঙ্গে আরামের দ্রব্য আছে। তবে রোযা রাখাই উত্তম, কিন্তু না রাখিলে গোনাহ্ হইবে না; অবশ্য রমযানের ফযীলত পাইবে না। যদি রোযা রাখিতে কষ্ট হয়, তবে রোযা না রাখাই ভাল।

৭। মাসআলাঃ যদি কেহ পীড়িতাবস্থায় মারা যায়, অথবা শরয়ী সফরেই মৃত্যু হয়, তবে যে কয়টি রোযা এই রোগের অথবা এই সফরের জন্য ছুটিয়াছে, আখেরাতে তাহার জন্য দায়ী হইবে না। কেননা, সে ক্বাযা রোযা রাখিবার সময় পায় নাই।

৮। মাসআলাঃ কেহ পীড়িতাবস্থায় ১০টি রোযা ছাড়িয়াছে এবং পরে পাঁচ দিন ভাল থাকিয়া মৃত্যু হইল, এখন পাঁচটি রোযা মা'ফ পাইবে, কিন্তু যে পাঁচ দিন ভাল ছিল অথচ ক্বাযা রোযা রাখে নাই, সেই পাঁচটি রোযার জন্য দায়ী হইবে এবং কিয়ামতের হিসাবের সময় তাহার জন্য ধর-পাকড় হইবে। আর যদি রোগ আরোগ্য হওয়ার পর পূর্ণ দশ দিন ভাল থাকিয়া থাকে, তবে পূর্ণ দশটি রোযার জন্যই দায়ী হইবে এবং কিয়ামতের দিন ধর-পাকড় হইবে। কাজেই যদি কাহারও এইরূপ অবস্থা হয় তবে তাহার মৃত্যুর আলামত দেখিলেই তাহার মাল থাকিলে বাকী রোযার ফিদ্‌য়া আদায় করার জন্য অছিয়ত করিয়া যাওয়া উচিত (মাল থাকা সত্ত্বেও যদি অছিয়ত না করে, তবে শক্ত গোনাহ্‌গার হইবে।) ফিদ্‌য়ার বয়ান সামনে আসিতেছে।

৯। মাসআলাঃ এইরূপ যদি কেহ শরয়ী সফরের মধ্যে রোযা না রাখে এবং বাড়ীতে ফিরিয়া কয়েক দিন পর মারা যায়, তবে যে কয়দিন বাড়ীতে আসিয়া ভাল রহিয়াছে, সেই কয় দিনের জন্য ধর-পাকড় হইবে, সেই কয়টি রোযার ফিদ্‌য়ার জন্য অছিয়ত করিয়া যাওয়া তাহার উপর ওয়াজিব। যে কয়দিন বাড়ীতে রহিয়াছে, রোযা যদি তাহা অপেক্ষা বেশী ছুটিয়া থাকে, তবে বেশী রোযার ফিদ্‌য়া তাহার উপর ওয়াজিব নহে এবং সেজন্য মুয়াখাযা (জবাবদেহী করিতে)-ও হইবে না।

১০। মাসআলাঃ শরয়ী সফরে বাহির হওয়ার পর যদি বিদেশে কোন স্থানে ১৫ দিন বা তাহার বেশী অবস্থান করিবার নিয়্যত করে, তবে সেখানে থাকাকালে রোযা ছাড়া দুরুস্ত নহে। কেননা, কমপক্ষে ১৫ দিন কোন স্থানে অবস্থান করার নিয়্যত করিলে শরা' অনুসারে সে মুক্বীম হইয়া যায়, মুসাফির থাকে না। অবশ্য যদি ১৫ দিনের কম থাকার নিয়্যত করে, তবে রোযা না রাখা জায়েয আছে।

১১। মাসআলাঃ গর্ভবতী মেয়েলোকের অথবা সদ্যপ্রসূত শিশুর স্তন্যদায়িনী মেয়েলোকের রোযা রাখিলে রোযা যদি নিজের বা শিশুর জীবনের আশঙ্কা হয়, তবে তাহাদের জন্য রোযা না রাখা দুরুস্ত আছে। তাহারা পরে অন্য সময় ক্বাযা রোযা রাখিয়া লইবে। অবশ্য যদি স্বামী মালদার হয় এবং অন্য কোন ধাত্রী রাখিয়া শিশুকে দুধ পান করাইতে পারে, তবে মায়ের জন্য রোযা ছাড়া জায়েয নহে। কিন্তু যদি শিশু এমন হয় যে, সে তাহার মায়ের দুধ ছাড়া অন্যের দুধ মুখেই লয় না, তবে (শিশুর দুধের জন্য) মায়ের রোযা না রাখা দুরুস্ত আছে।

১২। **মাসআলাঃ** কোন মেয়েলোক ধাত্রীর চাকুরী লইয়াছে। তাহাকে কোন বড় লোকের ছেলেকে দুধ পান করাইতে হয়, অন্যথায় শিশু বাঁচে না। এই অবস্থায় যদি রমযান মাস আসিয়া পড়ে, তবে তাহার জন্য তখন রোযা না রাখিয়া পরে ক্বাযা রাখা দুরুস্ত আছে।

১৩। **মাসআলাঃ** মেয়েলোকের যদি রোযার মধ্যে হায়েয বা নেফাস উপস্থিত হয়, তবে তদবস্থায় রোযা রাখা দুরুস্ত নহে, পরে রাখিবে।

১৪। **মাসআলাঃ** রাত্রে যদি মেয়েলোকের হায়েয বন্ধ হয়, তবে সকালে রোযা ছাড়িবে না, রোযার পর যদি রাত্রে গোসল নাও করে, তবুও রোযা ছাড়িতে পাড়িবে না। আর যদি ছোব্‌হে ছাদেক হওয়ার পর রক্ত বন্ধ হয়, তবে রোযার নিয়্যত করা জায়েয হইবে না। অবশ্য দিন ভরিয়া কিছু পানাহার করা দুরুস্ত নাই। সারাদিন রোযাদারের মত থাকিবে।

১৫। **মাসআলাঃ** যদি কেহ রমযান শরীফে দিনের বেলায় নূতন মুসলমান হয় বা বালেগ হয়, তবে তাহাদের জন্য অবশিষ্ট দিন কিছু খাওয়া-দাওয়া করা দুরুস্ত নহে, কিন্তু যদি কিছু খায়, তবে যে দিনের বেলায় বালেগ হইয়াছে বা নূতন মুসলমান হইয়াছে, তাহার ঐ দিনের ক্বাযা ওয়াজিব নহে।

১৬। **মাসআলাঃ** কেহ যদি সফরের কারণে রোযার নিয়্যত না করে, কিন্তু কিছু খাওয়া-দাওয়ার পূর্বে দুপুরের এক ঘন্টা পরে বাড়ী পৌঁছিয়া যায়, অথবা কোন স্থানে ১৫ দিন অবস্থানের নিয়্যত করে, তবে তাহার ঐ সময় রোযার নিয়্যত করিতে হইবে।

[**মাসআলাঃ** কেহ রোযার নিয়্যত করার পর যদি সফর শুরু করে, তবে তাহার জন্য ঐ রোযাটি ছাড়িয়া দেওয়া জায়েয নহে। এইরূপে যে ব্যক্তি সকাল বেলায় সফরে যাইবে তাহার জন্য রোযার নিয়্যত না করা জায়েয নহে। এইরূপে মুছাফের যদি রোযার নিয়্যত করিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য ঐ রোযাটি ছাড়া জায়েয নহে।]

ফিদ্‌ইয়া

[(নামায বা) রোযার পরিবর্তে যে ছদ্‌কা দেওয়া হয়, তাহাকে "ফিদ্‌য়া" বলে এবং রমযান শরীফের বর্‌কত, রহ্‌মত ও হুকুম পালনে সক্ষম হওয়ার খুশীতে বান্দা ঈদের দিন নিজের তরফ হইতে এবং নিজের পরিবারবর্গের তরফ হইতে যাহাকিছু ছদ্‌কা করে, তাহাকে "ফেৎরা" বলে। ফেৎরার কথা পরে বর্ণিত হইবে। এখানে ফিদ্‌য়া সম্বন্ধে বর্ণিত হইতেছে।]

১। **মাসআলাঃ** যে ব্যক্তি এত বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, তাহার আর রোযা রাখার শক্তি নাই, বা এত রোগা ও দুর্বল হইয়াছে যে, তাহার আর ভাল হইবার আশা নাই। এইরূপ লোকের জন্য শরীঅতে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যে, সে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে হয় একজন মিস্‌কীনকে দুই ওয়াক্ত পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দিবে, না হয় একটি রোযার পরিবর্তে একজন মিস্‌কীনকে ছদ্‌কায়ে ফেৎরা পরিমাণ (/১৸১০) গম বা তাহার মূল্যের চাউল বা পয়সা দান করিবে। ইহাকেই শরীঅতের ভাষায় ফিদ্‌য়া বলে।

২। **মাসআলাঃ** একটি ফিদ্‌য়া একজন মিস্‌কীনকে দেওয়াই উত্তম। কিন্তু যদি একটি ফিদ্‌য়া কয়েকজন মিসকীনকে কিছু কিছু করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও দুরুস্ত আছে।

৩। **মাসআলাঃ** বৃদ্ধ যদি পুনরায় কখনও রোযা রাখার শক্তি পায়, অথবা চিররোগী নিরাশ ব্যক্তি পুনরায় আরোগ্যলাভ করে এবং রোযা রাখার শক্তি পায়, তবে যে সব রোযার তাহার

ফিদ্‌য়া দিয়াছে সে সব রোযার ক্বাযা তাহাদের করিতে হইবে এবং যাহা ফিদ্‌য়া দান করিয়াছে তাহার সওয়াব পৃথকভাবে পাইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** যাহার যিম্মায় ক্বাযা থাকে, তাহার মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করিয়া যাইতে হইবে যে, আমার এতগুলি রোযা ক্বাযা আছে, তোমরা ইহার ফিদ্‌য়া আদায় করিয়া দিও। এইরূপ অছিয়ত করিয়া গেলে তাহার স্থাবর-অস্থাবর ষোল আনা সম্পত্তি হইতে—(১) আগে তাহার কাফনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। (২) তারপর তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে (যদি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াও ঋণ পরিশোধ করার দরকার পড়ে, তাহাও করিতে হইবে। ঋণ পরিশোধের পূর্বে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে ওয়ারিশগণের কোন অধিকার থাকে না। (৩) তারপর যাহাকিছু অবশিষ্ট থাকে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা অছিয়ত পূর্ণ করিতে ওয়ারিশগণ শরীঅতের আইন মতে বাধ্য। যদি অবশিষ্ট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা সম্পূর্ণ অছিয়ত পূর্ণ না হয়, তবে যে পরিমাণ আদায় হয়, সেই পরিমাণ আদায় করা ওয়াজিব এবং যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা যদি ওয়ারিশগণ নিজ খুশীতে আদায় করিয়া দেয়, তবে তাহাদের পক্ষে ইহা অতি উত্তম হইবে এবং মৃত ব্যক্তির পক্ষে নাজাতের উপায় হইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** মৃত ব্যক্তি যদি অছিয়ত না করে এবং যাহারা ওলী-ওয়ারিশ থাকে তাহারা নিজের তরফ হইতে তাহার রোযা-নামাযের ফিদ্‌য়া দেয়, তবুও আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দয়াগুণে তাহা কবূল করিয়া নিবেন এবং মৃত ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। যদি অছিয়ত না করিয়া থাকে, তবে মৃত ব্যক্তির মাল হইতে ফিদ্‌য়া দেওয়া জায়েয নাই। এইরূপে যদি ফিদ্‌য়া এক তৃতীয়াংশ হইতে বেশী হয়, তবে অছিয়ত করা সত্ত্বেও সকল ওয়ারিশের অনুমতি ছাড়া বেশী দেওয়া জায়েয নাই। অবশ্য যদি সকলে খুশী হইয়া অনুমতি দেয়, তবে উভয় অবস্থায় ফিদ্‌য়া দেওয়া দুরুস্ত আছে। কিন্তু শরীঅতে না-বালেগ ওয়ারিশের অনুমতির কোন মূল্য নাই। বালেগ ওয়ারিশগণ নিজ নিজ অংশ পৃথক করিয়া যদি উহা হইতে দেয়, তবে দুরুস্ত আছে।

৬। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও নামায ক্বাযা হইয়া থাকে এবং অছিয়ত করিয়া মারা যায় যে, আমার নামাযের বদলে ফিদ্‌য়া দিয়া দিও, তাহারও এই হুকুম।

৭। **মাসআলা ঃ** প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের ফিদ্‌য়া একটি রোযার ফিয়ার পরিমাণ। এই হিসাবে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরয এবং বেৎর এই ছয় নামাযের ফিদ্‌য়া ৮০ তোলা সেরের এক ছটাক কম পৌণে এগার সের (দশ সের বার ছটাক) গম দিবে। কিন্তু সতর্কতার জন্য পুরা বার সের দিবে।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও যিম্মায় যাকাত থাকিয়া যায়, (অর্থাৎ, যাকাত ফরয হইয়াছিল, না দিতেই মৃত্যু হইয়া গিয়াছে) কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে যদি অছিয়ত করিয়া যায় যে, আমার যিম্মায় এত টাকা যাকাৎ ফরয হইয়া রহিয়াছে, তোমরা আদায় করিয়া দিও, তবে ঐ পরিমাণ যাকাৎ আদায় করা ওয়ারিশগণের উপর ওয়াজিব হইবে। যদি অছিয়ত না করিয়া থাকে এবং যদি ওয়ারিশগণ নিজ খুশীতে দেয়, তবে যাকাত আদায় হইবে না, (তবে দেওয়া ভাল।) আল্লামা শামী ছেরাজুল ওয়াহ্‌হাজ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, যদি ওয়ারিশগণ অছিয়ত ব্যতীত আদায় করে, তবে আদায় হইয়া যাইবে। (খোদা তা'আলার দরবারে আশা করা যায় যে, মৃতব্যক্তি তদ্দ্বারাও নাজাত পাইয়া যাইতে পারে।)

৯। **মাসআলা ঃ** যদি ওলী মৃত ব্যক্তির পক্ষে ক্বাযা রোযা রাখে বা ক্বাযা নামায পড়ে, তবে দুরুস্ত নহে। অর্থাৎ, তাহার যিম্মার ক্বাযা আদায় হইবে না।

১০। মাসআলাঃ অকারণে রমযানের রোযা না রাখা দুরুস্ত নাই। ইহা অতি বড় গোনাহ্। এরূপ মনে করিবে না যে, ইহার বদলে রোযা ক্বাযা করিয়া লইবে। কেননা, হাদীসে আছে—রমযানের এক রোযার বদলে যদি পূর্ণ বৎসর একাধারে রোযা রাখে, তবু এতটুকু সওয়াব পাইবে না, যতটুকু রমযানের একটি রোযার সওয়াব পাওয়া যায়।

১১। মাসআলাঃ দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি কেহ রোযা না রাখে, তবে অন্যান্য লোকের সম্মুখে পানাহার করিবে না। ইহাও প্রকাশ করিবে না যে, আমি রোযা রাখি নাই। কেননা, গোনাহ্ করিয়া উহা প্রকাশ করাও গোনাহ্। যদি প্রকাশ্যে বলিয়া বেড়ায়, তবে দ্বিগুণ গোনাহ্ হইবে। একটি রোযা না রাখার এবং অপরটি গোনাহ্ প্রকাশ করার। বলিয়া থাকে—যখন খোদার কাছে গোপন নাই, তবে মানুষের কাছে গোপন করিয়া কি লাভ? ইহা ভুল। বরং কোন কারণে রোযা রাখিতে না পারিলে লোকের সামনে খাওয়া উচিত নহে।

১২। মাসআলাঃ ছেলেমেয়েরা যখন ৮/৯ বৎসর বয়সের হইয়া রোযা রাখার মত শক্তিসম্পন্ন হয়, তখনই তাহাদিগকে রোযা রাখার অভ্যাস করান উচিত। যদি নাও রাখিতে পারে, তবুও কিছু অভ্যাস করান উচিত। ছেলেমেয়ে যখন দশ বৎসরের হইয়া যায়, তখন শাস্তি দিয়া হইলেও তাহাদের দ্বারা রোযা রাখান, নামায পড়ান উচিত।

১৩। মাসআলাঃ না-বালেগ ছেলেমেয়েরা যদি রোযা শুরু করিয়া শক্তিতে না কুলানের কারণে রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চায়, তবে ভাঙ্গিতে দেওয়া ভাল নহে বটে; কিন্তু যদি ভাঙ্গিয়া ফেলে তবে রোযা আর দোহ্‌রাইয়া রাখার দরকার নাই; কিন্তু যদি নামায শুরু করিয়া নিয়ত ছাড়িয়া দেয়, তবে নামায দোহ্‌রাইয়া পড়ান উচিত।

এ'তেকাফ (গাওহর ৩য় খণ্ডসহ)

২০শে রমযান সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্ব হইতে ২৯/৩০ তারিখ অর্থাৎ যে দিন ঈদের চাঁদ দেখা যাইবে সে তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত পুরুষদের মসজিদে এবং মেয়েদের নিজ গৃহের যেখানে নামায পড়ার স্থান নির্ধারিত আছে তথায় পাবন্দীর সহিত অবস্থান করাকে এ'তেকাফ বলে। ইহার সওয়াব অনেক বেশী। এ'তেকাফ শুরু করিলে পেশাব পায়খানা কিংবা পানাহারের মজবুরী হইলে তথা হইতে অন্যত্র যাওয়া দুরুস্ত আছে। আর যদি খানা পানি পৌঁছাইবার লোক থাকে, তবে ইহার জন্য বাহিরে যাইবে না, সেখানেই থাকিবে। বেকার বসিয়া থাকা ভাল নহে। কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করিবে, নফল নামায, তসবীহ্ সাধ্যমত পড়িতে থাকিবে এবং ঘুমাইবে। হায়েয বা নেফাস আসিলে এ'তেকাফ ছাড়িয়া দিবে। এই অবস্থায় এ'তেকাফ দুরুস্ত নাই। এ'তেকাফে স্বামী-স্ত্রী মিলন (সহবাস) আলিঙ্গনও দুরুস্ত নাই।

মাসআলাঃ এ'তেকাফের জন্য তিনটি বিষয় যরূরী।

(১) যেই মসজিদে নামাযের জমা'আত হয়, (পুরুষের) উহাতে অবস্থান করা। এ'তেকাফের নিয়তে অবস্থান করা। এরাদা ব্যতীত অবস্থান করাকে এ'তেকাফ বলে না। যেহেতু নিয়ত ছহীহ্ হওয়ার জন্য নিয়তকারীর মুসলমান এবং আক্বেল হওয়া শর্ত কাজেই এই উভয়টি নিয়তের শামিল। হায়েয-নেফাস ও গোসলের প্রয়োজন হইতে পাক হওয়া।

২। মাসআলা ঃ এ'তেকাফের জন্য সর্বোত্তম স্থান হইল (কা'বা শরীফের) মসজিদে-হারাম। তারপর মসজিদে নববী, তারপর মসজিদে বায়তুল মুকাদ্দস। তারপর যে জামে মসজিদে জমা'আতের এন্তেযাম আছে। অন্যথায় মহল্লার মসজিদ। তারপর যে মসজিদে বড় জমা'আত হয়।

৩। মাসআলা ঃ এ'তেকাফ তিন প্রকার। (১) ওয়াজিব, (২) সুন্নতে মুআক্কাদা, (৩) মোস্তাহাব। মান্নতের এ'তেকাফ ওয়াজিব, বিনাশর্তে—হউক যেমন কেহ কোন শর্ত ব্যতীত এ'তেকাফের মান্নত করিল, কিংবা শর্তের সহিত হউক ; যেমন, কেহ শর্ত করিল যে, যদি আমার অমুক কাজ হইয়া যায়, তবে আমি এ'তেকাফ করিব। রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করা সুন্নতে মুআক্কাদা। নবী (দঃ) নিয়মিতভাবে প্রত্যেক রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করিয়াছেন বলিয়া ছহীহ্ হাদীসে উল্লেখ আছে। কিন্তু এই সুন্নতে মুআক্কাদা কেহ কেহ করিলে সকলেই দায়িত্বমুক্ত হইবে। রমযানের এই শেষ দশ দিন ব্যতীত, প্রথম দশ দিন হউক বা মাঝের দশ দিন হউক বা অন্য কোন মাসে হউক এ'তেকাফ করা মোস্তাহাব।

৪। মাসআলা ঃ ওয়াজিব এ'তেকাফের জন্য রোযা শর্ত। যখনই এ'তেকাফ করিবে, রোযাও রাখিতে হইবে। বরং যদি ইহাও নিয়ত করে যে, রোযা রাখিব না, তবুও রোযা রাখিতে হইবে। এ জন্য যদি কেহ রাত্রের এ'তেকাফের নিয়ত করে, তবে উহা বেহুদা মনে করিতে হইবে। কেননা, রাত্রে রোযা হয় না, অবশ্য যদি রাত্র দিন উভয়ের নিয়ত করে কিংবা কয়েক দিনের নিয়ত করে, তবে তৎসঙ্গে রাত শামিল হইবে এবং রাত্রেও এ'তেকাফ করা যরূরী হইবে। আর যদি শুধু এক দিনের এ'তেকাফের মান্নত করে, তবে তৎসঙ্গে রাত শামিল হইবে না। খাছ করিয়া এ'তেকাফের জন্য রোযা রাখা যরূরী নহে। যে কোন উদ্দেশ্যে রোযা রাখুক এ'তেকাফের জন্য যথেষ্ট। যেমন কোন ব্যক্তি রমযান শরীফের এ'তেকাফের মান্নত করিল, রমযানের রোযা এ'তেকাফের জন্যও যথেষ্ট। অবশ্য এই রোযা ওয়াজিব রোযা হওয়া যরূরী। নফল রোযা উহার জন্য যথেষ্ট নাহে। যেমন নফল রোযা রাখার পর এ'তেকাফের মান্নত করিলে ছহীহ্ হইবে না। যদি কেহ পুরা রমযান মাসের এ'তেকাফের মান্নত করে এবং ঘটনাক্রমে রমযানের এ'তেকাফ করিতে না পারে, তবে অন্য যে কোন মাসে এ'তেকাফ করিলে মান্নত পুরা হইবে। কিন্তু একাধারে রোযাসহ এ'তেকাফ করা যরূরী হইবে।

৫। মাসআলা ঃ সুন্নত এ'তেকাফে তো রোযা হইয়াই থাকে। কাজেই উহার জন্য রোযা শর্ত করার প্রয়োজন নাই।

৬। মাসআলা ঃ কাহারও মতে মোস্তাহাব এ'তেকাফেও রোযা শর্ত। নির্ভরযোগ্য মতে শর্ত নহে।

৭। মাসআলা ঃ ওয়াজিব এ'তেকাফ কমপক্ষে একদিন হইতে হইবে। আর বেশী যত দিনের নিয়ত করিবে (তাহাই হইবে)। আর সুন্নত এ'তেকাফ দশ দিন। কেননা, সুন্নত এ'তেকাফ রমযান শরীফের শেষ দশ দিন। মোস্তাহাব এ'তেকাফের জন্য কোন পরিমাণ নির্ধারিত নাই, এক মিনিট বা উহা হইতেও কম হইতে পারে।

৮। মাসআলা ঃ এ'তেকাফ অবস্থায় দুই প্রকার কাজ হারাম। অর্থাৎ উহা করিলে ওয়াজিব ও সুন্নত এ'তেকাফ ফাসেদ হইবে এবং ক্বাযা করিতে হইবে। মোস্তাহাব এ'তেকাফ হইলে উহা শেষ হইয়া যায়। ইহার জন্য কোন সময় নির্ধারিত নাই। কাজেই উহার ক্বাযাও নাই।

প্রথম প্রকারঃ (হারাম কাজ) এ'তেকাফের স্থান হইতে তব্য়ী (স্বভাবিক) বা শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া বাহিরে যাওয়া। স্বাভাবিক প্রয়োজন যেমন, পেশাব পায়খানা, জানাবাতের গোসল, খানা আনিবার কোন লোক না থাকিলে খানা খাইতে যাওয়া। শর্য়ী প্রয়োজন যেমন, জুমু'আর নামায।

৯। **মাসআলাঃ** যে যরূরতের জন্য এ'তেকাফের মসজিদ হইতে বাহিরে যাইবে ঐ কাজ শেষ হইলে আর তথায় অবস্থান করিবে না। এমন স্থানে যরূরত পুরা করিবে যাহা যথাসম্ভব মসজিদের নিকটবর্তী হয়। যেমন, পায়খানার জন্য গেলে যদি নিজ বাড়ী দূর হয়, তবে নিকটবর্তী কোন বন্ধুর বাড়ীতে যাইবে। অবশ্য যদি নিজ বাড়ী ব্যতীত অন্যত্র গেলে যরূরত পুরা না হয়, তবে দূরে হইলেও নিজ বাড়ীতে যাওয়া জায়েয আছে। যদি জুমু'আর নামাযের জন্য অন্য কোন মসজিদে যায় এবং নামাযের পর সেইখানে থাকিয়া যায় এবং সেখানেই এ'তেকাফ পুরা করে, তবুও জায়েয আছে। অবশ্য মকরূহ্ (তান্যিহী)।

১০। **মাসআলাঃ** নিজ এ'তেকাফের মসজিদ হইতে ভুলেও এক মিনিট বা তদপেক্ষা কম সময়ের জন্য (অযথা) বাহিরে থাকিতে পারিবে না।

১১। **মাসআলাঃ** সাধারণতঃ যে সব ওযরের সম্মুখীন হইতে হয় না তজ্জন্য এ'তেকাফের স্থান ছাড়িয়া দেওয়া এ'তেকাফের পরিপন্থী। যেমন, কোন (কঠিন) রোগী দেখা, বা কোন ডুবন্ত লোককে বাঁচাইবার চেষ্টা করা, কিংবা আগুন নিবাইতে যাওয়া, কিংবা মসজিদ ভাঙ্গিয়া পড়ার ভয়ে মসজিদ হইতে বাহির হইয়া যাওয়া। যদিও এসব অবস্থায় এ'তেকাফের স্থান হইতে বাহির হইলে গোনাহ্ হইবে না ; বরং জান বাঁচানের জন্য যরূরী, কিন্তু এ'তেকাফ থাকিবে না। যদি কোন শর্য়ী বা তব্য়ী যরূরতে বাহির হয় এবং ঐ সময় যরূরত পুরা হইবার আগে বা পরে কোন রোগী দেখে, বা জানাযা নামাযে শরীক হয়, তবে কোন দোষ নাই।

১২। **মাসআলাঃ** জুমু'আর নামাযের জন্য যদি জামে মসজিদে যাইতে হয়, তবে এমন সময় যাইবে, যেন মসজিদে গিয়া তাহিয়্যাতুল মসজিদ ও সুন্নত পড়িতে পারে। সময়ের অনুমান নিজেই করিয়া লইবে। এবং ফরযের পর সুন্নত পড়ার জন্য দেরী করা জায়েয আছে। অনুমানের ভুলে সামান্য কিছু আগে গেলে কোন দোষ নাই।

১৩। **মাসআলাঃ** মু'তাকেফকে বলপূর্বক কেহ বাহিরে লইয়া গেলে এ'তেকাফ থাকিবে না। যেমন, কোন অপরাধে কাহারও নামে ওয়ারেন্ট জারি হইল এবং সিপাহী তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল, কিংবা কোন মহাজন দেনার দায়ে তাহাকে বাহিরে লইয়া গেল।

১৪। **মাসআলাঃ** এইরূপে যদি কোন শর্য়ী বা তব্য়ী যরূরতে বাহিরে যায় এবং পথে কোন মহাজন আটকায়, বা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে, ফলে এ'তেকাফের স্থানে পৌঁছিতে বিলম্ব হয়, তবুও এ'তেকাফ থাকিবে না।

দ্বিতীয় প্রকারঃ (হারাম কাজ) ঐ সব কাজ যাহা এ'তেকাফে না-জায়েয। যেমন সহবাস ইত্যাদি করা, ইচ্ছাকৃত হউক বা ভুলে হউক। এ'তেকাফের কথা ভুলিয়া মসজিদে করুক, বা বাহিরে করুক, সর্বাবস্থায় তাহাতে এ'তেকাফ বাতিল হইবে। সহবাসের আনুষঙ্গিক সব কাজ যেমন চুম্বন করা, আলিঙ্গন করা, এ'তেকাফ অবস্থায় না-জায়েয। কিন্তু ইহাতে বীর্যপাত না হইলে এ'তেকাফ বাতিল হয় না। বীর্যপাত হইলে এ'তেকাফ ফাসেদ হইবে। অবশ্য যদি শুধু কল্পনা বা চিন্তার কারণে বীর্যপাত হয় তবে এ'তেকাফ ফাসেদ হইবে না।

১৫। মাসআলা ঃ এ'তেকাফ অবস্থায় বিনা যরূরতে দুনিয়াদারীর কাজে লিপ্ত হওয়া মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। যেমন, বিনা যরূরতে কেনাবেচা, বা ব্যবসা সংক্রান্ত কোন কাজ করা। অবশ্য যে কাজ নেহায়েত যরূরী (যেমন, ঘরে খোরাকী নাই, সে ব্যতীত বিশ্বাসী কোন লোকও নাই, এমতাবস্থায় কেনাবেচা জায়েয আছে, কিন্তু মালপত্র মসজিদে আনা কোন অবস্থায়ই জায়েয নাই—যদি উহা মসজিদে আনিলে মসজিদ খারাব হওয়ার কিংবা জায়গা আবদ্ধ হওয়ার আশংকা হয়। অন্যথায় কেহ কেহ জায়েয বলিয়াছেন।

১৬। মাসআলা ঃ এ'তেকাফ অবস্থায় (সওয়াব মনে করিয়া) একেবারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। অবশ্য খারাব কথা, মিথ্যা কথা বলিবে না বা গীবত করিবে না; বরং কোরআন মজীদ তেলাওয়াত, দ্বীনি এল্‌ম শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেওয়া, কিংবা অন্য কোন এবাদতে কাটাইবে। সার কথা, চুপ করিয়া বসিয়া থাকা কোন এবাদত নহে।

এ'তেকাফ সম্বন্ধে একটি মাসআলা—অনুবাদক

হযরত মাওলানা যাফর আহ্‌মদ ওসমানী থানভী ছাহেবের নিকট হইতে নিম্ন মাসআলাটি সমাধান করিয়াছি—

হযরত মাওলানা ছাহেবের নিকট আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর! আমরা বাংলাদেশবাসী দৈনিক গোসল করিতে অভ্যস্ত। যদি আমরা গোসল না করি, তবে আমাদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকে না; অথচ ফেকাহ্‌র কিতাবসমূহে কোথাও এইরূপ গোসলের জন্য এ'তেকাফ অবস্থায় মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

হুযূর বলিলেন, 'পায়খানার জন্য বাহির হওয়া জায়েয আছে ত? পায়খানা হইতে ফিরিবার সময় অতিরিক্ত সময় না লাগাইয়া যদি গোসল করিয়া ফেলে; যেমন—পথের মধ্যে যদি বেশী পানি পায়, তবে ডুব দিয়া লইতে পারে বা পূর্বে কাহাকেও বলিয়া পথের মধ্যে পানির বন্দোবস্ত রাখিলে এবং জলদি ঐ পানি গায়ে মাথায় ঢালিয়া গোসল করিয়া চলিয়া আসিলে এ'তেকাফের কোন ক্ষতি হইবে না।'

এই উত্তরের পর আমাদের পক্ষ হইতে আলেমগণ অনেক প্রতিবাদ করেন। তিনি তাহার উত্তরে বলিলেন, 'পায়খানার পর বাহির হইতে ওযূ করিয়া আসা জায়েয কি না? ওযূ ছোট তাহারাত, গোসল বড় তাহারাত; কাজেই না জায়েয হওয়ার কি কারণ হইতে পারে?

পুনঃ প্রশ্ন করা হয়, গোসল যে বড় তাহারাত তাহার প্রমাণ কি? এ ক্ষেত্রে গোসল ত ফরয নহে। তদুত্তরে তিনি বলেন, 'হেদায়া কিতাবে আছে যে, যখন ওযূ না থাকে, তখন সমস্ত শরীরই নাপাক হয়; কাজেই আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হওয়ার জন্য সমস্ত শরীর ধৌতকে শুধু অঙ্গগুলি ধৌত করার দ্বারা পরিবর্তন খোদার রহমতে সমস্ত শরীর ধৌতকে শুধু ওযূর অঙ্গগুলি ধৌত করার দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, গোসল বড় তাহারাত।' হযরত মাওলানা বলিলেন, 'এই তাহ্‌কীক এবং এই তকরীর আমার নিজের তরফ হইতে নহে। বরং জনাব মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী মোহাজেরে মদীনা ছাহেবের পক্ষ হইতে। তিনি অতি বড় মোহাদ্দেস ও বড় বুযুর্গ ত ছিলেনই, অতি বড় ফকীহ্‌ও ছিলেন।'

এ'তেকাফের ফযীলত

১। **হাদীস**ঃ যে ব্যক্তি রমযান শরীফের (শেষ) দশ দিন এ'তেকাফ করিবে, উহা তাহার জন্য দুইটি হজ্জ এবং দুইটি ওমরার সমতুল্য হইবে অর্থাৎ দুই হজ্জ এবং দুই ওমরার সমান সওয়াব তাহাকে দান করা হইবে। —বায়হাকী

২। **হাদীস**ঃ যে ব্যক্তি খালেছ নিয়তে এবং খাঁটি ঈমানের সহিত সওয়াবের উদ্দেশ্যে এ'তেকাফ করিবে, তাহার পূর্ববর্তী (সমস্ত ছগীরা) গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দেওয়া হইবে। —দায়লামী।

৩। হাদীস শরীফে আছেঃ ইসলামী রাজত্বের সীমা রক্ষা করার পূর্ণ ফযীলত নিয়মিতরূপে ৪০ দিন পর্যন্ত সীমা রক্ষা করিলে হাছেল হয়। অতএব, যে ব্যক্তি ৪০ দিন পর্যন্ত ইসলামী রাজত্বের সীমা পূর্ণরূপে এমনভাবে রক্ষা করিবে যে, ঐ মুদ্দতের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় এবং শরী-অতের গণ্ডীর বাহিরের যাবতীয় কাজ পরিত্যাগ করিবে , সে তাহার সমস্ত গোনাহ্ হইতে এমন পবিত্র হইয়া যাইবে, যেমন ছিল তাহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন। অর্থাৎ সমস্ত গোনাহ্ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র হইয়া যাইবে। (এই হাদীসে দুনিয়ার যাবতীয় পাপ এবং যাবতীয় সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া এমন কি, জায়েয ও হালাল সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া) ৪০ দিন যাবৎ এ'তেকাফে থাকিয়া যেকের, মোরাক্বাবা, নামায, রোযা ইত্যাদি যাহেরী ও বাতেনী ইবাদতের মধ্যে মশ্গুল থাকাকে এবং সম্পূর্ণ আল্লাহ্র হইয়া যাওয়াকে ইসলামী রাজত্বের সীমা রক্ষা করা বলা হইয়াছে। (কারণ, এইরূপ কঠোর মুজাহাদা যে করিবে, সে নিশ্চয়ই ইসলামের যাবতীয় হুকুম আহ্কাম কষ্ট স্বীকার করিয়াও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিবে এবং ইসলামী রাজত্বের সীমা রক্ষাকারী যেরূপ খলিফাতুল মুসলিমীন আমীরুল মু'মিনীনের আদেশে নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া, আরাম ও ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া কাফেরদের আক্রমণ হইতে সর্বসাধারণ মুসলমানের জীবন, দ্বীন ও ঈমান রক্ষা করিবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দেয়, তদ্রূপ এই ব্যক্তিও নফ্স ও শয়তানের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রতি মুহূর্তে সজাগ ও সতর্ক থাকে। এই জন্যই এই এ'তেকাফ করাকে ইসলামী রাজত্বের সীমা রক্ষাকারীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আর যে গোনাহ্ মা'ফের কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ ছগীরা গোনাহ্। কেননা, কবীরা গোনাহ্ তওবা ব্যতীত এবং "হক্কুল এবাদ" হক্দারের নিকট মা'ফ চাহিয়া লওয়া বা পরিশোধ করা ব্যতীত মা'ফ হয় না। —তাব্রানী

এই হাদীস অনুকরণে ছুফিয়ায়ে কেরাম চিল্লাহ্কাশীর নিয়ম পালন করিয়া থাকেন। (এতদ্ব্যতীত অন্যান্য হাদীসে আরও আছেঃ যে ব্যক্তি ৪০ দিন যাবৎ খালেছ নিয়তে তরকে দুনিয়া করিয়া খাঁটিভাবে আল্লাহ্র ইবাদতে মশ্গুল থাকিবে, তাহার ক্বল্বের ভিতর আল্লাহ্ পাক হেকমতের ফোয়ারা জারি করিয়া দিবেন।

ফেৎরা

১। **মাসআলা**ঃ ঈদের দিন ছোব্হে ছাদেকের সময় যে ব্যক্তি হাওয়ায়েজে আছলিয়া অর্থাৎ, জীবিকা নির্বাহের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ (যথা—পরিধানের বস্ত্র, শয়নের গৃহ এবং আহারের

খাদ্য-দ্রব্য) ব্যতীত ৭।।০ তোলা সোনা, অথবা ৫২।।০ (সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা, অথবা এই মূল্যের অন্য কোন মালের মালিক থাকিবে, তাহার উপর ফেৎরা দেওয়া ওয়াজিব হইবে। সে মাল তেজারত বা ব্যবসায়ের জন্য হউক বা না হউক, বা সে মালের বৎসর অতিবাহিত হউক বা না হউক। ফেৎরাকে "ছদ্‌কায়ে ফেৎর" বলে। জীবিকা নির্বাহের আবশ্যকীয় উপকরণসমূহকে "হাওয়ায়েজে আছলিয়া" বলে। (২০০ দেরহাম পরিমাণ সম্পত্তির অধিকারীকে মালেকে নেছাব বলে। আমাদের দেশী হিসাবে ২০০ দেরহামে ৫২।।০ তোলা রূপা হয়।)

২। **মাসআলা ঃ** কাহারও বসবাসের অনেক বড় ঘর আছে, বিক্রয় করিলে হাজার পাঁচ শ; টাকা দাম হইবে। পরিধানের দামী দামী কাপড় আছে, কিন্তু ইহা জরীদার নহে, ২/৪ জন খেদমতগারও আছে, হাজার পাঁচ শত টাকার প্রয়োজনীয় মাল আসবাব আছে; কিন্তু অলংকার নহে। এই সমস্তই কাজে ব্যবহৃত হয়, কিংবা কিছু মালপত্র প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী আছে এবং জরী, অলংকারও আছে, কিন্তু যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পরিমাণ নহে, এমন লোকের উপর ছদ্‌কায়ে ফেৎর ওয়াজিব নহে।

৩। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ মাত্র দুইখানা বাড়ীর মালিক হয়, এক বাড়ীতে নিজে বিবি বাচ্চা নিয়া থাকে, অন্য বাড়ীখানা খালি পড়িয়া থাকে, অথবা ভাড়া দেওয়া হয়, তবে দ্বিতীয় বাড়ীখানাকে হওয়ায়েজে আছলিয়ার মধ্যে গণ্য করা যাইবে না, অতিরিক্ত বলা হইবে। কাজেই দেখিতে হইবে, যদি বাড়ীখানার মূল্য ৫২।।০ তোলা রূপার মূল্যের সমান বা তদূর্ধ্ব হয়, তবে তাহার উপর ছদ্‌কায়ে ফেৎর ওয়াজিব হইবে, এমন লোককে যাকাত দেওয়া জায়েয নাই। কিন্তু যদি এই বাড়ীখানার ভাড়ার উপরই তাহার জীবিকা নির্বাহ নির্ভর করে, তবে বাড়ীখানাকে হওয়ায়েজে আছলিয়ার মধ্যে গণ্য করিতে হইবে এবং তাহার উপর ছদ্‌কায়ে ফেৎর ওয়াজিব হইবে না। এমন ব্যক্তি ছদকায়ে ফেৎর লইতে পারে এবং তাহাকে দেওয়াও জায়েয আছে। সারকথা—যে ব্যক্তি যাকাত, ছদকার পয়সা লইতে পারে তাহার উপর ছদ্‌কা ফেৎরা ওয়াজিব নহে; যাহার ছদ্‌কা যাকাত লওয়া দুরুস্ত নাই তাহার উপর ওয়াজিব। (এইরূপ যদি কেহ ৭ বিঘা জমির মালিক হয় এবং ৬ বিঘা জমির ফসলে তাহার জীবিকা নির্বাহ হইয়া যায়, আর এক বিঘা জমি অতিরিক্ত, ইহার মূল্য ৫২।।০ তোলা রূপার মূল্যের সমান বা তদূর্ধ্ব হয়, তাহার উপর ছদ্‌কায়ে ফেৎর ওয়াজিব হইবে।)

(**মাসআলা ঃ** মেয়েলোকের জেওর হাওয়ায়েজে আছলিয়ার মধ্যে গণ্য নহে। কাজেই যে মেয়েলোকের নিকট ৫২।।০ তোলা রূপা বা সমমূল্যের জেওর থাকিবে তাহার উপর ফেৎরা ওয়াজিব হইবে। ('সূক্ষ্ম হিসাবে যাহাদের উপর ফেৎরা ওয়াজিব [বাধ্যতামূলক] হয় না অথচ দেওয়ার সঙ্গতি আছে, তাহারা যদি নিজ খুশীতে ছদ্‌কা দান করে, তবে তাহা মুস্তাহাব হইবে এবং তাহারা অনেক বেশী সওয়াব পাইবে। কারণ, হাদীস শরীফে আছে, গরীব হওয়া-সত্ত্বে কষ্ট করিয়া যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ছদ্‌কা দেয়, তাহার দানকে আল্লাহ্ তা'আলা অনেক বেশী পছন্দ করেন।)

৪। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ করযদার (ঋণগ্রস্ত) থাকে, তবে ঋণ বাদে যদি মালেকে নেছাব হয়, তবে ফেৎরা ওয়াজিব হইবে, নতুবা নয়।

৫। **মাসআলা ঃ** ঈদের দিন যে সময় ছোব্‌হে ছাদেক হয়, সেই সময় ছদ্‌কায়ে ফেৎর ওয়াজিব হয়। কাজেই যদি কেহ ছোব্‌হে ছাদেকের আগে মারা যায়, তবে তাহার উপর ছদ্‌কা ফেৎর ওয়াজিব হইবে না, তাহার সম্পত্তি হইতে দিতে হইবে না এবং মালেকে নেছাবের যে

সন্তান ছোব্‌হে ছাদেকের পূর্বে জন্মিবে তাহার ফেৎরা দিতে হইবে। যে ছোব্‌হে ছাদেকের পরে জন্মিবে তাহার দিতে হইবে না। (এইরূপে যদি কেহ ছোব্‌হে ছাদেকের পর নূতন মুসলমান হয়, তাহার উপরও ফেৎরা ওয়াজিব হইবে না।)

৬। **মাসআলা ঃ** ঈদের নামাযের পূর্বেই ছদ্‌কায়ে ফেৎর দিয়া পরিষ্কার হওয়া মুস্তাহাব। যদি একান্ত আগে না দিতে পারে, তবে পরেই দিবে। পরে দিলেও আদায় হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** কেহ যদি ঈদের দিনের পূর্বেই রমযানের মধ্যে ফেৎরা দিয়া দেয় তাহাও দুরুস্ত আছে, ঈদের দিন পুনরায় দিতে হইবে না।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ ঈদের দিন ফেৎরা না দেয়, তবে তাহার ফেৎরা মা'ফ হইয়া যাইবে না, অন্য সময় দিতে হইবে।

(**মাসআলা ঃ** মালেকে নেছাব পুরুষের একটি সাবালেগ সন্তান যদি পাগল হয়, তবে তাহার পক্ষ হইতে ফেৎরা দেওয়া পিতার উপর ওয়াজিব।)

(**মাসআলা ঃ** এতীম সন্তান যদি মালেকে নেছাব হয়, তবে তাদেরও ফেৎরা দিতে হইবে।)

৯। **মাসআলা ঃ** মেয়েলোকের শুধু নিজের ফেৎরা দেওয়া ওয়াজিব। স্বামী, সন্তান, মা, বাপ বা অন্য কাহারও পক্ষ হইতে ওয়াজিব নহে। (কিন্তু পুরুষের নিজেরও দিতে হইবে এবং নিজের ছেলেমেয়েদের পক্ষ হইতেও দিতে হইবে। সন্তান না-বালেগ হইলে তাহাদের ফেৎরা দেওয়া পিতার উপর ওয়াজিব। আর বালেগ হইলে এবং এক পরিবারভুক্ত থাকিলে তাহাদের ফেৎরা, স্ত্রীর ফেৎরা এবং মা বাপ থাকিলে তাঁহাদের ফেৎরা দেওয়া মুস্তাহাব।)

১০। **মাসআলা ঃ** না-বালেগ সন্তানের নিজের মাল থাকিলে যে প্রকারেই মালিক হউক না কেন, ওয়াজিব সূত্রে বা অন্য প্রকারে হউক, তাহাদের মাল হইতে দিতে হইবে। (এবং মাল না থাকিলে পিতাকে নিজের মাল হইতে দিতে হইবে।) যদি ঐ শিশু ঈদের দিন ছোব্‌হে ছাদেক হওয়ার পরে পয়দা হয়, তবে তাহার পক্ষ হইতে ফেৎরা দেওয়া ওয়াজিব নহে।

১১। **মাসআলা ঃ** (ফেৎরার সঙ্গে রোযার কোন সংশ্রব নাই। এই দুইটি পৃথক পৃথক ইবাদত। অবশ্য এই ইবাদতের তাকীদ হয়। অতএব,) যাহারা কোন কারণে রোযা না রাখে, ফেৎরা তাহাদের উপরও ওয়াজিব। আর যাহারা রাখে তাহাদের উপরও ওয়াজিব। উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

১২। **মাসআলা ঃ** ফেৎরা যদি গম বা গমের আটা বা গমের ছাতু দ্বারা আদায় করিতে চায়, তবে আধা ছা' অর্থাৎ ৮০ তোলার সেরে (/১৸১০) এক সের সাড়ে বার ছটাক দিতে হইবে। কিন্তু পূর্ণ দুই সের দিয়া দেওয়াই উত্তম। কেননা, বেশী দিলে কোন ক্ষতি নাই; বরং বেশী সওয়াব পাওয়া যাইবে। পক্ষান্তরে কম হইলে ফেৎরা আদায় হইবে না। আর যব বা যবের ছাতু দ্বারা ফেৎরা আদায় করিতে চাহিলে পূর্ণ এক ছা' অর্থাৎ, তিন সের নয় ছটাক দিতে হইবে পূর্ণ চারি সের দেওয়া উত্তম।

১৩। **মাসআলা ঃ** যদি গম এবং যব ব্যতীত অন্য কোন শস্য যেমন—ধান-চাউল, বুট, কলাই ইত্যাদি দ্বারা ফেৎরা আদায় করিতে চায়, তবে বাজার দরে উপরোক্ত পরিমাণ গম বা যবের যে মূল্য হয়, সেই মূল্যের চাউল, ধান, বুট ইত্যাদি দিলে আদায় হইয়া যাইবে; (মূল্য হিসাব না করিয়া আন্দাজি দুই সের চাউল বা ধান দিলে যদি চাউলের মূল্য কম হয়, তবে ওয়াজিব আদায়

হইবে না। ইহাই আমাদের হানাফী মযহাবের ফতওয়া। শাফেয়ী মযহাবে মূল্য না দিয়া চাউল দিলেও ওয়াজিব আদায় হইবে বটে, কিন্তু পূর্ণ চারি সের চাউল দিতে হইবে।

১৪। মাসআলা ঃ যদি গম বা যব না দিয়া উপরোক্ত পরিমাণ গম বা যবের মূল্য নগদ পয়সা দিয়া দেয়, তবে তাহা সবচেয়ে উত্তম;

১৫। মাসআলা ঃ একজনের ফেৎরা একজনকে দেওয়া বা একজনের ফেৎরা কয়েকজনকে ভাগ করিয়া দেওয়া উভয়ই জায়েয আছে।

১৬। মাসআলা ঃ যদি কয়েকজনের ফেৎরা একজনকে দেওয়া হয়, তাহাও দুরুস্ত আছে, (কিন্তু তদ্দ্বারা মিসকীন যেন মালেকে নেছাব না হইয়া যায়।)

১৭। মাসআলা ঃ যাহার জন্য যাকাত খাওয়া হালাল, তাহার জন্য ফেৎরা খাওয়াও হালাল।

মাসআলা ঃ প্রশ্ন ঃফেৎরা কাহাকে দিতে হইবে? **উত্তর ঃ** আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী এবং পার্শ্ববর্তী লোকদের মধ্যে যাহারা গরীব-দুঃখী আছে তাহাদিগকে দিতে হইবে। সাইয়্যেদকে, মালদারকে, মালদারের নাবালেগ সন্তানকে এবং নিজের মা, বাপ, দাদা, নানা, নানী বা নিজের ছেলেমেয়ে, নাতি নাতনী ইত্যাদিকে ফেৎরা, যাকাত দেওয়া জায়েয নহে। অবশ্য সাইয়্যেদ বা মা, বাপ, দাদা, দাদী, নানা, নানী বা ছেলেমেয়ে, নাতি, নাতনী যদি গরীব হয়, তবে তাহাদিগকে হাদিয়া-তোহ্‌ফা স্বরূপ পৃথকভাবে দান করিয়া সাহায্য করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ মসজিদের ইমাম, মোয়ায্‌যিন বা তারাবীহ্‌র ইমাম গরীব হইলে তাহাদিগকেও ফেৎরা দেওয়া দুরুস্ত আছে, কিন্তু নেছাব পরিমাণ দেওয়া যাইবে না এবং বেতন স্বরূপও দেওয়া যাইবে না। বেতন স্বরূপ দিলে ফেৎরা আদায় হইবে না।

রোযার ফযীলত

১। হাদীস ঃ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, রোযাদারের নিদ্রা এবাদতের সমতুল্য, তাহার চুপ থাকা তস্‌বীহ্‌ পড়ার সমতুল্য, সে সামান্য ইবাদতে অন্য সময় অপেক্ষা রমযানের অনেক সওয়াবের অধিকারী হয়, তাহার দো'আ কবূল হয় এবং গোনাহ্‌ মা'ফ হয়।' (রোযার বরকতে এই সব ফযীলত হাছেল হয়।) —বায়হাকী

২। হাদীস ঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, 'দোযখের আগুন হইতে বাঁচিবার জন্য রোযা ঢাল এবং সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাচীর স্বরূপ' (অর্থাৎ, ঢাল ও সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাচীরের আশ্রয়ে যেমন শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা যায়, তদ্রূপ মানুষ শরীঅতের নিয়ম মত রোযা রাখিলে দোযখের আগুন হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে।) —বায়হাকী

এরূপে মানুষের গোনাহ্‌র প্রাবল্য হ্রাস পায় এবং নেকীর উৎস বৃদ্ধি পায়। কাজেই বাকায়দা রোযা রাখিলে এবং সূক্ষ্মভাবে রোযার আদব রক্ষা করিলে গোনাহ্‌ হ্রাস পায় এবং দোযখ হইতে নাজাত পায়।

৩। হাদীস ঃ হাদীস শরীফে আছেঃ 'রোযা রোযাদারের জন্য ঢালস্বরূপ, যে পর্যন্ত উহাকে মিথ্যা এবং গীবতের দ্বারা নষ্ট করিয়া না ফেলে।' (অর্থাৎ, রোযা রাখিয়া মিথ্যা, গীবত, কটুবাক্য, ঝগড়া-কলহ, গালাগালি এবং অন্যান্য পাপ হইতে বিরত না থাকিলে আইনতঃ রোযা হইবে বটে, কিন্তু মস্ত বড় গোনাহ্‌ হইবে এবং রোযার বরকত হইতে বঞ্চিত থাকিবে।) [দোযখ হইতে বাঁচিবার যোগ্য রোযা হইবে না।] —তাব্‌রানী

৪। হাদীস শরীফে আছেঃ 'রোযা দোযখের ঢালস্বরূপ।' অতএব, যে রোযা রাখিবে জাহেলদের ন্যায় অশ্লীল কোন কাজ করা বা কথা বলা তাহার উচিত নহে। যদি অন্য কেহ তাহার সহিত জাহেলদের ন্যায় অসভ্য ব্যবহার করে, তবে প্রতি উত্তরে তাহার অনুরূপ ব্যবহার করা সমীচীন নহে; বরং বলা উচিত, আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে রোযা রাখিয়াছি; রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আরও বলিয়াছেনঃ 'আমি সেই মহান আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিতেছি, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় জানিও, আল্লাহ্‌র নিকট রোযাদারের মুখের বদ্‌বু মেশ্‌কের খোশবু অপেক্ষা অধিক প্রিয়। কিয়ামতের দিন রোযাদারকে মেশ্‌ক অপেক্ষা অধিক মূল্যবান খোশবু এই রোযার বদ্‌বুর পরিবর্তে দান করা হইবে। —নাসায়ী

৫। হাদীস শরীফে আছেঃ রোযাদার ব্যক্তিকে প্রত্যেক দিন ইফ্‌তারের সময় এমন একটি দো'আ চাহিয়া লওয়ার ইজাযত দেওয়া হয়, যাহা কবূল (মঞ্জুর) করিয়া লইবার বিশেষ ওয়াদা করা হইয়াছে।' —হাকেম

৬। হাদীস শরীফে আছেঃ একবার হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইজন লোককে বলিয়াছেনঃ তোমরা রোযা রাখ। জান না, রোযা দোযখ হইতে মুক্তি লাভ করিবার এবং বালা-মুছীবত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঢালস্বরূপ।' অর্থাৎ রোযার বরকতে আখেরাতে দোযখের আযাব হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে এবং দুনিয়াতে বালা-মুছীবত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। —ইবনোন্নাজ্জার

৭। **হাদীস**ঃ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কিয়ামতের দিন তিনজন লোকের খাওয়া-দাওয়ার হিসাব দিতে হইবে না। অবশ্য হালাল খাদ্য হওয়া চাই—(১ম) রোযার ইফ্‌তার করিতে যাহাকিছু খায়। (২য়) যে রোযার সেহ্‌রী খায়। (৩য়) যে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ইসলামী রাজ্যের সীমান্তে পাহারা দেয়। (এই তিন প্রকার লোকের খানার হিসাব যে মা'ফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা আল্লাহ্ তা'আলার অতি বড় অনুগ্রহ। (অনুগ্রহের দান পাইয়া দাতাকে ভুলিয়া যাওয়া ঠিক নহে; বরং দাতার আরও অধিক অনুগত, তাবে'দার ও ফরমাঁবরদার হওয়া উচিত।) এই হাদীসে উক্ত তিন প্রকার লোকের প্রতি আল্লাহ্‌র বড় অনুগ্রহ বলিয়া প্রমাণিত হইল যে, তাহাদের খাওয়ার হিসাব মা'ফ করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এই অনুগ্রহের কারণে অতিমাত্রায় সুস্বাদু খাদ্য খাওয়ায় লিপ্ত হওয়া উচিত নহে। অতিরিক্ত আয়েশ আরামে লিপ্ত হইলে আল্লাহ্‌র কথা ভুলিয়া যায় এবং গোনাহ্‌র শক্তি বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্‌র এই নেয়ামতের কদর করা উচিত। বেশী এবাদত করিয়া এই নেয়ামতের শোক্‌র করিবে।

৮। হাদীস শরীফে আছেঃ যে রোযাদারকে ইফ্‌তার করাইবে, সে ঐ রোযাদারের সওয়াবের সমান সওয়াব পাইবে, অথচ রোযাদারের সওয়াব কম হইবে না। ইফ্‌তার যতই সামান্য জিনিসের দ্বারা করান হউক না কেন, যেমন পানি দ্বারা, তবুও ঐ প্রকার পূর্ণ সওয়াব পাইবে (এবং ইফ্‌তারে যে খানা খাওয়ান হয় তাহাতেও ঐ প্রকার সওয়াব হইবে।) —আহ্‌মদ

৯। হাদীসঃ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেনঃ 'মানুষের যত প্রকার নেকী বা নেক কাজ আছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সওয়াব দশগুণ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ কিন্তু রোযা। (অর্থাৎ, রোযা এই নিয়মের বহির্ভূত, রোযার সওয়াব এইভাবে সীমাবদ্ধ নহে, আরও অনেক বেশি। কারণ, রোযা খাছ আমার জন্য, রোযার সওয়াব ও পুরস্কার স্বয়ং আমি নিজ হাতে দিব।) ইহা দ্বারা রোযার সওয়াবের গুরুত্ব অনুমান করা উচিত, যাহার

কোন হিসাবই জানা নাই যে, ইহার সওয়াব কত? অন্যান্য আমলের পুরস্কার ফেরেশ্তাদের মারফত প্রদত্ত হইবে। রোযার পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন নিজ হাতে দিবেন। ইহার দ্বারা ফযীলত হাছেল করিতে হইলে রোযার হক্ আদায় করিতে হইবে। (অর্থাৎ, মিথ্যা, গীবত, ঝগ্ড়া-ফ্যাসাদ, কটুবাক্য, গালাগালি, পরের অনিষ্ট, ঘুষ, সুদ ইত্যাদি পাপ কাজ হইতে রোযাকে পবিত্র রাখিতে হইবে, নতুবা এইসব ফযীলত হাছেল হইবে না। অনেকে রোযার দিনে ফজরের নামায বেলা উঠিলে পড়ে; অনেকে পড়েই না। ইহারা এরূপ বরকত এবং সওয়াব পাইবে না। এই হাদীস হইতে এই সন্দেহ যেন না হয় যে, নামায হইতেও রোযা উত্তম। কেননা, নামায সকল ইবাদত হইতে শ্রেষ্ঠ। সারকথা, রোযার সওয়াব অনেক বেশী। নিশ্চয় রোযাদারের জন্য দুইটি খুশী। একটি হইল ইফ্তারের সময়, দ্বিতীয়টি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সাক্ষাতের সময়। হাদীসে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। —খতীব

১০। হাদীস শরীফে আছেঃ 'রমযান শরীফের প্রথম রাত্রি যখন আসে তখনই আসমানের সমস্ত দরজা খুলিয়া দেওয়া হয় এবং রমযান শরীফের শেষ রাত্রি পর্যন্ত ঐ সকল দরজা খোলা থাকে (মু'মিন বান্দাগণের নেক আমল উঠাইবার জন্য এবং তাহাদের উপর রহ্মত নাযিল করিবার জন্যই ঐ সকল দরজা খোলা রাখা হয়) এবং রমযান শরীফের রাত্রিতে কোন মু'মিন বান্দা খাঁটিভাবে কিছু নামায পড়িলে, প্রত্যেক রাকা'আতের পরিবর্তে তাহাকে আড়াই হাজার (গুণ) সওয়াব দেওয়া হইবে এবং তাহার জন্য বেহেশ্তে লাল মণিমুক্তা দ্বারা এমন একটি অট্টালিকা নির্মাণ করা হইবে যাহার ৬০টি দরজা হইবে এবং প্রত্যেক দরজার সামনে লাল মুক্তা দ্বারা সুসজ্জিত একটি স্বর্ণের কামরা থাকিবে। যে ব্যক্তি রমযান শরীফের প্রথম তারিখে খাঁটিভাবে রোযা রাখে, তাহার গত রমযানের তারিখ হইতে এই তারিখ পর্যন্ত যত (ছগীরা) গোনাহ্ হইয়াছে, সব মা'ফ করিয়া দেওয়া হয় এবং আল্লাহ্র নিকট মাগ্ফেরাত চাহিবার জন্য প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশ্তা নিযুক্ত করা হয়। তাহারা তাহার জন্য ফজরের নামাযের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দো'আ করিতে থাকে। রমযান শরীফের দিনে বা রাত্রে মু'মিন বান্দা যে সকল নামায পড়িবে, তাহার প্রত্যেক রাকা'আতের বরকতে বেহেশ্তের মধ্যে তাহার জন্য প্রকাণ্ড একটি বৃক্ষ উৎপন্ন করা হইবে—যাহার ছায়ায় সোয়া পাঁচশত বৎসর ভ্রমণ করা যায়।' (দেখুন, রোযার কত বড় ফযীলত! আল্লাহ্র কি অপার মহিমা! কি অসীম দয়া মু'মিন বান্দাদের প্রতি! সামান্য কষ্টের পরিবর্তে কত অধিক পুরস্কার তিনি নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন! হে মুসলমান ভাই-বোনগণ! কখনও রোযা ক্বাযা করিও না। সাহস থাকিলে নফল রোযাও রাখিও। আল্লাহ্র সহিত পুরাপুরিভাবে মহব্বত রাখ। যিনি এত দয়া করিয়াছেন যে, সামান্য পরিশ্রমে বিপুল সওয়াব দান করিয়াছেন, অন্ততঃ নিজ স্বার্থের জন্য আল্লাহ্কে প্রিয় বানাও, যিনি বেহেশ্তে বড় বড় নেয়ামত দান করিবেন। অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী কিছু বেশী এবং ভাল করিয়া করিবার জন্য, বিশেষতঃ গোনাহ্র কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া যাও, তবেই দেখিতে পাইবে, যে আল্লাহ্র দয়া কত বেশী! আমরা নিজেরাই পাপে ডুবিয়া খোদা হইতে দূরে সরিতে থাকি, তাই তাঁহার দয়ার কারিগরি দেখিতে পাই না।)

১১। হাদীস শরীফে আছেঃ রমযান শরীফের উদ্দেশ্য বৎসরের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত বেহেশ্তকে সাজান হইতে থাকে এবং বেহেশ্তের হূরগণ (অতীব সুন্দরী রমণীরা) রোযাদারদের জন্য বৎসরের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত অনুপম বেশভূষায় নিজেদেরে সাজাইতে থাকে। যখন

রমযান শরীফ আসে, তখন বেহেশ্‌ত বলিতে থাকেঃ হে, আল্লাহ্ পাক! আপনি আপনার নেক বান্দাদিগকে আমার ভিতরে প্রবেশাধিকার দান করুন অর্থাৎ এমন হুকুম লিখিয়া দিন, যাহাতে কিয়ামতের দিন তাহারা আমার ভিতর স্থান পাইতে পারে এবং বড় বড় চোখওয়ালা হূরগণ বলেঃ 'হে আল্লাহ্ পাক! এই পবিত্র মাসে আপনার নেক বান্দাগণ হইতে আমাদের জন্য স্বামী নির্ধারিত করিয়া দিন। যে ব্যক্তি এই পবিত্র মাসে কোন মুসলমানের উপর কোনরূপ দোষারোপ করিবে না এবং নেশা পান করিবে না, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সমস্ত (ছগীরা) গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দিবেন। পক্ষান্তরে যে এই পবিত্র মাসে কোন মুসলমানের উপর কোনরূপ দোষারোপ করিবে। (গীবত, শেকায়েত, মিথ্যা অপবাদ, গালি ইত্যাদি) অথবা নেশা পান করিবে, তাহার সারা বৎসরের ইবাদত-বন্দেগী মুছিয়া ফেলা হইবে। (অর্থাৎ, বেশী গোনাহ্ হইবে। কেননা, পবিত্র মাসে নেক কাজ করিলে যেমন বেশী সওয়াব পাওয়া যাইবে, তদ্রূপ গোনাহ্ করিলেও বেশী শাস্তি হইবে। ভাবিয়া দেখ, ইহাতে কত বড় ধমকি নিহিত আছে।) হযরত (দঃ) বলিলেনঃ 'অতএব, হে আমার উম্মৎগণ! তোমরা রমযান শরীফ সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিও। কারণ, উহা আল্লাহ্‌র খাছ পবিত্র মাস। (যদিও সব মাসই আল্লাহ্‌র কিন্তু পানাহার বর্জন আল্লাহ্‌র চিরাচরিত অভ্যাস। এই মাসে আল্লাহ্ পাক স্বীয় বান্দাগণকে আংশিকভাবে তাঁহার অনুকরণের অভ্যাস করাইতে এবং অনেক বেশী সম্মান দান করিতে চান। কাজেই এই মাসের অধিক মর্যাদা দেখাইবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে এই মাসকে আল্লাহ্‌র মাস বলা হইয়াছে।) হে আমার উম্মৎগণ! এগার মাস আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে পানাহারের জন্য দিয়াছেন, এক মাস পানাহার বর্জন দ্বারা নিজের জন্য খাছ করিয়া লইয়াছেন। অতএব, তোমাদিগকে আমি অছিয়ত করিতেছি যে, তোমরা রমযান শরীফ সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিও। খবরদার! রমযান শরীফের মর্যাদা রক্ষায় কেহ ত্রুটি করিও না। এই মাস আল্লাহ্‌র খাছ পবিত্র মাস। [আল্লাহ্‌র ইবাদত সব সময়ই করিবে, গোনাহ্ হইতে সব সময়েই বাঁচিয়া থাকিবে, কিন্তু পবিত্র স্থানে (যেমন, মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ বা মসজিদ) এবং পবিত্র কালে (যেমন, রমযান শরীফ, জুমু'আর দিন, শবে-বরাত, সবে-ক্বদর, হজ্জের দিন ইত্যাদি) নেক কাজ করিলে তাহার সওয়াব অনেক বেশী পাওয়া যায়, সেইরূপ গোনাহ্ করিলে তাহার পাপ এবং শাস্তিও অনেক বেশী হয়।]

ইফ্‌তারের দো'আ

১২। হাদীস শরীফে আছে, রোযাদারের সামনে যখন আল্লাহ্‌র নেয়ামত আসে অর্থাৎ, ইফ্‌তারের জন্য কোন খাদ্যদ্রব্য আসে, তখন তাহার এইরূপ বলিয়া আল্লাহ্‌র নেয়ামতের শোক্‌র আদায় করা উচিতঃ

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ سُبْحَانَكَ
وَبِحَمْدِكَ تَقَبَّلْ مِنِّيْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

অর্থঃ আল্লাহ্‌রই নামে আরম্ভ করি এবং আল্লাহ্‌রই প্রশংসা করি। আয় আল্লাহ্! তোমারই উদ্দেশ্যে আমি রোযা রাখিয়াছিলাম এবং তোমারই নেয়ামতের দ্বারা ইফ্‌তার করিতেছি এবং তোমারই উপর আমার ভরসা। তুমি পবিত্র। তুমি প্রশংসনীয়। আমার রোযা কবূল কর। তুমি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ। —দারাকুতনী

১৩। হাদীসঃ 'তোমরা যখন ইফ্‌তার কর, খোরমার দ্বারা ইফ্‌তার করা ভাল। কেননা, খোরমার মধ্যে বরকত আছে। আর যদি খোরমা না পাওয়া যায়, তবে পানির দ্বারা ইফ্‌তার করা ভাল, কেননা, পানি পবিত্রকারী।' কোন কোন হাদীসে পানি মিশ্রিত দুধের দ্বারা ইফ্‌তার করার হুকুমও আসিয়াছে। —ইব্‌নে খোযায়মা

১৪। হাদীস শরীফে আছে, যে মুসলমান খালেছ নিয়তে ৪০টি রোযা রাখিবে, সে আল্লাহ্‌র কাছে যাহা চাহিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে তাহাই দান করিবেন। খালেছ নিয়তের অর্থ এই যে, রোযার মধ্যে শুধু মাত্র আল্লাহ্‌কে রাযী করাই উদ্দেশ্য হওয়া চাই, অন্য কোন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। এইরূপ ৪০টি রোযা রাখিতে পারিলে সে আল্লাহ্‌র নিকট এত প্রিয়পাত্র হইয়া যায় যে, আল্লাহ্ পাক তাহার প্রত্যেক দো'আই কবূল করেন, অর্থাৎ যে দো'আ তাহার জন্য কল্যাণকর হইবে তাহা নিশ্চয়ই কবূল হইবে। ছুফীয়ায়ে কেরাম যে চিল্লাকাশী দ্বারা নফ্‌সকুশী করিয়া মা'রেফাৎ হাছেল পূর্বক খোদার নৈকট্য লাভ করেন, এই হাদীসই তাঁহাদের দলীল। 'চিল্লাকাশীর' অর্থ ৪০ দিন পর্যন্ত দুনিয়ার সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া রোযা রাখিয়া কোন মসজিদে গিয়া পড়িয়া থাকা এবং দিন রাত তথায় ইবদাত-বন্দেগীতে এবং আল্লাহ্‌র যেকেরে মগ্ন থাকা। এইরূপ করিতে পারিলে নৈকট্য লাভ হয়, (তবে পীরে কামেলের পরামর্শ ও উপদেশ নিয়া করিলে বেশী ফল পাওয়া যায়। নফ্‌সকুশীর অর্থ—মানুষের অন্তরের কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও অহঙ্কার ইত্যাদি রিপুগুলিকে দমন করিয়া আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হওয়া।) —দায়লামী

১৫। হাদীস শরীফে আছে, 'আশ্‌হোরে হোরোমের প্রত্যেক বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবারে যে রোযা রাখিবে, তাহার জন্য আল্লাহ্ পাক সাত শত বৎসরের ইবাদতের সমান নেকী লিখিবেন। ['আশ্‌হোর' ' শাহ্‌র' শব্দের বহুবচন। শাহ্‌র অর্থ মাস 'হোরম' 'হারামের' বহুবচন। 'হারাম' অর্থ যাহাকে সম্মান দান করা হইয়াছে এবং যাহার সম্মান করা কর্তব্য। 'হারাম' অর্থ কঠোরভাবে নিষিদ্ধও আছে; এখানে সে অর্থও লওয়া যাইতে পারে। রজব, যিলক্বদ্, যিলহজ্জ এবং মুহার্‌রাম এই চারিটি মাসকে আল্লাহ্ তা'আলা আদিকাল হইতে সম্মান দান করিয়া রাখিয়াছেন এবং লোকদিগকে ইহার সম্মান করার জন্য আদেশ করিয়াছেন এবং এই চারি মাসে পাপ কার্য করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন, কাজেই এই চারি মাসকে 'আশ্‌হোরে হোরোম অর্থাৎ সম্মানিত মাস বলা হয়। প্রকাশ থাকে যে, যিলহজ্জ মাসের ১০ই, ১১ই, ১২ই এবং ১৩ই তারিখে রোযা নিষেধ।] —ইব্‌নে শাহীন

১৬। হাদীস শরীফে আছে, 'যে ব্যক্তি আশ্‌হোরে হোরোমের কোন এক মাসে বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনিবার এই তিন দিন রোযা রাখিবে তাহার জন্য আল্লাহ্ পাক দুই বৎসরের ইবাদতের সমান নেকী লিখিয়া দিবেন।' (অর্থাৎ, এখন আমলনামার মধ্যে লেখা হইবে, কিয়ামতের দিন বেহেশ্‌তে এই তিনটি রোযার বরকতে দুই বৎসরের নফল ইবাদতের সমান পুরস্কার দেওয়া হইবে।) —তাব্‌রানী

শবে ক্বদরের ফযীলত

১। আয়াতঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ 'শবেক্বদরের এক রাত্রি এক হাজার মাস হইতে শ্রেষ্ঠ।' অর্থাৎ অন্যান্য সময় এক হাজার মাস এবাদত-বন্দেগী

করিয়া যত সওয়াব পাওয়া যাইবে, শবে-ক্বদরের এক রাত্রিতে ইবাদত করিয়া তদপেক্ষা অধিক সওয়াব পাওয়া যাইবে।

আল্লামা সয়ুতি লুবাবুনু নুকূল গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ রসূল (দঃ) বলিয়াছেন, বনী ইস্রায়ীল কওমের এক ব্যক্তি এক হাজার মাস আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদে কাটাইয়াছিল। ইহা শুনিয়া মুসলমানগণ বিস্মিত হইল। এবং আফ্‌সোস করিতে লাগিল যে, আমরা কিরূপে এমন নেয়ামত পাইতে পারি। তখন এই আয়াত নাযিল হয়ঃ

اِنَّآ اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ـ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ـ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ○

ঐ ব্যক্তি যে হাজার মাস আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদ করিয়াছিল, শবে-ক্বদর উহা হইতে উত্তম। অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি রাত্রে ভোর পর্যন্ত এবাদত করিত। আর সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধর্মের দুশ্‌মনদের সহিত যুদ্ধ করিত। এক হাজার মাস কাল এইরূপ করিয়াছিল। এই কাহিনী শুনিয়া হযরত ছাহাবা কেরাম আফসোস করেন। তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তির হাজার মাস এবাদত ও জেহাদ হইতে এই রাত্রি উত্তম।

ভাই-বোনগণ! এই মোবারক রাত্রির ক্বদর কর। সামান্য পরিশ্রমে কত বেশী সওয়াব পাওয়া যায়! বিশেষ করিয়া এই রাত্রে দো'আ কবূল হয়। যদি পূর্ণ রাত্রি জাগিতে না পার, তবে যতটুকু সম্ভব জাগিয়া থাক। হিম্মতহারা হইয়া একেবারে মাহ্‌রূম থাকিও না।

২। হাদীস শরীফে আছে, হযরত (দঃ) রমযান সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ 'তোমাদের নিকট এমন একটি মাস আসিয়াছে, যাহাতে এমন একটি রাত্র আছে যাহার মূল্য এক হাজার মাস হইতেও অধিক।' যে ব্যক্তি এই রাত্রের ফযীলত ও বরকত হাছেল না করিবে, সে সমস্ত খায়ের-বরকত হইতে মাহ্‌রূম হইবে। বস্তুতঃ এই রাত্রে যে কিছুমাত্র ইবাদত-বন্দেগী করে না, তাহার চেয়ে দূরদৃষ্ট কেহই নাই।

৩। হাদীস শরীফে আছে, 'বিশেষ কোন হেকমতের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে শবে-ক্বদরের রাতটি নির্দিষ্ট করিয়া জানাইয়া দেন নাই। অতএব, তোমরা রমযান শরীফের শেষের সাত রাত্রিতে উহাকে তালাশ কর।' অর্থাৎ, এই রাতগুলিতে জাগিয়া আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীতে মশ্‌গুল থাক। —হাকেম

৪। হাদীস শরীফে আছে, শবে-ক্বদর প্রত্যেক রমযানেই হয় এবং ইহাও হাদীসে আছে, যে রমযানের ২৭শে শবে-ক্বদর হয়। —আবু দাঊদ

শবে-ক্বদরের তারিখ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে, কিন্তু ২৭শে রাত্রে যে শবে-ক্বদর হয় ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক মশ্‌হুর ক্বওল। উত্তম যে, শক্তি ও সাহস হইলে শেষ দশটি রাত্র জাগিবে। (বিশেষতঃ ইহার মধ্যে বেজোড় রাতগুলিতে অধিক পরিমাণে এবাদত-বন্দেগী এবং খোদার দিকে রুজু হওয়া উচিত।) অনেকে মনে করে যে, আলো বা কোন কিছু হয়ত এই রাত্রিতে দেখা যায়; কিন্তু কোনকিছু দেখা যাওয়া যরূরী নহে, মনে-প্রাণে ইবাদত করিলেই এই রাত্রের বরকত হাছেল হইবে।

তারাবীহ্ নামাযের ফযীলত

১। হাদীসঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ ('হে আমার পেয়ারা উম্মতগণ।) তোমরা নিশ্চয় জানিও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর রমযান শরীফের (দিনের বেলায়) রোযা ফরয

করিয়াছেন এবং (তোমাদের উপকারের জন্য) উহার রাত্রে তারাবীহ্‌র নামায সুন্নত করিয়াছেন। অতএব, যে ব্যক্তি খালেছ নিয়তে, ঈমানের সহিত, শুধু সওয়াবের আশায় (অন্য কোন আশায় নহে, অমনোযোগিতা বা অভক্তির সহিত নহে) এই মাসে দিনের বেলায় রীতিমত রোযা রাখিবে এবং রাত্রিতে রীতিমত তারাবীহ্‌র নামায পড়িবে, তাহার বিগত সব (ছগীরা) গোনাহ্ (এই দুইটি আমলের বরকতে) মিটাইয়া দেওয়া হইবে।' অতএব, এই পবিত্র মাসে অধিক নেকী সঞ্চয় করিয়া লওয়া উচিত। এই মাসের একটি ফরয অন্য মাসের ৭০টি ফরযের সমান এবং একটি নফল এবাদত করিলে একটি ফরযের সমান নেকী পাওয়া যায়।

দুই ঈদের রাত্রের ফযীলত

১। **হাদীস**ঃ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ 'যে ব্যক্তি ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আযহার রাত্রে জাগরিত থাকিয়া আল্লাহ্‌র এবাদত-বন্দেগীতে মশ্‌গুল থাকিবে, যে দিন অন্যান্য দেল মরিবে, সে দিন তাহার দেল মরিবে না অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের আতঙ্কে অন্যান্য লোকের দেল ঘাব্‌ড়াইয়া মৃতপ্রায় হইয়া যাইবে; কিন্তু দুই ঈদের রাত্রে জাগরণকারীর দেল তখন ঠিক থাকিবে, ঘাব্‌ড়াইবে না।' —তাব্‌রানী

আশুরা রোযা—(বর্ধিত)

১। **হাদীস**ঃ হাদীস শরীফে আছেঃ 'রমযানের রোযার পর আশুরার রোযার মর্তবা সবচেয়ে বড়। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, আশুরার রোযা দ্বারা আমি আশা করি যে, বিগত এক বৎসরের (ছগীরা) গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। মুহার্‌রাম মাসের ১০ই তারিখকে "আশুরা" বলে। কিন্তু হাদীস শরীফে আছে যে, আশুরার রোযা রাখিতে হইলে তাহার আগে বা পরেও একটি রোযা রাখিবে, যাহাতে ইহুদীদের অনুকরণের দোষারোপ না আসে। কারণ, ইহুদীরা শুধু ১০ই তারিখে রোযা রাখে। —মুসলিম

হাদীস শরীফে ইহাও আছে যে, 'আশুরার দিন যে ব্যক্তি নিজের পরিবারবর্গকে আছুদা করিয়া খাইবার ও পরিবার দিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সারা বৎসর আছুদা করিয়া খাইবার ও পরিবার দিবেন।' —বায়হাকী

রজবের রোযা

১। **হাদীস**ঃ 'রজব মাস আশ্‌হোরে হোরোমের অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশের মতে এই মাসের ২৫শে রাত্রেই মে'রাজ হইয়াছিল। কিন্তু এই রাত্রিকে একটি উৎসবের রাত্রি বা ঐ দিনের রোযাকে যরূরী মনে করিবে না।

শবে বরাত

১। **হাদীস**ঃ 'হাদীস শরীফে আছে, শা'বানের চাঁদের ১৫ই রাত্রে (অর্থাৎ ১৪ই দিবাগত রাত্রে) সারা বৎসরের হায়াত, মওত, রেযেক ও দৌলত লেখা হয় এবং ঐ রাত্রে বান্দাগণের আমল খোদার দরবারে পেশ করা হয়।' হযরত নবী আলাইহিস্‌সালাম স্বীয় উম্মতগণকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, 'শা'বানের চাঁদের ১৫ই রাত্রে তোমরা জাগরিত থাকিয়া আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী করিও

এবং দিনের বেলায় রোযা রাখিও।' কেননা, ঐ রাত্রিতে বান্দাগণের প্রতি আল্লাহ্ পাকের খাছ রহ্মতের দৃষ্টি হয়। এমনকি, আল্লাহ্ পাক সূর্যাস্তের পর হইতে ছোব্হে ছাদেক পর্যন্ত দুনিয়ার আকাশে আসিয়া দুনিয়াবাসীদের জন্য ঘোষণা করিতে থাকেন যে, তোমাদের মধ্যে যাহার গোনাহ্ মা'ফ করাইয়া লওয়া দরকার থাকে মা'ফ চাহিয়া লও, আমি মা'ফ করিবার জন্য প্রস্তুত আছি। তোমাদের মধ্যে যাহার রেযেকের দরকার থাকে, রেযেক চাহিয়া লও, আমি দিবার জন্য প্রস্তুত আছি। তোমাদের মধ্যে যাহার রোগ আরোগ্য বা বিপদ হইতে মুক্তি চাহিয়া লওয়ার দরকার থাকে চাহিয়া লও, আমি রোগ আরোগ্য করিবার এবং বিপদ হইতে মুক্তি দিবার জন্য প্রস্তুত আছি। এইরূপে বান্দাদের এক এক অভাবের নাম লইয়া আল্লাহ্ পাক ছোব্হেছাদেক পর্যন্ত ঘোষণা করিতে থাকেন। হায়! রহ্মানুররাহীম আহ্কামুল হাকেমীনের পক্ষ হইতে এমন ঘোষণার সুবর্ণ সুযোগ যাহারা হেলায় হারায় বরং আতশবাজি, ঝগড়া, বিবাদ ইত্যাদি করিয়া যাহারা পাপের আগুন বাড়ায় তাহাদের চেয়ে হতভাগা বদনছীব আর কে? হাদীস শরীফে ইহাও আছে যে, হযরত নবী আলাইহিস্সালাম এই রাত্রে কবরস্তানে গিয়া মৃত মুসলমানদের জন্য দো'আয়ে-মাগফেরাত করিতেন। কাজেই এই রাত্রিতে যদি কিছু দান-খয়রাত করিয়া বা কিছু নফল নামায বা কলেমা কালাম পড়িয়া উহার সওয়াব মৃতদের বখ্শিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদের মুক্তি ও মাগফেরাতের দো'আ করা হয়, তবে তাহা অতি উত্তম। এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত বাতি জ্বালাইয়া বা আতশবাজি পোড়াইয়া আমোদ-উৎসব করা ইসলামী তরীকার বিরুদ্ধ কাজ। হযরত (দঃ) ইহাও বলিয়াছেনঃ শির্ক করা, আত্মীয়দের সহিত অসদ্ব্যবহার করা এবং মুসলমানে মুসলমানে পরস্পর শত্রুতা পোষণ করা, এই তিন প্রকার গোনাহ্ ছাড়া অন্যান্য গোনাহ্ আল্লাহ্ পাক মা'ফ করিয়া দেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, যাদুকর, নজুমী, বখীল, নেশা, লেওয়াতাতকারী এবং পিতামাতার অবাধ্য সন্তান ব্যতীত অন্য সকলের গোনাহ্ মাফ করিয়া দেন।

যাকাত

মালদার হওয়া সত্ত্বেও যে যাকাত না দিবে সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ভীষণ পাপী এবং গোনাহ্গার হইবে এবং কিয়ামতের দিন তাহার কঠোর শাস্তি এবং ভীষণ আযাব ভোগ করিতে হইবে।

হাদীস শরীফে আছেঃ 'যাহার নিকট সোনা, রূপা মওজুদ থাকা সত্ত্বেও সে তাহার যাকাত দেয় নাই, কিয়ামতের দিন তাহাকে আযাব দিবার জন্য ঐ সোনা রূপার পাত বানান হইবে এবং ঐ পাতগুলি দোযখের আগুনে দগ্ধ করিয়া তাহার বুকে, পিঠে, পাঁজরে এবং কপালে দাগ দেওয়া হইবে। পাতগুলি একবার ঠাণ্ডা হইয়া গেলে পুনর্বার উত্তপ্ত করিয়া লওয়া হইবে।'

অন্য হাদীসে আছেঃ 'যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা মাল দিয়াছেন, সে কিন্তু উহার যাকাত আদায় করে নাই। (লোভের বসে মাটির নীচে, সিন্দুকের মধ্যে বা ব্যাঙ্কে জমা করিয়া রাখিয়াছে) কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র হুকুমে ঐ মালের দ্বারা অতি বিষাক্ত সাপ বানান হইবে এবং সেই সাপ ঐ ব্যক্তির গলা পেঁচাইয়া ধরিয়া উভয় গালে দংশন করিবে এবং বলিবেঃ 'আমি তোমার টাকা, আমিই তোমার সঞ্চিত ধন।'

'আল্লাহ্‌র পানাহ্‌ চাই।' জাব্বার কাহ্‌হার আল্লাহ্‌র আযাব সহ্য করিবার ক্ষমতা কাহার আছে? সামান্য লোভের বশীভূত হইয়া মানুষ যেন এমন পাপ কখনও না করে। হে মানুষ! আল্লাহ্‌রই দান করা ধন, (দিয়া ধন বুঝে মন।) আল্লাহ্‌র পক্ষে দান না করা কত বড় অন্যায় কথা।

১। মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি ৫২।।০ তোলা রূপা, অথবা ৭।।০ তোলা সোনার কিংবা তৎমূল্যের টাকার মালিক হয় এবং তাহার নিকট ঐ পরিমাণ মাল পূর্ণ এক বৎসরকাল স্থায়ী থাকে, তাহার উপর যাকাত ফরয হয়। ইহা অপেক্ষা কম হইলে যাকাত ফরয নহে। ইহা অপেক্ষা বেশী হইলেও যাকাত ফরয হইবে। এই মালকে 'নেছাব' বলে এবং যে এই পরিমাণ মালের মালিক হয়, তাহাকে 'মালেকে নেছাব' বা 'ছাহেবে নেছাব' বলা হয়।

২। মাসআলা ঃ যদি কাহারও নিকট ৭।।০ তোলা সোনা বা ৫২।।০ তোলা রূপা ৪/৫ মাস থাকে, তারপর কম হইয়া যায় এবং ২/৩ মাস কম থাকে, তারপর আবার নেছাব পূর্ণ হইয়া যায়, তবে তাহার যাকাত দিতে হইবে। মোটকথা, বৎসরের শুরু এবং শেষ দেখিতে হইবে, বৎসরের শুরুতে যদি মালেকে নেছাব হয় এবং বৎসরের শেষেও মালেকে নেছাব হয়, মাঝখানে কিছু কম হইয়া যায়, তবে বৎসরের শেষে তাহার নিকট যত টাকা থাকিবে, তাহার যাকাত দিতে হইবে। অবশ্য বৎসরের মাঝখানে যদি তাহার সম্পূর্ণ মাল কোন কারণে নষ্ট হইয়া যায়, তবে পূর্বের হিসাব বাদ দিয়া পুনরায় যখন নেছাবের মালিক হইবে, তখন হইতে হিসাব ধরিতে হইবে, তখন হইতেই বৎসরের শুরু ধরা হইবে।[১]

৩। মাসআলা ঃ কাহারও নিকট ৮/৯ তোলা সোনা ছিল, কিন্তু পূর্ণ বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই তাহা তাহার হাত ছাড়া হইল, (চুরি হইয়া গেল বা হারাইয়া গেল, বা দান করিয়া ফেলিল,) এমতাবস্থায় তাহার উপর যাকাত ওয়াজিব হইবে না।

৪। মাসআলা ঃ কাহারও নিকট ২০০ টাকা আছে, কিন্তু আবার ২০০ টাকা করযও আছে, এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব হইবে না; পূর্ণ বৎসর থাকুক বা না থাকুক। আর যদি ১৫০ টাকাও করয হয়, তবুও যাকাত ওয়াজিব হইবে না। কেননা, ১৫০ টাকা বাদ দিলে মাত্র ৫০ টাকা থাকে। ৫০ টাকায় নেছাব পুরা হয় না। কাজেই যাকাত ওয়াজিব হইবে না।

৫। মাসআলা ঃ যদি কাহারও নিকট ২০০ টাকা থাকে এবং ১০০ টাকার করয থাকে, তবে ১০০ টাকার যাকাত দিতে হইবে।

৬। মাসআলা ঃ সোনা এবং রূপা যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, মাটির নীচে পোঁতা থাকুক, কারবারের মধ্যে থাকুক (নোটের পরিবর্তে) গভর্ণমেন্টের যিম্মায় বা অন্য কাহারও নিকট করয হিসাবে থাকুক, যেওর আকারে থাকুক এবং উহা ব্যবহারে থাকুক বা আজীবন বাক্সে তোলা থাকুক, কাপড়ে, টুপিতে, তলোয়ারে বা জুতায় কারুকার্যরূপে থাকুক, সব অবস্থায়ই নেছাব পরিমাণ পূর্ণ হইলে এবং এক বৎসরকাল মালিকের অধিকারে থাকিলে তাহাতে যাকাত ফরয হইবে; (অবশ্য যদি নেছাব পরিমাণ না হয়, বা পূর্ণ এক বৎসরকাল মালিকের নিকট না থাকে, তবে যাকাত ফরয হইবে না। সোনা এবং রূপা ব্যতিরেকে অন্য কোন ধাতুতে তেজারত না করা পর্যন্ত উহাতে যাকাত ফরয হইবে না।)

টিকা

১ বালেগ হওয়ার যাকাত, ফরয ও ইদ্দত পালনের কাল চাঁদ মাসের হিসাবে হয়।

৭। **মাসআলা ঃ** সোনা এবং রূপা যদি খাঁটি না হয় অন্য কোন ধাতু তাহাতে মিশ্রিত থাকে (মুদ্রা হউক, জেওর হউক বা অন্য বস্তু হউক) তবে দেখিতে হইবে যে, বেশীর ভাগ সোনা বা রূপা কি না? যদি বেশীর ভাগ সোনা বা রূপা হয়, তবে সম্পূর্ণ রূপা বা সোনা ধরিয়া লইতে হইবে এবং নেছাব পরিমাণ পূর্ণ হইলে হিসাব করিয়া তাহার যাকাত দিতে হইবে। আর যদি সোনার বা রূপার ভাগ কম হয় অন্য ধাতু (রাং বা দস্তা ইত্যাদি) বেশি হয়, তবে তাহাতে শুধু নেছাব পরিমাণ হইলে যাকাত ওয়াজিব হইবে না, অবশ্য এই মাল দ্বারা তেজারত করিলে, তেজারতের হিসাবে যাকাত দিতে হইবে।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি কিছু সোনা এবং কিছু রূপা থাকে, কিন্তু পৃথকভাবে সোনার নেছাবও পূর্ণ হয় না, রূপার নেছাবও পূর্ণ হয় না, তবে উভয়ের মূল্য যোগ করিলে যদি নেছাব পরিমাণ অর্থাৎ ৫২।।০ তোলা রূপা অথবা ৭।।০ সোনার মূল্যের সমান হয়, তবে যাকাত ফরয হইবে; নতুবা যাকাত ফরয হইবে না। আর যদি উভয়টার নেছাব পূর্ণ থাকে, তবে মূল্য ধরিয়া যোগ করার আবশ্যক নাই।

৯। **মাসআলা ঃ** ধরুন ২৫ টাকায় এক ভরি সোনা পাওয়া যায় আর এক টাকায় দেড় তোলা চাঁদি পাওয়া যায়। এখন কাহারও নিকট দুই ভরি সোনা এবং পাঁচটি টাকা বেশী আছে এবং পূর্ণ এক বৎসর তাহার কাছে আছে। এখন তাহার উপর যাকাত ফরয হইবে। কেননা, দুই ভরি সোনা ৫০ টাকা; ৫০ টাকায় ৭৫ তোলা চাঁদি হইল। দুই ভরি স্বর্ণ দিয়া চাঁদি কিনিলে ৭৫ তোলা হইবে। আরও পাঁচ টাকা মওজুদ আছে। এই হিসাবে যাকাতের নেছাবের চেয়ে মাল অনেক বেশী হইল। অবশ্য যদি শুধু দুই তোলা সোনা থাকে উহার সহিত কোন চাঁদি বা টাকা না থাকে, তবে যাকাত ফরয হইবে না।

১০। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও নিকট ত্রিশ টাকা এক বৎসর কাল থাকে এবং ঐ সময় রূপার ভরি ।।০ বিক্রয় হয় এবং ত্রিশ টাকায় ৬০ ভরি রূপা পাওয়া যায়, তবুও তাহার উপর যাকাত ফরয হইবে না। কেননা, তাহার নিকট ত্রিশ টাকার মধ্যে ৩০ ভরি রূপাই আছে, যদিও উহার মূল্য ৬০ ভরি রূপা হয়; (অবশ্য ৬০ ভরি রূপা থাকিলে যাকাত ফরয হইবে, যদিও তাহার মূল্য ৩০ টাকা হয়।) কিন্তু শুধু সোনা বা শুধু রূপা থাকিলে তাহার মূল্যের হিসাব ধরা হয় না; ওজনের হিসাবই ধরা হয়।

১১। **মাসআলা ঃ** কেহ ১৬ই রজব তারিখে (হাজাতে আছলিয়া বাদে এবং করয বাদে) ১০০ টাকার মালিক হইল এবং রমযানে আরও ২০ টাকা লাভ পাইল, তারপর রবিউল আউয়ালে আরও ৩০ টাকা লাভ পাইয়া মোট ৫০ টাকা বাড়িল। এখন পর বৎসর ১৫ই রজব তারিখে হিসাব করিয়া দেখে যে (করয ও হাজাতে আছলিয়া বাদে) তাহার মবলগ ১৫০ টাকা আছে। এইরূপ হইলে ১৫ই রজব তারিখে তাহার উপর ১৫০ টাকারই যাকাত ফরয হইবে। ইহা বলা চলিবে না যে, পরে ৫০ টাকা লাভ করিয়াছে তাহার ত পূর্ণ এক বৎসর যায় নাই। কেননা, বৎসরের মাঝখানের কম বা বেশির হিসাব ধরা হয় না; হিসাব ধরা হয় বৎসরের শুরু ও শেষের।

১২। **মাসআলা ঃ** কেহ ১৫ই শওয়াল তারিখে মাত্র ১০০ তোলা রূপার মালিক ছিল (হাজাতে আছলিয়া এবং করয বাদে) তারপর বৎসরের মাঝখানে ২/৪ তোলা অথবা ৯/১০ তোলা সোনারও সে মালিক হইল, এইরূপ অবস্থা হইলে বৎসর যখন পূর্ণ হইবে অর্থাৎ পর বৎসর ১৪ই শওয়াল তারিখে তাহার সোনার এবং রূপার উভয়েরই যাকাত দিতে হইবে। এ বলা

যাইবে না যে, সোনার উপর এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই। কারণ, রূপার সঙ্গে সঙ্গে সোনার বৎসরও পূর্ণ ধরিতে হইবে।

১৩। মাসআলাঃ সোনা এবং রূপা ব্যতিরেকে অন্য যত ধাতু আছে যেমন লোহা, তামা, পিতল, কাঁসা, রাং ইত্যাদি, অথবা কাপড়, জুতা, চিনাবাসন, কাঁচের বরতন ইত্যাদি যত আসবাব-পত্র আছে তাহার হুকুম এই যে, যদি এইগুলির কেনা-বেচার ব্যবসা করে, তবে নেছাব পরিমাণ হইলে বৎসরকাল স্থায়ী হইলে তাহার যাকাত দিতে হইবে; নতুবা ব্যবসা না করিয়া শুধু ঘরে রাখা থাকিলে, এইসব আসবাবপত্রের মূল্য হাজার টাকা হইলেও তাহার উপর যাকাত ফরয হইবে না।

১৪। মাসআলাঃ ডেগ, ছিউনি (খাঞ্চা) লগন, বরতন ইত্যাদি, কোঠাঘর, বাড়ী, জমীন, কাপড়, শাড়ী, জুতা ইত্যাদি এবং মণিমুক্তার মূল্যবান হার; ফলকথা এই যে, সোনা এবং রূপা ব্যতিরেকে অন্য যত জিনিস আছে তাহা দৈনন্দিন ব্যবহারে আসুক বা শুধু ঘরে রাখা থাকুক, যে পর্যন্ত তাহার কেনা-বেচা এবং ব্যবসা করা না হইবে, সে পর্যন্ত তাহাতে যাকাত নাই। অবশ্য এই-সব জিনিসের তেজারত করিলে হিসাব করিয়া তাহার যাকাত দিতে হইবে। (পক্ষান্তরে সোনা এবং রূপা শুধু সিন্দুকে রাখা থাকিলে বা মাটির নীচে পুতিয়া রাখিলেও তাহার যাকাত দিতে হইবে।)

১৫। মাসআলাঃ কাহারও নিকট যদি দশ পাঁচটা বাড়ী থাকে এবং তাহা ভাড়ার উপর দেয়, অথবা চার পাঁচ শত টাকার বাসন কিনিয়া তাহা ভাড়া দেয় (অথবা চার পাঁচ হাজার টাকার মোটর বা নৌকা কিনিয়া তাহা ভাড়া দেয় বা নিজের কারবার চালায়) তবে এইসব মালের উপর যাকাত নাই। মোটকথা, ভাড়ার উপর হাজার হাজার টাকার গাড়ী ঘোড়া চালাইলেও তাহার উপর যাকাত নাই। অবশ্য ভাড়ার টাকা নেছাব পরিমাণ হইলে এবং বৎসর অতীত হইলে তাহার উপর যাকাত ফরয হইবে, অথবা এইসব জিনিসের কেনা-বেচা করিলে এইসব জিনিসের উপরও যাকাত ফরয হইবে এবং মূল্য হিসাব করিয়া যাকাত দিতে হইবে।

১৬। মাসআলাঃ পরিধানের কাপড় বা জুতা যতই ঘরে থাকুক না কেন এবং যতই মূল্যবান হউক না কেন তাহাতে যাকাত নাই, কিন্তু যদি তাহাতে খাঁটি সোনা বা রূপার কারুকার্য থাকে, তবে সোনা বা রূপার পরিমাণ নেছাব পর্যন্ত পৌঁছিলে (অন্য সোনা রূপা থাকিলে তাহার সহিত মিলাইলে বা পৃথকভাবে) তাহার যাকাত দিতে হইবে। অন্যথায় যাকাত দিতে হইবে না।

১৭। মাসআলাঃ কাহারও নিকট যদি কিছু পরিমাণ সোনা বা রূপার জেওর থাকে এবং কিছু পরিমাণ তেজারতের মালও থাকে (কাপড়, জুতা, ধান বা পাট হইলেও) সবের মূল্য যোগ করিলে যদি ৫২।।০ তোলা রূপা বা ৭।।০ তোলা সোনার সমান হয়, তবে যাকাত ফরয হইবে, কম হইলে ফরয হইবে না।

১৮। মাসআলাঃ (নিজের জমির পাট বা ধান এক বৎসর কাল ঘরে জমা করিয়া রাখিলে তাহার যাকাত দিতে হইবে না। শাদী বিবাহের জন্য, যিয়াফতের জন্য, নিজের বছরের খোরাকের জন্য চাউল গোলা করিয়া রাখিলেও যাকাত দিতে হইবে না।) মোটকথা, ব্যবসার নিয়তে যে মাল খরিদ করিবে উহা তেজারতের মাল হইবে এবং তাহার উপর যাকাত ফরয হইবে। নিজ খরচ বা দানের নিয়তে খরিদ করিলে পরে যদি ব্যবসার নিয়ত করে, তবে ইহা তেজারতের মাল হইবে না।

১৯। মাসআলাঃ যদি কাহারও নিকট তোমার টাকা পাওনা থাকে, তবে পাওনা টাকার যাকাত দিতে হইবে। পাওনা টাকা তিন প্রকার। প্রথম প্রকার এই যে, হয়ত নগদ টাকা বা সোনা

রূপা কাহাকেও ধার দিয়াছ। অথবা তেজারতের মাল বাকী বিক্রয় করিয়াছ সে বাবত টাকা পাওনা হইয়াছে। এক বৎসর বা দুই তিন বৎসর পর টাকা উসূল হইল। এখন যত টাকায় যাকাত ওয়াজিব হয় পাওনা টাকা তত পরিমাণ হইলে অতীত বৎসরসমূহের যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হইবে। যদি একত্রে উসূল না হয়, তবে যখন এগার তোলা রূপার সমপরিমাণ টাকা উসূল হইবে তখন ঐ টাকারই যাকাত দিতে হইবে। যদি উহা হইতে কম উসূল হয়, তবে ওয়াজিব হইবে না। আবার যখন সেই পরিমাণ টাকা পাইবে, তখন ঐ পরিমাণ টাকার যাকাত দিবে। এরূপভাবে দিতেই থাকিবে। আর উসূলকৃত টাকার যাকাত যখন দিবে অতীত সকল বৎসরের যাকাত দিতে হইবে। আর যদি পাওনা টাকা নেছাব হইতে কম হয়, তবে যাকাত ওয়াজিব হইবে না। অবশ্য যদি তাহার কাছে অন্যান্য সম্পত্তি থাকে যে উভয় মিলিয়া নেছাব পুরা হয়, তবে যাকাত ওয়াজিব হইবে।

২০। **মাসআলা ঃ** দ্বিতীয় প্রকার যদি নগদ টাকা করয না দেয় বা তেজারতের মাল বিক্রয় না করে, তেজারতী ব্যতীত অন্য মাল বিক্রয় করিলে যেমন পরিবার বস্ত্র, গার্হস্থ্য সামগ্রী ইত্যাদি বিক্রয় করে এবং উহার দাম এই পরিমাণ বাকী আছে যে, যাকাত ওয়াজিব হয়, এই টাকা যদি কয়েক বৎসর পর উসূল হয়, তবে ঐ কয়েক বৎসরের যাকাত দেওয়া ওয়াজিব, আর যদি এক সঙ্গে উসূল না হয় বরং কিছু কিছু করিয়া উসূল হয়,তবে নেসাবে যাকাত পরিমাণ টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ওয়াজিব হইবে না। যখন সেই পরিমাণ পাইবে তখন ঐ কয়েক বৎসরের যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হইবে।

২১। **মাসআলা ঃ** তৃতীয় প্রকার এই যে, স্বামীর নিকট মহরের টাকা পাওনা ছিল। কয়েক বৎসর পর ঐ টাকা পাওয়া গেল। টাকা পাওয়ার পর হইতে যাকাত হিসাব করিতে হইবে। বিগত বৎসর সমূহের যাকাত ওয়াজিব হইবে না। ঐ টাকা পুরা এক বৎসর মওজুদ থাকিলে যাকাত ওয়াজিব হইবে ; অন্যথায় নহে।

২২। **মাসআলা ঃ** মালেকে নেছাব যদি পূর্ণ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার (হাওলানে হাওলের) পূর্বেই যাকাত আদায় করিয়া দেয়, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। আর যদি কোন গরীব লোক মালেকে নেছাব না হওয়া সত্ত্বেও কোথাও হইতে টাকা পাওয়ার আশায় আগেই যাকাত আদায় করিয়া দেয়, তবে তাহাতে যাকাত আদায় হইবে না ; পরে যদি মাল পায়, তবে হাওলানে হাওলের পর হিসাব করিয়া তাহার যাকাত দিতে হইবে ; পূর্বে যাহা দিয়াছে তাহা নফল ছদ্‌কা হইয়া যাইবে এবং তাহার সওয়াব পৃথকভাবে পাইবে, উহাকে যাকাতরূপে গণ্য করা যাইবে না।

২৩। **মাসআলা ঃ** মালেকে নেছাব লোক যদি কয়েক বৎসরের যাকাত এককালীন অগ্রিম দিয়া দেয়, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। কিন্তু যে কয়েক বৎসরের যাকাত অগ্রিম দিয়াছে তাহার মধ্যে কোন বৎসরের মাল যদি বাড়িয়া যায়, অর্থাৎ যত টাকা হিসাব করিয়া যাকাত দিয়াছে, মাল তাহা অপেক্ষা বেশী হয়, তবে যত টাকা বাড়িয়াছে তাহার যাকাত পুনরায় দিতে হইবে।

২৪। **মাসআলা ঃ** আমীনের নিকট ১০০ টাকা মওজুদ আছে, আরও ১০০ টাকা অন্য কোন জায়গা হইতে পাইবার আশা পাওয়া গেল, এমতাবস্থায় বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই আমীন হয়ত পূর্ণ ২০০ টাকার যাকাত দিয়া দিল, এইরূপ দেওয়া দুরুস্ত আছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি বৎসর শেষে মাল নেছাব হইতে কম হইয়া যায়, তবে যাকাত মা'ফ হইয়া যাইবে এবং যাহা পূর্বে দেওয়া হইয়াছে তাহা নফল ছদ্‌কা হইয়া যাইবে।

২৫। **মাসআলা ঃ** কাহারও মালের উপর পূর্ণ এক বৎসর শেষ হইয়া গেল অথচ এখনও যাকাত দেয় নাই, এমন সময় তাহার মাল চুরি হইয়া গেল বা অন্য কোন প্রকারে যেমন বাড়ী

পুড়িয়া বা নৌকা ডুবিয়া তাহার সমস্ত মাল নষ্ট হইয়া গেল, এইরূপ অবস্থা হইলে তাহার যাকাত দিতে হইবে না। কিন্তু যদি নিজে ইচ্ছা করিয়া মাল নষ্ট করিয়া ফেলে বা কাহাকেও দিয়া ফেলে, তবে যাকাত মা'ফ হইবে না।

২৬। মাসআলা ঃ বৎসর পুরা হইবার পর অর্থাৎ, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর যদি কেহ নিজের সমস্ত মাল খয়রাত করিয়া দেয়, তবে যাকাত মা'ফ হইয়া যাইবে।

২৭। মাসআলা ঃ কাহারও নিকট ২০০ টাকা ছিল, এক বৎসর পর তাহা হইতে ১০০ চুরি হইয়া গেল বা খয়রাত করিয়া দিল, এইরূপ অবস্থা হইলে তাহার মাত্র ১০০ টাকার যাকাত দিতে হইবে, বাকী ১০০ টাকার যাকাত মা'ফ হইয়া যাইবে। যদি হিসাব করিয়া যাকতের টাকা গরীবের হাতে না দিয়া পৃথক করিয়া নিজের কাছে রাখে এবং সেই টাকা নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহাতে যাকাত আদায় হইবে না, যাকাতের টাকা পুনরায় বাহির করিয়া গরীবকে দিতে হইবে।

যাকাত আদায় করিবার নিয়ম

১। মাসআলা ঃ আল্লাহ্ পাক যে দিন তোমাকে মালেকে নেছাব করিলেন, সেই দিন আল্লাহ্ পাকের শোক্‌র করিবে এবং সেই তারিখটি (চাঁদের হিসাবে) লিখিয়া রাখিবে। তারপর যখন বৎসর শেষ হইয়া যাইবে, তখন কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া হিসাব করিয়া যাকাত বাহির করিয়া দিবে। নেক কাজে দেরী করা উচিত নয়। কারণ, কি জানি, হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া নেক কাজ করার সুযোগ হারাইয়া ফেলে এবং গোনাহ্‌র বোঝা কাঁধে থাকিয়া যায়। যদি এক বৎসর অতীত হওয়ার পর যাকাত না দেওয়া অবস্থায় দ্বিতীয় বৎসরও অতীত হইয়া যায়, তবে ভারি গোনাহ্‌গার হইবে। তখন তওবা করিয়া খোদার কাছে কাকুতি মিনতি করিয়া মাফ চাহিয়া উভয় বৎসরের যাকাত হিসাব করিয়া দিয়া দিবে। মোটকথা, জীবনের যে কোন সময় দিয়া দিবে; বাকী রাখিবে না।

২। মাসআলা ঃ মালের চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হইবে। একশত টাকায় ২৷৷০ টাকা, ৪০ টাকায় এক টাকা দিতে হইবে।

৩। মাসআলা ঃ যে সময় যাকাতের মাল কোন গরীব মিস্‌কীনের হাতে দিবে, তখন মনে মনে এই খেয়াল (নিয়্যত) করিবে যে, এই মাল আমি যাকাত বাবৎ দিতেছি। যদি দিবার সময় এইরূপ নিয়্যত মনে উপস্থিত না থাকে তবে যাকাত আদায় হইবে না, যাকাত পুনরায় দিতে হইবে। নিয়্যত ছাড়া যাহা দিয়াছে তাহা নফল ছদ্‌কা হইয়া যাইবে এবং তাহার সওয়াব পৃথকভাবে পাইবে।

৪। মাসআলা ঃকেহ যাকাতের মাল যখন গরীবের হাতে দিয়াছে, তখন যাকাতের কথা মনে করে নাই, এইরূপ অবস্থায় ঐ মাল গরীবের হাতে থাকিতে থাকিতে যদি যাকাতের নিয়্যত করে, তবুও যাকাত আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু খরচ করিয়া ফেলার পর যদি নিয়্যত করে, তবে যাকাত আদায় হইবে না; পুনরায় যাকাত দিতে হইবে।

৫। মাসআলা ঃ কেহ যদি দুই টাকা পৃথক যাকাতের নিয়্যতে এক জায়গায় রাখিয়া দেয় যে, যখন কোন উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাইবে, তখন তাহাকে দেওয়া হইবে, তারপর যখন উপযুক্ত পাত্র পাইয়া তাহাকে দিয়াছে, তখন যাকাতের নিয়্যতের কথা তাহার মনে আসে নাই। এইরূপ অবস্থা হইলে যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। যদি পৃথক করিয়া না রাখিত, তবে যাকাত আদায় হইত না।

৬। **মাসআলাঃ** কেহ হিসাব করিয়া যাকাতের টাকা বাহির করিল। এখন তাহার ইচ্ছা, একজনকেই দিয়া দেউক বা অল্প অল্প করিয়া কয়েক জনকে দেউক। যদি অল্প অল্প করিয়া কয়েক দিন পর্যন্ত দেয়, তবে তাহাও জায়েয আছে। আর যদি তখন দিয়া ফেলে, তাহাও দুরুস্ত আছে।

৭। **মাসআলাঃ** যাকাত যাহাকে দিবে অন্ততঃ এত পরিমাণ দিবে যেন, ঐ দিনের খরচের জন্য সে আর অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়। (কম পক্ষে এত পরিমাণ দেওয়া মুস্তাহাব। ইহা অপেক্ষা কম দিলেও যাকাত আদায় হইয়া যাইবে।)

৮। **মাসআলাঃ** যত মাল থাকিলে যাকাত ওয়াজিব হয় তত যাকাত এক জনকে দেওয়া মকরূহ্। তাহা সত্ত্বেও দিলে যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। তদপেক্ষা কম দেওয়া জায়েয আছে; মকরূহও নহে।

৯। **মাসআলাঃ**কোন একজন গরীব লোক আমীনের নিকট টাকা হাওলাত চাহিল; আমীন জানে সে এমন অভাবগ্রস্ত যে, টাকা দিলে আর দিতে পারিবে না বা দিবেও না; এই কারণে আমীন হাওলাত বলিয়াই তাহাকে যাকাতের টাকা দিল, কিন্তু আমীনের মনে নিয়্যত রহিল যে, সে যাকাত দিতেছে, এমতাবস্থায় যদিও সে হাওলাত মনে করে, তবুও আমীনের যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। (কিন্তু সে যদি কোনদিন হাওলাত শোধ করিতে আসে, তবে আমীন লইবে না, তাহাকেই আবার দিয়া দিবে।)

১০। **মাসআলাঃ** যদি কোন গরীবকে পুরস্কার বা বখ্‌শিশ্ বলিয়া যাকাতের মাল দেওয়া হয়, কিন্তু মনে যাকাতের নিয়্যত থাকে,, তবে তাহাতেও যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। (সম্মানী অভাবগ্রস্ত লোককে যাকাতের কথা বলিয়া দিলে হয়ত তাহারা মনে কষ্ট পাইতে পারে, এই জন্য তাহাদিগকে এই ভাবেই দেওয়া সঙ্গত। কিন্তু যদি সাইয়্যেদ বংশ বা মালদারের না-বালেগ সন্তান হয়, তবে তাহাদিগকে যাকাতের মাল হইতে দিবে না, লিল্লাহ্‌র মাল হইতে দিবে।)

১১। **মাসআলাঃ** কোন গরীবের নিকট ১০ টাকা পাওনা ছিল এবং নিজের মালের যাকাতও হিসাবে ১০ টাকা বা তদূর্ধ্ব হইয়াছে। ইহাতে যদি যাকাতের নিয়্যতে সেই পাওনা মা'ফ করিয়া দেয়, তবে যাকাত আদায় হইবে না। অবশ্য তাহাকে যাকাতের নিয়্যতে ১০ টাকা দিলে যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। এখন এই টাকা তাহার নিকট হইতে করয-শোধ বাবদ লওয়া দুরুস্ত আছে।

১২। **মাসআলাঃ** কাহারো নিকট যে পরিমাণ জেওর আছে হিসাব করিয়া তাহার যাকাত ৩ তোলা রূপা হইল, বাজারে ৩ তোলা রূপার দাম ২ টাকা। এখন যদি সে ৩ তোলা রূপা না দিয়া গরীবকে (রূপার) ২টি টাকা দিয়া দেয়, তবে যাকাত আদায় হইবে না। কেননা, ২টি টাকার ওজন ৩ তোলা নহে; অথচ শরীঅতের কানুন ও হুকুম এই যে, রূপার যাকাত যখন রূপার দ্বারা আদায় করিবে, তখন তাহার মূল্যের হিসাব ধরা যাইবে না, ওজনের হিসাব ধরিতে হইবে। অবশ্য ৩ তোলা রূপার মূল্য যে ২ টাকা হয় সেই দুই টাকার সোনা বা তামার পয়সা বা (ধান, চাউল বা কাপড় দিলে যাকাত আদায় হইবে, রূপা পুরা ৩ তোলার কম দিলে যাকাত আদায় হইবে না।)

১৩। **মাসআলাঃ** যাকাতের টাকা গরীবদিগকে নিজের হাতে না দিয়া যদি অন্য কাহাকেও উকিল বানাইয়া তাহার দ্বারা দেয় তাহাও দুরুস্ত আছে। মুয়াক্কেলের যাকাতের নিয়্যত থাকিলে উকিলের নিয়্যত যদি না-ও থাকে তাহাতেও কোন ক্ষতি হইবে না, যাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

১৪। **মাসআলাঃ** আপনি গরীবদিগকে যাকাত দেওয়ার জন্য কাহাকেও উকিল নিযুক্ত করিয়া তাহার হাতে যাকাতের ২ টাকা দিলেন। সে অবিকল ঐ টাকা গরীবকে না দিয়া নিজের টাকা

হইতে ২ টাকা গরীবকে আপনার যাকাতের নিয়্যতে দিয়া দিল, মনে মনে ভাবিল যে, গরীবকে আমি আমার টাকা হইতে দিয়া দেই, পরে ঐ টাকা আমি নিয়া নিব। এইরূপ করিলে যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, ঐ ২টাকা যেন তাহার কাছে মওজুদ থাকে, এইরূপ হইলে আপনার যাকাত তাহার নিজের টাকা হইতে দিয়া আপনার দেওয়া টাকা সে নিতে পারিবে এবং আপনার যাকাত আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু যদি সে ২ টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়া থাকে (বা নিজের টাকার সহিত মিলাইয়া ফেলিয়া থাকে) এবং নিজের টাকা হইতে আপনার যাকাত দেয়, তবে আপনার যাকাত আদায় হইবে না। এইরূপে যদি নিজের টাকা হইতে দেওয়ার সময় নিয়্যত না করিয়া থাকে, তবুও আপনার যাকাত আদায় হইবে না। এখন ঐ দুই টাকা পুনরায় যাকাত বাবদ দিতে হইবে।

১৫। মাসআলা ঃ যদি আপনি টাকা না দিয়া কাহাকেও আপনার যাকাত দেওয়ার জন্য উকিল নিযুক্ত করেন এবং বলিয়া দেন যে, আমার তরফ হইতে আপনার নিজ তহবিল হইতে যাকাত দিয়া দিন, পরে আমি আপনাকে দিয়া দিব, এরূপ দুরুস্ত আছে। এইরূপে যাকাতের নিয়্যতে দিলে আপনার যাকাত আদায় হইয়া যাইবে এবং যত টাকা সে দিয়াছে তত টাকা পরে আপনার নিকট হইতে সে নিয়া নিবে।

১৬। মাসআলা ঃ আপনার বলা ব্যতিরেকে যদি কেহ আপনার পক্ষ হইতে যাকাত দিয়া দেয়, তবে তাহাতে আপনার যাকাত আদায় হইবে না, এখন যদি আপনি মঞ্জুরও করেন, তবুও দুরুস্ত হইবে না এবং যে পরিমাণ টাকা আপনার পক্ষ হইতে দিয়াছে তাহা সে আপনার নিকট হইতে উসূল করিতে পারিবে না।

১৭। মাসআলা ঃ যদি আপনি কাহাকেও আপনার যাকাতের টাকা হইতে ২ টাকা দিয়া বলেন যে, আপনি এই টাকা গরীবদিগকে দিয়া দিবেন । এখন আপনি নিজেও দিতে পারেন বা নিজে না দিয়া যদি অন্য কোন বিশ্বস্ত লোকের দ্বারা দিয়া দেন তাহাও দুরুস্ত আছে। নাম বলার প্রয়োজন নাই যে, অমুকের পক্ষ হইতে যাকাত দিতেছি। এইরূপে তিনি যদি নিজের মা, বাপ বা নিজের অন্য কোন গরীব আত্মীয়কে দেন, তাহাও দুরুস্ত আছে; কিন্তু যদি তিনি নিজে গরীব হন এবং উহা গ্রহণ করেন, তবে তাহা দুরুস্ত নহে। অবশ্য আপনি যদি তাহাকে টাকা দিবার সময় এইরূপ বলিয়া দিয়া থাকেন যে, যাকাতের টাকা দিলাম, আপনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, তবে তিনি নিজে গরীব হইলে (সাইয়্যেদ না হইলে) নিজেও নিতে পারিবেন।

[যাকাত দেওয়ার সময় এইরূপ দো'আ করিবেঃ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ **অর্থ**—হে আল্লাহ্! দয়া করিয়া আমার এই যাকাত কবূল করিয়া লও, তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।]

জমিনে উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত

১। মাসআলা ঃ কোন শহর কাফেরদের অধীনে ছিল। তাহারাই সেখানে বাস করিত। মুসলমান বাদশাহ্ স্বীয় প্রতিনিধি পাঠাইয়া অমুসলমানগণকে মিথ্যা ধর্ম ও দোযখের পথ পরিত্যাগ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এতীমের মালের যাকাত দিতে হইবে কিনা এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আমাদের ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ছাহেব বলেন, এতীমের মালের যাকাত ওয়াজিব হয় না, ইমাম শাফেয়ী ছাহেব বলেন, এতীমের মালেরও যাকাত দিতে হইবে।

করিয়া সত্য ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। কিন্তু দুরাচার কাফেররা সে আহ্বানে সাড়া দিল না। তারপর তাহাদিগকে বলা হইল যে, তাহা হইলে তোমরা আমাদের অধীনতা স্বীকার করিয়া খাজনা আদায় কর এবং আমাদের প্রজা হইয়া আমাদের রক্ষণাবেক্ষণে সুখ শান্তিতে বাস করিতে থাক। কাফেররা এই আহ্বানেও সাড়া দিল না। তারপর মুসলমান বাদশাহ্ খোদার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। খোদা তা'আলা মুসলমানগণকে জয়ী এবং কাফেরগণকে পরাস্ত করিয়া দিলেন। মুসলমান বাদশাহ্ ঐ শহর বা দেশকে যাঁহারা ঐ জেহাদের গাযী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। এইরূপে যে সমস্ত দেশ মুসলমানগণের অধীন হইয়াছে, অথবা যে দেশের অধিবাসী মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ না করিয়া আপন ইচ্ছায়ই মুসলমান হইয়া গিয়াছে এবং মুসলমান বাদশাহ্ও তাহাদিগকেই তাহাদের জমিনের স্বত্বাধিকারীরূপে বহাল করিয়াছেন, এই দুই প্রকার জমিনকে ওশ্‌রী জমিন বলে। সমগ্র আরব দেশের জমিন ওশরী। (এতদ্ব্যতীত মুসলমান বাদশাহ্ কর্তৃক যে সমস্ত জমিনের স্বত্বাধিকারী কাফেররা সাব্যস্ত হইয়াছে এবং তাহাদের উপর খেরাজ ধার্য করা হইয়াছে সেই সমস্ত জমিন খেরাজী জমিন।)

[খেরাজী জমিনের খেরাজ দিতে হয় ওশ্‌র দিতে হয় না, আর ওশ্‌রী জমিনের ওশ্‌র দিতে হয়।]

২। মাসআলাঃ কাহারও পূর্বপুরুষ হইতে পুরুষানুক্রমে যদি ওশ্‌রী জমিন চলিয়া আসিয়া থাকে, অথবা কোন মুলমানের নিকট হইতে ওশ্‌রী জমিন খরিদ করিয়া থাকে, তবে সেই জমিনের যাকাত দিতে হইবে। (জমিনের যাকাতকে ওশ্‌র বলে।) ওশ্‌র দেওয়ার নিয়ম এই—যে সমস্ত জমিনে পরিশ্রম করিয়া পানি দিতে হয় না; বরং স্বাভাবিক বৃষ্টির পানিতে বা বর্ষার স্রোতের পানিতে ফসল জন্মে সে সব জমিতে যাহাকিছু ফসল হয় তাহার দশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, দশ মণ হইলে এক মণ, দশ সের হইলে এক সের। আর যে সমস্ত জমিতে পরিশ্রম করিয়া পানি দিয়া ফসল জন্মাইতে হয়, সে সব জমির ফসলের ২০ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করিতে হইবে। অর্থাৎ, ২০মণ হইলে এক মণ; ২০ সের হইলে এক সের। বাগ বাগিচারও এই হুকুম। (আমাদের ইমাম আ'যম ছাহেব বলেন,) জমিনের ফসলের কোন নেছাব নির্ধারিত নাই, কম হউক বা বেশী হউক যাহা হয় তাহার দশ ভাগের এক ভাগ দিতে হইবে।

৩। মাসআলাঃ ধান, পাট, গম, যব, সরিষা, কলাই, বুট, কাওন, ফল, তরকারী, শাক-সব্জি, সুপারী, নারিকেল, আখ, বেরণ, খেজুর গাছ, কলা গাছ ইত্যাদি ক্ষেতে যাহাকিছু জন্মিবে, তাহার ওশর দিতে হইবে, ইহাই জমিনের যাকাত।

৪। মাসআলাঃ ওশ্‌রী জমিন হইতে, অথবা বে-আবাদ বন বা পাহাড় হইতে যদি মধু সংগ্রহ করে তাহারও ওশ্‌র দিতে হইবে।

৫। মাসআলাঃ চাষের জমিনে বা বাগিচায় না হইয়া বাড়ীতে যদি কোন ফল বা তরকারী হয়, তবে তাহাতে ওশ্‌র ওয়াজিব হইবে না।

৬। মাসআলাঃ ওশ্‌রী জমিন যদি কোন কাফের ক্রয় করিয়া নেয়, তবে সেই জমিন ওশ্‌রী থাকিবে না। পুনরায় সেই কাফেরের নিকট হইতে যদি কোন মুসলমান খরিদ করিয়া লয় বা অন্য কোন প্রকারে পায়, তবুও ওশ্‌রী হইবে না।

৭। **মাসআলা ঃ** দশ ভাগের এক ভাগ কিংবা বিশ ভাগের এক ভাগ জমিনের মালিকের উপর, না ফসলের মালিকের উপর, ইহাতে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। সুবিধার জন্য আমরা বলিয়া থাকি যে, ফসলের মালিকের উপর। অতএব, জমিন যদি নগদ টাকায় পত্তন (ইজারা) দেওয়া হয়, তবে ফসল যে পাইবে, ওশ্‌র তাহারই দিতে হইবে; আর যদি বর্গা দেওয়া হয়, তবে ফসল যে যেই পরিমাণ পাইবে তাহার সেই পরিমাণের ওশ্‌র দিতে হইবে।

যাকাতের মাছ্‌রাফ

[অর্থাৎ যাকাত গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি]

১। **মাসআলা ঃ** মালদার লোকের জন্য যাকাত খাওয়া বা তাহাকে যাকাত দেওয়া জায়েয নহে। [সে মালদার পুরুষ হউক বা স্ত্রী হউক, বালেগ হউক বা না-বালেগ হউক।] মালদার দুই প্রকারঃ এক প্রকার মালদার যাহার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়; যেমন, যাহার নিকট ৫২৷৷০ তোলা রূপা বা ৭৷৷০ তোলা সোনা আছে বা ঐ মূল্যের দোকানদারীর মাল-আসবাব আছে, তাহার উপর যাকাত, ফেৎরা ও কোরবানী করা ওয়াজিব হইবে। সে যাকাত খাইতে পারিবে না, তাহাকে দিলে যাকাত আদায় হইবে না। দ্বিতীয় প্রকার মালদার ঃ যাহার উপর যাকাত ওয়াজিব নহে; যেমন যাহার নিকট উপরোক্ত তিন প্রকার মাল নাই বটে, কিন্তু হাজাতে আছলিয়া অর্থাৎ, দৈনন্দিন জীবন যাপনোপযোগী আবশ্যকীয় মাল-আসবাব বাড়ীঘর ব্যতিরেকে উপরোক্ত মূল্যের অতিরিক্ত অন্য কোন মাল আছে, তাহার উপর যাকাত ওয়াজিব নহে; (কিন্তু ফেৎরা ও কোরবানী ওয়াজিব। তাহার জন্য যাকাত ফেৎরা, মান্নতের মাল, কাফ্‌ফারার মাল, জিযিয়া, কোরবানীর চামড়ার পয়সা ইত্যাদি ছদ্‌কায়ে ওয়াজিবার মাল খাওয়া জায়েয নহে।)

২। **মাসআলা ঃ** যাহার নিকট নেছাব পরিমাণ মাল নাই বরং অল্প কিছু মাল আছে কিংবা কিছুই নাই, এমনকি একদিনের খোরাকীও নাই এমন লোককে গরীব বলে। ইহাদিগকে যাকাত দেওয়া দুরুস্ত আছে, ইহাদের যাকাত লওয়াও দুরুস্ত আছে। অর্থাৎ গরীব উহাকে বলে, যাহার নিকট কিছু মাল সম্পত্তি আছে, কিন্তু নেছাব পর্যন্ত পৌঁছে নাই (যাকাতের নেছাবও নহে, ফেৎরা, কোরবানীর নেছাবও নহে)। কিংবা যাহার নিকট কিছুই নাই, এমন কি এক দিনের খোরাকও নাই, ইহাদিগকে যাকাত দেওয়াও দুরস্ত আছে এবং তাহাদের যাকাত লওয়াও দুরুস্ত আছে।

৩। **মাসআলা ঃ** বড় বড় ডেগ, বড় বড় বিছানাপত্র বা বড় বড় শামিয়ানা, যাহা দৈনন্দিন কাজে লাগে না, বৎসরে দুই বৎসরে শাদী বিবাহের সময় কখনও কাজে লাগে; এইসব জিনিসকে হাজাতে আছলিয়ার মধ্যে গণ্য করা হয় না।

৪। **মাসআলা ঃ** বসতঘর বা দালান, পরিধানের কাপড়, কামকাজ করার জন্য নওকর চাকর, বড় গৃহস্থের আসবাবপত্র, আলেম ও তালেবে-ইল্‌মের কিতাব, এই সবকে হাজাতে আছলিয়ার মধ্যে গণ্য করা হয়।

৫। **মাসআলা ঃ** যাহার নিকট দশ পাঁচটি বাড়ী আছে, যাহার কেরায়া দ্বারা সে জীবিকা নির্বাহ করে, অথবা এক আধ খানা গ্রাম আছে, কিন্তু পরিবারবর্গের খরচ এত বেশী যে, তাহার আয়ের দ্বারা ব্যয় নির্বাহ হয় না ঃ বরং অনেক কষ্টে জীবন যাপন করিতে হয় এবং তাহার নিকট অন্য কোন জিনিসও যাকাত বা ফেৎরা ওয়াজিব হওয়ার উপযুক্ত নাই, এমন লোককে যাকাতের পয়সা দেওয়া জায়েয আছে।

৬। **মাসআলাঃ** মনে করুন, কাহারও নিকট হাজার টাকা আছে, কিন্তু আবার হাজার টাকা বা তাহা অপেক্ষা বেশী দেনাও আছে, এরূপ লোককে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। আর যদি যত টাকা জমা আছে, দেনা তাহার চেয়ে কম হয় এবং দেনা আদায় করিয়া দিলে মালেকে নেছাব না থাকে, তবে তাহাকেও যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। যদি দেনা আদায় করিবার পর মালেকে নেছাব থাকে, তবে তাহাকে যাকাত দেওয়া বা তাহার জন্য যাকাত খাওয়া জায়েয নহে।

৭। **মাসআলাঃ** কেহ হয়ত বাড়ীতে খুব ধনী, কিন্তু বিদেশে এমন মুছিবতে পড়িয়াছে যে, বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছিবার বা তথা হইতে টাকা আনাইয়া খরচ চালাইবার কোনই উপায় নাই, এইরূপ লোককে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। এইরূপে কোন লোক হজ্জ করিতে গিয়া পথিমধ্যে যদি অভাবে পড়ে, তাহাকেও যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। (এইরূপে ধনী হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি অভাবে পড়ে তাহাকে "ইবনোস্‌সবীল" বলে। ইবনোস্‌সবীলকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে।)

৮। **মাসআলাঃ** যাকাত অমুসলমানকে দেওয়া জায়েয নাই। যাকাত, ওশ্‌র, ফেৎরা, মান্নত, কাফ্‌ফারা ইত্যাদি ছদ্‌কায়ে ওয়াজিবার মাল মুসলমানকেই দিতে হইবে। ছদ্‌কায়ে নাফেলা অমুসলমানকেও দেওয়া জায়েয।

৯। **মাসআলাঃ** (যাকাত ইত্যাদি সর্বপ্রকার ছদ্‌কায়ে ওয়াজিবার হুকুম এই যে, কোন গরীবকে মালেক বানাইয়া দিতে হইবে।) কোন গরীবকে মালেক না বানাইয়া যদি কেহ যাকাতের পয়সা দ্বারা মসজিদ বা মাদ্রাসার ঘর নির্মাণ করে বা উহার বিছানা খরিদ করে বা কোন মৃত ব্যক্তির কাফনে খরচ করে বা তাহার দেনা পরিশোধ করে, তবে যাকাত আদায় হইবে না।

১০। **মাসআলাঃ** নিজের যাকাত (সর্বপ্রকার ছদ্‌কায়ে ওয়াজিবা) নিজের মা, বাপ, দাদা, দাদী, নানা, নানী, পরদাদা ইত্যাদি অর্থাৎ, যাহাদের দ্বারা তাহার জন্ম হইয়াছে, তাহাদিগকে দেওয়া জায়েয নহে। এইরূপ ছেলে, মেয়ে, পোতা, পুতী, নাতি, নাত্‌নী এবং উহাদের বংশধরগণ যাহারা তাহার ঔরসে জন্মিয়াছে তাহাদিগকে যাকাত দেওয়া জায়েয নহে। স্বামী নিজের স্ত্রীকে বা স্ত্রী নিজে স্বামীকেও যাকাত দিতে পারিবে না।

১১। **মাসআলাঃ** এতদ্ব্যতীত চাচা, মামু, খালা, ভাই, ভগ্নী, ফুফু, ভাগিনেয়, ভাতিজা, সতাল মা, শাশুড়ী ইত্যাদি রেশ্‌তাদারগণকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে।

১২। **মাসআলাঃ** না-বালেগ সন্তানের বাপ যদি মালদার হয়, তবে ঐ না-বালেগ সন্তানকে যাকাত দেওয়া জায়েয নহে। বালেগ সন্তান যদি নিজে মালদার না হয়, তবে শুধু তাহার বাপ মালদার হওয়ায় তাহাকে যাকাত দেওয়া দুরুস্ত হইবে।

১৩। **মাসআলাঃ** না-বালেগ সন্তানের বাপ মালদার নহে; কিন্তু মা মালদার, তবে তাহাদের ঐ না-বালেগ সন্তানকে যাকাত দেওয়া দুরুস্ত হইবে।

১৪। **মাসআলাঃ** সাইয়্যেদকে (মা ফাতেমার বংশধরকে), হযরত আলীর বংশধরকে, এরূপে যাহারা হযরত আব্বাছ, হযরত জাফর (রাঃ), হযরত আকীল, হযরত হারেস ইব্‌নে আবদুল মোত্তালেব প্রমুখদের বংশধর তাহাদিগকে যাকাত দেওয়া দরুস্ত নাই এবং ওয়াজিব ছদ্‌কাও দেওয়া জায়েয নাই। যেমন, মান্নত, কাফ্‌ফারা, ছদ্‌কায়ে ফেৎর। এবদ্ব্যতীত অন্যান্য ছদ্‌কা খয়রাত দান করা দুরুস্ত আছে।

১৫। মাসআলাঃ বাড়ীর চাকর বা চাকরানীকে যাকাত দেওয়া দুরুস্ত আছে, কিন্তু বেতনের মধ্যে গণ্য করিয়া দিলে যাকাত আদায় হইবে না। অবশ্য ধার্য বেতন দেওয়ার পর বখশিশ স্বরূপ যদি দেয় এবং মনে যাকাতের নিয়ত রাখে, তবে যাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

১৬। মাসআলাঃ দুধ-মাকে বা দুধ-ছেলেকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে।

১৭। মাসআলা কোন মেয়েলোকের এক হাজার টাকা মহর আছে, কিন্তু তাহার স্বামী গরীব, মহরের টাকা দিবার মত শক্তি তাহার নাই, অথবা শক্তি আছে কিন্তু তলব করা সত্ত্বেও দেয় না, অথবা মেয়েলোকটি তাহার মহ্‌রের টাকা সম্পূর্ণ মা'ফ করিয়া দিয়াছে, (এতদ্ব্যতীত জেওরপাতি বা অন্য কোন দিক দিয়াও সে মালদার নহে) এরূপ মেয়েলোককে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। অবশ্য যদি স্বামী ধনী হয় এবং মহ্‌রের টাকা তলব করিলে দেয়, তবে ঐ মেয়েলোককে যাকাত দেওয়া দুরুস্ত নহে।

১৮। মাসআলাঃ যাকাতের মুস্তাহেক (লওয়ার যোগ্য) মনে করিয়া যদি কোন এক অপরিচিত লোককে যাকাত দেওয়ার পর জানা যায় যে, সে যাকাতের মুস্তাহেক নহে সাইয়্যেদ বা মালদার, কিংবা অন্ধকার রাত্রে যাকাত দেওয়ার পর জানিতে পারিল যে, সে তাহার মা, মেয়ে বা নিজের এমন কোন রেশ্‌তাদার, যাহাকে যাকাত দেওয়া দুরুস্ত নহে, তবে তাহার যাকাত আদায় হইয়া যাইবে, (কিন্তু যে নিয়াছে তাহার জন্য ঐ পয়সা হালাল হইবে না;) যদি সে জানিতে পারে যে, ইহা যাকাতের পয়সা, তবে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হইবে। এইরূপে অপরিচিত লোককে দেওয়ার পর যদি জানা যায় যে, যাহাকে যাকাত দেওয়া হইয়াছে সে মুসলমান নহে—কাফের, তবে যাকাত আদায় হইবে না পুনরায় দিতে হইবে।

১৯। মাসআলাঃ যদি কাহারও উপর সন্দেহ হয়, সে হয়ত মালদার হইতে পারে, তবে সন্দেহের পাত্রকে যাকাত দিবে না। বাস্তবিক অভাবগ্রস্ত কি না তাহা জানিয়া তারপর যাকাত দিবে। সত্যই অভাবগ্রস্ত কি না, তাহা না জানিয়া যদি কোন সন্দেহের পাত্রকে যাকাত দেওয়া হয় এবং দেলে গাওয়াহী দেয় যে, সে অভাবগ্রস্ত, তবে যাকাত আদায় হইয়া গিয়াছে। আর যদি দেলে গাওয়াহী দেয় যে, সে মালদার, তবে যাকাত আদায় হইবে না; আবার যাকাত দিতে হইবে। আর যদি দেওয়ার পর জানা গিয়া থাকে যে, বাস্তবিক পক্ষে সে গরীব ছিল, তবুও যাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

২০। মাসআলাঃ যাকাত দিবার সময় আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে করিবে এবং তাহাদিগকে দিবে। কিন্তু নিজের আত্মীয়-স্বজনকে দিবার সময় যাকাতের কথা শুধু মনে মনে নিয়ত করিবে, তাহাদের সামনে যাকাতের কথা উল্লেখ করিবে না। কারণ হয়ত লজ্জা পাইতে পারে। হাদীস শরীফে আছে, 'নিজের আত্মীয়কে খয়রাত দিলে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়। একে ত খয়রাতের সওয়াব, দ্বিতীয়তঃ আত্মীয়ের উপকার ও অভাব মোচন করার সওয়াব। নিজের আত্মীয়দের অভাব মোচনের পর যাহা বাকী থাকিবে, তাহা অন্য লোককে দিবে।

২১। মাসআলাঃ এক শহরের যাকাত অন্য শহরে পাঠান মাকরূহ্‌। কিন্তু যদি নিজের অভাবগ্রস্ত কোন আত্মীয় অন্য শহরে থাকে, অথবা অন্য শহরের লোক এ শহর অপেক্ষা বেশী অভাবগ্রস্ত হয়, অথবা অন্য শহরে দ্বীন ইসলামের খেদমত বেশী হয়, তবে তথায় পাঠাইয়া দেওয়া মকরূহ্‌ নহে। কেননা, যাকাত খয়রাতের দ্বারা তালেবে এল্‌মগণের এবং দ্বীনী খাদেম আলেমগণের সাহায্য করাতে অনেক বেশী সওয়াব পাওয়া যায়।

[**মাসআলা ঃ** যাকাত-খয়রাত দেওয়ার সময় বেশী সওয়াব তালাশ করিলে এই কয়টি জিনিসের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। (১) তাকওয়া-পরহেযগারী কাহার মধ্যে বেশী আছে? (২) অভাবগ্রস্ত বেশী কে? (৩) দ্বীন-ইসলামের উপকার কাহার দ্বারা বেশী হয়?]

কোরবানী

কোরবানী করিলে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কোরবানীর সময় আল্লাহ্র নিকট কোরবানীর চেয়ে অধিক প্রিয় আর কোন জিনিস নাই। কোরবানীর সময় কোরবানীই সবচেয়ে বড় ইবাদত। কোরবানী যবাহ্ করিবার সময় প্রথম যে রক্তের ফোটা পড়ে, তাহা মাটি পর্যন্ত পৌঁছিবার পূর্বেই কোরবানী আল্লাহ্র দরবারে কবূল হইয়া যায়। সুতরাং একান্ত ভক্তি ও আন্তরিক আগ্রহের সহিত খুব ভাল জানওয়ার দেখিয়া কোরবানী করিবে।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ 'কোরবানীর জানওয়ারের যত পশম থাকে প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে এক একটি নেকী লেখা হয়।'

সোব্হানাল্লাহ্! একটু চিন্তা করিয়া দেখ, ইহা অপেক্ষা বড় সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? একটি কোরবানী করিয়া কত হাজার নেকী পাওয়া যায়। একটি কোরবানী বকরীর গায়ের পশম সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত গণিয়াও শেষ করা যায় না। একটি কোরবানী করিলে এত নেকী। অতএব, কেহ যদি মালদার এবং ছাহেবে-নেছাব না-ও হয়, তবুও সওয়াবের আশায় তাহার কোরবানী করা উচিত। কেননা, এই সময় চলিয়া গেলে এত অল্প আয়াসে এত অধিক নেকী অর্জনের আর কোন সুযোগ নাই। আর যদি আল্লাহ্ তা'আলা ধনী বানাইয়া থাকেন, তবে নিজের কোরবানীর সঙ্গে সঙ্গে নিজের মৃত মা, বাপ, পীর, ওস্তাদ প্রভৃতির পক্ষ হইতেও কোরবানী করা উচিত। যেন তাহাদের রূহে সওয়াব পৌঁছিয়া যায়। হযরত রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পক্ষ হইতে তাঁহার বিবি ছাহেবানের (আমাদের মাতাগণের) এবং নিজ পীর প্রমুখের পক্ষ হইতেও কোরবানী করিতে পারিলে অতি ভাল। তাঁহাদের রূহ এই সওয়াব পাইয়া অত্যন্ত খুশী হয়। যাহা হউক, অতিরিক্ত করা নফল, কিন্তু নিজ ওয়াজিব রীতিমত আদায় করিতে কিছুতেই ত্রুটি করিবে না। কারণ আল্লাহ্র অগণিত নেয়ামতরাশি অহরহ ভোগ করা সত্ত্বেও তাঁহারই আদেশ, তাঁহারই উদ্দেশ্যে এতটুকু কোরবানী যে না করিতে পারে তাহার চেয়ে হতভাগ্য আর কে আছে? গোনাহ্র কথা স্বতন্ত্র।

কোরবানী করিবার নিয়ম

কোরবানীর জন্তুকে কেব্লা রোখ করিয়া শোয়াইয়া প্রথমে এই দো'আটি পড়িবেনঃ

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ○

এই দো'আ পড়িয়া بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ 'বিছমিল্লাহে আল্লাহু আকবর' বলিয়া যবাহ্ করিবে। যবাহ্ করার পর বলিবেঃ

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ وَّ خَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ○

(যদি নিজের কোরবানী হয়, তবে مِنِّی বলিবে। আর যদি অন্যের কোরবানী হয়, তবে مِنْ শব্দের পর যাহার বা যাহাদের কোরবানী তাহার বা তাহাদের নাম উল্লেখ করিবে। আর যদি অন্যের সংগে শরীক হয়, তবে مِنِّی ও বলিবে এবং مِنِّی এর পর مِنْ শব্দ লাগাইয়া তাহার পর অন্যদের নাম উল্লেখ করিবে।)

১। মাসআলা ঃ যাহার উপর ছদকা ফেৎর ওয়াজিব তাহার উপর কোরবানী করা ওয়াজিব। (অর্থাৎ, ১০ই যিল্‌হজ্জের ফজর হইতে ১২ই যিল্‌হজ্জের সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন সময় যদি মালেকে নেছাব হয়, তবে তাহার উপর কোরবানী ওয়াজিব হইবে।) যে মালদার নহে তাহার উপর কোরবানী করা ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও যদি করিতে পারে, তবে অনেক সওয়াব পাইবে।

২। মাসআলা ঃ মুছাফিরের উপর (মুছাফিরী হালাতে) কোরবানী ওয়াজিব নহে।

৩। মাসআলা ঃ১০ই যিল্‌হজ্জ হইতে ১২ই যিল্‌হজ্জের সন্ধ্যা পর্যন্ত এই তিন দিন কোরবানী করার সময়। এই তিন দিনের যে দিন ইচ্ছা সেই দিনই কোরবানী করিতে পারা যায় ; কিন্তু প্রথম দিন সর্বাপেক্ষা উত্তম, তারপর দ্বিতীয় দিন তারপর তৃতীয় দিন।

৪। মাসআলা ঃ বক্‌রা ঈদের নামাযের আগে কোরবানী করা দুরুস্ত নহে। ঈদের নামাযের পর কোরবানী করিবে। অবশ্য যে স্থানে ঈদের নামায বা জুমু'আর নামায দুরুস্ত নহে, সে স্থানে ১০ই যিল্‌হজ্জ ফজরের পরও কোরবানী করা দুরুস্ত আছে।

৫। মাসআলা ঃ কোন শহরবাসী যদি নিজের কোরবানীর জীব এমন স্থানে পাঠায় যেখানে জুমু'আ ও ঈদের নামায জায়েয নাই, তবে তথায় ঈদের নামাযের পূর্বে কোরবানী করা দুরুস্ত আছে, যদিও সে নিজের শহরে থাকে। যবাহ্‌ করার পর তথা হইতে গোশ্‌ত আনাইয়া খাইতে পারে।

৬। মাসআলা ঃ ১২ই যিল্‌হজ্জ সূর্য অস্ত যাইবার পূর্ব পর্যন্ত কোরবানী করা দুরুস্ত আছে, সূর্য অস্ত গেলে আর কোরবানী দুরুস্ত নহে।

৭। মাসআলা ঃ কোরবানীর তিন দিনের মধ্যে যে দুইটি রাত্র পড়ে সেই দুই রাত্রেও কোরবানী করা জায়েয আছে, কিন্তু রাত্রের বেলায় যবাহ্‌ করা ভাল নয়। কেননা, হয়ত কোন একটি রগ কাটা না যাইতে পারে ফলে কোরবানী দুরুস্ত হইবে না।

৮। মাসআলা ঃ কেহ ১০ই এবং ১১ই তারিখে ছফরে ছিল বা গরীব ছিল, ১২ই তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে বাড়ী আসিয়াছে বা মালদার হইয়াছে, বা কোথায়ও ১৫ দিন থাকার নিয়ত করিয়াছে, এরূপ অবস্থায় তাহার উপর কোরবানী ওয়াজিব হইবে।

৯। মাসআলা ঃ নিজের কোরবানীর জানওয়ার নিজ হাতেই যবাহ্‌ করা মুস্তাহাব। যদি নিজে যবাহ্‌ করিতে না পারে, তবে অন্যের দ্বারা যবাহ্‌ করাইবে, কিন্তু নিজে সামনে দাঁড়াইয়া থাকা ভাল। মেয়েলোক পর্দার ব্যাঘাত হয় বলিয়া যদি সামনে উপস্থিত না থাকিতে পারে, তবে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

১০। মাসআলা ঃ কোরবানী করার সময় মুখে নিয়ত করা ও দো'আ উচ্চারণ করা যরূরী নহে। যদি শুধু দেলে চিন্তা করিয়া নিয়ত করিয়া মুখে শুধু 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলিয়া যবাহ্‌ করে, তবুও কোরবানী দুরুস্ত হইবে। কিন্তু স্মরণ থাকিলেও উক্ত দো'আ দুইটি পড়া অতি উত্তম।

১১। মাসআলাঃ কোরবানী শুধু নিজের তরফ হইতে ওয়াজিব হয়। এমন কি না-বালেগ সন্তান যদি মালদার হয়, তবুও তাহাদের উপর কোরবানী ওয়াজিব নহে এবং মা-বাপের উপরও ওয়াজিব নহে। যদি কেহ সন্তানের পক্ষ হইতেও কোরবানী করিতে চাহে, তবে তাহা নফল কোরবানী হইবে। কিন্তু না-বালেগের মাল হইতে কিছুতেই কেরাবানী করিবে না।

১২। মাসআলাঃ বকরী, পাঠা, খাসী, ভেড়া, দুম্বা, গাভী, ষাঁড়, বলদ, মহিষ, উট, এই কয় প্রকার গৃহপালিত জন্তুর কোরবানী করা দুরুস্ত আছে। এতদ্ব্যতীত হরিণ ইত্যাদি অন্যান্য হালাল বন্য জন্তুর দ্বারা কোরবানী আদায় হইবে না।

১৩। মাসআলাঃ গরু, মহিষ এবং উট এই তিন প্রকার জানওয়ারের এক একটি জানওয়ার এক হইতে সাত জন পর্যন্ত শরীক হইয়া কোরবানী করিতে পারে। তবে কোরবানী দুরুস্ত হইবার জন্য শর্ত এই যে, কাহারও অংশ যেন সাত ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম না হয় এবং কাহারও যেন শুধু গোশ্ত খাইবার নিয়ত না হয়, সকলেরই যেন কোরবানীর নিয়ত থাকে; অবশ্য যদি কাহারও আক্বীকার নিয়ত হয়, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। কিন্তু যদি মাত্র একজনেরও শুধু গোশ্ত খাওয়ার নিয়ত হয়, কোরবানী বা আক্বীক্বার নিয়ত না হয়, তবে কাহারও কোরবানী দুরুস্ত হইবে না। এইরূপ যদি মাত্র একজনের অংশ সাত ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম হয়, তবে সকলের কোরবানী নষ্ট হইয়া যাইবে।

১৪। মাসআলাঃ যদি একটি গরুতে সাত জনের কম ৫/৬ জন শরীক হয় এবং কাহারও অংশ সপ্তমাংশ হইতে কম না হয়; (যেমন—৭০ টাকা দিয়া গরু কিনিল কাহারও অংশে যেন দশ টাকার কম না হয়) তবে সকলের কোরবানী দুরুস্ত হইবে। আর যদি আট জন শরীক হয়, তবে কাহারও কোরবানী ছহীহ্ হইবে না।

১৫। মাসআলাঃ যদি গরু খরিদ করিবার পূর্বেই সাত জন ভাগী হইয়া সকলে মিলিয়া খরিদ করে, তবে ত তাহা অতি উত্তম, আর যদি কেহ একা একটি গরু কোরবানীর জন্য খরিদ করে এবং মনে মনে এই এরাদা রাখে যে, পরে আরও লোক শরীক করিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া একত্র হইয়া কোরবানী করিব, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। কিন্তু যদি গরু কিনিবার সময় অন্যকে শরীক করিবার এরাদা না থাকে, একা একাই কোরবানী করিবার নিয়ত থাকে, পরে অন্যকে শরীক করিতে চায়, (কিন্তু ইহা ভাল নহে) এমতাবস্থায় যদি ঐ ক্রেতা গরীব হয় এবং তাহার উপর কোরবানী ওয়াজিব না হয়, তবে পরে সে অন্য কাহাকেও শরীক করিতে পারিবে না, একা একাই গরুটি কোরবানী করিতে হইবে। আর যদি ঐ ক্রেতা মালদার হয় এবং তাহার উপর কোরবানী ওয়াজিব হয়, তবে ইচ্ছা করিলে পরে অন্য শরীকও মিলাইতে পারে। (কিন্তু নেক কাজের নিয়ত বদলান ভাল নয়।)

১৬। মাসআলাঃ যদি কোরবানীর জীব হারাইয়া যায় ও তৎপরিবর্তে অন্য একটি খরিদ করে প্রথম জীবটিও পাওয়া যায়, এমতাবস্থায় যদি ক্রেতা মালদার হয়, তবে একটি জীব কোরবানী করা ওয়াজিব হইবে। যদি লোকটি গরীব, হয়, তবে উভয় জীব কোরবানী করা তাহার উপর ওয়াজিব।

(**মাসআলাঃ** কোরবানীর জানওয়ার ক্রয় করার পর যদি তাহার বাচ্চা পয়দা হয়, তবে ঐ বাচ্চাও কোরবানী করিয়া গরীব-মিসকীনদিগকে দিয়া দিবে, নিজে খাইবে না। যবাহ্ না করিয়া গরীবকে দান করিয়া দেওয়াও জায়েয।)

১৭। মাসআলাঃ সাতজনে শরীক হইয়া যদি একটি গরু কোরবানী করে, তবে গোশ্‌ত আন্দাজে ভাগ করিবে না। পাল্লা দ্বারা মাপিয়া সমান সমান ভাগ করিবে; অন্যথায় যদি ভাগের মধ্যে কিছু বেশকম হইয়া যায়, তবে সুদ হইয়া যাইবে এবং গোনাহ্‌গার হইতে হইবে। অবশ্য যদি গোশ্‌তের সঙ্গে মাথা, পায়া এবং চামড়াও ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, তবে যে ভাগে মাথা পায়া বা চামড়া থাকিবে, সে ভাগে গোশ্‌ত কম হইলে দুরুস্ত হইবে, যত কমই হউক। কিন্তু যে ভাগে গোশ্‌ত বেশী সে ভাগে মাথা, পায়া বা চামড়া দিলে সুদ হইবে এবং গোনাহ্‌ হইবে।

১৮। মাসআলাঃ বকরী পূর্ণ এক বৎসরের কম বয়সের হইলে দুরুস্ত হইবে না। এক বৎসর পুরা হইলে দুরুস্ত হইবে। গরু, মহিষ দুই বৎসরের কম হইলে কোরবানী দুরুস্ত হইবে না। পূর্ণ দুই বৎসরের হইলে দুরুস্ত হইবে। উট পাঁচ বৎসরের কম হইলে দুরুস্ত হইবে না। দুম্বা এবং ভেড়ার হুকুম বকরীর মত; কিন্তু ছয় মাসের বেশী বয়সের দুম্বার বাচ্চা যদি এরূপ মোটা তাজা হয় যে, এক বৎসরের দুম্বার মধ্যে ছাড়িয়া দিলে চিনা যায় না, তবে সেরূপ দুম্বার বাচ্চার কোরবানী জায়েয আছে, অন্যথায় নহে! কিন্তু বকরীর বাচ্চা যদি এরূপ মোটা তাজাও হয়, তবুও এক বৎসর পূর্ণ না হইলে কোরবানী দুরুস্ত হইবে না।

১৯। মাসআলাঃ যে জন্তুর দুইটি চোখ অন্ধ, অথবা একটি চোখ পূর্ণ অন্ধ বা একটি চোখের তিন ভাগের এক ভাগ বা আরও বেশী দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে জন্তুর কোরবানী দুরুস্ত নহেঃ এইরূপ যে জন্তুর একটি কানের বা লেজের এক তৃতীয়াংশ বা তদপেক্ষা বেশী কাটিয়া গিয়াছে সে জন্তুরও কোরবানী দুরুস্ত নহে।

২০। মাসআলাঃ যে জন্তু এমন খোঁড়া যে, মাত্র তিন পায়ের উপর ভর দিয়া চলে, চতুর্থ পা মাটিতে লাগেই না, অথবা মাটিতে লাগে বটে, কিন্তু তাহার উপর ভর দিতে পারে না, এরূপ জন্তুর কোরবানী দুরুস্ত নহে। আর যদি খোঁড়া পায়ের উপর ভর দিয়া খোঁড়াইয়া চলে, তবে সে জন্তুর কোরবানী জায়েয আছে।

২১। মাসআলাঃ জীবটি যদি এমন কৃশ ও শুষ্ক হয় যে, তাহার হাড়ের মধ্যের মগজও শুকাইয়া গিয়া থাকে, তবে সে জন্তুর কোরবানী দুরুস্ত নহে; হাড়ের ভিতরের মগজ যদি না শুকাইয়া থাকে, তবে কোরবানী জায়েয আছে।

২২। মাসআলাঃ যে জানওয়ারের একটি দাঁতও নাই, সে জানওয়ারের কোরবানী দুরুস্ত নহে; আর যতগুলি দাঁত পড়িয়া গিয়াছে তাহা অপেক্ষা যদি অধিকসংখ্যক দাঁত বাকী থাকে, তবে কোরবানী দুরুস্ত আছে।

২৩। মাসআলাঃ যে জন্তুর কান জন্ম হইতে নাই, তাহার কোরবানী দুরুস্ত নহে। কান হইয়াছে কিন্তু অতি ছোট, তবে তাহার কোরবানী দুরুস্ত আছে।

২৪। মাসআলাঃ যে জন্তুর শিংই উঠে নাই বা শিং উঠিয়াছিল, কিন্তু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার কোরবানী জায়েয আছে। অবশ্য যদি একেবারে মূল হইতে ভাঙ্গিয়া যায়, তবে কোরবানী জায়েয নহে।

২৫। মাসআলাঃ যে জন্তুকে খাসী বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার কোরবানী দুরুস্ত আছে। এইরূপে যে জন্তুর গায়ে বা কাঁধে দাদ বা খুজলি হইয়াছে তাহার কোরবানীও জায়েয আছে। অবশ্য খুজলির কারণে যদি জন্তু একেবারে কৃশ হইয়া থাকে, তবে তাহার কোরবানী দুরুস্ত নহে।

২৬। মাসআলাঃ ভাল জন্তু ক্রয় করার পর যদি এমন কোন আয়েব হইয়া যায়, যে কারণে কোরবানী দুরুস্ত হয় না, তবে ঐ জন্তুটি রাখিয়া অন্য একটি জন্তু কিনিয়া কোরাবানী করিতে হইবে। অবশ্য যাহার উপর কোরবানী ওয়াজিব নহে, নিজেই আগ্রহ করিয়া কোরবানী করার জন্য কিনিয়াছে, সে ঐটিই কোরবানী করিয়া দিবে, অন্য একটি কেনার দরকার নাই।

২৭। মাসআলাঃ কোরবানীর গোশ্‌ত নিজে খাইবে, নিজের পরিবারবর্গকে খাওয়াইবে। আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া তোহ্‌ফা দিবে এবং গরীব মিসকীনদিগকে খয়রাত দিবে। মুস্তাহাব তরীকা এই যে, তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ গরীবদিগকে দান করিবে। যদি কেহ সামান্য দান করে, তবে গোনাহ্‌ হইবে না।

২৮। মাসআলাঃ কোরবানীর চামড়া এমনিই খয়রাত করিয়া দিবে। কিন্তু যদি চামড়া বিক্রয় করে, তবে ঠিক ঐ পয়সাই গরীবকে দান করিতে হইবে। ঐ পয়সা নিজে খরচ করিয়া যদি অন্য পয়সা দান করে, তবে আদায় হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু অন্যায় হইবে।

২৯। মাসআলাঃ কোরবানীর চামড়ার দাম মসজিদ মেরামত বা অন্য কোন নেক কাজে খরচ করা দুরুস্ত নাই, খয়রাত করিতে হইবে।

৩০। মাসআলাঃ যদি চামড়া নিজের কাজে ব্যবহার করে যেমন, চালুন, মশক, ডোল বা জায়নামায তৈয়ার করে, তবে ইহাও দুরুস্ত আছে।

৩১। মাসআলাঃ কোরবানীর জীব যবাহ্‌কারী ও গোশ্‌ত প্রস্তুতকারীর পারিশ্রমিক পৃথকভাবে দিবে, কোরবানীর গোশ্‌ত চামড়া, কল্লা বা পায়ার দ্বারা দিবে না।

৩২। মাসআলাঃ কোরবানীর জীবে যদি কোন পোশাক থাকে, তবে উহা এবং দড়ি ইত্যাদি গরীবদিগকে দান করিয়া দিবে, নিজের কাজে লাগাইবে না।

৩৩। মাসআলাঃ গরীবের কোরবানী ওয়াজিব নহে বটে, কিন্তু যদি কোরবানীর নিয়ত করিয়া জানওয়ার খরিদ করে, তবে তাহার নিয়তের কারণে সেই জানওয়ার কোরবানী করা তাহার উপর ওয়াজিব হইয়া যাইবে।

৩৪। মাসআলাঃ কাহারও কোরবানী ওয়াজিব ছিল, কিন্তু কোরবানীর তিনটি দিনই গত হইল অথচ কোরবানী করিল না। এমতাবস্থায় একটি বকরী বা ভেড়ার মূল্য খয়রাত করিয়া দিবে। আর যদি বকরী খরিদ করিয়া থাকে, তবে হুবহু ঐ বকরীটিই খয়রাত করিবে।

৩৫। মাসআলাঃ যদি কেহ কোরবানীর মান্নত মানে এবং যে মকছুদের জন্য মানিয়াছিল সে মকছুদ পূর্ণ হয়, তবে গরীব হউক বা মালদার হউক, তাহার উপর ঐ কোরবানী করা ওয়াজিব হইবে। কিন্তু মান্নতের কোরবানীর গোশ্‌ত গরীব মিস্‌কীনের হক হইবে, নিজে খাইতে পারিবে না। যদি নিজে খায় বা কোন মালদারকে দেয়, তবে যে পরিমাণ খাইয়াছে বা মালদারকে দিয়াছে সেই পরিমাণ পুনরায় গরীবদিগকে দান করিতে হইবে।

৩৬। মাসআলাঃ যদি নিজের খুশীতে কোন মৃতকে সওয়াব পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে কোরবানী করে, তবে তাহা দুরুস্ত আছে এবং ঐ গোশ্‌ত নিজেও খাইতে পারিবে এবং যাহাকে ইচ্ছা দিতেও পারিবে।

৩৭। মাসআলাঃ কিন্তু যদি কোন মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে কোরবানীর জন্য অছিঅত করিয়া গিয়া থাকে, তবে সেই কোরবানীর গোশ্‌ত সমস্তই খয়রাত করা ওয়াজিব হইবে।

৩৮। **মাসআলাঃ** কাহারও অনুপস্থিতিতে যদি অন্য কেহ তাহার পক্ষ হইতে তাহার বিনা অনুমতিতে কোরবানী করে, তবে কোরবানী ছহীহ্ হইবে না। আর যদি কোন জীবের মধ্যে অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশ তাহার বিনানুমতিতে সাব্যস্ত করে, তবে অন্যান্য অংশীদারের কোরবানীও ছহীহ্ হইবে না।

৩৯। **মাসআলাঃ** যদি কোন গরু ছাগল কাহারও নিকট ভাগী বা রাখালী দেওয়া হয় এবং তাহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া কেহ কোরবানী করে, তবে তাহার কোরবানী দুরুস্ত হইবে না; ভাগীদার জীবের মালিক হয় না। আসল মালিকই প্রকৃত মালিক। আসল মালিকের নিকট হইতে ক্রয় করিলে তবে দুরুস্ত হইবে।

৪০। **মাসআলাঃ** যদি একটি গরু কয়েক জনে মিলিয়া কোরবানী করে এবং প্রত্যেকেরই গরীব-মিসকীনদিগকে বিলাইয়া দেওয়ার বা পাকাইয়া খাওয়াইবার নিয়ত হয়, তবে ইহাও জায়েয আছে। অবশ্য যদি ভাগ করিতে হয়, তবে দাঁড়ি পাল্লা দ্বারা সমান ভাগ করিয়া দিতে হইবে।

৪১। **মাসআলাঃ** কোরবানীর চামড়ার পয়সা পারিশ্রমিকস্বরূপ দেওয়া জায়েয নহে। কেননা, উহা খয়রাত করিয়া দেওয়া যরূরী।

৪২। **মাসআলাঃ** কোরবানীর গোশ্‌ত কাফেরদিগকেও দান করা জায়েয আছে। কিন্তু মজুরিস্বরূপ দেওয়া জায়েয নাই।

মাসআলাঃ গর্ভবতী জন্তু কোরবানী করা জায়েয আছে। যদি পেটের বাচ্চা জীবিত পাওয়া যায়, তবে সে বাচ্চাও যবাহ্ করিয়া দিবে।

আক্বীক্বা

১। **মাসআলাঃ** ছেলে বা মেয়ে জন্মিলে উত্তম এই যে, সপ্তম দিবসে তাহার নাম রাখিবে এবং আক্বীক্বা করিবে। ইহাতে সন্তানের বালা মুছীবত দূর হয় এবং যাবতীয় আপদ হইতে নিরাপদ থাকে।

২। **মাসআলাঃ** ছেলে হইলে আক্বীক্বায় দুইটি বকরী বা দুইটি ভেড়া আর মেয়ে হইলে একটি বকরী বা একটি ভেড়া যবাহ্ করিবে। কিংবা কোরবানীর গরুর মধ্যে ছেলের জন্য দুই অংশ আর মেয়ের জন্য এক অংশ লইবে। সন্তানের মাথার চুল মুড়াইয়া ফেলিবে এবং চুলের ওযনে রূপা বা সোনা খয়রাত করিয়া দিবে। ইচ্ছা করিলে ছেলের মাথায় জাফরান লাগাইয়া দিবে।

৩। **মাসআলাঃ** জন্মের সপ্তম দিবসে আক্বীক্বা করা মুস্তাহাব; যদি সপ্তম দিবসে না করিতে পারে, তবে যখনই করুক না কেন, যে বারে সন্তান পয়দা হইয়াছে তাহার আগের দিন করিবে। যেমন, শুক্রবার সন্তান হইয়া থাকিলে বৃহস্পতিবার সপ্তম দিবস পড়িবে। বৃহস্পতিবারে জন্মিলে বুধবারে আক্বীক্বা করিবে।

৪। **মাসআলাঃ** জন্মের সপ্তম দিবসে ৪টি কাজ। নাম রাখা, মাথা কামান, চুলের ওযনে স্বর্ণ-রৌপ্য দান করা এবং আক্বীক্বার জীব যবাহ্ করা। ইহার যে কোনটি আগে পরে হইলেও দোষ নাই। মাথা মুড়ানের জন্য খুর মাথায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে আক্বীক্বার জীব যবাহ্ করিতে হইবে, ইহা বেহুদা রসম।

৫। **মাসআলাঃ** যে জন্তুর কোরবানী দুরুস্ত হয় না তাহার দ্বারা আক্বীক্বা করাও দুরুস্ত নাই। যে জন্তুর দ্বারা কোরবানী দুরুস্ত তাহার দ্বারা আক্বীক্বাও দুরুস্ত।

৬। **মাসআলা ঃ** আক্বীক্বার গোশ্‌ত কাঁচা ভাগ করিয়া দেওয়া, কিংবা পাকাইয়া ভাগ করিয়া দেওয়া, বা দাওয়াত করিয়া খাওয়ান সবই জায়েয।

৭। **মাসআলা ঃ** তওফীক না হইলে ছেলের পক্ষ হইতে একটি বকরী দ্বারা আক্বীক্বা করা জায়েয আছে। আর আক্বীক্বা না করিলেও কোন দোষ নাই।

দান-খয়রাতের ফযীলত

১। **হাদীস ঃ** 'দানশীলতা অর্থাৎ, সাখাওয়াত আল্লাহ্‌র স্বভাব' অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা অতি বড় দাতা ও দয়ালু। —এবনুন্নাজ্জার

২। **হাদীস ঃ** বন্দা রুটির একখানি টুক্‌রা (এক মুষ্টি চাউল বা ভাত) দান করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহা সন্তুষ্ট হইয়া গ্রহণ করেন এবং উহাকে অনবরত বাড়াইতে থাকেন। এমন কি, এক টুক্‌রা রুটি ওহোদ পাহাড়ের সমান হইয়া যায়। অর্থাৎ, ওহোদ পাহাড়ের সমান রুটি দান করিলে যত সওয়াব হইবে, খালেছ নিয়তে এক টুক্‌রা রুটি দান করিলেও আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করিয়া তত সওয়াব দান করিবেন। কাজেই কম বেশির প্রতি লক্ষ্য করিবে না, যাহা সম্ভব হয় দান করিবে।

৩। **হাদীস ঃ** রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ তোমরা খোরমার একটি টুক্‌রা দান করিয়া হইলেও তদ্দ্বারা দোযখের আগুন হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা কর।' অর্থাৎ, অল্প জিনিস বলিয়া তুচ্ছ করিও না, যখন যাহা থাকে তাহাই দান কর। নিয়ত ঠিক হইলে অল্প জিনিসেও দোযখ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। —কান্‌যোল উম্মাল

৪। **হাদীস ঃ** তোমরা ছদকা খয়রাত দ্বারা আল্লাহ্‌র নিকট রুযির বরকত তালাশ কর। (দানের বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা রুযিতে বরকত দিয়া থাকেন।)

৫। **হাদীস ঃ** পরোপকারিতা লোককে ধ্বংস হইতে বাঁচায় এবং গোপন দান করা আল্লাহ্‌র গযব হইতে বাঁচায় এবং আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার লোকের আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দেয়। নেক কাজ করিতে দেখিলে যদি অন্যের উৎসাহ হয়, তবে এমন স্থলে নেক কাজ প্রকাশ্যে করা ভাল। যেখানে এই আশা না হয়, সেখানে গোপনে করাই ভাল, যদি প্রকাশ্যে দান করার কোন কারণ না থাকে। —তব্‌রানী

৬। **হাদীস ঃ** সায়েল যদি ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া আসে, তবুও তাহার হক আছে। (অর্থাৎ অভাব শুধু যে গরীব লোকের হইতে পারে তাহা নহে, সম্মানী লোকেরও অভাব হইতে পারে। অতএব, কোন সম্মানী লোক অভাবে পড়িয়া যদি শাল গায়ে দিয়া বা ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াও তোমার দ্বারে উপস্থিত হয়, তবুও যথাসম্ভব তাহার সাহায্য কর। কেননা, সম্মানী লোক একান্ত ঠেকা না হইলে নিজের অভাব অন্যের কাছে জ্ঞাপন করিতে পারে না; কাজেই তাহার ঠেকা চালাইয়া দেওয়া দরকার। কিন্তু আজকাল অনেক ঠকবাজ বাহির হইয়াছে, অনেকে ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা বানাইয়া নিয়াছে, অনেকে কাজ করাকে অপমান মনে করিয়া রোযগারের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বেশী আয়ের উদ্দেশ্যে নির্লজ্জভাবে ভিক্ষা করিতে বাহির হয়। যদি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, সায়েল এই প্রকারের, তবে তাহার জন্য সওয়াল করা এবং তাহার এই পাপ কার্যে সহায়তা করাও হারাম।) —কান্‌যোল উম্মাল

৭। **হাদীস ঃ** আল্লাহ্ তা'আলা দানশীল, তিনি দানশীলতা পছন্দ করেন, উন্নত স্বভাবকে ভালবাসেন। অর্থাৎ সাহসিকতার নেক কাজগুলি যেমন দান খয়রাত করা, যিল্লতির কাজ হইতে

বাঁচিয়া থাকা, অন্যের উপকারার্থে নিজে কষ্ট সহ্য করা ইত্যাদি এবং নীচ স্বভাবকে অপছন্দ করেন। যেমন—দ্বীনের কাজে দুর্বলতা। —হাকেম

৮। হাদীসঃ 'নিশ্চয়ই দান খয়রাত কবরের আযাব হইতে রক্ষা করিবে। নিশ্চয় হাশরের ময়দানে দানশীল মুসলমান দান খয়রাতের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।' অর্থাৎ ছদকার বরকতে কবর-আযাব দূর হয়, কিয়ামতের দিন ছায়া পাওয়া যায়।

৯। হাদীসঃ বাস্তবিক আল্লাহর কতিপয় বিশিষ্ট বান্দা আছেন যাঁহাদিগকে তিনি মানবের অভাব মোচনের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন। মানুষ নিজ প্রয়োজনে তাহাদের কাছে যাইতে বাধ্য হয়। আল্লাহ্ পাক মানুষের উপকারের জন্য তাহাদিগকে বাছিয়া লইয়াছেন। এই অভাব পূরণকারীগণ আল্লাহ্‌র আযাব হইতে নিরাপদ থাকিবেন।

১০। হাদীসঃ রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলালকে বলিলেনঃ 'হে বেলাল! দান কর এবং (শয়তান গরীব হওয়ার ওসওসা দিলে) আরশের মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের অফুরন্ত ভান্ডার কমিয়া যাওয়ার ভয় করিও না। যাহাদের ঈমান কমজোর, অভাবে পড়িলে অভাবের যাতনা সহ্য করিতে পারিবে না, পেরেশান হইয়া ঈমান নষ্ট করিয়া ফেলিবে, তাহাদের সব খরচ করা উচিত নহে; বরং তাহারা শুধু যরূরী যাকাত-খয়রাত এবং আবশ্যকীয় খরচ করিয়া সম্ভব হইলে কিছু পুঁজি হাতে রাখিবে। আর যাঁহাদের ঈমান পাকা, অভাবের যাতনায় কখনও মন টলমল হয় না, তাঁহারা হকদারের হক বা পরিবারবর্গের হক নষ্ট না করিয়া সব দান করিয়া দিতে পারেন। যাঁহাদের ঈমান খুব মজবুত তাঁহাদের অকাট্য বিশ্বাস আছে যে, যাহা কিস্‌মতে আছে তাহা নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে এবং যাহা কিস্‌মতে নাই তাহা কিছুতেই পাওয়া যাইবে না। কাজেই অভাবে বা বিপদে তাঁহাদের মন কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। যেমন, প্রথম খলীফা হযরত আবূবকর ছিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু একদা তাঁহার যথাসর্বস্ব আনিয়া চাঁদা দিবার জন্য হুযূরের খেদমতে পেশ করিয়া দিলেন। হুযূর (দঃ) ফরমাইলেনঃ 'ঘরে কিছু রাখিয়া আসিয়াছেন কি? ছিদ্দীকে আকবর (রাঃ) অম্লান বদনে হৃষ্টচিত্তে উত্তর করিলেন, 'ঘরে শুধু আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূলের নাম রাখিয়া আসিয়াছি।' [বিশ্বাস এবং অটল ঈমানের প্রমাণ তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীতে আরও অনেক পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার দেলের মধ্যে বিন্দুমাত্র ওস্‌ওসা আসার সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া হুযূর (দঃ) তাঁহার সমস্ত মাল ইসলামী চাঁদায় গ্রহণ করিলেন। পক্ষান্তরে অন্য এক ছাহাবী এত বড় মর্তবায় পৌঁছিয়াছিলেন না বলিয়াই তাঁহার সামান্য কিছু স্বর্ণও হুযূর গ্রহণ না করিয়া ফেরত দিয়াছিলেন।]

১১। হাদীসঃ এক রমণী মুখে দিবার জন্য একটি লোক্‌মা ধরিয়াছিল, এমন সময় এক জন সায়েল দরজায় আসিয়া হাঁক দিল। রমণী লোক্‌মাটি নিজের মুখে না দিয়া ভিক্ষুককে দিয়া দিল। কারণ, দিবার মত তাহার নিকট আর কিছু ছিল না। অতঃপর তাহার সন্তান জন্মিলে কিছু দিন পর ঐ শিশু ছেলেকে বাঘে নিয়া গেল। মেয়েলোকটি 'হায়! বাঘে আমার ছেলে নিয়া গেল! হায়, বাঘে আমার ছেলে নিয়া গেল!' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে বাঘের পাছে পাছে দৌঁড়াইতে লাগিল। ওদিকে আল্লাহ্ পাক একজন ফেরেশ্‌তাকে ডাকিয়া বলিলেনঃ 'হে ফেরেশ্‌তা! তুমি শীঘ্র যাও এবং বাঘের মুখ হইতে ছেলেটিকে উদ্ধার করিয়া মেয়েলোকটির কাছে দিয়া আস এবং মেয়েলোকটিকে বলিয়া দাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সালাম জানাইয়া বলিয়াছেন যে, এই লোক্‌মা সেই লোক্‌মার পরিবর্তে পুরস্কারস্বরূপ।' দেখ, দানের বরকতে ছেলেটি প্রাণে বাঁচিয়া গেল এবং সওয়াবও হইল। —ইবনে ছহরী

১২। হাদীসঃ 'নেক কাজের পথ প্রদর্শন করাও নেক কাজ করার মত।' অর্থাৎ, যদি কেহ নিজে নিঃসম্বল হওয়াবশতঃ সাহায্য করিতে না পারিয়া ব্যথিত হৃদয়ে অন্য কাহারও নিকট সুপারিশ করিয়া অভাবগ্রস্তের কোন অভাব মোচন করিয়া দেয়, তবে দাতা যে পরিমাণ সওয়াব পাইবে সেও সেই পরিমাণ সওয়াবই পাইবে। (অন্য হাদীসে আছে, যদি কেহ একটি নেক কাজ করে এবং তার দেখাদেখি অন্যেরাও সেই নেক কাজটি করে, তবে অন্যান্য সকলে যত পরিমাণ সওয়াব পাইবে ঐ প্রথম ব্যক্তি তাহাদের সকলের সমষ্টির সমান সওয়াব পাইবে।) —বাজ্জার

১৩। হাদীসঃ তিনজন লোক ছিল। তাহাদের একজনের নিকট দশটি দিনার ছিল, সে একটি দিনার দান করিল। একজনের নিকট দশ উকিয়া ছিল, সে এক উকিয়া দান করিল। এক জনের নিকট একশত উকিয়া ছিল, সে দশ উকিয়া দান করিল। হযরত নবী আলাইহিস্সালাম বলিলেন, এই তিনজনই সমান সওয়াব পাইবে। কেননা, প্রত্যেকেই নিজের সম্পত্তির দশ দশ ভাগের একভাগ দান করিয়াছে। যদিও দান কাহারও বেশী কাহারও কম ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা নিয়তের উপর সওয়াব দেন। যেহেতু প্রত্যেকেই নিজ সম্পত্তির এক দশমাংশ দান করিয়াছে। কাজেই সকলেই সমান সওয়াব পাইবে। —তবরানী

১৪। হাদীসঃ এক দেরহাম একলক্ষ দেরহাম অপেক্ষা অধিক নেকী আনিতে পারে। এক জনের মাত্র দুই দেরহাম ছিল, সে খালেছ নিয়তে আল্লাহ্র নামে এক দেরহাম দান করিল। আর এক জনের নিকট অগাধ সম্পত্তি ছিল, সে এক লক্ষ দেরহাম দান করিল। (প্রথম ব্যক্তি তাহার অর্ধেক সম্পত্তি দান করিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি যদিও এক লক্ষ দেরহাম দান করিয়াছে, কিন্তু তাহার সম্পত্তি অর্ধেক দান করে নাই। কাজেই যে ব্যক্তি তাহার মোট পুঁজির অর্ধেক দান করিয়াছে, সে অর্ধেকের চেয়ে অনেক কম অর্থাৎ, লক্ষ দেরহাম দানকারীর চেয়ে সওয়াব বেশী পাইবে।) সায়েল সুয়াল করিলে হুযূর [দঃ]-এর কখনও 'না' বলার অভ্যাস ছিল না। থাকিলে দিয়া দিতেন, না থাকিলে বলিতেন, আল্লাহ্ পাক যখন আমাকে দিবেন, আমি তোমাকে দিব।' জীবনে তিনি এবং তাঁহার পরিবারবর্গ একাধারে দুই দিনও পেট ভরিয়া যবের রুটিও খান নাই। কত নির্দয়তার কথা যে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ নিজের মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করে না অথচ নিজে আরামে থাকে। —নাসায়ী

১৫। হাদীসঃ মু'মিন বান্দার জন্য তাহার দরজার সায়েল আল্লাহ্ প্রেরিত তোহ্ফা।

১৬। হাদীসঃ তোমরা ছদ্কা কর এবং ছদ্কা দ্বারা রোগীর রোগ চিকিৎসা কর। কেননা, ছদ্কা রোগ ও বালা-মুছীবত দূর করে এবং আয়ু ও নেকী বৃদ্ধি করে। —বায়হাকী

১৭। হাদীসঃ সাখাওয়াত এবং ভাল স্বভাব এই দুইটি জিনিস ব্যতিরেকে কেহই আল্লাহ্র ওলী হইতে পারে নাই। অর্থাৎ, আল্লাহ্র ওলীদের মধ্যে সাখাওয়াত ও সৎস্বভাব নিশ্চয়ই বিদ্যমান থাকে। —দায়লামী

হজ্জ

(হজ্জ ইসলামের পঞ্চম রোকন। যাহার নিকট আবশ্যকীয় খরচ বাদে মক্কা শরীফে যাতায়াতের মোটামুটি খরচ পরিমাণ অর্থ থাকে, তাহার উপর হজ্জ ফরয।)

হজ্জ অতি বড় মরতবার ইবাদৎ। হাদীসে ইহার অনেক ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেনঃ 'যে হজ্জ গোনাহ্‌ এবং অন্যান্য খারাবী হইতে পবিত্র হইবে, তাহার পুরস্কার বেহেশ্‌ত ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।'

ওমরার জন্যও বড় সওয়াবের ওয়াদা করা হইয়াছে। হাদীসে আছে—'হজ্জ এবং ওমরার উভয়ই গোনাহ্‌সমূহকে এমনভাবে দূর করিয়া দেয়, যেমন আগুন লোহার মরিচাকে দূর করিয়া দেয়।'

যাহার উপর হজ্জ ফরয হয় সে যদি হজ্জ না করে, তবে তাহার জন্য ভীষণ আযাবের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ 'যাহার নিকট মক্কা শরীফে যাতায়াতের সম্বল হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ না করিবে সে ইহুদী বা নাছারা হইয়া মরুক, আল্লাহ্‌র সঙ্গে (এবং আল্লাহ্‌র ইস্‌লামের সঙ্গে) তাহার কোন সংশ্রব নাই।' অন্য হাদীসে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, 'হজ্জ না করা ইসলামের তরীকা নহে।

১। **মাসআলাঃ** সারা জীবনে মাত্র একবার হজ্জ করা ফরয। একবারের বেশী হজ্জ করিলে তাহা নফল হইবে এবং অনেক বেশী সওয়াব হইবে।

২। **মাসআলাঃ** না-বালেগ অবস্থায় যদি কেহ হজ্জ করে, তবে সে হজ্জ নফল হইবে। বালেগ হওয়ার পর সম্বল হইলে হজ্জ পুনরায় করিতে হইবে।

৩। **মাসআলাঃ** অন্ধের উপর হজ্জ ফরয নহে; যত ধনই থাকুক না কেন।

৪। **মাসআলাঃ** যখন কাহারও উপর হজ্জ ফরয হয় সঙ্গে সঙ্গে সেই বৎসরই হজ্জ করা ওয়াজিব। বিনা ওযরে দেরী করা, এরূপ খেয়াল করা যে, এখনও অনেক সময় আছে, অন্য কোন বৎসর হজ্জ করিব, ইহা দুরুস্ত নাই। অবশ্য ইহার ২/৪ বৎসর পরও যদি হজ্জ করে, তবে আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু গোনাহ্‌গার হইবে।

৫। **মাসআলাঃ** মেয়েলোকের হজ্জের সফরে স্ত্রীলোকের নিজ স্বামী বা কোন মাহ্‌রাম পুরুষ সঙ্গে হওয়াও যরূরী। ইহা ব্যতীত হজ্জে যাওয়া দুরুস্ত নাই। অবশ্য যদি কা'বা শরীফ হইতে এতটুকু দূরে বসবাস করে যে, তথা হইতে মক্কা শরীফ তিন মঞ্জিলের পথ না হয়, তবে স্বামী বা মাহ্‌রাম সঙ্গে না লইয়া হজ্জে যাওয়া দুরুস্ত আছে।

৬। **মাসআলাঃ** যদি সে মাহ্‌রাম না-বালেগ কিংবা এরূপ বদদ্বীন হয় যে, কোন মতেই তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না, তবে তাহার সহিত যাওয়া দুরুস্ত নাই।

৭। **মাসআলাঃ** যে মেয়েলোকের উপর হজ্জ ফরয হইয়াছে এবং বিশ্বাসযোগ্য মাহ্‌রাম রেশ্‌তাদার সঙ্গে যাইবার জন্য পাইয়াছে, তাহকে হজ্জে যাইতে স্বামীর নিষেধ করা দুরুস্ত নাই। করিলেও তাহার কথা মানিবে না; চলিয়া যাইবে।

৮। **মাসআলাঃ** যে মেয়ে এখনও বালেগ হয় নাই, কিন্তু বালেগ হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে, তাহার জন্যও ঘনিষ্ঠ মাহ্‌রাম রেশ্‌তাদার ব্যতীত একা একা বা বেগানা পুরুষের সঙ্গে বা গায়র মাহ্‌রাম রেশ্‌তাদারের সঙ্গে হজ্জের সফর করা যায়েয নহে।

৯। **মাসআলাঃ** যে মাহ্‌রাম রেশ্‌তাদার বা স্বামী মেয়েলোকের হজ্জ করাইবার জন্য লইয়া যাইবে তাহার সমস্ত খরচ দেওয়া ঐ মেয়েলোকের উপর ওয়াজিব।

১০। **মাসআলাঃ** যে মেয়েলোকের উপর হজ্জ ফরয হইয়াছে, সে যদি সারা জীবন মাহ্‌রাম রেশতাদার না পাওয়ায় হজ্জ করিতে না পারে, তবে গোনাহ্‌গার হইবে না। অবশ্য শেষ জীবনে

বদলী হজ্জ করাইবার অছীঅত করা ওয়াজিব হইবে। এইরূপ অছীঅত করিলে সে গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া যাইবে। মৃত্যুর পর তাহার ওলীওয়ারিসগণ তাহার টাকা দিয়া একজন লোককে মক্কা শরীফে হজ্জ করিতে পাঠাইবে। সে মরহুমার পক্ষ হইতে হজ্জ করিবে ইহাতে তাহার যিম্মা হইতে হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। অন্যের পক্ষে হজ্জ করাকে 'বদলী হজ্জ' বলে।

১১। মাসআলাঃ হজ্জ ফরয হওয়ার পর আলস্য করিয়া দেরী করিলে এবং পরে অন্ধ বা শক্তিহীন হইলে বদলী হজ্জের জন্য অছীঅত করা ওয়াজিব।

(**মাসআলাঃ** যদি কেহ হজ্জ ফরয হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হজ্জ না করে এবং পরে গরীব হইয়া যায়, তবে ঐ ফরয তাহার যিম্মায় থাকিয়া যাইবে। যে কোন উপায়ে হজ্জ করিতে হইবে নতুবা ফরয তরকের গোনাহ্ থাকিয়া যাইবে। আগে অবহেলা করিয়াছে বলিয়া এখন গরীব হওয়া সত্ত্বেও মা'ফ পাইবে না।)

১২। মাসআলাঃ যে নিজে হজ্জ করিতে পারে নাই, সে বদলী হজ্জের অছীঅত করিয়া মরিলে, দেখিতে হইবে যে, তাহার ষোল আনা ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে প্রথমে তাহার কাফন-দাফন ও করয আদায়ের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা হজ্জের সম্পূর্ণ খরচ হইতে পারে কি না। যদি তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা হজ্জের সম্পূর্ণ খরচ হইতে পারে, তবে ওয়ারিসগণের উপর তাহার পক্ষ হইতে তাহার বাড়ী হইতে সম্পূর্ণ যাযায়াত খরচ দিয়া বদলী হজ্জ করান ওয়াজিব। (কিন্তু যদি সম্পত্তি কম হয় এবং তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা একজন লোককে পাঠান না যায়, তবে বদলী হজ্জ করাইবে না। টাকাটা কোন হাজীর সঙ্গে পাঠাইয়া দিবে। সে যেখান হইতে ঐ টাকায় একজন লোককে নিতে পারে সেস্থান হইতে একজন লোকের যাতায়ত খরচ দিয়া বদলী হজ্জের জন্য লইয়া যাইবে; নতুবা) যদি বালেগ ওয়ারিসগণ নিজ নিজ অংশের দাবী ছাড়িয়া দিয়া, অথবা নিজ তহ্বীল হইতেই বদলী হজ্জের জন্য লোক পাঠায়, তবে তাহা আরও ভাল। কিন্তু না-বালেগ ওয়ারিস থাকিলে তাহার অংশে দাবী ছাড়িবার বা তাহার অংশ হইতে দান করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

১৩। মাসআলাঃ কেহ যদি হজ্জে বদলের অছিঅত করিয়া মারা যায়, কিন্তু ত্যাজ্য সম্পত্তির তৃতীয়াংশের দ্বারা হজ্জে বদল না হয় এবং তৃতীয়াংশের বেশী খরচ করিতে ওয়ারিশগণ সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি না দেওয়ায় হজ্জে বদল করা না হয়, তবে অছিঅতকারীর গোনাহ্ হইবে না।

১৪। মাসআলাঃ সকল প্রকার অছিঅতেরই এই হুকুম। অতএব, যদি কাহারও যিম্মায় অনেকগুলি রোযা ও নামায ক্বাযা বা বাকী থাকে কিংবা যাকাত বাকী থাকে এবং অছিঅত করিয়া মারা যায়, তবে শুধু ত্যাজ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হইতে এইগুলি আদায় করিতে হইবে। ওয়ারিশগণের আন্তরিক সন্তুষ্টি ব্যতীত এক তৃতীয়াংশের বেশী খরচ করা জায়েয নাই। পূর্বেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

১৫। মাসআলাঃ বিনা অছিঅতে মৃতের সম্পত্তি হইতে হজ্জে বদল করা দুরুস্ত নাই। অবশ্য যদি সকল ওয়ারিস খুশী হইয়া এজাযত দেয়, তবে জায়েয আছে। ইন্‌শাআল্লাহ্ ফরয হজ্জ আদায় হইবে। কিন্তু না-বালেগের এজাযতের মূল্য নাই।

১৬। মাসআলাঃ মেয়েলোক যদি ইদ্দতের অবস্থায় থাকে, তবে ইদ্দতপালন ছাড়িয়া দিয়া হজ্জের জন্য সফর করা তাহার জন্য জায়েয নহে।

১৭। মাসআলাঃ যাহার নিকট শুধু মক্কা শরীফ পর্যন্ত যাতায়াতের খরচ আছে, কিন্তু মদীনা শরীফ যাইবার খরচ নাই তাহার উপর হজ্জ ফরয হইবে। মদীনা যাওয়ার খরচ না থাকিলে হজ্জ ফরয নহে এরূপ ধারণা একেবারে ভুল।

১৮। মাসআলাঃ এহ্‌রামে মেয়েলোকের মুখ ঢাকার সময় মুখে কাপড় লাগান দুরুস্ত নাই। আজকাল এই কাজের জন্য একপ্রকার জালিদার পাখা পাওয়া যায়, উহা চেহারার উপর বাঁধিয়া লইবে। চোখ বরাবর জালি থাকিবে, উহার উপর বোরকা রাখিবে। ইহা দুরুস্ত আছে।

হজ্জের অবশিষ্ট মাসআলা হজ্জ করার সময় ছাড়া সবকিছু বুঝে আসিবে না এবং মনেও থাকিবে না। হজ্জে গেলে মোয়াল্লিম সবকিছু শিখাইয়া দিবে। ওমরার তরতীব সেখানে গেলে বুঝিতে পারিবে। এখানে হজ্জের প্রাথমিক কতিপয় কাজের উল্লেখ করা হইল।

হজ্জে যাইবার সময় স্ত্রী, কন্যা ইত্যাদি যাহাদের ভরণ-পোষণ যিম্মায় থাকে ফিরিয়া আসার সময় পর্যন্ত তাহাদের খরচ দিয়া যাইতে হইবে। যদি পিতামাতা জীবিত থাকেন, তবে ফরয হজ্জ করিতে নিষেধ করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের যদি খোরপোষের ব্যবস্থা না থাকে, বা পথে কোন প্রবল যুদ্ধের আশঙ্কা থাকে, বা নফল হজ্জ করিতে নিষেধ করে, তবে তাহাদের অনুমতি না লইয়া এবং তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট না করিয়া সফর করা জায়েয নাই। এইরূপে পাওনাদারকে সন্তুষ্ট না করিয়াও হজ্জের সফর করা জায়েয নহে।

হজ্জে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে খুব দেল গলাইয়া সমস্ত গোনাহ্ হইতে খাঁটি দেলে তওবা করিবে। যদি কাহারও কোন পাওনা-দেনা থাকে তাহা পরিশোধ করিবে, যাহাদের সহিত কাজ কারবার হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে মা'ফ চাহিয়া লইবে। যদি নামায, রোযা, যাকাত, কোরবানী, ফেৎরা, মান্নত, কাফ্‌ফারা ইত্যাদি কোনকিছু যিম্মায় বাকী থাকে তাহা আদায় করিবে। দেনা আদায় করিবার পূর্বে যদি কোন পাওনাদার মারা গিয়া থাকে এবং তাহার ওয়ারিস থাকে, তবে তাহার পাওনা তাহার ওয়ারিসগণকে পৌঁছাইয়া দিবে। আর যদি ওয়ারিস না থাকে বা জানা না থাকে, তবে পাওনা পরিমাণ মাল গরীব-দুঃখীদিগকে দান করিয়া দিবে। আর যদি কাহারও কিছু শারীরিক বা মানসিক পাওনা থাকে, তবে তাহা মা'ফ চাহিয়া লইবে। যদি সে মারা গিয়া থাকে বা নিখোঁজ হইয়া গিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য মাগ্‌ফেরাত চাহিতে থাকিবে।

হজ্জের খরচ হালাল মালের দ্বারা সংগ্রহ করিবে। কেননা, হারাম মালের দ্বারা কোন এবাদত কবূল হয় না।

এইসব হক্কুল এবাদ আদায় করার পর হজ্জের সফরের জন্য সৎ-সঙ্গী তালাশ করিবে। কেননা, সৎ-সঙ্গী ছাড়া এই সফর করা বড় কঠিন। যদি কোন নেক্কার আলেম সঙ্গী পাওয়া যায়, তবে অতি উত্তম।

মদীনা শরীফ যিয়ারত

হজ্জ করিতে গেলে, হজ্জের আগে বা পরে মদীনা শরীফে হযরতের (দঃ) রওযা শরীফ এবং মসজিদে নববীর যিয়ারত করিয়া আসার জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

১। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—

مَنْ زَارَنِىْ بَعْدَ مَمَاتِىْ فَكَاَنَّمَا زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ ○

'যে মুসলমান আমার মৃত্যুর পর আমার যিয়ারত করিবে সে-ও তদ্রূপই বরকত পাইবে, যেরূপ আমার জীবিত অবস্থায় আমার সাথে মুলাকাত করিলে পাইত।

২। **হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ ○

'যে হজ্জ করিয়া গেল অথচ আমার যিয়ারত করিল না, তবে সে আমার সঙ্গে বড় গোস্তাখী করিয়া গেল।' মসজিদে নববী সম্বন্ধে হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ

'যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে এক রাকা'আত নামায পড়িবে,, সে পঞ্চাশ হাজার রাকা'আত নামাযের সওয়াব পাইবে।' আয় আল্লাহ্! আমাদের সকলকে মদীনা শরফের যিয়ারত নছীব কর এবং নেককাজের তওফীক দান কর, আমীন!

নযর বা মান্নত

১। **মাসআলাঃ** কোন কাজে এবাদত জাতীয় কোন মান্নত মানিলে যদি উহা পুরা হয়, তবে ঐ মান্নত পুরা করা ওয়াজিব; পুরা না করিলে গোনাহ্গার হইবে। শরীঅতের খেলাফ জিনিসের মান্নত মানিলে, তাহা পুরা করিতে হইবে না।

২। **মাসআলাঃ** যদি কেহ বলে, হে আল্লাহ্! যদি আমার অমুক কাজ হইয়া যায়, তবে পাঁচটি রোযা রাখিব। যদি কাজটি হইয়া যায়, তবে পাঁচটি রোযা রাখা ওয়াজিব হইবে। আর যদি কাজ না হয়, তবে রোযা রাখা ওয়াজিব হইবে না। যদি শুধু এতটুকু বলে যে, পাঁচটি রোযা রাখিব, তবে তাহার এখতিয়ার থাকিবে সে এক সঙ্গেও পাঁচটি রাখিতে পারে বা একটা দুইটা করিয়া পাঁচটা পুরা করিতে পারে। আর যদি মান্নত মানার সময় মুখে বলিয়া থাকে বা দেলে নিয়ত রাখিয়া থাকে যে, এক সঙ্গেই পাঁচটি রোযা রাখিব, তবে এক সঙ্গেই পাঁচটি রাখিতে হইবে। যদি কোন কারণবশতঃ মাঝে একটি ভাঙ্গিয়া ফেলে, তবে পুনরায় পাঁচটি একত্রে রাখিতে হইবে।

৩। **মাসআলাঃ** যদি কেহ বলে, আমি শুক্রবারে রোযা রাখিব অথবা মহর্‌রমের চাঁদের পহেলা তারিখ হইতে দশ তারিখ পর্যন্ত রোযা রাখিব, তবে খাছ করিয়া শুক্রবারে রোযা ওয়াজিব হইবে না। শুক্রবার ছাড়া অন্য দিনে রোযা রাখিলেও আদায় হইয়া যাইবে। এইরূপে খাছ করিয়া মহররমের দশ দিনের রোযা ওয়াজিব হইবে না, অন্য কোন চাঁদে ১০টি রোযা রাখিলেই ওয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু ১০টি রোযা এক লাগা মাঝে ফাঁক না দিয়া রাখিতে হইবে। যদি কেহ বলে, আজ যদি আমার অমুক কাজ হইয়া যায়, তবে কালই আমি একটি রোযা রাখিব। তবে যদি কাল না রাখিতে পারে, অন্য এক দিন রাখে, তবুও ওয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে।

৪। **মাসআলাঃ** যদি মান্নতে বলে যে, মহর্‌রম চাঁদের এক মাস রোযা রাখিব, তবে পুরা মাস এক লাগা রোযা রাখিতে হইবে। কিন্তু যদি কোন কারণে ঐ মাসের মধ্যে ৫/৭টি রোযা রাখিতে না পারে, তবে পূর্ণ মাসের রোযা দোহ্‌রাইতে হইবে না, শুধু যে কয়টি রোযা রাখে নাই তাহা অন্য এক সময় পুরা করিলেই চলিবে। আর যদি মহর্‌রমের চাঁদে রোযা না রাখিয়া অন্য কোন চাঁদে রাখে, তবুও ওয়াজিব আদায় হইবে, কিন্তু সব রোযা এক লাগা রাখিতে হইবে।

৫। **মাসআলাঃ** যদি কেহ মান্নত মানে যে, যদি আমার হারান জিনিসটি ফিরিয়া পাই, তবে আমি আল্লাহ্‌র নামে ৮ রাকা'আত নামায পড়িব, তবে ঐ জিনিসটি পাইলে ৮ রাকা'আত নামায পড়া তাহার উপর ওয়াজিব হইবে। সেই ৮ রাকা'আত নামায এক সঙ্গে এক সালামে পড়িতে

পারিবে, বা ইচ্ছা করিলে ৪ রাকা'আত করিয়া দুই সালামে, বা দুই রাকাআত করিয়া ৪ সালামেও পড়িতে পারিবে। আর যদি ৪ রাকা'আতের মান্নত মানিয়া থাকে, তবে ৪ রাকা'আত এক সালামে পড়িতে হইবে। দুই রাকা'আতের নিয়তে দুই সালামে ৪ রাকা'আত পড়িলে ওয়াজিব আদায় হইবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** এক রাকা'আত নামাযের মান্নত করিলে দুই রাকাআত পড়িতে হইবে। তিন রাকা'আতের করিলে চারি রাকা'আত, পাঁচ রাকা'আতের মান্নত করিলে, পুরা ছয় রাকা'আত পড়িতে হইবে। তদূর্ধ্বেও এইরূপ হুকুম।

৭। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ মান্নত মানে যে, দশ টাকা খয়রাত দিব, বা এক টাকা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দান করিব, তবে যে কয় টাকা বলিবে, সেই কয় টাকা খয়রাত দেওয়া ওয়াজিব হইবে। অবশ্য যদি কেহ বলে, পঞ্চাশ টাকা খয়রাত দিব, অথচ তাহার কাছে মাত্র দশ টাকার মাল আছে, তদপেক্ষা বেশী কিছু নাই, তবে দশ টাকাই ওয়াজিব হইবে। আর যদি নগদ দশ টাকা থাকে, বাকী অন্যকিছু মালও থাকে, তবে সমস্তের মূল্য ধরিয়া যদি নগদ ১০ টাকাসহ মোট পঁচিশ টাকা হয়, তবে পঁচিশ টাকাই ওয়াজিব হইবে, বেশী ওয়াজিব হইবে না।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি এইরূপ মান্নত করে যে, দশ জন মিস্‌কীন খাওয়াইবে, তবে দেখিতে হইবে যে, এই কথা বলার সময় তাহার নিয়ত কি ছিল। যদি এক ওয়াক্ত খাওয়ানের নিয়ত থাকিয়া থাকে, তবে দশ জন মিস্‌কীনকে এক ওয়াক্ত খাওয়াইয়া দিলেই চলিবে, আর যদি দুই ওয়াক্ত খাওয়ানের নিয়ত থাকিয়া থাকে, অথবা কিছু নিয়ত ঠিক করিয়া না বলিয়া থাকে, তবে দশজন মিস্‌কীনকে দুই ওয়াক্ত পেট ভরিয়া, খাওয়াইতে হইবে। আর যদি কাঁচা মাল— ডাল-চাউল দিতে চায় এবং কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়ত করিয়া থাকে, তবে সেই পরিমাণই দিতে হইবে, পরিমাণের নিয়ত না করিয়া থাকিলে প্রত্যেক মিস্‌কীনকে একটি ছদকা-ফেৎরার পরিমাণ দিতে হইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** মান্নত করিল—এক টাকার রুটি মিস্‌কীনদের দান করিব, তবে নগদ এক টাকার রুটি বা যে কোন জিনিস কিনিয়া দিলে আদায় হইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** কেহ বলিল, প্রত্যেক মিস্‌কীনকে এক টাকা করিয়া দশ টাকা খয়রাত দিব, কিন্তু দশ টাকাই একজন মিস্‌কীনকে দিল, তাহাতে ওয়াজিব আদায় হইবে। কারণ, প্রত্যেক মিস্‌কীনকে এক টাকা দিবে বলাতে দশজনকে দেওয়া ওয়াজিব হয় নাই। যদি দশ টাকা বিশজনকে দেয় তাহাতেও ওয়াজিব আদায় হইবে। আর যদি মান্নতের সময় বলিয়া থাকে যে, দশ টাকা দশজন মিস্‌কীনকে দিব এবং দিতে দশজনের চেয়ে কম বা বেশীকে দেয়, তাহাতেও ওয়াজিব আদায় হইবে।

১১। **মাসআলা ঃ** মান্নত করিল, দশজন নামাযী বা হাফেযকে খাওয়াইব, এখন দশজন মিস্‌কীন খাওয়াইলেও ওয়াজিব আদায় হইবে।

১২। **মাসআলা ঃ** কেহ বলিল, মক্কা শরীফে দশ টাকা খয়রাত দিব। মক্কাশরীফে খয়রাত করা ওয়াজিব নহে, যেখানে ইচ্ছা খয়রাত করিতে পারে। যদি কেহ বলে যে, শুক্রবারে খয়রাত দিব বা অমুক মিস্‌কীনকে দিব, তবে শুক্রবারে বা সেই মিস্‌কীনকে দেওয়াই যরূরী নহে। যদি বলে যে, এই টাকাটাই আল্লাহ্‌র কাজে দান করিব, তবে খাছ সেই টাকাটাই দেওয়া ওয়াজিব হইবে না, অন্য টাকা বা টাকার মূল্যের পয়সা, বা অন্য জিনিস দিলেও ওয়াজিব আদায় হইবে।

১৩। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ মান্নত করে যে, জুমু'আ মস্‌জিদে বা মক্কা শরীফে দুই রাকাআত নামায পড়িবে, তবুও যেখানে ইচ্ছা পড়িতে পারে।

১৪। **মাসআলা ঃ** কেহ মান্নত মানিল, যদি আমার ভাইয়ের অসুখ ভাল হয়, তবে আমি একটা বকরী যবাহ্ করিব, বা এইরূপ বলিল যে, একটা বক্‌রীর গোশ্‌ত খয়রাত করিব, তবে মান্নত হইয়া যাইবে। আর যদি এইরূপ বলে যে, কোরবানী করিব, তবে কোরবানীর দিন যবাহ্ করিতে হইবে, এই উভয় অবস্থায় উহার গোশ্‌ত মিস্‌কীন ব্যতীত অন্য কাহাকেও দেওয়া বা নিজে খাওয়া দুরুস্ত নাই। যে পরিমাণ নিজে খাইবে বা ধনী লোককে দিবে, সে পরিমাণ আবার খয়রাত করিতে হইবে।

১৫। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ একটি গরু কোরবানী করার মান্নত মানে, তবে গরু না পাইলে তৎপরিবর্তে ৭টি বকরী কোরবানী করিবে।

১৬। **মাসআলা ঃ** মান্নত করিল, আমার ভাই আসিলে আমি দশ টাকা খয়রাত দিব। যদি সে আসার খবর পাইয়া, বাড়ী পৌঁছার আগেই দশ টাকা খয়রাত দেয়, তবে মান্নত পুরা হইবে না, আসার পরে দশ টাকা দিতে হইবে।

১৭। **মাসআলা ঃ** যদি এমন কোন বিষয়ের উপর মান্নত মানে যাহা হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে ত মান্নত পুরা করিতে হইবে। যেমন বলিল, আমার অসুখ যদি আল্লাহ্ তা'আলা আরোগ্য করিয়া দেয়, বা যদি আমার ভাই নিরাপদে বাড়ী পৌঁছে, বা যদি আমার বাপ মোকদ্দমায় জিতিয়া যান বা চাকুরী হইয়া যায়, তবে আমি দশ টাকা খয়তার দিব; এইসব মকছুদ পুরা হইলে মান্নত পুরা করিতে হইবে। কেহ বলিল, যদি আমি তোমার সঙ্গে কথা বলি, তবে দুইটা রোযা রাখিব, যদি আমি এক ওয়াক্ত নামায না পড়ি, তবে এক টাকা খয়রাত দিব। এখন কথা বলিল বা নামায পড়িল না, এমতাবস্থায় তাহার ইখ্‌তিয়ার হইবে; কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করুক, অথবা দুই রোযা রাখুক বা এক টাকা খয়রাত করুক।

১৮। **মাসআলা ঃ** মান্নত করিল, এক হাজার বার দুরূদ বা এক হাজার বার কলেমা পড়িব, তবে মান্নত দুরুস্ত হইবে এবং পড়া ওয়াজিব হইবে। যদি বলে, সোবহানাল্লাহ্ বা লা-হাওলা এক হাজার বার পড়িব, তবে পুরা করা ওয়াজিব হইবে না।

১৯। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ মান্নত মানে যে, দশ খতম কোরআন শরীফ পড়িব বা এক পারা কোরআন শরীফ পড়িব, তবে মান্নত হইবে এবং পুরা করিতে হইবে।

২০। **মাসআলা ঃ** যদি মান্নত মানে যে, যদি আমার অমুক কাজ হইয়া যায়, তবে মৌলুদ পড়াইব, বা অমুক বুযূর্গের মাযারে চাদর চড়াইব, বা যদি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তবে মসজিদের তাক ভরিয়া দিব, বা মসজিদের গুলগুলা ছড়াইব, বা বড়পীরের নেয়ায দিব বা এগারই শরীফ করিব। এইরূপ মান্নত পুরা করার দরকার নাই।

২১। **মাসআলা ঃ** মুশ্‌কিল কোশা (আলীর) রোযা বা এজাতীয় অন্য মান্নত করা দুরুস্ত নহে; বরং এইরূপ মান্নত শির্‌ক, ইহাতে ঈমান নষ্ট হয়।

২২। **মাসআলা ঃ** কেহ মান্নত করিল—মসজিদ মেরামত করিয়া দিব, বা পুল বানাইয়া দিব, মান্নত ছহীহ্ হইবে না। তাহার যিম্মায় কিছু ওয়াজিব হইবে না।

২৩। **মাসআলা ঃ** কেহ বলিল, যদি আমার ভাইয়ের অসুখ সারিয়া যায়, তবে নাচ করাইব, বা বাদ্য বাজাইব; তবে ভাল হওয়ার পর এরূপ করা জায়েয নহে।

২৪। মাসআলা ঃ এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে মান্নত মানা দুরুস্ত নহে। কোন দেব-দেবী হউক, বা কোন পীর-পয়গম্বর হউক, বা কোন মাযার বা আস্তানার হউক, বা কোন ভূত-প্রেতের হউক—এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে মান্নত মানা ছাফ হারাম; ইহাতে ঈমান নষ্ট হইয়া যায়। যেমন, কেহ বড়পীর ছাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, হে বড়পীর! বা হে আবদুল কাদের জিলানী! বা হে খাজা বাবা! আমার অমুক মকছুদ পুরা করিয়া দাও, আমি তোমার নামে এত শির্ণি দিব। এইরূপ বলা হারাম ও শির্ক, ইহাতে ঈমান থাকে না। এইরূপে জ্বীনের আড্ডায় যাওয়া বা যাহার উপর জ্বীনের ভর হইয়াছে তাহার কাছে কোন ভেঁট লইয়া যাওয়া এবং কোন মকছুদের জন্য দরখাস্ত করা ছাফ হারাম। এইরূপ ভেঁট বা মান্নতের জিনিস খাওয়া হারাম। বিশেষতঃ মেয়েলোকের জন্য মাযারে যাওয়া কঠোর নিষেধ আছে।

হাদীস ঃ যে সমস্ত মেয়েলোক কবর বা মাযার যিয়ারত করিতে যাইবে বা করিবে, চেরাগ জ্বালাইবে বা সজ্‌দা করিবে, তাহার উপর রসূলুল্লাহ্ (দঃ) লা'নত করিয়াছেন। —আবু দাঊদ (রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর রওযা শরীফ যিয়ারত করিতে পারে।)

[**২৫। মাসআলা ঃ** যদি কেহ কোন শর্তের বা কোন কাজের কথা উল্লেখ না করিয়াই শুধু আল্লাহ্‌র নাম লইয়া বলে, আল্লাহ্‌র নামে দশটি রোযা রাখিব বা আল্লাহ্‌র নামে একটি খাসী কোরবানী করিব, তবুও মান্নত হইবে এবং পুরা করা ওয়াজিব হইবে।

২৬। মাসআলা ঃ নির্দিষ্ট গরু, বকরী, বা মুরগী মান্নত করিলে, সেইটাই দিতে হইবে। আর যদি নির্দিষ্ট করিয়া না বলে, তবে কোরবানীর উপযুক্ত একটি গরু বা একটি খাসী দিতে হইবে।]

কসম খাওয়া

১। মাসআলা ঃ বিনা যরূরতে কথায় কথায় কসম খাওয়া অন্যায় কাজ। কারণ, ইহাতে আল্লাহ্‌র নামের তা'যীম নষ্ট হয় এবং শক্ত বেআদবী হয়। কাজেই সত্য কথার উপরও কসম না খাইয়া পারিলে কিছুতেই কসম খাওয়া উচিত নহে।

২। মাসআলা ঃ যদি কেহ বলে যে, আল্লাহ্‌র কসম, এই কাজ আমি করিব বা এইরূপ বলে যে, খোদার কসম বা খোদার ইজ্জত ও জালালের কসম, আল্লাহ্‌র বুযুর্গী ও বড়ত্বের কসম, এই কাজ আমি করিব, তবে কসম হইয়া যাইবে তাহার খেলাফ করা কিছুতেই জায়েয হইবে না। (ফলকথা, আল্লাহ্‌র যাতি নাম হউক বা ছেফাতি নাম হউক, আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিয়া কথা বলিলেই কসম হইয়া যাইবে।)

আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ না করিয়া যদি কেহ শুধু বলে যে, কসম খাইতেছি অমুক কাজ করিব না, তবুও কসম হইয়া যাইবে।

৩। মাসআলা ঃ কেহ বলিল, খোদা সাক্ষী, আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি বা আল্লাহ্‌কে হাযের নাযের জানিয়া বলিতেছি, তবে কসম হইয়া যাইবে।

৪। মাসআলা ঃ কেহ বলিল, কোরআন বা আল্লাহ্‌র কালামের কসম করিয়া বলিতেছি, তবে কসম হইবে। যদি কোরআন হাতে করিয়া বা কোরআনের উপর হাত রাখিয়া কোন কথা বলে কিন্তু কসম না খায়, তবে কসম হইবে না।

৫। মাসআলা ঃ যদি কেহ বলে, যদি অমুক কাজ করি, তবে যেন বেঈমান হইয়া মরি, বা মৃত্যুর সময় যেন ঈমান নছীব না হয়, বেঈমান হইয়া যাই, বা বলিল, যদি অমুক কাজ

করি, তবে মুসলমানই নহি, তবে কসম হইয়া যাইবে। ইহার খেলাফ করিলে কাফ্ফারা দিতে হইবে। ঈমান যাইবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ এইরূপ কসম করে যে, যদি অমুক কাজ করি, তবে যেন আমার হাত ভাঙ্গিয়া যায়, বা চোখ কান নষ্ট হইয়া যায়, বা সমস্ত শরীরে যেন কুষ্ঠরোগ হইয়া যায়, বা আমার উপর যেন খোদার গযব পড়ে, বা আসমান ভাঙ্গিয়া পড়ে বা যেন দানা পানি না মিলে, বা খোদার অভিশাপ পড়ে, খোদার লা'নত পড়ে, বা যদি অমুক কাজ করি, শূকর খাই, মৃত্যুর সময় যেন কলেমা নছীব না হয়, কিয়ামতে আল্লাহ্ রসূলের সম্মুখে লজ্জিত হই ইত্যাদি কথায় কসম হয় না। এই ধরনের কসম করিয়া যদি কেহ ভঙ্গ করে, তবে তাহাতে কাফ্ফারা নাই।

৭। **মাসআলা ঃ** আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও কসম খাইলে কসম হয় না। যেমন, রসূলুল্লাহ্র কসম, বা কাবা শরীফের কসম, নিজ চোখের কসম, নিজ যৌবনের কসম, নিজ হাত পা'র কসম, নিজের বাপের কসম, নিজ সন্তানের কসম,নিজ প্রিয়জনের কসম, তোমার মাতার কসম, তোমার জানের কসম, তোমার কসম, নিজের কসম, এই জাতীয় কসমের খেলাফ করিলে কাফ্ফারা দিতে হইবে না। কিন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও কসম খাওয়া শক্ত গোনাহ্। হাদীস শরীফে ইহার কঠোর নিষেধ আসিয়াছে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও কসম খাওয়া শেরেকী কথা, ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকা কর্তব্য।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ বলে, তোমার ঘরের ভাত পানি আমার জন্য হারাম, বা এইরূপ বলে, অমুক জিনিস আমি আমার জন্য হারাম করিয়া লইয়াছি, তবে ইহাতে কসম হইয়া যাইবে। সে জিনিস খাইলে তাহার কাফ্ফারা দিতে হইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ অন্যকে কসম দেয় যে, তোমার আল্লাহ্র কসম, এই কাজটা করিয়া দাও বা তোমার খোদার কসম অমুক কাজ করিও না, তবে তাহাতে কসম হয় না। ইহার খেলাফ দুরুস্ত আছে।

১০। **মাসআলা ঃ** কসমের সঙ্গে 'ইনশাআল্লাহ্' বলিলে কসম হয় না। যেমন খোদার কসম ইনশাআল্লাহ্ অমুক কাজ করিব না; ইহাতে কসম হইবে না।

১১। **মাসআলা ঃ** যাহা অতীত হইয়া গিয়াছে তাহার উপর মিথ্যা কসম খাওয়া কঠিন গোনাহ্। যেমন, কেহ নামায পড়ে নাই। কেহ জিজ্ঞাসা করায় বলিল, খোদার কসম নামায পড়িয়াছি। কিংবা কেহ গ্লাস ভাঙ্গিয়াছে, জিজ্ঞাসা করায় বলিল, খোদার কসম আমি ভাঙ্গি নাই। জানিয়া বুঝিয়া মিথ্যা কসম খাইল। এইরূপ কসমের গোনাহ্র কোন সীমা নাই এবং ইহার কোন কাফ্ফারাও নাই। শুধু দিন রাত আল্লাহ্র কাছে তওবা এস্তেগফার করিয়া গোনাহ্ মাফ করাইয়া লইবে। ইহাছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। আর যদি ভুলে এবং ধোঁকায় পড়িয়া মিথ্যা কসম খায়; যেমন বলিল, খোদার কসম, এখনও অমুক আসে নাই এবং মনের বিশ্বাস এই যে, সত্য কসম খাইতেছে, পরে জানিতে পারিল যে, ঐ সময় সে আসিয়াছে, তবে ইহা মাফ, ইহাতে গোনাহ্ হইবে না এবং কাফ্ফারাও লাগিবে না।

১২। **মাসআলা ঃ** আগামী কোন ঘটনার জন্য কসম করিয়া বলিল, খোদার কসম আজ বৃষ্টি হইবে, বা আল্লাহ্র কসম আজ আমার ভাই আসিবে, অথচ বৃষ্টিও হইল না, ভাইও আসিল না, তবে কসমের কাফ্ফারা দিতে হইবে।

১৩। মাসআলাঃ কেহ কসম করিয়া বলিল যে, খোদার কসম আজ আমি কোরআন তেলাওয়াত করিবই করিব, ইহাতে কসম হইয়া যাইবে এবং কোরআন তেলাওয়াত করা তাহার উপর ওয়াজিব হইবে এবং না করিলে গোনাহ্‌ হইবে এবং কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। এইরূপে যদি কেহ কসম খাইয়া বলে যে, আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিতেছি, আজ আমি ঐ কাজ করিবই না। তবে সে কাজ করা তাহার জন্য হারাম, যদি করে তবে কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

১৪। মাসআলাঃ যদি কেহ গোনাহ্‌র কাজ করার জন্য কসম খায়; যেমন, কেহ বলিল, খোদার কসম আমি অমুকের অমুক জিনিস চুরি করিয়া আনিব। অথবা খোদার কসম আজ আমি নামায পড়িব না, অথবা আল্লাহ্‌র কসম আমি মা-বাপের সঙ্গে কথা কহিব না। এইরূপ গোনাহ্‌র কসম খাইলে তাহার জন্য কসম ভঙ্গ করা ওয়াজিব। কসম ভাঙ্গিয়া কাফ্‌ফারা দিবে নতুবা গোনাহ্‌গার হইবে।

১৫। মাসআলাঃ যদি কেহ কসম খায় যে, খোদার কসম আজ আমি অমুক জিনিস খাইব না। তারপর যদি ভুলিয়া সেই জিনিস খায়, অথবা কেহ জোর জবরদস্তিতে খাওয়ায়, তবুও কসম টুটিয়া যাইবে এবং কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

১৬। মাসআলাঃ যদি কেহ কসম করিয়া বলে যে, 'খোদার কসম তোকে আমি একটা ফুটা কড়িও দিব না।' তারপর যদি তাহাকে টাকা-পয়সা দেয়, কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

কসমের কাফ্‌ফারা

১। মাসআলাঃ কসম ভঙ্গ করিলে তাহার কাফ্‌ফারা এই যে, হয় দশজন মিস্‌কীনকে দুই ওয়াক্ত পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দিবে, না হয় প্রত্যেক মিস্‌কীনকে ৮০ তোলা সেরের এক সের সাড়ে বার ছটাক গম বা তাহার মূল্য দিবে। পূর্ণ দুই সের গম বা তাহার মূল্য দেওয়া উত্তম। আর যদি যব দেয়, তবে গমের দ্বিগুণ দিবে। (আর চাউল ধান দিলে গম বা যবের মূল্যের হিসাবে দিবে।) তাহা না হইলে দশজন মিস্‌কীনকে কাপড় দিবে অর্থাৎ লুঙ্গি, কোর্তা (টুপি) দিবে। প্রত্যেক মিস্‌কীনকে এত পরিমাণ কাপড় দিবে, যদ্দ্বারা তাহার শরীরের অধিকাংশ ঢাকিতে পারে। যেমন, হয়ত বড় একটি চাদর অথবা বড় একটি জামা। কিন্তু কাপড় যদি বেশী পুরাতন হয়, তবে কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না। আর যদি প্রত্যেক মিস্‌কিনকে এক একখানা লুঙ্গি বা এক একটি পায়জামা দেয়, তবে কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না। লুঙ্গি বা পায়জামা দিলে তাহার সঙ্গে কোর্তাও দিতে হইবে। পুরুষকে কাপড় দেওয়ার এই হুকুম। আর যদি কোন গরীব মেয়েলোককে কাপড় দেয়, তবে এত পরিমাণ কাপড় দিবে, যদ্দ্বারা সে সমস্ত শরীর ঢাকিয়া নামায পড়িতে পারে, ইহার কম হইলে কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না। খাওয়ান এবং কাপড় দেওয়া এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে এখ্‌তিয়ার আছে যেটি ইচ্ছা সেটি দিতে পারিবে।

২। মাসআলাঃ যদি কেহ এমন গরীব হয় যে, ১০ জন মিস্‌কীনকে খাওয়াইতে বা কাপড় দিতে পারে না তবে সে একসঙ্গে তিনটি রোযা রাখিবে। পৃথক পৃথকভাবে তিনটি রোযা রাখিলে কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না, তিনটি রোযা এক লাগা রাখা দরকার। এমন কি, যদি দুইটি রোযা রাখার পর কোন কারণবশতঃ রোযা রাখিতে না পারে, তবে পুনরায় নূতনভাবে তিনটি রোযা একত্রে রাখিতে হইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** কসম ভঙ্গ করিবার আগেই কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না। কসম ভঙ্গ করার পর আবার কাফ্‌ফারা আদায় করিতে হইবে। কিন্তু পূর্বে মিস্‌কীনকে যাহাকিছু দান করিয়াছে তাহা ফেরত লওয়া দুরুস্ত নহে।

৪। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ কয়েকবার কসম খায়, যেমন একবার বলিল, খোদার কসম অমুক কাজ করিব না, তারপর ঐ দিন বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন আবার বলিল, খোদার কসম, অমুক কাজ করিব না। মোটকথা, এইরূপে কয়েকবার বলিল, অথবা এইরূপ বলিল, আল্লাহ্‌র কসম, খোদার কসম, কালামুল্লাহ্‌র কসম অমুক কাজ নিশ্চয়ই করিব, পরে ঐ কসম ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তবে এইসব কসমের একই কাফ্‌ফারা দিবে। যদি কেহ কোন কাজ করিবার কসম খায়, যেমন বলিল, খোদার কসম আমি কিছুতেই মিথ্যা কথা বলিব না, তবে যতবার মিথ্যা কথা বলিবে ততটি কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও যিম্মায় কয়েকটি কসমের কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়, তবে সব কাফ্‌ফারাই পৃথক পৃথক আদায় করিতে হইবে। যদি জীবিত অবস্থায় শেষ করিতে না পারে, তবে মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করিয়া যাওয়া ওয়াজিব।

৬। **মাসআলা ঃ** যাহারা যাকাত গ্রহণ করার উপযুক্ত, কাফ্‌ফারা শুধু তাহাদিগকেই দেওয়া যাইবে, (কেননা, মালদারকে বা কোন সাইয়্যেদকে দেওয়া দুরুস্ত নহে।)

বাড়ী ঘরে না যাওয়ার কসম

১। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ বলে যে, খোদার কসম আমি কখনও তোমার বাড়ীতে যাইব না, তবে শুধু বাড়ীর দেউড়িতে গেলে, বাড়ীর ভিতর না ঢুকিলে কসম ভঙ্গ হইবে না। এইরূপে যদি কেহ বলে যে, খোদার কসম আমি তাহাদের ঘরে যাইব না, তবে যদি শুধু আঙ্গিনায় বা উঠানে যায়, বা ঘরের কিনারে দাঁড়ায়, তাহাতে কসম ভঙ্গ হইবে না। দরজার ভিতরে গেলে কসম ভাঙ্গিয়া যাইবে।

২,৩। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ কসম খায় যে, খোদার কসম এই বাড়ীতে আমি কিছুতেই যাইব না, তবে যতক্ষণ সেই বাড়ীতে ঘর-দুয়ার থাকিবে, যদি ভগ্নাবস্থায়ও থাকে, তবুও সেখানে গেলে কসম ভঙ্গ হইয়া যাইবে। (এমন কি, ঘর ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর নূতন ঘর উঠাইতে গেলেও কসম টুটিয়া যাইবে।) অবশ্য যদি বাড়ীর ভগ্নাবশেষও না থাকে জমিন সমান হইয়া যায় বা ময়দান হইয়া যায়, মসজিদ বা বাগিচা বানাইয়া লওয়া হয়, তবে সেখানে গেলে কসম ভঙ্গ হইবে না।

৪। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ কসম খায় যে, খোদার কসম! তোমার বাড়ীতে আমি কিছুতেই যাইব না এবং পরে বাড়ীর দরজা দিয়া না যাইয়া ছাদ টপ্‌কাইয়া ঘরের ছাদের উপর যায়, তবুও কসম ভঙ্গ হইয়া যাইবে, যাদিও নীচে না নামে।

৫। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ কাহার বাড়ীর মধ্যে বা ঘরের মধ্যে বসিয়া বলে যে, খোদার কসম এখানে কখনও আসিব না এবং পরে তথায় অল্পক্ষণ থাকে, তবে কসম ভঙ্গ হইবে না, যে কত দিনই তথায় থাকুক। বাহির হইয়া আসিলে তখন কসম ভঙ্গ হইবে। ইহা বাড়ীতে বা ঘরে আসা সম্বন্ধে হুকুম। কিন্তু যদি কেহ বলে, খোদার কসম এই কাপড় পরিব না, এই বলিয়া যদি তৎক্ষণাৎ খুলিয়া ফেলে, তবে কসম ভঙ্গ হইবে না। আর যদি তৎক্ষণাৎ না খুলিয়া কিছুক্ষণ পরিয়া থাকে, তবে কসম ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

৬। মাসআলা ঃ যদি কেহ কসম খায় যে, এই ঘরে আমি থাকিবই না, তবে যদি এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘর হইতে আসবাব-পত্র সরান আরম্ভ করে, তবে কসম ভঙ্গ হইবে না; কিন্তু যদি কিছুক্ষণ দেরী করে তবে কসম ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

৭। মাসআলা ঃ যদি কেহ কসম খায় যে, তোর বাড়ীতে আর পা রাখিব না। অর্থ এই যে তোর বাড়ীতে আসিব না, এইরূপ কসম খাইয়া পরে যদি পাল্‌কিতে বা ডুলিতে চড়িয়া ঐ বাড়ীতে আসে এবং মাটিতে পা না দিয়া পাল্‌কিতে বা ডুলিতে বসিয়া থাকে, তবুও কসম টুটিয়া যাইবে।

৮। মাসআলা ঃ কেহ বলিল, খোদার কসম তোমাদের বাড়ীতে কোন না কোন সময় যাইব। পরে যদি আর সে বাড়ীতে না যায়, তবে যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন কসম ভঙ্গ হইবে না। অবশ্য যখন মরিয়া যাইবে, তখন কসম ভঙ্গ হইবে। এইরূপ অবস্থা হইলে মৃত্যকালে তাহার অছিয়ত করিয়া যাওয়া উচিত যে, আমার মাল হইতে একটি কসমের কাফ্‌ফারা দিয়া দিও।

৯। মাসআলা ঃ যদি কেহ বলে, খোদার কসম অমুকের বাড়ীতে যাইব না, তবে সে ব্যক্তি যে বাড়ীতে বাস করে, সেখানে না যাওয়া চাই, উহা তাহার নিজস্ব বাড়ী হউক বা ভাড়াটিয়া বাড়ী হউক বা পরের বাড়ী ধার করিয়া থাকুক।

১০। মাসআলা ঃ যদি কেহ কসম খায় যে, আমি তোমাদের বাড়ীতে যাইব না এবং তারপর কাহাকেও বলে যে, তুমি আমাকে কোলে করিয়া সেই বাড়ী পৌঁছাইয়া দাও এবং সে পৌঁছাইয়া দেয়, তবে কসম টুটিয়া যাইবে। অবশ্য সে বলা ব্যতীত অন্য কেহ যদি সেই বাড়ীতে বহিয়া নিয়া যায় তবে কসম টুটিবে না। অর্থাৎ যদি কসম খায় যে, আমি কখনও এই বাড়ী হইতে যাইব না, তারপর যদি কাহাকেও বলে—আমাকে কোলে করিয়া বাহিরে নিয়া যাও, আর সে যদি লইয়া যায়, তবে কসম ভঙ্গ হইবে। না বলা সত্ত্বেও যদি বাহিরে লইয়া যায়, তখন কসম টুটিবে না।

পানাহার সম্বন্ধে কসম

১। মাসআলা ঃ যদি কেহ কসম খাইল—এই দুধ আমি খাইব না, তারপর যদি সেই দুধের দৈ খায়, তবে তাহাতে কসম ভঙ্গ হইবে না।

২। মাসআলা ঃ যদি কেহ বলে, খোদার কসম, এই বকরীর বাচ্চার গোশ্‌ত আমি খাইব না, তারপর যদি বকরীর বাচ্চা বড় হইয়া বকরী বা খাসী হইয়া যায়, তখন তাহার গোশ্‌ত খায়, তবুও কসম ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

৩। মাসআলা ঃ যদি কসম খায় যে, আমি গোশ্‌ত খাইব না, তার পর যদি মাছ কিংবা কলিজা বা ওঝোড়ি খায়, তবে কসম টুটিবে না।

৪। মাসআলা ঃ যদি কেহ কসম খায় যে, এই গম খাইব না। তারপর যদি উহা পিষিয়া রুটি বানাইয়া খায় বা উহার ছাতু খায়, তবে কসম টুটিবে না। আর যদি সেই গম সিদ্ধ করিয়া বা ভাজা করিয়া খায়, তবে কসম টুটিয়া যাইবে। অবশ্য যদি এই অর্থে বলে যে, উহার আটার কোন জিনিসই খাইব না, তবে উহার যে কোন জিনিস খাইলে কসম টুটিয়া যাইবে।

৫। মাসআলা ঃ যদি কসম খায় যে, এই আটা খাইব না। পরে উহার রুটি খাইলে কসম ভঙ্গ হইবে। আর যদি উহার হালুয়া বা অন্য কিছু পাকাইয়া খায়, তবুও কসম ভঙ্গ হইবে। কিন্তু যদি ঐ কাঁচা আটা গিলিয়া খায়, তবে কসম টুটিবে না।

৬। **মাসআলা** ঃ যদি কসম খায় যে, রুটি খাইব না, তবে সেই দেশে যে যে জিনিসের রুটি খাওয়ার প্রচলন আছে তাহার কোন রুটিই খাইতে পারিবে না। খাইলে কসম টুটিয়া যাইবে।

৭। **মাসআলা** ঃ যদি কেহ বলে, খোদার কসম, কল্লা খাইব না। তারপর যদি চড়ুইর মাথা বা মুরগীর মাথা খায়, তবে তাহাতে কসম টুটিবে না। অবশ্য বকরীর বা গরুর মাথা খাইলে কসম টুটিয়া যাইবে।

৮। **মাসআলা** ঃ কেহ কসম খাইল মেওয়া খাইব না, তবে আনার, সেব, আঙ্গুর খুরমা, বাদাম, আখরোট, কিসমিস, মোনাক্কা, খেজুর খাইলে কসম টুটিবে।

কথা না বলার কসম

১। **মাসআলা** ঃ কসম খাইল যে, অমুক স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলিব না, তারপর যদি নিদ্রাবস্থায় তার সঙ্গে কথা বলে এবং তাহার আওয়াযে স্ত্রীলোকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, তবে কসম টুটিয়া যাইবে।

২। **মাসআলা** ঃ যদি কেহ বলে, খোদার কসম, আম্মার অনুমতি ভিন্ন অমুকের সঙ্গে কথা বলিব না, তারপর যদি আম্মা কথা বলিবার অনুমতি দেয়, কিন্তু সে অনুমতির খবর পাইবার আগেই যদি তাহার সঙ্গে কথা বলে, তবে কসম ভঙ্গ হইবে।

৩। **মাসআলা** ঃ যদি কেহ কসম খায় যে, এই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলিব না, তারপর সেই মেয়েটি যুবতী হইলে বা বুড়ী হইলে যদি তাহার সহিত কথা বলে, তবুও কসম টুটিয়া যাইবে।

৪। **মাসআলা** ঃ যদি কেহ কসম খায় যে, কখনও তোর মুখ দেখিব না বা কখনও তোর ছুরত দেখিব না, তবে এইরূপ কথার অর্থ এই যে, তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ উঠা-বসা, মেলা-মেশা, কাজ-কারবার ইত্যাদি করিবে না। অতএব, যদি দূর হইতে ছেহারা নযরে পড়িয়া যায় তাহাতে কসম টুটিবে না।

ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে কসম

১। **মাসআলা** ঃ যদি কেহ কসম খায় যে, অমুক জিনিস কিনিব না। তারপর যদি অন্য কাহারও দ্বারা সেই জিনিস কেনায়, তবে তাহাতে কসম টুটিবে না। এইরূপ যদি কসম খায় যে, আমি অমুক জিনিস বেচিব না, তারপর অন্য কাউকে বলে যে, ভাই তুমি আমার এই জিনিসটা বেচিয়া দাও এবং সে বেচিয়া দেয়, তবে তাহাতে কসম টুটিবে না। এইরূপে যদি কেহ কসম খায় যে, আমি এই বাড়ী কেরায়া করিব না এবং তারপর অন্য কাহারও দ্বারা কেরায়া করায়, তবে তাহাতে কসম টুটিবে না। কিন্তু কসম খাওয়ার বেলায় যদি নিয়ত ও অর্থ এই লইয়া থাকে যে, নিজেও কিনিব না, অন্য কাহারও দ্বারা কেনাইব না বা নিজেও বেচিব না, অন্য কাহারও দ্বারা বেচাইব না, নিজেও কেরায়া করিব না কাহারও দ্বারাও কেরায়া করাইব না, তবে অবশ্য কসম টুটিয়া যাইবে অর্থাৎ বলিবার সময় যে অর্থে বলিবে সেই অনুযায়ী হুকুম হইবে। যে সব বড় লোকের ছেলে বা মেয়ে নিজের হাতে এইসব বেচা-কেনার কাজ করে না, সে অন্যের দ্বারা করাইলেও কসম টুটিয়া যাইবে।

২। **মাসআলা** ঃ যদি কেহ কসম খায় যে, আমি আমার এই ছেলেকে মারিব না এবং তারপর যদি অন্যের দ্বারা মারায়, তবে কসম টুটিবে না।

রোযা-নামাযের কসম

১। মাসআলাঃ যদি কেহ শয়তানের ধোঁকায় পড়িয়া এইরূপ কসম খায় যে, সে রোযা রাখিবে না, তবে যখন সে রোযার নিয়ত করিবে মুহূর্ত পরেই তাহার কসম টুটিয়া যাইবে। দিন পুরা হইবার দরকার পড়িবে না। রোযার নিয়ত করার কিছুক্ষণ পরেই যদি রোযা তুড়িয়া দেয়, তবুও কসম টুটিয়া যাইবে এবং কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। আর যদি এইরূপ কসম খায় যে, একটি রোযাও রাখিব না, তবে এফ্‌তারের সময় টুটিবে। যদি সারা দিন রোযা রাখিয়া ইফ্‌তারের ওয়াক্ত আসিবার পূর্বে রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তবে কসম টুটিবে না।

২। মাসআলাঃ যে কেহ কসম খায় যে, আমি নামায পড়িব না, অতঃপর লজ্জিত হইয়া নামায পড়িতে দাঁড়ায়, তবে যখন প্রথম রাকা'আতের সজ্‌দা করিবে, তখন কসম টুটিবে। সজ্‌দার পূর্বে কসম টুটিবে না। এক রাকা'আত পড়িয়া যদি নামায ছাড়িয়া দেয় তবুও কসম টুটিয়া যাইবে। স্মরণ রাখিও, এইরূপ কসম করা শক্ত গোনাহ্‌। যদি এরূপ বোকামি হইয়া যায়, তবে ঐ কসম তৎক্ষণাৎ ভঙ্গ করিবে এবং কাফ্‌ফারা দিবে।

কাপড় বিছানা ইত্যাদির কসম

১। মাসআলাঃ যদি কেহ কসম খায় যে, এই কালীন বা সতরঞ্জির উপর আমি শুইব না, তারপর সতরঞ্জির উপর চাদর বিছাইয়া তাহার উপর শোয় বা বসে, তবুও কসম টুটিয়া যাইবে। কিন্তু যদি সেই কালীনের উপর আর একটি কালীন বা সতরঞ্জি বিছাইয়া তাহার উপর শোয়, তবে তাহাতে কসম টুটিবে না।

২। মাসআলাঃ যদি কেহ কসম খায় যে, মাটিতে বসিব না এবং তারপর মাটির উপর হোগলা, চাটাই, পাটি, চট বা অন্য কোন কাপড় বিছাইয়া তাহার উপর বসে, তবে তাহার কসম টুটিবে না। কিন্তু যদি পরিধানের কাপড় বা গায়ের চাদরের আচল বিছাইয়া তাহার উপর বসে, তবে কসম টুটিয়া যাইবে। অবশ্য যদি পরিধানের কাপড় খুলিয়া তাহা বিছাইয়া তাহার উপর বসে, তবে কসম টুটিবে না।

৩। মাসআলাঃ যদি কেহ কসম খায় যে, এই খাটিয়া বা চৌকির উপর বসিব না এবং তারপর চৌকির উপর সতরঞ্জি, পাটি বা গালিচা বিছাইয়া তাহার উপর বসে, তবে কসম টুটিয়া যাইবে। কিন্তু যদি সেই খাটিয়া বা চৌকির উপর আর একখানা চৌকি বা খাটিয়া বিছাইয়া উপরের চৌকিতে বসে, তবে তাহাতে কসম টুটিবে না।

৪। মাসআলাঃ যদি কেহ কসম খায় যে অমুককে আমি কখনও গোছল করাইব না, তারপর যদি তাহার মৃত্যুর পর তাহাকে গোসল দেয়, তবুও কসম টুটিয়া যাইবে।

৫। মাসআলাঃ স্বামী যদি স্ত্রীকে কসম খাইয়া বলে যে, আমি তোমাকে কখনও মারিব না। তারপর যদি রাগের বশীভূত হইয়া চুলের খোপা ধরিয়া টানে বা গলা চিপিয়া ধরে বা কামড় দেয়, তবে কসম টুটিয়া যাইবে। কিন্তু যদি পেয়ার করিবার উদ্দেশ্যে (চুল টানে বা গলা জড়াইয়া ধরে বা) কামড়াইয়া ধরে, তবে তাহাতে কসম টুটিবে না।

৬। **মাসআলাঃ** যদি কেহ কসম খায় যে, অমুককে আমি নিশ্চয়ই মারিব; অথচ এইরূপ কসম খাওয়ার পূর্বেই সে মরিয়া গিয়াছে তবে যদি সে মৃত্যুর খবর জানা না থাকায় কসম খাইয়া থাকে, তাহা হইলে কসম টুটিবে না। আর যদি জানিয়া শুনিয়া এইরূপ কসম খাইয়া থাকে, তবে কসম খাওয়া মাত্রই কসম টুটিয়া যাইবে এবং কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

৭। **মাসআলাঃ** যদি কেহ কোন কাজ করার কসম খায়, তবে জীবনের মধ্যে যে কোন সময় একবার সেই কাজ করিলেই কসম পুরা হইয়া যাইবে। যেমন, যদি কেহ কসম খায় যে, আমি আনার নিশ্চয়ই খাইব, তবে জীবনের মধ্যে কোন এক সময় আনার খাইলেই তাহার কসম ঠিক থাকিবে, কসম ভঙ্গ হইবে না। আর যদি কোন কাজ না করার কসম খায়, তবে জীবনের মধ্যে সেই কাজ কখনও করিতে পারিবে না; যখনই করিবে তখনই কসম টুটিবে। যেমন, যদি কেহ কসম খায় যে, আমি আনার খাইব না, তবে জীবনের মধ্যে কখনও আনার খাইতে পারিবে না। কিন্তু যখনই আনার খাইবে তখনই কসম টুটিয়া যাইবে। অবশ্য যদি খাছ করিয়া বলে, যেমন, বাড়ীতে আনার আনিলে ইহার সম্বন্ধে যদি বলে যে, এই আনার আমি কিছুতেই খাইব না, তবে শুধু সেই আনার খাইতে পারিবে না, অন্য আনার বাজার হইতে আনাইয়া খাইলে তাহাতে কসম টুটিবে না।

কাফের বা মোর্‌তাদ হওয়া

[মোর্‌তাদ হওয়ার অর্থ ইসলাম ধর্ম অস্বীকার করা বা পরিত্যাগ করা।]

১। **মাসআলাঃ** যদি কোন মুসলমান খোদা না করুক ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে, তবে তাহাকে তিন দিনের সময় দেওয়া হইবে; তাহার দেলে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে তাহার উত্তর দেওয়া হইবে; এবং তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। যদি তিন দিনের মধ্যে তওবা করে, তবে ত ভালই, আর যদি তওবা না করে, তবে মৃত্যু পর্যন্ত আবদ্ধ রাখিতে হইবে। যখন তওবা করিবে তখন ছাড়া যাইবে।

২। **মাসআলাঃ** কুফরী কথা (অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে, খোদা ও রসূলের বিরুদ্ধে ও কোরআন-হাদীসের বিরুদ্ধে কোন কথা) মুখ দিয়া বাহির করা মাত্রই ঈমান চলিয়া যায় এবং নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি যত নেক কাজ করিয়াছে তাহা পণ্ড ও বাতিল হইয়া যায়, বিবাহ নষ্ট হইয়া যায়, যদি ফরয হজ্জ করিয়া থাকে, তাহা বাতেল হইয়া যায়। পুনরায় যদি তওবা করিয়া মুসলমান হয়, তবে নেকাহ্ পুনরায় নূতনভাবে করিতে হইবে, মালদার হইলে পুনরায় হজ্জ করিতে হইবে।

৩। **মাসআলাঃ** যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বামী (তওবা! তওবা!!) মোর্‌তাদ হইয়া যায়, (অর্থাৎ কোন কথা বা কাজ দ্বারা কাফের প্রমাণিত হইয়া যায়।) তবে ঐ স্ত্রী লোকের নেকাহ্ টুটিয়া যাইবে। তাহার স্বামী তওবা করিয়া মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত তাহার সহিত কোনই সম্পর্ক রাখিতে পারিবে না। ঐ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী ব্যবহার করিলে স্ত্রীও গোনাহ্‌গার হইবে। যদি স্বামী জোর জবরদস্তি করে, তবে স্ত্রীর শরম করা উচিত নহে। মুসলমান সমাজের নিকট প্রকাশ করিয়া দিবে। ঈমান রক্ষার জন্য শরম ত্যাগ করিবে। যে প্রকারেই হউক আলগ থাকিয়া ঈমান বাঁচাইতে হইবে।

৪। মাসআলা ঃ কুফরী কথা যদি মুখ হইতে বাহির করে, ঈমান চলিয়া যাইবে। যদি হাসি ঠাট্টাভাবে বলে, দেলে নাও থাকে, তবুও এই হুকুম। যেমন, কেহ বলিল, আল্লাহ্‌র কি ক্ষমতা নাই যে, অমুক কাজ করিয়া দিতে পারে? তদুত্তরে বলিল হাঁ, "ক্ষমতা নাই" তবে কাফের হইবে।

৫। মাসআলা ঃ কেহ বলিল, চল নামায পড়িতে যাই। তদুত্তরে যদি সে বলে, কে যায়, উঠক-বৈঠক করিতে, তবে কাফের হইয়া যাইবে। এইরূপে কেহ বলিল, রোযা রাখ, তদুত্তরে যদি সে বলে, কে না খাইয়া মরে, বা যার ঘরে ভাত নাই, সে-ই রোযা রাখুক, তবে সে কাফের হইবে।

৬। মাসআলা ঃ কাহাকেও কোন গোনাহ্‌র কাজ করিতে দেখিয়া যদি কেহ বলে যে, খোদার ভয় নাই যে, এমন কাজ করিতেছিস, তদুত্তরে যদি সে বলে, (নাউযুবিল্লাহ্) "হাঁ খোদার ভয় নাই" তবে সে কাফের হইবে।

৭। মাসআলা ঃ এইরূপে কাহারও কোন শরীঅত বিরুদ্ধ কাজ করিতে দেখিয়া যদি কেহ বলে যে, আরে তুই কি মুসলমান না? এমন কাজ করিতেছিস; তদুত্তরে সে বলে যে, হাঁ "মুসলমান না," তবে সে কাফের হইয়া যাইবে। যদি ঠাট্টা করিয়াও বলে, তবুও কাফের হইয়া যাইবে।

৮। মাসআলা ঃ যদি কেহ নামায পড়া আরম্ভ করার পর তাহার উপর কোন বিপদ-আপদ, বালা-মুছীবত আসিয়া পড়ায় বলে যে, এসব নামাযের নহুছতের কারণে হইতেছে, তবে সে কাফের হইয়া যাইবে।

৯। মাসআলা ঃ যদি কেহ কাফেরের কোন কাজ পছন্দ করে এবং বলে, যদি কাফের হইতাম তবে ভাল হইত, এবং আমরাও এরূপ করিতাম, তবে কাফের হইয়া যাইবে। (নাউযুবিল্লাহ্)

১০। মাসআলা ঃ কাহারও ছেলে মারা যাওয়ায় বলিল, হে আল্লাহ্, আমার উপর এই যুলুম কেন করিলে, আমাকে পেরেশান করিলে? ইহা বলায় কাফের হইয়া যাইবে।

১১। মাসআলা ঃ যদি কেহ এইরূপ বলে যে, এই কাজ যদি খোদাও আমাকে করিতে বলে, তবুও করিব না,বা এইরূপ বলে যে, জিব্‌রায়ীল যদি আসমান হইতে নামিয়া আসিয়াও আমাকে এই কাজ করিতে বলে, তবুও আমি তাহার কথা মানিব না। তবে সে কাফের হইয়া যাইবে। (তওবা না করিলে চির জাহান্নামী হইবে।)

১২। মাসআলা ঃ কেহ বলিল, আমি এমন কাজ করিব যে, তা খোদাও জানে না, বা খোদা আমার দ্বারা এমন কাজ কেন করাইল? ইহাতে কাফের হইয়া যাইবে।

১৩। মাসআলা ঃ কেহ যদি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহার কোন রাসূলকে তাচ্ছিল্য করে, কিংবা শরীঅতের কোন বিষয়কে খারাব মনে করে, দোষ বাহির করে, কুফরীর কোন বিষয়কে পছন্দ করে, তবে এসব কাজে ঈমান চলিয়া যায়। যে সমস্ত কুফরী বিষয়ে ঈমান চলিয়া যায়, তাহা প্রথম খণ্ডে আকীদার বয়ানের পর বর্ণিত হইয়াছে। আর নিজের ঈমানের হেফাযতের জন্য খুব সতর্ক হওয়া দরকার। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলের ঈমান কায়েম রাখুন এবং ঈমানের সহিত মৃত্যু দান করেন। আমীন!

যবাহ্

১। মাসআলা ঃ যবাহ্ করার নিয়ম এই যে, জানোয়ারের মুখ কেব্‌লা তরফ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ছুরি দ্বারা "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর" বলিয়া গলা কাটিতে হইবে। গলায় চারিটি রগ আছে। একটি রগ শ্বাস-প্রশ্বাসের, একটি পানাহারের এবং দুইটি পার্শ্বের মোটা রগ, মোট এই চারিটি রগ

কাটিতে হইবে। যদি ঘটনাক্রমে চারিটি রগ না কাটিয়া তিনটি কাটে, তবুও জানোয়ার হালাল হইবে, কিন্তু যদি তিনটির কম কাটে, তবে উহা মৃত গণ্য হইয়া হারাম হইয়া যাইবে।

২। **মাসআলা ঃ** যবাহ্ করার সময় যদি ইচ্ছা করিয়া বিস্‌মিল্লাহ্ না পড়ে, তবে জানোয়ার মরা লাশের মধ্যে গণ্য হইয়া হারাম হইয়া যাইবে। অবশ্য যদি ভুলে না বলিয়া থাকে, তবে গোশ্‌ত খাওয়া দুরুস্ত আছে।

৩। **মাসআলা ঃ** ভোঁতা ছুরি দ্বারা বা কম ধারাল ছুরি দ্বারা যবাহ্ করা মাকরূহ্। ছুরি ধারাল না হইলে জানোয়ারের কষ্ট হয়। (কোন জীবকে অযথা কষ্ট দেওয়া শরীঅতে নিষেধ।) যবাহ্ করার পর জানোয়ার ঠাণ্ডা হওয়ার পূর্বে চামড়া খসান, হাত পা কাটা, ভাঙ্গা বা সমস্ত গলা কাটিয়া দেওয়া মাকরূহ্।

৪। **মাসআলা ঃ** মুরগী যবাহ্ করিবার সময় ভুলক্রমে যদি সমস্ত গলা কাটিয়া যায়, তবে মুরগী খাওয়া দুরুস্ত আছে। অবশ্য গলা সম্পূর্ণ কাটিয়া দেওয়া মাকরূহ্। মুরগী খাওয়া মাকরূহ্ হইবে না।

৫। **মাসআলা ঃ** মুসলমান পুরুষ হউক বা স্ত্রী হউক, তাহার যবাহ্ খাওয়া হালাল। এমন কি, (যদি কোন নাবালেগ ছেলে বা মেয়ে বিস্‌মিল্লাহ্ বলিয়া যবাহ্ করে বা) কেহ নাপাক অবস্থায় যবাহ্ করে, তবুও তাহা হালাল। কাফেরের যবাহ্ খাওয়া হারাম।

৬। **মাসআলা ঃ** ছুরির অভাবে ধারাল পাথর, ইস্পাত বাঁশ বা আখের ধারাল বাক্‌ল দ্বারা যবাহ্ করা দুরুস্ত। পাথরের আঘাতে বা বন্দুকের গুলীতে মরিয়া গেলে হালাল হইবে না। দাঁত বা নখ দ্বারা যবাহ্ করা দুরুস্ত নাই।

হালাল-হারামের বয়ান

১। **মাসআলা ঃ** পশু বা পাখীর মধ্যে যাহারা শিকার ধরিয়া খায়, কিংবা যাহাদের খাদ্য শুধু নাপাক বস্তু, সেই পশু-পাখী খাওয়া জায়েয নাই। যেমন, বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ, শৃগাল, শূকর, বিড়াল, বানর, (বেজী। এইরূপে পক্ষীর মধ্যেও যে সব পক্ষী পায়ের দ্বারা শিকার ধরিয়া খায়; যেমন) বাজ, চিল, শিকরা, শকুন, কালকাক, ঈগল পক্ষী ইত্যাদি। পশু বা পক্ষীর মধ্যে যে সমস্ত পশু বা পক্ষী শিকার ধরিয়া খায় না, তাহা খাওয়া হালাল; যেমন, গরু, মহিষ, উট, ছাগল, ভেড়া, মুর্গী, হাঁস ময়না, টিয়াপাখী, বক, চড়ূই, বটের পানিকড়ি, কবুতর, বন্যগরু, হরিণ, খরগোস, বন্যমুরগী, বন্যহাঁস, ইত্যাদি সব জায়েয।

২। **মাসআলা ঃ** সজারু, গোসাপ, কচ্ছপ, খচ্চর, গাধা খাওয়া দুরুস্ত নাই। গাধার দুধ খাওয়াও জায়েয নহে। ঘোড়া খাওয়া জায়েয আছে বটে, কিন্তু জেহাদের সামান বলিয়া আমাদের ইমাম ছাহেব মাকরূহ্ বলিয়াছেন। পানির মধ্যে যে সমস্ত জীব বাস করে, তন্মধ্যে একমাত্র মাছ খাওয়া জায়েয, তাছাড়া অন্য সব না-জায়েয।

(**মাসআলা ঃ** হালাল জানোয়ারের ভিতর পেশাব পায়খানা ব্যতীত আরও সাতটি জিনিস না-জায়েয। যেমন, রক্ত, রগ, পিত্ত, পুরুষাঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, মুত্রাশয় ও অণ্ডকোষ।)

৩। **মাসআলা ঃ** মাছ এবং টিড্ডি ব্যতীত অন্য জানদার যবাহ্ ছাড়া হালাল হইতে পারে না। মাছ এবং টিড্ডির জন্য যবাহের দরকার নাই, অন্যান্য হালাল পশু-পক্ষী যবাহ্ ছাড়া খাওয়া জায়েয নহে। যবাহ্ ব্যতীত প্রাণ বাহির হইয়া গেলে তাহা হারাম।

৪। মাসআলা ঃ মাছ পানিতে আপনা আপনি মরিয়া চিৎ হইয়া ভাসিলে খাওয়া জায়েয নহে। (যদি গরমি, আঘাত বা চাপাচাপির কারণে মরিয়া ভাসে, তবে খাওয়া জায়েয আছে।

৫। মাসআলা ঃ গরু ছাগলের নাড়িভুড়ি খাওয়া হালাল। হারামও নয়, মাক্‌রূহ্‌ও নয়।

৬। মাসআলা ঃ দৈ, চিনি বা গুড়ের মধ্যে পিঁপ্‌ড়া পোকা পড়িয়া থাকিলে তাহা ছাফ করিয়া খাইতে হইবে। ছাফ না করিয়া খাওয়া জায়েয নহে। ছাফ না করিলে যদি এক আধটি পিঁপড়া বা পোকা হলকুমের মধ্যে চলিয়া যায়, তবে মরা খাওয়ার গোনাহ্‌ হইবে। কোন কোন মূর্খেরা বলে যে, (আমের পোকা খাইলে সাঁতার শিখে,) এবং জগডুমুরের পোকা খাইলে চোখ উঠে না, এসব মিথ্যা কথা। ঐ সব পোকা খাওয়া হারাম, খাইলে মরা খাওয়ার গোনাহ্‌ হইবে।

৭। মাসআলা ঃ হিন্দুর দোকান হইতে বকরী, মুর্গী বা অন্য কোন শিকারের গোশ্‌ত কিনিয়া খাওয়া জায়েয নহে। এমনকি, যদি সে দোকানদার বলে যে, মুসলমানের দ্বারা যবাহ্‌ করাইয়া আনিয়াছি তবুও তাহা খাওয়া জায়েয নহে। অবশ্য যদি যবাহের সময় হইতে ক্রয়ের সময় পর্যন্ত অনবরত কোন মুসলমান লক্ষ্য করিয়া থাকে, এক মিনিটও অদৃশ্য না হইয়া থাকে এবং সেই মুসলমান বলে যে, আমি দেখিয়াছি মুসলমানই যবাহ্‌ করিয়াছে এবং যবাহ্‌র সময় হইতে এই সময় পর্যন্ত এক মিনিটের জন্যও আমি গাফেল হই নাই, তবে সেই গোশ্‌ত খাওয়া জায়েয হইবে। (এইরূপে হিন্দুর তৈয়ারী ঔষধের মধ্যে গোশ্‌ত বা কলিজার সার মিশ্রিত থাকে তাহাও ব্যবহার করা জায়েয নহে।

৮। মাসআলা ঃ যে সব মুরগী খোলা থাকে এবং না-পাক খাইয়া বেড়ায়, তাহা তিন দিন বন্ধ রাখিয়া যবাহ্‌ করিবে। তিন দিন না বাঁধিয়া খাইলে মাকরূহ্‌ হইবে।

নেশা পান

১। মাসআলা ঃ সর্বপ্রকারের মদ, শরাব, তাড়ি হারাম এবং না-পাক। ঐ সব ঔষধরূপেও ব্যবহার করা জায়েয নহে। এমন কি, যে ঔষধের মধ্যে শরাব, বা তাড়ি মিশ্রিত করা হইয়াছে, তাহা পান করা, খাওয়া, বাহিরে মালিশ লাগানও জায়েয নহে। (শরাবের এক ফোঁটা যদি তাহাতে বিন্দুমাত্রও নেশা না হয়, তবুও হারাম।)

২। মাসআলা ঃ শরাব এবং তাড়ি ব্যতীত (অর্থাৎ, তরল পদার্থ, ব্যতীত কঠিন পদার্থের) যত প্রকার নেশাদার বস্তু আছে, (যেমন আফিম, জা'ফরান, ভাঙ্গ, তামাক ইত্যাদি) তাহা যদি ঔষধের জন্য এত কম পরিমাণে ব্যবহার করা হয় যাহাতে আদৌ নেশা না হয়, জায়েয আছে এবং এইরূপে নেশার জিনিসের তৈয়ারী ঔষধের মালিশ লাগানও জায়েয আছে, কিন্তু নেশা পরিমাণ খাওয়া হারাম।

৩। মাসআলা ঃ তাড়ি বা শরাবে অন্য কিছু মিশাইলে যদি সিরকা হয়, তবে তাহা খাওয়া জায়েয আছে।

৪। মাসআলা ঃ কোন কোন মেয়েলোক যাহাতে শিশু না কাঁদে সেই জন্য তাহাদিগকে আফিম দিয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখে, ইহা সম্পূর্ণ হারাম।

সোনা বা রূপার পাত্র

১। মাসআলা ঃ সোনা বা রূপার যে কোন পাত্র ব্যবহার করা পুরুষ বা স্ত্রীলোক কাহারও জন্য আদৌ জায়েয নহে। সোনা-রূপার চামচ দ্বারা খাওয়া-দাওয়া, সোনা-রূপার খেলাল দ্বারা খেলাল করা, সোনা-রূপার সুরমাদানি বা সুরমার সলাই দ্বারা সুরমা লাগান, সোনা-রূপার আতরদানে আতর লাগান, সোনা-রূপার পানদান বা খাছদানে পান খাওয়া, সোনা-রূপার কৌটায় তৈল লাগান, যে খাটের পায়া সোনা-রূপার তাহার উপর শোয়া, বসা, সোনা-রূপার আয়নাতে মুখ দেখা (এবং সোনা-রূপার কলম দোয়াত, কলমদান ও ঘড়ি ব্যবহার করা)-ও হারাম। অবশ্য মেয়েলোকেরা সোনা-রূপা জড়িত আয়না জেওররূপে ব্যবহার করিতে পারে; কিন্তু কখনও মুখ দেখিবে না। মোটকথা, সোনা-রূপার জিনিস কোন প্রকারেই ব্যবহার জয়েয নাই।

পোশাক ও পর্দা

১। মাসআলা ঃ ছোট ছেলেদের বালা, খাড়ু হাঁসলী ইত্যাদি জেওর বা রেশমের বা মখমলের কাপড় (টুপী বা পাগড়ী) পরান না-জায়েয। এইরূপে সোনা বা রূপার তাবিয গলায় দেওয়া, বা জা'ফরান বা কুসুম ফুলের রঙ্গিন কাপড় পরানও না-জায়েয। সারকথা এই যে, পুরুষের জন্য যাহা না-জায়েয, ছেলেদের জন্যও তাহা না-জায়েয। অবশ্য যদি বানা (প্রস্থ) সূতার হয় এবং তানা (দৈর্ঘ্য) রেশমের হয়, মখমলের বানা যদি রেশমের না হইয়া সূতার হয়, তবে তাহা জায়েয আছে এবং ছেলেদের জন্যও জায়েয আছে। সোনা-রূপা বা রেশমের কামদার কাপড়, টুপী বা জুতা পরা পুরুষদের জন্যও জায়েয আছে; কিন্তু যদি চারি আঙ্গুলের বেশী হয় তবে জায়েয নাই।

২। মাসআলা ঃ (রেশম পুরুষের জন্য জায়েয নাই। এমন কি, কাপড়ের উপরে বা মাথায় রুমাল বা পাগড়ী বাঁধিলে তাহাও জায়েয নাই। অবশ্য চার আঙ্গুলের কম বা বানা সূতা হইলে জায়েয আছে। এইরূপে) টুপীতে, কাপড়ে বা পাগড়ীতে যদি রেশমের বা সোনা-রূপার এত ঘন কাম হয় যে, দূর হইতে শুধু সোনা-রূপা, রেশমই দেখা যায়, কাপড় একেবারেই দেখা যায় না, তবে জায়েয নাই। পাত্‌লা হইলে জায়েয আছে।

৩। মাসআলা ঃ এমন পাতলা কাপড় যাহাতে সতর ঢাকে না, কাপড়ের নীচের শরীর ঝলকে দেখা যায়, যেমন মলমল, জালিদার কাপড় ইত্যাদি পরা এবং কাপড় না পরিয়া উলঙ্গ থাকা সমান কথা। হাদীস শরীফে আছে, 'অনেক কাপড় পরিধানকারিণী কিয়ামতের দিন উলঙ্গ সাব্যস্ত হইবে।' ইহা এইরূপ পাত্‌লা কাপড় পরিধান সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। আর যদি কোর্তা এবং উড়নী উভয়ই পাতলা হয়, তবে আরও মারাত্মক।

[পুরুষের জন্য টাখ্‌নু (পায়ের গিরা) স্পর্শ করে এরূপ লুঙ্গি, পায়জামা বা চোগা পরা হারাম। টাখ্‌নুর উপর পর্যন্ত কোর্তা পরা সুন্নত। ধুতি, পেন্ট, বা হাফপেন্ট পরা না-জায়েয। স্ত্রীলোকের জন্য পুরা আস্তিনের লম্বা কোর্তা পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকা ঘাগরী এবং মাথার উড়নী ব্যবহার করা সুন্নত। পুরুষের জন্য কান পর্যন্ত বা কাঁধ পর্যন্ত চুল রাখা সুন্নত, সমস্ত চুল একেবারে কামাইয়া ফেলাও সুন্নত এবং আগে পাছে সমানভাবে খাট চুল রাখাও জায়েয আছে; কিন্তু পাছে

একেবারে ছোট এবং সামনে ঝুটির মত রাখা জায়েয নাই। স্ত্রীলোকেরও সম্পূর্ণ চুল রাখিতে হইবে, বাবরীর মত রাখা জায়েয নাই। পুরুষেরও মেয়েলোকের মত লম্বা চুল রাখা জায়েয নাই। মেয়েলোক চুল বেণী করিয়া বা খোঁপা বাঁধিয়াও রাখিতে পারে।]

৪। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীলোকদের জন্যও পুরুষদের ছুরত ধরা, পুরুষের মত কাপড়-জুতা পরা জায়েয নাই। যে সব মেয়েলোক পুরুষদের ন্যায় ছুরত বানায়, হযরত নবী আলাইহিস্‌সালাম তাহাদের লা'নত করিয়াছেন। মুসলমান পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ের জন্য কাফেরদের ছুরত ধরা, লেবাস-পোশাক, খাওয়া-বসা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদিতে তাহাদের অনুকরণ করা জায়েয নাই। এইরূপে মুসলমান পুরুষের জন্য মুসলমান আওরতের অনুরূপ কাপড়, জুতা জেওর পরাও জায়েয নাই।

৫। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীলোকদের জন্য হরেক রকমের জেওর-অলঙ্কার পরা জায়েয আছে। কিন্তু বেশী জেওর না পরাই ভাল। কেননা, যাহারা দুনিয়াতে জেওর পরিবে না, তাহারা বেহেশ্‌তে অনেক বেশী জেওর পাইবে। যে জেওরে শব্দ হয়, তাহা পরা জায়েয নাই। যেমন, ঝুনঝুনি, বাজনাদার খাড়ু ইত্যাদি ছোট মেয়েদেরও পরান জায়েয নাই। সোনা, রূপা ছাড়া অন্যান্য জেওর পরাও জায়েয আছে; যেমন পিতল, গিল্‌টি, তামা, দস্তা ইত্যাদি। কিন্তু আংটি সোনা, রূপা ব্যতীত অন্য কোন কিছুর জায়েয নাই। (এবং পুরুষের জন্য সোনার আংটিও জায়েয নাই, অন্য কোন জেওরও জায়েয নাই। শুধু এক সিকি পরিমাণ রূপার আংটি জায়েয আছে)।

৬। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীলোকদের জন্য মাথা হইতে পা পর্যন্ত শরীর ঢাকিয়া রাখার হুকুম। গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষের সামনে শরীরের কোন অংশই খোলা জায়েয নাই। বুড়া মেয়েলোকের জন্য শুধু হাতের পাতা এবং পায়ের পাতা খোলা জায়েয আছে। তাহা ছাড়া শরীরের অন্যান্য স্থান কোন ক্রমেই খোলা জায়েয নাই। মেয়েলোকদের মাথার কাপড় অনেক সময় সরিয়া যায় এবং সেই অবস্থায়ই কোন গায়ের মাহ্‌রাম আত্মীয়ের সামনে আসিয়া পড়ে; ইহা জায়েয নাই। গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষের সামনে, পর হউক বা আপন এগানা হউক, একটি চুলও খোলা জায়েয নাই। এমন কি, মাথা আঁচড়াইতে যে চুল উঠিয়া আসে বা যে নখ কাটিয়া ফেলে তাহাও এমন কোন জায়গায় ফেলা উচিত নহে, যেখানে কোন গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষের নযরে পড়িতে পারে। এরূপ করিলে গোনাহ্‌গার হইবে।

(দেশে সাধারণতঃ হাতের বাজু বা কোমর খোলা অবস্থায়ই দেওর, ভগ্নিপতি বা চাচাত মামাত ভাইদের সামনে আসিয়া পড়ে, ইহা কখনও জায়েয নাই।)

এরূপ কোন গায়ের মাহ্‌রামকে শরীরের কোন অংশ দেখান জায়েয নাই, তদ্রূপ নিজের হাত পা ইত্যাদি দ্বারা গায়ের মাহ্‌রাম কোন পুরুষকে স্পর্শ করাও জায়েয নাই। (এমন কি, পীরের কদমবুছি করা বা দেখা দেওয়াও জায়েয নাই।)

৭। **মাসআলা ঃ** যুবতী মেয়েলোকের জন্য গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষের সামনে নিজের চেহারা দেখান জায়েয নাই এবং এমন জায়গায় বসা, শোয়া বা দাঁড়ানও জায়েয নাই, যেখানে পরপুরুষে দেখিতে পায়। এই মাস্‌আলা হইতে বুঝা গেল যে, কোন কোন জায়গায় গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষ আত্মীয়-স্বজনকে নূতন বৌ দেখাইবার যে প্রথা আছে, তাহা সম্পূর্ণ না-জায়েয এবং ভারী গোনাহ্‌।

৮। **মাসআলা ঃ** মাহ্‌রাম পুরুষের সামনে চেহারা, মাথা, সিনা, হাতের কব্জি, পায়ের নালা যদি খুলিয়া যায়, তবে গোনাহ্‌ হইবে না। কিন্তু পেট, পিঠ এবং রান তাহাদের সামনেও খুলিবে না।

৯। মাসআলা ঃ (পুরুষদের জন্য যেমন নাভি হইতে হাঁটু পর্যন্ত কোন পুরুষের সামনেও খোলা জায়েয নাই, তদ্রূপ) মেয়েলোকদের জন্যও হাঁটু হইতে নাভি পর্যন্ত কোন মেয়েলোকের সামনে খোলা জায়েয নাই। কোন কোন মেয়েলোক অন্য মেয়েলোকের সামনে উলঙ্গ গোসল করে, ইহা বড়ই নির্লজ্জতা ও না-জায়েয কাজ।

১০। মাসআলা ঃ (যরূরত পড়িলে যতটুকু যরূরত ততটুকু দেখান যাইতে পারে, তাহার চেয়ে বেশী দেখান এবং যাহাকে দেখান দরকার তাহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও দেখান জায়েয নাই, এবং অন্যের জন্য দেখাও জায়েয নাই। ধরুন, রানের উপর যদি ফোঁড়া হয় এবং ডাক্তারকে দেখানের দরকার পড়ে, তবে শুধু ফোঁড়ার জায়গাটুকু দেখাইবে, বেশী দেখাইবে না। এইরূপ অবস্থায় দেখাইবার নিয়ম এই যে, পুরাতন কাপড় দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া শুধু ফোঁড়ার জায়গাটুকু ছিঁড়িয়া বা কাটিয়া দিলে চিকিৎসক শুধু সেই জায়গাটুকু দেখিয়া লইবে, আশপাশে আদৌ দেখিবে না। কিন্তু চিকিৎসক ছাড়া অন্য কোন পুরুষ বা মেয়েলোক ঐ ফোঁড়ার জায়গাটুকুও দেখিতে পারিবে না। অবশ্য যদি হাঁটু এবং নাভির মাঝখান ছাড়া অন্য কোন জায়গায় ফোঁড়া হয়, তবে তাহা অন্য মেয়েলোকেও দেখিতে পারিবে। কিন্তু অন্য পুরুষে দেখিতে পারিবে না। মূর্খ মেয়োলোকেরা প্রসবকালে এভাবে উলঙ্গ করিয়া লয় যে, সব মেয়েলোকেই দেখে; উহা বড়ই গর্হিত প্রথা। হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ "সতর যে দেখিবে এবং যে দেখাইবে উভয়েরই উপর আল্লাহ্র লা'নত পড়িবে!" এ ব্যাপারে খুব সতর্ক হওয়া উচিত।

১১। মাসআলা ঃ গর্ভকালে এবং অন্য কোন কারণে যদি ধাত্রী দ্বারা পেট মলিবার দরকার পড়ে, তবে নাভির নীচের শরীর খোলা জায়েয নাই। কোন কাপড় রাখিয়া তাহার উপর দিয়া মলিবে। বিনা যরূরতে ধাত্রীকেও দেখান জায়েয নাই। সাধারণতঃ পেট মলিবার সময় ধাত্রীও দেখে এবং মা বোন, খালা, ফুফু, দাদী, নানী, চাচী, মামী, ননদ ইত্যাদি বাড়ীর অন্যান্য মেয়েলোকেরাও দেখে, ইহা জায়েয নাই।

১২। মাসআলা ঃ শরীরের যে অংশ দেখা জায়েয নাই, তাহা ছোঁয়াও জায়েয নাই। অতএব, গোসলের সময় যদি কেহ রান ইত্যাদি না খুলিয়া কাপড়ের তলে হাত দিয়া শরীর পরিষ্কার করায়, ইহা জায়েয নহে। অবশ্য দরকারবশতঃ যদি কাপড় হাতে পেঁচাইয়া পরিষ্কার করে, তবে তাহা জায়েয আছে।

১৩। মাসআলা ঃ প্রত্যেক গায়ের মাহ্রাম পুরুষের ও প্রত্যেক গায়ের মাহ্রাম স্ত্রীলোকের যে পরিমাণ পর্দা করা ফরয, কাফের মেয়েলোক হইতেও সে পরিমাণ পর্দা করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, যেমন কোন বুড়া গায়ের মাহ্রাম পুরুষের সামনে আসিতে হইলে শুধু হাতের পাতা, পায়ের পাতা এবং মুখখানা ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত শরীর ঢাকিয়া আসিতে হইবে, একটি চুলও খোলা রাখিতে পারিবে না, তদ্রূপ কোন কাফের মেয়েলোকের সামনে আসিতে হইলেও কেবলমাত্র হাতের পাতা, পায়ের পাতা এবং মুখ ব্যতীত অন্য সমস্ত শরীর ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। উপরের এবারতের এই অর্থ। নতুবা যুবতী মেয়েলোকের জন্য ত কোন গায়ের মাহ্রাম পুরুষের সামনে হাতের পাতা, পায়ের পাতা এবং মুখও খোলা জায়েয নাই। এমন কি, সমস্ত শরীর ঢাকিয়া ও সুন্দর কাপড় পরিয়া সামনে আসাও জায়েয নাই। অবশ্য যদি পুরাতন মলিন কাপড় পরিয়া আপাদ-মস্তক (সমস্ত শরীর) ঢাকিয়া কোন দরকারবশতঃ সামনে আসে, তবে

তাহা জায়েয আছে বটে। সাধারণতঃ মেয়েলোকেরা মনে করে যে, মেয়েলোক হইতে আবার পর্দা কিসের? কিন্তু এই মাসআলার দ্বারা জানা গেল যে, হিন্দু মেয়েলোক বা খৃষ্টান মেম হইতেও পর্দা করা ওয়াজিব। তাহাদের সামনেও কেবলমাত্র হাতের পাতা, পায়ের পাতা এবং মুখ ব্যতীত শরীরের একটি অংশও খোলা জায়েয নাই। মেয়েলোকদের এই মাসআলাটি খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া দরকার। এই মাসআলায় আরও জানা গেল যে, ধাত্রী যদি হিন্দু বা খৃষ্টান ইত্যাদি অমুসলমান মেয়েলোক হয়, তবে শুধু আবশ্যকীয় স্থান ব্যতিরেকে হাতের বাজু বা পায়ের নালা, মাথা, গলা ইত্যাদি তাহাকে দেখাইলে গোনাহ্‌গার হইতে হইবে।

১৪। **মাসআলা ঃ** স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী এবং স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর কোন পর্দা নাই। স্বামী স্ত্রীর সর্বাঙ্গ দেখিতে এবং ছুইতে পারে; কিন্তু বিনা যরূরতে এরূপ করা ভাল নয়।

১৫। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীলোকের জন্য যেমন পর-পুরুষের সামনে আসা, পর-পুরুষকে দেখা দেওয়া জায়েয নাই এবং পুরুষদের জন্যও যেমন পর-স্ত্রীলোককে দেখা জায়েয নাই, তদ্রূপ স্ত্রীলোকদের জন্যও পর পুরুষকে দেখা জায়েয নাই। মেয়েলোকেরা সাধারণতঃ মনে করে যে, পর-পুরুষদের সহিত দেখা দেওয়া জায়েয নাই, কিন্তু পর-পুরুষদেরে দেখাতে কোন ক্ষতি নই; এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অতএব, মেয়েলোকেরা যে নূতন দুলহাকে দেখে বা বেড়ার ফাঁক দিয়া, ছাদের উপর দিয়া এবং জানালার ভিতর দিয়া উঁকি মারিয়া ভিন্ন পুরুষদেরে দেখে, তাহা জায়েয নহে।

১৬। **মাসআলা ঃ** গায়ের মাহ্‌রাম কোন পুরুষদের সঙ্গে কোন স্ত্রীলোকের এবং গায়ের মাহ্‌রাম কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোন পুরুষের এক কামরায় বা এক ঘরে অন্য লোক না থাকাবস্থায় শোয়া বা থাকা জায়েয নাই; যদিও বসার বা শোয়ার বিছানা কিছু কিছু দূরে হয়, তবুও জায়েয নাই।

১৭। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীলোকের জন্য নিজের পীরকেও দেখা দেওয়া জায়েয নাই। এইরূপে পালক ছেলে বয়স্ক হইলে তাহাকেও দেখা দেওয়া জায়েয নাই। ধর্ম-বাপ ও ধর্ম-ভাইকে দেখা দেওয়া জায়েয নাই। দেওর, ভাসুর, ভগ্নিপতি, নন্দাই, চাচাত ভাই, মামাত ভাই, ফুফাত ভাই, খালাত ভাই, খালু-শ্বশুর, মামু-শ্বশুর, চাচা-শ্বশুর ইত্যাদি গায়ের মাহ্‌রাম পরম আত্মীয়গণকেও দেখা জায়েয নাই।

১৮। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীলোকেদের জন্য গায়ের মাহ্‌রাম হিজ্‌ড়া, খোজা, অথবা অন্ধের সামনে আসাও জায়েয নাই।

১৯। **মাসআলা ঃ** কোন কোন মেয়েলোক এত বে-হায়া যে, চুড়ি বিক্রেতা দোকানদারের হাত দ্বারা চুড়ি হাতে পরে, পুরুষ ত দূরের কথা, হিন্দু মেয়েলোকের হাতে, এমন কি, যে সব মুসলমান মেয়েলোক বে-পর্দায় বেড়ায়, তাহাদের হাতের দ্বারাও এইরূপ চুড়ি হাতে পরা জায়েয নাই।

(**মাসআলা ঃ** মেয়েলোকের আওয়াজেরও পর্দার হুকুম আছে)।

পর্দা সম্বন্ধে আয়াত ও হাদীস—বর্ধিত

ইসলাম ধর্ম জগতে আসিয়া জগৎবাসীকে যাবতীয় সুনীতি শিক্ষা দিয়াছিল এবং মানব যাহাতে সম্মান ও সুখ্যাতি বজায় রাখিয়া, ঈমান সালামতে রাখিয়া, সুসন্তান জন্মাইয়া ইহজগৎ পরজগৎ উভয় জগতকে সুন্দর করিয়া গঠন করিতে পারে, সেইসব মহাশিক্ষা আমাদিগকে দান করিয়াছিল।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, একদল লোক পর্দা ফরযের সুনীতিকে উঠাইয়া দিতেছে, অথচ কোরআন এবং হাদীসে পর্দার জন্য যে কত তাম্বীহ্ রহিয়াছে তাহা তাহারা বুঝিতেছে না। তাহা ছাড়া বিবেক বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিলে এবং বাহ্যিক জগতের ঘটনাবলীর দ্বারা যৌক্তিক প্রমাণ হাছিল করিলেও যে তাঁহাদের ভুল ধরা পড়িত এবং ভুল ধারণা দূরীভূত হইত তাহাও তাহারা করিতেছে না।

আমি এখানে হযরত মাওলানা থানভী রহ্‌মতুল্লাহি আলাইহির একটি কিতাব হইতে কতিপয় কোরআনের আয়াত এবং হাদীসের তর্জমা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই বুঝা যাইবে যে, পর্দা প্রথা পালন করা কত যরূরী। —অনুবাদক

আয়াতসমূহ ঃ

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى - (احزاب)

অর্থ—'তোমরা (হে আওরতগণ!) তোমাদের ঘরের (বাড়ীর চতুঃসীমানার) ভিতর (আবদ্ধ) থাক এবং বাহিরে বাহির হইও না, যেমন প্রাথমিক মূর্খ যুগের মেয়েরা বাহির হইত।' —সূরা-আহ্‌যাব

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ○ (احزاب)

অর্থ—'তোমরা (পুরুষগণ) যখন তাহাদের (আওরতদের) নিকট কোন জিনিস চাহিবে, তখন পর্দার আড়ালে থাকিয়া চাহিবে।' —সূরা-আহ্‌যাব

কোরআনের আয়াত দ্বারা কত পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে যে 'কোন জিনিস চাওয়ার যরূরত সত্ত্বেও পর্দা লঙ্ঘন করার এজাযত নাই, তবে হাওয়া খাইতে বা দুনিয়ার জ্ঞান হাছিল করার জন্য পর্দা লঙ্ঘন করা জায়েয হইবে কি প্রকারে?'

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ ○

অর্থ—'হে নবী! আপনি আপনার বিবিগণকে এবং আপনার কন্যাগণকে এবং অন্যান্য মুসলমান নারীগণকে বলিয়া দিন যে, (কোন যরূরতবশতঃ যখন তাহাদের বাহিরে যাওয়ার দরকার পড়ে, তখনও যেন তাহারা পর্দার ফরয লঙ্ঘন না করে। এমন কি, চেহারাও যেন খোলা না রাখে।) তাহারা যেন বড় চাদরের ঘোম্‌টা দ্বারা তাহাদের চেহারাকে আবৃত করিয়া রাখে।' —পারা ঃ ২২ সূরা-আহ্‌যাব

এই আয়াতে দরকারবশতঃ বাহিরে যাওয়ার নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ (الى قوله) اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ○

অর্থ—'আপনি মুসলিম রমণীদিগকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন চক্ষু নীচের দিকে রাখে এবং তাহাদের সতীত্ব ও ইয্‌যত-আবরুকে খুব হেফাযত করিয়া রাখে এবং যেন তাহাদের সৌন্দর্য (শরীরের সৌন্দর্য, কাপড়ের সৌন্দর্য এবং অলঙ্কারের সৌন্দর্য যে কোন সৌন্দর্যই হউক) প্রকাশ না করে।—অবশ্য যতটুকু অগত্যা প্রকাশ না হইয়াই পারে না, তাহা মাফ এবং তাহারা যেন উড়নী চাদর দ্বারা গলা, মাথা, বুক ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখে এবং বাহিরে যেন না বেড়ায়, অথবা হাঁটিবার সময় পা যেন জোরে না মারে। কারণ, এইরূপ করিলে তাহাদের যে সৌন্দর্য লুকাইয়া রাখিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।' (সূরা-নূর, পারা ১৮, রুকূ ১০)

পাঠক-পাঠিকা, দেখুন, পা পর্যন্ত জোরে মারা নিষেধ, তবে কি সুন্দর সুন্দর কাপড় পরিয়া বেড়াইবার বা চেহারা দেখাইবার অধিকার থাকিতে পারে? পা জোরে মারিলে তাহার শব্দে লম্পট যুবকদের মনে কতটুকু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইতে পার? তাহাই যখন নিষিদ্ধ হইল, তখন চেহারা দেখিলে ত সাধু পুরুষগণেরও ঠিক থাকা মুশ্‌কিল, তাহা কি প্রকাশ করা জায়েয হইতে পারে?

لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ○ (سورة الطلاق)

অর্থ—'হে পুরুষগণ! তোমরা তাহাদিগকে (আওরতদিগকে) তাহাদের (ঘর-বাড়ী) হইতে বাহির করিয়া দিও না এবং তাহারা নিজেরাও যেন বাহির না হয়। (কারণ, আওরতের জন্য ঘর হইতে বাহির হওয়া অত্যন্ত বে-হায়ায়ির কাজ)। অবশ্য যদি কেহ অত্যন্ত নির্লজ্জতার কাজ করে, তাহাকে বাহির করিয়া দিবে। এগুলি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা (আইন)। যে আল্লাহ্‌র সীমা অতিক্রম করিবে (বা যে আল্লাহ্‌র আইন লঙঘন করিবে) সে নিজের জানের উপর যুলুমকারী সাব্যস্ত হইবে।'

স্ত্রীজাতির সৃষ্টিগত স্বভাব এবং প্রকৃতিগত নিয়ম যে, বাড়ীর ভিতরে থাকা, তাহা অতি সুষ্ঠুরূপে এই আয়াতে প্রমাণিত হইতেছে।

وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ○

অর্থ—(যিনার শাস্তি একশত কোড়া, অথবা সঙ্গেসার করা, এই হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বের কথা বলিয়াছেন) আর যে সব মুসলমান স্ত্রীলোক যিনা করিয়া অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে তাহাদের অপরাধ সপ্রমাণ করার জন্য চারিজন পুরুষ সাক্ষীর দরকার। যখন চারিজন মুসলমান পুরুষ সাক্ষ্য দিবে, তখন তাহাদিগকে (ঐ যিনাকারীদিগকে) ঘরের ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের মৃত্যু আসে, অথবা আল্লাহ্‌ই (শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া) তাহাদের জন্য কোন পন্থা করিয়া দেন।' (যেমন, পরে অবিবাহিতের একশত কোড়া, আর বিবাহিতের সঙ্গেসারের হুকুম করিয়া শাস্তির ব্যবস্থা দিয়াছেন।)

এখানে প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধীকেও পর্দার বাহির করিতে নিষেধ করা হইতেছে।

হাদীসসমূহ ঃ

(১) اَلْمَرْاَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ – (ترمزى)

অর্থ—'স্ত্রীজাতি আপাদ-মস্তক ঢাকিয়া রাখিবার বস্তু। যখনই তাহারা পর্দার বাহির হয়, তখন শয়তান তাহাদের পাছে উঁকি ঝুঁকিতে লাগিয়া যায়।' —তিরমিযী

(২) اَفَعَمْيَاوَانِ اَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهٖ – (ترمزى)

অর্থ—একদা হযতর নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ীর ভিতর বসিয়া ছিলেন। তাঁহার কাছে তাঁহার দুই বিবি হযরত উম্মে সালামা এবং হযরত মায়মুনা রাযিয়াল্লাহু আনহুমা ছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে-উম্মে মক্‌তুম নামক একজন অন্ধ ছাহাবী হযরতের কাছে আসিতে চাহিলেন। হযরত তাঁহার বিবিদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ হুকুম করিলেনঃ 'তোমরা পর্দা কর।' তাঁহারা আরয করিলেনঃ হুযূর! ইনি তো অন্ধ; (ইনি তো আর) আমাদের

দেখিবেন না তাঁহা হইতে পর্দা করার দরকার কি?' হযরত বলিলেন, "তোমরাও কি অন্ধ! তোমরাও কি তাহাকে দেখিবে না?'

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, চিন্তা করুন। একদিকে নবী-পত্নী মুসলিম-জননী, আর এক দিকে অতি পরহেযগার সাধু চরিত্র নবী; আর এমন পবিত্র স্থানেও কি অন্ধ ছাহাবীর কোনরূপ কু-ধারণার আশঙ্কা ছিল? তাহা সত্ত্বেও হযরত স্বীয় উম্মতকে সুন্নত তরীকা এবং সাধারণ ইসলামী সুনীতি শিক্ষা দিবার জন্য আল্লাহ্র আইনের মর্যাদা রক্ষার্থে নিজের ঘরে আমল শুরু করিয়া কিরূপে স্ত্রীলোকদের পর্দা করিবার হুকুম দিয়াছেন।

(৩) اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِىْ مِنْهُ يَاسَوْدَةُ ـ (مشكواة)

অর্থ—জাহেলিয়াতের যমানার ঘটনা। সেকালে সতীত্ব রক্ষা খুব কমই হইত এবং নসল্ও খুব কমই ঠিক থাকিত। যাম'আহ্ নামক একজন লোক ছিল। উত্তর কালে তাহার কন্যা সওদাকে হযরত নবী আলাইহিস্সালাম বিবাহ করিয়াছিলেন। যাম'আর বাঁদীর সহিত উতবা নামক একজন লোক যিনা করিয়াছিল। সেই ঘরে একটি ছেলে পয়দা হইয়াছিল। সেই ছেলে লইয়া উতবার ভাই এবং যাম'আর জ্যেষ্ঠপুত্রের মধ্যে ঝগড়া হয়, সেই মকদ্দমার বিচার হযরতের দরবারে আসে। হযরত বিচার করিলেন—'শরীঅতের বিধান এই যে, যিনাকারীকে পাথর মারা হইবে এবং যাহার সহিত আক্দ হইয়াছে সন্তান তাহার থাকিবে।' এই সূত্রে ঐ ছেলে সওদা রাযিয়াল্লাহু আন্হার বৈমাত্রেয় ভাই হইল এবং মাহ্রাম হইল। কিন্তু উতবার ঔরষজাত বলিয়া রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি সওদাকে হুকুম দিলেন, 'হে সওদা! এই ছেলে তোমার ভাই বটে, কিন্তু সন্দেহ আছে, তাই তোমাকে ইহা হইতে পর্দা করিতে হইবে।' এই হুকুম পাওয়ার পর ঐ ছেলে যখন বালেগ হইল, তখন হইতে হযরত সওদা (রাঃ) জীবনে তাহাকে দেখা দেন নাই।

এখানে সন্দেহ হওয়াতে মাহ্রামের সহিত পর্দা করিবার হুকুম দিলেন।

(৪) اِيَّا كُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَرَاَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ (بخارى مسلم)

অর্থ—হযরত (দঃ) ফরমাইলেন, 'খবরদার! তোমরা মেয়েদের মধ্যে অবাধে যাতায়াত করিও না, (অর্থাৎ, যে বাড়ীতে বা ঘরে মেয়েলোক থাকে তথায় যাতায়াত করিও না বা যাতায়াত করার দরকার হইলে আওয়ায দিয়া পর্দা করিয়া তারপর বাড়ীর ভিতর বা ঘরের ভিতর ঢুকিও।') একজন লোক আরয করিল, 'হুযূর! দেওর সম্বন্ধে কি হুকুম? হুযূর বলিলেন, দেওর মৃত্যুসদৃশ, (দেওরের ত আরও বেশী ভয়'।)

(৫) لَايَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاَةٍ اِلاَّ كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ ـ (ترمذى)

অর্থ—হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, খবরদার! কোন ভিন্ন পুরুষই যেন কোন ভিন্ন মেয়েলোকের সহিত একাকী না থাকে। কারণ, যখনই কোন পুরুষ কোন মেয়েলোকের সহিত একাকী হয়, তখনই শয়তান হয় তাহাদের তৃতীয় এবং তাহাদের পাছে লাগে; (প্রথমে নানারূপ অসঅসা দেয়, তারপর আরও বাড়িয়া যাইতে পারে।)

(৬) لَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُوْرَ اِلَيْهِ — (بيهقى)

অর্থ—হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, 'যে দেখিবে তাহার উপরও আল্লাহ্র লা'নত এবং যে দেখাইবে তাহার উপরও আল্লাহ্র লা'নত। অর্থাৎ, যদি কেহ বে-পর্দা চলে তাহার উপর আল্লাহ্র গযব পড়িবে এবং যে পর্দা সত্ত্বেও অথবা বে-পর্দাবশতঃ মেয়েলোকদের দেখিবে তাহার উপরও আল্লাহ্র গযব পড়িবে।

(৭) اِنَّ الْمَرْاَةَ اِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَنْ يَّصْلُحَ اَنْ يُّرٰى مِنْهَا اِلَّا هٰذَا وَهٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى وَجْهِهٖ وَكَفَّيْهِ ○

অর্থ—হযরত আয়েশার ভগ্নী হযরত আস্‌মা হযরত নবী আলাইহিস্‌সালামের শালী, একদিন কিছু পাতলা কাপড় পরিয়া হযরত নবী আলাইহিস্ সালামের দরবারে উপস্থিত হইলেন। হযরত মুখ ফিরাইয়া লইলেন এবং বলিলেন, 'দেখ আস্‌মা! মেয়েরা যখন বালেগা হইয়া যায়, তখন তাহার শরীরের কোন অংশই দেখা বা দেখান জায়েয নহে। এবং হাত ও মুখের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, কেবল মুখ এবং হস্তদ্বয়ের পাতা খোলা মা'ফ (করিয়া দেওয়া হইয়াছে) বটে।'

এই সমস্ত হাদীস এবং কোরআনের আয়াত দ্বারা পরিষ্কার বুঝে আসে যে, পর্দা প্রথা পালন করা কত যরূরী এবং হযরতের যামানায়, ছাহাবাদের যামানায়, তাবেয়ীন ও তাব্‌য়ে তাবেয়ীনদের যামানায় কেমন কঠোর পর্দা ছিল। কোরআনে বলা হইয়াছে, حُوْرٌ مَّقْصُوْرَاتٌ فِى الْخِيَامِ অর্থাৎ, বেহেশ্‌তের মধ্যে যে সব হূর থাকিবে, তাহারাও খিমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, বেহেশ্‌তের মধ্যেও পর্দার ব্যবস্থা থাকিবে। কারণ, ইহা স্ত্রী জাতির সৌজন্য, নৈতিক উন্নতি এবং শরাফতের পরিচায়ক।

অবশ্য পর্দার এই কড়া ব্যবস্থা এক দিনে করা সম্ভব হয় নাই এবং তাহা স্বাভাবিক নিয়মও নয়। প্রাথমিক যুগে কতিপয় বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমোন্নতির রীতি অনুযায়ী পর্দার হুকুম নাযিল করা হইয়াছে। কোন কোন হাদীসে যে, মেয়েলোকের বাহিরে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা সেই প্রাথমিক যুগের কথা, অথবা যরূরতবশতঃ নানা রকম শর্ত লাগাইয়া বাহিরে যাওয়ার বা শরীরের কিছু অংশ খোলা রাখিবার এজাযত দেওয়া হইয়াছে। সে অবস্থায়ও পুরুষদের কঠোরভাবে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহারা যেন চক্ষু নীচে রাখে, চোখের দ্বারা যেন না দেখে। স্ত্রীগণকে কঠোর আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যেন রাস্তার কেনারা দিয়া চলে, মাঝখান দিয়া না চলে, খোশ্‌বু লাগাইয়া বা সুন্দর কাপড় পরিয়া যেন বাহির না হয়। ময়লা কাপড় দ্বারা আপাদ-মস্তক ঢাকিয়া বাহির হয় ইত্যাদি।

(৮) اَوْمَتْ اِمْرَاَةٌ مِّنْ وَّرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ○ (ابوداؤد ونسائی)

অর্থ—'একটি মেয়েলোক একখানা চিঠি রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পর্দার আড়ালে থাকিয়া হাত বাড়াইয়া দিয়াছিল।

বুঝা গেল, হযরতের সঙ্গেও সে যামানার মেয়েলোকেরা পর্দা করিত এবং পর্দার আড়ালে থাকিয়া কথাবার্তা বলিত। হযরত যদিও সমস্ত পৃথিবীর রূহানী পিতা, তা সত্ত্বেও তাঁহার সঙ্গে পর্দা করা হইত।

এতদ্ভিন্ন বোখারী ও মোসলেম শরীফে হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীস আছে, তিনি হযরতের সঙ্গে জেহাদের সফরে হাওদার মধ্যে থাকিতেন। হাওদা পাল্কীর মত উটের পিঠের উপর বাঁধিয়া রাখা হয়। একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) রাত অন্ধকার থাকিতে ক্বাযায়ে-হাজতের জন্য জঙ্গলে গিয়াছিলেন। হযরতের খাদেমগণ টের না পাইয়া খালি হাওদাই উটের পিঠের উপর বাঁধিয়া দিয়াছিল এবং তৎকারণে হযরত আয়েশা (রাঃ) বিপদে পড়িয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, জেহাদের সফরেও পর্দা পালন করিতেন।

(৯) قِصَّةُ الْفَتٰى الْحَدِيْثِ الْعَهْدِ بِعُرْسٍ فَاِذَا امْرَاَتُهٗ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةٌ فَاَهْوٰى اِلَيْهَا بِرُمْحٍ لِيَطْعَنَهَا بِهٖ وَاَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ — (مسلم)

অর্থ—মোছলেম শরীফে আছে—'একজন যুবক নূতন শাদী করিয়া জেহাদে গিয়াছিলেন' একদিন হঠাৎ বাড়ী আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার স্ত্রী বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। এতদ্দর্শনে তিনি ক্রোধে আধীর হইয়া নিজ স্ত্রীকে বল্লম দ্বারা আঘাত করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। পরে জানিতে পারিলেন যে, এক বিষধর সাপের কারণে সে দরজা পর্যন্ত আসিতে বাধ্য হইয়াছিল।'

১০। **মাসআলাঃ** মোছলেম শরীফের হাদীসে আছে, 'হযরত আনাছ (রাঃ) হযরত যয়নব রাযিয়াল্লাহু আন্‌হার বিবাহের অলিমার ঘটনা বয়ান করিলেন। তিনি বলেন, তখন পর্দার হুকুম ছিল না। লোকেরা অলিমার দাওয়াত খাইবার জন্য হযরতের বাড়ীর ভিতর আসিয়াছিল। খাওয়ার পর সব লোক চলিয়া গেল; কিন্তু ২/৩ জন লোক আর যায় না, অথচ হযরতের শরমবোধ হইতেছিল; তাঁহার মনে চাহিতেছিল, তাহারা চলিয়া গেলে ভাল হইত, তিনি তাঁহার বিবিগণের সহিত আলাপ করিবার বা আরাম করিবার সুযোগ পাইতেন; কিন্তু তাহারা বুঝিতেছে না। পরে হযরত বাহানা করিয়া নিজেই উঠিয়া গেলেন, আমিও সঙ্গে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন দেখিলাম, তাহারা চলিয়া গিয়াছে। তখন পর্দার আয়াত নাযিল হইল, আমার মধ্যে এবং হযরতের মধ্যেও পর্দা লটকাইয়া দেওয়া হইল।

এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, এর আগে পর্দার হুকুম ছিল না। ইহাও জানা গেল যে, পর্দার হুকুম নাযিল হইয়াছে বিবি যয়নবের বিবাহের সময় আর্থাৎ, ৫ম হিজরীর শেষভাগে। প্রথম قرن فى بيوتكن আয়াতে যদি কোন কু-চক্রান্তকারী আলেম বলেন, এই হুকুম তো হযরতের বিবিদের করা হইয়াছে, তবে তাহার উত্তর এই যে, উপর নীচে খুব গওর করিয়া পড়িয়া দেখুন, বুঝে আসিবে যে, পর্দার হুকুম খাছ নয়, পর্দার হুকুম সকলের জন্যই আ'ম। কেননা, পর্দার হুকুমের হেকমত হইল—যাহাতে পুরুষ জাতি এবং স্ত্রীজাতির মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে যে চুম্বকের আকর্ষণের মত আকর্ষণ শক্তি রাখা হইয়াছে, পরস্পর দেখাশোনায় সেইদিকে আকৃষ্ট হইয়া যেন তাহাদের স্বাস্থ্যহানি, মন চঞ্চল, চরিত্র কলুষিত, আত্মা অপবিত্র, বংশ নষ্ট, ঈমান খারাব ইত্যাদি না হইতে পারে সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রতা, শরাফত, সম্মান ও মর্যাদা যেন বৃদ্ধি হয়। তবে সম্মান ও মর্যাদার হুকুম খাছ হইতে পারে বটে, কিন্তু চরিত্র কলুষিত হওয়ার আশঙ্কা যেখানে বেশী সেখানে পর্দার হুকুম না হইয়া যেখানে কম সেইখানে কি শুধু পর্দার হুকুম হইতে পারে? কাজেই পর্দার হুকুম আ'ম।

বিবিধ মাসায়েল

১। **মাসআলাঃ** প্রত্যেক সপ্তাহে নখ, চুল, মোচ, নাকের পশম, কানের পশম, বগলের পশম নাভির নীচের পশম ইত্যাদি কাটিয়া গোসল করিয়া (কাপড় চোপড় ধুইয়া) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাও মুস্তাহাব।

যদি কেহ প্রত্যেক সপ্তাহে শুক্রবারে না পারে, তবে ১৫ দিন অন্তর করা চাই, বেশীর পক্ষে চল্লিশ দিনের বেশী ইজাযত নাই। যদি চল্লিশ দিন পার হইয়া যায় আর নখ চুল কাটিয়া ছাফ না করে, তবে গোনাহ্‌গার হইবে।

২। **মাসআলাঃ** নিজের মা-বাপ প্রভৃতি মুরব্বিদের এবং স্ত্রীলোকদের নিজের স্বামীকে নাম ধরিয়া ডাকা নিষেধ ও মকরূহ্। কেননা, ইহাতে বে-আদবি হয়। কিন্তু যরূরতের সময় যেমন মা-বাপের নাম উচ্চারণ করা জায়েয আছে, তদ্রূপ স্বামীর নাম উচ্চারণ করাও জায়েয আছে।

এইরূপে শুধু নাম লওয়ার আদব নয়; বরং উঠা-বসা, চলাফিরা, কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া সব কাজেই আদব-তমীযের লেহায রাখা একান্ত আবশ্যক।

৩। **মাসআলাঃ** কোন জানদার জীবকে আগুনে জ্বালান জায়েয নাই। যেমন, বোল্‌তা, মধুপোকা, পিঁপড়া, ছারপোকা ইত্যাদি। এই সবকে আগুন দিয়া জ্বালান বা আগুনে নিক্ষেপ করা জায়েয নাই। অবশ্য একান্ত ঠেকাবশতঃ বোল্‌তাকে আগুন দিয়া তাড়ান বা ছারপোকার উপর গরম পানি ঢালিয়া দিয়া তাহার যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা জায়েয আছে।

৪। **মাসআলাঃ** কোন কাজের জন্য দুই পক্ষ হইতে শর্ত করিয়া বাজী ধরা জায়েয নাই। যেমন, যদি কেহ বলে যে, যদি এক সের মিঠাই খাইতে পার, তবে আমি তোমাকে এক টাকা দিব, আর যদি না পার তবে আমাকে তোমার এক টাকা দিতে হইবে। অবশ্য যদি এক পক্ষ হইতে হয়, তবে তাহা জায়েয আছে। (যেমন, যদি কেহ বলে যে, এক ঘন্টার মধ্যে যদি এই সবক্‌টি ইয়াদ করিয়া দিতে পার, তবে তোমাকে এক টাকা পুরস্কার দিব, এরূপ এক পক্ষ হইতে শর্ত হইলে জায়েয আছে।)

৫। **মাসআলাঃ** দুইজন লোককে চুপে চুপে কথা বলিতে দেখিয়া তাহাদের অনুমতি না লইয়া কাছে যাওয়া উচিত নহে এবং লুকাইয়া তাহাদের কথা শুনা অতি বড় গোনাহ্। হাদীস শরীফে আছে, 'যে ব্যক্তি লোকদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও লুকাইয়া তাহাদের কথা শুনিবে, কিয়ামতের দিন তাহার কানে সীসা ঢালা হইবে।' এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, শাদী বিবাহে নূতন বর-কনের কথাবার্তা বা তাহাদের আচার-ব্যবহার গোপনে শুনা বা দেখা অতি বড় গোনাহ্।

৬। **মাসআলাঃ** স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা বা আচার-ব্যবহার অন্য কাহারও কাছে প্রকাশ করা ভারী গোনাহ্। হাদীস শরীফে আছে, যে এইসব গুপ্ত কথা প্রকাশ করিবে তাহার উপর আল্লাহ্‌র গযব পড়িবে।

৭। **মাসআলাঃ** কাহারও সহিত হাসি-ঠাট্টা করা বা কাহাকেও গুদ্‌লি দেওয়া ঐ পরিমাণ জায়েয আছে, যে পরিমাণে শুধু হাসি আসে, মনে কষ্ট না পায়। যে ব্যক্তি মনে কষ্ট পায় তাহার সহিত, বা যত পরিমাণে হাসি-ঠাট্টা করিলে মনে কষ্ট পায়, তত পরিমাণ হাসি-ঠাট্টা করা বা কাতুকুতু দেওয়া জায়েয নাই।

৮। **মাসআলাঃ** বিপদে পড়িয়া নিজকে নিজে বদ্ দো'আ অভিশাপ দেওয়া বা মৃত্যু-কামনা করা জায়েয নাই।

৯। **মাসআলাঃ** কড়ি, তাস, শতরঞ্জ, পাশা, (ফুটবল, হকি, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলা দুরুস্ত নাই। যদি নেশা হইয়া অভ্যাসগত না হইয়া যায় এবং কোন ফরয ওয়াজিব তরক না হয়, তবে তাহা মাক্‌রূহ্ তাহ্‌রীমী।) আর যদি বাজী লাগান হয় (বা নেশা হইয়া অভ্যাস হইয়া যায় বা কোন ফরয ওয়াজিব তরক হয়,) তবে উহা স্পষ্ট জুয়া এবং হারাম।

১০। **মাসআলাঃ** ছেলে-মেয়ের বয়স দশ বৎসর হইয়া গেলে তাহাদের বিছানা পৃথক করিয়া দেওয়া দরকার, ভাইয়ে ভাইয়ে বা ভাইয়ে বোনে বা মেয়ে বাপে বা ছেলে মায়ে এক বিছানায় শুতে দেওয়া জায়েয নহে। অবশ্য যদি ছেলে বাপের কাছে এবং মেয়ে মার কাছে থাকে, তবে তাহা জায়েয আছে।

১১। **মাসআলাঃ** হাঁচি দিলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল্‌হামদু লিল্লাহ্) বলিয়া আল্লাহ্‌র শোক্‌র করা উত্তম। যে ব্যক্তি এই প্রশংসা (الحمد) শুনিবে উত্তরে তাহার يرحمكم الله (ইয়ারহামুকুমুল্লাহ্)

বলা ওয়াজিব। না বলিলে গোনাহ্‌গার হইবে। তারপর আবার হাঁচিদাতার يَرْحَمُكَ اللهُ বলিয়া দো'আ দেওয়া উচিত; কিন্তু ইহা বলা ওয়াজিব নহে, মুস্তাহাব। হাঁচিদাতা স্ত্রী-লোক বা মেয়ে হইলে জবাবে বলিবে— يَرْحَمُكِ اللهُ আর হাঁচিদাতা পুরুষ বা ছেলে হইলে জবাবে يَرْحَمُكَ اللهُ বলিবে।

১২। মাসআলাঃ হাঁচিদাতার "আলহামদুলিল্লাহ্" বলা যদি কয়েক জন লোকে শুনে, তবে সকলেই "ইয়ারহামুকুমুল্লাহ্" বলা ভাল, কিন্তু সকলের উপর ওয়াযিব নহে, যদি একজনে মাত্র বলে, তবুও সকলে গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া যাইবে, কিন্তু যদি কেহই না বলে, তবে সকলেই গোনাহ্‌গার হইবে।

১৩। মাসআলাঃ যদি কেহ বার বার হাঁচি দেয় এবং বার বার الحمد لله বলে, তবে তিনবার পর্যন্ত (يرحمك الله) বলা ওয়াজিব, তারপর ওয়াজিব নহে।

১৪। মাসআলাঃ (যখন আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হয়, তখন 'তা'আলা', 'জাল্লাজালালুহু' বা 'আম্মানাওয়ালুহু' বা 'তাবারাকাছ্‌মুহু' ইত্যাদি তা'যীম সূচক কোন শব্দ বলা ওয়াজিব। এইরূপে) যখন হযরত নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম লওয়া হয় তখন বক্তা, শ্রোতা এবং পাঠক সকলের উপরই অন্ততঃ একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব। যদি কেহ না পড়ে, তবে সকলে গোনাহ্‌গার হইবে। যদি একই জায়গায় কয়েকবার হযরতের নাম মুবারক উচ্চারণ করা হয়, তবে প্রত্যেক বার দরূদ শরীফ পাঠ করা সকলের উপর ওয়াজিব হইবে না; কিন্তু স্থান পরিবর্তন হওয়ার পর নাম লইলে, বা শুনিলে পুনরায় পড়া ওয়াজিব হইবে। (এই সম্বন্ধে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলিয়াছেন যে, প্রত্যেকবারই ওয়াজিব হইবে, কেহ বলিয়াছেন যে, এক মজলিসে একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করিলেই গোনাহ্ হইতে বাঁচা যাইবে, কিন্তু সকলেরই যে দুরূদ শরীফ পাঠ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। হযরতের নাম মুবারকের পর صلى الله عليه وسلم 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' এই শব্দটুকু পাঠ করিলেই দুরূদ শরীফ পাঠের হুকুম আদায় হইয়া যাইবে এবং দশটি গোনাহ্ মা'ফ হইবে, দশটি নেকী লেখা যাইবে, দশটি দর্জা বুলন্দ হইবে।)

১৫। মাসআলাঃ ছেলেদেরও সম্পূর্ণ মাথা মুড়াইয়া দেওয়া বা সমস্ত মাথায় এক রকম চুল রাখা উচিত। কতেক মুড়াইয়া কতেক রাখা বা এক দিকে খাট করিয়া আর এক দিকে লম্বা করা জায়েয নাই; (আর টিকি রাখা ত মুসলমানের কাজই নয়।)

১৬। মাসআলাঃ মেয়েলোকদের জন্য খোশবু, সুগন্ধি (বা সেন্ট) এরূপভাবে লাগান জায়েয নাই যাহাতে ভিন্ন পুরুষ পর্যন্ত সুঘ্রাণ যায়।

১৭। মাসআলাঃ না জায়েয কাপড় যেমন নিজে পরা জায়েয নাই। তদ্রূপ অন্যকে সেলাই করিয়া দেওয়াও জায়েয নাই। যেমন স্বামী যদি এমন পোশাক সেলাই করিতে স্ত্রীকে বলে যাহা তাহার জন্য পরা জায়েয নাই, তবে ওযর করিবে। এরূপে দর্জি মজুরীর বিনিময়ে এরূপ কাপড় সেলাই করবে না।

১৮। মাসআলাঃ মিথ্যা কেচ্ছা কাহিনীর পুথি-পুস্তক, সনদবিহীন হাদীস পড়াও জায়েয নাই, বেচা-কেনাও জায়েয নাই। (যেমন তা'লনামা, ফালনামা, জঙ্গনামা, সোনাভান, বিষাদ-সিন্ধু ইত্যাদি।) এইরূপে যে সমস্ত নভেল নাটক বা গান গযলের মধ্যে রূপ-কাহিনী বা প্রেম-কাহিনী বর্ণিত হয়, তাহাও পড়া বিশেষতঃ মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ না-জায়েয। (যেমন, বিদ্যাসুন্দর

নৌকাবিলাস ইত্যাদি।) এই ধরনের পুথি-পুস্তক ঘরে ছেলেমেয়েদের কাছে দেখিলে তাহা পোড়াইয়া ফেলিবে।

১৯। মাসআলা ঃ স্ত্রীলোকদের মধ্যেও সালাম মোছাফাহা করা সুন্নত। এ সুন্নত জারি করা উচিত। নিজেরা পরস্পর ইহা করিবে। (অনেকে সালামের পরিবর্তে 'আদাব' ব্যবহার করে এবং মোছাফাহার পরিবর্তে কদমবুছি করে। ইহা না করিয়া আস্‌সালামু আলাইকুম বলিয়া সালাম করা দরকার এবং হাতে হাত মিলাইয়া মোছাফাহা করা দরকার।)

২০। মাসআলা ঃ কোথাও মেহ্‌মান হইলে ফকীর ইত্যাদিকে কোন খাদ্য দিবে না। বাড়ীওয়ালার অনুমতি না লইয়া দেওয়া গোনাহ্‌।

২১। মাসআলা ঃ মানুষের বা অন্য কোন জানদার জীবজন্তুর ছবি বা মূর্তি আঁকা,রাখা বা বেচা-কেনা হারাম। অবশ্য জানদার ছাড়া অন্যান্য নির্জীব পদার্থের ছবি আঁকা, রাখা বা বেচা-কেনাতে কোন দোষ নাই।

২২। মাসআলা ঃ হালাল জানোয়ারও যদি বিনা যবাহ্‌তে মরিয়া যায়, তবে তাহার চামড়া দাবাগত (পাকা করা) ছাড়া বিক্রি করা জায়েয নাই। আবার যদি হারাম জানোয়ারও বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলিয়া যবাহ্‌ করা হয়, তবে তাহার চামড়া কাঁচাও বিক্রি করা জায়েয আছে; যেমন, গোসাপের বা উদের চামড়া ইত্যাদি। শূকর এবং মানুষের চামড়া বিক্রি করা কোন অবস্থাতেই জায়েয নাই।

২৩। মাসআলা ঃ হযরত নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ এবং মেয়ে ছাহাবিগণ সাধারণতঃ এইরূপ পোশাক পরিধান করিতেন—নিম্ন শরীরে পায়জামা অথবা (পায়ের পাতা ঢাকে এমন) লুঙ্গী, ঊর্ধ্ব শরীরে পুরা আস্তিনের লম্বা কোর্তা এবং মাথায় উড়নী, চাদর এই তিন কাপড়ই সাধারণতঃ পরিতেন। বাড়ীর ভিতরে হাতের পাতা ও মুখ খোলাই থাকিত। বাড়ীর মধ্যে হাতের পাতা এবং মুখের পর্দার ব্যবস্থা ছিল যে, কাহারও বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতে হইলে সালাম দিয়া, এজাযত লইয়া ঢুকিতে হইত এবং যখন কোন দরকারবশতঃ বাড়ীর বাহিরে নিকটে কোথাও যাওয়ার দরকার পড়িত, তখন বড় চাদর (আজকাল বোরকা) দ্বারা আপাদমস্তক ঢাকিয়া লইতেন।

পতিত জিনিস পাওয়ার বয়ান

১। মাসআলা ঃ রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে, মাঠে-ময়দানে, সভা-সমিতিতে বা অন্য কোথাও পরের কোন জিনিস পতিত পাইলে তাহা নিজে লওয়া হারাম। যদি তাহা তথা হইতে উঠাইতে হয়, তবে এই নিয়তে উঠাইতে হইবে যে, মালিককে তালাশ করিয়া দিয়া দিব।

২। মাসআলা ঃ যদি এইরূপ কোন জিনিস পায়, আর না উঠায়, তবে তাহাতে গোনাহ্‌ নাই। কিন্তু যদি ভয় হয় যে, না উঠাইলে অন্য কোন দুষ্ট লোক হয়ত লইয়া যাইবে এবং মালিককে দিবে না, নিজেই আত্মসাৎ করিয়া ফেলিবে, তবে লওয়া এবং মালিককে খুঁজিয়া পৌঁছাইয়া দেওয়া ওয়াজিব।

৩। মাসআলা ঃ পতিত জিনিস উঠাইলে মালিককে তালাশ করাও ওয়াজিব এবং মালিক পাওয়া গেলে তাহাকে দিয়া দেওয়া ওয়াজিব। যদি মালিককে তালাশ করা কষ্টকর মনে করিয়া আবার যেখানকার জিনিস সেখানেই ফেলিয়া আসে, তবে তাহাতেও গোনাহ্‌গার হইবে। যদি জিনিস নিরাপদ জায়গায় পড়া থাকে, নষ্ট বা পর হস্তগত হওয়ার আশঙ্কাও না থাকে, সেইখান

থেকেও একবার উঠাইলে আর সেখানে ফেলিয়া আসা জায়েয নাই, মালিককে তালাশ করিতে হইবে (ওয়াজিব) এবং মালিককে দিতে হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** রাস্তা-ঘাটে, হাট-বাজারে, সভা-সমিতিতে বা অন্য যেখানে লোকের চলাচল বা লোক একত্র হয়, সেই সব জায়গায় উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতে হইবে যে, আমি একটি জিনিস পাইয়াছি, যাহার হয় আমার কাছ থেকে নিয়া যাইবেন। জিনিসের নাম লইবার সময় সম্পূর্ণ নাম নেশানা বলিয়া দিবে না। কেননা, হয়ত কেহ মিথ্যা ফাঁকি দিয়া লইয়া যাইতে পারে; কাজেই পুরা নাম নেশান না বলিয়া কিছু বলিয়া চাপা দিয়া রাখিবে। যেমন, হয়ত একখানা জেওর পাইয়াছি বা একখানা কাপড় পাইয়াছি বা একটি মানিবেগ পাইয়াছি, তাহাতে কিছু টাকা-পয়সা আছে ইত্যাদি। যে আসিয়া দাবী করিবে এবং সম্পূর্ণ নাম নিশান পুরাভাবে বলিতে পারিবে তাহাকে দেওয়া হইবে। মেয়েলোকে পাইলে স্বামী বা অন্য কাহারও দ্বারা পুরুষদের মধ্যে ঘোষণা করাইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** যদি বহু তালাশের পর একেবারে নিরাশ হইয়া যায় যে, আর মালিককে পাওয়া যাইবার কোনই আশা নাই, তখন ঐ জিনিসটি কোন গরীব-দুঃখীকে দান করিয়া দিবে, নিজে রাখিবে না। অবশ্য যদি নিজেও গরীব-দুঃখী হয়, তবে নিজেও রাখিতে পারে, কিন্তু গরীবকে দিয়া দেওয়ার পর বা নিজে গরীব হওয়ার কারণে নিজেই গ্রহণ করার পর যদি মালিক আসিয়া দাবী করে, তবে মালিক সেই জিনিসের মূল্য ফেরত লইতে পারে। আর যদি সে খয়রাত দেওয়া মঞ্জুর করিয়া লয়, তবে খয়রাতের সওয়াব সে-ই পাইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** পালা কবুতর, মুরগী, হাঁস, পালা তোতা, ময়না, ঘুঘু ইত্যাদি যদি হঠাৎ কাহারও বাড়ীর মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং তাহা ধরিয়া রাখে, তবে মালিককে তালাশ করিয়া দেওয়া ওয়াজিব। নিজে গ্রহণ করা হারাম।

৭। **মাসআলা ঃ** বাগানের মধ্যে যদি আম, তাল বা নারিকেল, সুপারী ইত্যাদি পড়িয়া থাকে, তবে তাহা বাগানের মালিকের বিনা অনুমতিতে উঠাইয়া লওয়া এবং ভক্ষণ করা হারাম। অবশ্য যদি এমন কোন জিনিস হয় যে, তাহার কোন মূল্য নাই বা কেহ খাইতে লইলেও নিষেধ করে না বা খাইয়া ফেলিলে মনেও কোন কষ্ট পায় না, সে রকম জিনিস উঠাইয়া লওয়া, খাওয়া বা ব্যবহার করা জায়েয আছে। যেমন হয়ত রাস্তার মধ্যে একটি বরৈ বা বুট বা ছোলা বা কলাই দানা ইত্যাদি পাইল।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি কোন বিরান ভিটায় বা মাঠের মধ্যে মাটিতে পোতা টাকা পয়সা কেহ পায়, তবে তাহারও মাসআলা পতিত জিনিস পাওয়ার মাসআলার অনুরূপ, অর্থাৎ মালিক তালাশ করিতে হইবে, নিজে ভক্ষণ করা জায়েয হইবে না। বহু তালাশের পরেও যদি মালিক না পাওয়া যায়, তবে খয়রাত দিয়া দিতে হইবে।

ওয়াক্ফ

১। **মাসআলা ঃ** একটি বাড়ী বা একটি জমি বা একটি বাগিচা, একটি গ্রাম যদি আল্লাহ্র রাস্তায় ওয়াক্ফ করিয়া দেওয়া যায় যে, (মসজিদ বা মাদ্রাসার খরচ বা) ইহাতে যাহাকিছু উৎপন্ন হইবে তাহাতে গরীব-দুঃখীরা থাকিবে বা উপভোগ করিবে, এইরূপ কাজে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়, ইহাকেই 'ছদ্কায়ে জারিয়া' বলে।) অন্যান্য সব এবাদৎ-বন্দেগীর সওয়াব মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে

বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু এই ধরনের ছদ্‌কায়ে জারিয়ার সওয়াব যতদিন ঐ সম্পত্তি থাকিবে এবং যতদিন গরীবের উপকার (এবং ইসলামের খেদমত) হইতে থাকিবে, কিয়ামত পর্যন্ত দাতার আমলনামায় সওয়াব লেখা হইতে থাকিবে।

২। **মাসআলা ঃ** নিজের কোন জিনিস ওয়াক্‌ফ করিয়া দিতে হইলে যাহাতে দানের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, মকছুদ হাছিল হয়, সম্পত্তিটি ঠিক থাকে, কোনরূপে খেয়ানত বা চুরি না হয় বা বে-জাগায় খরচ না হয়, সেই জন্য একজন বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান ধার্মিক লোককে মোতাওয়াল্লি নিযুক্ত করা দরকার।

৩। **মাসআলা ঃ** ওয়াক্‌ফ করার পর সেই সম্পত্তির মালিক বা অধিকারী ওয়াক্‌ফকারীও হইবে না, মোতাওয়াল্লিও হইবে না; সে সম্পত্তি আল্লাহ্‌র সম্পত্তি হইয়া যাইবে। মোতাওয়াল্লি শুধু রক্ষণাবেক্ষণের এবং খেদমত গোযারির মালিক হইবে, সম্পত্তির মালিক হইবে না। সে সম্পত্তি মোতাওয়াল্লি বা পূর্বের মালিক কেহই বেচিতেও পারিবে না, কিনিতেও পারিবে না, রেহান দিতেও পারিবে না, কাহাকে দানও করিতে পারিবে না, শুধু যে উদ্দেশ্যের কথা বলিয়া দিয়াছে সেই উদ্দেশ্যে খরচ করিতে হইবে বা সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের কাজে খরচ হইতে হইবে, তাছাড়া অন্য কোন কাজে খরচ করা দুরুস্ত নহে।

৪। **মাসআলা ঃ** মসজিদের কোন জিনিস যেমন ইট, সুরকি, চুনা, কাঠ, লোহা, টিন, মাদুর, পাথর ইত্যাদি নিজস্ব কোন কাজে লাগান দুরুস্ত নহে। যদি কোন জিনিস অতিরিক্ত বা কাজের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া যায়, তবুও তাহা নিজস্ব কাজে লাগান জায়েয নাই, তাহা বিক্রি করিয়া মসজিদেরই কাজে খরচ করা উচিত।

৫। **মাসআলা ঃ** ওয়াক্‌ফকারী যদি নিজের জীবিতকাল পর্যন্ত নিজেই মোতাওয়াল্লি থাকিতে চায়, তাহাও জায়েয আছে বা যদি এইরূপ শর্ত করিয়া লয় যে, যতদিন আমি জীবিত আছি ততদিন ইহার রক্ষণাবেক্ষণও আমি করিব এবং ইহার আয়ের এক চতুর্থাংশ বা অর্ধেক বা আমার দরকার পরিমাণ আমি রাখিব, বাকী অমুক বা অমুক ইসলামী মাদ্রাসায় বা গরীবদের দান করিব, তবে এইরূপ ওয়াক্‌ফ করাও এবং শর্ত অনুযায়ী আয়ের অংশ গ্রহণ করাও দুরুস্ত আছে, ইহাই ওয়াক্‌ফ করার সহজ উপায়। বিশেষতঃ সন্তানহীন লোকদের জন্য ইহা একটি উত্তম পন্থা। কেননা, ইহাতে নিজেরও ক্ষতি বা কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না এবং মৃত্যুর পর সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও থাকে না; বরং চিরস্থায়ী নেকী সঞ্চয়ের উপায় হয়।

এইরূপে যদি কেহ এইরূপ শর্ত করিয়া লয় যে, এই সম্পত্তি হইতে এত অংশ বা এত টাকা আগে আমার আওলাদ পাইবে, বাকী যাহাকিছু থাকিবে তাহা অমুক নেক কাজে ব্যয় হইবে, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। আওলাদকে উক্ত পরিমাণেই দেওয়া হইবে।

রাজনীতি—(বর্ধিত)

[রাজ্যস্থাপন, রাজ্য বিস্তার এবং রাজ্য শাসন ও সংরক্ষণ]

১। **মাসআলা ঃ** সমস্ত দুনিয়া আসলে খোদার রাজ্য। ন্যায়তঃ এবং আইনতঃ মানুষের রাজত্ব করিবার বা আইন গঠন করিবার কোনই অধিকার নাই। অবশ্য মানুষ খোদার দাসরূপে খোদার আইন লইয়া খোদার প্রতিনিধিত্ব করিবার উপযুক্ত বটে।

২। **মাসআলাঃ** সমস্ত মুসলমানের একতাবদ্ধ হইয়া যোগ্যতম ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করিয়া সকলে তাঁহার তাবে'দারী করিয়া চলা ফরয।

৩। **মাসআলাঃ** জেহাদ করা ফরয। কোন কোন সময় ফরযে আইন হয়; নতুবা সাধারণতঃ ফরযে কেফায়া থাকে।

৪। **মাসআলাঃ** 'আম্‌রবিল মা'রূফ, 'নিহি আনিল মোন্‌কার' অর্থাৎ, ইসলামের অদিষ্ট কাজে ক্রটি দেখিলে সেই কাজ করিতে আদেশ বা উপদেশ দেওয়া এবং ইসলাম বিরোধী কাজ দেখিলে সেই কাজ করিতে নিষেধ করাও ফরয। এই ফরযও কোন সময় ফরযে আইন হইয়া যায়, কোন সময় ফরযে কেফায়া থাকে।

৫। **মাসআলাঃ** মুসলিম পতাকা তলে মুসলিম দলের সাহায্যার্থে যদি কোন অমুসলমান আসিতে চায়, তবে (দলপতি) যদি ইহা মুসলিম জাতির স্বার্থের অনুকূলে মনে করেন এবং সেই অমুসলমান যদি প্রবল না হয়, মুসলিম পতাকা তলে থাকা স্বীকার করিয়া থাকে, পৃথক পতাকা উত্তোলন করিবার বা বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা না থাকে এবং কোন বিষয় লইয়া মতভেদ হইলে কোরআন হাদীসকে অর্থাৎ খোদা রসূলকে সালিস-বিচারক স্বীকার করে, তবে তাহাকে দলভুক্ত করা বা তাহার সাহায্য লওয়া জায়েয আছে।

৬। **মাসআলাঃ** জেহাদ করার নিয়্যত এই যে, ইমাম স্বয়ং সঙ্গে থাকিবেন, অথবা তিনি অপেক্ষাকৃত যরূরী কার্যে আবদ্ধ থাকিলে অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিকে আমীর নিযুক্ত করিয়া মুসলিম ফৌজ পাঠাইবেন। মুসলিম ফৌজকে আমীরের হুকুম মানিয়া চলিতে হইবে। প্রথমতঃ অমুসলমানকে ইসলাম ধর্মের দিকে আহ্বান করিতে হইবে যে, তোমরা বিশ্বপতি, সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা এক আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমরাও যেমন স্বাধীন তোমরাও তদ্রূপ স্বাধীন হইবে, আমরা যেমন একমাত্র খোদার আইনের অধীন অন্য কাহারও অধীন নহি, তোমরাও তদ্রূপ একমাত্র খোদার আইনের অধীন হইবে অন্য কাহারও অধীন হইবে না। তিনবার করিয়া এইরূপ তাহাদিগকে আহ্বান করিতে হইবে এবং বুঝাইতে হইবে। যদি তাহারা ইসলাম ধর্ম স্বীকার করিয়া লয়, তবে আর তাহাদের সঙ্গে কোন যুদ্ধবিগ্রহ নাই বা তাহাদের জন্য ভিন্ন আইন, আমাদের জন্য ভিন্ন আইন নাই; সকলই এক আইনভুক্ত চলিবে। যদি তাহারা ঐ ডাকে সাড়া না দেয়, তবে তাহাদিগকে বলিতে হইবে যে, তাহা হইলে তোমাদিগকে আমাদের অধীনস্থ প্রজা বা আমাদের অধীনস্থ করদ রাজ্যের ভিতর থাকিতে হইবে। যদি তাহারা অধীনতা স্বীকার করে, তবুও তাহাদের সহিত কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হইবে না। আর যদি তাহারা কিছুতেই পথে না আসে, তবে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া সত্য ধর্মের জায়েয উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান করিতে হইবে।

৭। **মাসআলাঃ** যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা হারাম। আমীরের হুকুম পালন না করা হারাম। অবশ্য যদি পুনরায় আক্রমণের কৌশল করার উদ্দেশ্যে বা মুসলিম কেন্দ্রে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে কেহ পিছ পা হয়, তবে হারাম নহে। এইরূপে আমীর বা ইমাম যদি খোদানাখাস্তা আল্লাহ্‌র বা আল্লাহ্‌র রসূলের স্পষ্ট বাণীর বিরুদ্ধে কোন হুকুম দেন, তবে তাহা পালন করা ওয়াজিব হইবে না; বরং পালন করা জায়েযই নাই। কিন্তু যে সব ব্যাপারে দলীলের দিক দিয়া মতভেদ করার অবকাশ আছে, সেই-সব ব্যাপারে নিজের মতের বা মযহাবের বিরুদ্ধে বলিয়া আমীর বা ইমামের বিরুদ্ধাচরণ জায়েয হইবে না।

৮। **মাসআলাঃ** দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করিয়া মানব সমাজে শান্তি রক্ষা করাই শাসন-নীতির একমাত্র উদ্দেশ্য। শোষণ, প্রজাপীড়ন বা গৌরব প্রদর্শন কখনো শাসন-নীতির পর্যায়ভুক্ত নয়। বিশ্বস্ত সাক্ষীসূত্রে চুরি প্রমাণিত হইয়া গেলে চোরের উপদ্রব হইতে মানব সমাজকে বাঁচাইবার জন্য আল্লাহ্‌র আইনে শরীঅতের বিধানে চোরের শাস্তি তাহার হাত কাটিয়া দেওয়া, যাহাতে একজনের হাত কাটা দেখিলে আর কাহারও চুরি করার সাহস না থাকে। এইরূপ যিনা (ব্যভিচার) প্রমাণিত হইয়া গেলে তাহার শাস্তি সর্বসমক্ষে এক শত কোড়া লাগান বা প্রস্তরাঘাতে জীবনে মারিয়া ফেলা। নেশাপান, মিথ্যা তোহ্‌মত দান প্রমাণিত হইলে তাহার শাস্তি ৮০ কোড়া লাগান। খুন প্রমাণিত হইলে তাহার শাস্তি খুনের বদলে খুন বা যদি অনিচ্ছা সত্ত্বে মারাত্মক অস্ত্র বিহনে খুন হইয়া থাকে, তবে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস্‌গণকে ১০০ উট বা ১০০০টি দিনার বা ১০০০০ দশ হাজার দেরহাম দিতে হইবে। যদি ডাকাতি প্রমাণিত হইয়া যায়, তবে তাহাদিগকে শূলে দিতে হইবে বা হাত পা কটিয়া দিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত ছোট ছোট অপরাধে ইমামের এবং বিচারকের রায়ের উপর সোপর্দ থাকিবে। তিনি যাহাতে শাসন হয় তাহাই করিবে।

প্রিয় পাঠক, শাসন-নীতি বা রাজনীতির বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়। শুধু দেখাইতে চাই যে, এইভাবে সুশাসন ও সুবিচার প্রবর্তিত হইলে দেশ কত শান্তিময় হইত। ঘুষ, মিথ্যা সাক্ষী, শোষণনীতি, অবিচার, অত্যাচার এইসব উঠিয়া গেলে গরীব প্রজারা কত সুখী হইত।

—অনুবাদক